মহর্ষিযাস্কপ্রণীতম্

# নিরুক্তম

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য
সম্পাদিতম্

দক্ষিনেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপিঠ বালকাশ্রম

মহর্ষিযাস্কপ্রণীতম্

# নিরুক্তম্

নৈঘণ্টুকপ্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদস্য ষষ্ঠখণ্ডান্তং তথা দৈবতকাণ্ডস্য তৃতীয়পাদস্য দশমখণ্ডান্তম্ । ভাষ্যানুসারতঃ নৈঘণ্টুককাণ্ডস্য প্রথমাধ্যায়স্যৈকাদশপরিচ্ছেদান্তং দৈবত-কাণ্ডস্য প্রথমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশপরিচ্ছেদান্তং চ ।

অন্বয়ানুবাদমন্তব্যসমন্বিতং দুর্গাচার্যবৃত্তিসহিতঞ্চ

ব্রহ্মচারিমেধাচৈতন্য সম্পাদিতম্

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

● প্রকাশক ঃ
দেবাশিস ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬



● প্রথম প্রকাশ ঃ নববর্ষ ১৪২৪

● মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র

● মুদ্রক ঃ
অভিনব মুদ্রণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

# ভূমিকা

যে শাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদনপূর্বক স্বতন্ত্রভাবে বেদের অর্থ বুঝায় তাকে নিরুক্তশাস্ত্র বলে। 'তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকঞ্চ' [ নিঃ ১।৫।৩ ]। ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিভাগ করে দিয়ে সাধু শব্দের উপদেশ করে। সুতরাং ব্যাকরণের দ্বারা বেদের অর্থ বুঝা গেলেও সম্পূর্ণভাবে বেদের অর্থ বুঝাবার জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের অবশ্য প্রয়োজন আছে ; বেদের অর্থজ্ঞান ব্যতীত স্বর ও সংস্কারের অবধারণ হয় না। ব্যাকরণের দ্বারা বেদের অর্থ নিশ্চয় হয় বলে ব্যাকরণ স্বর ও সংস্কারের জ্ঞানে সাহায্য করে কিন্তু ব্যাকরণ থেকে বেদার্থ নিশ্চয় পরিপূর্ণভাবে হয় না পরিপূর্ণভাবে হয় নিরুক্ত শাস্ত্র থেকে। এই হেতু নিরুক্ত শাস্ত্র ব্যাকরণের পরিপূর্ণতা সম্পাদন যেমন করে সেইরূপ নিরুক্ত তার নিজস্ব অসাধারণ প্রয়োজন যে বেদার্থের পরিষ্কারভাবে নিশ্চয় সম্পাদন তাহা করে বলে নিরুক্তকে পৃথক্ শাস্ত্র অবশ্যই বলা হয়। এইজন্য শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলা হয়। 'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি' [ মুঃ উঃ ১।১।৫ ]। চতুর্দশ বিদ্যাস্থানেরমধ্যেও নিরুক্তের পৃথক্‌শাস্ত্রত্ব উক্ত হয়েছে।

যথা—'পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ ॥

[ যাঃ সং ১।৩ ] এখানে 'অঙ্গ' শব্দের দ্বারা ছয়টি অঙ্গকে বুঝিয়ে তার মধ্যে নিরুক্তকে ধরা হয়েছে। বেদের অর্থনিশ্চয়ে ব্যাকরণ শাস্ত্রে স্বর ও সংস্কারের চিন্তা অর্থাৎ কিছুটা উপায় দেখান হয়েছে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ব্যাকরণ থেকে স্বর ও সংস্কারের নিশ্চয় হয় না বলে বেদার্থ নিশ্চয়ে ব্যাকরণ শাস্ত্র অপরিসমাপ্ত। তার অপরিসমাপ্ততাকে পূর্ণ করেছে নিরুক্তশাস্ত্র। নিরুক্তশাস্ত্র না জানলে বেদের অর্থ পরিপূর্ণভাবে জানতে পারা যায় না। এইজন্য বেদার্থ নিশ্চয় নিরুক্তশাস্ত্রের অধীন। এই নিরুক্ত শাস্ত্র পূর্বে

অনেক ঋষি করেছিলেন। যাস্ককৃত নিরুক্তশাস্ত্রে তাদের নাম পাওয়া যায়। যথাঃ—শাকপূণি, ঔর্ণনাভ, ক্রোষ্টুকি' প্রচর্মশিরা, আগ্রয়ণ, ঔদুম্বরায়ণ, কৌৎস, কত্থক্য ইত্যাদি। ইঁহাদের রচিত নিরুক্ত শাস্ত্র-গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

যাস্কমুনি পূর্বপূর্ব ঋষিদের নিকট থেকে মন্ত্রার্থ অবধারণ করে পূর্ববর্তি মানুষদের বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রথমে গো শব্দ থেকে দেবপত্নী শব্দ পর্যন্ত শব্দ সমূহকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাগ করে নিঘণ্টু শাস্ত্র রচনা করলেন। এই নিঘণ্টুও নিরুক্ত শাস্ত্রেরই অন্তর্গত। তারপর যাস্কাচার্য সেই নিঘণ্টুতে বিন্যস্ত বৈদিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা রূপে নিরুক্ত নামক দ্বাদশাধ্যায়বিশিষ্ট শেষে পরিশিষ্টরূপে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশাধ্যায়াত্মক শাস্ত্র রচনা করেছেন। দুর্গাচার্য, স্কন্দস্বামী প্রভৃতির মতে নিঘণ্টুটি যাস্কাচার্য রচিত নহে, কিন্তু উহা অন্যান্য ঋষি কর্তৃক পূর্বে সংগৃহীত। যাস্কাচার্য নিরুক্তে উহার ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র সুতরাং নিরুক্তটি নিঘণ্টুর ভাষ্যরূপ।

কিন্তু এই মত কতটা সত্য তাহা সন্দেহের বিষয়। কারণ মহিম্নঃ স্তোত্রের ৭ মশ্লোকের টীকায় মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন—'তত্রাপি নিঘণ্টু সংজ্ঞকঃ পঞ্চাধ্যায়াত্মকো গ্রন্থো ভগবতা যাস্কেনৈব কৃতঃ, [ মঃ স্তোঃ টীকা ৭ ]। অর্থাৎ নিঘণ্টু নামক পাঁচ অধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থটিও যাস্কই রচনা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নিরুক্ত গ্রন্থটি বেদের বিশেষভাবে ব্যাখ্যা কারক। এই ব্যাখ্যার মধ্যে নিঘণ্টুও বৈদিক পদের সংগ্রহ করে প্রকারান্তরে সহায়ক। মোটকথা নিঘণ্টু সূত্রস্থানীয়। নিরুক্ত তার ভাষ্যস্থানীয়।

এই নিরুক্তে তিনটি কাণ্ড আছে—নৈঘণ্টুককাণ্ড নৈগমকাণ্ড এবং দৈবত-কাণ্ড। 'গোঃ পদ থেকে আরম্ভ করে 'অপারে' পদ পর্যন্ত হচ্ছে নৈঘণ্টুক কাণ্ড। এই নৈঘণ্টুক কাণ্ডের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। তারপর 'জহা' শব্দ থেকে 'উলবমৃবীসম্' পর্যন্ত গ্রন্থ হচ্ছে নৈগম কাণ্ড। এই নৈগমকাণ্ডে ৪র্থ অধ্যায় মাত্র সমাপ্ত হয়েছে। তারপর 'অগ্নি' শব্দ থেকে 'দেবপত্নী' পর্যন্ত শব্দগুলি দৈবত কাণ্ড নামে কথিত।

এই দৈবতকাণ্ডে ৭ম অব্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্তই দেবতাদের

স্বরূপ, স্থান, ভক্তি প্রভৃতি কীর্তিত হয়েছে। যে সকল বৈদিক বাক্যে প্রধান দেবতা ভিন্ন তদনুষঙ্গী দ্রব্যাদি গৌণভাবে কীর্তিত হয়েছে সেই সকল বেদ বাক্যের ব্যাখ্যা নৈঘণ্টুককাণ্ডে করা হয়েছে। নৈঘণ্টুক শব্দের এক অর্থ গৌণ। 'জহা' প্রভৃতি কঠিন বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা যাতে করা হয়েছে, তাহা নৈগমকাণ্ড। এখানে নৈগম মানে দুর্জ্ঞেয় বৈদিক শব্দ।

আর যে কাণ্ডে যে বৈদিক বাক্যগুলি প্রধান ভাবে দেবতার প্রতিপাদন করেছে সেই বৈদিক বাক্যের ব্যাখ্যার প্রকরণকে দৈবত কাণ্ড বলা হয়েছে।

বেদার্থ বুঝতে গেলে নিরুক্তশাস্ত্রজ্ঞান অবর্জনীয়। এইজন্য যারা আজকালকার সাহেবী চিন্তার দ্বারা বেদ বুঝতে চায় তারা মিষ্টান্ন বর্জন করে বৃদ্ধাঙ্গুলীর চোষণই মাত্র করে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর যে মনন নিদিধ্যাসন তপস্যাদি দ্বারা বেদার্থ বুঝেছিলেন, তাই তাঁরা নিরুক্তে প্রকাশ করে গেছেন। আর দুই চারি বৎসর মাত্র সংস্কৃতও না জেনে একেবারে বেদার্থ বুঝে ফেলতে যারা চেষ্টা করে তাদের সাহস বলিহারী যাই। আরও আশ্চর্য এই যে—সেই আধুনিক দু'চারদিনের বেদ স্রষ্টাকে যারা সমর্থন করে, প্রাচীন ভাষ্যকারদের নস্যাৎ করে দেন। যাই হোক যাস্ককৃত এই নিরুক্তের অনেক ব্যাখ্যা আছে। ইহার ভাষ্য আছে। স্কন্দস্বামীর টীকা আছে। দুর্গাচার্যের বৃত্তি আছে।

তারপর এই বাংলাদেশেই বাঙ্গালীদের জন্য ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুর সমগ্র নিরুক্ত শাস্ত্রের আশয়াদি বাংলা ভাষায় যেরূপ ব্যাখ্যা করে গেছেন, তাহা অতীব উপাদেয়। বাংলা ভাষায় নিরুক্ত ব্যাখ্যায় ইহার তুলনা নাই।

দ্বারভাঙ্গার পণ্ডিত মুকুন্দ শর্মবক্সীও দুর্গাচার্য বৃত্তিকে অনুসরণ করে সরল সংস্কৃত ভাষায় বিশদভাবে সমগ্র নিরুক্ত ব্যাখ্যা করেছেন। উহাও উপাদেয়।

আজকাল এই মুনি ঋষির দেশ ভারতবর্ষে সংস্কৃতের যেরূপ দুরবস্থা হয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তাতে ভারতীয়েরা ঋষিদের বংশধর তাহা পরিচয় দিবার আর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমরা না হিন্দু, না অহিন্দু, কোন ধর্মে আমাদের আর নিষ্ঠা নাই। এই দুঃখ করেও কোন

লাভ নাই। কারণ যাহা অবশ্যম্ভাবিরূপে ঘটছে, তার প্রতীকারের উপায় আমাদের অজ্ঞাত, অথবা জ্ঞাত হলেও আমাদের অসাধ্য।

সমগ্র নিরুক্ত শাস্ত্র পঠন-পাঠন এখন তিন দশকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে বলে মনে হয় না। সেইজন্য যতটুকু অংশের পঠন-পাঠন বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে হয়, সেই অংশটুকুর পঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারার্থে আমি ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের পুস্তক, বক্সীর পুস্তক এবং দুর্গাচার্যবৃত্তির অনুশীলন করে নিরুক্তের কিয়দংশের মূল, মূলানুবাদ, প্রত্যেক পদের অর্থ, মন্তব্য ও দুর্গাচার্যবৃত্তির সহিত এই নিরুক্তের সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করলাম। এতে যদি কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীরও উপকার হয়, তাহলে শ্রম সার্থক মনে করব। এতে কোন কোন স্থলে বক্সী ও ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি মনে করে দুর্গাচার্য-বৃত্তির চিন্তা পূর্বক কিছু কিছু অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেছি। দোষ, গুণ সুধীদেরই বিচার্য।

ইতি—ব্রঃ মেধাচৈতন্য

# সূচিপত্র
## নিরুক্তের বিষয়ানুক্রমণিকা

———

# যাস্কপ্রণীতম্ । নিরুক্তম্ নৈঘণ্টুককাণ্ডম্ ।

## প্রথমোঽধ্যায়ঃ প্রথমঃপাদঃ

বেদৈশ্চ সর্বৈঃ প্রতিপাদ্যতাংযো,
গতস্তমর্কং প্রণমামি ভক্ত্যা ।
যাচে তমেকং স্ফুরদর্থবৃত্ত্যা
নিরুক্তভাবং প্রকটীকরোমি ॥
তদর্থজাতং হৃদয়ে প্রকাশ্য
স্বানুগ্রহেণেহ কৃতৌ মমাস্যাম্ ।
সাহায়কঃ স্যাদ্ভগবন্ বিবস্বন্,
ভূয়োভবৎপাদরজো নমামি ॥

নিরুক্তে=নৈঘণ্টুককাণ্ডম্ । প্রথমাধ্যায়ঃ । প্রথমপাদঃ ।

(মূল)

ওঁ সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ ॥ (ক) ॥ স ব্যাখ্যাতব্যঃ ॥ (খ) ॥ তমিমং সমাম্নায়ং নিঘণ্টব ইত্যাচক্ষতে ॥ (গ) নিঘণ্টবঃ কস্মাৎ ॥ (ঘ) ॥ নিগমা ইমে ভবন্তি ॥ (ঙ) ॥ ছন্দোভ্যঃ সমাহৃত্য সমাহৃত্য সমাম্নাতাঃ ॥ (চ) ॥ তে নিগন্তব এব সন্তো নিগমনান্নিঘণ্টব উচ্যন্ত ইত্যৌপমন্যবঃ ॥ (ছ) ॥ অপি বাঽঽহননাদেব স্যুঃ সমাহতা ভবন্তি ॥ (জ) ॥ যদ্বা সমাহৃতা ভবতি ॥ (ঝ) ॥ তদ্যান্যেতানি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ তানীমানি ভবন্তি ॥ (ঞ) ॥ তত্রৈতন্না-মাখ্যাতয়োর্লক্ষণং প্রদিশন্তি ॥ (ট) ॥ ভাবপ্রধানমাখ্যাতং সত্ত্বপ্রধানানি নামানি ॥ (ঠ) ॥ তদ্যত্রোভে ভাবপ্রধানে ভবতঃ ॥ (ড) ॥ পূর্বাপরীভূতং ভাবমাখ্যাতেনাচষ্টে ব্রজতি পচতীত্যুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্যন্তম্ ॥ (ঢ) ॥ মূর্তং সত্ত্বভূতং সত্ত্বনামভিঃ, ব্রজ্যা পক্তিরিতি ॥ (ণ) অদ ইতি সত্ত্বানামুপদেশঃ ॥ (ত) ॥ ১ ॥

প্রথমখণ্ডঃ

# বিবৃতি

সমাম্নায়ঃ[১] [ গোশব্দ থেকে আরম্ভ করে দেবপত্নী পর্যন্ত বৈদিক শব্দ সমুদায় ] সমাম্নাতঃ[২] [ অর্থজ্ঞানের জন্য প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সঙ্কলনপূর্বক পঠিত এবং নিঘণ্টুনামক একটি পঞ্চাধ্যায়যুক্ত শাস্ত্রে সংগৃহীতরূপে গ্রথিত ] ।। (ক) ।।

অনুবাদ :—গোশব্দ থেকে আরম্ভ করে দেবপত্নী পর্যন্ত অনেক বৈদিকশব্দ সংগ্রহ করে ঋষিগণ কর্তৃক নিঘণ্টুগ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে ।। (ক) ।।

সঃ [ গোপ্রভৃতি ভিন্ন যে সকল শব্দ ঋষিরা সংকলন করেন নাই কেবল বেদেই অবস্থিত সেই সকল শব্দ এবং যাহা নিরুক্তকাররা সংকলিত করেছেন—এই উভয় প্রকার শব্দ ] ।

ব্যাখ্যাতব্যঃ[৩] [ বিশেষভাবে বিভাগ করে—এইগুলি নাম, এইগুলি আখ্যাত, এইগুলি উপসর্গ, এইগুলি নিপাত, এই হচ্ছে বৈদিকশব্দের সামান্য লক্ষণ, এই হচ্ছে বিশেষ লক্ষণ, এই পদগুলি একার্থক, এইগুলি অনেকার্থক, এই পদগুলির সংস্কার জানা গেছে, এইগুলির সংস্কার জানা যায় নাই, এইটি শব্দ, এইটি অর্থ, এই শব্দের এই প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দেশপূর্বক অর্থকথন, এই-ভাবে, আ—মর্যাদা বা পরিপাটীর[৪] দ্বারা খ্যাতব্য অর্থাৎ বলতে হবে ] ।। (খ) ।।

অনুবাদ :—যে সকল শব্দ বেদেই আছে ঋষিরা সংকলন করেন নাই, তাহা এবং যাহা সংকলন করেছেন—এই উভয় প্রকার শব্দই বিশেষভাবে উত্তমরূপে বলতে হবে ।। (খ) ।।

তম্ [ সেই পূর্বোক্তরূপ ( যাহা সংকলিত হয় নাই ], ইমম্ [ এই ( যাহা সংকলিত হয়েছে ) । সামাম্নায় শব্দের দ্বারা প্রতিপাদ্য বৈদিকশব্দ সমূহকে ] আচার্যেরা ] নিঘণ্টবঃ [ নিঘণ্টু ] ইতি এই নামে ] আচক্ষতে [ অভিহিত করেন ] ।। (গ) ।।

---

১। সম্+আ+ম্না অভ্যাসে+ঘঞ্ [অকর্তরি চ কারকে পাঃ সূঃ ৩।৩।১৯ কর্মবাচ্যে ]

২। সম্+আ+ম্না অভ্যাসে+কর্মণি ক্তঃ=সমাম্নাতঃ।

৩। বি+আ+খ্যা প্রকথনে—কর্মণি তব্যঃ=ব্যাখ্যাতব্যঃ।

৪। পরিপাটী=আনুপূর্বী (ক্রম) অনুক্রম।

অনুবাদ ঃ—আচার্যেরা সেই অসংকলিত ও সংকলিত বৈদিক শব্দ সমূহকে নিঘণ্টু এই নামে অভিহিত করেন ।। (গ) ।।

কস্মাৎ [ কিহেতু ] নিঘণ্টবঃ [ নিঘণ্টুনাম হল ] ।। (ঘ) ।।

অনুবাদ ঃ—প্রশ্ন হয়, এই গো প্রভৃতি দেবপত্নীপর্যন্ত বৈদিক শব্দগুলির নাম নিঘণ্টু হল কেন ? ।। (ঘ) ।।

ইমে [ এই গবাদি বৈদিকশব্দগুলি ] নিগমাঃ [ মন্ত্রের অর্থ বুঝায় বলে "নিগম" । সংজ্ঞাবশত নিঘণ্টু নামে ] ভবন্তি [ অভিহিত হয় ] ।। (ঙ) ।।

অনুবাদ ঃ—[ পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর ] যেহেতু এই গবাদি শব্দগুলি—নি অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে অথবা অধিকভাবে পরিজ্ঞাত হয়ে গময়ন্তি অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থকে বুঝিয়ে থাকে এই হেতু এই বৈদিকশব্দগুলি নিগমসংজ্ঞক হয়ে নিঘণ্টু সংজ্ঞক হয় ।। (ঙ) ।।

ছন্দোভ্যঃ [ মন্ত্রসমূহ থেকে ) সমাহৃত্য [ পুনঃ পুনঃ একীকৃত করে ] সমাম্নাতাঃ [ গ্রথিত গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ ) করা হয়েছে ] ।। (চ) ।।

অনুবাদ ঃ—মন্ত্রসমূহ থেকে [গবাদি শব্দ] পুনঃ পুনঃ একীকৃত একীকৃত করে [ যেহেতু ] গ্রথিত হয়েছে ।। (চ) ।।

তে [ ঋষিগণকর্তৃক সংকলিত গবাদি শব্দ এবং অন্য অগবাদি শব্দ এই উভয় প্রকার শব্দসমূহ ] নিগমনাৎ [ মন্ত্রের অর্থকে বুঝায় বলে ] নিগন্তবঃ এব সন্তঃ [ নিগময়িতা ] নিশ্চিতরূপে অর্থজ্ঞান জনক হওয়ায় ] নিঘণ্টবঃ [ বর্ণবিপর্যয় প্রভৃতি[১] নিরুক্তলক্ষণের দ্বারা নিঘণ্টুসমূহ নামে] উচ্যন্তে [কথিত হয় ] ইতি ঔপমন্যবঃ[২] [ ইহা ঔপমন্যব আচার্য মনে করেন ] ।। (ছ) ।।

---

১। "বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্ ।

বর্ণের আগম, বর্ণের বিপর্যয় ( পরিবর্তন ), বর্ণের বিকার, বর্ণের নাশ বিশেষ অর্থে ধাতুর যোগ এই পাঁচটিকে নিরুক্ত বলে ।

উদাহরণ হিংস; [ নকারাগম ], সিংহঃ [ হস্থানে স সস্থানে হ] গূঢ়োত্মা [আস্থানে ওকার] পৃষোদরম্ [ বর্ণনাশ ] আহন্তব, নিঘণ্টবঃ [ হনধাতুর বোধয়িতৃত্ব অর্থযোগ ]

২। উপরতমন্যুঃ উপমন্যুঃ তস্যাপত্যম্ ঔপমন্যবঃ ।

[ এই শ্লোকটি ব্যাকরণ পড়বার সময় নানাস্থানে পেয়েছি কিন্তু কোথাকার উদ্ধৃতি তাহা সংগ্রহ করতে পারি নাই ]

অনুবাদ ঃ—ঋষিগণ কর্তৃক সঙ্কলিত গবাদি শব্দ এবং অন্য নিরুক্তকার-কর্তৃক সংগৃহীত গবাদি ভিন্ন শব্দ—এই উভয় প্রকার বৈদিক শব্দ মন্ত্রের অর্থকে বুঝিয়ে দেয় বলে নিশ্চিতরূপে অর্থজ্ঞানের জনক হওয়ায় নিগন্তু সংজ্ঞা-পূর্বক নিঘণ্টু নামে অভিহিত হয়। ইহা ঔপমন্যব আচার্য মনে করেন ।।(ছ)।।

মন্তব্য ঃ—দুর্গাচার্য বলেন—শব্দের তিনপ্রকার বৃত্তি আছে একটি প্রত্যক্ষ-বৃত্তি বলে—যেমন—"নিগময়িতা" এই শব্দটি স্পষ্টভাবে মন্ত্রের অর্থকে নিগমন করে অর্থাৎ বুঝায় এইরূপ অর্থ বুঝায় বলে এই শব্দটির বৃত্তি হচ্ছে প্রত্যক্ষ বৃত্তি।

"নিগন্তু" এই শব্দটিতে গমধাতুর উত্তর ণিচ্ নাই অথচ ণিজর্থ বুঝাতে হয়, আর, "নিগময়িতৃ"র তৃস্থানে ন্তু ( তুন্ প্রত্যয় করে ) হয়েছে। এইজন্য এই শব্দটি একটু অস্পষ্টভাবে মন্ত্রার্থবোধক অর্থ বুঝায় বলে ইহার বৃত্তিটি পরোক্ষবৃত্তি। আর "নিঘণ্টু" এই শব্দে "গ" এর স্থানে ঘ বা [ হ এর স্থানেও ঘ ( পরে বলা হবে ) 'ত'-এর স্থানে ট এবং 'ঋ' স্থানে উ হওয়ায় উহা অতি পরোক্ষ বৃত্তির দ্বারা মন্ত্রার্থবোধক অর্থ বুঝায় বলে নিঘণ্টু শব্দটি অতি পরোক্ষবৃত্তি ।। (ছ) ।। অপি বা [ ( চার্থে বা শব্দ ) এবং ] আহননাৎএব [ পাঠবশত মর্যাদাপূর্বকপাঠ বশতই ] স্যুঃ [ নিঘণ্টু নামে অভিহিত হয় ] [ যেহেতু এই গবাদিশব্দ ] [ পঞ্চাধ্যায়াত্মক শাস্ত্রসংগ্রহে ( পঞ্চাধ্যায়াত্মক নিঘণ্টু শাস্ত্রে ) ] সমাহৃতাঃ [ সং সম্যগ্‌ভাবে, আ—মর্যাদাপূর্বক ( যথাক্রমে ), হৃতাঃ=পঠিত ] ভবন্তি [ হয়েছে ] ।। (জ) ।।

অনুবাদ ঃ—আরও কথা এই যে ঐ গবাদি শব্দগুলি মর্যাদাপূর্বক অর্থাৎ যথাযোগ্যক্রম অনুসারে পঠিত হওয়ায়—ঐ সংগৃহীত শব্দগুলি নিঘণ্টু নামে কথিত হয়। যেহেতু ঐ গবাদি শব্দ পঞ্চাধ্যায়াত্মক ( নিঘণ্টুনামক ) সংগ্রহ শাস্ত্রে যথাক্রমে পঠিত হয়েছে ।। (জ) ।।

মন্তব্য ঃ—"অপি বা ·····ভবন্তি" এ বাক্যটিতে যে 'অপি বা' শব্দ আছে তাহার বাশব্দটি বিকল্পার্থক নয় কিন্তু সমুচ্চয়ার্থক। পূর্ববাক্যে নিঘণ্টু-শব্দের ব্যুৎপত্তি একপ্রকার দেখান হচ্ছে। বেদের ব্রাহ্মণভাগে অনেক স্থলে হন্‌ধাতুর 'পাঠ' অর্থে ব্যবহার আছে। যেমন "ইদমাহতম্" মানে পঠিত। এখানে সম্ পূর্বক আঙ্ পূর্বক হন্ ধাতুর উত্তর ( পাঠার্থক ) কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করলে [ সমাহৃতাঃ ] সমাহৃত শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তার অর্থ হয়

মর্যাদাপূর্বক যাহা পঠিত হয়েছে। গবাদিশব্দগুলি পঞ্চাধ্যায়াত্মকসংগ্রহশাস্ত্রে (নিঘণ্টুনামকশাস্ত্রে) সম্যগ্‌ভাবে মর্যাদাপূর্বক যেহেতু পঠিত হয়েছে, সেইহেতু এই শব্দগুলি সমাহৃতা, সম্ পূঃ আ পূঃ হনন ক্রিয়া যোগে "সমাহন্তবঃ" এইরূপ বিপরিণত হয়ে, তারপর "নিঘণ্টবঃ" [ নিঘণ্টু ] শব্দে পর্যবসিত হয়েছে। এখানে—সম্ + আ—এই দুইটি উপসর্গের বিপর্যয় হয়ে "নি" হয়েছে পাঠার্থক হন্ ধাতুর 'হ' স্থানে 'ঘ' হয়েছে 'ন্ত' র ত স্থানে টু হয়েছে। তার ফলে সমাহৃত ও সমাহন্তু শব্দটি 'নিঘণ্টু'রূপে পর্যবসিত হয়েছে। এইজন্য এই নিঘণ্টু শব্দটি অত্যন্ত পরোক্ষবৃত্তি হয়েছে, সেইহেতু ইহাদের নাম হয়েছে নিঘণ্টু। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে আগের বাক্যে অর্থ হয়েছিল, যেহেতু এই গবাদিশব্দ ও অগবাদিশব্দ মন্ত্রার্থকে বুঝিয়ে দেয়, সেইহেতু নিঘণ্টু নামে অভিহিত। আর এই বাক্যে অর্থ হলো—যেহেতু এই গবাদি শব্দ পরিপাটী রূপে পঞ্চাধ্যায়সংগ্রহশাস্ত্রে পঠিত হয়েছে, সেই হেতু নিঘণ্টু নামে কথিত। এখানে মন্ত্রার্থ বুঝান অর্থটি ধরা হয় নাই। নিঘণ্টুশব্দের অন্য প্রকার ব্যুৎপত্তি বলছেন—

যদ্বা সমাহৃতা ভবন্তি ॥ (ঋ) ॥

যৎ বা [ যেহেতু ], [ এতে গবাদি শব্দ ও অগবাদি শব্দ ) ] [ ছন্দোভ্যঃ ( মন্ত্র থেকে ) ] সমাহৃতাঃ [ সম্যগ্‌ভাবে নিঘণ্টু গ্রন্থে সংগৃহীত ] ভবন্তি [ হয় ] সেই হেতু সমাহৃত থেকে সমাহর্তু, সমাহর্তু থেকে নিঘণ্টুরূপে নিষ্পন্ন হয়েছে ] ॥ (ঋ) ॥

অনুবাদঃ—যেহেতু এই গবাদিশব্দ ও অগবাদিশব্দ—মন্ত্র থেকে নিঘণ্টুনামক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে, সেইহেতু সমাহৃতা থেকে সমাহর্তু, সমাহর্তু থেকে নিঘণ্টু নামে কথিত হয়েছে ॥ (ঋ) ॥

মন্তব্যঃ—সম্ + আ + হৃ + ক্ত = সমাহৃত। সম্যগ্‌ভাবে আহৃত অর্থাৎ অর্থাৎ সংগৃহীত হয়েছে গবাদিশব্দ যে গ্রন্থে এইরূপ অধিকরণবাচ্যে সম্ পূঃ + আ পূঃ + হৃ ( ঞ ) ধাতুর উত্তর ঔণাদি তু প্রত্যয় করে সমাহর্তু শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তারপর সেই 'সমাহর্তু' শব্দের সম + আ স্থানে বর্ণের ব্যত্যয় করে 'নি' হয়েছে, হ্‌এর্ [ হ্‌র্ ] স্থানে 'ঘণ্' হয়েছে। 'তু স্থানে' 'টু' হয়েছে, ফলে 'নিঘণ্টু' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এই পক্ষে নিঘণ্টু শব্দের মানে হল—মন্ত্র থেকে সম্যগ্‌ভাবে শব্দগুলি যে গ্রন্থে [ নিঘণ্টু ] সংগৃহীত হয়েছে,

সেই গ্রন্থই নিঘণ্টু। এই পক্ষেও নিঘণ্টু শব্দ অতি পরোক্ষবৃত্তি। 'সমাহৃতু' শব্দ পরোক্ষবৃত্তি। 'সমাহৃত' শব্দ প্রত্যক্ষবৃত্তি ॥ (ঝ) ॥

এখন চার প্রকার পদের উদ্দেশ ( নামকীর্তন ) করছেন—

তৎ [ নিঘণ্টু শব্দের অর্থতত্ত্ব ( অর্থ ) ] [ অবধারণ করা হচ্ছে ] যানি এতানি [ এই যে ] চত্বারি পদজাতানি [ চারপ্রকার পদজাত অর্থাৎগণ ], নামাখ্যাতে [ নাম ও আখ্যাত ] চ [ এবং ] উপসর্গনিপাতাশ্চ [ উপসর্গ ও নিপাত ], তানি [ তারাই ] ইমানি [ নিঘণ্টু সংজ্ঞক ] ভবন্তি [ হয় অর্থাৎ এই শাস্ত্রে চারপ্রকার পদসমূহ আছে ] ॥ ঞ ॥

অনুবাদ :—নিঘণ্টু শব্দের অর্থের অবধারণ করা হচ্ছে। এই যে চার প্রকার পদসমূহ নাম ও আখ্যাত এবং উপসর্গ ও নিপাত—এইগুলি নিঘণ্টু সংজ্ঞক হয়েছে। এই শাস্ত্রে চারপ্রকার পদসমূহ আছে ॥ (এত) ॥

মন্তব্য :—এখানে "পদজাতানি" শব্দের অর্থ পদজাতি সমূহ। পদানাং জাতানি [ ষষ্ঠীতৎপুরুষ ] এইরূপ সমাসে "পদজাতানি" 'জাত' পদের অর্থ এখানে জাতি অর্থাৎ সামান্য। যেহেতু অমরকোশে আছে —"জাতির্জাতং চ সামান্যম্" [ স্বর্গবর্গে কালবর্গ ]। নাম অর্থাৎ সুবন্তপদের ব্যক্তিগুলিতে একটি নামজাতি থাকে। [ জাতি অনেক ব্যক্তিবৃত্তি ]। কর্তৃবাচক তিঙন্ত-ব্যক্তি সকল, কর্মবাচক তিঙন্তপদ ব্যক্তি সকল ও ভাববাচক তিঙন্ত পদ ব্যক্তি সমূহে এক আখ্যাত জাতি থাকে। উপসর্গজাতি প্র, পরা ইত্যাদি। নিপাতজাতি হচ্ছে—চ, তু, ইব ইত্যাদি।

অসংখ্য নাম [ সুবন্ত পদ ] ও অসংখ্য তিঙন্ত হলেও তদ্গত জাতিকে ধরে "নামাখ্যাতে" এইরূপ দ্বিবচন করা হয়েছে। উপসর্গ ও নিপাতকে অপেক্ষা না করেও নাম ও আখ্যাত নিজ নিজ অর্থকে বুঝাতে পারে এবং নাম ও আখ্যাতের নিজ নিজ বাচ্য অর্থ আছে বলে নাম ও আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত অপেক্ষা প্রধান বলে প্রথমে 'নামাখ্যাতে' ইহা বলা হয়েছে। দ্বিবচনের অভিপ্রায় পূর্বেই বলেছি—নামগত জাতি ও আখ্যাতগত জাতি—এই দুই প্রকার জাতি অর্থে দ্বিবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুত এখানে 'জাত' শব্দের অর্থ—গণ। নামগণ, আখ্যাতগণই। 'নাম, আখ্যাতম্' এইরূপ অসমস্ত পদ প্রয়োগ না করে যে "নামাখ্যাতে" এইরূপ সমস্তপদ প্রদর্শন

করা হয়েছে—তার অভিপ্রায় হচ্ছে—এই যে নাম ও আখ্যাত' এই উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করে। নামকে আকাঙ্ক্ষা না করে আখ্যাত পরিপূর্ণ বাক্যার্থ বুঝাতে পারে না অর্থাৎ নিরাকাঙ্খ অর্থ বুঝাতে পারে না। এইরূপ আখ্যাতকে আকাঙ্খা না করে নামও নিরাকাঙ্খ বাক্যার্থ বুঝাতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে "নামাখ্যাতে" এইখানে সমাস প্রদর্শন করা হয়েছে। "নাম" পদটি অল্পাচ্‌তর বলে দ্বন্দ্ব সমাসে তার পূর্ব প্রয়োগ হয়েছে। আখ্যাত পদটি নামপদের বাচ্যার্থকে আশ্রয় করে ক্রিয়াকে বুঝায় বলে সমাসে পরে প্রযুক্ত হয়েছে। উপসর্গ ও নিপাত নাম ও আখ্যাতের অর্থবিশেষকে দ্যোতিত করে বলে উহাদের ঐ অর্থবিশেষদ্যোতকত্বরূপ এককার্যকারিত্ব বশত "উপসর্গনিপাতাশ্চ" এইরূপ সমাস করা হয়েছে। উপসর্গ জাতি একটি হলেও নিপাত জাতি এক কি না এই বিষয়ে বিবাদ আছে বলে, উপসর্গ ও নিপাতের জাতি না ধরে ব্যক্তিকে অবলম্বন করা হয়েছে বলে "উপসর্গ-নিপাতাশ্চ" এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত উপসর্গ ও নিপাত অর্থের বাচক নয়, কিন্তু নাম ও আখ্যাতের অর্থের দ্যোতক বলে এদের প্রাধান্য না থাকায় এদের জাতি না ধরে ব্যক্তিগুলিকে ধরে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। নিপাতের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে আবার উপসর্গগুলি আখ্যাতের সঙ্গে সম্বন্ধ বলে সমাসে উপসর্গপদের প্রাগ্‌ভাব করা হয়েছে। পরিশেষে থাকে নিপাত—এইজন্য শেষে নিপাতের প্রয়োগ হয়েছে। উপসর্গ ও নিপাতের নিজস্ব কোন অর্থ নাই, এইজন্য উহারা বাচক নয়, কিন্তু নাম ও আখ্যাতের অর্থ বিশেষের দ্যোতক। কোন এক সম্প্রদায় উপসর্গ ও নিপাতের বাচকত্ব স্বীকার করেন। সেই সম্প্রদায় খুব জোরাল নয়॥ (ঞ)॥

[ নাম ও আখ্যাতের লক্ষণ প্রদর্শন ]

তত্র [ লোক ও বেদপ্রসিদ্ধ সেই চার প্রকার পদ সমূহের মধ্যে ] নামাখ্যাতয়োঃ [ নাম এবং আখ্যাতের ] এতৎ [ এই ] লক্ষণং [ লক্ষণ ] প্রদিশন্তি [ প্রকৃষ্টরূপে—ইহা নামের লক্ষণ, ইহা আখ্যাতের লক্ষণ—এইভাবে

বিভাগ করে উপদেশ করেন ] আচার্যাঃ [ আচার্যেরা ] ॥ (ট) ॥

অনুবাদ ঃ—আচার্যেরা লোক ও বেদ প্রসিদ্ধ সেই নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই পদ চতুষ্টয়ের মধ্যে—ইহা নামের লক্ষণ, ইহা আখ্যাতের লক্ষণ এইভাবে বিভাগ করে প্রকৃষ্টরূপে নাম ও আখ্যাতের লক্ষণের উপদেশ করেন ॥ (ট) ॥

মন্তব্য ঃ—নাম ও আখ্যাত-ব্যক্তি অনন্ত। এক একটি করে নাম ও আখ্যাতের উপদেশ করে সমস্ত নাম ও আখ্যাতের শেষ করতে পারা যায় না। এইজন্য নামের লক্ষণ ও আখ্যাতের লক্ষণের উপদেশ করা হয়। লক্ষণের দ্বারা বিদ্বান্‌গণ সহজেই সমস্ত নাম ও সমস্ত আখ্যাতের সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে পারবেন মহাভাষ্যেও ইহার অনুরূপ কথা আছে। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বর্ষসহস্রকাল এক একটি শব্দের উপদেশ করেও শেষ করতে পারেন নাই ইত্যাদি ॥ (ট) ॥

ভাবপ্রধানম্ [ ভাব অর্থাৎ ক্রিয়া হয়েছে প্রধান যেখানে, তাহা ] আখ্যাতম্ [ আখ্যাত ], সত্ত্বপ্রধানানি [ সত্ত্ব অর্থাৎ দ্রব্য হয়েছে প্রধান যাহাদের ( ক্রিয়া অপ্রধান ) তারা ] নামানি [ নাম ] ॥ ঠ ॥

অনুবাদ ঃ—যে পদে ক্রিয়াই প্রধানভাবে অভিহিত হয়, তাকে আখ্যাত বলে, আর যে পদগুলিতে দ্রব্য প্রধানভাবে অভিহিত হয় তাকে নাম বলে ॥ (ঠ) ॥

মন্তব্য ঃ—ভূ সত্তায়াম্ ভূধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে ভাবশব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাহলেও ভাব শব্দের অর্থ ভবন [ হওয়া ] নয়। কিন্তু ক্রিয়া হচ্ছে ভাবশব্দের অর্থ। যেহেতু ভর্তৃহরি বলেছেন—"ধাত্বর্থো ভাবনা সৈবোৎপাদনা সৈব চ ক্রিয়া।" অর্থাৎ যাহা ধাতুর অর্থ, তাহাই ভাবনা, তাহাই উৎপাদনা এবং তাহাই ক্রিয়া। অপর এক ব্যাকরণে উক্ত হয়েছে "ধাত্বর্থঃ কেবলো ভাবঃ" অর্থাৎ [ ণিচের অর্থটি অন্তর্ভাবিত বুঝতে হবে। ] কেবল ধাত্বর্থই [ ক্রিয়াই ] ভাব শব্দের অর্থ। ভূ ধাতুর উত্তর ণিচ্ নাহলেও এখানে ভাব বলতে ক্রিয়াই বুঝাচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে ক্রিয়া কি ? অর্থাৎ কাকে ক্রিয়া বলে বা ক্রিয়ার লক্ষণ কি ? ইহার উত্তরে ভর্তৃহরি বলেছেন "যাবৎসিদ্ধমসিদ্ধং বা সাধ্যত্বেনাভিধীয়তে।

আশ্রিতক্রমরূপত্বাৎ সাধ্যিয়েত্যাভিধীয়তে।" অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু সিদ্ধই হোক বা অসিদ্ধই হোক, সিদ্ধ মানে নিত্য, অসিদ্ধ মানে অনিত্য সুতরাং নিত্যই হোক বা অনিত্যই হোক্‌ ভূ-সত্তায়াম্‌ ভূধাতুর অর্থ সত্তা উহা নিত্য "নশ্যতি ঘটঃ" নশধাতুর অর্থ অভাব, উহা অনিত্য উহাদিগকে যখন সাধ্যরূপে বুঝান হয়, তখন তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবয়বকে উপচারবশত প্রয়োগকর্তা যখন বুঝাতে চান, তখন সেই নিত্য বা অনিত্য পদার্থও ক্রিয়ারূপে অভিহিত হয়। যেমন সত্তা নিত্য হলেও সেই সত্তাবান্‌ পদার্থের পূর্বাবয়ব ও পরাবয়বকে ধরে সত্তাকেও গৌণভাবে পূর্বাবয়ব ও পরাবয়ববিশিষ্টরূপে প্রয়োগকর্তা সাধ্যরূপে বিবক্ষা করেন বলে উহাও ক্রিয়া হবে। সত্তাবান্‌ ঘটের চলনাদি ক্রিয়াতে পূর্বাপর অবয়বকে ধরে সত্তারও যেন পূর্বাপর অবয়ব থাকায় "ঘটোভবতি" ইত্যাদি প্রয়োগে ভূধাতুর অর্থ সত্তাটিও ক্রিয়া হতে পারে। এইরূপ "ঘটোনশ্যতি" ইত্যাদি স্থলে নাশ বা ধ্বংসটি অভাব বলে অনিত্য। অভাব সকল উপখ্যারহিত অর্থাৎ কোনধর্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত না হলেও এবং সেই অভাবের কোন পৌর্বাপর্য না থাকলেও প্রয়োগকর্তা [ শব্দ প্রয়োগ কর্তা ] সেই অভাবকে যখন সাধ্যরূপে ও পৌর্বাপর্যাবয়ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ করেন—তাঁর বুদ্ধিতে সাধ্যরূপে চিন্তা করেন তখন সেই অনিত্য অভাবও ক্রিয়ারূপে অভিহিত হয়। অতএব প্রয়োগ হয় ঘটো নশ্যতি ইত্যাদি। মোট কথা পূর্বাপরীভূতাবয়ববিশিষ্টরূপে প্রতীয়মানত্ব হচ্ছে সংক্ষেপে ক্রিয়ার লক্ষণ। "পচতি ওদনং দেবদত্তঃ" এখানে প্রথমে উনানে হাঁড়ি চাপান, তারপর হাঁড়িতে জল দেওয়া, চাল ছাড়া, উনানে আগুন জ্বালা, শেষে উনান থেকে হাঁড়ি নামান ইত্যাদি পূর্বাপর অবয়ববিশিষ্টরূপে পাক ক্রিয়াটি প্রতীয়মান হয় বলে—পাকটি ক্রিয়া হয়। এইরূপ অন্যত্রও বুঝতে হবে। অসত্ত্বভূত ধাত্বর্থকে যখন সাধ্যরূপে বুঝান হয় তখন তাহাকে ক্রিয়া বলে। যাহা অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্খার উত্থাপক নয় তাহা সাধ্য। যেমন "গচ্ছতি দেবদত্তঃ" এখানে গমন ব্যাপারটি অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্খার উত্থাপক নয়" অতএব উহা ঐ গমন সাধ্যরূপে অভিহিত হয় বলে উহা ক্রিয়া।

এই ক্রিয়া হয়েছে প্রধান যাহাতে তাহা "ভাবপ্রধান"। এই ভাবপ্রধান হচ্ছে আখ্যাত। অর্থাৎ "পচতি, পঠতি" ইত্যাদি আখ্যাতপদ থেকে পাক পাঠ প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রতীতি হয়, বর্তমানাদি কালের প্রতীতি হয়, একত্ব প্রভৃতি

সংখ্যার প্রতীতি হয়। প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষের প্রতীতি হয়। কাল, সংখ্যা, পুরুষ পরগামিফলত্ব ও ক্রিয়া—এই সকলের জ্ঞান হলেও আখ্যাতপদ থেকে ক্রিয়াই প্রধানভাবে প্রতীত হয়। এইজন্য ক্রিয়াপ্রধান বা ভাবপ্রধান হলো আখ্যাত। আখ্যায়ন্তে ক্রিয়াগুণভাবেন কালাদয়ঃ অনেন" অর্থাৎ কাল, সংখ্যা, কারক [ কারকরূপদ্রব্য ] প্রভৃতি ক্রিয়াতে অপ্রধানভাবে অভিহিত হয় যাহার দ্বারা—এইরূপ অর্থে আঙ্ পূর্বক চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াংবাচি চক্ষ্ ধাতুর উত্তর বাহুলকাধিকারবশত করণবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়েছে। চক্ষ্ ধাতুর স্থানে খ্যা আদেশ হয়েছে। "চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্" [ পাঃ ২।৪।৫৪ ]। ক্রিয়াতে অপ্রধান ভাবে কারক, কাল, সংখ্যা, পুরুষ, পরগামিফলত্ব বুঝায় যার দ্বারা তাহা অখ্যাত—এইরূপ অর্থে—তিঙন্ত পদকেই এই অর্থে নিরুক্তে আখ্যাত বলে বুঝান হয়েছে। ব্যাকরণে অধিকাংশস্থলে ধাতুর উত্তর তিঙ্ বিভক্তিকে আখ্যাত শব্দে নির্দেশ করা হয়েছে। জগদীশ তর্কালঙ্কার স্বকৃত শব্দশক্তি প্রকাশিকাতে "তাশ্চ তিঙো লঙ্ লোট্...লৃঙ্ ভেদেন দশবিধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে তিঙ্‌কে আখ্যাত বলেছেন। তিঙন্তপদকে আখ্যাত বলেন নাই। বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চাননও মুক্তাবলীতে তিঙ্ বিভক্তিকেই আখ্যাত বলেছেন। যথাঃ—"এবং পচতীত্যস্য পাকং করোতীত্যনেন বিবরণাদাখ্যাতস্য যত্নার্থকত্বং কল্প্যতে।" যাই হোক নিরুক্তে তিঙন্তপদকে আখ্যাত বলা হয়েছে। এই আখ্যাতের লক্ষণ বলেছেন "ভাবপ্রধান" অর্থাৎ তিঙন্তপদের দ্বারা কারক, বা, সংখ্যা, পুরুষ, পরগামিফলত্বের জ্ঞান হলেও ক্রিয়াই প্রধানভাবে বোধিত হয়—ইহাই নিরুক্তকারের বক্তব্য। "পচতি" এই তিঙন্তপদ বা আখ্যাত থেকে "পাককর্ত্তা" অর্থের জ্ঞান হয় বলে—কর্তৃকারকও আখ্যাতের অর্থ হয়েছে। তথাপি এখানে ক্রিয়ারূপ অর্থটিই প্রধান হয়েছে। যেহেতু কিংকরোতি অর্থাৎ কি করছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরদাতা "পচতি" অর্থাৎ পাক করছে এইরূপ উত্তরের দ্বারা প্রশ্নানুসারে পাকক্রিয়াকেই প্রধান ভাবে বুঝিয়ে থাকে। করছে বা কর্তা বলে কেহ উত্তর দেয় না। ক্রিয়াই সাধ্যরূপে অভিহিত হয়। সাধ্যসাধনের মধ্যে সাধ্যই প্রধান। কারণ লোকে সাধনের দ্বারা সাধ্য পদার্থকে পাবার যত্ন করে। হাঁড়ি, চাল, কাঠ, অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা কর্তা পাক অর্থাৎ তণ্ডুলাদির বিক্লিত্তিরূপ পাক বিষয়ে যত্ন করে। কোন বাক্যে কর্তৃ প্রভৃতি ছয়টি কারকের প্রয়োগ করেও যদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ না করা হয়

তাহলে অর্থের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। "রাজা যুধিষ্ঠিরঃ রাজসূয়ে কোষাগারাদ্ অর্থান্ স্বহস্তেন ব্রাহ্মণেভ্যঃ' এইরূপ বললে অর্থের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ তো হয়ই না, এমনকি কোন অর্থের বোধ হয় না। এইসব নানা কারণে ক্রিয়াই প্রধান। পরে আরও বলবেন—এই গ্রন্থে। সুতরাং আখ্যাত ভাবপ্রধান অর্থাৎ ক্রিয়া প্রধান। আখ্যাত চার প্রকার—কর্তৃবাচ্যে, কর্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও কর্মকর্তৃবাচ্যে—যেমন কর্তৃবাচ্যে চৈত্রঃ পচতি। কর্মবাচ্যে পচ্যতে ওদনশ্চৈত্রেণ। ভাববাচ্যে ঘটেন ভূয়তে। কর্মকর্তৃবাচ্যে লূয়তে কেদারঃ স্বয়মেব। আখ্যাতের ভাব প্রধান ইহার অর্থ ক্রিয়াই প্রধান। যেমন "পচতি চৈত্রঃ" বললে ব্যাকরণশাস্ত্রের মতে নিরুক্তাতেও চৈত্রাভিন্নকর্তৃজন্য পাকক্রিয়া" এইরূপ শাব্দবোধ হয়। এই শাব্দবোধে ক্রিয়াই মুখ্যভাবে বিশেষ্য-রূপে বোধিত হয়েছে। নৈয়ায়িকাদির মত "পাকানুকুলকৃতিমান্ চৈত্রঃ" এইরূপ প্রথমান্তার্থটি মুখ্য বিশেষ্য রূপে শাব্দবোধে প্রকাশিত হয় না। এইরূপ 'পচ্যতে ওদনশ্চৈত্রেণ' বাক্য থেকে—"ওদনকর্মকচৈত্রকর্তৃজন্যপাকক্রিয়া" এইরূপ অর্থবোধ হয়। "ঘটেন ভূয়তে" বললে "ঘটকর্তৃকং ভবনং বুঝায়। "লূয়তে কেদারঃ স্বয়মেব" বললে "দেবদত্তাদিকর্তৃকসুকরকেদারচ্ছেদনম্" ইত্যাদি অর্থের বোধ হয়। এইভাবে "ভাব" শব্দের অর্থ ক্রিয়া ইহা দেখান হল। কিন্তু দুর্গাচার্যের মতে এই 'ভাব' পদের অর্থ একটু ভিন্ন প্রকার বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন—নামপদের বাচ্যার্থ যে কর্তৃপ্রভৃতি কারক, তাকে আশ্রয় করে অর্থাৎ অবলম্বন করে যে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়ার দ্বারা যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই ভাব। যেমন "চৈত্র ওদনং পচতি" স্থলে চৈত্রঃ' এই নামপদের বাচ্যার্থ যে চৈত্ররূপকর্তা, তাকে আশ্রয় করে উনানে হাঁড়ি চাপান, কাঠ জ্বালা, হাঁড়িতে জল দেওয়া, চাল প্রভৃতি ছাড়া, হাতা দিয়ে ঘোঁটা—শেষে হাঁড়ি উনান থেকে নামানো ইত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য হয় যে চাউলের বিক্লিত্তি [ গলে যাওয়া ] তাহাই [ বিক্লিত্তি ] ভাব। এই বিক্লিত্তি প্রভৃতি ভাবই প্রধান ক্রিয়া তাতে অপ্রধান। যেহেতু যার উদ্দেশ্যে যার আত্মলাভ [ সত্তাসম্বন্ধ ] হয় তাতে তাহা অপ্রধান। চাউলের বিক্লিত্তির উদ্দেশ্যে কাঠ জ্বালা প্রভৃতি ক্রিয়া অপ্রধান। বিক্লিত্তিই প্রধান। আখ্যাতে এইরূপ ভাবই প্রধান। যেমন "নামপদবাচ্যার্থাশ্রয়ক্রিয়াব্যঙ্গ্যো ভাবঃ পাকরাগত্যাগাখ্যঃ। স যত্রপ্রধানং গুণভূতা ক্রিয়া, তদিদং ভাবপ্রধানম্। কিং পুনস্তদিতি ?

আখ্যাতম্। আখ্যায়তেঽনেন গুণভাবেন বর্তমানা অনেককারকপ্রবিভক্তা স্ফুরমাণেব প্রধানদ্রব্যভাবাভিব্যক্ত্যুন্মুখীভূতা ক্রিয়া। তস্যাশ্চ প্রাধান্যেন প্রবর্তমানোভাবঃ স্বাত্মলাভপ্রধান ইত্যাখ্যাতঃ।" [ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ ]। যাহা হোক্ ভাব পদের অর্থ ক্রিয়াই হোক্ বা বিক্লিত্ত্যাদিই হোক্, এই ভাবই আখ্যাতের প্রধান অর্থ রূপে প্রকাশিত হয়—ইহাই সার বক্তব্য। প্রথমে নিরুক্তকার বলে এলেন যে "আচার্যেরা নাম ও আখ্যাতের লক্ষণ বলেন" এইখানে প্রতিজ্ঞাবাক্যে পূর্বে নামের নির্দেশ পরে আখ্যাতের নির্দেশ করেছেন। অথচ লক্ষণ বলবার সময় "ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্" এইভাবে প্রথমে আখ্যাতের লক্ষণ তারপর নামের লক্ষণ বলেছেন—এতে প্রতিজ্ঞার ক্রম ভগ্ন হয়েছে। এরূপ কেন করলেন [ নিরুক্তকার ] ? এইরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন—সমস্ত নামই আখ্যাত থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় বা উণাদিপ্রত্যয় করে সমস্ত নাম নিষ্পন্ন হয়েছে। এইজন্য নামের অপেক্ষা আখ্যাত প্রধান বলে পূর্বে আখ্যাতের লক্ষণ পরে নামের লক্ষণ বলা হয়েছে। এখানে আবার আখ্যাত মানে ধাতুকে বুঝানো হয়েছে।

এইভাবে প্রথমে আখ্যাতের লক্ষণ বলে তারপর নামের লক্ষণ বলেছেন "সত্ত্বপ্রধানানি নামানি"। এই বাক্যটীর অর্থ বলবার পূর্বেই একটি প্রশ্নের উত্থাপন করছি। নিরুক্তকার "ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্" এইভাবে আখ্যাতজাতি হিসাবে একবচন বললেন। পরে "সত্ত্বপ্রধানানি নামানি" এইবাক্যে বহুবচনান্তরূপে নামের নির্দেশ করলেন কেন? ইহার উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গভেদে নাম অনেকপ্রকার, আবার নিপাত ও উপসর্গ কোথায় কোথায়ও নাম হয়ে থাকে, এইজন্য "নামানি" এইরূপ বহুবচনের নির্দেশ করা হয়েছে।

ষদ্‌৯ বিশরণ গত্যবসাদনেষু,—সদ্ ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ঔণাদি ত্বন্ প্রত্যয় করে 'সত্ত্ব' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যাতে [ যে দ্রব্যে ] লিঙ্গ সংখ্যা প্রভৃতি অপ্রধানভাবে ( সীদতি ) গমন করে অর্থাৎ অন্বিত হয়, তাহাই সত্ত্ব। তাহা হচ্ছে দ্রব্য। এখানে সত্ত্ব অর্থাৎ দ্রব্য হয়েছে প্রধান যাহাদিগেতে [ যে নামগুলিতে ] তারা সত্ত্বপ্রধান। কারা তারা সত্ত্বপ্রধান? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যেন বলছেন "নামানি"। 'ণম্' প্রহ্বত্বে

শব্দে [ প্রহ্ব মানে বিনয়ভাব নম্ ধাতুর উত্তর ঔণাদি মনিন্ প্রত্যয় করে নিপাতনে 'ন' এর অকারের স্থানে আকার হয়েছে। অথবা ম্না অভ্যাসে ম্না ধাতুর উত্তর ম্নায়তে অনেন অর্থাৎ যার দ্বারা দ্রব্য অর্থ প্রধান ভাবে কথিত হয়, এইরূপ অর্থে 'মনিন্' প্রত্যয় করে নিপাতনে ম্না ধাতুর ম এর লোপ করে 'নামন্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে— ।

"নামন্ সীমন্ ব্যোমন্' রোমন্ লোমন্ পাপন্ ধামন্" [ উণাদি প্রকরণে ৫৭০ সূঃ ] এই সূত্রের দ্বারা নিপতেনে নামন্ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। মোট কথা এই নামন্ শব্দটি যোগরূঢ়। ইহার অর্থ হচ্ছে যার দ্বারা দ্রব্য অর্থটি প্রধান ভাবে অভিহিত হয় অথবা যার দ্বারা [ যে শব্দের দ্বারা ] নিজের অর্থটি আখ্যাতার্থে অপ্রধানভাবে অভিহিত হয়—তাহা নাম। নামের পাঁচটি অর্থ ক্রিয়া, সত্তা, দ্রব্য, লিঙ্গ ও সংখ্যা। এই পাঁচটি অর্থের দ্রব্য অর্থ প্রধানভাবে নাম থেকে বুঝায়। যেমন "পাচকঃ" বললে একজন পাককর্তা বুঝায়। সুতরাং এখানে পাকক্রিয়া, পাচকের সত্তা, পাচক মানুষরূপ দ্রব্য, পুংলিঙ্গ ও একত্ব সংখ্যা এই পাঁচটি অর্থ "পাচক" এই নাম থেকে বুঝায়। কিন্তু এদের মধ্যে দ্রব্য অর্থটি [ পাচকপুরুষদ্রব্য ] প্রধান ভাবে বুঝায়। ক্রিয়া প্রভৃতি দ্রব্যে অপ্রধান ভাবে বুঝায়। এই জন্য নাম হচ্ছে সত্ত্বপ্রধান। সত্ত্বশব্দের অর্থ যে দ্রব্য তাহা উপলক্ষণ, সিদ্ধ পদার্থের উপলক্ষণ। এইহেতু শুক্ল প্রভৃতি গুণ ও গোত্ব প্রভৃতি জাতি ও নামার্থ হতে পারে। আখ্যাত থেকে দ্রব্য বুঝালেও যেমন আখ্যাতে তাহা অবিবক্ষিত সেইরূপ নাম থেকে ক্রিয়া বুঝা গেলেও নামে ক্রিয়া অবিবক্ষিত দ্রব্যই বিবক্ষিত।। (ঠ) ।।

তৎ [ আর ] যত্র [ যে বাক্যে ] [ এতে ] উভে [ নাম ও আখ্যাত এই উভয় ] ভবতঃ [ থাকে ] [ তত্র ] [ সেখানে ( সেইবাক্যে ) ] ভাবপ্রধানে [ আখ্যাত ও নাম উভয়ের সমাবেশে আখ্যাত প্রধান ] ভবতঃ [ হয়ে থাকে ] ।। (ড) ।।

অনুবাদ :—আর যেখানে বাক্যে নাম ও আখ্যাত এই উভয় থাকে সেখানে আখ্যাতই প্রধান হয় ।। (ড) ।।

মন্তব্য :—"ভাবপ্রধানে" এই পদের অন্তর্গত ভাব পদটি আখ্যাতকে বুঝাচ্ছে। যদিও আখ্যাতপদের ব্যাচ্যার্থ হচ্ছে ভাব, অর্থাৎ ধাত্বর্থ বা ক্রিয়া তথাপি এখানে বাচ্য ও বাচকের অভেদ আরোপ করে ভাবশব্দের দ্বারা

আখ্যাতকে বুঝান হয়েছে। মোট কথা এই নিরুক্তকারের মতে বৈয়াকরণদের মত ক্রিয়াপদব্যতীত বাক্য হয় না। অমরকোশেও বলা হয়েছে "তিঙ্‌সুবন্তচয়োবাক্যম্" অর্থাৎ তিঙন্ত ও সুবন্তপদসমূহ বাক্য।

যেখানে কেবল নাম পদ প্রযুক্ত হয় সেখানে নামটি সত্ত্বপ্রধান হয়। আর যেখানে কেবল আখ্যাতপদ প্রযুক্ত হয় সেখানে আখ্যাতটি ভাবপ্রধান বা ক্রিয়াপ্রধান হয়। ইহা পূর্বে এক একটির বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু যেখানে বাক্যে নাম পদ ও আখ্যাত পদ প্রযুক্ত হয়, সেখানে কার প্রাধান্য হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বাক্যে বলা হয়েছে উভয়ের প্রয়োগে বাক্যে ভাবটি প্রধান হয়। যেহেতু ভাব হচ্ছে সাধ্য আর সত্ত্ব বা দ্রব্য হচ্ছে সাধন। সাধ্য ও সাধনের মধ্যে সাধ্যই প্রধান। কারণ লোকে সাধনের দ্বারা সাধ্যটি চিকীর্ষিত হয়। সাধ্যটি আবার বিধেয় হয়। বাক্যে দ্রব্যটি উদ্দেশ্য হয় ক্রিয়া বিধেয় হয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে বিধেয়টি প্রধান। যেমন—"রামঃ গচ্ছতি" এই বাক্যে রাম [ দ্রব্য ] উদ্দেশ্য, গমনক্রিয়া বিধেয়। এছাড়া নিরুক্তকারের মতে বৈয়াকরণদের মত ক্রিয়ামুখ্যবিশেষ্যক শাব্দবোধ হয়। "রামঃ গচ্ছতি বললে রামাভিন্নকর্তৃসমবেত গমনক্রিয়া', এইরূপ শাব্দবোধ হয় ॥ (ড) ।

যাহা সম্পাদ্যমান হয় এইরূপ ভাব বা ক্রিয়া কেন আখ্যাত শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়? এবং সেই আখ্যাতই বা কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে—শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধটি লোকপ্রসিদ্ধ [ শিষ্টব্যক্তিতে জ্ঞাত ] বলে সেই লোক প্রসিদ্ধি দ্বারাই উত্তর দিচ্ছেন—

পূর্বাপরীভূতং ভাবমাখ্যাতেনাচষ্টে ব্রজতিপচতীত্যুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গ-পর্যন্তম্ ॥ (ঢ) ॥

পূর্বাপরীভূতম্ [ প্রথমে জুতা পরল, তারপর পদবিক্ষেপ, পরবর্তি-বিক্ষেপতদুত্তরপদউত্তোলন—তারপর মাটীতে পদবিক্ষেপ শেষে গন্তব্যগ্রামাদিতে পদবিক্ষেপসমাপ্তি—ইত্যাদিরূপ পূর্বাপর—অনেক অবয়বের মত ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত এক ] ভাবম্ [ ক্রিয়াকে ] আখ্যাতেন [ ব্রজতি পচতি ইত্যাদি আখ্যাতপদের দ্বারা ] [ লোকে ] আচষ্টে [ বলে থাকে [ শব্দ ব্যবহার করে )। ব্রজতি পচতি ইতি [ যেমন যাচ্ছে পাক করছে ইত্যাদি ] উপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গ-পর্যন্তম্ [ আরম্ভ থেকে সমাপ্তিপর্যন্ত আরম্ভের ক্রিয়া থেকে অন্তিম ( সমাপ্তি ) ক্রিয়াপর্যন্ত ] [ এইভাবে পূর্বাপরীভূত-উত্তরাবয়বীভূত অনেক ক্রিয়া দ্বারা

সম্পাদিত এক ভাবকে ব্রজতি পচতি ইত্যাদি আখ্যাতের দ্বারা বুঝান হয়ে থাকে বলে অনেক ক্রিয়াসম্পাদিত এক ভাব বা ক্রিয়াকে আখ্যাত বলে ] ॥ (ঢ) ॥

অনুবাদ ঃ—লোকে পৌর্বাপর্যবিশিষ্ট আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অনেক ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত এক ক্রিয়াকে ব্রজতি পচতি ইত্যাদি আখ্যাতের দ্বারা বুঝিয়ে থাকে বা ব্যবহার করে ॥ (ঢ) ॥

মন্তব্য ঃ—"দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি" অর্থাৎ দেবদত্ত গ্রামে যাচ্ছে বললে, দেবদত্তের গ্রামপ্রাপ্তিপর্যন্ত পূর্বাপর অনেক ক্রিয়া দেখা যায়। প্রথমে দেবদত্ত জুতা পরল, তারপর প্রথম পদবিক্ষেপ, দ্বিতীয় পদবিক্ষেপ, ইত্যাদিরূপ গমনকরার আরম্ভ থেকে গ্রামপ্রাপ্তি পর্যন্ত অনেক ক্রিয়াদ্বারা যে গ্রামপ্রাপ্তির জনক একটি ভাব বা ক্রিয়া বিবক্ষিত হয় তাকেই "গচ্ছতি" এই আখ্যাত-পদের দ্বারা বুঝান হয়। এইজন্য আখ্যাত বললে পূর্বাপরীভূত নানা অবয়ব দ্বারা অভিনিষ্পন্ন একটি ভাব বা ক্রিয়াকে বুঝা যায়। এইরূপ ভাবেই আখ্যাতপদের শক্তি [ সম্বন্ধ ] ॥ (ঢ) ॥

এইভাব কখনও কখনও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে দ্রব্যস্বরূপ হয়ে থাকে, তখন তাহা [ সেই দ্রব্যরূপ ভাব ] লিঙ্গ ও সংখ্যাযুক্ত হয়—ইহাই বলছেন—

মূর্তং সত্ত্বভূতং সত্ত্বনামভিঃ ॥ (ণ) ॥

মূর্তং [ঘনীভূত অর্থাৎ রূপান্তরপ্রাপ্ত সত্ত্বভূতং [ দ্রব্যরূপী ] তমেব ভাবম্ [ সেই ভাবকে ] সত্ত্বনামভিঃ [দ্রব্যনামে অর্থাৎ লিঙ্গ ও সংখ্যাযুক্তশব্দের দ্বারা ] [ লোকে ] আচষ্টে [ বলে থাকে ] ব্রজ্যা পক্তিঃ ইতি [ যেমন ব্রজ্যা, পক্তি ইত্যাদি ] ॥ (ণ) ॥

অনুবাদ ঃ—সেই ভাব যখন কৃৎপ্রত্যয়ের দ্বারা রূপান্তরপ্রাপ্ত হয় তখন লোকে সেই ভাবকে "ব্রজ্যা, পক্তিঃ" ইত্যাদি লিঙ্গসংখ্যাযুক্ত দ্রব্য নামের দ্বারা ব্যবহার [ বলে ] করে থাকে ॥ (ণ) ॥

মন্তব্য—বৈয়াকরণগণ বলেন "কৃদভিহিতোভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে।" অর্থাৎ কৃৎপ্রত্যয়ের দ্বারা যে ভাব অভিহিত হয় তাহা [ ভাব ] দ্রব্যের মত প্রকাশিত হয়। অভিপ্রায় এই যে ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় হলে সেই তিঙন্তপদরূপ আখ্যাতের দ্বারা ভাব বা ক্রিয়ারূপ অর্থই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়। ক্রিয়ার লিঙ্গ বা সংখ্যা থাকে না; কিন্তু যখন ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হয় তখন সেই কৃদন্ত পদের দ্বারা ভাবটি দ্রব্যরূপে প্রকাশিত হয়।

যাতে সেই রূপ ভাববাচক কৃদন্ত নামের উত্তর পুংলিঙ্গাদি লিঙ্গ ও একত্বাদি সংখ্যা বাচক সুপ্‌প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেমন 'ব্রজ্যা' এখানে ব্রজ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্যপ্ প্রত্যয় করায় 'ব্রজ্যা শব্দটি কৃদন্ত নাম হয়েছে। তার ফলে উহা দ্রব্যের মত প্রকাশত হয়েছে অর্থাৎ ব্রজনরূপক্রিয়াটি দ্রব্যের মত হওয়ায় ব্রজ্যা শব্দের উত্তর সংখ্যা ও লিঙ্গের বাচক সুপ্‌প্রত্যয় হয়েছে। এইরূপ 'পক্তিঃ' পচ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় হয়েছে ॥ (ণ) ॥

সত্ত্বের সামান্যস্বরূপ বলছেন—

অদ ইতি সত্ত্বানামুপদেশঃ ॥ (ত) ॥

অদঃ ইতি [ অদঃ ইত্যাদি সর্বনামশব্দ ] সত্ত্বানাম্ [ দ্রব্যসকলের ] সামান্যতঃ [ সামান্যভাবে ] উপদেশঃ [ উপদেশক অর্থাৎ নির্দেশক ] ॥ (ত) ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অনুবাদ ঃ—অদস্ ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ সামান্যভাবে দ্রব্যের নির্দেশক ॥ (ত) ॥ ১ ॥

নৈঘণ্টুককাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রথমখণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত।

মন্তব্য ঃ—এই সূত্রে 'অদঃ' পদটি অদস্‌শব্দের ক্লীবলিঙ্গের প্রথমাবিভক্তির একবচনান্তের রূপ। এই অদঃ শব্দের দ্বারা সর্বনাম শব্দ মাত্রকে বুঝানো হয়েছে। "অদঃ" ইহা উপলক্ষণ। সবানামের উপলক্ষণ। অভিপ্রায় এই যে, সর্বনাম শব্দ সামান্যের বাচক হয় অর্থাৎ সর্বনামশব্দমাত্রই সামান্যভাবে দ্রব্য বা গুণকে বুঝাতে পারে। মহাভাষ্যকার বলেছেন "সর্বনাম চ সামান্য বাচি।" মোট কথা সর্বনাম শব্দের দ্বারা সামান্যভাবে দ্রব্যকে বুঝান হয়— ইহাই নিরুক্তকারের বক্তব্য।। (ত) ॥ ১ ॥

নৈঘণ্টুকে ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ১ম খণ্ড সমাপ্ত।

---

## দুর্গাচার্যকৃতা বৃত্তিঃ

অয়ঞ্চ তস্যদ্বাদশাধ্যায়ীভাষ্যবিস্তরঃ। তস্য ইদমাদিবাক্যম্—"সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ" ইতি। গবাদিদেবপত্ন্যন্তঃ শব্দসমুদায়ঃ সমাম্নায় উচ্যতে

সমাঙ্‌পূর্বস্য ম্নাতেরভ্যাসার্থস্য কর্মণি কারকে সমাম্নায়ঃ। সমভ্যস্যতে মর্যাদয়াহয়মিতি সমাম্নায়ঃ। স চ ঋষিভির্মন্ত্রার্থপরিজ্ঞানায়োদাহরণভূতঃ পঞ্চাধ্যায়ীশাস্ত্রসংগ্রহভাবেন একস্মিন্নাম্নায়ে গ্রন্থীকৃত ইত্যর্থঃ।

তস্য কিমিতি ? "স ব্যাখ্যাতব্যঃ।" স চ যঃ সমাম্নাতঃ। ছন্দস্যোবাবস্থিতো গবাদিভিরন্যৈর্বা নিরুক্তৈর্যঃ সমাম্নাতঃ। অয়ঞ্চ এতস্মিন্নিরুক্তে স এব উভয় লক্ষণোহপি ব্যাখ্যাতব্যঃ। আহ—কথমেতদবগম্যতে অসমাম্নাতব্যাখ্যানমম প্যত্রাভিপ্রেতমিতি ? সমাম্নাহর্ণাণাং বা কিমর্থমসমাম্নানমিতি ? উচ্যতে। নির্বচনলক্ষণোপদেশাৎ। নির্বচনপ্রসক্তানাঞ্চ মৃগকর্ণদক্ষিণালক্ষ্মীনিঘণ্টু-ভদ্রাধঃশব্দপ্রভৃতীনামেবমাদ্যানাং নির্বচনোপদেশাৎ জ্ঞায়তে অসমাম্নান ব্যাখ্যানমপ্যত্রাভিমতমিতি। যৎপুনরেতদুক্তং সমাম্নাহর্ণাণাং বা কিমর্থম-সমাম্নানমিতি। অত্র ব্রুমঃ—নহি সমাম্নাহর্ণাণামন্তোহস্তি, তেষাং সর্বেষাং সমাম্নানে শাস্ত্রান্ত এব ন স্যাৎ, অতশ্চাধ্যয়নশ্রবণজ্ঞানশক্তিহানদোষঃ প্রসজ্যেত। শক্যশ্চ তাবল্লক্ষণোদ্দেশোদাহরণভূতনিঘণ্টুশব্দসমবায়েনাধীত-বেদেন মেধাবিনা তপস্বিনা লক্ষণবিনিযোগার্থচ্ছন্দোদৈবতনিদানবিদাভি-যুক্তেনাগমবতা মন্ত্রার্থেহভ্যূহিতুমিত্যেতাবানেব নিঘণ্টুষু শব্দসমুদায়ঃ সমাম্নাতঃ। তস্মাদুপপন্নঃ সমাম্নাতব্যাখ্যানমপ্যত্রাভিমতমিতি। অসমাম্নানঞ্চ সর্বেষাং শাস্ত্রাতিগৌরবাদিতি। "ব্যাখ্যাতব্যঃ"—বিভজ্য ইমান্যত্র নামানি ইমান্যাখ্যাতানি উপসর্গা ইমে নিপাতা ইমে, ইদংসামান্যলক্ষণম্‌, ইদং বিশেষলক্ষণম্‌, ইমান্যেকার্থানি, ইমান্যনেকার্থানি, ইমান্যবগতসংস্কারাণি, ইদমভিধানম, ইদমভিধেয়ম্‌, ইদমভিধানস্য নির্বচনমিত্যেবংবিধয়া মর্যাদয়া পরিপাট্যা যথাসমাম্নাত আখ্যাতব্যো নির্বক্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

"তমিমংসমাম্নায়ং নিঘণ্টব ইত্যাচক্ষতে।" তং চ যোহসমাম্নাতঃ, ছন্দস্যোবাবস্থিতোহগবাদিরন্যৈর্বা নিরুক্তৈঃ সমাম্নাত স্তমিমং চ নিঘণ্টব ইত্যাচক্ষতে। অন্যেহপ্যাচার্যা ইতি বাক্যশেষঃ। নিরূঢ়াহীয়মেতস্মিংশ্ছন্দঃ সমুদায়ে সংজ্ঞেত্যভিপ্রায়ঃ ॥

"নিঘণ্টবঃ কস্মাৎ"—ইতি। নিঘণ্টুশব্দব্যুৎপিপাদয়িষয়া প্রশ্নঃ। নির্বিবক্ষয়েদমাহ—"নিগমাইমে ভবন্তি।" যেষ্বভিধাননির্বচনপ্রারম্ভকেষবাচার্যঃ অয়ং যাস্কো নিরুক্তকারঃ কস্মাচ্ছব্দমুত্তরত্র ন কুর্যাৎ, তেষ্বপি ব্যাখ্যাকালে কস্মাদিতি শব্দঃ সমুৎপাদ্যঃ। তথাহি ব্যাখ্যাসাফল্যং ভবতি [ নিগমা ইমে

ভবন্তি। নিশ্চয়েনাধিকং বা নিগময়ন্তি। এতে পরিজ্ঞাতাঃ সন্তো মন্ত্রার্থান্ গময়ন্তি ততো নিগমসংজ্ঞা নিঘণ্টব এব ইমে ভবন্তি ॥

আহ,—কঃ পুনরেতেষু বিশেষো যেন এত এব জ্ঞাপয়ন্তীতি।

উচ্যতে—যস্মাদেতে গবাদয়ঃ "ছন্দোভ্যঃ সমাহৃত্য সমাহৃত্য সমাম্নাতাঃ।" ছন্দাংসি মন্ত্রাঃ, তেভ্য উপলক্ষিতসামর্থ্যাঃ সমাহৃত্য গ্রন্থীকৃত্য ইত্যর্থঃ। আহ কস্মাৎ পুনরেতাবন্ত এব গ্রন্থীকৃতা ইতি। উচ্যতে ইতো যস্মাদেতৈরেব ছন্দস্যবস্থিতৈরভিধানৈর্বণ্টিধিয়ামপি মেধাবিনাং তপস্বিনাং কক্ষ-বিনিয়োগার্থছন্দোদৈবতনিদানবিদামপি সতাং মন্ত্রার্থপরিজ্ঞানায়োদ্যমোঽস্মিন্ ক্রিয়তে, দুঃপরিজ্ঞানত্বাত্তেষাম্। এতেষু পরিজ্ঞাতেষু অপ্রতিবন্ধেন শক্যতে মন্ত্রার্থঃ পরিজ্ঞাতুমিতি অত উচ্যতে ত এব জ্ঞাপকা ভবন্তীতি। অতশ্চৈত এবোন্নীতসামর্থ্যাঃ সমাহৃত্য সমাম্নাতাঃ ইতি ॥ সমাম্নানমাত্রমেব দর্শয়তি। প্রকরণগতাশ্চ নিত্যা এবৈত ইতি গম্যতে। "তে নিগন্তব এব সন্তো নিগমনান্নিঘণ্টব উচ্যন্ত ইত্যৌপমন্যবঃ।" উদাহৃতাঃ সমাম্নাতাঃ নির্বচন-প্রসংগতো নিরুচ্যন্তে। য এতে সমাম্নাতাঃ গবাদয়ঃ ত এতে মন্ত্রার্থনিগময়িতৃত্বা-দুভয়েঽপি নিগন্তবঃ সন্তো নিগমনাদ্ধেতো নিঘণ্টব উচ্যন্ত ইত্যৌপমন্যবঃ। ইত্যেবমর্থনিগময়িতৃত্বান্নিগন্তব এতে সম্পন্নাঃ সন্তোঽতিপরোক্ষবৃত্তিনা শব্দেন গকারস্থানে ঘকারং কৃত্বা তকার স্থানে চ টকারং কৃত্বা বর্ণ ব্যাপত্ত্যাদিলক্ষণম্। অথাদ্যাদিবিপর্যয় ইত্যেবমাদি তদেতৎ পরোক্ষাতিপরোক্ষবৃত্তিষু যথাসম্ভবং দ্রষ্টব্যম্। ত্রিবিধা হি শব্দব্যবস্থা প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ, পরোক্ষবৃত্তয়ঃ, অতিপরোক্ষ-বৃত্তয়শ্চ। তত্রোক্তক্রিয়াঃ প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ অন্তর্লীনক্রিয়াঃ পরোক্ষবৃত্তয়ঃ, অতি-পরোক্ষবৃত্তিষু শব্দেষ নির্বচনাভ্যুপায়ঃ। তস্মাৎ পরোক্ষবৃত্তিতামাপাদ্য প্রত্যক্ষবৃত্তিনা শব্দেন নির্বক্তব্যাঃ তদ্ যথা—নিঘণ্টবঃ ইত্যতিপরোক্ষবৃত্তিঃ নিগন্তব ইতি পরোক্ষবৃত্তিঃ, নিগময়িতার ইতি প্রত্যক্ষবৃত্তিঃ। যস্মান্নিগময়িতার এতে নিগন্তব ইতি নিঘণ্টব ইত্যুচ্যতে। উক্তঞ্চ —বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ। ধাতোস্তদর্থা-তিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্।" বক্ষ্যতি চায়মপি বর্ণবিপর্যয়বর্ণ ব্যাপত্তিলক্ষণম্। ত এতে নিগন্তবঃ সন্তো নিঘণ্টব উচ্যন্তে ইত্যেবমতি-পরোক্ষবৃত্তয়ো নির্বক্তব্যা প্রায়েণ চোণাদিষু পরোক্ষবৃত্তয়ঃ শব্দাশ্চিন্ত্যন্তে। তত্র তেষাং লক্ষণমুপেক্ষিতব্যম্। যেষামপি লক্ষণং নাস্তি, তেষামপি তত্র কল্প্যম্।

অপরিসমাপ্তা হ্রূণাদয় ইতি লক্ষণবিদঃ প্রতিজানতে সর্বথাঽপি লক্ষণাসম্ভবে পৃষোদরাদিপাঠসিদ্ধিরেব দ্রষ্টব্যা। তত্রাহি যথাধ্যয়নমেব শব্দাঃ সাধীয়াংসোঽভ্যব্যবহারানভিঘাতায়েতি হি লক্ষণবিদো মন্যন্তে। ইত্যৌপমন্যব আচার্যো মন্যত ইতি বাক্যশেষঃ। উপরতমন্যুরুপমন্যুস্তস্যাপত্যমৌপমন্যবঃ। কীর্তিপ্রথনার্থমৌপমন্যবগ্রহণম্॥

"অপি বাহহননাদেব স্যুঃ সমাহতা ভবন্তি।" অপি চৈবং যথোক্তম্। অপি চৈবমন্যথা নিঘণ্টবঃ স্যুঃ। কথমিতি? আহননাদেব। ন নিগমনাদিত্যভিপ্রায়ঃ। বিদ্যমানমপিনিগমনমবিবক্ষিতমেতস্মিন্ পক্ষে। অনেক ক্রিয়াযোগেঽপি হি সতি কাঞ্চিদেব ক্রিয়ামঙ্গীকৃত্য নামধেয়প্রতিলম্ভো ভবতি। তদুত্তরত্র বক্ষ্যামঃ। আহ—কিমেতেৎবাহতমিতি? উচ্যতে—সমাহতা ভবন্তি। সমঃস্থানে নীত্যেষ নিযুক্তঃ। দশ রিবাতি চায়মুপসর্গব্যত্যয়ং নিরিত্যেব সমিত্যেতস্য স্থানে ইতি। আঙ্ বিদ্যমান এবাধ্যাহৃতো মর্যাদার্থপ্রকাশনায় হন্তেঃ পাঠার্থে বর্তমানস্যানেকার্থত্বাদ্ধাতুনাং বর্ণব্যাপত্ত্যা আঘশব্দবৎ হকারস্থানে ঘকারঃ। অথ কোঽর্থঃ এতস্মিন্ পঞ্চাধ্যায়ীসংগ্রহে মর্যাদয়া পঠিতা হ্যেতে ভবন্তি? তস্মাৎ সমাহতাঃ সমাহন্তব এতে সন্ত উপসর্গব্যত্যয়োপসর্গাধ্যাহারবর্ণব্যাপত্তিভির্নিঘণ্টব ইত্যুচ্যন্তে। প্রসিদ্ধশ্চ পাঠার্থে হন্তেঃ প্রয়োগঃ, এবং হি বক্তারো ভবন্তি—"ব্রাহ্মণে ইদমাহতম্।" 'সূত্রে ইদমাহতম্' ইতি। অর্থপ্রাধান্যাদর্থনির্বচনবশেন শব্দবিপরিণামোঽয়ং প্রদর্শিতঃ॥

"যদ্বা সমাহৃতা ভবন্তি।" পূর্ববদেবোপসর্গব্যত্যয় উপসর্গাধ্যাহারোঽত্রাপি। ধাতুস্তু হরতিরত্র। যৎ যস্মাদিত্যর্থঃ। যস্মাদ্বা এতে সমাহৃতা ভবন্তি ছন্দোভ্যঃ তস্মাৎ সমাহরণক্রিয়াযোগাৎ সমাহর্তব এতে সমাহৃতাঃ সন্তঃ পূর্ববদেবোপসর্গব্যত্যয়াদিক্রমেণ নিঘণ্টব ইত্যুচ্যন্তে। এতস্মিন্নপি নিগমনসমাহননক্রিয়ে নিঘণ্টুষু বিদ্যমানে অর্থবিবক্ষিতে কৃত্বা সমাহরণক্রিয়াযোগহেতুকো নামধেয়প্রতিলম্ভ উক্তঃ। এবমেব নিঘণ্টুশব্দো গমেবৈকোপসর্গাৎ হন্তিহরতিভ্যাং বা ন্যুপসর্গাভ্যাং নিরুক্তঃ॥

আহ—কিময়ং পুনরতিমহান্ যত্ন একস্মিন্নভিধানে অনেকধাত্বর্থনির্বচনকৃত ইতি? উচ্যতে—ইহ তাবৎ সর্বাণ্যাখ্যাতজানি নামানীতি সিদ্ধান্তঃ সত্যাখ্যাতজত্বেঽভিধেয়স্থা যা ক্রিয়া লক্ষ্যতে তদভিধানসমর্থে পরোক্ষবৃত্তৌ বা তদভিধায়িনিরূঢ়শব্দে ধাতুরুপকৃতঃ, স চ পুনঃ স্ববর্ণক্রিয়াসামান্যে, তত্রৈবং

সতি রূঢ়িশব্দো যাবন্তো ধাতবঃ স্বলিঙ্গং রূঢ়িগতং বর্ণয়ন্তি তাবন্তঃ সংগৃহ্য স রূঢ়িশব্দো নির্বাচ্যঃ। কিং কারণম্? বিশেষলক্ষণব্যবস্থাভাবাৎ। নহি তত্র বিশেষলক্ষণব্যবস্থা কাচিদস্তি যোঽয়মেকোঽবতিষ্ঠেত, অন্যে ব্যাবর্তেরন্, অপি চোক্তং বার্তিককারেণ—"যাবতামেব ধাতূনাং লিঙ্গং রূঢ়িগতং ভবেৎ। অর্থশ্চাপ্যভিধেয়স্থস্তাবদ্ভির্গুণবিগ্রহঃ।" ইতি ॥ রূঢ়িশব্দিতানাঞ্চ ধাতূনাং রূঢ়শব্দবাচ্যেঽর্থে ক্রিয়াযোগে সতি এতদভাবে তু ক্রিয়ায়া রূঢ়িশব্দে বর্তমানমপি ধাতুলিঙ্গমকিঞ্চিৎকরম্। স এব ক্রিয়াভাবঃ তদাশ্রয়নির্বচনব্যাবর্তকো ভবতি। তাঃ এতাস্তিস্রঃ ক্রিয়া নিগমনসমাহননসমাহরণাখ্যাঃ নিঘণ্টুষু বিদ্যন্তে। তদভিধায়িন্যপি চ রূঢ়িশব্দানিরুচ্যমানে গমিহর্ন্তিহর্রতিশ্চাহস্পূর্বিকয়া সন্নিপত্য বদন্তি 'মমানুরূপং ময়ৈতৎ নিরূহি ময়ৈতৎ নিরূহি' ইতি। গমিস্তত্র গকারমাত্মীয়ং ব্যাপন্নং মন্যতে ঘকারং তথা হন্তিহরতী হকারং ব্যাপন্নং ঘকারং মন্যেতে। তস্মাদয়মনেকৈ র্ধাত্বর্থৈর্নিঘণ্টুশব্দো নিরুক্ত এবঞ্জাতীয়াভিধাননির্বচনপ্রদর্শনায় ॥

"তদ্ যান্যেতানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ তানীমানি ভবন্তি।" ইহৈতাবদেবোক্তং সমাম্নায়ো নিঘণ্টব ইতি, সমাম্নায়শব্দপর্যায়প্রসক্তস্য চ নিঘণ্টুশব্দস্য ব্যুৎপত্তিরুক্তা, নতু নিঘণ্টুশব্দস্যার্থতত্ত্বমবধারিতং, তদবধার্যত ইতি। ইতি পর্যুপর্যুক্তস্তচ্ছব্দঃ। কিং পুনস্তদিতি? যান্যেতানি চত্বারি পদজাতানি, যা এতাশ্চতস্রঃ পদজাতয়ঃ। লোকে বেদে চ। কতমানি তানি? নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ। কিন্তেষামিতি? ইমানি চত্বার্যপি পদজাতানি সন্ত্যেতস্মিন্ শাস্ত্রে কিমিতি নিঘণ্টু সংজ্ঞানি ভবন্তি? নিত্যমেবানুবিধীয়মানানি ভবন্তীত্যাহ। ন কদাচিদপি ন ভবন্তি, নিত্যং ভবন্ত্যেবেত্যভিপ্রায়ঃ। চত্বারীতি চতুর্গ্রহণমবধারণার্থম্। নৈকং পদজাতং, যথার্থঃ পদমৈন্দ্রাণামিতি। নাপি দ্বে যথা সুবন্তং তিঙন্তঞ্চ, নাপি ত্রীণি, নিপাতোপসর্গাবেকতঃ কৃত্বা, নাপি পঞ্চ, ষড় বা যথা গতিকর্মপ্রবচনীয়ভেদেনেতি ॥ পদজাতানীতি পদগণা ইত্যর্থঃ। জাতশব্দো হি গণে প্রসিদ্ধঃ। তদ্ যথাঃ—গোজাতমশ্বজাতমিতি। তদ্বদিহাপি। তত্র নামপদগণঃ স্ত্রীপুংনপুংসকলিঙ্গপ্রবিভাগেণ, তথাঽঽখ্যাতপদগণঃ কর্তৃবচনভাববচনকর্মবচনপ্রবিভাগেন, তথোপসর্গগণঃ আঙাদিঃ, তথা নিপাতগণঃ ইবাদিঃ। এবমভিপ্রেত্যোক্তং চত্বারি পদজাতানি ইতি। অত্র নামাখ্যাতয়োঃ

পূর্বমভিধানং প্রাধান্যাৎ, অপ্রাধান্যাদুপসর্গনিপাতানাং পশ্চাৎ। উভে অপি নামাখ্যাতে নিপাতোপসর্গনিরপেক্ষে অপি সতী স্বমর্থং ব্রূতঃ, ন তূপসর্গনিপাতানাং নামাখ্যাতনিরপেক্ষাণামর্থোঽস্তি। বক্ষ্যতি হি—"ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নঃ" ইতি। বাচ্যেন চৈতে অর্থেনার্থবতী। দ্যোত্যেনোপসর্গনিপাতা ইতি বাপ্রাধান্যম্। নামাখ্যাতয়োস্তু কর্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তীতি। তস্মাদুপপন্নং ভবতি প্রাধান্যান্নামাখ্যাতয়োঃ পূর্বমভিধানম্, অপ্রাধান্যাচ্চ পশ্চাদুপসর্গনিপাতানামিতি। নামাখ্যাতে ইতীতরেতরাকাঙ্ক্ষত্বমুভয়োর্নামাখ্যাতয়োঃ সমাসেনাভিধানম্। কথমিতরেতরাকাঙ্ক্ষত্বমিতি? যজ্ঞদত্ত ইতি হি নামশব্দস্তাবদেব সাকাঙ্ক্ষো ভবতি, যাবৎ পচতি পঠতি ইত্যাদ্যাখ্যাতশব্দৈর্ন নিরাকাঙ্ক্ষী ক্রিয়তে ইতি, তথা পচতীত্যাখ্যাতশব্দস্তাবদেব সাকাঙ্ক্ষো ভবতি, যাবন্ন যজ্ঞদত্তশব্দঃ পচতি যজ্ঞদত্ত ওদনমিতি ইতরেতরাকাঙ্ক্ষত্বমুভয়োর্নামাখ্যাতয়োঃ, সমানকার্যত্বং চৈতয়োর্লক্ষ্যতে। বাচ্যেনার্থেনার্থবত্ত্বমিত্যর্থঃ সমস্যেতে নামাখ্যাতে ইতি। নাম্নঃ পূর্বনিপাতোঽল্পাচ্তরত্বাৎ। নামপদবাচ্যার্থাশ্রয়ক্রিয়োপলক্ষ্যত্বাচ্চাখ্যাতস্য পশ্চান্নিপাতঃ উপসর্গনিপাতা ইতি। উভয়েষামুপসর্গনিপাতানাং নামাখ্যাতয়োরর্থবিশেষদ্যোতকত্বাৎ সমানকার্যত্বমিত্যতঃ সমস্যেতে। আখ্যাতসহযোগিত্বাদুপসর্গাণামাখ্যাতানন্তরং পাঠঃ, পরিশেষাণাং নিপাতানাং পশ্চাৎ অপরিমিতাশ্চ নিপাতা ইতি॥

"তত্রৈতন্নামাখ্যাতয়োর্লক্ষণং প্রদিশন্তি।" তত্র তস্মিন্, লোকবেদ প্রসিদ্ধে পদচতুষ্টয়ে নিঘণ্টুশব্দসমানসংজ্ঞোপলক্ষিতে, যে তাবন্নামাখ্যাতে তয়োস্তাবদেতল্লক্ষণং প্রদিশন্তি। কতমৎ যদেতদ্বক্ষ্যমাণমিত্যভিপ্রায়ঃ। প্রদিশন্তি—প্রবিভজ্য ইদং নাম্নাং লক্ষণমিদমাখ্যাতস্যেত্যেবং দিশন্তি উপদিশন্ত্যাচার্যা ইতি বাক্যশেষঃ। আহ—লক্ষণোপদেশঃ কস্মাৎ? অনুক্রমেণৈব সিদ্ধত্বাৎ। অনুক্রমেণৈব হি বক্ষ্যতি—"ইমানি পৃথিবীনামধেয়ান্যেকবিংশতিঃ ( ২, ২, ১০ )" "হিরণ্যনামান্যুত্তরাণি পঞ্চদশ ( ২, ৩, ১ ), "কান্তিকর্মাণ উত্তরে ধাতবোঽষ্টাদশ ( ৩, ২, ১০ )" "গতিকর্মাণ উত্তরে ধাতবোদ্বাবিংশংশতম্ ( ৩।২।১০ )" ইতি। তত এব বিজ্ঞাস্যাম ইমানি নামানীমান্যাখ্যাতানীতি। কস্মাদয়মনর্থকো লক্ষণোপদেশঃ? নানর্থকঃ। কস্মাৎ? অথাপি হি লক্ষণং সমাম্নাতান্যসমাম্নাতানি চ ব্যাপ্য বর্ততে। যৎপুনরেত-

দুষ্টমনুক্রমণাদেব বিজ্ঞাস্যাম ইতি। অত্র ব্রুমঃ,—নির্দেশোহসৌ নহি লক্ষণম্‌ প্রদর্শনার্থঃ। তস্মাদসমাম্নাতার্থেঽপ্যস্মাদিতো লক্ষণোপদেশো যুক্ত ইত্যুপপন্নম্‌। শাস্ত্রে রূপস্বভাবোপনির্দেশশ্চ পরিচ্ছিন্নবিষয়ঃ। স তর্হি কিমর্থ ইতি?

আহ—তাৎপর্যেণৈবেদমন্তরেণ সমাম্নাতবদসমাম্নাতানি কস্মান্নোপদিশ্যন্তে, অপি চ তথাসূপদিষ্টানি ভবন্তীতি? উচ্যতে—তথাহ্যুপদেশগৌরবং ভবতি, গ্রহণশক্তিহানশ্চ। অপিচোক্তম্‌=“ঋষয়ো হ্যুপদেশস্য নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ।” ইতি তস্মাদুপদেশগৌরবভয়াদ্‌ গ্রহণশক্তিহানদোষাচ্চ সমানলক্ষণোপদেশঃ ক্রিয়তে ইতি।

আহ—কিং পুনস্তল্লক্ষণমিতি? উচ্যতে—“ভাবপ্রধানমাখ্যাতং সত্ত্বপ্রধানানি নামানি।” নামপদবাচ্যার্থাশ্রয়ক্রিয়াব্যঙ্গ্যা ভাবঃ, পাকরাগত্যাগাখ্যঃ। স যত্র প্রধানং গুণভূতা ক্রিয়া তদিদং ভাবপ্রধানম্‌। কিং পুনস্তদিতি? আখ্যাতম্‌। আখ্যায়তেঽনেন গুণভাবেন বর্তমানা অনেককারকপ্রবিভক্তা স্ফুরমাণেব প্রধানদ্রব্যভাবাভিব্যক্ত্যুম্মুখীভূতা ক্রিয়া। তস্যাশ্চ প্রাধান্যেন প্রবর্তমানো ভাবঃ স্বাত্মলাভপ্রধান ইত্যাখ্যাতঃ। আহ—কথং পুনর্গুণভূতা ক্রিয়েতি? উচ্যতে তদর্থত্বাৎ। তদর্থা হি সা। ভাবার্থা ভাবসিদ্ধ্যর্থমাত্মলাভমনুভূয় কারকেষু তণ্ডুলাদৌ পাকাখ্যং ভাবমভিনিষ্পাদ্যাবসিতপ্রয়োজনৈকদেশ এব তিরোভবতি। যস্য চ যদর্থ আত্মলাভস্তত্তদ্‌ গুণভূতো ভবতি। ভাবসিদ্ধ্যর্থশ্চ ক্রিয়ায়া আত্মলাভস্তস্মাদ্‌ গুণভূতেতি গম্যতে। ভাবসিদ্ধ্যৈব চানুমীয়তে ক্রিয়া পরোক্ষাপি সতী॥

আহ কথং পুনঃপরোক্ষা ক্রিয়েতি? উচ্যতে—ন হি সেন্দ্রিয়াণামন্যতমেন স্বরূপস্থা সতী কদাচিদপি সন্নিকৃষ্যতে। কিং তর্হি? তদবসানে যোঽভিনিষ্পদ্যতে ভাবঃ, তেন লিঙ্গ্যতে। নূনমভিনির্বৃত্তা ক্রিয়া যথা ভাবোঽয়মভিনিষ্পাদিতঃ ইতি। নাভিনির্বৃত্তাচেদভবিষ্যদ্‌ যথৈব সা ক্রিয়া নির্বৃত্তেনোভবদয়ং ভাবঃ এবং সাম্প্রতমপি নাভবিষ্যৎ, অস্তি চায়ম্‌। তস্মাদভিনির্বৃত্তা ক্রিয়েত্যেবমনুমীয়তে। তদেতদাখ্যাতং ক্রিয়াবাচকমপি সম্ভাবার্থত্বাৎ ক্রিয়ায়া ভাবং প্রধানমুচ্যতে ইতি এবমেকে মন্যন্তে। একে পুনর্ভাবপ্রধানমাখ্যাতমিতি প্রকৃত্যর্থপ্রধানমিতি মন্যন্তে। প্রকৃত্যর্থবিশেষণং হি প্রত্যয়ার্থাদয় ইতি। ভাবঃ কর্ম, ক্রিয়া ধাত্বর্থ ইত্যনর্থান্তরম্‌। স যত্র প্রধানং গুণভূতানি সাধনানি তদিদং ভাবপ্রধানম্‌। কিং পুনস্তৎ? আখ্যাতম্‌। আখ্যায়ন্তে স্ত্রীপুং

নপুংসকানি ক্রিয়াগুণভাবেন বর্তমানান্যনেন ক্রিয়া চ তেষামুপরি প্রাধান্যেন বর্তমানেত্যাখ্যাতম্ ॥

আহ—কথং পুনরত্র ক্রিয়ায়াঃ প্রাধান্যমিতি ? উচ্যতে—সা হ্যত্র শব্দবাচ্যা। অর্থগৃহীতানি তৎসাধনানীতি। অতঃ প্রাধান্যমত্র ক্রিয়ায়াঃ। ইতশ্চ প্রাধান্যম্ ? কুতঃ ? বিশেষপ্রত্যয়াধানাৎ। পচতীতি প্রথমপুরুষৈকবচনান্তে আখ্যাতশব্দো বর্তমানকালকর্তৃবিষয়ো যৎকিঞ্চিদবিবক্ষিতবিশেষমেব পক্ত্রাদিসাধনমাত্মন আশ্রয়ভাবেনোপলক্ষয়ন্ননেকক্রিয়াশক্তিমত্যপি পক্ত্রাদৌ সাধনে পচিক্রিয়ায়ামেব বিশেষপ্রত্যয়মাদধাতি, নান্যাসু ক্রিয়াসু, নাপি বিশিষ্টে পক্ত্রাদৌ সাধনে। যশ্চ যস্মিন্নর্থে বিশেষেণ বর্ততে শব্দঃ স এব তস্য প্রধানম্। বিশেষেণ চ ক্রিয়ায়ামাখ্যাতশব্দো বর্ততে- গুণভাবেন কারকে। তস্মাদ্বিশেষপ্রত্যয়াধানাদ্ভাবপ্রধানমাখ্যাতমিত্যুপপন্নম্। অপি চ ক্রিয়াব্যাপারবিজ্ঞানপরতয়া পৃষ্টঃ 'কিংকরোতি দেবদত্তঃ' ? ক্রিয়াখ্যানপরতয়ৈব প্রত্যাচষ্টে—'পচতীতি'। নত্বোদনমিতি পূর্বমুক্ত্বা ততঃ পচতীতি ব্রবীতি।

অথ কথমুচ্যতে ভাবপ্রধানমাখ্যাতমিতি ? শৃণু—অমূর্তা হি ক্রিয়া নিরুপাখ্যা, সা হি কারকৈরভিব্যজ্যমানা কারকশরীরে চ সতী শক্যতে নির্দেষ্টুম্। ইতরথাহি অশরীরা সতী সা ন গৃহ্যেত, অগ্রহণে চ সতি কথমিব নির্দিশ্যেত। তত্রৈবং সতি কারকসমূহেনাভিব্যজ্যমানা ক্রিয়া যস্মিন্ সাধনে বিশিষ্টমাত্মীয়ং কার্যমারভতে পাকাখ্যং তদভিধানশব্দোপপদৈব সাক্ষাদ্ গ্রহণাসম্ভবান্নির্দিশ্যতে। ন হ্যনাশ্রিতা কদাচিদপি গৃহীতপূর্বাকৃতিরিতি সাক্ষাদ্গ্রহণাসম্ভবঃ। তস্মাদোদনকর্মকার্যা দেবদত্তকর্তৃকৌদনশব্দোপপদৈব নির্দিশ্যতে—ওদনং পচতি দেবদত্ত ইতি। তত্রাবিবক্ষিতস্বার্থ ওদনশব্দঃ। অপি চ ক্রিয়াব্যাপারিপিপৃচ্ছিষয়ৈব পৃষ্টং কি করোতীতি, ক্রিয়াব্যাপারমেব প্রত্যাচষ্টে—পচতীতি। ততঃকিমিতি, পর্যনুযুক্তে শব্দান্তরেণাপাকরোতি 'দেবদত্ত ওদনমিতি'। তস্মাচ্ছব্দান্তরবাচ্যত্বাৎ সাধনস্য পচতীত্যত্র ক্রিয়ৈব প্রধানমিত্যুপপন্নম্। যৎপুনরেতদুক্তমোদনমিতি পূর্বমুক্তেবেতি তত্র ব্রূমঃ—স হি পর্যনুবুযুক্ষাং সাধনগতাং ভাবিনীমাশঙ্কমানঃ পর্যনুযোগমাত্মনো বুদ্ধ্যবস্থং কৃত্বা তদপাকরণার্থমোদনমিতি পূর্বং ব্রবীতীত্যেবং তত্রাপি দ্রব্যবিশেষপরিজ্ঞানার্থো দ্বিতীয়ঃ পর্যনুযোগোঽনুক্তো দ্রষ্টব্যঃ তস্মাৎ পচতীতি শব্দবাচ্যত্বাদত্র ক্রিয়ায়াঃ, শব্দান্তরবাচ্যত্বাদ্ দ্রব্যস্য ক্রিয়ৈব প্রধানমিতি। ইতশ্চ ন

দ্রব্যপ্রধানমাখ্যাতম্ । একস্মিন্ বাক্যে দ্বয়োরাখ্যাতয়োরসমবায়াৎ । পচতি পঠতীত্যুভয়োঃ প্রাধান্যাদিতরেণ সমবায়ো নাস্তি । ন হীতরঃ শব্দ ইতরত্র গুণী-ভবতি । দ্রব্যশব্দে চ সমবায়াৎ । সমবৈতি দ্রব্যশব্দেনাখ্যাতশব্দঃ । পচতি দেবদত্ত ইত্যুক্তে পচিক্রিয়াগুণভূতো লক্ষ্যতে দেবদত্তঃ । তস্মাদুপপন্নং ভাবপ্রধানমাখ্যা-তমিতি । অপি চোক্তম্—"ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতং লিঙ্গতো ন বিশিষ্যতে । ত্রীনত্র পুরুষান্ বিদ্যাৎ কালতস্তু বিশিষ্যতে ॥" ইতি । তৎ পুনরেতচ্চতুঃপ্রভেদ-মাখ্যাতং ভবতি । কর্তরি, ভাবে, কর্মণি, কর্মকর্তরি চেতি । পচতীতি কর্তরি । ভূয়তে পচ্যতে ইতি ভাবকর্মণোঃ পচ্যতে স্বয়মেবেতি কর্মকর্তরি । চতুর্ষ্বপ্য-বয়বার্থানি দ্রব্যাণ্যপ্রধানানীতি ক্রিয়া এব প্রধানম্ । আখ্যাতজত্বান্নাম্নাং প্রতিজ্ঞাক্রমং ভিত্ত্বা পূর্বমাখ্যাতলক্ষণমুক্তম্, পশ্চান্নামলক্ষণমুচ্যতে ; কিং পুনস্তৎ ? "সত্ত্বপ্রধানানি নামানি ।" লিঙ্গসংখ্যয়োরত্র সম্ভাব ইতি সত্ত্বম্ । তথালক্ষণোপপত্তেঃ । তদ্ যেষু প্রধানং গুণভূতা ক্রিয়া নামান্যেব তানি । নমন্ত্যাখ্যাতশব্দে গুণভাবেন, নমন্তি [ নাময়ন্তি ] বা স্বমর্থমাখ্যাতশব্দবাচ্যে গুণভাবেন নামানি । যথৈব হ্যাখ্যাতে বিদ্যমানমপি দ্রব্যমবিবক্ষিতমেবমিহাপি বিদ্যমানাপি ক্রিয়া অবিবক্ষিতা । দ্রব্যপরত্বাৎ সত্ত্বশব্দস্য তদ্বিক্রিয়াজনিতমুত্তর-কালং ক্রিয়াশেষভূতমভিধায় ধাত্বর্থোঽসৌ ব্যাবর্ততে ॥ আহ কথং পুনর্নাম্নি ক্রিয়া বিদ্যতে ইতি । বিদ্যমানাপি বাঽবিবক্ষিতেতি ? উচ্যতে—প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ঃ, বিভক্তিরিতি ত্রেধা বিভজ্যমানমেতাবদেবৈতন্নাম, তত্র প্রকৃতির্ধাতুরিত্যে-কোঽর্থঃ । ধাতুশ্চ পুনঃক্রিয়াবচনঃ, স চ নাম্নি বিদ্যতে ইতি তদভিধেয়ভূতয়া ক্রিয়য়া ভবিতব্যম্ । যথাবশ্যং যত্রার্থস্তত্র তদভিধায়কঃ শব্দঃ, যত্রশব্দস্তত্র তদ্বাচ্যোঽর্থ ইতি । সম্বন্ধো হি শব্দার্থয়ো বাচ্যবাচকত্বেন নিত্যমিতি । এবং তাবৎ ক্রিয়া বিদ্যতে, যৎপুনরেতদুক্তম্—"বিদ্যমানাপি ক্রিয়া কথম বিবক্ষিতেতি" অত্র ব্রূমঃ—নাম্নি যো ধাতুঃ সকৃৎপ্রয়োজয়তি তেন প্রাতিপদিকে নাভিভূতক্রিয়াভিধানশক্তিঃ প্রাতিপদিকান্তর্লীনবৃত্তিরের স্বমর্থমনুভাবয়িতুম-শক্নুবন্ প্রাতিপদিকার্থমেবানুবর্তমানো দ্রব্যপ্রধান এব ভবতি ইত্যেবং ন বিবক্ষিতা ক্রিয়া । সা তু বিদ্যমানাপি বিগৃহ্যমানে নাম্নি প্রাতিপদিকনিবন্ধনাদুন্মুচ্যমানা দ্রব্যগতমর্থং প্রকাশয়তি, ন প্রাগ্ বিগ্রহাদিতি দ্রব্যপরতা সত্ত্বশব্দস্য গম্যতে তথাচোক্তম্ "শব্দেনোচ্চারিতেনেহ যেন দ্রব্যং প্রতীয়তে তদক্ষরবিধৌ যুক্তং নামেত্যাহুর্মনীষিণঃ ।" ইতি । পুনশ্চোক্তম্ ।

"অষ্টৌ যত্রপ্রযুজ্যন্তে নানার্থেষু বিভক্তয়ঃ। তন্নাম কবয়ঃ প্রাহুর্ভেদে বচনলিঙ্গয়োঃ॥ নির্দেশঃ কর্ম করণং প্রদানমপকর্ষণম্। স্বাম্যর্থোঽপ্যধিকরণং বিভক্ত্যর্থাঃ প্রকীর্তিতাঃ।" ইতি। স্ত্রীপুংনপুংসকভেদং নিপাতোপসর্গানামপি যা ক্বচিন্নামত্বমপেক্ষ্য বহুবচনেনোক্তং নামানীতি। অপরে পুনঃ ভাবকাল-কারকসংখ্যাশ্চত্বার এতেঽর্থা আখ্যাতস্য, তেষাং ভাবপ্রধানতা ভবতি। অতো ভাবপ্রধানমাখ্যাতমিত্যুক্তম্। নাম্নোঽপি সত্তা, দ্রব্যং সংখ্যা লিঙ্গমিত্যেতেঽর্থাঃ। তেষাং দ্রব্যং প্রধানমিত্যতঃ সত্ত্বপ্রধানানি নামানীত্যুক্তম্॥

এবমেকে মন্যন্তে "যদু, যত্রোভে ভাবপ্রধানে ভবতঃ।" এবং তাবদনয়োর্নামাখ্যাতয়োঃ পরস্পরাবিনাভূতয়োঃ স্বপদার্থোক্তাবেকস্য ভাবপ্রাধান্যমেকস্য সত্ত্বপ্রাধান্যম্। অথ পুনর্যত্রৈতে উভে ভবতঃ। ক্ব চ পুনরেতে উভে ভ তঃ? বাক্যে। তত্র কস্য প্রধানমর্থঃ? কস্য গুণভূত ইতি? শৃণু—ভাবপ্রধানে ভবতঃ, তস্য চিকীর্ষিতত্বাৎ। বাক্যে হ্যাখ্যাতং প্রধানং, তদর্থত্বাদ্ গুণভূতং নাম। তদর্থস্য তাবন্নিষ্পত্তাবঙ্গভূতত্বাৎ। এবং তাবদাখ্যাতং বাক্যে প্রধানম্।

অথ পুনঃ কথমভিনির্বর্ত্যমানো ভাব আখ্যাতেনোচ্যতে? কিং তদা-খ্যাতমিতি? যতো লোকপ্রসিদ্ধ্যৈবোদাহরতি। তৎপ্রসিদ্ধত্বাচ্ছব্দার্থসম্বন্ধস্য। "পূর্বাপরীভূতং ভাবমাখ্যাতেনাচষ্টে ব্রজতি পচতীত্যুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্যন্তম্।" অপূর্বমনপরংসন্তমেকত্বাৎ পূর্বাপরীভূতং পূর্বাপরমিব পৌর্বাপর্যেণাবস্থিতমেকমনেকাসু ক্রিয়াসু আশ্রিতমুপানদাধিনহনপূর্বোত্তরপদাবিহরণ-পথিভোজন-শয়নাসনোদকপানাদ্যাস্বাশ্রিতং তদভিনির্বৃত্তিবশেনাভিনির্বর্ত্যমানং কস্মৈচিৎ পৃচ্ছতে কিং করোতি? অন্য আচষ্টে ব্রজতি ইতি। অবিভক্তকর্তৃকং দ্বিতীয়মিতি উদাহরণদ্বয়ং ভাবদ্বয়োপপ্রদর্শনার্থম্। উপক্রমপ্রভৃতীতি। উপক্রম=আরম্ভস্তস্মাদারভ্যাপবর্গপর্যন্তং যাবদন্ত্যা ক্রিয়েত্যর্থঃ॥

আহ—অন্ত্যসন্নিধৌ ভাবনির্বৃত্তিদর্শনাদন্ত্যয়ৈব নির্বর্ত্যত ইতি? শৃণু—পূর্বাসামভাবে অন্ত্যৈব ন স্যাৎ। পূর্বাপেক্ষং হি তস্যা অন্ত্যাত্বম্। অপি চ প্রাপ্তিফলো হি ব্রজতির্নৈকয়া ক্রিয়য়া অভিমতদেশান্তরে প্রাপ্তিরস্তি। তস্মাদুপক্রমাদ্যাভিঃ ক্রিয়াভিরীষদভিনিষ্পদ্যমানো ভাবোঽন্ত্যায়ামভি-সন্তিষ্ঠতে। তত্ সন্নিকর্ষে গৃহ্যতে ন ত্বসাবন্ত্যয়ৈব নিবৃত্ত ইত্যন্তে গৃহীতঃ। অপিচ প্রসিদ্ধমেতদুপক্রমাদারভ্য যচ্চ ব্রজিতং, যচ্চ-ব্রজ্যতে, ব্রজিষ্যমাণং তৎসর্ব-

বয়ব মেকীকৃত্য বক্তারো ভবন্তি 'ব্রজতি দেবদত্ত' ইতি ন প্রসিদ্ধিরুপরোদ্ধুং ন্যায্যা। যথাবস্থিতানাং হি শব্দানামন্বাখ্যানমাত্রমেব শাস্ত্রেণ ক্রিয়তে, নোৎপাদ্যন্তেশব্দাঃ।। নাপ্যর্থেষু বিধীয়ন্তে। তস্মাৎপ্রসিদ্ধশাস্ত্রসমন্বয়োঽপি লৌকিকপ্রসিদ্ধ্যেব পূর্বাপরীভূতং ভাবমাখ্যাতেনাচষ্টে, ব্রজতি পচতীত্যুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্যন্তম্। তস্মাদুপপন্নমনেকক্রিয়াভিনির্বর্ত্যমানো ভাব আখ্যাতেনোচ্যতে ইতি। আহ চ—"ক্রিয়াসু বহ্বীষ্বভিসংশ্রিতো যঃ পূর্বাপরীভূত ইবৈক এব। ক্রিয়াভিনিবৃত্তিবশেন সিদ্ধ আখ্যাতশব্দেন তমর্থমাহুঃ।।" ইতি। "মূর্তং সত্ত্বভূতং সত্ত্বনামভিঃ।" কদাচিত্তু তমেব ভাবং তথৈবোপক্রমপ্রভৃত্যভিনিবর্ত্যমানমপবর্গপর্যন্তং মূর্তং সত্ত্বভূতং সত্ত্বরূপিণং লিঙ্গসংখ্যাযুক্তৈঃ সত্ত্বনামভিরাচষ্টে।।

কথম্? "ব্রজ্যা পক্তিরিতি।" তত্রোক্তো বিশেষঃ। কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ ভবতি, সোঽয়ংপ্রযুক্তস্য লক্ষণস্য প্রয়োগমপেক্ষ্য ক্বচিদপবাদঃ। আহ চ—"ক্রিয়াভিনিবৃত্তিবশোপজাতঃ কৃদন্তশব্দাভিহিতো যদা স্যাৎ। সংখ্যাবিভক্ত্যব্যয়লিঙ্গযুক্তো ভাবস্তদা দ্রব্যমিবোপলক্ষ্যো।।" ইতি।

আহ—কস্মাৎ পুনরেক এব ভাবস্তিঙন্তেন কৃদন্তেন চান্যথোচ্যতে ইতি? উচ্যতে—শব্দস্বাভাব্যাদুতে নান্যদত্র প্রয়োজকমস্তি। অপিচোক্তমস্মাভিরবস্থিতানামেব শব্দানামভিধানাভিধেয়সম্বন্ধেনাভিসম্বদ্ধানামেব নিত্যমন্বাখ্যানমাত্রমেব ক্রিয়তে। নোৎপাদ্যন্তেঽর্থেষু বা বিধীয়ন্তে শব্দা ইতি। ব্রজ্যাপক্তিরিত্যুদাহরণদ্বয়মুক্তপ্রয়োজনম্।। "অদ ইতি সত্ত্বানামুপদেশঃ। ইতি ভাবোঽধিকৃতঃ। স চ পুনঃ সত্ত্বভূতো নেতরঃ। যতস্তৎসম্বন্ধেনৈব নাম্নো যদবশিষ্যতে তদুচ্যতে কিং পুনস্তৎ সামান্যবিশেষবাচিত্বম্। তত্রাদ ইতি সত্ত্বানামুপদেশঃ। সামান্যত ইতি বাক্যশেষঃ। সর্বেষামপি সত্ত্বানামধ্যয়নে প্রাপ্তে লিঙ্গাবিশিষ্টত্বাদিদমেবৈকমুদাহৃতমুপপ্রদর্শনার্থম্।। ১।।

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে প্রথমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।। ১।।

## নৈঘণ্টুককাণ্ডং প্রথমঃ অধ্যায়ঃ প্রথমপাদঃ

## দ্বিতীয় খণ্ডঃ। দ্বিতীয়খণ্ডঃ ( মূলম্ )

গোরশ্বঃ পুরুষো হস্তীতি (ক)। ভবতীতি ভাবস্য। (খ)। আস্তে শেতে ব্রজতি তিষ্ঠতীতি (গ)। ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনমৌদুম্বরায়ণঃ (ঘ) তত্র চতুষ্টয়ং নোপপদ্যতে। (ঙ)। অযুগপদুৎপন্নানাং বা শব্দানামিতরেতরোপদেশঃ। (চ)। শাস্ত্রকৃতো যোগশ্চ। (ছ)। ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য। (জ)। অণীয়স্ত্বাচ্চ শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে (ঝ)। তেষাং মনুষ্যবদ্দেবতাভিধানম্। (ঞ)। পুরুষবিদ্যানিত্যত্বাৎকর্মসম্পত্তির্মন্ত্রো বেদে। (ট) ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

## বিবৃতি

গোঃ [ গো ] অশ্বঃ [ অশ্ব ] পুরুষঃ [ মানুষ ] হস্তী [হস্তী] ইতি [ইত্যাদি শব্দ] [সত্ত্বানাং বিশেষোপদেশঃ] [ দ্রব্যের বিশেষভাবে উপদেশকারক ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ইত্যাদি শব্দ দ্রব্যের বিশেষভাবে উপদেশকারক ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—পূর্বে দ্রব্যের সামান্যভাবে উপদেশের কথা বলেছেন। 'অদঃ' অর্থাৎ ঐ বা এই ইত্যাদি সর্বনামশব্দের দ্বারা সামান্যভাবে দ্রব্যের উপদেশ করা হয়—ইহা বলা হয়েছে। এখন বিশেষভাবে দ্রব্যের উপদেশ বলছেন—গোঃ, অশ্বঃ, পুরুষঃ হস্তী ইত্যাদিরূপে, লোকে ও বেদে বিশেষভাবে দ্রব্যের উপদেশ করা হয়। এইসূত্রে শেষে 'ইতি' শব্দটি প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বুঝতে হবে। গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করে বিশেষভাবে সত্ত্বের অর্থাৎ দ্রব্যের উপদেশ করা হয়—ইহাই তাৎপর্য ॥ (ক) ॥

দ্রব্যের সামান্যরূপে ও বিশেষরূপে উপদেশের কথা বলে এখন ভাবের সামান্যভাবে উপদেশের কথা বলছেন—

'ভবতীতি ভাবস্য (খ)।' (খ)।

ভবতি [ হয় ] ইতি [এই শব্দ] ভাবস্য [ভাবের অর্থাৎ ক্রিয়ার] [সামান্যোপদেশঃ] [ সামান্যভাবে উপদেশ ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—'ভবতি' এই পদটি সামান্যভাবে ক্রিয়ার উপদেশকারক ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—'ভবতীতি ভাবস্য' এই সূত্রের শেষে 'সামান্যোপদেশঃ' শব্দটির অধ্যাহার করতে হবে। তবেই অর্থের সামঞ্জস্য হবে। সমস্ত ক্রিয়াকে ভবতি অর্থাৎ হয় এই শব্দের দ্বারা সামান্যভাবে বুঝানো যায়। 'পচতি' না বলে 'পাকো ভবতি' এইভাবে ভবতি পদের দ্বারা পাকক্রিয়াকে বুঝানো যায়। 'শেতে' স্থানে শয়ানো ভবতি এইরূপ প্রয়োগ করা হয়।

'আস্তে' এই স্থলে "আসীনো ভবতি" গচ্ছতি স্থলে 'গমনং ভবতি' এইরূপ বলা যায়। সুতরাং ভবতি পদের দ্বারা সমস্ত ক্রিয়ারই সামান্যভাবে উপদেশ করা যায় বলে ভবতি পদটি সামান্যভাবে ভাবের অর্থাৎ ক্রিয়ার উপদেশক ॥ (খ) ॥

আস্তে [ উপবেশনকরে ], শেতে [ শয়ন করে ] 'ব্রজতি [ গমন করে ] তিষ্ঠতি [ অবস্থান করে ] ইত্যাদি শব্দ বিশেষভাবে ভাবের উপদেশক [ বোধক ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :—আস্তে, শেতে, ব্রজন্তি, তিষ্ঠতি [ উপবেশন করে, শয়ন করে, অবস্থান করে—ইত্যাদি শব্দ ভাবের [ ক্রিয়ার ] বিশেষভাবে বোধক হয় ॥ (গ) ॥

মন্তব্য :—ভবতি, অস্তি ইত্যাদি পদগুলি সামান্যভাবে ভাবের বোধক।

আস্তে, শেতে, ব্রজতি, তিষ্ঠতি ইত্যাদি শব্দ বিশেষভাবে ভাবের বোধক ॥ (গ) ॥

শব্দের অনিত্যত্ববাদীর আশঙ্কা।

বচনম্ [ বাক্য ]. ইন্দ্রিয়নিত্যম্ [ ইন্দ্রিয়ে নিয়ত ], ইতি [ ইহা ], ঔদুম্বরায়ণঃ [ ঔদুম্বরায়ণ আচার্য ( মনে করেন ) ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—বচন অর্থাৎ বর্ণ, পদ ও বাক্য ইন্দ্রিয়ে নিয়ত ইহাঔদুম্বরায়ণ মনে করেন ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—বর্ণ, পদ ও বাক্যরূপ শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য—এইরূপ সন্দেহ হলে মহাভাষ্যকার বলেছেন [মহাভাষ্যে] "শব্দোনিত্যোঽথাপিঅনিত্যঃ।" অর্থাৎ বাক্যস্ফোটাত্মক শব্দ নিত্য হলেও শব্দ বা বর্ণরূপ শব্দ অনিত্য। মহাভাষ্যকার বাক্যস্ফোট, বাক্যজাতিস্ফোট, পদস্ফোট, পদজাতিস্ফোট, বর্ণজাতিস্ফোট, বর্ণস্ফোট—এইগুলির মধ্যে বাক্যস্ফোট ও বাক্যজাতিস্ফোটকে নিত্য বলেছেন। কোথাও কোথাও পদস্ফোটকে নিত্য বলেছেন। অন্যান্য শব্দ অনিত্য। নিরুক্তকার যাস্কাচার্য বলেছেন ঔদুম্বরায়ণ নামক আচার্য [ যাস্ক যখন বলছেন তখন বুঝতে হবে ঔদুম্বরায়ণ যাস্কেরও পূর্ববর্তী ] শব্দমাত্রকেই অনিত্য বলেছেন। ঔদুম্বরায়ণ তার হেতু হিসাবে বলেছেন ইন্দ্রিয়নিত্যম্। ইন্দ্রিয়নিত্যম্ = ইহার অর্থ ইন্দ্রিয়েনিয়ত। নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই চারিপ্রকার শব্দই যতক্ষণ বক্তার বাগিন্দ্রিয়ে এবং শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে থাকে ততক্ষণ সেই শব্দের অস্তিত্ব, তারপর ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্যুত হলেই উহার [ শব্দের ] অস্তিত্ব থাকে না। যেহেতু ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্যুত হলে শব্দের জ্ঞান হয় না। সুতরাং শব্দ অনিত্য বক্তার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়, শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে উহা শ্রুত হয়, তারপর [ এক ক্ষণের পর ] শব্দ নষ্ট হয়ে যায়। বর্ণ অনিত্য হলে—অনেক বর্ণাত্মক পদভাব সিদ্ধ হতে পারে না। পদে স্থিত প্রথম বর্ণের স্থিতিকালে দ্বিতীয় বর্ণের উৎপত্তি স্বীকার করলেও তৃতীয় চতুর্থ বর্ণের স্থিতিকালে দ্বিতীয়বর্ণের উৎপত্তি স্বীকার করলেও তৃতীয় চতুর্থাদি বর্ণের উৎপত্তিকালে প্রথমবর্ণ না থাকায়, বর্ণগুলির যুগপদ্ভাব বা সম্মিলন হতে পারে না। সুতরাং বর্ণসমূহাত্মক পদ সিদ্ধ হতে পারে না। পদসিদ্ধ না হলে পদসমূহাত্মক বাক্যও সিদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং নাম আখ্যাত প্রভৃতিরূপ চারপ্রকার পদসমূহও সিদ্ধ হতে পারে না। ইহাই পূর্বপক্ষীর আশংকা ॥ (ঘ) ॥

তত্র [ বাক্যালংকারে ] চতুষ্টবং [ নাম,অখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এইভাবে শব্দের চতুষ্টয়ত্ব ] ন উপপদ্যতে [ উপপন্ন হয় না ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—শব্দ অনিত্য হলে তাদের সহভাব না থাকায় চতুষ্টয়ত্ব উপপন্ন হয় না ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—যুগপদ্‌ বিদ্যমান অনেক পদার্থের, দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি সংখ্যার দ্বারা গণনা করা যায়। যাহা যুগপৎ বিদ্যমান থাকে না তাদের সংখ্যাগণনা করা যায় না। অতীত ঘট ও ভবিষ্যৎ ঘটের সহিত বর্তমান ঘটের ত্রিত্বসংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। বক্তার বাগিন্দ্রিয়ে যতক্ষণ শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে ততক্ষণ শব্দ আছে, বাগিন্দ্রিয়থেকে বিচ্যুত হলে আর শব্দ অর্থাৎ বর্ণ থাকে না। বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়েই নষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ অনিত্য বর্ণের দ্বারা পদভাব সিদ্ধ হতে পারে না। বাক্যভাব তো দূরের কথা। আর বিনষ্টবর্ণও অবিনষ্টবর্ণের বা বিনষ্টপদের ও অবিনষ্টপদের একসঙ্গে সংখ্যাগণনা হতে পারে না। সুতরাং শব্দ অর্থাৎ বর্ণ বা পদ অনিত্য বলে নিরুক্তকারের পদচতুষ্টয়ত্ব উপপন্ন হয় না—ইহাই পূর্বপক্ষীর ১ম আশঙ্কা ॥ (ঙ) ॥

বা অযুগপদুৎপন্নানাং [ এবং ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন ] শব্দানাম্‌ [বর্ণসকলের বা পদসকলের ], ইতরেতরোপদেশঃ [ পরস্পর গুণপ্রধানভাবে উপদেশ ] [ ন উপপদ্যতে ] [ উপপন্ন হয় না ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ ঃ—বর্ণ বা পদরূপ শব্দগুলি অনিত্য বলে যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হওয়ায় নাম আখ্যাত প্রভৃতি শব্দগুলির গুণপ্রধানভাব অর্থাৎ আখ্যাতের প্রতি নামের গুণভাব, নামের প্রতি আখ্যাতের প্রধানভাব-উপপন্ন হয় না ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—এইসূত্রে পূর্বসূত্রে থেকে "ন" "উপপদ্যতে" এই দুইটি পদের অনুবৃত্তি হয়েছে বুঝতে হবে। ঔদুম্বরায়ণের মতে যখন বর্ণ বা পদরূপ শব্দগুলি অনিত্য তখন শব্দগুলি যুগপৎ উৎপন্ন হতে পারে না। বক্তা প্রথমে 'গ' বর্ণ উচ্চারণ করে, তারপর 'ঔ' তারপর বিসর্গ। যুগপৎ দুইটি বা তিনটি বা ততোধিক বর্ণ উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। প্রথমে যে বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, তাহা দ্বিতীয় বর্ণ উচ্চারণ করার পর নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে বিসর্গের উচ্চারণ কালে 'গ' বর্ণটি থাকে না। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বর্ণগুলি উচ্চারিত হয় বলে, তাদের মিলন না হওয়ায় অনেকবর্ণের সম্মিলনরূপ যে পদ, তা সিদ্ধ হতে পারে না। কোনপ্রকারে পদসিদ্ধ হলেও সেই পদগুলি ও যুগপৎ উৎপন্ন হতে পারে না কিন্তু ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় ইহাই বলতে হবে। তাই যদি হল তাহলে আখ্যাতের প্রতি নাম গুণীভূত হয় না বা নামের প্রতি আখ্যাত প্রধান হয়—ইহা বলা যেতে পারে না। কারণ নাম আখ্যাতের প্রতি গুণীভূত হয় আর

আখ্যাত নামের প্রতি প্রধান হয়—ইহা বলতে গেলেই নাম ও আখ্যাতের যুগপৎ সত্তা থাকা চাই। কিন্তু শব্দ বা বর্ণ উচ্চারিত হয়েই নষ্ট হয়ে যায় বলে তাদের [ শব্দের ] সহভাব অনুপপন্ন—ইহাই পূর্বপক্ষীর দ্বিতীয় আশংকা ॥ (চ) ॥

শাস্ত্রকৃতো [ শাস্ত্রদৃষ্ট ] যোগশ্চ [ শব্দের সহিত শব্দান্তরের সম্বন্ধ ] ন উপপদ্যতে [ উপপন্ন হয় না ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ :—শব্দ অনিত্য বলে—শাস্ত্রে শব্দের সহিত শব্দান্তরের যে যোগ বা সম্বন্ধ ব্যুৎপাদন করা হয় সেই স্বম্বন্ধ উপপন্ন হয় না ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য :—ব্যাকরণশাস্ত্রে বা নিরুক্তশাস্ত্রে ধাতুর সহিত উপসর্গের প্রত্যয়ের সহিত ধাতুর, লোপ, আগম ও বিকারের সহিত প্রত্যয়ের যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধের ব্যুৎপাদন [ উপদেশ ] করা হয়। এখন শব্দ [ বর্ণ ও পদ ] অনিত্য হলে—সেই শাস্ত্রজ্ঞাত শব্দের সহিত শব্দান্তরের যোগ বা সম্বন্ধ অনুপপন্ন হয়ে যায়। কারণ বিনষ্ট শব্দের সহিত অবিনষ্ট শব্দের যোগ সম্ভব নয়। ইহা পূর্বপক্ষীর ৩য় আশংকা। এই সূত্রেও "ন উপপদ্যতে" অংশটির অনুবৃত্তি বুঝতে হবে ॥ (ছ) ॥

তু [ কিন্তু ( পূর্বোক্ত আশংকাকারীর তিনটি বাক্য থেকে এই বাক্যের ভেদ বুঝাবার জন্য 'তু' শব্দ ] ব্যাপ্তিমত্ত্বাৎ [ ব্যাপ্তিমত্ত্বহেতুক ( শব্দ ব্যাপ্তিমান বলে ) ] শব্দস্য [ শব্দের ] [ সর্বম্ এতৎ উপপদ্যতে [ এই সমস্ত ( ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ, শব্দের চতুষ্টয়ত্ব, শাস্ত্রদৃষ্ট সম্বন্ধ—এই সকল ) উপপন্ন হয় ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ :—শব্দ ব্যাপ্তিমান বলে কিন্তু শব্দের—অযুগপদুৎপন্ন শব্দসমূহের পরস্পরসম্বন্ধ, শব্দের চতুষ্টয়ত্ব, শাস্ত্রদৃষ্টসম্বন্ধ—এই সকল উপপন্ন হয় ।(জ) ॥

মন্তব্য :—পূর্বপক্ষী ঔদুম্বরায়ণের মতানুসারে শব্দকে অনিত্য বলে আশংকা করেছেন। তিনি বলেছেন—"আমরা দেখতে পাই [অনুভব করি] বক্তা একটি বর্ণের উচ্চারণের পর আর একটি বর্ণের উচ্চারণ করেন। শ্রোতাও ক্রমে ক্রমে একটি বর্ণের পর আর একটি বর্ণ শোনেন। একটি বর্ণের উচ্চারণের পর, যখন আর একটি বর্ণ উচ্চারিত হয়, তার পরক্ষণে প্রথম বর্ণটি নষ্ট হয়ে যায়। কারণ আমরা বক্তার উচ্চারণের ক্রম থেকে আমরাও ক্রমে ক্রমে বর্ণগুলি শুনি। যদি বর্ণগুলি স্থায়ী হত, তাহলে আমরা বক্তার উচ্চারণের পরও

বর্ণগুলিকে অনুভব [ শ্রবণ ] করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা পারিনা। তাছাড়া বর্ণ নিত্য হলে বক্তার উচ্চারণের পূর্বেও সেগুলিকে জানতে পারতাম। উচ্চারণ বর্ণের অভিব্যঞ্জক স্বীকার করলেও উচ্চারণের পর বর্ণগুলিকে জানতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা পারি না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে বর্ণগুলি অনিত্য, ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হয়। এইভাবে বর্ণ অনিত্য হওয়ায়, সেই বর্ণসমূহরূপ পদও অনিত্য হবেই। তাহলে সিদ্ধান্তী [ নিরুক্তকার ] যে বলেছেন আখ্যাত নামে প্রধানভাবে অবস্থিত হয়, নাম আখ্যাতে গুণভাবে [ অপ্রধানভাবে ] অবস্থিত হয়। এই কথা অনুপপন্ন হয়ে যায়। কারণ প্রথমে আখ্যাত উচ্চারিত হলে, নামের উচ্চারণকালে আখ্যাত নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, নামের অবস্থান থাকে, আখ্যাত থাকে না বলে কিকরে সে নামের প্রতি প্রধান হবে? এইরূপ নাম যদি প্রথমে উচ্চারিত হয়, পরে আখ্যাত উচ্চারিত হয়, তাহলে আখ্যাতের অবস্থানকালে নাম নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, কিকরে নাম আখ্যাতের প্রতি গুণভাব প্রাপ্ত হবে? এখানে একটা বিষয় দ্রষ্টব্য এই—পূর্বে বলা হল বর্ণগুলি প্রত্যেকেই অনিত্য ও ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়। তাহলে অনেকবর্ণের সমুদায়রূপ আখ্যাত বা নাম কিকরে এককালে উচ্চারিত হবে? কি করেই বা নাম ও আখ্যাত নিজস্বরূপ লাভ করবে? কোন কালেই নাম ও আখ্যাতাদি এক একটি পদই সত্তালাভ করতে পারে না। কারণ নাম বা আখ্যাতের প্রথম বর্ণ উচ্চারণের পরক্ষণে দ্বিতীয়বর্ণোচ্চারণকালে দ্বিতীয় বর্ণটি প্রথম বর্ণের সহিত সম্মিলিত হলেও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণকালে প্রথম বর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তৃতীয় বর্ণের সহিত প্রথমবর্ণের সম্মিলন না হওয়ায় দুইবর্ণের অধিকবর্ণের নাম ও আখ্যাতাদি এককালে উচ্চারিত হতে পারে না বা সত্তা লাভ করতে পারে না তাহলে দুই বর্ণের অধিকবর্ণের নাম বা আখ্যাতাদি বলে কোন পদার্থই যখন সম্ভব নয়, তখন তার গুণপ্রধানভাবের কথাতো দূরের কথা। তথাপি দুই দুইটি বর্ণের সমষ্টি স্বরূপ নাম বা আখ্যাতকে অবলম্বন করে পূর্বোক্তরূপে পূর্বপক্ষীর আশঙ্কাকে উপপাদন করা যায়। দুই বর্ণের নাম একক্ষণে সত্তালাভ করতে পারে। সেই নামের পর যখন দুই বর্ণের আখ্যাত উচ্চারিত হল, তখন নামটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের [ নাম ও আখ্যাতের] গুণপ্রধানভাব কি করে সম্ভব হয়? এইরূপ পূর্বে দুই বর্ণের

আখ্যাতের উচ্চারণ করে পরে দুইবর্ণের নামের উচ্চারণ করে পরে দুইবর্ণের নামের উচ্চারণকালে, আখ্যাত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কি করে আখ্যাত নামের প্রতি প্রধানভাবপ্রাপ্ত হবে ? ইহাই পূর্বপক্ষীর দ্বিতীয় আশংকার অভিপ্রায়। পূর্বপক্ষীর প্রথম আশংকা হল—"তত্র চতুষ্টবং নোপপদ্যতে।" অর্থাৎ সিদ্ধান্তী [ যাস্ক ] বলে এসেছেন পদ চারপ্রকার—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। এখন পূর্বপক্ষী বলছেন বর্ণই যখন অনিত্য, তখন নামাদি পদও অনিত্য বলে কোনরূপে দুই অক্ষরের নামাদির সত্তা সম্ভব হলেও সেই নামাদির পর আখ্যাতাদিকালে পূর্বের নামাদি থাকতে পারে না। তাহলে—নাম, আখ্যাত প্রভৃতি চারপ্রকার পদ যখন এককালে বিদ্যমান থাকতে পারে না তখন তাদের চতুষ্টবসংখ্যাগণনা কি করে হবে ? লোকে দেখতে পাওয়া যায় যে বিদ্যমান [ এককালে ] অনেক পদার্থের সংখ্যা গণনা হয়ে থাকে। নাম আখ্যাত প্রভৃতি পদগুলি যখন এককালে বিদ্যমান থাকতে পারে না তখন সিদ্ধান্তীর কথিত চতুষ্টবসংখ্যাগণনা উপপন্ন হতে পারে না। ইহাই পূর্বপক্ষীর দ্বিতীয় আশংকা।

পূর্বপক্ষীর তৃতীয় আশংকা হচ্ছে এই—ব্যাকরণশাস্ত্রে বা নিরুক্তশাস্ত্রে বলা হয় যে ধাতুর সঙ্গে উপসর্গের যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে। প্রত্যয়ের সহিত ধাতুর সম্বন্ধ থাকে। বর্ণের আগম বা বর্ণের বিকারের সহিত সম্বন্ধ থাকে। এখন শব্দ অনিত্য হওয়ায় [ বর্ণ অনিত্য অতএব ধাতু প্রভৃতিও অনিত্য ] কি করে ধাতুর সহিত উপসর্গের যোগ, প্রত্যয়ের সহিত ধাতুর যোগ, লোপাদির সহিত প্রত্যয়ের যোগ সম্ভব হবে। উপসর্গের বিদ্যমানতা কালে ধাতু নষ্ট হয়ে গেছে বা ধাতুর বিদ্যমানতাকালে উপসর্গ নষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ প্রত্যয়াদির বেলায়ও বুঝতে হবে। বিনষ্টের সহিত অবিনষ্টের সম্বন্ধ হতে পারে না। অবিনষ্টদ্বয়ের মধ্যেই সম্বন্ধ হয়। সুতরাং সিদ্ধান্তীর মতে এই শাস্ত্রকৃত যোগ অর্থাৎ এক পদের সহিত অপর পদের যোগ অনুপপন্ন।

এইরূপ তিনটি আশংকার সমাধান করবার জন্য যাস্কাচার্য এই সূত্র [ ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য ] বলেছেন—এই সূত্রের অভিপ্রায় এই—ব্যাপ্তির্বিদ্যতে অস্য ইতি ব্যাপ্তিমৎ, মতুপ্ প্রত্যয়ঃ। তস্য ভাবঃ ব্যাপ্তিমত্ত্বং, তস্মাৎ ব্যাপ্তিমত্ত্বাৎ অর্থাৎ ব্যাপ্তিমত্ত্বহেতুক। কার ব্যাপ্তিমত্ত্বহেতুক ? শব্দস্য। অর্থাৎ শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্বহেতুক। শব্দব্যাপ্তিজ্ঞানকালে। সূত্রে 'তু' শব্দটি দেওয়ার অভিপ্রায় এই

সূত্রটি পূর্বোক্ত তিনটি পূর্বপক্ষ সূত্র থেকে ভিন্ন উত্তর সূত্র—ইহা বুঝানো হয়েছে।

শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্বহেতুক কি ? এইরূপ আকাঙ্খা থেকে যায় বলে পূরণ করে নিতে হবে "সর্বমেতদুপপদ্যতে"। অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর আশঙ্কিত তিনটি বিষয়ের উপপত্তি হয়ে যায়—শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্বহেতুক। এখন শব্দ কি করে ব্যাপ্তিমান্ ? এবং ব্যাপ্তিমান্ বলে পূর্বোক্ত তিনটি আশঙ্কার সমাধানই বা কি করে হয় ? তাহা নিয়ে দুর্গাচার্যের মতানুসরণ করে বলা হচ্ছে—যখন কোন ব্যক্তি অপরকে কিছু জানাতে চায় বা বুঝাতে চায় তখন তার শরীরের মধ্যে নাভি দেশ থেকে বায়ু উপরে উঠে, বর্ণের উচ্চারণস্থান হৃদয়, কণ্ঠ, দন্ত প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হয়ে মুখের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়ে বর্ণ [ বর্ণ, পদ ] কে অভিব্যক্ত করে। বর্ণ পদ প্রভৃতি উৎপাদন করে, সেই বায়ু আবার বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শ্রোতার শ্রোত্রদেশে গমন করে বক্তার উচ্চারিত বর্ণাদিসদৃশ বর্ণাদি উৎপাদন করে। তখন শ্রোতা বুঝতে পারে যে এই শব্দ, ইহার এই অর্থ। শ্রোতা শব্দ বুঝতে পারলেও বক্তা যে শব্দ উচ্চারণ করেছে সেই শব্দতো শ্রোতা শুনতে পায় না, কারণ শব্দ অনিত্য, শ্রোতার উচ্চারণ শেষ হতে না হতেই পূর্ব পূর্ববর্তিশব্দগুলি নষ্ট হয়ে যায়। বক্তার উচ্চারিত শব্দও যেমন অনিত্য শ্রোতার শ্রবণযোগ্য শব্দও সেইরূপ অনিত্য কিন্তু তাহলেও বক্তার বুদ্ধিতে শব্দ ও অর্থ যেমন দীর্ঘকালস্থায়ী সেইরূপ শ্রোতার শব্দবুদ্ধি ও অর্থবুদ্ধিও দীর্ঘকালস্থায়ী। অভিপ্রায় এই যে আমাদের শরীরের মধ্যে বক্ষঃস্থলে মুকুলিতাকার অধোমুখ পদ্মের ন্যায়-একটি মাংসখণ্ড আছে। সেই মাংসখণ্ডকে হৃদয় বলে। তার [ হৃদয়ের ] মধ্যে যে আকাশ [ ফাঁকা স্থান ] থাকে তাতেই আমাদের বুদ্ধি অবস্থিত। সেই বুদ্ধিতে আমাদের শব্দের জ্ঞান ও অর্থের [ শব্দ প্রতিপাদ্য অর্থের ] জ্ঞান থাকে। জ্ঞানমাত্রই বুদ্ধির বৃত্তিরূপ পরিণাম। ন্যায় বৈশেষিক ও মীমাংসকের মত নিরুক্তকারের মতে জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলা হয় না। কিন্তু সাংখ্য, বেদান্ত মতে যেমন বুদ্ধি বৃত্তিকে জ্ঞান বলা হয়, নিরুক্তকারের মতেও বুদ্ধির বৃত্তিই জ্ঞান। বক্তা যখন কোন কিছু বলতে ইচ্ছা করে, তার সেই বলার ইচ্ছার পূর্ব থেকে তার বুদ্ধিতে শব্দ ও অর্থ থাকে অর্থাৎ শব্দের জ্ঞান এবং অর্থের জ্ঞান থাকে। সেই শব্দবুদ্ধি ও অর্থবুদ্ধিকে অবলম্বন করে—শব্দের উচ্চারণ করবার জন্য বক্তার প্রযত্ন হলে, সেই প্রযত্নের

দ্বারা তার [ বক্তার ] উদরদেশ থেকে বায়ু উত্থিত হয়ে, বর্ণের উচ্চারণ স্থানকে স্পর্শ করে মুখ থেকে নির্গত হয়ে বর্ণকে অভিব্যক্ত করে, বাহিরে নিঃক্ষিপ্ত হয়ে শ্রোতার শ্রোত্রের সাহায্যে সেই শব্দকে বুঝিয়ে শ্রোতার বুদ্ধিকে ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ শ্রোতার বুদ্ধিতে শব্দের জ্ঞান ও অর্থের জ্ঞান হয়ে যায়। শব্দব্যক্তিগুলি অনিত্য হলেও তত্তৎ শব্দাকৃতি অর্থাৎ শব্দ জাতি নিত্য বলে সেই শব্দ বক্তার বুদ্ধিতে এবং শ্রোতার বুদ্ধিতে থাকায় বুদ্ধির দ্বারা শব্দ ব্যাপ্তিমান্ হয়। ব্যাপ্তিমান হওয়ার ফলে বক্তার বুদ্ধ্যবস্থ শব্দ শ্রোতার বুদ্ধ্যবস্থ শব্দকে এবং বক্তার বুদ্ধ্যবস্থ অর্থ শ্রোতার বুদ্ধ্যবস্থ অর্থকে ব্যাপ্ত করে, শ্রোতার নিকট শব্দের অর্থকে বুঝাতে সমর্থ হয়। যদি বুদ্ধ্যবস্থাপন্ন শব্দ ক্ষণস্থায়ী হত তাহলে তাহা শ্রোতার বুদ্ধ্যবস্থাপন্ন শব্দকে এবং অর্থকে ব্যাপ্ত করতে পারত না। তাতে শ্রোতার শব্দ শুনে অর্থের জ্ঞান হতে পারত না। সুতরাং বুদ্ধ্যবস্থাপন্ন শব্দ ও অর্থ অতি দীর্ঘস্থায়ী বলে বক্তার, শব্দ, শ্রোতার শব্দবুদ্ধি ও অর্থবুদ্ধিকে ব্যাপ্ত করে শ্রোতার অর্থজ্ঞান উৎপাদন করে। মোট কথা শব্দব্যক্তিগুলি অনিত্য হলেও শব্দাকৃতি বা জাতিগুলি নিত্য বলে সেই শব্দজাতিগুলি শব্দের অভিধান শক্তির দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা অবস্থিত হয়ে [ বুদ্ধিতে অবস্থিত হয়ে ] নিজ নিজ অর্থকে প্রকাশিত করে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সেই শব্দজাতিগুলি স্থায়ী বলে সাক্ষাৎ ভাবে পরিসংখ্যান অর্থাৎ আখ্যাতাদিভেদে শব্দ চার প্রকার এইরূপ সংখ্যাগণনা সম্ভব হয়। আর সেই শব্দ জাতির আশ্রয়ীভূত শব্দব্যক্তিগুলিতে যে সংখ্যাগণনার ব্যবহার হয় তাহা লক্ষণাবশত গৌণব্যবহার—ইহা বুঝতে হবে। আর এইভাবে বুদ্ধি দ্বারা শব্দ ব্যাপ্তিমান্ হওয়ায় নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত ইহাদের ইতরেতরোপদেশ অর্থাৎ গুণপ্রধানভাবে নির্দেশও সম্ভব হয়। যেহেতু নামাখ্যাতাদি শব্দগুলি অনিত্য হলেও নামবুদ্ধি আখ্যাত বুদ্ধি বিদ্যমান থাকায় নামের বুদ্ধির প্রতি আখ্যাতবুদ্ধি প্রধানভাবে নির্দিষ্ট হতে পারে। নামবুদ্ধি ও আখ্যাতবুদ্ধির গুণপ্রধানভাবটি বস্তুত সৎ হওয়ায় নামরূপশব্দ এবং আখ্যাতরূপশব্দের গুণপ্রধানভাবটি লক্ষণাবশত গৌণব্যবহার করা হয়। এইরূপ শাস্ত্রকৃত সম্বন্ধ অর্থাৎ ধাতুর সহিত উপসর্গের সম্বন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধও উপপন্ন হয়। ধাতু, উপসর্গ প্রভৃতি শব্দ অনিত্য হলেও ধাতুবুদ্ধি, উপসর্গবুদ্ধি প্রভৃতি বুদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী বলে শাস্ত্রের দ্বারা [ ব্যাকরণ, নিরুক্তাদি শাস্ত্রের দ্বারা যোগ বা সম্বন্ধ সম্ভব হয়। কারণ বুদ্ধিই ধাতুরূপে,

উপসর্গরূপে, নামরূপে, নিপাতরূপে পরিণত হয়। শাস্ত্রে সেই ধাতুপ্রভৃতি বুদ্ধিকে সংস্কার করা হয়। বুদ্ধিকে সংস্কার করা হয় বলে—ধাতু প্রভৃতি শব্দে বুদ্ধির সংস্কার করা হয় বলে—ধাতু প্রভৃতি শব্দে সংস্কারের ব্যবহারটি গৌণভাবে প্রচলিত হয়। এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা শব্দের ব্যাপ্তিমত্ত্ব স্বীকার করে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকার করে নিয়ে সিদ্ধান্তী এইভাবে পূর্বোক্ত তিনটি আশঙ্কার সমাধান করলেন ।। (জ) ।।

অণীয়স্ত্বাৎ [ অধিকতর লাঘব হেতুক ] চ [ ই ] লোকে [ মনুষ্যলোকে ] ব্যবহারার্থম্ [ গ্রহণ, বর্জন, শব্দ ও জ্ঞান রূপ ব্যবহারের জন্য ] শব্দেন [ শব্দের দ্বারা ] সংজ্ঞাকরণম্ [ সংকেত বা শক্তি সম্বন্ধ জ্ঞাপন করা হয় ] ।। (ঝ) ।।

অনুবাদ ঃ—[ অভিনয় অপেক্ষা ] শব্দের দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন করা লঘুতর উপায় বলে মনুষ্যলোকে ব্যবহারের জন্য শব্দের দ্বারা সংজ্ঞা করা হয় অর্থাৎ শক্তিরূপ সম্বন্ধ জ্ঞাপন করা হয় ।। (ঝ) ।।

মন্তব্য ঃ—কোন পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেন—অভিনয় বা ইসারার দ্বারা লোকে ব্যবহার সম্পাদন করে ইহা দেখা যায়। লোকে একটা আঙ্গুল উঠিয়ে খদ্দেরকে জানিয়ে দেয়—অমুকদ্রব্যের এতটা পরিমাণের মূল্য ১ টাকা ইত্যাদি। এইরূপ চোখের ইসারা, হাতের ভঙ্গিমা ইত্যাদি অভিনয় অর্থাৎ ইসারার দ্বারা—লোকে ব্যবহার সম্পাদন করে। এই অভিনয়ের দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন অনেক সহজ। শব্দের দ্বারা ব্যবহার করায় অনেক ক্লেশ আছে। শব্দ অসংখ্য, সেই সমস্ত শব্দ অধ্যয়ন করে জানতে গেলে কত কষ্ট। বেদ একটা সমুদ্র, অন্যান্য শাস্ত্রও অসংখ্য। সেই সকল শব্দ জানতে যে কি কষ্ট তাহা অধ্যয়নকারীরা জানে। সুতরাং শব্দের দ্বারা ব্যবহার না করে অভিনয়ের [ ইসারার ] দ্বারা ব্যবহার অনেক সহজ বলে অভিনয়াদি দ্বারা ব্যবহার করাই উচিত। শব্দ জানবার জন্য এত কষ্ট করে কি লাভ ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে নিরুক্তকার বলছেন—"অণীয়স্ত্বাচ্চ…লোকে।" অণুশব্দের উত্তর একটি আতিশয্য অর্থ বুঝাতে 'ঈয়সুন্' প্রত্যয় করে 'অণীয়স্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অণীয়সঃ ভাবঃ অণীয়স্ত্বম্। তস্মাৎ—অণীয়স্ত্বাৎ" যদিও "অণীয়স্ত্বাৎ" এর অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মতরত্বহেতুক। তথাপি এখানে লঘু অর্থে অণুশব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় "অণীয়স্ত্বাৎ" মানে হয় লঘুতরত্বহেতুক। নিরুক্তকার বলতে চাইছেন—অভিনয়ের দ্বারা ব্যবহার লঘু বটে। তথাপি

শব্দের দ্বারা ব্যবহার লঘুতর। অর্থাৎ অভিনয় ব্যাপ্তিমান [ শ্রোতার বুদ্ধিকে ব্যাপ্ত করলেও ] হলেও যে অভিনয় দেখায়, যে অভিনয়ের দ্বারা অর্থ বুঝে। তাদের পূর্ব থেকে অমুক অভিনয় থেকে এই অর্থ বুঝতে হবে—এইরূপ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যার সে জ্ঞান থাকে না, তার কাছে অভিনয় অর্থবোধক হয় না। সুতরাং অভিনয়—অনিয়ত। আর অভিনয়—বহুপ্রকার। আর অভিনয়—বহুপ্রকার, আর উহা সন্দিগ্ধ। অভিনয় থেকে প্রথমে শব্দ ও অর্থের জ্ঞান হয়ে তারপর শব্দার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান হয়, তবে লোকে ব্যবহার করে—ফলত অভিনয়েও শব্দার্থসম্বন্ধজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। এইজন্য শব্দের দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন লঘুতর। এইহেতু শাস্ত্রে লোকের ব্যবহারের জন্য সংজ্ঞা করা হয়ে থাকে। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ধাতুর অমুক অর্থে শক্তি, প্রত্যয়ের এইরূপ অর্থে শক্তি—এইভাবে সংজ্ঞা করা হয়। তাতে এক ধাতুর কত রকম অর্থ প্রত্যয়ের কত রকম অর্থ নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইজন্য শব্দ অল্পতর প্রযত্নে অসংখ্য অর্থ বুঝায় বলে শব্দের দ্বারা অর্থ বুঝানই প্রশস্ততর। যদিও শাস্ত্রাধ্যয়নে ক্লেশ আছে, তথাপি ব্যাকরণ ও নিরুক্তশাস্ত্র জেনে লোকে সাধুশব্দ প্রয়োগ করতে পারে। সাধুশব্দ সম্যগ্‌ভাবে জেনে প্রয়োগ করলে অভ্যুদয় [ স্বর্গাদিজনক অপূর্ব ] হয়। যেহেতু শ্রুতি আছে—"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্‌ভবতি" [ এই শ্রুতিটি কোথায় আছে তাহা এখনও সংগ্রহ করতে পারি নাই ]। অর্থাৎ একটি শব্দ সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞাত হয়ে উত্তমরূপে ব্যবহৃত হলে, সেই শব্দ প্রযোক্তৃব্যক্তির স্বর্গলোকে ও মনুষ্যলোকে ফলপ্রদ হয় ।। (ঝ) ।।

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই চার প্রকার শব্দের দ্বারা মানুষের ব্যবহার হয় অর্থাৎ মানুষ এই শব্দের দ্বারা অপর মানুষকে ঈপ্সিত অর্থ বুঝায় ইহা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে—মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদান করে, দেবতাদিগের নিকট থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। দেবতা-দিগের সহিত মানুষের এইসব ব্যবহার কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে 'তেষাং মনুষ্য—" ইত্যাদি সূত্র বলছেন—

তেষাং [ সেই নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই চারি প্রকার শব্দের ] মনুষ্যবৎ [ মানুষের মত ], দেবতাভিধানম্‌ [ দেবতাদিগের প্রতি ঈপ্সিত পদার্থের কথন অথবা দেবতাগণ কর্তৃক ঈপ্সিত পদার্থের কথন] । (ঞ)।।

অনুবাদ :—মানুষ, মানুষের প্রতি যেমন নামাখ্যাতাদিশব্দের দ্বারা ব্যবহার করে থাকে, সেইরূপ মানুষ দেবতাদের প্রতিও নামাদিশব্দের দ্বারা ঈপ্সিত অর্থের কথন করে থাকে অথবা দেবতারাও নামাখ্যাতাদিশব্দের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ও মানুষের প্রতি ব্যবহার করে থাকেন ॥ (ঐ) ॥

মন্তব্য :—মানুষেরা মানুষের কাছে নিজ নিজ মনোভাব শব্দের দ্বারাই ব্যক্ত করে। ইহা মানুষ জানে। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞে মানুষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদান করে, দেবতাদের নিকট বর প্রার্থনা করে। সেইসব হবিঃ প্রদান বর প্রার্থনা প্রভৃতি ব্যবহার কিরূপে বা কিসের সাহায্যে করে এই প্রশ্নের উত্তরে এখানে নিরুক্তকার বললেন "তেষাং" এখানে 'তেষাং' মানে সেই নামাখ্যাতাদি শব্দের। এখানে 'তেষাং' "এই ষষ্ঠীটি সম্বন্ধে। সুতরাং "তেষাম্" পদের অর্থ হল সেই সকল নামাখ্যাতাদিশব্দের দ্বারা "মনুষ্যবৎ" অর্থাৎ মানুষের মত অর্থাৎ মানুষ মানুষের প্রতি যেমন শব্দের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থের অভিধান [ কথন ] করে সেইরূপ মানুষ দেবতাদের প্রতিও এই শব্দের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থের কথন অর্থাৎ ব্যবহার করে বা করবে। "দেবতাভিধানম্" এখানে "দেবতানামভিধানম্" এইরূপ বিগ্রহবাক্যে ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস হয়েছে, "দেবতানাম্" এখানে ষষ্ঠীটি কর্মে ষষ্ঠী। "কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি" [ পাঃ ] অর্থাৎ কৃদন্ত পদের প্রয়োগ কর্তাতেও কর্মে ষষ্ঠী হয়। "দেবতাগণকে বলা" এইরূপ অর্থ "দেবতাভিধানম্" শব্দের বুঝতে হবে। দেবতাকে বলার কর্তা কে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কর্তা হচ্ছে মানুষ। সেই কর্তৃপদ এখানে উহ্য আছে। যদি কর্তৃপদ থাকত তাহলে এইরূপ প্রয়োগ হত "মনুষ্যৈঃ দেবতানামভিধানম্" কারণ কর্তা ও কর্মে উভয়ত্র ষষ্ঠী প্রাপ্তি হলে কর্মেই ষষ্ঠী হয়, [ কর্তায় হয় না ] আর সেই উভয় প্রাপ্তিস্থলে কর্মে ষষ্ঠীর সহিত সমাস হয় না।

এখানে [ এই সূত্রে ] কর্তৃপদের উল্লেখ না থাকায় কর্তা ও কর্ম উভয়ত্র ষষ্ঠীর প্রাপ্তি নাই। সুতরাং কেবলমাত্র কর্মে ষষ্ঠী হয়েছে "দেবতানামভিধানম্" এবং সেই কর্ম ষষ্ঠীর সহিত সমাস করে "দেবতাভিধানম্" পদসিদ্ধ হয়েছে। যেমন "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বা অথাতো 'ধর্মজিজ্ঞাসা' স্থলে সমাস হয়েছে। অথবা "দেবতানামভিধানম্"এইরূপ কর্তায় ষষ্ঠীর বিবক্ষা করে সমাস হয়েছে। মানে হল—দেবতা কর্তৃক কথন। কিসের দ্বারা বা কিসের সাহায্যে কথন ?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, "তেষাম্" "তেষাম্" মানে শব্দের। এখানে ষষ্ঠী সম্বন্ধে। করণত্ব সম্বন্ধে ষষ্ঠী। কর্মে ষষ্ঠী নয়। কারণ— 'অভিধানম্' এই কৃদন্ত পদের যোগে কর্তা ও কর্ম উভয়ত্র ষষ্ঠী প্রাপ্তি হলে কর্মেই ষষ্ঠী হয়। এই নিয়ম অনুসারে "তেষাং" এইখানে কর্মে ষষ্ঠীর বিবক্ষা করলে "দেবতানাম অভিধানম্" এইরূপ ষষ্ঠী সমাস হতে পারে না। কারণ 'দেবতানাম্' এইরূপ কর্তায় ষষ্ঠী হতে পারবে না। উভয়ত্র ষষ্ঠী প্রাপ্তিতে কর্মেই যখন ষষ্ঠী হয়, তখন "দেবতানাম্" এই ষষ্ঠী কর্তায় হতে পারে না। কর্তার ষষ্ঠী না হলে ষষ্ঠী সমাস হতে পারবে না। যদি বলা যায় যে "দেবতাভিঃ অভিধানম্" এইরূপ কর্তায় তৃতীয়া করে তার সঙ্গে সমাস হয়েছে। তার উত্তরে বলব "কৃতা কর্তৃকরণে বহুলম্" এইসূত্রে যে কর্তৃবাচক পদের সঙ্গে কৃদন্তপদের সমাসের কথা বলা হয়েছে—তাহা বহুল গ্রহণ বশত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত রূপ কৃদন্তপদের সঙ্গেই কর্তা ও করণবাচক তৃতীয়ান্ত পদের সমাস বুঝতে হবে। "দেবতা কর্তৃক অভিধানম্" এইরূপ অর্থে সমাস করতে হলে "দেবতানামভিধানম্" এইরূপ কৃদ্‌যোগে কর্তায় ষষ্ঠীর বিবক্ষা করে ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গেই সমাস বলতে হবে। তাহলে "তেষাং" এখানে কর্মে ষষ্ঠী হতে পারে না। কারণ কর্তা ও কর্মে—উভয়ত্র কৃদ্‌যোগে ষষ্ঠী প্রাপ্তি হলে কর্তায় ষষ্ঠী হতে পারে না। সুতরাং "দেবতাভিধানম্" এইস্থলে কর্মষষ্ঠ্যন্তসমাসই হোক্ বা কর্তৃষষ্ঠ্যন্তসমাসই হোক্ 'তেষাম্' স্থলে কর্তায় বা কর্মে ষষ্ঠী কোন-প্রকারেই সম্ভব নয়। কোন কোন টীকাকার "তেষাং,' স্থলে কর্তায় অথবা কর্মে ষষ্ঠী বলেছেন। তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। কেন যুক্তিযুক্ত নয়? তাহা উপরে লিখিত হয়েছে। যাই হোক যখন 'দেবতাভিধানম্' স্থলে "দেবতা" পদের উত্তর কর্তৃষষ্ঠী বিবক্ষা করে সমাস বলা হবে। তখন সূত্রের অর্থ হবে মানুষেরা যেমন শব্দের সাহায্যে অর্থাভিধান ব্যবহার করে, দেবতারাও সেইরূপ শব্দের সাহায্যে মানুষের সঙ্গে এবং নিজেদের [দেবতাদের] সঙ্গে অর্থকথনাদি ব্যবহার করেন। অতএব পূর্বে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'দেবতাদের প্রতি ব্যবহার কিরূপে হয়?" তার উত্তর দেওয়া হল—শব্দের দ্বারাই ব্যবহার হয়, অর্থাৎ মানুষ যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে হবিঃ প্রক্ষেপ করে, বা দেবতাদের নিকট থেকে বর প্রার্থনা করে, তাহা এই নামাখ্যাতাদি শব্দের সাহায্যে করে আর দেবতারাও মানুষকে বরদান প্রভৃতি ব্যবহার শব্দের সাহায্যেই করেন। এই

সূত্রের এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা আর একটা অর্থাৎপ্রাপ্ত পদার্থ জানা গেল। সেটা হচ্ছে দেবতাদের শরীর আছে তাঁদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তাঁরা যজ্ঞাদিতে হবিঃ গ্রহণ করেন। প্রসন্ন হয়ে মানুষকে বর দেন বিরক্ত হয়ে মানুষকে নিগ্রহ করেন ইত্যাদি। মানুষ বর প্রার্থনা করলে তাঁরা শুনতে পান, সুতরাং তাঁদের শ্রোত্রেন্দ্রিয় আছে, সন্তুষ্ট হন, সুতরাং মন আছে, বর দেন সুতরাং বাগিন্দ্রিয় আছে বা হস্তাদি আছে। সুতরাং দেবতারা চেতন। এর দ্বারা জৈমিনির মন্ত্রাত্মকত্ব বা জ্যোতিঃস্বরূপত্বরূপ দেবতার জড়ত্ব খণ্ডিত হয়ে যায়।। দুর্গাচার্যও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় দেবতাদের অঙ্গাদি আছে ইহা বলেছেন ।। (ঞ) ।।

নামাখ্যাতাদি শব্দের দ্বারাই যদি দেবতাদের প্রতি ব্যবহার সিদ্ধ হতে পারে, তাহলে বেদে কিজন্য মন্ত্র পঠিত হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তী সূত্র বলছেন "পুরুষবিদ্যাঽনিত্যত্বাদি"ত্যাদি।

পুরুষবিদ্যাঽনিত্যত্বাৎ [ মানুষের জ্ঞান অনিত্য বলে ], কর্মসম্পত্তিঃ [ যজ্ঞাদি কর্মের নিষ্পত্তি অর্থাৎ নির্দোষভাবে যাতে যজ্ঞাদি কর্ম সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য ], বেদে মন্ত্রঃ [ সমাম্নাতঃ ] [ বেদে মন্ত্র কথিত হয়েছে ] ।। (ট) ।।

অনুবাদ :—মানুষের জ্ঞান অনিত্য বলে, নির্দোষভাবে যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাতে কর্ম ফলদায়ক হয়—তার জন্য বেদে মন্ত্র কথিত হয়েছে ।। (ট) ।।

মন্তব্য :—মানুষের মধ্যে অনেকে একেবারে অশিক্ষিত, আবার অনেকে অল্পশিক্ষিত। আর প্রায় সকল মানুষই বিস্মরণস্বভাব। মানুষ যথাযথ আনুপূর্বীরূপে নামাখ্যাতাদি শব্দ প্রয়োগ করতে পারে না। স্বর, বর্ণ প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ করা মানুষের পক্ষে কঠিন অর্থাৎ মানুষ নামাখ্যাতাদিপদদ্বারা বাক্যরচনা করে যথাযথভাবে যজ্ঞাদিতে প্রয়োগ করতে পারে না। যথাযথ শব্দপ্রয়োগ না করতে পারলে, সেই অযথাবৎশব্দপ্রয়োগ থেকে যথাযথ অর্থও বুঝা যাবে না। তাতে সর্বজ্ঞদেবতারা অল্পমাত্রদোষযুক্ত শব্দও জানতে পেরে তাঁরা যজ্ঞাদিতে উপস্থিত হবেন না। উপস্থিত না হলে সেই যজ্ঞাদি সফল হবে না—বা দেবতারা ফল দিবেন না। মানুষের জ্ঞান অনিত্য বা অনিয়ত [ অব্যবস্থিত ] বলে, যাতে মানুষ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে যথাযথ ফলপ্রাপ্ত হতে পারে, তার জন্য বেদে মন্ত্র অভিহিত। বেদ নিত্য বলে মন্ত্রও নিত্য, যেহেতু

বেদ অপৌরুষেয় সেখানে [ মন্ত্রে ] কোনরূপ দোষ [ মানুষের দোষ ] প্রবিষ্ট হতে পারে না। সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলে যথাযথ ফল হবে। তাছাড়া দোষযুক্ত শব্দের প্রয়োগ করলে কেবল যে যজ্ঞাদির ফল হবে না তা নয়, পরন্তু উল্টো ফলও [ অনিষ্ট ফলও হবে ]। যেহেতু মহাভাষ্যকার বলেছেন—যজ্ঞাদিতে যদি স্বরদোষেদুষ্ট বর্ণদোষেদুষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহলে, যে প্রয়োজনের জন্য ঐশব্দ প্রয়োগ করা হয়, দুষ্ট শব্দ, সেই অর্থ, বুঝায় না। সেই দুষ্ট শব্দ বাগ্‌বজ্রস্বরূপ। যেমন বিশ্বকর্মার যজ্ঞে স্বরদোষে বৃত্রাসুরই ইন্দ্রকর্তৃক নিহত হয়েছিল।

দুষ্টঃ শব্দ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥"

এই বাক্যের মূলস্থান পাওয়া যায় না॥ (ট)॥

পাণিনীয়শিক্ষায় ৫২ শ্লোকে "দুষ্টঃশব্দঃ" স্থলে "মন্ত্রোহীনঃ" এইরূপ পাঠ আছে।

# উক্ত দ্বিতীয়খণ্ডের দুর্গাচার্য বৃত্তি

"গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তীতি।" সত্ত্বানাং বিশেষোপদেশ ইতি বাক্যশেষঃ। সোপাধিকনিরুপাধিকোপপ্রদর্শনার্থমনেকোদাহরণম্। সামান্যবৃত্ত্যা বিশেষবৃত্ত্যা চোভয়থা শব্দঃ প্রবর্ত্তত ইতুভয়মুপদর্শিতম্॥

"ভবতীতি ভাবস্য"। সামান্যেনোপদেশঃ। অত্র হি সর্বেষাং সত্তাবাচিনামধ্যয়নে প্রাপ্তে ভবতিরেবৈক উদাহরণার্থঃ পরিগৃহীতঃ। বিদ্যমানত্বমেবানুভবন্তঃ সর্বে ভবতিশব্দবাচ্যা অন্যাভির্বিশেষক্রিয়াভিরভিসম্বধ্যন্তে। তস্মাদ্ভবতীতি সর্বক্রিয়াপ্রসববীজভূতমস্তিত্বমাত্রমেব নিরুপপদেন ভবতিশব্দেনোচ্যতে ইত্যুপপন্নংভবতি। সামান্যবাচিত্বং বিশেষনির্দেশঃ॥

কথমিতি? উচ্যতে—"আস্তে শেতে ব্রজতি তিষ্ঠতীতি।"

সকর্মকাকর্মকোপপ্রদর্শনার্থমুভয়েষামুদাহরণম্॥

"ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনমৌদুম্বরায়ণস্তত্রচতুষ্টবং নোপপদ্যতে।" আহ—ইহ

তাবদুক্তং পদচতুষ্টয়ম্। ভাববচনতা, দ্রব্যবচনতা, গুণভাবঃ, প্রধানভাবঃ, পূর্বাপরীভাবঃ, সামান্যবাচিত্বং, বিশেষবাচিত্বমিতি। নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? বচনানিত্যত্বাৎ। কঃপুনরেবমাহাঽনিত্যং বচনমিতি? উচ্যতে—ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনমিতি। ইন্দ্র আত্মা। স যেন ঈয়তে লিঙ্গ্যতেঽনুমীয়তে চান্ত্যসাবাত্মা যস্যেদং করণম্, নাকর্তৃকং করণমস্তীতি, তদিন্দ্রিয়ম্। তস্মিন্নিত্যমিন্দ্রিয়নিত্যম্। কিং পুনস্তৎ? বচনম্। উচ্যতে অনেনেতিবচনম্ বাক্যমিত্যর্থঃ। কতমৎ? যদেতন্নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাত্মকম্। ঔদুম্বরায়ণ আচার্যো মন্যত ইতি বাক্যশেষঃ। উদুম্বরস্যাপত্যমৌদুম্বরিঃ, তস্যাপত্যমৌদুম্বরায়ণঃ।

আহ—ততঃ কিমিতি? উচ্যতে—তত্র তস্মিন্ বাক্য এবমিন্দ্রিয়নিত্যে সতি যদেতৎ পদচতুষ্টয়মুক্তমেতন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? শৃণু—যাবদেব বক্তুর্বাগিন্দ্রিয়ে বচনং তাবদেব তদস্তীতি শক্যতে বক্তুং, প্রচ্যুতং চ নাস্তি। অপি চ—বাক্যমপি বাক্যং সমস্তমুদ্ভূতং তদিন্দ্রিয়েণাবতিষ্ঠতে। যদবয়বভূতানি পদান্যবস্থিতানি পরিসংখ্যাতুম্। ন চ বিনষ্টাবিনষ্টয়োঃপদয়োঃসহ পরিসংখ্যানমস্তি। তস্মাদ্বচনানিত্যত্বাৎ পদচতুষ্টয়ানুপপত্তিরিত্যুপপন্নম্ ॥

কিং চান্যৎ—"অযুগপদুৎপন্নানাং বা শব্দানামিতরেতরোপদেশঃ।" বা শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থো "বা বিকল্পোপমানদ্বন্দ্বসমুচ্চয়ার্থেষ্বিতি।" হি নিপাতবিদঃ পঠন্তি। বক্ষ্যতি চায়মপি। "বেতি বিবরণার্থে। ইত্যুপক্রম্য "অথাপি সমুচ্চয়ার্থে ভবতি।" [ ১।২।৩ ] এবং চৈতেষামযুগপদুৎপন্নানাং শব্দানাং বাক্যাবয়বভূতানাং যোঽয়মিতরেতরোপদেশঃ। ইতরেতরগুণপ্রধানভাবো নাম্ন আখ্যাতং প্রতি গুণভাবেনোপদেশঃ। আখ্যাতস্য চ নাম প্রতি প্রধানভাবেনোপদেশঃ। অয়ং চ নোপপদ্যতে ইত্যনুবর্ততে। কি কারণম্? ন হি বিনষ্টং নাম গুণভাবমিয়াদাখ্যাতে। নষ্টমাখ্যাতং প্রধানভাবমিয়ান্নাম্নি। ন হি বিনষ্টাবিনষ্টয়োরিতরেতরগুণপ্রধানভাবোঽস্তি কিং বান্যতঃ ॥

"শাস্ত্রকৃতো যোগশ্চ।" যশ্চায়ং শাস্ত্রকৃতো যোগঃ শাস্ত্রদৃষ্টঃ শব্দস্য শব্দান্তরেণ যোগঃ। তদ্ যথা—উপসর্গস্য ধাতুনা, ধাতোঃপ্রত্যয়েন, প্রত্যয়স্য লোপাগমবর্ণবিকারৈঃ। অয়ং বচনানিত্যত্বান্নোপপদ্যতে। কিং কারণম্? অযুগপদুৎপত্তৌ হি সত্যাং ধাতুরুচ্চারিতো বিনষ্টঃ স চায়মুপসর্গেণ যোক্ষ্যতে প্রত্যয়েন বা। ন হি বিনষ্টাবিনষ্টয়োর্যোগোঽস্তি। তস্মাদ্ য এষ নামাখ্যাতয়োরিতরেতরগুণপ্রধানভাব উপসর্গনিপাতানাং নামাখ্যাতাভ্যাং

যোগো, যচ্চ পদচতুষ্টয়মুক্তং, সর্বমেতদসম্যগিতি। যুগপদুৎপন্নানাময়ুগপদুৎপন্নানামিত্যেবমারভ্যমাণয়োর্বাক্যয়োরন্যো ব্যাখ্যামার্গো ভবতি। নোপপদ্যতে। যুগপদুৎপন্নানাময়ুগপদুৎপন্নানামিত্যুভাবপি ব্যাহারৌ প্রাপ্নুতঃ। সমানসংহিতত্বাৎ ইন্দ্রিয়নিত্যত্বাৎ পদচতুষ্টয়ানুপপত্তিরিত্যুচ্চারয়তা শঙ্কান্বারেণৈতদবতার্যতে—যুগপদুৎপন্নানামিতি। অথ মতম্, "অবিচালিন এবৈতে কূটস্থা অবিনাশিনঃ শব্দান্তে তু কল্পান্তে। তস্মাদ্ব্যাপ্তিরূপাদ্বিশীর্ণেষ্বভিধেয়েষ্বভিধাতৃষু কারণভাবমাপদ্যমানেষ্বাশ্রয়াভাবাদেবাবস্থাতুমশক্নুবন্তঃ অভিধেয়াভিধাতৃসহিতা এব কারণাত্মভাবমধিকমনুভূয়াভিসংস্তবকালে কল্পাদাবন্যকল্পবিশিষ্টকর্মনির্জিতকার্যকারণসর্বভূতসাধারণাত্মভূতে হিরণ্যগর্ভে বিবর্তমানেতদ্বুদ্ধিমাশ্রয়ং প্রাপ্যতে, নৈব সহ যুগপদেবাভিব্যজ্যন্তে বিশেষাস্থলাভায় শব্দা ইতি। অত্রব্রূমঃ—এবমপ্যেতেষাং যুগপদুৎপন্নানাং যুগপদুৎপত্তাবপি সত্যাং যদ্যপি পদচতুষ্টয়ং প্রাপ্নোত্যেব সহাবস্থিতানাং, তথাপীতরেতরোপদেশঃ ইতরেতরগুণপ্রধানভাবশ্চ ন প্রাপ্নোতি। ন হি যুগপদুৎপন্নয়োর্গোবিষাণয়ো রিতরেতরগুণপ্রধানভাবোঽস্তি। কিঞ্চান্যৎ—কূটস্থেষু চাবিচালিষু নিত্যেষু শব্দেষু য এব শাস্ত্রকৃতো যোগঃ স এষ নোপপদ্যতে। কিং কারণম্ ? অযুক্তো হি যুজ্যতে, নিত্যং যুক্তা হি ধাতব উপসর্গৈঃ প্রত্যয়ৈশ্চ। প্রত্যয়াশ্চ লোপাগমবিকারৈরিতি, তস্মান্নিত্যপক্ষেঽপি বচনস্য তদেতদুপবর্ণিতম্। গুণপ্রধানভাবাদিপদচতুষ্টয়মধিকৃত্য সর্বমেতদসম্যগিতি ॥

'ব্যাপ্তিমত্ত্বাৎ তু শব্দস্য।' উচ্যতে। সর্বমেতদুপপদ্যতে। কস্মাৎ ? ব্যাপ্তিমত্ত্বাচ্ছব্দস্য। ব্যাপনং ব্যাপ্তিঃ, সা যস্মিন্নস্তি সোঽয়ং ব্যাপ্তিমান্ শব্দঃ তদ্ভাবো ব্যাপ্তিমত্ত্বম্। তস্মাদ্ব্যাপ্তিমত্ত্বাচ্ছব্দস্য সর্বমেতদুপপদ্যত ইতি বাক্যশেষঃ। আহ—কথং পুনর্ব্যাপ্তিমান্ শব্দ ইতি। শৃণু—শরীরে অভিধানাভিধেয়রূপা বুদ্ধিহৃদয়ান্তর্গতাকাশপ্রতিষ্ঠিতয়োরভিধানরূপাভিধেয়রূপয়োর্বুদ্ধ্যোর্মধ্যেঽভিধানরূপয়া শাস্ত্রাভিমতপ্রয়োজনবিজিজ্ঞাপয়িষয়া বুদ্ধ্যা পুরুষেণ তদভিব্যক্তিসমর্থেন স্বগুণভূতেন প্রযত্নেনোদীর্যমাণঃ শব্দ উরঃকণ্ঠাদিবর্ণস্থানেষু নিষ্পদ্যমানস্তয়া পুরুষার্থাভিধানসমর্থবর্ণাদিভাবমাপদ্যমানঃ পুরুষপ্রযত্নেন বহির্বিনিক্ষিপ্তোঽবিনাশিনি ব্যক্তিভাবমাপন্নঃ শ্রোত্রদ্বারেণানুপ্রবিশ্য প্রত্যায্যাস্য বুদ্ধিং সর্বার্থরূপাং সর্বাভিধানরূপাং ব্যাপ্নোতীত্যেবং ব্যাপ্তিমান্ শব্দঃ। আহ—ততঃ কিং যদি ব্যাপ্তিমাঞ্ছব্দঃ। উচ্যতে—যদি নিত্যো,

যদা নিত্যঃ পদচতুষ্টয়াদি সর্বমুপপদ্যত এব। কিং কারণম্। ন হি অসংব্যাপ্য পুরুষস্য বুদ্ধ্যবগ্রহমর্থপ্রত্যয়মাদধীত ন চানবস্থিতো ব্যাপ্নুয়াৎ। ততশ্চ কিম্? স শব্দঃ স্বমর্থমভিদধৎ স্বক্রিয়াপ্রবেশোপজনিতেনাভিধানেনাখ্যাতমিত্যেবমাদিনা স্বমাত্মানমভিসম্বধ্য তিরোভবিতুমুপক্রমতে বিনাশশ্চোপৈতি॥ তস্য স্বদেশোপজনিতৈরাখ্যাতাদিভিঃ স্বপ্রদেশবিশেষানুস্মৃতিপূর্বকং পরিসংখ্যানমুপপদ্যত এব। তস্মাৎ সম্যগেবোক্তম্। যৎ পুনরেতদুক্তম্—ন হি বিনষ্টাবিনষ্টয়োঃ পরিসংখ্যানমস্তীতি। অত্র ব্রূমঃ—পুরুষপ্রযত্নোপজনিতাদ্ বক্ত্রোদ্ঘাতাৎ পরস্যার্থপ্রত্যয়মাধায় শব্দব্যক্তয় এব ধ্বংসন্তে, ন তু শব্দাকৃতয়ঃ। তাস্তু তয়াভিধ্যানশক্ত্যা বুদ্ধিদ্বারেণাবস্থিতা স্বানর্থান্ প্রকাশয়ন্ত্যঃ স্থিতা এব ভবন্তি। তাসু সাক্ষাৎ পদপরিসংখ্যানং বর্তমানমিতরাসু বিনাশিনীষু ব্যক্তিষু লক্ষণয়োপচর্যতে। তস্মাদ্ ব্যাপ্তিমত্ত্বাচ্ছব্দস্য পদচতুষ্টয়াদি সর্বমুপপদ্যত এব। ব্যাপ্তিমত্ত্বাদিত্যনেনৈবেতরেতরোপদেশঃ প্রত্যুক্তঃ। "শাস্ত্রকৃতোযোগশ্চ" নামখ্যাতপদরূপবুদ্ধিত্বে সত্ত্বে ক্রিয়াবিষয়ে গুণপ্রধানভাবেনাতিষ্ঠেৎ। তয়োর্গুণপ্রধানভাবে সতি তচ্ছব্দে লক্ষণয়োপচর্যতে। তথাচ ধাতুরূপাবুদ্ধিস্তদর্থয়া সংযুজ্যতে। বুদ্ধিরেবহি ধাত্বাদিরূপেণ বিপরিণমমানা শাস্ত্রেণ সংস্ক্রিয়তে। তস্যাং সংস্ক্রিয়মাণায়াং শব্দে সংস্কারোপচারঃক্রিয়তে। তদভিধায়কত্বাচ্ছব্দস্য। তত্র যদুক্তং বচনানিত্যত্বাদিতরেতরোপদেশঃ, শাস্ত্রকৃতস্য যোগো নোপপদ্যতে ইত্যেতদযুক্তমিতি। নিত্যত্বপক্ষেঽপি যুগদুৎপন্নানাং গুণপ্রধানভাবো গোবিষাণবন্নাস্তীতি যদুক্তম্, অনৈকান্তিকোঽসৌ দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টো হি যুগপদুৎপন্নয়োঃ এককালে রাজপুত্রামাত্যপুত্রয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ। তত্র যদুক্তং যুগপদুৎপন্নানামিতরেতরোপদেশো ন প্রাপ্নোতীতে তদযুক্তম্, ব্যাপ্তিমত্ত্বাচ্ছব্দস্য সর্বমুপপদ্যত ইতি তদেব সম্যগিতি॥

অপরো ব্যাখ্যামার্গঃ—ইন্দ্রিয়নিত্যত্বাৎ পদচতুষ্টয়ানুপপত্তিস্তদাশ্রয়স্য চ সর্বস্যেত্যেবমাক্ষিপ্তে পরিহারপক্ষেণেদমবতার্যতে। যুগপদুৎপন্নানাং বা শব্দানামিতরেতরোপদেশঃ ইতি। অত্র সমঞ্জস এব বা-শব্দঃ। কথম্? অযুগপদুৎপন্নানাং যুগপদুৎপন্নানাং বা নিত্যানাং বা অনিত্যানাং বেত্যর্থঃ। ইতরেতরোপদেশঃ, ইতরস্যেত্যাখ্যাতস্য ক্রিয়াবচনে শব্দেঽভিধানত্বেনোপদেশঃ ইতরস্য চ নামশব্দস্য সত্ত্ববচনে শব্দেঽভিধানত্বেনোপদেশঃ। শাস্ত্রকৃতো যোগশ্চ। লক্ষণশাস্ত্রেণ চৈতে ক্রিয়াসত্ত্বে আখ্যাতনামশব্দাভ্যাং যুজ্যেতে। তস্মাদুপপদ্যতে পদচতুষ্টয়মিতি॥

আহ—আগমমাত্রমেতৎ। হেতুরুচ্যতাম্, কথং বিনষ্টাবিনষ্টয়োঃ সহ পরিসংখ্যানম্, অবস্থিতয়োর্বা গুণপ্রধানভাব ইতি? উচ্যতে—ব্যাপ্তিমত্ত্বাৎ তু শব্দস্য। হেত্বর্থঃ সমান এব পূর্বেণ॥ আহ—যদি ব্যাপ্তিমত্ত্বাচ্ছব্দস্য ব্যবহারার্থং পদচতুষ্টয়মুপাদীয়তে, এবমপি নোপাদেয়ম্। কিংকারণম্? অভিনয়া অপি ব্যাপ্তিমন্তঃ, পাণিবিহারাক্ষিনিকোচাদয়ঃ, তৈরেব কার্যসিদ্ধিরস্ত্বিতি। অপি চৈবং পদচতুষ্টয়দোষৈর্নসন্ত্যক্ষ্যামহে, ন চায়মতিমহান্ বেদসমুদ্রঃ পঠিতব্যো ভবিষ্যতি ক্লেশেনেতি। উচ্যতে—স্যাদেতদেবং যদ্যয়মপরো বিশেষহেতুর্ন স্যাৎ। কতমঃ?

"অণীয়স্ত্বাচ্চ শব্দেন সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে।" সত্যম্। অভিনয়া অপি ব্যাপ্তিমন্তঃ, ন ত্বণীয়াংসঃ, তে মহতা যত্নেন ব্যাপ্নুবন্তি, ন চ নিঃসন্দিগ্ধং কুর্বন্তি। তৎপ্রতীতশব্দার্থসম্বন্ধস্যৈব নেতরস্য, শব্দস্তুপরিমিতমর্থমল্পীয়সা যত্নেন উচ্চারিতো ব্যাপ্নোতি। তস্মাদণীয়স্ত্বাদিতি বিশেষহেতূপপত্ত্যা শব্দেনৈব সংজ্ঞাকরণং ব্যবহারার্থং লোকে ইত্যুপপন্নম্। যৎ পুনরেতদুক্তমধ্যয়নদোষৈর্নসন্ত্যক্ষ্যামহে, ন চায়মতিমহান্ বেদসমুদ্রোঽধ্যেতব্যো ভবিষ্যতীতি। অত্র ব্রূমঃ অভ্যুদয়োহ্যত্র বেদানুরূপো ভবতি, অভ্যুদয়ার্থং নঃ শাস্ত্রারম্ভে যত্নঃ॥

"তেষাং মনুষ্যবদ্দেবতাভিধানম্।" আহ এবং তাবৎ মনুষ্যাণাং মনুষ্যেষু শব্দেন চতুর্ধা ভক্তেনাববোধকরণম্। অথ মনুষ্যাণাং দেবেষু হবিঃসম্প্রদানাশীঃ প্রার্থনাদিব্যবহারঃ কেনেতি; উচ্যতে তেষামেব শব্দানামিয়মেব ব্যবস্থা দেবেষ্বপি দেবানপি প্রতি। কতমা? মনুষ্যবদ্দেবতাভিধানমিতি। মনুষ্যেণ তুল্যং মনুষ্যবৎ, দেবতাভিধানমভিধাতুরভিধানম্। যথৈব হি মনুষ্যাঃ প্রয়োজনেষু নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতৈর্যথার্থমভিদধাতি, এবমেব দেবাঅপি। দেবেষ্বপি শব্দস্যাভিধানেনাপি শক্তিরপরিহীনেত্যভিপ্রায়ঃ। তেঽপি হি মনুষ্যবদ্দেবা-অঙ্গাদিযুক্তাঃ পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ কর্মভিশ্চ সংস্তূয়ন্ত ইতি হি বক্ষ্যতি, তস্মাদুপপদ্যতে মনুষ্যবদ্দেবতাভিধানমিতি॥

আহ—যদি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতানামপরিহীনা শক্তির্দেবানপ্যভিধাতু-মথ কিমর্থং বেদে মন্ত্রঃ সমাম্নাত ইতি। উচ্যতে—"পুরুষবিদ্যানিত্যত্বাৎ কর্ম-সম্পত্তির্মন্ত্রো বেদে।" পুরুষেষু মনুষ্যেষু বিদ্যায়াঃ বিজ্ঞানস্যানিত্যত্বাৎ, পুরুষবিদ্যাঽনিত্যত্বাদ্ধেতোঃ কর্মসম্পত্তিঃ ফলেন সম্পাদনম্ অবিগুণকর্ম-সম্পত্তিঃ, ফলসম্পন্নমেব কর্ম ভবিষ্যতীত্যেবমর্থং বেদে মন্ত্রঃ সমাম্নাতঃ ইতি

বাক্যশেষঃ। ইতরথা হি পুরুষেষু বিজ্ঞানস্যানিত্যত্বাদ্ যথার্থং নাভিদধতে দেবান্ নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতৈরশিক্ষিতত্বাদল্পশিক্ষিতত্বাদ্বিস্মরণশীলত্বাদ্বা দেবানামপরাধ্যে যথাবৎপ্রযুঞ্জানাঃ নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতান্। ততশ্চ সর্বার্থপ্রত্যক্ষদৃশো দেবাঃ স্বল্পমপ্যযথাবদভিধানং ন মর্ষয়ন্তি। বিগুণমেতদিতি বিদ্যাঽনিত্যত্বাত্তদভাবে নেয়ুঃ কর্মণি। ততশ্চ দেবতাহীনং কর্মফলং সম্পদ্যতে। ন চ কেবলং ফলাসম্পত্তিঃ। কিং তর্হি? দুরিষ্টহেতুকো দোষোঽপি স্যাৎ। তস্মাদেত এব নামাখ্যাতো পসর্গনিপাতাঃ প্রয়োগানুপরিপাটীবিনিয়মার্থং মন্ত্রত্বেন বেদে সমাম্নাতাঃ। ন হি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতান্ পরিত্যজ্য মন্ত্রাঃ সন্তি। এতদেব চতুর্বিধং পদজাতং প্রয়োগানুপরিপাট্যা কথঞ্চিদবস্থিতং মন্ত্রা ইত্যুচ্যন্তে।

অহ—কথমনিত্যত্বং বিদ্যায়াঃ পুরুষেষ্বিতি? উচ্যতে—ইহ তু ন বাক্যবি-রচনানুক্রমেণ অর্থবস্থনুপ্রেষ্যতে, মনুষ্য এবমেতদ্ ব্রূয়াৎ—'ত্বং গন্তুং দেবদত্তমিতি'। স তেনৈব বাক্যবিরচনানুক্রমেণ বহ্বমপিসন্তমর্থং ন শক্নোতি প্রতিপাদয়িতুম্। এবমনিত্যত্বং বিদ্যায়া মনুষ্যেষু। তদদোষং বা মনুষ্যান্ প্রতি, সর্বেষামেব মনুষ্যাণামনিত্যত্বাদ্বিদ্যায়াঃ। অল্পমপি হি যেন ব্যাক্যানুক্রমেণ বক্তি মনুষ্যঃ কঞ্চিদর্থং, তেনৈব শ্বা শক্নোতি বক্তুম্। তত্র যদুক্তং—কিমর্থং মন্ত্রো বেদে সমাম্নাত ইতি, ইদং ন যুক্তম্। পুরুষবিদ্যাঽনিত্যত্বাৎকর্মফল-সম্পত্ত্যর্থং মন্ত্রো বেদে সমাম্নাত ইতি। নহ্যবিচারিতমেব বিজ্ঞায়তে। অত-ইদমাহ। পদচতুষ্টয়মাক্ষিপ্য পক্ষপ্রতিপক্ষশো বিচার্য অবধারিতম্। বিষয়া-শ্চাক্ষেপপ্রসঙ্গেনৈবাস্য পরিক্লৃপ্তাঃ। দেবমনুষ্যব্যবহারার্থমেতদিতি। তদেতৎসর্বমপি চোদকবশেন প্রসক্তানুপ্রসক্তমুক্তম্। ভাবন্তু প্রকৃতো যতস্তচ্ছেষমধুনা বর্ণয়িষ্যামঃ। স চ পুনরুভয়াত্মা ভাবঃ। কার্যাত্মা কারণাত্মা চ। তয়োর্যঃ কার্যাত্মা তমধিকৃত্যোক্তম্ "ক্রিয়ানির্বর্ত্যোঽর্থঃ স ভাবঃ ক্রিয়ৈব বা ভাবঃ' ইতি। ইদানীং কারণাত্মা ভাবো নিরূপ্যতে। কথং ক্রিয়াদ্রব্যয়োঃ স্বাত্মস্থো বিশেষঃ কার্যাত্মপ্রধ্বস্তয়োঃ পুরুষোপভোগসন্তানোপক্ষয়ে কার্যাত্ম ভাবাতীতঃ যেনাত্মভাবেন সদনমাত্রাভিসম্বন্ধিনা প্রলয়কালেঽবতিষ্ঠতে, সোঽত্যন্তাবিনাশধর্মমাত্র আত্মা ভাব ইত্যুচ্যতে।

আহ—কথময়মিহপ্রসক্তঃ? শৃণু—তদ্বিকারা এব হি দ্রব্যগুণকর্মভাবেন অবস্থিতাঃ সন্তো নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতৈরভিধীয়ন্তে। স্থিতিকালে অসাবপি চ প্রহীণসর্ববিশেষভবনমাত্রক্রিয়াভিসম্বন্ধী সন্ ব্যাবৃত্তসর্বোপপদাভ্যাং

নামাখ্যাতশব্দাভ্যামুচ্যতে—ভবতীতি ভাবইতি চ শব্দগতত্বাদপোঢ়সর্ববিশেষাম-পোতামবস্থামেতৌ শব্দাবাম্কন্দতঃ। যত এতয়োরেব সাধারণ্যার্থময়মিহ প্রসঞ্জিতঃ পদচতুষ্টয়াধিকরণে। আহ—প্রধানমেতৎ স্যাৎ। কিংকারণম্? তদ্ভাবেনহ্যেতজ্জগদবতিষ্ঠতে প্রলয়কাল· ইত্যেকে মন্যন্তে। তচ্চ নৈব। কিংকারণম্? ভাববিকার এব হি সোঽয়ং পদশব্দবাচ্যত্বাৎ প্রধানভাবইতি হ্যুচ্যতে। পুরুষস্তর্হি? তত্রাপ্যয়মেব হেতুঃ, অনুপক্ষীণশক্তিত্বাৎ। এতেনৈব ঈশ্বরপরমাণ্বাদিভাবা প্রত্যুক্তাঃ। ঈশ্বরভাবঃ পরমাণুভাব ইতি সোপপদত্বাৎ। শূন্যং তর্হি? তদপি ন। যস্মাচ্ছূন্যশব্দেঽপি ভাবশব্দাসঙ্গদর্শনম্। ন হ্যসতার্থে শব্দঃ প্রযুজ্যতে। শব্দোহি শব্দস্যার্থেনসম্বদ্ধঃ (দ্ধঃ) কিঞ্চিত্তর্হিস্তি যচ্ছূন্যমিতি। লোকেহি প্রসিদ্ধং গৃহং শূন্যং, গ্রামঃ শূন্যঃ শূন্যো শব্দমহত্ত্বে ইতি। তস্মান্ন শূন্যশব্দেনাভাব এবোচ্যতে। কিং তর্হি? অপেক্ষাকৃতং শূন্যত্বমিতি। ভাবশব্দ এবাত্রোপপদত্বেন যুক্ত ইতি চেৎ। ন। প্রয়োগাপ্রসিদ্ধেঃ। ন হি অভাবে ভাব ইতি প্রসিদ্ধঃ প্রয়োগঃ। ন চ প্রযুজ্যমানোঽপি ভাবশব্দো ভাবশব্দ এবোপপদত্বেন প্রধানাদিশব্দবৎ কঞ্চিদ্বিশেষপ্রত্যয়মাদধাতি। তস্মাৎ-সর্বোপপদহীনস্য ভবতেরাত্মভাবেনেদং জগন্নিত্যম্। ইতরৈস্তু ভাববিকারৈঃ পরমাণ্বাদিভির্ভাববিকারাত্মভিরনিত্যম্। কস্মাদ্ বিকারাত্মকত্বাদেব। বিকারো হ্যনিত্যঃ, তমেবং ভবনমাত্রাভিসম্বন্ধেন প্রহীণসর্বভাববিকারম্ এতৎসদ্ভাব-বিদোঽবধূতবেদান্তরহস্যসম্পদঃ পরাবরবিদো মেধাবিন আত্মবেদবিদো ন কৃৎস্নকারিতয়াযুক্তাধিকারবন্ধনা এতৎ পরিজ্ঞানাদেবোপক্ষীণকর্মোপভোগসন্তানাঃ সন্ত আত্মকামাঃ প্রতিপদ্যন্তে, নেতরে প্রধানাদিবিদঃ। বেদানুশাসনৈকদেশানী-শ্বরপুরুষপ্রধানাদীননিত্যান্ ভাববিকারান্ স্বমতিবিকল্পনাহেতুব্যবহিতান্ মত্বা স্থিরীকৃত্যানেন প্রতিপদ্যন্তে ভবনমাত্রাভিসম্বন্ধেন তদেতস্মাদত্মন উদ্ভিজ্জন্ত আত্মপ্রকাশকান্তর্যাম্যয়ং চিৎসন্তানমিব মন্যমানাঃ। কেচিচ্চ শক্তিহানাদসম্বা-ধনাদেব। স এব ইহ বেদাঙ্গৈর্বেদার্থনির্বচনাভিনিবেশশব্দানাং সামান্য বিশেষবৃত্ত্যুপদেশ প্রসঙ্গে প্রবর্তমানে ভবতেঃ কৃদন্তীভূতস্য ভবনমাত্রমেব বক্তুং সমর্থঃ, নেতরান্ ভাববিকারান্ বিদ্যমানানপি ইতি। এতেন প্রসঙ্গেনাত্র সংসূচিতো বেদরহস্যো ব্রাহ্মণৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি নৈঘণ্টুকে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে দ্বিতীয়খণ্ডবৃত্তিঃ [দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ] ॥

## নৈঘণ্টুককাণ্ডঃ প্রথমঅধ্যায়ঃ, প্রথমপাদঃ, তৃতীয় খণ্ডঃ। তৃতীয়খণ্ডঃ ( মূলম্ )

ষড়্‌ভাববিকারা ভবন্তীতি বার্ষ্যায়ণিঃ ॥ (ক) ॥ জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি ॥ (খ) ॥ জায়ত ইতি পূর্বভাবস্যাদিমাচষ্টে নাপরভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি ॥ (গ) ॥ অস্তীত্যুৎপন্নস্য সত্ত্বস্যাবধারণম্ ॥ (ঘ) ॥ বিপরিণমত ইত্যপ্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদ্বিকারম্ ॥ (ঙ) ॥ বর্ধত ইতি স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ং সাংযৌগিকানাং বার্থানাম্ ॥ (চ) ॥ বর্ধতে বিজয়েনেতি বা বর্ধতে শরীরেণেতি বা ॥ (ছ) ॥ অপক্ষীয়ত ইত্যেতেনৈব ব্যাখ্যাতঃ প্রতিলোমম্ ॥ (জ) ॥ বিনশ্যতীত্যপরভাবস্যাদিমাচষ্টে ন পূর্বভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি ॥ (ঝ) ॥

ইতি তৃতীয়খণ্ডঃ

## বিবৃতি

পূর্বে "ভাব" বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে ভাব মানে ক্রিয়ার দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, যেমন বিক্লিত্তি ইত্যাদি ভাব অথবা ক্রিয়াই ভাব। এখন ভাবের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে, যে ভাব দুইপ্রকার। একটি কার্যস্বরূপ আর একটি কারণ স্বরূপ। তার মধ্যে কার্যস্বরূপ যে 'ভাব' তাহার কথা পূর্বে বলা হয়ে গেছে। এখন এই তৃতীয় খন্ডে কারণাত্মা অর্থাৎ কারণ স্বরূপ ভাবের কথা বলা হবে। এই কারণস্বরূপ ভাবের কথা বলতে গিয়ে দুর্গাচার্য বলেছেন—ভবতিঃ [ভূ ধাতুর উত্তর কৃৎরূপ তিপ্‌প্রত্যয়] ও ভাব এই দুইটি শব্দ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উপাধিরহিত সমস্ত বিশেষরহিত নিত্য আত্মাকেই বুঝায়। এই আত্মা সমস্ত জগতের কারণ। অতএব সমস্ত জগৎ এই কারণ রূপে নিত্য। আর অন্যান্য ভাববিকার—

পরমাণুপ্রভৃতিরূপে জগৎ অনিত্য। কারণ বিকার পদার্থ মাত্রই অনিত্য পরমাণু, প্রধান প্রভৃতিও বিকার পদার্থ। সুতরাং তাহাও অনিত্য। প্রধান, পুরুষ বা জন্য ঈশ্বরও ভাবশব্দের মুখ্য বেদতাৎপর্যার্থ নয়। কারণ প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বরেও ভাবশব্দটি নিষ্কৃষ্টরূপে প্রযুক্ত হয় না। যেহেতু প্রধানভাব, পুরুষভাব, ঈশ্বরভাব—এইভাবে একটি উপপদযুক্তরূপে ভাবশব্দটি ব্যবহৃত হয়। উপপদরহিতরূপে কেবল ভাবশব্দটি যাতে কোন প্রকার ভাববিকার নাই, কোন বিশেষ নাই, সেইরূপ বস্তুকে ভবন বা সত্তারূপসম্বন্ধমাত্রদ্বারা পরাপরবিদ্ বেদান্তরহস্যাবিদ্‌রা জেনে সমস্তকর্মাধিকাররহিত হয়ে আপ্তকাম হয়ে সেই বস্তুকে [ব্রহ্মাত্মবস্তু] প্রাপ্ত হন। ঐ বস্তুই ভাবশব্দের প্রকৃত অর্থ। বেদশব্দের= একদেশ = প্রধান পুরুষ ইত্যাদি, ঈশ্বর ভিন্ন অনিত্যপদার্থকে ভাবশব্দে নির্দেশ করে। সেই অনিত্য ভাবপদার্থকে এখানে নিরুক্তে ভাবশব্দের দ্বারা নির্দেশ করে, তার ছয় প্রকার বিকারের কথা বলছেন। মোট কথা হচ্ছে এই যে সমস্তবেদের পরমতাৎপর্য হচ্ছে নির্বিশেষ পরমাত্মা বা পরমেশ্বররূপ এক ব্রহ্মাত্মাতেই। ঐ ব্রহ্মাত্মা নিত্য। ভাবশব্দের মুখ্য অর্থ ঐ পরমাত্মাতে। কারণ ভাব মানে চিরশাশ্বত সত্তা। আর সেই সত্তা হচ্ছেই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। পরমাত্মা সমস্ত জগতের কারণ বলে কারণাত্মা ভাব হচ্ছে ঐ পরমাত্মা। এই ভাব নিত্য, যেহেতু উহার বিকার নাই। এই ব্রহ্মাত্মার জ্ঞান হলে জীব চিরকালের মত সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই নিত্যভাবস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞানের অধিকারী বিরল। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঐ অধিকার লাভে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বেদবিহিত কর্মের ও উপাসনার অনুষ্ঠান করে শুদ্ধচিত্ত হতে থাকে। মানুষের সেই শুদ্ধচিত্ততালাভের নিমিত্ত বেদ অবান্তর তাৎপর্যরূপে—কর্ম, দেবতা, হবিঃ, মন্ত্র প্রভৃতি ভাবের কথা বলেছেন। কর্ম, দেবতা, হবিঃ প্রভৃতি কারণাত্মরূপ ভাবগুলি বিকার। এইজন্য উহা অনিত্য। এইরূপ ভাবের ছয় প্রকার বিকার,—এই ছয় প্রকার বিকারের কথা—"ষড়্‌ভাববিকারা" ইত্যাদি গ্রন্থে বলছেন।

ভাববিকারাঃ [ সত্তামাত্ররূপলক্ষণবিশিষ্ট যে ভাব—তাহার বিকার ] ষট্ [ ছয়টি ] ভবন্তি [ হয় ] ইতি [ ইহা ] বার্ষ্যায়ণিঃ [ বার্ষ্যায়ণি আচার্য ] [ আহ স্ম ] বলেছেন ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—সত্তামাত্রলিঙ্গক ভাবপদার্থের বিকার ছয় প্রকার—ইহা বার্ষ্যায়ণি আচার্য বলেছেন ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—সত্তামাত্র হচ্ছে ভাবের লক্ষণ। অর্থাৎ যাহা সৎমাত্র এইরূপ সামান্যভাবে সত্তাস্বরূপ পদার্থ, যেন নিজের স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিশেষভাবে নিজের বিকারস্বভাবলাভে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থা হচ্ছে ছয় প্রকার। ইহা বার্ষ্যায়ণি আচার্য বলেছেন। ক্রিয়াপদটি চতুর্থ খণ্ডে [ "আহ স্ম" ] আছে তার সহিত বার্ষ্যায়ণির সম্বন্ধ বুঝতে হবে।। (ক) ॥

জায়তে [ জন্মগ্রহণ করে ] অস্তি [ জন্মের পর সত্তালাভ করে ] বিপরিণমতে [ পরিবর্তন প্রাপ্ত হয় ], বর্ধতে [ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ] অপক্ষীয়তে [ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ] নশ্যতি [ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ] ইতি [ এই ছয়টি ভাববিকার ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—ভাব বা সদ্‌বস্তু জন্মগ্রহণ করে, জন্মের পর সত্তালাভ করে, পরিবর্তিত হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—এই ছয়টি ভাববিকার ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" [ ব্রঃ সূঃ ১।১।২ ] সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করবার জন্য জগতের তিনটি বিকার গৃহীত হয়েছে। ঐ বিকারের "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" [তৈঃ উঃ ভৃগুবল্লী ৩।১] শ্রুতি থেকে গৃহীত হয়েছে। শ্রুতিতে তিনটি বিকার গৃহীত হওয়ার হেতু এই যে—জগতের মূলকারণ যে ব্রহ্ম তাহা দেখাবার জন্য। সূত্রে যদি এই যাস্কপরিপঠিত ছয়টি ভাববিকার দেখান হত তাহলে যাস্ক প্রভৃতি নিরুক্তকাররা জগতের স্থিতিকালে ভাব-পদার্থের এই ছয়টি ভাববিকার দেখে বর্ণনা করেছেন বলে—জগতের কারণ-রূপে ব্রহ্ম সিদ্ধ না হয়ে পরমাণু, প্রভৃতি গৃহীত হত। তাহা বারণ করবার জন্যই শ্রুতিপঠিত জন্ম, অস্তিত্ব ও লয়রূপ তিনটি বিকার গৃহীত হয়েছে। যাস্কের গৃহীত অতিরিক্ত বিপরিণাম, বৃদ্ধি ও অপক্ষয়—এই তিনটি জন্ম, স্থিতি ও লয়ের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়ে যায় বলে—তিনটি ভাববিকার যাতে নাই, তাতে ছয়টি ভাববিকার যে থাকতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য। বৃদ্ধি—মানে অবয়বের বৃদ্ধি বা গুণের বৃদ্ধি—যেমন অল্প অবয়ব থেকে দুই সূতাবয়বী হয়, সেই সূতাবয়বী থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে একটা পাঁচহাতের কাপড় উৎপন্ন হল। সুতরাং বৃদ্ধিটি জন্মের অন্তর্ভূত। পরিণাম—ধর্মীর ধর্ম পরিণাম, যেমন মৃত্তিকারূপধর্মীর ঘট শরাবাদি ধর্মপরিণাম নামে ঘটাদির উৎপত্তি। অতএব

বিপরিণাম উৎপত্তির অন্তর্ভূত। অপক্ষয় মানে অবয়বের হ্রাস—উহা বিনাশের অন্তর্ভূত। এই ছয়টি ভাববিকারব্যতীতও নবত্ব পুরাণত্ব প্রভৃতি বিকার, লোকে ব্যবহৃত হয়। উহাও জন্ম ও লয়ের মধ্যে অন্তর্ভূত অতএব যাস্কের এই ছয় ভাববিকারের মধ্যে অন্য ভাববিকারও অন্তর্ভূত হয় বলে জগতের উৎপত্তির পর স্থিতিকালে জগতের এই ছয় ভাববিকার দেখে যাস্ক যে এই ছয়টি নির্ণয় করেছেন—এই ছয়ের অতিরিক্ত ভাববিকার এই ছয়ের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়ে যায় বলে যাস্কের এই ছয় ভাববিকার বর্ণন অতিশয় যুক্তিপূর্ণ কঠোপনিষদে [১।২।১৮] ও আত্মাতে এই ছয়ভাব বিকারের নিষেধ করায় বুঝা যায়। যাস্কের গৃহীত ছয়বিকার কোন কোন শ্রুতিরও সম্মত। ভগবদগীতাতেও ভগবান্ আত্মাতে এই ছয় ভাববিকারের নিষেধ করেছেন—"গীতা [ ২।২০ ]। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে তিনবিকারের কথা বলা হয়েছে, কঠ ও গীতাতে ছয় বিকারের কথা বলা হলেও বিরোধ নাই—ছয় বিকার উক্ত তিনের অন্তর্ভূত। মনে হয় যাস্কাচার্য কঠ উপনিষদের ছয়টি ভাববিকার দেখে নিরুক্তে তাহার বর্ণনা করেছেন। যাস্কাচার্য পরে বলবেন এই ছয় বিকার থেকে অতিরিক্ত বিকারগুলি এই ছয়ের মধ্যে অন্তর্ভূত হয় বলে—এই ছয়টিই ভাববিকার ।। (খ) ।।

জায়তে ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ছয়টি ভাব বিকারের কথা বলে এলেন—এই জায়তে ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে কোন্ শব্দ কোন্ বিকারাবস্থ ভাবকে বুঝায়, সেই অবস্থায় অর্থাৎ যে শব্দটি যে বিকারাবস্থায় অবস্থিত ভাবকে বুঝায়, সেই বিকারাবস্থায় বিদ্যমান থাকলেও অপর কোন্ বিকারকে বুঝায় না বা নিষেধও করে না—এই সব বিশেষ অর্থ বলবার জন্য পরবর্তী বাক্যগুলির উপন্যাস দেখাচ্ছেন—

জায়তে [ জায়তে ] ইতি [ এই শব্দটি ] পূর্বভাবস্য [ বিকারীপদার্থের পূর্বভাব অর্থাৎ জন্মরূপবিকারের ] আদিম্ [ প্রথমাবস্থাকে ] আচষ্টে [বুঝায়] ন অপরভাবম্ আচষ্টে [ অপরভাব অর্থাৎ অস্তিত্বকে বুঝায় না ] ন প্রতিষেধতি [ অস্তিত্বের নিষেধও করে না ] ।। (গ) ।।

অনুবাদ ঃ—জায়তে এই শব্দটি ভাবপদার্থের প্রথমবিকার যে জন্ম তার আদি অবস্থাকে বুঝায়, অপর অবস্থা রূপ যে অস্তিত্ব তাকে বুঝায় না বা নিষেধও করে না ।। (গ) ।।

মন্তব্য ঃ—জায়তে [ জন্মগ্রহণ করে ] এই শব্দটি ভাবপদার্থের প্রথম বিকার যে জন্ম তার আদিকে বুঝায়। অভিপ্রায় এই পূর্বে বলে এসেছেন যে আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পূর্বাপর অবয়ববিশিষ্ট হচ্ছে ভাব অর্থাৎ ভাব বা ক্রিয়া বললে—সেই ক্রিয়ার অনেকগুলি পূর্বাপর অবয়বরূপ ব্যাপার আছে, আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত অবয়ব [ অবয়বের মত ] বিশিষ্ট হয়েই একটি ক্রিয়া। উনানে হাঁড়ি চাপান থেকে আরম্ভ করে, হাঁড়িনামানো পর্যন্ত ক্রিয়াসমূহকে পাকক্রিয়া বলে। সেইরূপ জায়তে বা জনি ক্রিয়া বললেও কোন বস্তুর সত্তা-লাভের জন্য পূর্বাপর যাবৎ অবয়ববিশিষ্টরূপর্জনিক্রিয়াকে বুঝায়। যেমন কপালে আর একটি কপালকে জোড়াদেওয়ার জন্য কুম্ভকারের দণ্ডচক্রাদি ঘুরান থেকে আরম্ভ করে "ঘট হয়ে গেল" এইরূপজ্ঞানপর্যন্ত যে ক্রিয়াসকল তাকে জন্ম বা জনিক্রিয়া বলে। কোন একটিমাত্র ক্রিয়াকে জন্ম বা কোনক্রিয়া বলে না। সুতরাং যখন বলা হয় "ঘটো জায়তে" অর্থাৎ উৎপন্ন হচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে ঘটের উৎপত্তি ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই অর্থাৎ তখন ঘটের উৎপত্তিক্রিয়া চলছে। যখন বলা হয় "ঘটো জাতঃ" ঘট জন্মে গেছে তখন বুঝা যায় যে ঘটের উৎপত্তিক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গেছে। ঘট তখন সম্পূর্ণ-সত্তালাভ করেছে। এতএব ঘটের জন্মক্রিয়া বললে যে অনেক ক্রিয়া [ অনেক জন্মক্রিয়া ] বুঝায় তাহা সকলে জানে। সেই অনেকক্রিয়াত্মক জন্মক্রিয়ার আদি অবস্থাকে জায়তে শব্দের দ্বারা বুঝান হয়। 'জায়তে' বললে বুঝা যায় যে জন্মক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই কিন্তু তার পূর্বাবস্থা চলছে। পরাবস্থা হয়ে গেলে আর 'জায়তে' বলা হয় না। কিন্তু জাতঃ, এইরূপ বলা হয়। অতএব 'জায়তে' শব্দটি ভাবপদার্থের বিকারসমূহের যে আদিবিকার, 'জন্ম' তার আদি [প্রথম] অবস্থাকে বুঝায়। বস্তুত কেবল আদিকে বুঝায় না কিন্তু যতক্ষণপর্যন্ত "জাতঃ" এইরূপ জ্ঞান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত "জায়তে" এইরূপ ব্যবহার হয়। কারণ পূর্বাপর সকল ক্রিয়াই একটি ভাব বা ক্রিয়াকে বুঝায় বলে জন্মও পূর্বাপর সকল ক্রিয়াকে 'জায়তে' শব্দের দ্বারা বুঝায়। তবে যে নিরুক্তকার 'পূর্বভাবস্যাদিমাচষ্টে' এইরূপ বলেছেন—তার অভিপ্রায় এই যে—জনিক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত "জায়তে" বলা হয়, সম্পূর্ণ হলে আর জায়তে বলা হয় না এই অভিপ্রায়ে। এখন প্রশ্ন হয় এই যে—"জায়তে শব্দটি কি ভাববি-কারের আদিবিকারমাত্রকে বুঝায়, তারপরবর্তীভাব যে অস্তিত্ব, তাকে বুঝায়

না। যদি বলা হয় যে না বুঝায় না, তাতে প্রশ্ন হবে ভাব বস্তুর জন্মের সময় কি তার অস্তিত্ব নাই বলে 'জায়তে'' শব্দটি অস্তিত্বকে বুঝায় না। অথবা তখন অস্তিত্ব থাকলেও বুঝায় না, তার উত্তরে বলব—জন্মের সময় ভাববস্তুর অস্তিত্ব নাই এই কথা বলা যায় না। কারণ সদ্‌বস্তুরই জন্ম হয় অসতের জন্ম হয় না। এই নিরুক্তমতে ন্যায় বৈশেষিক বা বৌদ্ধের মত অসতের উৎপত্তি স্বীকার করা না, কিন্তু সতেরই উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। অতএব বলতে হবে 'ভাবের' অস্তিত্ব থাকলেও 'জায়তে' শব্দটি অপরভাবরূপ অস্তিত্বকে বুঝায় না। যদি বল কেন বুঝায় না ? তার উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন—একটি শব্দ একটি অর্থকে বুঝায়। অতএব 'জায়তে' শব্দ জন্মবিকারকেই বুঝায়, জন্মের সময় অস্তিত্ব থাকলেও তাকে বুঝায় না। আর তাছাড়া যতক্ষণ "জায়তে" বলা হয় ততক্ষণ "অস্তি" শব্দের বাচ্যার্থটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলে তখন অস্তি বুঝায় না। কোন বস্তুর জন্মক্রিয়াসম্পূর্ণ হলে তখন সেই বস্তুকে "অস্তি" বলা হয়। যতক্ষণ জন্মাচ্ছে বা জন্মক্রিয়া চলছে ততক্ষণ অস্তিক্রিয়াবাচ্য অস্তিত্বটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলে "জায়তে" বলার সময় "অস্তি" বলা হয় না। সুতরাং "জায়তে" শব্দটি ভাবের আদিবিকারকে বুঝায় দ্বিতীয় বিকারকে বুঝায় না এবং দ্বিতীয় বিকারের নিষেধও করে না। যেহেতু জন্মকালে ভাবের অস্তিত্ব পূর্ণ না হলেও অস্তিত্ব আছে বলে তার নিষেধ করা উচিত নয়॥ (গ)॥

অস্তি [ আছে ] ইতি [ এই শব্দটি ] উৎপন্নস্য [ উৎপন্ন হয়ে গেছে যে, তার সত্ত্বস্য [ দ্রব্য অর্থাৎ বস্তুর ] অবধারণম্ [ নিশ্চয় ] [ আচষ্টে ] [ বলে—নিশ্চয় করায় ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ :—অস্তি এই শব্দটি উৎপন্নবস্তুর সত্তার নিশ্চয় করিয়ে দেয় ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য :—যখন কোন বস্তু উৎপন্ন হয়ে যায়—অর্থাৎ যার উৎপত্তিক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন সেই বস্তু সম্বন্ধে বলা হয় অস্তি। যেমন "ঘটোঽস্তি" তার মানে হচ্ছে ঘটের সত্তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব অস্তি শব্দটি বস্তুর নিশ্চায়ক। 'অস্তি' শব্দটি বস্তুর সত্তার নিশ্চায়ক হলেও বস্তুর বিপরিণামের কথা বলে না। যদিও বস্তুকে যখন অস্তি বলা হয় তখনও বস্তুর বিপরিণাম [ পরিবর্তন ] আরম্ভ হয়ে গেছে, তথাপি 'অস্তি' শব্দটি বিপারণামকে বুঝায় না। কারণ তখন বিপরিণাম সম্পূর্ণ হয় নাই। আর ঐ 'অস্তি' শব্দ

বিপরিণামের নিষেধ করে না। যেহেতু বস্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হলেই বিপরিণাম
আরম্ভ হয়ে যায়, সেইহেতু বিপরিণামের নিষেধ করতে পারে না ।। (ঘ) ।।

বিপরিণমতে [ পরিবর্তিত হয় ] ইতি [ এই শব্দটি ] [ তত্ত্বাৎ ] [ বস্তুর-
স্বরূপ থেকে ] অপ্রচ্যবমানস্য [ যাহা প্রচ্যুত বা ভ্রষ্ট হয় নাই—তাহার ] তত্ত্বাৎ
[ অস্তিত্ব থেকে ] বিকারম্ [ অন্যথাভাব বা পরিবর্তন ] [ আচষ্টে ]
[ বুঝায় ] ।। (ঙ) ।।

অনুবাদ :—বিপরিণমতে [ পরিবর্তিত হয় ] এই শব্দটি যে বস্তুর যাহা
স্বরূপ, তাথেকে প্রচ্যুত হয় নাই—এইরূপ অস্তিত্বের পরিবর্তন বুঝায় ।। (ঙ) ।।

মন্তব্য :—সাংখ্যে একটা কথা আছে "প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি ভাবাঃ।"
অর্থাৎ ভাব বা পদার্থ মাত্রই [ চৈতন্য ভিন্ন পদার্থ ] প্রতিক্ষণে পরিণাম অর্থাৎ
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকা পরিবর্তিত হয়ে ঘট হয়, ঘট পরিবর্তিত হয়ে
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার তার পরিবর্তন হতে হতে ক্ষয় হয়, তার আবার
পরিবর্তন হয়ে বিনাশ হয়। সুতরাং একটি বস্তু উৎপত্তির পর যখন সত্তালাভ
করে, তখনই তার বিপরিণাম বা পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে যায়। বস্তুর
বিপরিণাম যখন চলতে থাকে তখন বস্তুটি তার স্বরূপ থেকে প্রচ্যুত হয় না
অর্থাৎ নষ্ট হয় না। বস্তুর নাশ হলেই বস্তু তার স্বরূপ থেকে প্রচ্যুত হয়।
অতএব যখনই বলা হয় "ঘটো বিপরিণমতে" তখনই বুঝা যায় যে ঘটটি বিনষ্ট
হয় নাই, কিন্তু ঘট তার সত্তালাভ করে, তার পরবর্তী অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে।
মোট কথা "পরিণমতে" বললে—বস্তুর অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির মধ্যবর্তী অবস্থাকেই
বিশেষভাবে বুঝায়। যদিও পরিবর্তনটি বস্তুর বিনাশ পর্যন্ত চলতে থাকে,
তথাপি এখানে অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির মধ্যবর্তী অবস্থাকে "বিপরিণমতে" শব্দের
দ্বারা বুঝানো হয়। "বিপরিণমতে" বললে যদিও সেই অবস্থায় বস্তুর বৃদ্ধি
আরম্ভ হয়ে যায়, তথাপি বৃদ্ধিকে বুঝায় না। কারণ বৃদ্ধি তখন সম্পূর্ণ
হয় নাই। আর বৃদ্ধির নিষেধও করে না। যেহেতু বিপরিণামকালে
বৃদ্ধির আরম্ভ হয়ে গেছে ।। (ঙ) ।।

বর্ধতে [ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে ] ইতি [ এই শব্দটি ] স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ম্ [ নিজের
অঙ্গসমূহের বৃদ্ধি ] বা [ অথবা ] সাংযৌগিকানাম্ [ সংযোগ ( সম্বন্ধ )
জনিত ] অর্থানাম্ [ পদার্থ সকলের ] [ অভ্যুচ্চয়ম্ ] [ সঞ্চয় ] [ আচষ্টে ]
[ বুঝায় ] ।। (চ) ।।

অনুবাদ ঃ—বর্ধতে এই শব্দটি বস্তুর নিজ অঙ্গসমূহের বৃদ্ধি বা সংযোগজনিত পদার্থসমূহের বৃদ্ধিকে বুঝায় ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—প্রত্যেক ক্ষণেই ভাবের পরিবর্তন চলে। যখনই কোন বস্তু উৎপন্ন হয়ে সত্তা লাভ করে, তখনই তার একদিকে বৃদ্ধি আর একদিকে ক্ষয় হতে থাকে। তবে বৃদ্ধির ভাগটা বেশী চলতে থাকে, যার জন্য ক্ষয় বুঝা যায় না। ক্ষয় বুঝা যায় যখন বৃদ্ধির মাত্রা কমতে থাকে ক্ষয়ের মাত্রা বাড়তে থাকে। আর "বর্ধতে" বললে বস্তুর বৃদ্ধিকে বুঝায়। এই বৃদ্ধি দুই প্রকার। এক, বস্তুর অঙ্গের বৃদ্ধিদ্বারা বৃদ্ধি। আর এক হচ্ছে সংযোগজনিত পদার্থের বৃদ্ধির দ্বারা বৃদ্ধি। যেমন বালক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হতে থাকলে তার অংগের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একটি ধান্যরাশিতে যখন আরও ধান এনে ঢেলে দেওয়া হয় তখন সেই ধান্যরাশি অপর ধান্যগুলির সংযোগবশত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অথবা কোন ব্যক্তি [ মানুষ ] ধান্য প্রভৃতি সম্পত্তির বৃদ্ধিতে সেও [ মানুষও ], বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তার বৃদ্ধিটি এখানে ধান্যাদির সংযোগজনিত বৃদ্ধি। এইজন্য উহাকে [ ধান্যাদিরাশিকে ] সংযৌগিক পদার্থ বলা হয়েছে। বালক যৌবনে শরীরের দ্বারা [ শরীরের অংগের দ্বারা ] বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকলেও তখন অত্যাল্পভাবে ক্ষয়ও চলতে থাকে। তথাপি 'বর্ধতে' শব্দটি বৃদ্ধিকে বুঝায় ক্ষয়কে বুঝায় না। কারণ একটা শব্দের একটা অর্থেই প্রয়োগ হয়। ক্ষয়ের নিষেধও করে না। যেহেতু বৃদ্ধিকালেও ক্ষয়ের অবস্থা চলতে থাকে ॥ (চ) ॥

দুই প্রকার বৃদ্ধির ব্যবহার দেখাচ্ছেন—

বিজয়েন [ বিজয়লব্ধদ্রব্যের দ্বারা ] বর্ধতে [ ( কোন ব্যক্তি ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ] ইতি বা [ এইরূপ প্রয়োগ হয় ], শরীরেণ [ শরীরের অংগের দ্বারা ] বর্ধতে [ ( কোন ব্যক্তি ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ] ইতি বা [ অথবা এইরূপ প্রয়োগ হয় ] ॥ ( ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—[ দেবদত্ত ] বিজয়লব্ধ দ্রব্যের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এইরূপ প্রয়োগ হয় অথবা [ দেবদত্ত ] শরীরের অংগের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এইরূপ প্রয়োগ হয় ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানেও যখন "বর্ধতে" শব্দটি প্রযুক্ত হয় তখন সেই শব্দটি অপক্ষয়কে বুঝায় না—যেহেতু তখন অপক্ষয় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। আর

অপক্ষয়ের নিষেধও করেনা—যেহেতু অপক্ষয় তখন উপস্থিত আছে [ প্রাপ্ত আছে। ] ইহা বুঝতে হবে ॥ (ছ) ॥

অপক্ষীয়তে [ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়] ইতি [ এই শব্দটি ], অনেন এব [ এই নিয়মেই ( বৃদ্ধি শব্দটি যেই রীতিতে ব্যাখাত হয়েছে সেই রীতিতে ) ] প্রতিলোমম্ [ বিপরীতভাবে ], ব্যাখ্যাতঃ [ ব্যাখ্যাকরা হয় ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ ঃ—শরীরের দ্বারা বা সাংযৌগিক [ সংযোগজনিত ] দ্রব্যেরদ্বারা যেমন বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই রীতিতেই বিপরীতভাবে "অপক্ষীয়তে" শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয় ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—দেবদত্ত শরীরের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অথবা ধনসম্পদের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এইভাবে "বর্ধতে" শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। "অপক্ষীয়তে" শব্দের ব্যাখ্যাও ঐ "বর্দ্ধতে" শব্দের ব্যাখ্যার মত। তবে বিপরীতভাবে। বৃদ্ধিতে যেমন শরীরাবয়বের উপচয় হয়, অপক্ষয়ে তার বিপরীত, শরীরাবয়বের অপচয় হয়। বৃদ্ধিতে যেমন সম্পদাদির উপচয় হয় অপক্ষয়ে তার বিপরীতভাবে সম্পদাদির অপচয় হয়। ইহাই অভিপ্রায় ॥ (জ) ॥

বিনশ্যতি [ বিনষ্ট হয় ] ইতি [ এই শব্দটি ] অপরভাবস্য [ অপর অর্থাৎ চরমভাবের ( বিনাশের ) ] আদিম্ [ প্রথম অবস্থাকে ] আচষ্টে [ বুঝায় ] পূর্বভাবম্ [ পূর্বভাব অর্থাৎ অপক্ষয়কে ] ন আচষ্টে [ বুঝায় না ] ন প্রতিষেধতি [ নিষেধ করে না ] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ ঃ—"বিনশ্যতি" এই শব্দটি চরমভাব অর্থাৎ বিনাশের প্রথমাবস্থাকে বুঝায়, অপক্ষয়কে বুঝায় না বা নিষেধ করে না ॥ (ঝ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বোক্তরীতিতে প্রত্যেকভাবের [ ক্রিয়ানির্বর্ত্যভাব বা ক্রিয়ার ] পূর্বাপর অনেক অবয়বরূপ ক্রিয়া থাকে। বিনাশেরও এরূপ পূর্বাপর অবয়ব আছে। বিনাশের আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ক্রিয়াবয়বগুলি বিনাশক্রিয়াকে বুঝায়। যখন বলা হয়—"ঘটঃ বিনশ্যতি" [ঘট নষ্ট হচ্ছে] তখন বুঝতে হবে যে বিনাশক্রিয়ার সমাপ্তি হয় নাই কিন্তু বিনাশক্রিয়ার আদি অর্থাৎ পূর্বাবস্থাকে বুঝাচ্ছে। যখন বলা হয় "ঘটো বিনষ্টঃ" তখন বিনাশক্রিয়ার সমাপ্তি হয়েছে ইহা বুঝা যায়। এইজন্য নিরুক্তকার বললেন—"বিনশ্যতি" শব্দটি অন্তিম ভাববিকারের [বিনাশের] আদিকে বুঝায়। এই বিনাশ ক্রিয়ার সময় "অপক্ষয়টি" বিদ্যমান। কারণ অপক্ষয় না হয়ে বিনাশ হয় না। তথাপি "বিনশ্যতি" শব্দটি

সেই পূর্বভাবরূপ অপক্ষয় অর্থকে বুঝায় না। যেহেতু এক অর্থেই বৃত্তি। আবার ঐ "বিনশ্যতি" শব্দটি অপক্ষয়ের নিষেধও করে না। যেহেতু বিনাশক্রিয়ার সময় অপক্ষয় বিদ্যমান ॥ (খ) ॥

ইতি নিরুক্তের নৈঘণ্টুককাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের তৃতীয়খণ্ডের অনুবাদ।

---

নৈঘণ্টুককাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের তৃতীয়খণ্ডের মূলের দুর্গাচার্যবৃত্তি।

"ষড়্ভাববিকারা ভবন্তী"তি। অপি চ লক্ষণবিদো বিগৃহ্ণন্তি ভাবশব্দং ভবতেঃ স্বপদার্থে ভবনং ভাবইতি। "সম্মাত্রং ভাবলিঙ্গং স্যাৎ" ইতি পঠন্তি। তস্য বিকারা ভাববিকারাঃ। ভবন্তীতিসামান্যাদাত্মনঃ প্রস্কন্দা ইব সন্ততত্বেন বৈশেষিকেণ ভাববিকারাত্মলাভায় ভবন্তি। ইতিপরঃ প্রযুজ্যমানঃ শব্দপদার্থকঃ।

ক এবমাহ—"ষড়্ ভাববিকারাঃ" ইতি? উচ্যতে—"বার্ষ্যায়ণিঃ" ইতি। তিকাদিপাঠাৎ ফিঞ্। আচার্য ইতি বাক্যশেষঃ। নির্দেশত উপলব্ধানাং ষড়িত্যবধারণং সুখার্থম্। অতোঽন্যে ভাববিকারা এতেষামেব ভাববিকারা ভবন্তীতি ॥ আহ কতমন্তদিতি? উচ্যতে—"জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি।"

আহ-এতেষাং জন্যাদীনাং ভাববিকারশব্দানাং কঃ কস্যাং বিকারাবস্থায়ামবস্থিতং ভাবমাচষ্টে, কং বা বিদ্যমানমপি নাচষ্টে, কং বা ন প্রতিষেধতীতি?

উচ্যতে—"জায়ত ইতি পূর্বভাবস্যাদিমাচষ্টে, নাপরভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি।" জনিঃ পূর্বো ভাবঃ, তস্য পূর্বভাবস্য ষন্নাং ভাববিকারাণাং যদি বা অন্যঃ যঃ পূর্বো ভাববিকারঃ, তস্য জায়ত ইত্যনেন শব্দেনাদিমাচষ্টে ॥

আহ—কিমাদিমেব? নেত্যুচ্যতে। উক্তমুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্যন্তমিতি। স এব পূর্বাপরীভূতো ভাবস্তাবদেব জায়ত ইত্যুচ্যতে, যাবন্নিষ্ঠাশব্দবাচ্যঃ সংবৃত্তোজাত ইতি। নাপরভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি। নেতি প্রতিষেধে, ন পরোভাবঃ অপরভাবঃ ॥

আহ—কস্মাদপরঃ? পৌর্বাপর্যং হি দেশকালকৃতম্। উচ্যতে—জনিশব্দবাচ্যো ভাববিকারঃ পূর্বঃ, তস্মাদপরকালোঽস্তিশব্দবাচ্যঃ। তত্রৈবং সতি জনিশব্দবাচ্যে ভাববিকারে অন্তেরপ্যর্থোঽস্তি বিদ্যমানতা। কিং কারণম্? নহ্যবিদ্যমানো জায়তে। অপি চ কারণাত্মনি ভাবে সর্ব এতে ভাববিকারাঃ সন্তি। সর্বার্থপ্রসবশক্তিত্বাত্তস্য। যথা পৃথিব্যাং ঘটাদয়ো ভাববিকারাঃ। তে তু দ্বারদ্বারিভাবেন বিশেষাত্মলাভং প্রাপ্নুবন্তি। তদ্‌যথা—জনিদ্বারেণাস্তিঃ, অস্তিদ্বারেণ বিপরিণতিঃ। কিংকারণম্? ন হ্যজাতোঽস্তীত্যুচ্যতে। নাপ্যবিদ্যমানো বিপরিণমত ইতি। তত্রৈবং সতি জায়ত ইত্যেষ শব্দো জন্মৈব কেবলং ব্রবীতি অবিবক্ষিতেতরভাববিশেষম্। কিং কারণম্? একার্থবৃত্তিত্বাচ্ছব্দস্য। অস্তিশব্দবাচ্যস্য ভাববিকারস্যাসম্পূর্ণত্বাৎ। অনবধৃতরূপংহি তস্যামবস্থায়াং তদ্ভবতি অনুমানগম্যং কিমপি জায়ত ইতি। তস্মাজ্জায়ত ইত্যেষ শব্দো জায়মানাবস্থায়ামস্তিত্বং বিদ্যমানমপি নাচষ্টে॥

আহ—যদি নাচষ্টে অর্থাদাপন্নং ভবতি প্রতিষেধতীতি। উচ্যতে—"ন প্রতিষেধতি" ইতি। অস্তিত্বস্য ন প্রতিষেধং করোতীত্যর্থঃ। কিং কারণম্? উচ্যতে—অস্তিত্বাত্মবানপি হ্যসৌ জায়েতৈতস্মিন্ প্রতিষিদ্ধেঽনাত্মক এব স্যাৎ। কমালম্ব্য জায়তে? যস্মান্নপ্রতিষেধত্যস্তিত্বম্। উপস্থিত এব চ প্রত্যাসন্নত্বস্যাবধারণকাল ইত্যতশ্চ ন প্রতিষেধতি॥

এবমেব প্রপঞ্চ উত্তরেষ্বপিভাববিকারেষু। সমাসতস্তু যত্র যদ্বক্তব্যং তত্র তদ্‌ব্রূমঃ॥ "অস্তীত্যুৎপন্নস্য সত্ত্বস্যাবধারণম্।" অস্তীতি জাতস্য সত্ত্বস্যাবধারণমাত্রং ব্রবীতি, ন বিপরিণামমাচষ্টে অপূর্ণত্বাৎ, ন প্রতিষেধত্যুপস্থিতত্বাৎ।

"বিপরিণমত ইত্যপ্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদ্বিকারম্।" বিপরিণমত ইত্যেষ শব্দোঽপ্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদপ্রভ্রশ্যমানস্য তত্ত্বাত্তদ্ভাবাদ্বিকারম্। যোঽস্য ভাবোঽস্তিত্বং পুরুষত্বং বা, তস্মাদ্‌বিকারং বিক্রিয়ামাত্রং ব্রবীতি, বৃদ্ধেরর্থমাচষ্টে' ন প্রতিষেধতি॥

"বর্ধত ইতি স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ম্, সাংযৌগিকানাং বাঽর্থানাম্।" বর্ধত ইত্যেষ শব্দঃ, স্বেষামঙ্গানাং শিরোগ্রীবাবাহূদরাদীনাং, সাংযৌগিকানাং বা হিরণ্যধান্যাদীনাম্, অভ্যুচ্চয়মাহ, অভ্যুচ্চিততাং ব্রবীতি। আহ কথং প্রয়োগঃ? উচ্যতে—"বর্ধতে বিজয়েনেতি বা বর্ধতে শরীরেণেতি বা" বর্ধতে বিজয়েনেতি

সাংযোগিকেষু উদাহরণম্ ॥ বর্ধতে শরীরেণেতি স্বাঙ্গাভ্যুচ্চয়ে। অত্র বর্ধত ইতি ব্রুবন্নপক্ষীয়তিমাচষ্টে, ন প্রতিষেধতি ॥

"অপক্ষীয়ত ইত্যনেনৈব ব্যাখ্যাতঃ প্রতিলোমম্।" যথৈব হি স্বাঙ্গৈঃ সাংযোগিকৈর্বা দ্রব্যৈরুপচীয়তে তথৈবাপক্ষীয়তে। তত্রাপি নাচষ্টে ন প্রতিষেধতি।" "বিনশ্যতীত্যপরভাবমাচষ্টে ন পূর্বভাবমাচষ্টে ন প্রতিষেধতি।" বিনাশ এবাপরভাবস্তস্যাদিমাচষ্টে। কিমাদিমেব? ন ইত্যুচ্যতে। উপক্রম-প্রভৃত্যপবর্গপর্যন্তমিত্যন্তং যাবদ্বিনষ্ট ইতি। স চ বিনাশং ব্রুবন্ অপূর্বভাব-মাচষ্টেঽপক্ষীয়তেরর্থং বিজ্ঞাতমপি তস্মিন্ বিনাশে কথং যুগপৎ অপক্ষীয়তে-রর্থো বিনাশেঽস্তীতি? উচ্যতে—ন হ্যনপক্ষীয়মাণো বিনশ্যেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি নিরুক্তে নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে তৃতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ ॥

# নৈঘণ্টুককাণ্ড প্রথমঅধ্যায়, প্রথমপাদ, তৃতীয় খণ্ড। চতুর্থখণ্ডঃ ( মূলম্ )

অতোঽন্যে ভাববিকারা এতেষামেব বিকারা ভবন্তীতি হ স্মাহ ॥ (ক) ॥ তে যথাবচনমভ্যূহিতব্যাঃ ॥ (খ) ॥ ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নঃ ॥ (গ) ॥ নামাখ্যাতয়োস্তু কর্মোপ-সংযোগদ্যোতকা ভবন্তি ॥ (ঘ) ॥ উচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবন্তীতি গার্গ্যঃ ॥ (ঙ) ॥ তদ্য এষু পদার্থঃ প্রাহুরিমে তন্নামাখ্যাতয়োরর্থবিকরণম্ ॥ (চ) ॥

## বিবৃতি

অতঃ [ এই জন্ম, অস্তিত্ব, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ থেকে ] অন্যে [ অন্য ] ভাববিকারাঃ [ ভাবপদার্থের বিকারসকল—( উৎপত্তি, বিদ্যমানতা, ভাবান্তরপ্রাপ্তি, পুষ্টি, ধ্বংস, লয় প্রভৃতি বিকার ) ] এতেষাম্ এব [ এই জন্মাদি ছয়টিরই ] বিকারাঃ [ বিকার ] ভবন্তি [ হয় ( এর মধ্যে অন্তর্ভূত হয় ) ] ইতি [ ইহা ] আহ স্ম [ বলেছেন ] [ বার্ষ্যায়ণিঃ ] [ বার্ষ্যায়ণি-আচার্য ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—এই জন্ম, অস্তিত্ব, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ ছয়টি ভাববিকার থেকে ভিন্নরূপে অভিমত—উৎপত্তি, বিদ্যমানতা, ভাবান্তর-প্রাপ্তি, পুষ্টি, ধ্বংস, লয় প্রভৃতি ভাববিকারগুলি এই ছয়টি ভাববিকারের অন্তর্ভূত ইহা বার্ষ্যায়ণি আচার্য বলেছেন ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—এই জন্মাদি ছয়টি ভাববিকার ব্যতীত—পুরাণত্ব, নূতনত্ব, অতীতত্ব, ভবিষ্যত্ত্ব ইত্যাদি ভাববিকার আছে বলে যাঁরা মনে করেন এবং জায়তে শব্দের বাচ্য নিষ্পন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয়, উদিত হয় বলে আমাদের প্রতীত হয়, অস্তিশব্দের বাচ্য বিদ্যমান থাকে, হয় ইত্যাদি, বিপরিণমতে শব্দের বাচ্য জীর্ণ হয়, ভাবান্তরপ্রাপ্ত হয়, বর্ধতে শব্দের বাচ্য—পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়, 'অপক্ষীয়তে' শব্দের বাচ্য—ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ভ্রষ্ট হয় ; বিনশ্যতিশব্দের বাচ্য মরে,

লয় প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি মনে হয়, এই গুলিও এই জন্মাদি ছয় ভাববিকারের অন্তর্গত বুঝতে হবে। বার্ষ্যায়ণি আচার্য ইহা বলেন ।। (ক) ।।

তে [ সেই জন্মাদিশব্দবাচ্য বিকারগুলি ] যথাবচনম্ [ যে শব্দের দ্বারা যে বিকার কথিত হয়—সেই শব্দের দ্বারা সেই বিকার ] অভ্যূহিতব্যাঃ [ বিতর্কের দ্বারা অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা বুঝে নিতে হবে ]।। (খ) ।।

অনুবাদ ঃ—সেই জন্মাদি ভাববিকারগুলি যেখানে যেরূপ শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সেইরূপ শব্দের দ্বারা যুক্তিপূর্বক বুঝে নিতে হবে ।। (খ) ।।

মন্তব্য ঃ—জন্মাদি ছয় ভাববিকার ব্যতীত অন্য ভাববিকার নাই। যে ভাববিকারগুলি জন্মাদি ছয় বিকার থেকে ভিন্ন বলে আপাততঃ মনে হয়, সেগুলিকে প্রকরণ ও যুক্তির সাহায্যে মন্ত্রার্থ নিশ্চয়ের জন্য সেগুলিকে প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে কোনবাক্যে "জায়তে" এইরূপ ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে উৎপদ্যতে—সম্ভবতি' ইত্যাদিপদের দ্বারা ব্যবহার করা হয় সেখানে সেই উৎপদ্যতে ইত্যাদি পদগুলি যে জন্মার্থবাচক তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু যেখানে "জায়তে ওদনঃ" এইরূপ ব্যবহার না করে—"পচতি ওদনম্" এইরূপ ব্যবহার করা হয় সেইখানে, ভাত পাক করছে—অর্থাৎ পাকের দ্বারা ভাত উৎপাদন করছে—এইরূপ পচতি শব্দের উৎপাদন করছে অর্থটি প্রকরণ ও যুক্তির সাহায্যে বুঝে নিতে হবে—এই কথা নিরুক্তকার বলছেন। তার কারণ এই নিরুক্তে মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যার জন্য যে গবাদিশব্দ বলা হয়েছে পরে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে—সেই ব্যাখ্যা করার সময় আপাত প্রতীয়মানরূপে অন্যপ্রকার শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলিকে প্রকরণ ও যুক্তির সাহায্যে এই ছয়টি ভাববিকারের কোন বিকারের অন্তর্গতরূপে অর্থ বুঝে নিতে হবে ।। (খ) ।।

উপসর্গের লক্ষণাদির বর্ণনা করছেন—

উপসর্গাঃ [ আখ্যাতকে উপগ্রহণকরে অর্থবিশেষ সৃষ্টি ( বর্ণনা ) করে এমন যে প্র প্রভৃতি উপসর্গগুলি ] নির্বদ্ধাঃ [ নাম ও আখ্যাত থেকে বিযুক্ত করে পদ ও বাক্যরূপে বিরচিত ], অর্থান্ [ কোন অর্থকে ] ন নিরাহুঃ [ নিশ্চিতরূপে বুঝায় না ] ইতি [ইহা] শাকটায়নঃ [শাকটায়ন বলেন] ।। (গ) ।।

অনুবাদ ঃ—আখ্যাতকে উপগ্রহণ অর্থাৎ গ্রহণ করে অর্থবিশেষ [ সৃজন্তি ] সৃষ্টিকরে এইরূপ অর্থে প্র প্রভৃতিকে উপসর্গ বলে সেই উপসর্গগুলি নাম ও

আখ্যাত থেকে বিযুক্ত হয়ে যদি পদ ও বাক্যরূপে বিরচিত হয়, তাহলে তারা [ উপসর্গরা ] নিশ্চিতরূপে কোন অর্থ বুঝাতে পারে না ইহা শাকটায়নের মত ।। (গ) ।।

মন্তব্য ঃ—উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নাই। কিন্তু উহারা আখ্যাতের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে—আখ্যাতের অর্থবিশেষকে বুঝায়। এইরূপ নামের সহিত প্রযুক্ত হয়ে নামের অর্থবিশেষকে বুঝিয়ে দেয়। এই হেতু উপসর্গ দ্যোতক অর্থাৎ উহাদের নামাখ্যাতার্থদ্যোতকত্ব আছে, নিজেদের অর্থাভিধানশক্তি নাই। অর্থাৎ বাচক নয়। যেমন 'পদ' থেকে বর্ণগুলি পৃথক্ পৃথক্ করে প্রয়োগ করলে তার কোন অর্থ থাকে না বা বাক্য থেকে পদগুলিকে পৃথক্ করে প্রয়োগ করলে যেমন সেই পদের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ জানা যায় না। সেইরূপ নাম ও আখ্যাত থেকে উপসর্গকে পৃথক্ প্রয়োগ করলে তার কোন অর্থ থাকে না। যেহেতু উপসর্গগুলি নাম ও আখ্যাতের অর্থবিশেষকেই দ্যোতিত করে নাম ও আখ্যাতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। উপসর্গের এই দ্যোতকত্ব-মতটি প্রাচীন ঋষি শাকটায়নের অভিমত। পরসূত্রে তিনি এই বিষয়ে যুক্তি বলেছেন। তার পরবর্তী সূত্রে গার্গ্যের মত বলা হবে। গার্গ্যের মতে উপসর্গের বাচকত্ব আছে ।। (গ) ।।

নামাখ্যাতয়োঃ [ নাম ও আখ্যাতের ] তু [ ই ] কর্মোপসংযোগদ্যোতকাঃ [ কোন বিশেষসংযুক্তকরে নামাখ্যাতের অর্থের দ্যোতক ] ভবন্তি [ হয় ] [ উপসর্গাঃ ] [ উপসর্গগুলি ] ।। (ঘ) ।।

অনুবাদ ঃ—উপসর্গগুলি কোন বিশেষকে সংযুক্ত করে নাম ও আখ্যাতের অর্থকেই দ্যোতিত করে ।। (ঘ) ।।

মন্তব্য ঃ—সূত্রে তু শব্দটি অবধারণার্থক। নামাখ্যাতয়োস্তু—মানে নাম ও আখ্যাতেরই। নাম ও আখ্যাতেরই কি ? তার উত্তরে বলা হয়েছে—"কর্মোপসংযোগদ্যোতকাঃ" এখানে কর্ম মানে অর্থ। অর্থাৎ নাম ও আখ্যাতেরই যে কর্ম মানে অর্থ। সেই অর্থে যে উপসংযোগ মানে বিশেষ কর্মণি-উপসংযোগঃ—কর্মোপসংযোগঃ, তস্য দ্যোতকাঃ। অর্থাৎ নাম ও আখ্যাতেরই যে অর্থ, তাতে যে বিশেষ, সেই বিশেষকে সংযুক্ত করে উপসর্গ-গুলি দ্যোতক হয়। অর্থাৎ উপসর্গের সহিত নাম ও আখ্যাতের সংযোগ হলে, নাম ও আখ্যাতের অর্থবিশেষই অভিব্যক্ত হয়। যেমন প্রদীপের সংযোগ হলে

দ্রব্যের যে গুণবিশেষ যেমন, কোন বস্ত্রের শুক্লগুণ=তাহা বস্ত্রাশ্রিত হয়েই অভিব্যক্ত হয়। শুক্লগুণটি প্রদীপের গুণবলে অভিব্যক্ত হয় না, কিন্তু উহা বস্ত্রের গুণ বলেই অভিব্যক্ত হয়। সেইরূপ নাম ও আখ্যাতের সহিত উপসর্গগুলি সংযুক্ত হয়ে নাম ও আখ্যাতেরই অর্থবিশেষকে নামাখ্যাতের অর্থরূপেই অভিব্যক্ত করে—উপসর্গের অর্থরূপে নয়। মোটকথা উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নাই। ইহাই শাকটায়নের অভিপ্রায় ॥ (ঘ) ॥

উপসর্গের বাচকত্ব মত বলছেন—

পদার্থাঃ [ উপসর্গরূপপদের অর্থ ] উচ্চাবচাঃ [ নানাপ্রকার ] ভবন্তি [ হয় ] ইতি [ ইহা ] গার্গ্যঃ [ গার্গ্যনামক আচার্য ] [ মন্যতে ] [ মনে করেন ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—উপসর্গনামকপদের অর্থ নানাপ্রকার ইহা গার্গ্যাচার্য মনে করেন ॥ ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—"উচ্চাশ্চ অবচাশ্চ" এইরূপ অর্থে "উচ্চাবচা" পদটি সমাস নামক প্রাতিপদিক হয়েছে। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে উদ্‌ক চ অবাক্‌ চ এইরূপ ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাস করে "উচ্চাবচম্‌" নপুংসকলিঙ্গকপদরূপে সাধন করা হয়েছে। কিন্তু এখানে নিরুক্তে পূর্বোক্তরূপে দুর্গাচার্য সমাস বাক্য দেখিয়েছেন। উভয়ত্রই "উচ্চাবচ" শব্দের অর্থ কিন্তু [ একই ] নানাবিধ। মূলে যে "পদার্থাঃ" পদটি আছে তার ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য বলেছেন "পদানাম্‌" উপসর্গ-পদানাম্‌ অর্থাঃ পদার্থাঃ। অর্থাৎ এখানে পদ বলতে পূর্বপ্রক্রান্ত "উপ-সর্গকেই" পদ বলে ধরা হয়েছে। সেই উপসর্গপদের অর্থ উচ্চাবচ অর্থাৎ নানাপ্রকার আছে। ইহা "গার্গ্যঃ" মানে গার্গ্য আচার্য। গার্গ্য আচার্য কি ? কোন ক্রিয়া না থাকায় আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। এইজন্য দুর্গাচার্য বলেছেন "মন্যতে" ইতি বাক্যশেষঃ। অর্থাৎ "মন্যতে" এইরূপ একটি ক্রিয়ার অধ্যাহার করে বাক্যের সমাপ্তি করতে হবে। তাহলে নিরকাঙ্খরূপে বাক্যার্থের জ্ঞান হয়ে যায়। দুর্গাচার্য গার্গ্যের পক্ষ অবলম্বন করে শাকটায়নের মত খণ্ডনের জন্য বলেছেন এই প্র প্রভৃতি উপসর্গগুলির প্রত্যেকেরই নাম এবং আখ্যাত থেকে বিযুক্ত হলেও অনেক অর্থ আছে। প্র এই উপসর্গটি আদি কর্ম অর্থাৎ আরম্ভ, উদীর্ণ ( উদ্‌গত ) ও ভৃশ [ অতিশয় ] অর্থ বুঝায় ইত্যাদি। শাকটায়ন উপসর্গের পৃথগর্থ নাই ইহা প্রতিপাদন করবার জন্য যে বর্ণের উদাহরণ

বলেছিলেন অর্থাৎ পদথেকে বিযুক্ত হলে প্রত্যেক বর্ণের কোন অর্থ নাই বলেছিলেন, তার উত্তরে গার্গ্য বলেন—উহা ঠিক নয়। প্রত্যেক বর্ণেরও অর্থাভিধানশক্তি আছে। যদি প্রত্যেকবর্ণের অর্থ না থাকত তাহলে সেই অনর্থক বর্ণের দ্বারা ঘটিত [ গঠিত ] পদও নিরর্থক হত। পদ নিরর্থক হলে সেই পদঘটিত বাক্যও নিরর্থক হত। সেই অনর্থক বাক্যের দ্বারা আরব্ধ বেদাদি শাস্ত্রও অনর্থক হয়ে যেত। তাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য বিদ্বান্‌গণের বেদে [ বেদাভ্যাসে বা বেদাধ্যয়নে ] যে উদ্যম তাহা অনর্থক হয়ে যেত। সুতরাং প্রত্যেকবর্ণেরই সামান্যভাবে অর্থ বুঝবার শক্তি আছে। যেমন মৃত্তিকার অবয়বগুলির প্রত্যেক অবয়বেসামান্যভাবে মৃন্ময়ভাণ্ড উৎপাদন করবার শক্তি আছে। ঘট উৎপাদন করতে গেলে সেই ঘটে মৃত্তিকার অবয়বগুলির ঘটোৎপাদন শক্তি অভিব্যক্ত হয়। এইরূপ প্রত্যেকবর্ণের সামান্য ভাবে অর্থাভিধান শক্তি আছে। কোন পদের সংঘটন হলে অর্থাৎ বর্ণগুলি সমুদিতরূপে পদের অবস্থা প্রাপ্ত হলে তখন সেই বর্ণগুলির সামান্যরূপে অর্থাভিধানশক্তিটি বিশেষ অর্থাভিধানে পর্যবসিত হয়। প্রদীপেরও নিজের প্রকাশরূপ প্রয়োজন বা অর্থ আছে। সেই প্রকাশরূপ প্রয়োজনের দ্বারা প্রদীপ প্রয়োজনবান্ হয়ে প্রকাশ্য অর্থকে প্রকাশিত করে নিজের [ প্রদীপের ] প্রকাশনা শক্তিকে অভিব্যক্ত করে। প্রকাশ্য অর্থই [ পদার্থই ] প্রদীপের প্রকাশাভি-ব্যক্তির আধার। এইরূপ উপসর্গেরও নানাপ্রকার অর্থাভিধান শক্তি আছে। উপসর্গ তার সেই স্বার্থাভিধান শক্তিকে নাম এবং আখ্যাতে অভিব্যক্ত করে। কারণ উপসর্গের অর্থাভিধানশক্তির অভিব্যক্তির আধার বা অভিব্যঞ্জক হচ্ছে নাম ও আখ্যাত। অতএব প্রত্যেক বর্ণের যেমন অর্থ আছে, উপসর্গেরও সেইরূপ অর্থ আছে। আর শাকটায়ন যে বলেছিলেন—নাম এবং আখ্যাতেরই বিশেষঅর্থ উপসর্গ সংযোগে অভিব্যক্ত হয়—তাহাও ঠিক নয়। যেহেতু নাম ও আখ্যাত যদি বিশেষ অর্থ বুঝাতে সমর্থ হত, তাহলে সে উপসর্গকে অপেক্ষা করত না। কারণ যে যে বিষয়ে সমর্থ সে সেই বিষয়ে অন্যকে অপেক্ষা করে না। অথচ নাম ও আখ্যাত যখন বিশেষ অর্থের বোধনে উপসর্গকে অপেক্ষা করে তখন বুঝতে হবে যে উপসর্গেরই অর্থ হচ্ছে ক্রিয়াবিশেষ। আর আখ্যাতের অর্থ হচ্ছে ক্রিয়াসামান্য। অতএব উপসর্গের বাচকত্ব সিদ্ধ হল।। (৩) ।।

তদ্য এষু পদার্থঃ প্রাহুরিমে তম্ নামাখ্যাতয়োরর্থবিকরণম্ ॥ (চ) ॥

তৎ [ তস্মাৎ ] এষু [ এই উপসর্গগুলিতে ] যঃ [ যে ] পদার্থঃ [ উপসর্গের স্বকীয় অর্থ ] [ বিদ্যমানঃ ] [ বিদ্যমান আছে ] ইমে [ এই উপসর্গগুলি ] তম্ [ সেই নিজস্ব অর্থকে ] নামাখ্যাতয়োঃ [ নাম ও আখ্যাতের ] অর্থ-বিকরণম্ [ অর্থভেদকে ] প্রাহুঃ [ বলে—( বুঝায় ) ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ ঃ—সুতরাং এই উপসর্গগুলির যে নিজস্ব অর্থ আছে, যাহার দ্বারা তারা [ উপসর্গ ] নাম ও আখ্যাতের বিশেষ বিশেষ অর্থভেদকে বুঝাতে পারে, সেই অর্থভেদকে তারা [ উপসর্গ ] বুঝায় ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—উপসর্গগুলির প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। সেইজন্য উপসর্গগুলি নাম ও আখ্যাতের সহিত যুক্ত হয়ে যে নাম ও আখ্যাতের অর্থবিকার অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝায়—সেই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ অর্থ উপসর্গেরই আছে। কেবলমাত্র সে [ উপসর্গ ] তার বিশেষ বিশেষ নিজ অর্থকে বুঝাবার জন্য নাম ও আখ্যাতরূপ আধারকে অবলম্বন করে তাতে তার [ উপসর্গের ] বিশেষার্থাভিধান শক্তিকে অভিব্যক্ত করে। ইহাই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং উপসর্গের অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ বাচকত্ব সিদ্ধ হল। ইহাই গার্গ্যের অভিমত। (চ)

ইতি নিরুক্তে নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে চতুর্থ খণ্ডের মূলানুবাদ।

---

নৈঘণ্টুককাণ্ডের ১।১।৪র্থ খণ্ডের দুর্গাচার্যবৃত্তি

আহ—এতেভ্যো ভাববিকারেভ্যঃ কিমন্যেঽপি ব্যতিরিক্তাঃ সন্তি ভাব-বিকারাঃ ন বা ইত্যুচ্যতে "অতোঽন্যে ভাববিকারা এতেষামেব বিকারা ভবন্তি ইতি হ স্মাহ।" অতো ভাববিকারষট্কাদ্ যেঽন্যত্বেন ভাববিকারা লক্ষ্যন্তে তে ন পৃথক্ পৃথগত্যন্তভিন্নাঃ সন্তি। কিন্তর্হি ? এতেষামেব বিকারা ভবন্তি। তদ্ যথা জনিশব্দবাচ্যো ভাববিকারোঽনেকপ্রভেদভিন্নোঽনেকপর্যায়শব্দবচনো নিষ্পদ্যতে অভিব্যজ্যতে উত্তিষ্ঠতীত্যেবমাদ্যুপেক্ষিতব্যম্। তথা অস্তিশব্দ-বাচ্যোঽনেকপ্রভেদভিন্নোঽনেকপর্যায়বচনশ্চ অস্তি, বিদ্যতে, ভবতীত্যেবমাদি।

তথা বিপরিণমতিশব্দবাচ্যো বিপরিণমতে, জীর্যতি, ভাবান্তরমাপদ্যতে ইত্যেবমাদি। তথা অপক্ষীয়তিশব্দবাচ্যো ধ্বস্যতি ভ্রশ্যতি ইত্যেবমাদি। তথা বিনশ্যতিশব্দবাচ্যো বিনশ্যতি, ম্রিয়তে, বিলীয়তে ইত্যেবমাদি। "ইতি হ স্মাহ।" এবমাহাচার্যো বার্ষ্যায়ণিরিত্যনুবর্ততে॥

"তে যথাবচনমভ্যূহিতব্যাঃ"। ত এতে জন্যাদিশব্দবাচ্যাঃ বিকারাঃ, যথাবচনং যে যস্মিন্ বচনে যথাবচনমবস্থিতাঃ সন্তঃ প্রকরণোপপত্তিভ্যাং মন্ত্রার্থাবধারণং প্রতি অভ্যূহিতব্যাঃ বিতর্ক্যাঃ প্রযুজ্যমানা ইতি বাক্যশেষঃ। সর্ব এব ধাতবো ভাববচনাস্তেষামিহাধ্যয়নে প্রাপ্তে শাস্ত্রাতিগৌরবভয়াদেতল্লক্ষণমুৎসৃষ্টম্। ইহ শাস্ত্রে ব্যাখ্যাশৈলীয়ং দ্রষ্টব্যা—উদ্দেশো নির্দেশঃ প্রতিনির্দেশ ইতি। তত্রোদ্দেশঃ সূত্রস্থানীয়ঃ। তদ্‌যথা—ষড়্ভাববিকারা ইতি। নির্দেশো বৃত্তিস্থানীঃ। তদ্‌যথা—জায়তেঽস্তি বিপরিণমত ইতি। প্রতিনির্দেশো বার্তিকস্থানীয়ঃ। তদ্‌যথা জায়ত ইতি পূর্বভাবস্যাদিমাচষ্ট ইতি। এবং সর্বত্র যথাসম্ভবং যোজ্যম্।

সানুষঙ্গমুক্তং নামাখ্যাতয়োর্লক্ষণং, নাম্নস্তু কিঞ্চিদবশিষ্যতে, তদবসরপ্রাপ্তমপি সদধুনা নোচ্যতে, পদচতুষ্টবলক্ষণপ্রতিজ্ঞাব্যাঘাতভয়াৎ উক্তা পদচতুষ্টবলক্ষণং চতুর্থেন পাদেন তদ্‌বক্ষ্যামঃ।

প্রতিজ্ঞাপ্রসক্তমেবাধুনা উপসর্গলক্ষণমুচ্যতে। আহ—বক্ষ্যতি ভবানুপসর্গলক্ষণমিদমেব তাবদুচ্যতাম্—কিমিমে উপসর্গাণামাখ্যাতবৎ পদচতুষ্টবান্নিষ্কৃষ্য বদ্ধাঃ সতোঽর্থানাহুঃ? ন ইত্যুচ্যতে—'ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নঃ।" নেতি প্রতিষেধে। নিষ্কৃষ্য নামাখ্যাত মধ্যাৎ পদবাক্যরূপেণ বিরচিতাঃ সন্তঃ। কে পুনস্তে? উপসর্গাঃ। আখ্যাতমুপগৃহ্যার্থবিশেষমিমে তস্যৈব সৃজন্তীত্যুপসর্গাঃ। "অর্থান্নিরাহুরিতি শাকটায়নঃ।" নিশ্চয়েন সতোঽর্থানাহুঃ। সাক্ষান্ন তেষামর্থাভিধানশক্তিরস্তি, পৃথগ্‌বিরচিতানামিত্যভিপ্রায়ঃ। যথা—বর্ণানাং পদাদপগতানামর্থাভিধানশক্তির্নাস্তি এবমেতেষামপি নামাখ্যাতবিয়োগেঽর্থাভিধানশক্তির্নাস্তি। ক এবমাহ? শাকটায়নঃ। শকটস্যাপত্যং নড়াদিপাঠাৎ ফক্, শাকটায়নঃ।

আহ—কথং তেষামর্থবত্তেতি? উচ্যতে—"নামাখ্যাতয়োস্তু কর্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তি।" তুশব্দোঽবধারণার্থঃ। নামাখ্যাতয়োরেব যোঽর্থঃ

কর্ম, তত্রৈব বিশেষং কঞ্চিদুপসংযুজ্য দ্যোতয়ন্তি। স এষ নামাখ্যাতয়োরেবার্থ-বিশেষ উপসর্গসংযোগে সতি ব্যজ্যতে। যথা প্রদীপসংযোগে দ্রব্যস্য গুণ-বিশেষোঽভিব্যজ্যমানো দ্রব্যাশ্রয় এব ভবতি, ন প্রদীপাশ্রয়ঃ।

আহ—কোঽন্যথা ব্রবীতি যেনৈবমুচ্যতে "শাকটায়ন এবমাহেতি।" শৃণু—"উচ্চাবচাঃ পদার্থা ভবন্তীতি গার্গ্যঃ।" উচ্চাশ্চাবচাশ্চ উচ্চাবচাঃ বহুপ্রকারা ইত্যর্থঃ। এষামুপসর্গপদানামর্থাঃ পদার্থা ভবন্তি বিযুক্তানামপি নামাখ্যাতাভ্যামিতি গার্গ্যঃ। আচার্যো মন্যত ইতি বাক্যশেষঃ। একৈকোঽ-প্যেষাং প্রাদীনাং নামাখ্যাতবিয়োগেঽপি অনেকার্থ ইত্যভিপ্রায়ঃ। তদ্যথা—প্রেত্যাদিকর্মোদীর্ণো ভৃশার্থে ইত্যভিধানে শক্তিরস্ত্যেবেত্যেবমাদ্যুপলক্ষিতব্যং লক্ষণশাস্ত্রে। যৎপুনরেতদুক্তং বর্ণবদিতি অনভ্যুপগমাদযুক্তম্। ন হ্যভ্যু-পগতমস্মাভিরেতদনর্থকা বর্ণা ইতি। সামান্যা হি বর্ণেষ্বভিধানশক্তিরস্ত্যেব। যথা মৃদোঽবয়বেষু সর্বমৃন্ময়ভাণ্ডারম্ভশক্তিঃ। সা তু পদত্বেন সমুদিতানামর্থ বিশেষেঽবতিষ্ঠতে। যথা মৃদোঽবয়বানাং ঘটে ঘটারম্ভশক্তিরভিব্যজ্যতে। এবং তত্র যদুক্তং "বর্ণবদনর্থকা উপসর্গা নামাখ্যাতবিয়োগাৎ" ইত্যেতদযুক্তম্। অপি চ বর্ণৈরনর্থকৈরারভ্যমাণং পদমপ্যনর্থকমেব স্যাৎ, ন হ্যশুক্লৈস্তন্তু-ভিরারভ্যমাণঃ পটঃ শুক্লো ভবতি। ততশ্চ পদৈরনর্থকৈরারভ্যমাণং বাক্য মনর্থকমেব স্যাৎ, বাক্যৈশ্চানর্থকৈরারব্ধং শাস্ত্রমপ্যনর্থকমেব স্যাৎ। ততশ্চাভ্যু-দয়নিঃশ্রেয়সার্থো যোঽয়মভ্যুদ্যমস্তস্যাপ্রত্যয়েন বিদুষামপ্যনর্থক এব স্যাৎ। অনিষ্টঞ্চৈতৎ। তস্মাদর্থবন্তো বর্ণা ইত্যুপপন্নম্। যৎপুনরেতদুক্তম্—"প্রদীপ বদনর্থকা উপসর্গা" ইতি। তত্রোচ্যতে—প্রদীপোঽপি স্বেনার্থেন প্রকাশাখ্যে-নার্থবানেব। সত্যপি চার্থবত্ত্বে প্রকাশ্যমর্থমাধারভূতং প্রত্যাসন্নন্ স্বং প্রকাশন শক্তিমভিব্যনক্তি। এবমুপসর্গা অর্থবন্তোঽপি সন্তঃ স্বার্থাভিধানশক্তিমনেক প্রকারাং বিদ্যমানামপি স্বার্থাভিধানশক্ত্যাধারভূতে নামাখ্যাতে প্রত্যাসন্নাভি ব্যঞ্জয়ন্তি। তত্র যদুক্তং "প্রদীপবদনর্থকা উপসর্গাঃ" ইতি এতদযুক্তম্। নামাখ্যাতয়োরেবাসাবর্থ উপসর্গসংযোগে সতি উপজায়ত ইতি, তত্র ব্রূমঃ, ন হি লোকে যো যত্র সমর্থো ভবতি, স তত্রান্যমপেক্ষতে নামাখ্যাতে চার্থবিশেষং প্রত্যুপসর্গসংযোগমপেক্ষতে। তস্মাদুপপন্নমুপসর্গস্য ক্রিয়াবিশেষোঽর্থঃ। ক্রিয়াসামান্যমাত্রমাখ্যাতস্যেতি।

তত্র যদুক্তম্ "অনর্থকাঃ পৃথগবস্থিতা উপসর্গাঃ" ইতি, তদযুক্তম্। কুতঃ?

"তদ্য এষু পদার্থঃ প্রাহুরিমে তম্"। তদেতদুপপন্নং ভবতি। য এষূপসর্গেষু স্থোঽনেকপ্রকারোঽর্থ ইতি প্রাহুরেব, তমিমে উপসর্গাঃ পদবিশেষাঃ পৃথগপি সন্তঃ ॥

কঃ পুনরসাবিতি? উচ্যতে—"নামাখ্যাতয়োবর্থবিকরণম্।" অর্থবিক্রিয়ামিত্যর্থঃ। তস্মাদর্থবন্ত এবেতি ॥ ৪ ॥

ইতি নিরুক্তে নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে চতুর্থখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ ॥

---

## নৈঘণ্টুককাণ্ডঃ প্রথমাধ্যায়ঃ, প্রথমপাদঃ, পঞ্চমখণ্ডঃ ( মূলম্ )

আ ইত্যর্বাগর্থে ॥ (ক) ॥ প্রপরেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্ ॥ (খ) ॥ অভীত্যাভিমুখ্যম্ ॥ (গ) ॥ প্রতীত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্ ॥ (ঘ) ॥ অতি সু ইত্যভিপূজিতার্থে ॥ (ঙ) ॥ নিদুরিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্ ॥ (চ) ॥ ন্যবেতি বিনিগ্রহার্থীয়ৌ ॥(ছ)॥ উদিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্ ॥ (জ) ॥ সমিত্যেকীভাবম্ ॥ (ঝ) ॥ ব্যপেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্ ॥ (ঞ) ॥ অন্বিতি সাদৃশ্যাপরভাবম্ ॥ (ট) ॥ অপীতি সংসর্গম্ ॥ ঠ ॥ উপেত্যুপজনম্ ॥ (ড) ॥ পরীতি সর্বতোভাবম্ ॥ (ঢ) ॥ অধীত্যুপরিভাবমৈশ্বর্যং বা ॥(ণ)॥ এবমুচ্চাবচানর্থান্ প্রাহুস্ত উপেক্ষিতব্যাঃ ॥ (ত) ॥ ইতি পঞ্চমঃখণ্ডঃ।

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃপাদঃ।

## বিবৃতি

আ [ আ ] ইতি [ এই উপসর্গটি ] অর্বাগর্থে [ মর্যাদা অর্থে ] প্রযুজ্যতে [ প্রযুক্ত হয় ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—'আ' এই উপসর্গটি মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয় ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—এক একটি উপসর্গের অনেক অর্থ আছে। এখানে নিরুক্তে এক একটি অর্থ দেখান হয়েছে এইজন্য যে, উপসর্গের অর্থ আছে ইহা জানিয়ে দেওয়া। 'আ' এই উপসর্গটি অর্বাক অর্থাৎ মর্যাদা অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন, "আ পর্বতাৎ" অর্থাৎ পর্বত থেকে ইত্যাদি ॥ (ক) ॥

প্র, পরা ইতি [ প্র ও পরা এই দুইটি উপসর্গ ] এতস্য [ 'আ' এই উপসর্গের ] প্রাতিলোম্যম্ [ বিপরীত অর্থ ] [আহতুঃ] প্রকাশিত করে ॥(খ)॥

অনুবাদ ঃ—প্র ও পরা এই দুইটি উপসর্গ 'আ' এই উপসর্গের বিপরীত অর্থ বলে অর্থাৎ বুঝায় ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—"আগতঃ" বললে বক্তার সান্নিধানে কেহ এসেছে—ইহা বুঝা যায়। কিন্তু "প্রগতঃ" বা "পরাগতঃ" বললে বক্তার নিকট থেকে দূরে কেহ চলে গেছে—ইহা বুঝায়। এইজন্য—প্র ও পরা এই দুইটি উপসর্গ 'আ' উপসর্গের বিপরীত অর্থ বুঝায়। "প্রগতঃ বা পরাগতঃ বললে বক্তার নিকট থেকে কেহ দূরে চলে গেছে ইহা বুঝায় ॥ (খ) ॥

অভি ইতি [ অভি এই উপসর্গটি ] আভিমুখ্যম্ [ বক্তার অভিমুখে ] [ আহ ] [ বলে—প্রকাশ করে ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—অভি এই উপসর্গটি [ বক্তার ] আভিমুখ্য অর্থকে প্রকাশিত করে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—"অভিগতঃ" বললে বুঝায় কোন ব্যক্তি অপর লোকের অভিমুখে [ সম্মুখে ] এসেছে। এইজন্য অভি উপসর্গ আভিমুখ্যার্থবোধক ॥ (গ)।

প্রতি ইতি [ প্রতি এই উপসর্গটি ] এতস্য [ অভি উপসর্গের অর্থের প্রতিলোম্যম্ [ বিপরীত ] [ অর্থপ্রকাশক ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—প্রতি এই উপসর্গটি অভি উপসর্গের অর্থের বিপরীত অর্থবোধক ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—অভি উপসর্গের অর্থ আভিমুখ্যে, আর প্রতি উপসর্গের অর্থ তার বিপরীত অর্থাৎ পরাঙ্মুখতা। যেমন—"প্রতিগতঃ" বললে বুঝায় যে ফিরে গেছে ॥ (ঘ) ॥

অতি সু ইতি [ অতি ও সু এই দুইটি উপসর্গ ] অভিপূজিতার্থে [ অভি-পূজিত অর্থের ] [ বাচক ] [ অভিধাশক্তিমান্ ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—অতি ও সু এই দুইটি উপসর্গ অভিপূজিত অর্থের বাচক ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—অভিপূজিত অর্থাৎ প্রশস্ত অর্থে অতি ও সু উপসর্গ দুইটি প্রযুক্ত হয়। যেমন "অতিধনঃ" "সুব্রাহ্মণঃ" বললে বুঝায় প্রশস্তধন বা প্রশস্তব্রাহ্মণ ॥ (ঙ) ॥

নির্ দুর্ ইতি [ নির্ ও দুর্ এই দুইটি উপসর্গ ] এতয়োঃ [অতি ও সু উপসর্গের অর্থের ] প্রাতিলোম্যম্ [ বিপরীত অর্থ ] [বাচক ] [ বাচক ] ॥(চ)॥

অনুবাদ ঃ—নির্ ও দুর্ এই দুইটি উপসর্গ অতি ও সু এই দুইটির অর্থের বিপরীত অর্থের বোধক ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—অতি ও সু প্রশস্ত অর্থকে বুঝায়। কিন্তু নির্ ও দুর্ তার বিপরীত অর্থাৎ নিন্দিত অর্থকে বুঝায়। যেমন "নির্ধনঃ" বললে, যাকে বলা হয় তাকে নিন্দিত অর্থে বুঝায়। "দুর্ব্রাহ্মণঃ" বললেও নিন্দিত ব্রাহ্মণ বুঝায় ।। (চ) ।।

নি অব ইতি [ নি ও অব—এই দুইটি উপসর্গ ] বিনিগ্রহার্থীয়ৌ বিগ্রহার্থক ও নিগ্রহার্থক ] [ হয় ] ।। (ছ) ।।

অনুবাদ ঃ—নি উপসর্গটি নিগ্রহার্থক এবং অব উপসর্গট বিগ্রহার্থক ।।(ছ)।।

মন্তব্য ঃ—"বিনিগ্রহার্থীয়ৌ" এই পদটিকে ব্যুৎপাদন করলে এইরূপ হয়। বি চ নি চ "বিনী" প্রথমে এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস। তারপর বিন্যোঃ গ্রহঃ বিনিগ্রহঃ। দ্বন্দ্বসমাসের আদিতে বা শেষে যে শব্দ শোনা যায় তাহা দ্বন্দ্বান্তর্গত প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ হয়। [ দ্বন্দ্বান্তে দ্বন্দ্বাদৌ বা শ্রূয়মাণং পদং প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে ] এই নিয়ম অনুসারে গ্রহপদটি 'বি'র সংগে ও 'নি'র সঙ্গে সম্বন্ধ হবে। সুতরাং বিগ্রহঃ ও নিগ্রহঃ এইরূপ দুইটি পদ পাওয়া যায়। তারপর "বিনিগ্রহো অর্থো যয়োঃ তৌ বিনিগ্রহার্থৌ। তারপর "বিনিগ্রহার্থৌ এব বিনিগ্রহার্থীয়ৌ" বিনিগ্রহার্থৌ পদের উত্তর স্বার্থে ছঃ করে 'ছ' স্থানে ঈয় করে—"বিনিগ্রহার্থীয়ৌ" পদটি সিদ্ধ হয়। যদিও "ন্যব ইতি" এইরূপ প্রথমে নি ও পরে বি আছে তথাপি "বিনিগ্রহার্থীয়ৌ" পদটিকে উল্টোদিক্ থেকে সম্বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ নি উপসর্গটি নিগ্রহার্থক হয় এবং অব উপসর্গটি বিগ্রহার্থক হয়। যেমন "নিগৃহ্লাতি" বললে বুঝায় যে নিগ্রহ করে। অবগৃহ্লাতি বললে বুঝায় বিগ্রহ করে বা অবগ্রহ করে। দুইটি পদকে বা বহুপদকে বিভক্ত করে উচ্চারিত করার নাম বিগ্রহ। আর সেই দুইটি পদের অর্থ বিভাগ করবার জন্য যে দুইটি পদকে অবিচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ তার নাম অবগ্রহ ।। (ছ) ।।

উৎ [ উৎ ] ইতি [এই ( উপসর্গটি ] এতয়োঃ [ নি ও অব উপসর্গের অর্থের ] প্রাতিলোম্যম্ [ বিপরীত অর্থ ] [ বাচক ] [ বোধক ] ।। (জ) ।।

অনুবাদ ঃ—উৎ এই উপসর্গটি নি ও অব উপসর্গের বিপরীতার্থ-বোধক ।। (জ) ।।

মন্তব্য ঃ—'নিগৃহ্লাতি, অবগৃহ্লাতি' বললে সামান্যভাবে নীচের দিকে

গ্রহণ বুঝায়। আর 'উদ্‌গৃহ্লাতি' বললে উপরের দিকে গ্রহণ বুঝায়। এইহেতু 'উদ্' উপসর্গটি নি ও অব উপসর্গের বিপরীতার্থবোধক ।। (জ) ।।

সম্ ইতি [ সম্ এই উপসর্গটি ] একীভাবম্ [ একীভাব রূপ অর্থকে ] আহ [ বলে ] ।। (ঝ) ।।

অনুবাদ :—সম্ এই উপসর্গটি একীভাব রূপ অর্থের বোধক।। (ঝ) ।।

মন্তব্য :—সম্ উপসর্গটি একীভাবার্থবোধক। যেমন্ "সংগৃহ্লাতি" বললে কতকগুলি পদার্থের একীভাব করছে বুঝায় ।। (ঝ) ।।

বি, অপ ইতি [ বি ও অপ—এই দুইটি উপসর্গ ] এতস্য [ সম্ এই উপসর্গের ] প্রাতিলোম্যম্ [ বিপরীত অর্থকে ] [ আহতুঃ ] [বুঝায়] ।। (ঞ) ।।

অনুবাদ :—বি ও অপ এই দুইটি উপসর্গ সম্ উপসর্গের বিপরীত অর্থকে বুঝায় ।। (ঞ) ।।

মন্তব্য :—সংগৃহ্লাতি বললে যেমন অনেক পদার্থের মিলন বা মিশ্রণকরাকে বুঝায়, বিগৃহ্লাতি অপগৃহ্লাতি বললে অনেক মিশ্রিত বস্তুর পৃথক্‌করণ বা বিভাগকরণকে বুঝায়। এইজন্য বি ও অপ উপসর্গদ্বয় সম উপসর্গের বিপরীতার্থবোধক ।। (ঞ) ।।

অনু ইতি [ অনু এই উপসর্গটি ] সাদৃশ্যাপরভাবম্ [ সাদৃশ্য ও অপর ভাব অর্থাৎ পশ্চাদভাব রূপ অর্থকে ] আহ [ বুঝায় ] ।। (ট) ।।

অনুবাদ :—অনু এই উপসর্গটি সাদৃশ্য অর্থ এবং পশ্চাদ্‌ভাব অর্থকে বুঝায় ।। (ট) ।।

মন্তব্য :— অনুরূপম্' বললে সদৃশ অর্থ বুঝায়। আবার 'অনুগচ্ছতি' বললে পশ্চাদ্‌গমন করছে বুঝায়। এইহেতু অনু উপসর্গটি সাদৃশ্য ও অপর ভাব [ পশ্চাদ্‌ভাব অর্থকে বুঝায় ।। (ট) ।।

অপি ইতি [ অপি এই উপসর্গটি ] সংসর্গম্ [ সম্বন্ধ ও সমুচ্চয় ] আহ [ বুঝায় ] ।। (ঠ) ।।

অনুবাদ :—অপি এই উপসর্গটি সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ বা সমুচ্চয় অর্থকে বুঝায় ।। (ঠ) ।।

মন্তব্য :—এখানে সংসর্গ বলতে সম্বন্ধ ও সমুচ্চয় এই দুই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অপি উপসর্গটি ঐ উভয় অর্থ বুঝায়। যেমন "সর্পিষোঽপিস্যাৎ" অর্থাৎ যেখানে ঘৃত অত্যন্তদুর্লভবশত অল্প ঘৃত ব্রাহ্মণদের ভোজনে দেওয়া

হয়, সেখানে উপহাস করে বলেন ঘৃতের বিন্দুও আছে। এখানে "অপিঃ পদার্থ সম্ভাবনাঽন্ববসর্গগর্হাসমুচ্চয়েষু" [পাঃ সূঃ ১।৪।৯৬] অর্থাৎ পদার্থ, অত্যুক্তি, ইচ্ছানুসারে অনুজ্ঞা, নিন্দা ও সমুচ্চয় অর্থে 'অপি' শব্দ কর্মপ্রবচনীয় হয়। "সর্পিষোঽপিস্যাৎ" এখানে অপি শব্দের দ্বারা দ্যোতিত বিন্দু হচ্ছে "স্যাৎ" ক্রিয়ার কর্তা। ঘৃতের বিন্দু আছে। এখানে স্যাৎ পদের প্রতি 'অপি' শব্দটি কর্মপ্রবচনীয় বলে 'স্যাৎ' এস্থলে "উপসর্গপ্রাদুর্ভ্যামস্তির্যচ্পরঃ" [ পাঃ ৮।৩।৮৭ ] এই সূত্রানুসারে ষত্ব হল না। অপি শব্দের দ্বারা গম্যমান যে বিন্দু, তার সহিত 'সর্পির' অবয়ববাবয়বিভাব সম্বন্ধ বশতঃ "সর্পিষঃ" এখানে ষষ্ঠী হয়েছে। সর্পিঃ শব্দের প্রতি অপিশব্দটি কর্মপ্রবচনীয় হয় নাই বলে সর্পিষঃ এখানে দ্বিতীয়া হয় নাই। যাই হোক এখানে ঘৃতের বিন্দুরূপ কর্তার দুর্লভতা প্রযুক্ত দৌর্লভ্যরূপ সম্বন্ধ বুঝিয়েছে অপি শব্দটি। ব্যাকরণ-মতে এখানে অপি শব্দ কর্মপ্রবচনীয়। নিরুক্তকার এই অপিকে উপসর্গরূপে গ্রহণ করেছেন। আর "-অপি সিঞ্চ অপিস্তুহি" অর্থাৎ সেচন ও কর স্তবও কর। এই সমুচ্চয় অর্থ বুঝাচ্ছে এখানে অপি শব্দটি। সমুচ্চয় বুঝাচ্ছে বলে অপি শব্দটি কর্ম প্রবচনীয় হওয়ায় "সিঞ্চ" "স্তুহি" স্থলে ষত্ব হয় নাই ॥ (ঠ) ॥

উপ ইতি [ উপ এই উপসর্গটি ] উপজনম্ [ উৎপত্তি অর্থকে ] [ আহ ] ( বুঝায় ) ॥ (ড) ॥

অনুবাদ :—'উপ' এই উপসর্গটি উৎপত্তি ( জন্ম ) অর্থকে বুঝায় ॥ (ড) ॥

মন্তব্য :—"উপজায়তে" বললে কোন পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে ইহা বুঝায় বলে "উপ" উপসর্গটি উৎপত্তি অর্থের বোধক ॥ (ড) ॥

পরি ইতি [ পরি এই উপসর্গটি ] সর্বতোভাবম্ [ সর্বদিকে ] অর্থকে [ আহ ] [ বুঝায় ] ॥ (ঢ) ॥

অনুবাদ :—পরি এই এই উপসর্গটি সর্বতোভাব অর্থাৎ সর্বদিকে এইরূপ অর্থ বুঝায় ॥ (ঢ) ॥

মন্তব্য :—"পরিধাবতি" বললে বুঝায় যে চারদিকে দৌড়াচ্ছে। এইজন্য পরি উপসর্গটি সর্বতোভাবার্থবোধক ॥ (ঢ) ॥

অধি ইতি [ অধি এই উপসর্গটি ] উপরিভাবম্ [ উপরদিকে ] বা [ অথবা ] ঐশ্বর্যম্ [ ঐশ্বর্য বা আধিপত্য ] অর্থকে [ আহ ] বুঝায় ] ॥ (ণ) ॥

অনুবাদ :—'অধি' এই উপসর্গটি উপরিভাব অর্থাৎ উপরদিকে অথবা ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা আধিপত্য অর্থ বুঝায় ॥ (ণ) ॥

মন্তব্য :—"অধিতিষ্ঠতি" বললে কেহ লোকের উপরে অবস্থান করছে অর্থাৎ লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে অবস্থান করছে ইহা বুঝায়। আবার "অধিপতিঃ" বললে বুঝায় যে কেহ লোকের ঈশ্বর বা অধিপতি। যেমন রামঃ অযোধ্যাধিপতিঃ। এই দুই অর্থের বোধক হয় অধি উপসর্গটি ॥ (ণ ॥

এবম্ [ এই প্রকারে ] [ উপসর্গাঃ ] [ উপসর্গগুলি ] উচ্চাবচান্ [ নানাপ্রকার ] অর্থান্ [ অর্থসমূহ ] প্রাহুঃ [ বুঝায় ] তে [ সেই উপসর্গগুলিকে ] উপেক্ষিতব্যাঃ [ বুদ্ধিম্ উপগম্য ঈক্ষিতব্যাঃ অর্থাৎ পরীক্ষা করবে ] ॥ (ত) ॥

অনুবাদ :—এইভাবে উপসর্গগুলি নানাপ্রকার অর্থ বুঝায়। এই হেতু সেই উপসর্গগুলির অর্থ পরীক্ষা করে বুঝে নিবে ॥ (ত) ॥

মন্তব্য :—গার্গ্যের মতানুসারে উপসর্গগুলি নানা অর্থের বাচক বলে—প্রত্যেক উপসর্গের দুই একটি অর্থ এখানে উদাহরণ দিলেন। শেষে বলছেন যে উপসর্গের এইরূপ নানা প্রকার অর্থ প্রকরণাদি দেখে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করে বুঝে নিবেন। এখানে বলা বাহুল্য এই যে বৈয়াকরণগণ বিশেষত পাণিনি ব্যাকরণাধ্যায়িগণ উপসর্গের বাচকত্ব স্বীকার করেন না কিন্তু দ্যোতকত্ব স্বীকার করেন। এঁরা শাকটায়নের মতানুবর্তী ॥ ত) ॥ [ পঞ্চখণ্ড সমাপ্ত ]

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের অনুবাদ।

১।১।৫ দুর্গাচার্যবৃত্তি

উচ্যতাং তর্হি ক এষাং কস্মিন্নর্থবিশেষে বর্ততে ? উচ্যতে—অয়ং তাবৎ—"আ ইত্যর্বাগর্থে।" তদ্ যথা—"আপর্বতাদিতি" অর্বাগিতি গম্যতে। অনেকার্থত্বেঽপি সত্যুপসর্গাণামেকৈকোঽর্থ উদাহরণত্বেনোচ্যতেঽর্থবত্ত্বপ্রকাশনার্থম্ ॥ "প্রপরেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্" প্রপরেত্যেতাবুপসর্গাবেতসৈবাঙোঽর্থস্য প্রাতিলোম্যমাহতুঃ।

প্রগতঃ পরাগতঃ। "অভীত্যাভিমুখ্যম্"। আহ। অভিগতঃ।
'প্রতীতি' "এতস্য" এব অভেঃ প্রাতিলোম্যম্। আহ। প্রতিগতঃ।
"অতি সু ইত্যেতাবভিপূজিতার্থে" বর্তেতে। অতিধনঃ, সুব্রাহ্মণ ইতি ॥
"নিদুরিত্যেতয়োঃ প্রাতিলোম্যম্।" নির্ধনো দুর্ব্রাহ্মণঃ ইতি।
"ন্যবেতি বিনিগ্রহার্থীয়ৌ"। নিগৃহ্ণাতি। অবগৃহ্ণাতীতি।

"উদিতি" অয়মেক এব এতয়োঃ দ্বয়োঃ প্রাতিলোম্যম্ আহ। উদগৃহ্নাতীতি। সমিত্যেকীভাবম্ অর্থমাহ। সংগৃহ্নাতীতি।

"ব্যপেত্যেতস্য প্রাতিলোম্যম্।" আহতুঃ। বিগৃহ্নাতীতি বিগ্রহার্থীয়ঃ বিগৃহ্নাতি, অপগৃহ্নাতীতি।

"অম্বিতি সাদৃশ্যাপরভাবম্" আহ। অনুরূপমস্যেদমিতি সাদৃশ্যম্। অনুগচ্ছতীত্যপরভাবঃ।

"অপীতি সংসর্গমাহ।" সর্পিষোঽপিস্যাৎ। মধুনোঽপিস্যাৎ।

"উপেত্যুপজনম্।" উপজায়তে।

"পরীতি সর্বতোভাবম্।" আহ। পরিধাবতীতি।

"অধীত্যুপরিভাবম্।" আহ। ঐশ্বর্যং বা।

অধিতিষ্ঠতি, অধিপতিরিতি ॥

আহ—নামাখ্যাতয়োস্তু কর্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তীত্যুক্তম্। অত্র নাম্নঃ কর্মোপসংযোগদ্যোতকা ভবন্তীত্যেবং ন গৃহ্যতে। "উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে [ পাঃ সূঃ ১।৪।৫৯ ] ইতি প্রসিদ্ধোহ্যুপসর্গাণাং ক্রিয়াপদেন যোগঃ ন নাম্না। উপসর্গা হি ক্রিয়াঙ্গত্বেনৈব নামান্যাস্কন্দন্তীতি ॥ ৫ ॥

ইতি জম্বুমার্গাশ্রমবাসিন আচার্যভগবদ্দুর্গস্য কৃতৌ নিরুক্তব্যাখ্যায়াং ষষ্ঠাধ্যায়স্য [ প্রথমাধ্যায়স্য ] প্রথমঃ পাদঃ।

———

## দ্বিতীয়পাদঃ। মূলম্।

অথ নিপাতাঃ ॥ (ক) ॥ উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তি ॥ (খ) ॥ অপ্যুপমার্থেঽপি কর্মোপসংগ্রহার্থেঽপি পদপূরণাঃ ॥ (গ) ॥ তেষামেতে চত্বার উপমার্থে ভবন্তি ॥(ঘ)॥ ইবেতি ভাষায়াং চান্বধ্যায়ঞ্চ ॥ (ঙ) ॥ অগ্নিরিবেন্দ্র ইবেতি ॥ (চ) ॥

নেতি প্রতিষেধার্থীয়ো ভাষায়াম্ ॥ (ছ) ॥ উভয়মন্বধ্যায়ম্ ॥(জ)॥ নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি ॥ (ঝ) ॥ প্রতিষেধার্থীয়ঃ পুরস্তাদুপচারস্তস্য যৎ প্রতিষেধতি ॥ (ঞ) ॥ দুর্মদাসো ন সুরায়ামিতি ॥ (ট) ॥ উপমার্থীয় উপরিষ্টাদুপচারস্তস্য যেনোপমিমীতে ॥ (ঠ) ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ

## বিবৃতি

অথ [ নাম আখ্যাত ও উপসর্গের বর্ণনার পর ]

নিপাতাঃ [ নিপাত ] [ বলা হচ্ছে ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—নাম, আখ্যাত ও উপসর্গের বর্ণনার পর এখন নিপাত বলা হচ্ছে ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—দুর্গাচার্যের মতে 'এখন নিপাত আরম্ভ করা হচ্ছে'—এইরূপ অর্থ ( অথ ) শব্দের অধিকারার্থই এখানে দুর্গাচার্যের অভিমত ॥ (ক) ॥

[ নিপাত ] উচ্চাবচেষু অর্থেষু [ বিভিন্নপ্রকার অর্থে ] নিপতন্তি [নিপতিত হয়, বৃত্তিমান হয় ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—নিপাতসকল নানাপ্রকার অর্থে বৃত্তিমান্ হয় ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে নিরুক্তকার নানাপ্রকার অর্থে নিপতিত হয় অর্থাৎ অভিধানশক্তিবিশিষ্ট হয়—এইরূপ অর্থে নিপাতশব্দের ব্যুৎপাদন করেছেন। তাতে নিপূর্বক পত ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় করে নিপাত শব্দ সিদ্ধ হয়েছে, বলে বুঝা যায়।

"জ্বলিতি কসন্তেভ্যো ণঃ" [ পাঃ সূঃ ৩।১।১৪০ ] সূত্রানুসারে নিপাত শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। ইহাই নিরুক্তকারের মত। কিন্তু "জ্বলিতি ইত্যাদি সূত্রে পাণিনীয়দের মত হচ্ছে যে "অবতানঃ" ভিন্ন অন্যত্র উপসর্গের উত্তর ণঃ হবে না কিন্তু 'অচ্' হবে। বালমনোরমাকার বলেছেন—বিভিন্ন সূত্রে বিধি ব্যতীত সিদ্ধ শব্দের স্বরূপ কথনই নিপাত। প্রাতিস্বিকবিধিং বিনা সিদ্ধ প্রক্রিয়স্য শব্দস্বরূপস্য নির্দেশো নিপাতনম্।" [ ৬।১।৮১ সূঃ টীকা ]।

এখানে মোটকথা হল এই যে নিরুক্তারের মতে নিপাতগুলিরও নানাপ্রকার অর্থ আছে। লৌকিকভাষায় [ সংস্কৃত ] ও বৈদিক প্রয়োগে নিপাতের অর্থ আছে ।। (খ) ।।

[ নিপাতাঃ ] [ নিপাত সকল ] উপমার্থে অপি [ উপমা অর্থ বুঝাইতেও ] কর্মোপসংগ্রহার্থে অপি [ অর্থের সমুচ্চয় বুঝাইতেও ] [প্রযুক্তাঃ] [প্রযুক্ত হয়] পদপূরণাঃ [ শ্লোকের পাদপূরণকারী ] ভবন্তি [ হয় ] ।। (গ) ।।

অনুবাদঃ—নিপাত সকল [ অনেক নিপাত ( সব নয় ) ] উপমা অর্থ বুঝাইতে ও অর্থের সমুচ্চয় বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় এবং অনেকস্থলে শ্লোকের পাদপূরণও করে [ নিপাত ] ।। (গ) ।।

মন্তব্যঃ—কতকগুলি নিপাত উপমা অর্থ বুঝায়। কতকগুলি পদার্থের সমুচ্চয় বুঝায়। আবার কতকগুলি পাদপূরণ করে। এই হিসাবে নিপাতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনপ্রকার নিপাত ব্যতীত আরও কতকগুলি নিপাতের কথা নিরুক্তকার পরে বলবেন। "উপমীয়তে অনয়া" এইরূপ কর্তৃভিন্ন বাচ্যে উপপূর্বক মাধাতুর উত্তর "আতশ্চোপসর্গে" [পাঃ সূঃ] ণঃ প্রত্যয় করে উপমা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। দুর্গাচার্য বলেছেন—"উপগম্যা-তথাগুণৈমীয়তে ইতি উপমা।" অর্থাৎ যার তাদৃশগুণ নাই, তথাপি সেইরূপ গুণ স্বীকার করে নিয়ে যে বুঝান হয় তাহা উপমা। যেমন দেব ইব রাজা" এই এখানে দেবতার যে গুণ প্রসিদ্ধ, তাদৃশ গুণ রাজাতে না থাকলেও তাতে আরোপ করে বুঝান হয় বলে রাজাতে দেবতার উপমা দেওয়া হয়। এখানে উপমান হচ্ছেন দেবতা আর উপমেয় হচ্ছেন রাজা। সূত্রে আছে— "কর্মোপসংগ্রহার্থেঽপি।" এখানে "কর্ম" শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্থ। কারণ দুর্গাচার্য বলেছেন—এই নিরুক্ত শাস্ত্রে কর্মশব্দটি প্রায়ই অর্থের পর্যায়শব্দ। "কর্মশব্দো হি প্রায়েণার্থপর্যায়বচন এতস্মিঞ্ছাস্ত্রে 'গতিকর্মাণি উত্তরে ধাতবঃ

গত্যার্থা ইতি গম্যন্তে। সেইজন্য সূত্রের "কর্মোপসংগ্রহার্থেঽপি" অংশের অর্থ অর্থের উপসংগ্রহ অর্থাৎ সমুচ্চয় বুঝাতেও। অর্থের সমুচ্চয় বুঝাতেও অনেক নিপাত প্রযুক্ত হয়॥ (গ)॥

তেষাম্ [ সেই নিপাতগুলির মধ্যে ] এতে [ এই 'ইব, চিৎ, নু' ] চত্বারঃ [ চারটি ] উপমার্থে [ উপমার্থ বুঝাইতে ( উপমার্থবৃত্তি ) ] ভবন্তি [ হয় ]॥ (ঘ)॥

অনুবাদ ঃ—সেই নিপাতগুলির মধ্যে 'ইব, ন, চিৎ, নু' এই চারটি নিপাত প্রায়ই উপমা অর্থ বুঝাতে প্রযুক্ত হয়॥ (ঘ)॥

মন্তব্য ঃ—স্পষ্ট॥ (ঘ)॥

ইব ইতি [ ইব এই নিপাতটি ] ভাষায়াম্ চ [ লৌকিক সংস্কৃতভাষায়ও ] অন্বধ্যায়ঞ্চ [ বেদেও ] [ উপমার্থে ভবন্তি ] [ উপমার্থে প্রযুক্ত হয় ]॥ (ঙ)॥

অনুবাদ ঃ—'ইব' এই নিপাতটি লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় এবং বেদে উপমার্থে প্রযুক্ত হয়॥ (ঙ)॥

মন্তব্য ঃ—"ইবেতি ভাষায়াঞ্চ অন্বধ্যায়ঞ্চ" এই সূত্রে পূর্বসূত্র থেকে "উপমার্থে ভবন্তি" বাক্যটিকে অনুবৃত্ত করতে হবে। তবে তার 'ভবন্তি' পদটিকে 'ভবতি' এইভাবে একবচনে পরিবর্তন করে নিতে হবে। কারণ এখানে ইব নিপাতটি একবচনান্ত। "অধীয়তে অসৌ" এইরূপ অর্থে অধিপূর্বক ইঙ্ ধাতুর উত্তর "ইঙশ্চ" [ পাঃ সূঃ ৩।৩।২১ ] এই সূত্রানুসারে ঘঙ্ প্রত্যয় করে অধ্যায়শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহা অধ্যয়ন [ নিয়মপূর্বক অধ্যয়ন ] করা হয় তাহা অধ্যায়, মানে বেদ। অধ্যায়ে অর্থাৎ বেদে এই এইরূপ সপ্তমী বিভক্তি অর্থে 'অনু'র সহিত অধ্যায়শব্দের বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব সমাস করে "অন্বধ্যায়ম্" পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। তার অর্থ হল বেদে। সুতরাং 'ইব' এই নিপাতটি লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় এবং বেদে উপমার্থে প্রযুক্ত হয়—ইহাই হল এই সূত্রের অর্থ॥ (ঙ)॥

'ইব' নিপাতটি যে উপমার্থে বেদে প্রযুক্ত হয়, তার উদাহরণ বলেছেন—পরবর্তিসূত্রে।

অগ্নিরিব [ 'অগ্নিঃ ইব' ইত্যাদি একটি বেদের মন্ত্র ] ইন্দ্র ইব ইত্যাদি আর একটি বেদের মন্ত্র ]॥ (চ)॥

অনুবাদ ঃ—"অগ্নিঃ ইব" ইত্যাদি বেদবাক্যে একটি উপমার্থক ইব শব্দ

প্রযুক্ত হয়েছে আর "ইন্দ্র ইব" ইত্যাদি আর একটি বেদবাক্যে ঐ উপমার্থক ইব শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—এই সূত্রে ঋগ্বেদের দুইটি মন্ত্রে উপমার্থে ইব শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে ইহা নিরুক্তকার বলেছেন। দুইটি মন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি এইরূপ—

"অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্ন সহুরে হূত এধি। হত্বায় শত্রূন্ বিভজস্ব বেদ ওজো বিমানো বিমৃধো নুদস্ব।" [ ঋঃ সং ৮।৩।১৯—২ ]

ইহার অর্থ যথা ঃ—হে মন্য ইন্দ্র ( বা অন্য কোন দেবতা ) হে সহনশীল ! আমাদের কর্তৃক আহূত হয়ে আমাদের সেনানী হও। তারপর অগ্নির মত প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের সেই শত্রুসমূহকে অভিভূত কর এবং শত্রুকে হত্যাকরে তাদের ধন আমদের নিকট ভাগ করে দাও এবং আমাদের বল উৎপাদন করে সংগ্রামকারী শত্রুদের হত্যা করাও ॥

দ্বিতীয়মন্ত্রটি এইরূপ—"ইহৈবৈধি মাপচ্যোষ্ঠাঃ পর্বত ইবাবিচাচলিঃ। ইন্দ্র ইবেহ ধ্রুবঃ শাশ্বতস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয় ॥" [ ঋঃ সং ৮।৮।৩১২ ] এই মন্ত্রের অর্থ এই—'হে রাজন্ ! আপনি এই রাজ্যে সর্বদা অধিপতি হয়ে বিদ্যমান থাকুন। পর্বত যেমন নিশ্চল হয়ে অবস্থান করে, সেইরূপ আপনিও এই রাজ্যে স্থির হয়ে থাকুন, বিচ্যুত হবেন না। স্বর্গে যেমন ইন্দ্র, সেইরূপ আপনি এই রাজ্যে ধ্রুব [ স্থির ] শাশ্বত [ সর্বদাবিদ্যমান্ ] হয়ে থাকুন। এবং এই লোকে রাজ্যকে ধারণ করুন অর্থাৎ রাজ্যের কার্য সুব্যবস্থাপিত করুন।" এই দ্বিতীয় মন্ত্রে "ইন্দ্র ইব" বলে ইন্দ্রের উপমা রাজাতে দেওয়া হয়েছে। এখানে ইব শব্দটি উপমাবোধক। ইন্দ্র হচ্ছেন উপমান রাজা হচ্ছেন উপমেয় ॥ (চ) ॥

'ন' 'ইতি' [ 'ন' এই নিপাতটি ] ভাষায়াং [ লৌকিকসংস্কৃতভাষায় ] প্রতিষেধার্থীয়ঃ [ নিষেধার্থক ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—'ন' এই নিপাতটি লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় নিষেধার্থক ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—'ন' এই নিপাতটি প্রতিষেধার্থক লৌকিক সংস্কৃত ভাষায়। ইহা প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকলের জ্ঞাত। এইরূপ 'প্রসিদ্ধ' পদটি বাক্যশেষে জুড়ে নিতে হবে। এখানেও প্রতিষেধোঽর্থো যস্য স প্রতিষেধার্থঃ। "প্রতিষেধার্থ এব" এইরূপ স্বার্থে 'ছঃ' প্রত্যয়। 'ছ' স্থানে ঈয়ঃ। লৌকিক সংস্কৃতে 'ন'

নিপাতটি নিষেধার্থকরূপে প্রসিদ্ধ বলে নিরুক্তকার এবং দুর্গাচার্য উদাহরণ দেন নাই। ইহার উদাহরণ হবে "ঘটো নাস্তি" "জলং নাস্তি" ইত্যাদিস্থলে 'ন' শব্দটি ঘটসত্তার বা জলসত্তার নিষেধ বুঝাচ্ছে ॥ (ছ) ॥

উভয়ম্ [ প্রতিষেধার্থীয় ও উপমার্থীয় এই উভয় ] অন্বধ্যায়ম্ [ বেদে ] [ প্রসিদ্ধ আছে ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ :—'ন' এই নিপাতটি কিন্তু বেদে নিষেধার্থক ও উপমার্থক এই উভয় অর্থে প্রসিদ্ধ ॥ (জ) ॥

মন্তব্য :—স্পষ্ট ॥ (জ) ॥

'ন' এই নিপাতটি যে বেদে নিষেধার্থক—তাহার উদাহরণ প্রথমে বলছেন—

ইন্দ্রং [ ইন্দ্র ] দেবম্ [ দেবতাকে (নিজের প্রকাশককে) ] ন [ না ] অমংসত [ জানতে পেরেছিল ] [ আদিত্যরশ্ময়ঃ ] [ সূর্যের রশ্মিরা ] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ :—সূর্যরশ্মিগুলি ইন্দ্রদেবতাকে জানতে পারে নাই ॥ (ঝ) ॥

মন্তব্য :—বেদে 'ন' এই নিপাতটি নিষোর্থক এবং উপমার্থক ইহা বলেছেন। তার মধ্যে নিষেধার্থক 'ন' এর উদাহরণ প্রথমে বলছেন। বেদে এইরূপ একটি মন্ত্র আছে—"বি হি সোতোরসৃক্ষত নেন্দ্রংদেবমমংসত। যত্রাম-দদ্বৃষাকপিরর্যঃ পুষ্টেষু মৎসখাবিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥" [ঋগ্বেদ ১০।৮৬।১]। ইহার অর্থ এইরূপ—যাগ করবার জন্য আমি [ ইন্দ্র ] বৃষাকপির [ইন্দ্রের পুত্র] যজ্ঞকারিগণকে অনুজ্ঞা করেছি। কিন্তু আমার কর্তৃক প্রেরিত হয়ে সেই স্তোত্রকারিগণ আমাকে [ ইন্দ্রকে ] জানতে পারল না। কিন্তু আমার পুত্র বৃষাকপিকে স্তুতি করল। অথচ যে যজ্ঞ সকল সোমরসের দ্বারা পুষ্ট হলে আমার পুত্র বৃষাকপি যাগে অধিপতি হয়ে সোমরস পান করে হৃষ্ট হয়েছে, [ সেই আমাকে স্তুতিকারীরা স্তুতি করল না ] ॥ (ঝ) ॥

প্রতিষেধার্থীয়ঃ [ নিষেধার্থক নিপাত ] তস্য [ তাহার ( যার নিষেধ করা হয় তার ) ] পুরস্তাদুপচারঃ [ প্রথমে প্রয়োগ হয় ], যৎ [ যাকে ] প্রতিষেধতি [ নিষেধ করে ] ॥ (ঞ) ॥

অনুবাদ :—যে নিপাতটি নিষেধার্থক হয়, তাহা যার নিষেধ করে, তার [ নিষেধ্য অর্থের বোধক শব্দের ] পূর্বে প্রয়োগ হয় ॥ (ঞ) ॥

মন্তব্য :—নিষেধার্থক নিপাতের প্রয়োগ কোথায় হবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে

এই সূত্রে বললেন—যে নিপাতটি নিষেধার্থক হয়, তাহা [ সেই নিপাত ] যে নিষেধ্য পদার্থের নিষেধকে বুঝায়, সেই নিষেধ্যপদার্থের বোধক পদের পূর্বে প্রযুক্ত হয়। যেমন উক্তবেদবাক্যে "নেন্দ্রংদেবমমংসত" ইত্যাদি স্থলে 'অমংসত' অর্থাৎ জানতে "পেরেছিল—" এই জানার নিষেধ করছে 'ন' এই নিপাতটি, সেই জন্য উহা [ 'ন নিপাত ] "অমংসত" [ জানাক্রিয়ারবোধক ] অমংসতপদের ] পূর্বে প্রযুক্ত হয়েছে। যদিও 'ন' পদটি "ইন্দ্রম্" পদের পূর্বে দেখা যাচ্ছে তথাপি তাকে অন্বয় করে নিতে হবে "ইন্দ্রং ন অমংসত" এইরূপ ক্রমের পরিবর্তন করে নিতে হবে। লৌকিক প্রয়োগেও এইরূপ "দেবদত্তঃ ন জানাতি।" এইভাবে নিষেধ্য জানাক্রিয়ারবোধক 'জানাতি' আখ্যাতের পূর্বে নঞ্ এর প্রয়োগ হয় ॥ (ঞ) ॥

এখন বেদ উপমার্থক নিপাতের উদাহরণ বলছেন—

সুরায়াম্ [ মদ্যে অর্থাৎ মদ্যপানে ] দুর্মদাসঃ [ দুর্মদ—( মত্তের ) ন [মত] ইতি [ ইত্যাদি ] ॥ (ট) ॥

অনুবাদ ঃ—"সুরাপানে মত্তব্যক্তির মত" এইরূপ স্থলে 'ন' নিপাতটি উপমার্থে প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ট) ॥

মন্তব্য ঃ—বেদে 'ন' নিপাতটি যেমন নিষেধার্থক হয়, সেইরূপ কোন কোন স্থলে ( ইবার্থক ) উপমার্থকও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বেদে এইরূপ একটি মন্ত্র আছে—"হৃৎসু পীতাসো যুধ্যন্তে দুর্মদাসো ন সুরায়াম্। উধর্ন নগ্না জরন্তে ॥ [ ঋগ্বেদ ৮।২।১২ ]। ইহার অর্থ এইরূপ "সুরাপান করলে মত্ত ব্যক্তিরা যেরূপ স্পর্ধা করে থাকে, সেইরূপ ( যজ্ঞে ) সোমরস পীত হলে যারা পান করে তাদের হৃদয়ে সোমরস যে প্রহার করে অর্থাৎ সোমরসপানকারীরা সুরাপানে মত্তব্যক্তিদের মত পরস্পর স্পর্ধা করে। উধ যেমন রাত্রিকে স্তুতি করে, সেইরূপ পীত সোম নগ্নরূপে স্তুতি করে ॥" এখানে বেদে "দুর্মদাসো ন" স্থলে 'ন' নিপাতটি "ইব" অর্থের বোধক হয়েছে। 'উধন" এখানে 'ন' নিপাত উপমার্থক ॥ (ট) ॥

উপমার্থীয়ঃ [ উপমার্থক নিপাত ] যেন [ যে উপমানের সহিত] উপমিমীতে [ উপমেয়কে উপমাকরে অর্থাৎ তুলনা করে ] তস্য [ সেই উপমার্থকপদের ]

উপরিষ্টাৎ [ পরে ] উপচারঃ [ উপমার্থক পদের প্রয়োগ ] ভবতি [ হয় ] ॥ (ঠ) ॥

অনুবাদ ঃ—উপমার্থক পদ, যে উপমানের সাথে উপমেয়কে উপমিত করে অর্থাৎ তুলনা করে, সেই উপমানবাচক পদের পর উপমার্থক পদের প্রয়োগ হয় ॥ (ঠ) ॥

মন্তব্য ঃ—উপমা অর্থঃ যস্য স উপমার্থঃ। উপমার্থ এব উপমার্থীয়ঃ, স্বার্থে ছঃ প্রত্যয়ঃ। ছস্থানে ঈয়ঃ। উপমার্থীয় মানে উপমার্থক।

লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় উপমার্থক পদ যেমন—ইব, যথা, তুল্য, সদৃশ ইত্যাদি। বেদে উপমার্থক পদ ইব, ন, চিৎ, নু—এইগুলি প্রায়ই উপমার্থক। যার সঙ্গে উপমা বা তুলনা করা হয়, তাকে উপমান বলে। আর যাকে উপমিত অর্থাৎ তুলনার বিষয় করা হয় তাকে উপমেয় বলে। সুতরাং উপমা বললেই উপমানের সহিত উপমেয়ের উপমা বুঝায়। উপমার্থক পদ কোথায় প্রয়োগ করা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে নিরুক্তকার বললেন—যে উপমানের সহিত উপমেয়কে উপমা করা হয়, সেই উপমানবাচক পদের পর উপমার্থক পদের প্রয়োগ হয়। যেমন প্রকৃত স্থলে সুরাপানে মত্ত ব্যক্তির সহিত ( পীত ) সোমরসকে উপমিত করা হয়েছে। সুরাপানে মত্ত ব্যক্তি যেমন যুদ্ধোন্মত্ত হয়, সেইরূপ পীতসোমরস যাহারা সোমপান করে তাদের হৃদয়ে যুদ্ধ করে অর্থাৎ সোমপানকারীরা পরস্পরস্পর্ধা করে। এখানে দুর্মদাসঃ অর্থাৎ সুরাপানে উন্মত্তব্যক্তি হল উপমান আর সোম [ সোমরস ] হল উপমেয়। আর উপমার্থক পদ হল 'ন'। সেইজন্য 'ন' এই উপমার্থক পদটি উপমানার্থক 'দুর্মদাসো' পদের পর প্রযুক্ত হয়েছে "দুর্মদাসো ন সুরায়ামিতি ॥ (ঠ ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে প্রথমখণ্ডের অনুবাদ।

---

প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয়পাদের ১ম খণ্ডের দুর্গাচার্যবৃত্তি

"অথ নিপাতাঃ" উক্তমুপসর্গলক্ষণং সামান্যম্ "নামাখ্যাতয়োস্তু কর্মোপ-সংযোগদ্যোতকা ভবন্তি" ইতি। বিশেষলক্ষণমপি "আ ইত্যর্বাগর্থে" ইত্যেবমাদি। অথপা ইতি কৃত্বা চ তে প্রত্যেকং সমাম্নাতাঃ। অধুনা সামান্য-

লক্ষণানুষক্তং প্রতিজ্ঞাপ্রসক্তমেব নিপাতলক্ষণং বর্ণয়িষ্যামঃ। তদধিকারোঽয়মথশব্দঃ। "উচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তি" উচ্চাবচেষ্বনেকপ্রকারেষ্বর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতাঃ ॥

আহ—কতমে পুনস্তে? উচ্যতে "অপ্যুপমার্থেঽপি কর্মোপসংগ্রহার্থেঽপি পদপূরণাঃ।" উপমেয়ার্থ উপমার্থস্তস্মিন্নুপমার্থে। উপমা নাম কস্মিংশ্চিদর্থে যঃপ্রসিদ্ধো গুণস্তদন্যস্মিন্নপ্রসিদ্ধস্তদ্গুণেঽর্থে শব্দমাত্রেণ যদুপসংযোজ্য তদ্গুণপ্রকাশনং ক্রিয়তে সোপমা। কর্মোপসংগ্রহ এবার্থঃ কর্মোপসংগ্রহার্থস্তস্মিন্ কর্মোপসংগ্রহার্থে। অর্থোপসংগ্রহার্থে ইত্যর্থঃ। কর্মশব্দো হি প্রায়েণার্থপর্যায়বচন এতস্মিঞ্ছাস্ত্রে "গতিকর্মাণ উত্তরে ধাতবঃ [৩।২।৪] গত্যর্থা ইতি গম্যতে। পদমেব পূরয়িতব্যম্, যেষামর্থঃ, তে পদপূরণাঃ। তদেতৎ ত্রিধাত্বমর্থভেদকৃতং নিপাতানাং সমাসেন।

আহ—কিমবিশেষেণ সর্বে এতস্মিন্নর্থে নিপতন্তি? নেত্যুচ্যতে। "তেষামেতে চত্বার উপমার্থে ভবন্তি"। তেষাং সর্বেষাং মধ্যে এতে চত্বারঃ—ইব, ন, চিৎ, নু, চ প্রায়োবৃত্ত্যা উপমার্থে ভবন্তি। অধুনৈবমুক্ত্বা ভাষাচ্ছন্দঃপ্রবিভাগেনোদাহরণমেকৈকং দর্শয়তি। সমাসবিস্তারাভ্যাং হি শাস্ত্রাণি প্রতীয়ন্তে। তত্রায়ং তাবৎ "ইবেতি ভাষায়াং চ" উপমার্থীয়ঃ "অন্বধ্যায়ঞ্চ" ছন্দসি চেত্যর্থঃ। কশ্চিচ্ছন্দস্যেব ভবতি, ন ভাষায়াম্। কশ্চিদ্ভাষায়ামেব, ন ছন্দসি, কশ্চিদুভয়ত্র, ইত্যতো বিভাগেন প্রদর্শ্যতে।

আহ—কিমুদাহরণমিবেত্যস্যোপমার্থীয়স্য? কা চোপমাশব্দস্য ব্যুৎপত্তিরিতি। উচ্যতে—উপগম্যাতথাগুণৈর্মীয়ত ইত্যুপমা। "অগ্নিরিবেন্দ্র ইবেতি।" ইত্যেতদত্রোদাহরণম্। তপসঃপুত্রো মন্যুর্নাম, তস্যেয়মার্ষম্।

আহ—সর্ব এবায়মৃগ্যজুঃসামাথর্বাত্মকো ব্রহ্মরাশিরাদিত্যান্তরপুরুষস্য ভাগবতো হিরণ্যগর্ভপ্রাণস্যার্ষমৈতরেয়কে রহস্যব্রাহ্মণে "শতর্চিনোমধ্যমাঃ" ইত্যেবমাদানুপরিক্রম্য পুনঃ পর্যাবৃত্য "এতমেব সন্তং শতর্চিন ইত্যাচক্ষতে এতমেব সন্তং গৃৎসমদ ইত্যাচক্ষতে" ইত্যেবমাদিনা ক্রমেণ মন্ত্রদৃক্শব্দান্ প্রাণে নিগময়তি। অথাপীদৃশঃ—শৌনকেন সন্দৃষ্টা, যস্যামার্ষাণি বিদ্যন্তে। সা চ স্মৃতিঃ। "শ্রুতিস্মৃত্যোর্বিরোধে শ্রুতিরেব গরীয়সী"-তিন্যায়বিদঃ। খল্বপি পঠন্তি…"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ [জৈঃ সূঃ ১।৩।৩]

ইতি। তস্মাদ্‌ বিশেষাভিধানমনর্থকমেবেতি ? উচ্যতে—নহ্যেকস্মাদাম্নানঃ পরিশয়মাত্রশেষঃ সন্‌ শৌনকঃ ক্রুর্যাৎ, পশ্যতো হ্যভাবপি। তেন ক্ষেত্রজ্ঞাবনুভাবপি মন্ত্রাভিব্যক্তৌ ব্যাপৃতৌ। বুদ্ধিদেবতাত্বেন হিরণ্যগর্ভঃ ক্ষেত্রজ্ঞোঽবস্থিতঃ, সর্বভূতানাং কর্মবিপাকানুরূপ্যেণ। যমর্থং শব্দং বা দর্শয়তি, তদিতরো বিশিষ্টকর্মকারী ক্ষেত্রজ্ঞো বুদ্ধিস্থঃ পশ্যতি। তত্রৈবং সতি বসিষ্ঠাদিমন্ত্রদৃক্‌ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। তেনৈবোপদর্শিতং মন্ত্রং পশ্যতীত্যুভয়মুপপদ্যতে। এবং সত্যুভাবপি যাথাত্ম্যতস্তাবদনুসন্ধেয়ৌ মন্ত্রপ্রয়োগকালে উভয়োরর্থবত্ত্বায়। যৎপুনরেতদুক্তংভবতি 'শ্রুতিস্মৃত্যোর্বিরোধে স্মৃতিরনপেক্ষ্যেতি। ন হি বিরোধোঽস্ত্যুভয়োরপি সন্ধীয়মানয়োঃ। অপি চ শ্রুতিপূর্বকমেবেদং স্মরণং, ন স্বতন্ত্রম্‌। তাণ্ডকে হি রহস্যব্রাহ্মণংদর্শয়তি—"যৎসাম্না স্তোষ্যন্‌ স্যাৎ তৎসামোপধাবেৎ। যস্যামৃচি তামৃচম্‌। যদার্ষং তমৃষিম্‌' ইতি। তত্র যদুক্তং স্মৃতিরিয়মিতি, তদযুক্তম্‌। তস্মাদ্বক্তব্যমেব বিশিষ্যার্ষমিতি।

ত্রিষ্টুবেষা মান্যবী শ্যেনাদিষু নিষ্কেবল্যে শস্যতে। "অগ্নির্ভারব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্ন সহুরে হূত এধি। হত্বায় শত্রূন্‌ ভজস্ব বেদ ওজো মিমানা বি মৃধো নুদস্ব।" [ ঋঃ সঃ ৮।৩।১৯।২ ]। মন্যুঃ পুনরিন্দ্র এব, "মন্যুরিন্দ্রো মনুরেবাস দেবো দেবো মনুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ [ ঋঃ সঃ ৮।৩।১৮।২ ]।" মহাভাগ্যাৎ কর্মপৃথক্‌ত্বাচ্চ। অথবা দেবতান্তরম্‌, পৃথগভিধানশ্রুত্যভিধানসম্বন্ধাৎ।

আহ—ননু মান্যবো মন্ত্রো মাহেন্দ্রগ্রহযাজিসন্নিধৌ নিষ্কেবল্যে শস্যমানো মহেন্দ্রমভিহিতসংস্কারেণাসমর্থ এব বক্তুম্‌,। অথ কিমর্থময়ং নিষ্কেবল্যে শস্যতে ইতি ? উচ্যতে—অন্যদেব হি শ্রুত্যভিব্যঙ্গ্যমপূর্বমারাদুপকারাঙ্গভূতং মাহেন্দ্রগ্রহযজিব্যঙ্গ্যস্যাপূর্বস্য। অপি বা শ্রুতিসংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতিশংসতী ক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতামিতি ন্যায়বিদো যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। বক্ষ্যতি চায়মপি "ইতীমাদেবতা অনুক্রান্তাঃ সূক্তভাজো হবির্ভাজ ঋগ্‌ভাজশ্চ ভূয়িষ্ঠাঃ [৭।৩।৬]" ইতি। স এব মন্যুস্তুতিভাক্‌ এব। যথা—"অভিত্বা শূর [ ঋঃ সঃ ৫।৩।২১।২ ]" ইতি ইন্দ্র এব তস্মিন্নিষ্কেবল্যে, যথা "আপোহিষ্ঠা [ ঋঃ সঃ ৭।৬।৫।১ ]" ইত্যপি আগ্নিমারুতে, সূর্যাদয় আশ্বিনে এবম্‌। হে 'মন্যো' 'সহুরে' সহনশীল ! তস্মিন্‌ শত্রূণামভিভবনকালে প্রত্যুপস্থিতে "হূতঃ"

আহূতঃ সন্ অস্মাভিঃ "সেনানী" সেনাপ্রণেতা 'নঃ অস্মাকম্ 'এধি' ভব। ততশ্চ 'অগ্নিরিব' 'ত্বিষিতঃ' দীপ্তস্তন্বং তেজসা 'সহস্ব' অভিভব তানস্মচ্ছত্রূন্। 'হত্বায়' হত্বৈব যদেতেষামস্মচ্ছত্রূণাং 'বেদঃ' ধনং তৎ ত্বম্যাদায় তেষামস্মদ্যো-ধানাম্ 'ওজঃ' বলং 'মিমানঃ' নির্মায় যথাবস্তু যথার্হং বিভজস্ব। যেঽপি চ কেচিচ্ছত্রাবশিষ্টাঃ 'মৃধঃ' মৃধকারিণঃ অস্মদ্ দ্বিষঃ অস্মত্তঃ প্রত্যাজিহীর্ষন্ত্যে-তদ্ধনম্, তেষামোজো মিমানঃ তুলয়িত্বা কিয়দবশিষ্টবলা হ্যেতে ন শক্তাঃ প্রত্যাহর্তুমিত্যেবং মিমানস্তাবন্মাত্রশেষবলান্ কৃত্বা ত্বং "বিনুদস্ব" এনান্ দূরং প্রক্ষিপ অপুনরাগমনায়।

দ্বিতীয়মুদাহরণমেতস্যৈব—ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্বত ইবাবিচাচলিঃ। ইন্দ্র ইবেহধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রং মু ধারয়॥" [ ঋঃ সঃ ৮।৪।৩১।২ ]। অনয়া চানুষ্টুভা ধ্রুব আঙ্গিরসো রাজানমভিসিষেচ। ইহৈব রাষ্ট্রে ত্বম 'এধি' ভব। 'মা' চাতস্তন্বম্। 'অপচ্যোষ্ঠাঃ'। 'পর্বত ইব' 'অবিচাচলিঃ। 'ইন্দ্র ইব' 'অবিচাচলিঃ' অবিচলনশীলঃ 'ইন্দ্র ইব' চ 'ইহ' 'ধ্রুবঃ শাশ্বতঃ তিষ্ঠ'। স্থিত্বা চ ইদং 'রাষ্ট্রম্' 'ইহ' 'উ' এব বিভক্তিযোগেন স্থিতং 'ধারয়'—ইত্যাশীঃ॥

ভাষায়ং প্রসিদ্ধমেবেতি কৃত্বা নোদাহরণং পঠিতম্। অথবা এতে এব। 'অগ্নিরিব তীক্ষ্ণঃ' ইন্দ্র ইব বিক্রান্তঃ।

"নেতি প্রতিষেধার্থীয়ো ভাষায়াম্" প্রসিদ্ধঃ। 'উভয়মন্বধ্যায়ম্'' "নেন্দ্রং-দেবমমংসতেতি" [ ঋঃ সং ৮।৩।২৯।১ ]। 'নেন্দ্রংদেবমাত্মনো দীপয়িতার-মমন্যন্তাহঽদিত্যারশ্ময়ঃ" ॥

আহ—কিং পুনর্লক্ষণমিতি ? উচ্যতে—"প্রতিষেধার্থীয়ঃ পুরস্তাদুপ-চারস্তস্য—যৎপ্রতিষেধতি।"

দুর্মদাসো ন সুরায়ামিতি উপমার্থীয় উপরিষ্টাদুপচারঃ তস্য যেনোপ মিমীতে" ইতি॥ যেনার্থেন উপমেয়মর্থমুপমিমীতে। তদ্ যথাঃ—'দুর্মদাসো ন সুরায়ামি'তি। হৃৎসু, পীতাসো যুধ্যন্তে দুর্মদাসো ন সুরায়াম্। উধর্ন নগ্না জরন্তে" [ ঋঃ সং ৫।২।১১।১ ] কাণ্বোমেধাতিথিরাঙ্গিরসশ্চ প্রিয়মেধ ঐন্দ্রং সূক্তং দদৃশাতে। তত্রৈষা গায়ত্রী। যেষামপি বিনিয়োগঃ কচিদন্যত্র নাস্তি, তেঽপি বাচঃস্তোমে বিনিযুজ্যন্তে। 'হৃৎসু' 'পীতাসঃ' পীতাঃ সন্তো হৃদয়েষ্ব বাস্থিতাঃ সোমা 'যুধ্যন্তে' সংগ্রহামরমিব কুর্বন্তি। অহং বিশিষ্ট ইত্যেবংস্পর্ধ-

মানাঃ। ক ইব? 'দুর্ম'দাসো ন' দুর্ম'দাসঃ আন্জসেরসুক্ [পাঃ সূঃ ৭।১।৫০]" যথা কুৎসিতমদাঃ কেচিৎপুরুষাঃ সুরায়াং পীতায়াং সত্যাং যুধ্যেরন্ এবম্। কিঞ্চ ত্বমেব যজমানং 'জরন্তে' স্তুবন্তীব আত্মলাভপরিতুষ্টাঃ। কথং জরন্তে? 'উধন্" উধরিব রাত্রিমিব 'নগ্নাঃ' ভূত্বা স্নিয়ং সম্প্রযোক্ষ্যামহে ইত্যেবমভিপ্রায়া ইব। 'নগ্নাঃ' স্তোতারঃ। তে চ উধর্ন পয়সা পূর্ণং গবাদেরূধ ইব সোমপূর্ণং ত্বাং 'জরন্তে' স্তুবন্তি।" ইতি সায়ণঃ। কেচিদ্বিশিষ্টাঃ পুরুষাঃ ॥ ১ ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে প্রথমখণ্ডে দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

-----

## অথ নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডস্য মূলম্

চিদিত্যেষোঽনেককর্মা ॥ (ক) ॥ আচার্যশ্চিদিদং ব্রূয়াদিতি পূজায়াম্ ॥ (খ) ॥ আচার্য আচারং গ্রাহয়ত্যাচিনোত্যর্থানাচিনোতি বুদ্ধিমিতি বা ॥ (গ) ॥ দধিচিদিত্যুপমার্থে (ঘ) ॥ কুল্মাষাংশ্চিদাহরেত্যবকুৎসিতে ॥ (ঙ) কুল্মাষাঃ কুলেষু সীদন্তি ॥ (চ) ॥ নু ইত্যেষোঽনেককর্মা ॥ (ছ) ॥ ইদং নু করিষ্যতীতিহেত্বপদেশে ॥ (জ) ॥ কথং নু করিষ্যতীত্যনুপৃষ্টে ॥(ঝ)॥ ননেবতদকার্ষীদিতি চ ॥ (ঞ) ॥ অথাপ্যুপমার্থে ভবতি ॥ (ট) ॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডঃ

## বিবৃতি

চিৎ [চিৎ] ইতি এষঃ (এই উপসর্গটি), অনেককর্মা (অনেকার্থক) ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—'চিৎ' এই নিপাতটি অনেকার্থক ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—'চিৎ' এই নিপাতের অনেক অর্থ আছে। ইহার অনেকপ্রকার অর্থে প্রয়োগ নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে বলা হবে। এখানেও "অনেককর্মা" এই কর্মশব্দের অর্থ—অনেকার্থক ইহা বুঝে নিতে হবে ॥ (ক) ॥

আচার্যঃ ( আচার্য ) চিৎ ইদং ব্রূয়াৎ (চিৎ ইহা বলেন ) ইতি ( এই বাক্যে ) পূজায়াম্ ( পূজা অর্থে ) ( চিৎ ইতি নিপাতঃ প্রযুজ্যতে )। চিৎ এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয় ) ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—আচার্যশ্চিদিদং ব্রূয়াৎ' এই বাক্যে পূজা বা সম্মান অর্থে 'চিৎ' নিপাতটি প্রযুক্ত হয় ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—'আচার্যশ্চিদিদং ব্রূয়াৎ' এই একটি বাক্য। বাক্যে যে 'চিৎ' এই নিপাতটি আছে তাহা পূজা অর্থে প্রযুক্ত হয় ॥ (খ) ॥

আচার্যঃ [ গুরু ] আচারম্ [ শিষ্টব্যক্তিগণের অনুষ্ঠান ] গ্রাহয়তি [ গ্রহণ করান অর্থাৎ শিখান ] বা [ অথবা ] অর্থান্ [ শাস্ত্রের অর্থ ] আচিনোতি [ বুঝান ] বা [ কিংবা ] বুদ্ধিম্ [ বুদ্ধি, শিষ্যের বুদ্ধি ] আচিনোতি [ ধর্মজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করেন ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—যিনি আচার্য [ গুরু ] তিনি শিষ্যাদিকে শিষ্টব্যক্তিদের অনুষ্ঠান গ্রহণ করান অথবা শাস্ত্রের অর্থ বুঝান কিংবা শিষ্য প্রভৃতির বুদ্ধিকে ধর্মজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করেন ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—আঙ্পূর্বক চরধাতুর উত্তর ণিজন্ত অর্থে [ চর ধাতুর উত্তর ণিচ্ করা হয় না ; কিন্তু ণিচের অর্থটি চর ধাতুর মধ্যে অন্তর্ভূত রূপে বিবক্ষা করে চারয়তি অর্থে অণিজন্ত চর্ ধাতুর উত্তর ] ঋহলোর্ণ্যৎ [ পাঃ সূঃ ৩।১।১২৪ ] সূত্রে ণ্যৎ প্রত্যয় করলে বৃদ্ধি হয়ে 'আচার্য' পদ নিষ্পন্ন হয়। অথবা আঙ্পূর্বক চি ধাতুর [ চিঞ্চয়নে ] উত্তর উণাদি ণ্যৎ প্রত্যয় করে' ইকারের বৃদ্ধি ধাতুর অন্তে আ রয়্ আগম করেও আচার্য পদ নিষ্পন্ন হয়। এই দ্বিতীয়পক্ষে ধাতুর অনেক অর্থ থাকে বলে প্রথমে বুঝান অর্থের দ্বিতীয়ে উদ্বুদ্ধ বা প্রেরণ অর্থের গ্রহণ করা হয়।

এইজন্য যিনি শিষ্য প্রভৃতিকে শিষ্টব্যক্তির অনুষ্ঠান আচরণ করান এইরূপ অর্থে চর্ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ, দ্বিতীয় শাস্ত্রের অর্থ বুঝান এইরূপ অর্থে চি ধাতুর উত্তর উণাদিণ্যৎ, তৃতীয় শিষ্যাদির বুদ্ধিকে ধর্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে প্রেরিত করান অর্থে ঐ চি ধাতুর উত্তর উণাদিণ্যৎ প্রত্যয় করে আচার্য পদটি নিষ্পন্ন হয় বলে ঐরূপ তিনপ্রকার অর্থের কীর্তন করেছেন নিরুক্তকার। বেদান্তদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের চতুর্থসূত্রের ভাষ্যের উপর ভামতী টীকাতে বাচস্পতি মিশ্র একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি করেছেন। শ্লোকটি পুরাণের শ্লোক বলে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু কোন্ পুরাণের কোথায় তাহা এখন পর্যন্ত আমরা পাই নাই। শ্লোকটি এইরূপ "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্যস্তেন চোচ্যতে ॥" অর্থাৎ যিনি অপরকে শাস্ত্রের অর্থ বুঝান এবং অপরকে আচারে প্রবর্তিত করেন আর নিজেও আচার পালন [অনুষ্ঠান] করেন এইহেতু তাঁকে আচার্য বলে।

মনুসংহিতায় আছে—"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং

সরহস্যং চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে ॥" [ মনুসং ২।১৪০ ]। অর্থাৎ যিনি শিষ্যকে উপনীত করে কল্প অর্থাৎ যজ্ঞবিদ্যার সহিত রহস্য অর্থাৎ উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাখা [ যার যা শাখা ] অধ্যাপন করেন তাঁকে আচার্য বলেন বেদবিদ্গণ। ব্যাকরণে বলা হয়েছে আচার্য মানে গুরু। "চরেরাঙি চাগুরৌ [ বার্তিক সূত্র ] সূত্র থেকে বুঝা যায় গুরু ভিন্ন অর্থে (দেশ অর্থে) আ+চর ধাতুর+ঘঙ্ হয়ে—আচর্য হয়। গুরু অর্থে আচার্য ॥ (গ) ॥

দধিচিৎ [ দধিসদৃশ ] ইতি [ দধিচিৎ এইপদে ] উপমার্থে [ উপমা বুঝাইতে ] [ চিৎ ইতি প্রযুজ্যতে ] [ চিৎ এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয় ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ :—দধিচিৎ এই পদে উপমা বুঝাতে দধি পদের উত্তর চিৎ এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয় ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য :—সূত্রে যেরূপ উল্লেখ আছে তাতে আপাতত মনে হয় উপমা অর্থে "দধিচিৎ" শব্দটি প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তা নয়। "দধিচিৎ" ঠিক এই রূপ কোন নিপাত নাই। অতএব সূত্রের অর্থ হচ্ছে—"দধিচিৎ ইতি" মানে "দধিচিৎ এই পদে"। উপমার্থে—ইহার অর্থ—উপমার অর্থ বুঝাতে। "চিৎ ইতি প্রযুজ্যতে" এই অংশের অধ্যাহার করতে হবে। তাহলে এই সূত্রের সম্পূর্ণ অর্থ হল 'দধিচিৎ' এইপদে 'চিৎ' এই নিপাতটি উপমার্থে প্রযুক্ত হয়েছে বা প্রযুক্ত হয় ॥ (ঘ) ॥

কুল্মাষান্ চিৎ [ কদর্য মাষকলাই ] আহর [ আনয়ন কর ] ইতি [ এই বাক্যে ] অবকুৎসিতে [ অত্যন্ত কুৎসিত অর্থে ] [ চিৎ ইতি নিপাতঃ প্রযুক্তঃ ] [ চিৎ এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয় ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ :—"কুল্মাষাংশ্চিদাহর" এই বাক্যান্তর্গত 'কুল্মাষাংশ্চিৎ' পদে 'চিৎ' এই নিপাতটি অত্যন্ত কুৎসিত অর্থ বুঝাতে প্রযুক্ত হয় ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য :—পূর্বসূত্রে 'চিৎ' নিপাতের উপমার্থে প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এই সূত্রে 'চিৎ' নিপাতের অত্যন্ত কুৎসিত অর্থে প্রয়োগ হয়—ইহা বলেছেন। কোন বুভুক্ষু ব্যক্তি যখন উত্তম অন্নের উপস্থিতির বিলম্ব দেখে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে বলে "কুলাষাংশ্চিদাহর" অর্থাৎ "অত্যন্ত কুৎসিত মাষকলাই নিয়ে এস"। তখন 'চিৎ' এই নিপাতটি যে "অত্যন্ত কুৎসিত" অর্থ বুঝায় তাহা বুঝাবার জন্য এখানে নিরুক্তকার "কুল্মষাংশ্চদাহরেত্যবকুৎসিতে'

এই কথা বলেছেন। 'কুল্মাষ' শব্দের অর্থ—কুৎসিত মাষকলাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের দশমখণ্ডের ২য় বাক্যে আছে—"স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে।" [ছাঃ উঃ ১।১০।২] অর্থাৎ সেই উষস্তি চাক্রায়ণ—কুৎসিত (মাষ) কুল্মাষ খাচ্ছিল যে মাহুত তার নিকট সেই কুল্মাষ ভিক্ষা করলেন। শংকরাচার্য তার অর্থ করেছেন—"কুল্মাষান্ কুৎসিতান্ মাষান্", [ছাঃ উঃ ঐ ১।১০।২ বাক্যের ভাষ্য]। এতে বুঝা যাচ্ছে যে মাষকলাই এক জাতীয় ভাল মাষকলাই আছে। আর এক জাতীয় মাষকলাই আছে যাহা কুৎসিত। সেই কুৎসিত মাষকলাই বুঝাতে ছান্দোগ্যে "কুল্মাষ" পদের প্রয়োগ হয়েছে। আবার এই নিরুক্তে "কুল্মাষাংশ্চিৎ" এইরূপ পদের 'চিৎ' পদের দ্বারা অত্যন্ত কুৎসিত মাষকলাই বুঝাতে "কুল্মাষাংশ্চিৎ" এইরূপ পদের 'চিৎ' পদের দ্বারা অত্যন্ত কুৎসিত মাষকলাই বুঝান হয়েছে। অতএব অত্যন্ত কুৎসিত মাষকলাই বুঝাতে "কুল্মাষাংশ্চিৎ" পদ প্রযুক্ত হয়। অত্যন্ত কুৎসিত মাষকলাই—সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মাষকলাই। তাহলে মাষকলাই তিন প্রকার ইহা পাওয়া গেল—উত্তম, মধ্যম ও অধম॥ (ঙ)॥

কুল্মাষাঃ [কদর্য মাষকলাই] কুলেষু [সজাতীয় অন্নসমূহে] সীদন্তি [ভ্রষ্ট হয় অর্থাৎ হীন বলে প্রতিপন্ন হয়]॥ (চ)॥

অনুবাদ ঃ—কদর্য মাষকলাই তার সজাতীয় অন্নসমূহের মধ্যে হীন বলিয়া পরিগণিত হয়॥ (চ)॥

মন্তব্য ঃ—কুল 'সংস্ত্যানে বন্ধুষু চ' কুলধাতুর উত্তর মূলবিভুজাদিত্বহেতু ক প্রত্যয় করে 'কুল' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। কুল শব্দের অর্থ সজাতীয় বন্ধুবর্গ। সজাতীয়বন্ধুবর্গে [কুলেষু] মস্যন্তে হতা ভবন্তি এইরূপ অর্থে কুল উপপদ পূর্বক মস্ ধাতুর উত্তর "তিজ্বলাদিভ্যশ্চ [পাঃ সূঃ ৩।১।১৪০] এইসূত্রে 'ণঃ' প্রত্যয় করে 'পৃষোদরাদিত্বাৎ' [পাঃ ৬।৩।১০৯] কুলশব্দের 'ল' এর পরবর্তী অকারের লোপ। আর মষ ধাতুর ম এর অকারের স্থানে আকারও হওয়ায় 'কুল্মাষ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। কুল্মাষ শব্দের অর্থ পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'কুৎসিত মাষকলাই'। কেহ কেহ বলেন অর্ধসিদ্ধ গম, ছোলা ইত্যাদি 'কুল্মাষ' নামে অভিহিত হয়। অর্ধস্বিন্নাশ্চ গোধূমা অন্যে চ চণকাদয়ঃ। কুল্মাষা ইতি কথ্যন্তে।" সেই কুল্মাষ বা মাষকলাই অন্যান্য সজাতীয় শস্যের

যেমন, মুগ, ধান, যব ইত্যাদির মধ্যে নিকৃষ্ট। মোট কথা নিন্দিত অর্থে এখানে কুল্মাষ শব্দের উত্তর 'চিৎ' এই নিপাতের ব্যবহার হয় ইহাই নিরুক্ত-কারের তাৎপর্য ॥ (চ) ॥

নু ইতি এষঃ [ নু এই নিপাতটি ], অনেককর্মা [ অনেকার্থক ] ॥ (ছ) ।'

অনুবাদ ঃ—'নু' এই নিপাতটি অনেকার্থক ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—"নু" এই নিপাতের যে অনেক অর্থ আছে, তাহা পরের কয়েকটি সূত্রে নিরুক্তকার বলবেন ॥ (ছ) ॥

নু [ যেহেতু ] ইদং [ ইহা ( এইকর্ম ) ] করিষ্যতি [ করবে ] ইতি [ এই বাক্যে ] হেত্বপদেশে [ জ্ঞাপকহেতু অর্থ বুঝাতে ] [ নু ইতি প্রযুক্ত ] ['নু' এই নিপাতটি প্রযুক্ত ( ব্যবহৃত হয়েছে ) ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ ঃ—যেহেতু ইহা করবে অর্থাৎ "ইদং নু করিষ্যতি" এই বাক্যে জ্ঞাপক হেতুরূপ অর্থ বুঝাতে 'নু' এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—উপরিউক্ত বাক্যে "নু" নিপাতটি হেতু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হেতু দুই প্রকার, কারক হেতু আর জ্ঞাপক হেতু। তবে এখানে 'নু' এই নিপাতটি জ্ঞাপকহেতু অর্থ বুঝাচ্ছে ॥ (জ) ॥

কথং [ কিরূপে ] নু [ পুনঃ প্রশ্নার্থে ] করিষ্যতি [ করবে ] ইতি [ এই বাক্যে ] অনুপৃষ্টে [ প্রশ্নানন্তর প্রশ্নে [ পুনঃ প্রশ্নে ] এই অর্থ বুঝাতে ] [ নু ইতি প্রযুক্তঃ ] [ নু এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ ঃ—কথং নু করিষ্যতি অর্থাৎ কিকরে করবে এই বাক্যে পুনঃ প্রশ্নার্থে 'ন' এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ঝ)॥

মন্তব্য ঃ—'নু' এই নিপাতের দ্বিতীয় অর্থ এই সূত্রে বলা হয়েছে। প্রথম অর্থ ছিল জ্ঞাপক হেতু অর্থে। এখন দ্বিতীয় অর্থ হল—পুনঃ প্রশ্নে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন হচ্ছে অনুপ্রশ্ন। কেহ হয়ত প্রথমে প্রশ্ন করল একজন সম্মানীয় ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির সম্বন্ধে 'স কিমিদং করিষ্যতি? [ সে কি এই কর্ম করবে? ] উত্তরে সম্মানীয় ব্যক্তি বললেন—"নুনং করিষ্যতি। [নিশ্চয় করবে]। তারপর আবার ১ম ব্যক্তি সম্মানীয় ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল—"কথং নু করিষ্যতি"

[ কি করে করবে ? ]। এই পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে 'নু' নিপাতটি ব্যবহৃত হয় ॥ ॥ (ঝ) ॥

এতৎ নু [ ইহা কি ] ন অকার্ষীৎ [ করে নাই ] ইতিচ [ এই বাক্যেও ] [ অনুপৃষ্টে নু ইতি প্রযুক্তঃ ] [ পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে 'নু' এই নিপাতটি ব্যবহৃত হয়েছে ] ॥ (ঞ) ॥

অনুবাদ ঃ—"ন ত্বেতদকার্ষীৎ" [ ইহা কি সে করে নাই ] এই বাক্যেও পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে 'নু' নিপাতটি ব্যবহৃত হয়েছে ॥ (ঞ) ॥

মন্তব্য ঃ—আর একভাবে পুনঃপ্রশ্নার্থে 'নু' এই নিপাতের ব্যবহার এই সূত্রে দেখান হয়েছে। "ন নু এতদ্ অকার্ষীৎ" এই বাক্যে যে কৃ ধাতুর উত্তর লুঙ্ হয়েছে তাহা "নন্বোর্বিভাষা" [ পাঃ সূঃ ৩।২।১২১ ] সূত্রানুসারে হয়েছে। অর্থাৎ ন শব্দ বা নু শব্দ ব্যবহৃত হলে অতীতকালার্থে বিকল্পে লট্ হয়, পক্ষে লুঙ্ ॥ (ঞ) ॥

অথ [ পুনঃ ] [ নু ইতি নিপাতঃ ] [ নু এই নিপাতটি ] উপমার্থে অপি [ উপমা অর্থ বুঝাতেও ] ভবতি [ প্রযুক্ত হয় ] ॥ (ট) ॥

অনুবাদ ঃ—'নু' এই নিপাতটি উপমার্থ বুঝাতেও প্রযুক্ত হয় ॥ (ট) ॥

মন্তব্য ঃ—'নু' এই নিপাতটি যে উপমার্থেও প্রযুক্ত হয়, তাহা এই সূত্রে নিরুক্তকার বলে দিয়েছেন। সুতরাং 'নু' এই নিপাতের এক অর্থ হল জ্ঞাপকহেতু। দ্বিতীয় পুনঃপ্রশ্নার্থে। তৃতীয় হল উপমার্থে। উপমার্থ 'নু' নিপাতের উদাহরণ তৃতীয়খণ্ডের প্রথমবাক্যে নিরুক্তকার বলবেন ॥ (ট) ॥

ইতি নৈঘণ্টুকাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডের অনুবাদ।

---

## নিরুক্ত—১।২।২ দুর্গাচার্যবৃত্তি

চিদিত্যেযোঽনেকার্থোঽপি সন্নুপমার্থীয়সংযোগাদত্রোদাহৃতঃ! কথময়-মনেকার্থ ইতি ? উচ্যতে—"আচার্যশ্চিদিদং ব্রূয়াদিতি পূজায়াম্।" আচার্য এবং ব্রূয়াৎ, কোঽন্য এবং বক্ষ্যতীতি। "দধিচিদিত্যুপমার্থে" দধিরূপ ওদন ইতি। "কুল্মাষাংশ্চিদাহরেত্যবকুৎসিতে" ভৃশং কুৎসিতে। কুল্মাষানপি তাবদাহরেতি কিং বাঽন্যদাহরিষ্যসি। "ন ইত্যেষোঽনেককর্মা" কথম্ ?

"ইদমনু করিষ্যতীতি।" কথং হি ক্রিয়ায়া হেতুনির্দিষ্টমিত্যর্থঃ। কথং নু করিষ্যাতীতি পৃষ্টবা করিষ্যতীত্যুক্তে যৎপুনরনুপৃচ্ছতি—কথং নু করিষ্যতি? তদনুজ্ঞানমেতস্মিন্ননুপৃষ্টে। ন হ্যেতদকার্ষীদিতি। অনুপৃষ্ট এবায়ং ভবতীতি। ননন্বয়মকার্ষীদেতৎ, কথময়ং ব্রবীতি কথং করিষ্যতীতি? "অথাপ্যুপমার্থে ভবতি"। তদ্‌যথা ॥ ২ ॥

ইতি নৈঘণ্টুকে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্যকৃতা বৃত্তিঃ।

---

## নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে, দ্বিতীয়পাদে
## তৃতীয়খণ্ডঃ ( মূলম্ )

বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূত বয়াঃ ॥ (ক) ॥ বৃক্ষস্যেব তে পুরুহূত শাখাঃ ॥ (খ) ॥ বয়াঃ শাখাঃ ॥ (গ) ॥ বেতের্বাতায়না ভবন্তি ॥(ঘ)॥ শাখাঃ খশয়াঃ ॥ (ঙ) ॥ শক্লোতেবা ॥ (চ) ॥ অথ যস্যাগমাদর্থ-পৃথক্‌ত্বমহ বিজ্ঞায়তে ন ত্বৌদ্দেশিকমিব বিগ্রহেণ পৃথক্‌ত্বাৎ স কর্মোপসংগ্রহঃ ॥ (ছ) ॥ চেতি সমুচ্চয়ার্থ উভাভ্যাং সংপ্রযুজ্যতে ॥ (জ) ॥ অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্ ইতি ॥ (ঝ) ॥ এতস্মিন্নেবার্থে দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য এত্যাকারঃ ॥ (ঞ) ॥ বেতি বিচারণার্থে ॥ (ট) ॥ হন্তাহং পৃথিবীমিমাং নিদধানীহ বেহবেতি ॥ (ঠ) ॥ অথাপি সমুচ্চয়ার্থে ভবতি ॥ (ড) ॥ বায়ুর্বা ত্বামনুর্বা ত্বেতি ॥ (ঢ) ॥

ইতি তৃতীয়খণ্ডঃ।

## বিবৃতি

পুরুহূত [ হে ইন্দ্র ] বৃক্ষস্য [বৃক্ষের] বয়াঃ নু [ শাখাসমূহের মত ] তে [ তোমার ] [ অস্মিন্ বাক্যে নু ইতি নিপাতঃ উপমার্থে প্রযুক্তঃ ] এইমন্ত্রে 'নু' নিপাতটি উপমা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ] ॥ (রু) ॥

অনুবাদ ঃ—হে ইন্দ্র। বৃক্ষের শাখাসমূহের মত তোমার [ কার্য প্রকাশিত হচ্ছে ] ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—'নু' নিপাতটি যে উপমার্থে ব্যবহৃত হয়—ইহা বলা হয়েছিল, তাহা এইমন্ত্রে দেখান হয়েছে। সমগ্র মন্ত্রটি হচ্ছে—"অক্ষো ন চক্র্যোঃ শূর বৃহন্ প্রতে মহ্না রিরিচে রোদস্যোঃ। বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূত বয়াঃ ব্যূতয়ো রুরুহুরিন্দ্রপূর্বীঃ।" [ ঋঃ সঃ ৬।২৪।৩ ]। ইহার অর্থ হচ্ছে। হে প্রকৃষ্ট

বীর [ ইন্দ্রের সম্বোধন ] তুমি দ্যুলোক ও পৃথিবীর নেতা. বৃক্ষের শাখাসমূহ যেমন প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ হে ইন্দ্র। তোমার রক্ষাকার্যসমূহ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ (ক) ॥

পুরুহূত [ হে ইন্দ্র ] [ বৃক্ষের ] বয়াঃ নু • [ শাখাসমূহের মত ] তে [ তোমার ] [ রক্ষাকার্য প্রাদুর্ভূত হয় ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—হে ইন্দ্র! বৃক্ষের শাখাসমূহ যেমন প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ তোমার রক্ষাকার্য সকলও প্রকাশিত হয় ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—এই সূত্রটিরও অর্থ পূর্ব সূত্রের অনুরূপ ॥ (খ) ॥

বয়াঃ [ বয়াঃ এই শব্দটি, (পদটি) ] শাখাঃ [ শাখাসমূহরূপ অর্থের বাচক ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :—'বয়াঃ' [ বয়াঃ এই পদটি ] 'শাখাঃ' অর্থাৎ শাখাসমূহরূপ অর্থের বাচক ॥ (গ) ॥

মন্তব্য :—প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রে যে "বয়াঃ" পদটি আছে তার অর্থ বুঝাবার জন্য এই সূত্রটিতে বলা হয়েছে যে বয়া শব্দটি শাখার বাচক [শাখার্থক] ॥(গ)॥

বেতেঃ [ বী ধাতু থেকে ] [ 'বয়াঃ' ইতি পদং নিষ্পন্নম্ ] [ "বয়াঃ" পদটি সিদ্ধ হয়েছে। বয়াঃ [ শাখাসমূহ ] বাতায়নাঃ [ বায়ুর দ্বারা চালিত ] ভবন্তি [ হয় ] ॥ (ঘ)॥

অনুবাদ :—বীধাতু থেকে বয় শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বয়াঃ অর্থাৎ বৃক্ষের শাখাগুলি বায়ুর দ্বারা চালিত হয় ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য :—পূর্বে যে "বয়াঃ" পদটি উল্লিখিত হয়েছিল তার ব্যুৎপত্তি [ প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পত্তি ] এই সূত্রে বলেছেন। বেতি পদের পঞ্চমীর একবচনে—"বেতেঃ" হয়েছে। বী গতি ব্যাপ্তি প্রজননকান্ত্যসনখাদনেষু— বী ধাতুর উত্তর "ইক্‌শ্তিপৌ ধাতুনির্দেশে" [ বার্তিক সূত্র ২২২৬ ] এই সূত্রানুসারে শ্তিপ্ প্রত্যয় [ একটি কৃৎ প্রত্যয় ] করে 'বেতি' এই প্রাতিপদিক নিষ্পন্ন হয়েছে। ধাতুর স্বরূপ বুঝাতে গেলে ধাতুর উত্তর ইক্ ও শ্তিপ্ প্রত্যয় হয়। যেমন "পচিঃ বা পচতিঃ" মানে পচ্ ধাতু। সেইরূপ এখানেও বী ধাতুর [ অদাদিগণীয় বীগতি ব্যাপ্তি ইত্যাদি অর্থে বী ধাতুর উত্তর ] শ্তিপ্ প্রত্যয় করলে "বেতি" শব্দ সিদ্ধ হয়। উহা কৃৎপ্রত্যয়ান্তবলে—"কৃৎ

তদ্ধিতসমাসাশ্চ" ( পাঃ সূঃ ১।২।৪৬ ) সূত্রানুসারে 'বেতি' উহার প্রাতিপদিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায়. তার উত্তর সুপ্ প্রত্যয় হয়। সেই বেতি প্রাতিপদিকের উত্তর পঞ্চমীর ঙসি করে "বেতেঃ" পদ সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হল বী ধাতু থেকে বয় শব্দ প্রথম সিদ্ধ। বিয়ন্তি অর্থাৎ ( চলন্তি ) চলন প্রাপ্ত হয় এইরূপ অর্থে বীধাতুর উত্তর "নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ" [ পাসূঃ ৩।১।১৩৪] সূত্রানুসারে অচ্ প্রত্যয় করে 'বয়' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, তার প্রথমার বহুবচনে "বয়াঃ" হয়েছে। তার মানে বলা হয়েছে চালিত হয় বাতের দ্বারা [ বায়ুর দ্বারা ] চালিত হয় বলে "বয়াঃ" শাখাগুলি বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয় এইজন্য "বয়াঃ" মানে শাখাসমূহ ।। (ঘ) ।।

শাখাঃ [ শাখা সমূহ ] খশয়াঃ [ আকাশে অবস্থিত ] ।। (ঙ) ।।

অনুবাদ ঃ—বৃক্ষের শাখাগুলি আকাশে স্থিত বলে তাদের শাখা নাম সিদ্ধ হয় ।। (ঙ) ।।

মন্তব্য ঃ—"বয়াঃ শাখাঃ [ গ ]" সূত্রে যে "শাখাঃ" পদটি উক্ত হয়েছে তার ব্যুৎপত্তি এই সূত্রে বলেছেন। খে [ আকাশে ] শেরতে [ অবস্থান করে ] এইরূপ অর্থে "খ" উপপদপূর্বক শীঙ্ধাতুর উত্তর অচ্, প্রত্যয় করলে "খশয়" শব্দ সিদ্ধ হয়। তারপর সেই 'খশয়' শব্দটিকে "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্" [ পাঃ সূঃ ৬।৩।১০৯ ] সূত্রে 'য়' বর্ণের লোপ, "খশ" এর পরিবর্তন করে "শখ" তারপর শ-এর অকারের স্থানে আকার করে অচ্ এর অকার যুক্ত করে "শাখা" শব্দ নিষ্পাদন করা হয়েছে। ইহাই নিরুক্তকারের বক্তব্য। বৃক্ষশাখাগুলি আকাশে অবস্থান করে এই জন্য তাদের "খশয়াঃ" বলা হয়েছে ।। (ঙ) ।।

বা [ অথবা ] শক্নোতেঃ [ শক্ ধাতু থেকে ] [ শাখাশব্দঃ নিষ্পন্নঃ ] [ শাখাশব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ] ।। (চ) ।।

অনুবাদ ঃ—অথবা শক্ ধাতু থেকে শাখা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে ।। (চ) ।।

মন্তব্য ঃ—শাখাশব্দের অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তি—এই সূত্রে দেখাচ্ছেন। "শক্নোতেঃ" এখানেও শক্১ শক্তৌ [ স্বাদিগণীয় শক্ধাতু ] শক্ ধাতুর উত্তর ধাতুস্বরূপ বুঝাতে 'ইক্শ্তিপৌ ধাতুনির্দেশে ঐ বার্তিকসূত্রানুসারে শ্তিপ্ [ কৃৎ প্রত্যয় শ্তিপ্ ] প্রত্যয় করে "শক্নোতি" প্রাদিপদিক নিষ্পন্ন হয়েছে। তার পঞ্চমীর একবচনে—"শক্নোতেঃ" অর্থাৎ শক্ ধাতু থেকে কর্তৃবাচ্যে ঔণাদি ণঃ

প্রত্যয় করলে "শাক" শব্দ সিদ্ধ হয়, তারপর পৃষোদরাদিত্ব বশত পরিবর্তন [ক স্থানে খ, অ স্থানে আ ] করে শাখা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। মানে হল যাহা পুষ্প, ফল প্রভৃতি ধারণ করতে সমর্থ তাহা শাখা ॥ (চ) ॥

অথ [ অনন্তর ] যস্য [ যে নিপাতের ] আগমাৎ [ উপস্থিতিবশত ] অর্থপৃথক্ত্বম্ [ অর্থের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ বিভিন্নতা ] অহ [ ই ], বিজ্ঞায়তে [ জানা যায় ] ন [ না ] তু [ কিন্তু ] তৎপৃথক্ত্বম্ [ সেই পৃথক্ত্ব ] ঔদ্দেশিকম্ ইব [উদ্দেশকৃত পৃথক্ত্বের মত], বিগ্রহেণ পৃথক্ত্বাৎ [যেহেতু ঔদ্দেশিক পৃথক্ত্বটি বিশ্লেষণের দ্বারা পৃথক্ত্ব ( জানা যায় ] সঃ [ সেই নিপাত ] কর্মোপসংগ্রহঃ [ নানা অর্থের সংগ্রাহক ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—অনন্তর যে নিপাতের উপস্থিতি বা প্রয়োগবশত অর্থের পৃথক্ত্বই জানা যায়, তাহা নানা অর্থের সংগ্রাহক বলে তাকে কর্মোপসংগ্রহ বলা হয় ॥ তবে উদ্দেশকৃত যে পৃথকত্ব, সেই পৃথক্ত্বের জ্ঞানের মত কর্মোপসংগ্রহ নিপাতের দ্বারা পৃথক্ত্ব জ্ঞাত হয় না। যেহেতু উদ্দেশকৃত পৃথক্ত্বকে বিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায় ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—উপমার্থক নিপাতের কথা বলে নিরুক্তকার এই সূত্রে কর্মোপসংগ্রহ অর্থাৎ নানা অর্থের সংগ্রাহক নিপাতের কথা বলেছেন। এই সূত্রে যে প্রথমে "অথ" শব্দটি আছে, তার অর্থ অনন্তর। উপমার্থক নিপাত বলার পর, তারপর 'যস্য' এই পদটি আছে। তার অর্থ [ যে নিপাতের ] "আগমাৎ' মানে প্রয়োগবশতঃ বা উপস্থিতিহেতুক। "অর্থপৃথক্ত্বম্" মানে (অর্থানাং পৃথক্ত্বম্) অর্থের পৃথক্ত্ব অর্থাৎ নানা অর্থ। "অহ" মানে (এব) ই। বিজ্ঞায়তে মানে জানা যায়। 'সঃ' মানে সেই নিপাত। "কর্মোপসংগ্রহঃ" মানে নানা অর্থের সংগ্রাহক অর্থাৎ বোধক। 'উপসংগৃহ্নাতি' এইরূপ অর্থে উপপূঃ সং পূঃ গ্রহ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করে "উপসংগ্রহ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তারপর কর্মণাম্—অর্থাৎ অর্থসকলের ; উপসংগ্রহঃ—অর্থাৎ সংগ্রাহক বা বোধক। "তু" মানে কিন্তু। "ঔদ্দেশিকম্" মানে—উদ্দেশকৃত। উদ্দেশ মানে—"পদার্থানাং নাম্না সঙ্কীর্তনমুদ্দেশঃ" অর্থাৎ নাম করে=প্রত্যেকশব্দের উল্লেখ করে যে নানা পদার্থকে বুঝান হয় তাহা উদ্দেশ, সেই উদ্দেশকৃত এই অর্থে ঠঞ্ প্রত্যয় করে ঔদ্দেশিক শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। 'ইব' সেইরূপ। 'ন' মানে না। অর্থাৎ উদ্দেশের দ্বারা যেভাবে

নানা অর্থের বোধ করান হয়, কর্মোপসংগ্রহ নিপাতের দ্বারা কিন্তু সেভাবে নানা অর্থের বোধ করান হয় না। যেহেতু বিগ্রহেণ [ উদ্দেশকৃত নানা অর্থের জ্ঞান ] বিগ্রহ অর্থাৎ বিশ্লেষণের দ্বারা। পৃথক্ত্বাৎ—পৃথগ্ভাবে জানা যায়। এখানে অভিপ্রায় এইযে "দেবদত্তঃ যজ্ঞদত্তশ্চ পঠতঃ" বললে বুঝা যায় দেবদত্ত পাঠ করছে এবং যজ্ঞদত্ত পাঠ করছে। দেবদত্তের পঠন একটি ভিন্ন অর্থ, যজ্ঞদত্তের পঠন একটি ভিন্ন অর্থ [দেবদত্তের পঠনটি কখনও যজ্ঞদত্তের পঠন হতে পারে না ] এই ভিন্ন বা নানা অর্থটি জানা যাচ্ছে 'চ' এই নিপাতের দ্বারা। 'চ' এই নিপাতের উপস্থিতি [ জ্ঞান ] বা প্রয়োগ থেকেই এইরূপ নানা [ বিভিন্ন ] অর্থের জ্ঞান হয় বলে উহা [ চ' ] কর্মোপসংগ্রহ অর্থাৎ নানা অর্থের বোধক। কিন্তু যদি বলা যায় যে "দেবদত্তঃ পঠতি, যজ্ঞদত্তঃ পঠতি।" তাহলেও অর্থপৃথক্ত্ব অর্থাৎ নানা অর্থের প্রতীতি হয়। "দেবদত্তের পঠন ও যজ্ঞদত্তের পঠন" এই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জ্ঞানও এখানে হয়। কিন্তু ইহা উদ্দেশকৃত অর্থ পৃথকত্ব অর্থাৎ "দেবদত্তের পঠন" ও "যজ্ঞদত্তের পঠন" এই দুইটি ভিন্ন পদার্থের কথনটি উদ্দেশ অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ "দেবদত্তঃ পঠতি, যজ্ঞদত্তঃ পঠতি" করে বুঝাতে হয়। এখানে 'বিগ্রহ' অর্থাৎ দুইটি পৃথক্ বাক্যের উল্লেখ রূপ বিশ্লেষণ করতে হয়। নিপাতের স্থলে [ কর্মোপসংগ্রহ নিপাতের স্থলে ] বিভিন্ন বাক্য বা শব্দের বিশ্লেষণ বা উল্লেখ করতে হয় না। কিন্তু 'চ' প্রভৃতি নিপাতের দ্বারাই বিভিন্ন অর্থের বোধ হয়ে যায়।। (ছ) ।।

চ ইতি [ 'চ' এই নিপাতটি ] সমুচ্চয়ার্থঃ [ সম্মিলিত অর্থের বোধক ], উভাভ্যাম্ [ যে দুইটি পদার্থের সম্মিলন বুঝান হয়, তাদের উভয়ের সহিত ] সংপ্রযুজ্যতে [ সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ] ।। (জ) ।।

অনুবাদ ঃ—'চ' এই নিপাতটি সমুচ্চয় [ সম্মিলন ] অর্থের বোধক। যে দুইটি পদার্থের সমুচ্চয় বুঝান হয়, তাহাদের উভয়ের সহিত অর্থাৎ উভয়ের বোধক পদের সহিত 'চ' নিপাতটি সংযুক্ত হয়ে প্রযুক্ত হয় ।। (জ) ।।

মন্তব্য ঃ—সমুচ্চয়ার্থক 'চ' নিপাতটি যে পদার্থদ্বয়ের সমুচ্চয় বুঝান হয়, সেই পদার্থদ্বয়ের বোধক পদদ্বয়ের সহিত 'চ' এই নিপাতটির প্রয়োগ হয়। ইহার উদাহরণ পরের সূত্রে বলবেন ।। (জ) ।।

বুব্রহন্ [ হে বুব্রহন্ ] অহং চ [ আমি ও ] ত্বং চ [ তুমি ও ] ।। (ঝ) ।।

অনুবাদ ঃ—হে বৃত্র সংহারক ইন্দ্র আমি এবং তুমি "অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্" এইবাক্যে 'চ' নিপাতটি সমুচ্চয় রূপ অর্থ বুঝিয়েছে ।। (ঝ) ।।

মন্তব্য ঃ—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্ সংযুজ্যাব সনিভ্য আ। অরাতী বাচিদদ্রিবোঽনু নৌ শূর মংসত ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ।।" [ ঋগ্বেদ ৮।৬২।১১ ]।। ইহার অর্থ এই—( ইন্দ্রের সঙ্গে সখ্যভাব করে ঘোরপুত্র বলছে ) "হে ইন্দ্র। আমি এবং তুমি যত কাল পর্যন্ত দাতার কাছ থেকে ধনপ্রাপ্ত হই ততকাল আমরা সম্মিলিত হইব। হে বজ্রধারিন্ ইন্দ্র ! হে বীর ! আমরা মিলিত হলে দানবিষয়ে যারা পরাঙ্মুখ তারাও দানশীলতা প্রাপ্ত হয়ে তারাও দানে অনুমতি করবে। তারা মনে করবে ইন্দ্রকে দান করলে সেই দান সুখপ্রদ হবে।" এখানে ইন্দ্র ও ঘোরপুত্রের সমুচ্চয়বোধক ত্বং ও অহং পদের সঙ্গে 'চ' এই নিপাতটি সংযুক্ত হয়ে প্রযুক্ত হয়েছে ।। (ঝ)।।

এতস্মিন্ এব অর্থে [ এই সমুচ্চয় অর্থেই ] ইতি আকারঃ [ 'আ' এই আকার রূপ নিপাতটি ] [ প্রযুজ্যতে ] [ প্রযুক্ত হয় ]। [ যথা ] [ যেমন ] দেবেভ্যঃ চ পিতৃভ্য আ [ দেবতাদের নিকট এবং পিতৃপুরুষের নিকট ] [ প্রেরিত করুন ] ইতি [ ইত্যাদি ] ।। (ঞ) ।।

অনুবাদ ঃ—এই সমুচ্চয় অর্থেই আকার অর্থাৎ 'আ' এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয়। যেমন "দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আইতি" দেবতাদের নিকট পিতৃপুরুষদিগের নিকট [ প্রেরিত করুন ] ইত্যাদি ।। (ঞ) ।।

মন্তব্য ঃ—এই সূত্র বাক্যটির অন্বয় এইরূপ "এতস্মিন্ এব অর্থে আকারঃ [ প্রযুজ্যতে ] দেবেভ্যঃ চ পিতৃভ্যঃ আ ইতি" [ ইত্যাদি ]। "এত্যাকারঃ" এখানে "আ ইতি আকারঃ" এইরূপ ছেদ বুঝতে হবে। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "যোঽগ্নিঃ কব্যবাহনঃ পিতৄন্যক্ষদৃতাবৃধঃ। প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ।।" [ ঋগ্বেদ ১০।১৬।১১ ] ইহার অর্থ এইরূপ—"যে অগ্নি পিতৃ পুরুষের প্রাপ্য কব্যনামক হবির প্রাপক, তিনি পিতৃযজ্ঞে হোতৃরূপে স্থিত হয়ে, সত্যযজ্ঞের বৃদ্ধিকারক আমাদের পিতৃ পুরুষগণকে পূজা করুন এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রদত্ত হবিঃ নিবেদন করুন।" এখানে [ এইমন্ত্রে ] 'দেবেভ্যঃ চ পিতৃভ্যঃ আ" শেষের 'আ' নিপাতটি সমুচ্চয়ার্থের বোধক হয়েছে ।। (ঞ) ।।

বা ইতি [ বা এই নিপাতটি ] বিচারণার্থে [ বিতর্ক অর্থ বুঝাতে ] [ প্রযুজ্যতে ] [ প্রযুক্ত হয় ] ।। (ট) ।।

অনুবাদ :—'বা' এই নিপাতটি বিতর্ক অর্থে প্রযুক্ত হয় ।। (ট) ।।

মন্তব্য :—বিচারণা বা বিতর্ক অর্থে প্রযুজ্যমান 'বা' নিপাতের উদাহরণ পরবর্তি সূত্রেই বলছেন [ নিরুক্তকার ] ।। (ট) ।।

হন্ত [ হর্ষে ] অহম্ [ আমি ( ইন্দ্র ) ] ইমাং পৃথিবীম্ [ এই পৃথিবীকে ] ইহ বা [ এই অন্তরিক্ষলোকে অথবা দক্ষিণস্কন্ধে ] নিদধানি [ স্থাপন করব ] ইহ বা [ কিং বা এই দ্যুলোকে অথবা বামস্কন্ধে স্থাপন করব ] ইতি [ ইত্যাদি ] ।। (ঠ) ।।

অনুবাদ—এ্যাঁ আমি [ ইন্দ্র ] কি এই পৃথিবীকে অন্তরিক্ষলোকে অথবা আমার দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করব কিম্বা দ্যুলোকে বা আমার বামস্কন্ধে স্থাপন করব ইত্যাদি ।। (ঠ) ।।

মন্তব্য :—এইসূত্রে 'বা' নিপাতটি যে বিতর্ক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, তাহাই দেখান হয়েছে। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"হন্তাহং পৃথিবীমিমাং নিদধানী হবে হবে। কুবিৎ সোমস্যাপাম্" [ ঋগ্বেদ=১০।১১৯।৯ ] এর অর্থ হচ্ছে—"এ্যা এখন আমি [ ইন্দ্র ] এই পৃথিবীকে কি অন্তরিক্ষে অথবা আমার দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করব কিম্বা দ্যুলোকে বা আমার বামস্কন্ধে স্থাপন করব। যেহেতু আমি বহুবার সোম পান করেছি।

সোমরসপান করে শরীরে এত বল হয়েছে—যাতে ইন্দ্র ইচ্ছানুসারে পৃথিবীকে যেখানে সেখানে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। এখানে "অন্তরিক্ষে অথবা দ্যুলোকে" এইরূপ বিচারণা বা বিতর্ক অর্থে 'বা' নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ।। (ঠ) ।।

অথ [ আর ] [ বাইতি নিপাতঃ ] [ বা এই নিপাতটি ] সমুচ্চয়ার্থে [ সমুচ্চয় অর্থে ] অপি [ ও ] ভবতি [ প্রযুক্ত হয় ] ।। (ড) ।।

অনুবাদ :—আরও কথা এই যে বা এই নিপাতটি সমুচ্চয় অর্থেও প্রযুক্ত হয় ।। (ড) ।।

মন্তব্য :—'বা' নিপাতটির বিতর্কার্থে প্রয়োগ বলে এখন সমুচ্চয়ার্থে

প্রয়োগ হয় বলেছেন। সমুচ্চয়ার্থে প্রয়োগের উদাহরণ পরবর্তি সূত্রে বলা হবে ॥ (ড) ॥

বায়ুঃ বা [ বায়ু ও ] ত্বা [ তোমাকে ] মনুঃ বা [ মনু ও ] ত্বা [ তোমাকে ] ইতি [ ইত্যাদি ] [ সমুচ্চয়ার্থে বা ইতি প্রযুজ্যতে ] [ "সমুচ্চয়ার্থে বা নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ] ॥ (ঢ) ॥

অনুবাদ ঃ—"বায়ুর্বাত্বামনুর্বাত্বা" [ বায়ুও তোমাকে মনু ও তোমাকে ] ইত্যাদি বাক্যে 'বা' নিপাতটি সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ঢ) ॥

মন্তব্য ঃ—সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "বায়ুর্বা ত্বা মনু র্বা ত্বা গন্ধর্বা সপ্তবিংশতিঃ। তে অগ্রে অশ্বময়ুঞ্জংস্তেঽস্মিঞ্জবমাদধুঃ ॥" [ তৈত্তিরীয়সংহিতা ১৭৷৭৷১ ] ইহার অর্থ এইরূপ—"হে অশ্ব! তোমাকে বায়ু ও মনু ও সাতাশজন গন্ধর্বও এই রথে যোজিত করেন। তাঁরা পূর্বে দেবতাদের ও ঋষিদের রথে অশ্বকে সংযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁরা এই অশ্বে বেগ আধান করেছিলেন। অতএব আমিও বলছি আমারও অগ্রে তাঁরা এই অশ্বকে রথে যুক্ত করুন এবং তাতে [ অশ্বে ] বেগ আধান করুন ॥" এইমন্ত্রে "বায়ুর্বা মনুর্বা" স্থলে "বায়ু ও মনুও" এইরূপ সমুচ্চয়ার্থে 'বা' নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ঢ) ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডের অনুবাদ।

১৷২৷৩ খণ্ডের দুর্গাচার্যবৃত্তি।

"অক্ষো ন চক্র্যোঃ শূর বৃহন্ প্রতে মহ্না রিরিচে রোদস্যোঃ। বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূত বয়া ব্যূতয়ো রুরুহুরিন্দ্র পূর্বীঃ ॥" [ ঋঃ সং ৪৷৬৷১৭৷৩ ] ভরদ্বাজো বার্হস্পত্যোঽস্যাস্ত্রিষ্টুভঃ পূর্বেণার্দ্ধর্চেন ইন্দ্রং স্তুত্বোত্তরেণোপালব্ধবান্। হে শূর! ইন্দ্র! পুরুহূত! মহানক্ষ ইব চক্রয়োঃ 'পরিরিচে' প্রকর্ষেণাতিরিচ্যতে। তব 'মহ্না' মহত্ত্বেন বিভূতিঃ। কুতোঽতিরিচ্যতে? রোদস্যোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ। তথাপি চৈবং বিভূতিযুক্তস্য সতস্তব ত্বদ্ভক্তানামেবাস্মাকং সতাং বৃক্ষস্যেব 'বয়াঃ' শাখাঃ 'পূর্বীরূতয়ঃ' পূর্বস্মাদ্ যজ্ঞাগমনমার্গাঃ 'বিরুরুহুঃ' খিলীভূতা স্তবাত্রাগমনাৎ। অহোকষ্টং মন্দভাগধেয়তাস্মাকম্। যেষাং নো ধনং, ন তদাস্তি যেন ত্বাং যজেমহি। কিমত্র ত্বাং বক্ষ্যাম ইতি। "বয়াঃ শাখাঃ"—ইতি পর্যায়বচনঃ। "বেতেঃ" বয়া ইতি নিগমপ্রসক্তস্য নির্বচনম্। "শাখাঃ খশয়াঃ" ইতি পর্যায়প্রসক্তস্য। ব্যাখ্যাতা উপমার্থীয়াঃ। অথানন্তরং প্রতিজ্ঞাপ্রসক্তানেব কর্মোপসংগ্রহার্থান্ বক্ষ্যামঃ। "অথ যস্যাগমাদর্থপৃথক্ত্বমহ

বিজ্ঞায়তে, ন ত্বৌদ্দেশিকমিব বিগ্রহেণ পৃথক্ত্বাৎ স কর্মোপসংগ্রহঃ"। যস্যাগমাদধ্যাহারাদশ্রূয়মাণস্যৈব নিপাতস্য সরূপবিরূপৈকশেষাদর্থতো বা পৃথক্ত্বমহ পৃথগ্ভাব এব বিজ্ঞায়তে। তদযথা—দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ দেবদত্তশ্চ যজ্ঞদত্তশ্চেতি আহ—স্থাবপাত্র দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ শ্রূয়েতে, ন তু তয়োরৌদ্দেশিকমিব পৃথক্ত্বমিতি। যথা গাঃ, অশ্বান্, পুরুষান্, পশূনিতি প্রত্যেকমুদ্দিশ্যমানানাম্। ইহ তু বিগ্রহেণ চ শব্দাগমাদেতৎ পৃথক্ত্বমুপজায়তে। নানাগ্রহণং দ্বয়োর্বহূনামর্থানাং বিগ্রহঃ স এব পৃথক্ত্বাদ্ধেতোঃ পৃথক্ত্বেন নিমিত্তেন নিমিত্তেনোপলক্ষ্যমাণঃ, যস্মাদ্ দ্বাবর্থৌ বহূন্ বা গৃহীত্বা একস্মিন্ কর্মণি উপসমাবেষ্টয়তি। তদযথাঃ—'দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ পচেতে।" ইত্যেবম্। তস্মাৎ কর্মোপসংগ্রহঃ'—ইত্যেতন্নামৈব তদ্ভবতি। অথবা বৃহস্পতিশ্চেত্যুক্তে প্রজাপতিরনুক্তোঽপি দ্বিতীয়ো গম্যতে প্রজাপতিশ্চেতি। কতমঃপুনরসাবিতি? উচ্যতে—'চেতি' কদাচিদয়মেব "সমুচ্চয়ার্থঃ" "উভাভ্যাম্" অপ্যর্থাভ্যাং বিগৃহীতাভ্যামেব সংযুক্তঃ 'প্রযুজ্যতে' তথা চ—"অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্ সংযুজ্যাব সনিভ্য আ। অরাতীবা চিদদ্রিবোঽনু নো শূর মংসতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।", [ ঋঃ সং ৬।৪।৪১।৫ ]। ঘোরপুত্রঃ প্রগাথোঽনয়া ঐন্দ্র্যা পঙক্ত্যা ইন্দ্রস্য সখ্যার্থী সন্নব্রবীৎ। হে 'বৃত্রহন্' ইন্দ্র! 'অহং চ' প্রগাথ 'ত্বং চ' 'সংযুজ্যাব'।

একস্মিন্নর্থে সতি প্রাপ্তিলক্ষণে যুজ্যাবহৈ 'আসনিভ্যঃ' আপ্রাপ্তেঃ 'অরাতীবা' ইত্যেকং পদম্ অথৈবমাবাং সংযুক্তৌ দৃষ্টবা হে 'অদ্রিবঃ'। 'অরাতী বা চিৎ' অদানশীলোঽপি দানশীলতামুপেত্যানুমংস্যত এবাবয়োর্দানম্। 'ভদ্রা' ভন্দনীয়া 'ইন্দ্রস্য' রাতয়ঃ' দানানি ইত্যেবং মন্যমানঃ। কো হিনাম ত্বংসংযুক্তানামস্মাকং ন দদ্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ।

অথাপ্যাকারঃ "এতস্মিন্নেবার্থে" সমুচ্চয়ার্থে। "দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ"—ইতি। অয়মস্মিন্ মন্ত্রে আকারঃ। "যোঽগ্নিঃ কব্যবাহন, পিতৄন্ যক্ষদৃতাবৃধঃ। প্রেদু হব্যানি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ" ॥ [ ঋ সং ৭।৬।২২।৯ ]। অনুষ্টুপ্, আপ্রী, পিতৃযজ্ঞে বিনিযুক্তা। 'যোঽগ্নিঃ' কব্যস্য বোঢ়া, যস্যায়মধিকারঃ, কব্যানি বোঢ়ব্যানীতি, স ইহাস্মাকং পিতৃযজ্ঞে হোতৃত্বেন স্থিতঃ, 'পিতৄন' 'যক্ষৎ' পূজয়ত্বিত্যর্থঃ। কিংলক্ষণান্? 'ঋতাবৃধঃ' সত্যবৃধো বা যজ্ঞবৃধো বা। কিঞ্চ। "প্রেদু হব্যানি" বোচতি, বোচতু চ। প্রব্রবীত্বেতানি। হবীংষ্যস্মৎ প্র দত্তানি। কস্মৈ? 'দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ। ইতি॥

"বেতি" অয়ং "বিচারণার্থে।" সমুচ্চয়ার্থীয়প্রসঙ্গেনোদাহ্রিয়তে। "হন্তাহং পৃথিবীমিমাং নিদধানীহ বেহবা। কুবিৎ সোমস্যাপামিতি।।" [ ঋঃ সং ৮।৬।২৭।৩ ]। ঐন্দ্রো লবস্ত স্তেয়মার্যং, গায়ত্রী। 'হন্ত' ইদানীমেব 'অহম্' 'ইমাং পৃথিবীম্' 'ইহ বা' অন্তরিক্ষলোকে 'ইহ বা দ্যুলোকে অথবা 'ইহ বা দক্ষিণে স্কন্ধে। 'ইহ বা' সব্যে 'নিদধানি' অবস্থাপয়ামি। অতঃ স্থানাদুদ্ধৃত্য। অথ কিমর্থং ব্রূতে? 'কুবিৎসোমস্য' বহুবহং সোমম্ 'অপাম্' পীতবানিতি। অস্য মে সোমপানস্যানুরূপমেব বীর্যমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ।

"অথাপি" 'বেতি' অয়ং "সমুচ্চয়ার্থে ভবতি" "বায়ুর্বাত্বা মনুর্বাত্বেতি।" "বায়ুর্বাত্বা মনুর্বাত্বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জংস্তে অস্মিঞ্জবমাদধুঃ।।" [ যঃ সঃ ৯।৭ ]" অনুষ্টুবেষা। বাজপেয়েঽশ্বযোজনে বিনিযুক্তা। হে অশ্ব! বায়ুশ্চ ত্বা মনুশ্চ ত্বা, গন্ধর্বা এতে সপ্তবিংশতি যুঞ্জন্তু ত্বামস্মিন্ রথে। তে হি বিদুর্যথাত্বং যোক্তব্যঃ। এবঞ্চ পূর্বমপ্যশ্বং যুক্তবন্তো দেবানামৃষীণাং চ। ত এব চ তস্মিন্ জবমাদধুঃ আহিতবন্তো যস্মাদতো ব্রবীমি মমাপি চাগ্রে তমশ্বং ত এব যুঞ্জন্তু, জবং চাস্মিন্নাদধাত্বিতি।। ৩।।

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

———

# নিরুক্তে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে চতুর্থখণ্ডঃ

## [ মূলম্ ]

অহ ইতি চ হ ইতি চ বিনিগ্রহার্থীয়ৌ পূর্বেণ সংপ্রযুজ্যেতে ।। (ক) ।। অয়মহেদং করোত্বয়মিদম্ ।। (খ) ।। ইদংহ করিষ্যতি, ইদং ন করিষ্যতীতি ।। (গ) ।। অথাপ্যুকার এতস্মিন্নেবার্থে উত্তরেণ ।। (ঘ) ।। মৃষেমে বদন্তি সত্যমু তে বদন্তি ইতি ।। (ঙ) ।। অথাপি পদপূরণঃ ।। (চ) ।। ইদমু তদু ।। (ছ) ।। হীত্যেষোঽনেককর্মা ।। (জ) ।। ইদং হি করিষ্যতীতি হেত্বপদেশে ।। (ঝ) ।। কথং হি করিষ্যতীত্যনুপৃষ্টে ।। (ঞ) ।। কথং হি ব্যাকরিষ্যতীত্যসূয়ায়াম্ ।। (ট) ।। কিলেতি বিদ্যাপ্রকর্ষে এবং কিলেতি ।। (ঠ) ।। অথাপি ন ননু ইত্যেতাভ্যাং সংপ্রযুজ্যতেঽনুপৃষ্টে ।। (ড) ।। ন কিলৈবং ননু কিলৈবম্ ।। (ঢ) ।। মেতি প্রতিষেধে ।। (ণ) ।। মা কার্ষীর্মা হার্ষীরিতি চ ।। (ত) ।। খল্বিতি চ ।। (থ) ।। খলু কৃত্বা খলুকৃতম্ ।। (দ) ।। অথাপি পদপূরণঃ ।। (ধ) ।। এবং খলু তদ্বভূবেতি ।।(ন)।। শশ্বদিতি বিচিকিৎসার্থীয়ো ভাষায়াম্ ।। (প) ।। শশ্বদেবমিত্যনুপৃষ্টে এবং শশ্বদিত্যস্বয়ংপৃষ্টে ।।(ফ)।। নূনমিতি বিচিকিৎসার্থীয়ো ভাষায়াম্ ।। (ব) ।। উভয়মন্বধ্যায়ং বিচিকিৎসার্থীয়শ্চ পদপূরণশ্চ ।। (ভ) ।। অগস্ত্য ইন্দ্রায় হবির্নিরূপ্য, মরুদ্ভ্যঃ সম্প্রদিৎসাঞ্চকার স ইন্দ্র এত্য পরিদেবয়াঞ্চক্রে ।। (ম) ।। ৪ ।।

প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ।।

## বিবৃতি

অহ ইতি চ [ অহ এই নিপাত ও ] হ ইতি চ [ হ এই নিপাতও বিনিগ্রহার্থীয়ৌ [ বিনিগ্রহার্থক ], পূর্বেণ [ ইহারা পূর্ববর্তি বাক্যের সহিত সংপ্রযুজ্যেতে [ সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ] ।। (ক) ।।

অনুবাদ :—'অহ' এই নিপাত এবং 'হ' এই নিপাত বিনিগ্রহ অর্থের বোধক, ইহারা পূর্ববর্তি বাক্যের সহিত সম্বদ্ধ হয়ে ব্যবহৃত হয় ।। (ক) ।।

মন্তব্য ঃ—"বিনিগ্রহ" মানে "বিভক্তরূপে অবস্থিত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অভিমত পদার্থের গ্রহণ।" বিনিগ্রহ এব অর্থঃ যয়োঃ 'তৌ বিনিগ্রহার্থৌ।' বিনিগ্রহার্থৌ এব বিনিগ্রহার্থীয়ৌ স্বার্থে 'ছঃ'। তারমানে বিনিগ্রহার্থকই বিনিগ্রহার্থীয়। যেমন কোনস্থলে দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নামক দুইজন ব্যক্তি আছে। গুরু বা অপর কেহ বললেন "দেবদত্তঃ গচ্ছতু" অর্থাৎ দেবদত্তই যাক্। এখানে দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে দেবদত্তের গমন বোধিত হয়েছে বলে উহা বিনিগ্রহার্থক নিপাত হতে পারলো। পরবর্তি সূত্রে ইহার উদাহরণ বলবেন ॥ (ক) ॥

'অহ' নিপাতের উদাহরণ বলছেন—

অয়ম্ অহ [ এই পুরুষ ই ] ইদং করোতু [ এই কার্য করুক ], অয়ম্ [ এই ব্যক্তি ] ইদং করোতু [ ইহা করুক ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—এই পুরুষই এই কাজ করুক, আর এই, ইহা [ কর্ম ] করুক ॥ (খ) ॥

মন্তব্যম্ ঃ—যেখানে দুইজন মানুষ আছে, সেখানে গুরু বা প্রভু যখন বলেন এই ব্যক্তিই এই কাজ করুক, তখন এই ব্যক্তির পক্ষে বিনিগ্রহ অর্থাৎ এককার্যে ব্যবস্থাপন করা হয়। এই বিনিগ্রহ রূপ অর্থের বোধক হল "অহ" এই নিপাতটি ॥ (খ) ॥

'হ' এই নিপাতের উদাহরণ বলছেন।

ইদং হ [ ইহা ( এইকর্ম ) ই ] করিষ্যতি [ করবে ] ইদং ন করিষ্যতি ইতি [ ইহা ( এইকার্য্য ) করবে না ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—"ইদং হ করিষ্যতি ইদং ন করিষ্যতি" [ ইহাই করবে, ইহা করবে না ] এইবাক্যে 'হ' এই নিপাতটি বিনিগ্রহার্থের বোধক ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিভক্তরূপে অবস্থিত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অভিমত রূপে যে একটির গ্রহণ তাহা বিনিগ্রহ। এই বাক্যে বলা হয়েছে 'ইহাই করবে ইহা করবে না'। এখানে দুইটি কর্ম ভিন্নরূপে অবস্থিত। তার মধ্যে—পূর্বোক্ত কর্মকেই "ইদং হ" এই 'হ' নিপাতের দ্বারা গ্রহণ করছে, ইহা বুঝাচ্ছে বলে 'হ' নিপাতটি বিনিগ্রহার্থক হল ॥ (গ) ॥

অথ [ আর ] উকারঃ অপি [ 'উ' এই নিপাতটিও ] এতস্মিন্ অর্থে এব [ এই বিনিগ্রহ অর্থেই ] [ প্রযুজ্যতে ] [ প্রযুক্ত হয় ] উত্তরেণ [ কিন্তু তাহা পরবর্তিবাক্যগত অর্থের সহিত ] [ সংপ্রযুজ্যতে ] [ সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ :—'উ' এই নিপাতটিও এই বিনিগ্রহ অর্থেই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু ইহা [ 'উ' নিপাত ] পরবর্তি বাক্যগত অর্থের সহিত সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য :—'উ' নামক আর একটি নিপাত [ 'অহ' ও 'হ' থেকে ভিন্ন ] ও বিনিগ্রহার্থক। কিন্তু 'অহ' ও 'হ' যেমন পূর্ববর্তি বাক্যগত অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। 'উ' নিপাতটি কিন্তু তার বিপরীত অর্থাৎ পরবর্তি বাক্যগত অর্থের সহিত সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তি সূত্রে ইহার উদাহরণ বলবেন ॥ (ঘ) ॥

ইমে [ ইহারা ] মৃষা [ মিথ্যা ] বদন্তি [ বলে ] তে [ তাহা ] সত্যম্ উ [ সত্যই ] বদন্তি [ বলে ] ইতি [ ইত্যাদি ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ :—'ইহারা মিথ্যা বলে' 'তারা সত্যই বলে' এই দুইটি বাক্যের মধ্যে পরবর্তি বাক্যের অর্থের সঙ্গে 'উ' এই নিপাতটি যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য :—স্পষ্ট ॥ (ঙ) ॥

অথ [ এবং ] [ 'উ' ইতি নিপাতঃ ]। [ 'উ' এই নিপাতটি ] পদপূরণঃ [ শ্লোকের পাদপূরক ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—আর 'উ' এই নিপাতটি শ্লোকের বা মন্ত্রের পাদ [ চার ভাগের এক ভাগকে বলে ] পূরণ করে [ কখনও কখনও ] (চ) ॥

মন্তব্য :—'উ' নিপাতটি বিতর্ক অর্থে প্রযুক্ত হয় বলা হয়েছে। এই সূত্রে বলছেন যে এই 'উ' নিপাত কখনও কখনও শ্লোকের বা মন্ত্রের পাদপূরণে প্রযুক্ত হয়। পূরয়তীতি পূরণঃ পূরী আপ্যায়নে পূর ধাতুর উত্তর নন্দ্যাদিত্ব বশত ল্যুঃ প্রত্যয় করে 'পূরণ' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'পদস্য পূরণঃ' এইরূপ কর্মষষ্ঠ্যন্তের সহিত সমাস করে 'পদপূরণঃ' পদ নিষ্পন্ন হয় ॥ (চ) ॥

'উ' নিপাতের পদপূরণের দৃষ্টান্ত বলছেন—

ইদম্ উ [ ইহা ] তৎ উ [ তাহা ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—"ইদম্ উ—তৎ উ" এই স্থলে 'উ' নিপাতটি পদপূরণার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'উ'র কোন অর্থ নাই এখানে।

মন্তব্য ঃ—এখানে দুইটি মন্ত্র ঋগ্বেদে পঠিত আছে। সেই দুইটি যথা ঃ—"ইদমু তৎ পুরুতমং পুরস্তাজ্জ্যোতিস্তমসো বয়ুনাবদস্থাৎ। নূনং দিবো দুহিতরো বিভাতীর্গাতুং কৃণবন্নুষসো জনায় ॥" [ ঋঃ ৪।৫১।২ ]। "তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্ম দস্মস্য চারুতমমস্তি দংসঃ। উপহ্বরে যদু পরা অপিন্বন্মধ্বর্ণসো নদ্যশ্চতস্রঃ।" [ ঋঃ ১।৬২।৬ ]॥ দুই মন্ত্রেই "ইদম্ উ" "তদ্ উ" স্থলে 'উ' টি পদপূরণে ব্যবহৃত হয়েছে ॥ (ছ) ॥'

হি ইতি এষঃ [ হি এই নিপাতটি ] অনেককর্মা [ অনেক অর্থের বোধক ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ ঃ—'হি' এই নিপাতের অনেক অর্থ আছে ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—'হি' নিপাতের অনেক অর্থ পরিবর্তি সূত্রগুলিতে বলবেন ॥ (জ) ॥

হি [ যেহেতু ] ইদং করিষ্যতি [ ইহা করবে ] ইতি [ এই বাক্যে ] হেত্বপদেশে [ হেতু অর্থ বুঝাতে ] [ হি নিপাতঃ প্রযুজ্যতে ] [ হি নিপাতটি প্রযুক্ত হয় ] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ ঃ—"ইদং হি করিষ্যতি" [ যেহেতু ইহা করবে ] এই বাক্যে 'হি' এই নিপাতটি হেতু অর্থ বুঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে। অন্যত্রও হেত্বর্থে প্রযুক্ত হয় ॥ (ঝ) ॥

মন্তব্য ঃ—কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করল—"দেবদত্তঃ কথং বিপণিং গচ্ছতি? তার উত্তরে একজন বলল "ইদং হি করিষ্যতি। অর্থাৎ সে এই দ্রব্য ক্রয়রূপ কর্ম যেহেতু করবে। এখানে হেতু অর্থ বুঝাতে 'হি' নিপাত প্রযুক্ত হয় ॥ (ঝ) ॥

কথং হি [ কিরূপে ] করিষ্যতি [ করবে ] ইতি [ এইবাক্যে ] অনুপৃষ্টে [ পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে ] [ হি ইতি নিপাতঃ প্রযুজ্যতে ] [ 'হি এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয় ] ॥ (ঞ) ॥

অনুবাদ ঃ—"কথং হি করিষ্যতি" অর্থাৎ কিরূপে করবে "এই বাক্যে 'হি' এই নিপাতটি পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ঞ) ॥

মন্তব্য ঃ—একজন প্রথমে প্রশ্ন করল 'দেবদত্তঃ কিমিদং করিষ্যতি' দেবদত্ত কি ইহা করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল—"বাঢ়ং করিষ্যতি"

হাঁ করবে। তারপর প্রথম ব্যক্তি পুনঃ প্রশ্ন করল "কথং হি করিষ্যতি" কিরূপে করবে ? এই পুনঃ প্রশ্নে এখানে হি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ঞ) ॥

কথং হি [ কি করে ] ব্যাকরিষ্যতি [ ব্যাখ্যা করবে ] ইতি [ এই বাক্যে ] অসূয়ায়াম্ [ পরের গুণ সহ্য করতে না পারা রূপ অসূয়া বুঝাতে [ হি ইতি নিপাতঃ প্রযুক্তঃ ] হি এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ] ॥ (ট) ॥

অনুবাদ :—কি করে ব্যাখ্যা করবে "কথং হি ব্যাকরিষ্যতি" ( দেখা যাবে ) এই বাক্যে অসূয়া বুঝাতে 'হি' এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ট) ॥

মন্তব্য :—"পরগুণানামসহনমসূয়া।" অর্থাৎ পরের গুণ সহ্য করতে না পারার নাম অসূয়া। এই অসূয়া বুঝাতেও 'হি' এই নিপাতের প্রয়োগ ইহাই এই সূত্রে বলা হয়েছে। 'একজন কোন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করবে' ইহা অপরে শুনেছে। শুনে সেই অপর ব্যক্তি অসূয়া বশত বলছে কি করে ব্যাখ্যা করবে ? শাস্ত্রের অভ্যাস না করে পরিশ্রম না করে কি করে ব্যাখ্যা করবে ? এখানে অসূয়াই প্রকটিত হয়েছে অপরের বাক্যে, সেই অসূয়াটি 'হি' নিপাতের দ্বারা বুঝান হয়েছে "কথং হি করিষ্যতি ?" এইবাক্যে। সুতরাং 'হি' এই নিপাতের তিনটি অর্থ নিরুক্তকার দেখালেন—হেতুনির্দেশ, পুনঃপ্রশ্ন ও অসূয়া ॥ (ট) ॥

কিল ইতি [ 'কিল' এই নিপাতটি ] বিদ্যাপ্রকর্ষে [ জ্ঞানের প্রকর্ষ বুঝাতে ] [ প্রযুজ্যতে ] [ প্রযুক্ত হয় ] [ যথা ] [ যেমন ] এবং কিল ইতি [ এইরূপ করেছিল ] ॥ (ঠ) ॥

অনুবাদ :—কিল এই নিপাতটি জ্ঞানের প্রকর্ষ বুঝাতে প্রযুক্ত হয়। যেমন—'এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল ॥ (ঠ) ॥

মন্তব্য :—'কিল' এই নিপাতটি জ্ঞানের প্রকর্ষ বুঝাতে প্রযুক্ত হয়। যেমন কোন ব্যক্তি বলল "এবং কিল ইতি" অর্থাৎ ঐ ঘটনা "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাদি" এইরূপ ঘটেছিল। বক্তার এই উক্তি থেকে বক্তার জ্ঞানের প্রকর্ষ বুঝা যায়। তাহা আবার কিল এই নিপাত থেকে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয় ॥ (ঠ) ॥

অথ অপি [ আরও ] [ কিল ইতি ] [ 'কিল' এই নিপাতটি ] ন ননু ইতি এতাভ্যাম্ [ 'ন' ও 'ননু' এই দুইটি নিপাতের সহিত ] সংপ্রযুজ্যতে [ সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ] অনুপৃষ্টে [ পুনঃপ্রশ্ন বুঝাতে ] ॥ (ড) ॥

অনুবাদ ঃ—আরও কথা এই 'কিল' এই নিপাতটি পুনঃপ্রশ্ন বুঝাতে 'ন', ও "ননু" শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ।। (ড) ।।

মন্তব্য ঃ—'কিল' এই নিপাতটি জ্ঞানের প্রকর্ষ বুঝাতে প্রযুক্ত হয়—ইহা পূর্ব সূত্রে বলা হয়েছে। এই সূত্রে বলছেন। সেই 'কিল' নিপাতটি পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতেও 'ন' এবং "ননু" শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রযুক্ত হয়। যেমন কেহ জিজ্ঞাসা করেছিল "কিম্ এবং বভূব" এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল কি ? উত্তরে অপরে বলেছিল—"নায়মেবম্" না এইরূপ হয় নাই। তাতে প্রথম প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট না হয়ে অপরকে প্রশ্ন করল "ন কিল এবম্" বা "ননু কিল এবম্ এবম্" অর্থাৎ এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই কি ? এখানে পুনঃ প্রশ্নে 'ন' ও 'ননু' এর সহিত 'কিল' নিপাতটি সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তি সূত্রে ইহার উদাহরণ বলবেন ।। (ড) ।।

এবং [ এইরূপ ] ন কিল [ হয় নাই কি ? ] এবং [ এইরূপ ] ননু কিল [ হয় নাই কি ! ] ।। (ঢ) ।।

অনুবাদ ঃ—"ন কিলৈবং ননু কিলৈবম্" ইত্যাদি বাক্যে এইরূপ হয় নাই কি। ঐরূপ হয় নাই কি। এইরূপ পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে 'ন' ও "ননু" নিপাতের সহিত সংযুক্ত হয়ে 'কিল' নিপাতটি ব্যবহৃত হয় ।। (ঢ) ।।

মন্তব্য ঃ—'ন' ও 'ননু' এই দুইটি নিপাতের প্রত্যেকেরই নিষেধার্থে প্রয়োগ হয়েছে। আর তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'কিল' এই নিপাতটি পুনঃপ্রশ্ন বুঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে ।। (ঢ) ।।

মা ইতি [ 'মা' এই নিপাতটি ] প্রতিষেধে [ নিষেধ অর্থ বুঝাতে ] [ প্রযুজ্যতে ] [ প্রযুক্ত হয় ] ।। (ণ) ।।

অনুবাদ—'মা' এই নিপাতটি নিষেধ বুঝাতে ব্যবহৃত হয় ।। (ণ) ।।

মন্তব্য ঃ—নিষেধার্থে 'মা' নিপাতেরও উদাহরণ পরবর্তি সূত্রে বলবেন ।। (ণ) ।।

মা কার্ষীঃ [ করোনা, করবে না বা কর নাই ] মা হার্ষীঃ [ গ্রহণ করোনা, গ্রহণ করবে না বা গ্রহণ কর নাই ]। ইতি [ এইরূপ ] [ নিষেধার্থে ] [ মা ইতি ] [ 'মা' এই নিপাত ] [ প্রযুক্তঃ ] [ প্রযুক্ত হয়েছে ] ।। (ত) ।।

অনুবাদ ঃ—"মা কার্ষীঃ" 'মা হার্ষীঃ' অর্থাৎ করো না, করবে না বা কর নাই ; নিও না, নিবে না, বা নাও নাই, এইরূপ নিষেধার্থে 'মা' এই নিপাতটি প্রযুক্ত হয়েছে ।। (ত) ।।

মন্তব্য ঃ—"মাঙ্‌ শব্দের সহিত ধাতুর যোগ থাকলে সেই ধাতুর উত্তর সর্বকালে লুঙ্‌ হয়। যথা ঃ—[ পাঃ সূঃ মাঙি লুঙ্‌ ] [ ৩।৩।১৭৫ ] অর্থাৎ 'মাঙ্‌' শব্দের যোগ থাকলে—ধাতুর উত্তর সর্বকালে লুঙ্‌ হয়। অন্য সময় লকার বাধিত হয়ে যায়। তার মানে হচ্ছে 'মাঙ্‌' শব্দের যোগে ধাতুর উত্তর লুঙ্‌ ব্যতীত যে কোন কালে অন্য কোন লকার হয় না। কেবলমাত্র লুঙ্‌ই হয়। আর 'মাঙ্‌' শব্দের যোগ থাকলে ধাতুর [ পূর্বে যে ] অট্‌ আগম বা আট্‌ আগম তাহাও হয় না। যেমন-—"ন মাঙ্‌যোগে" [ পাঃ সূঃ ৬।৪।৭৪ ] অর্থাৎ 'মাঙ' শব্দের যোগ থাকলে ধাতুর অট্‌ বা আট্‌ আগম হয় না। এইজন্য "মা কার্ষীঃ" "মা হার্ষীঃ" এইরূপ প্রয়োগ হয়েছে বুঝতে হবে। তবে 'মা' শব্দ দুইটি আছে একটি মাঙ্‌ অর্থাৎ ঙিৎ, আর একটি 'মা' অর্থাৎ অঙিৎ। সকল লকারের বাধ হয়ে ধাতুর উত্তর লুঙ্‌ হয় এই যে নিয়ম তাহা 'মাঙ্‌' অর্থাৎ 'ঙিৎ' মা পদের যোগেই বুঝতে হবে। অঙিৎ 'মা' শব্দের যোগে এই নিয়ম নাই। সেইজন্য "মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্‌" ইত্যাদি প্রয়োগে যে লোট্‌ প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায় তাহা 'মা' অর্থাৎ অঙিৎ মা শব্দের যোগেই বুঝতে হবে।। (ত) ।।

"খলু ইতি" [ খলু এই নিপাতটি ] 'চ' [ ও ] [ প্রতিষেধে ] [ নিষেধ অর্থে ] [ প্রযুজ্যতে ] [ প্রযুক্ত হয় ] ।। (থ) ।।

অনুবাদ ঃ—'খলু' এই নিপাতটিও নিষেধ অর্থে প্রযুক্ত হয় ।। (থ) ।।

মন্তব্য ঃ—নিষেধার্থে 'খলু' নিপাতেরও উদাহরণ পরবর্তি সূত্রে বলছেন। ব্যাকরণেও নিষেধার্থে অলং এবং খলু শব্দের প্রয়োগ দেখান হয়েছে—"অলং খল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং ক্ত্বা" [ পাঃ সূঃ ৩।৪।১৮ ] অর্থাৎ নিষেধার্থক "অলং ও খলু" শব্দের যোগে ধাতুর উত্তর তুমুন্‌ প্রত্যয়ার্থে ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। যেমন—'অলং কৃত্বা' 'খলু কৃত্বা' অর্থাৎ করবে না ।। (থ) ।।

খলু কৃত্বা [ না করে ], খলু কৃতম্‌ [ করে নাই ] [ ইতি বাক্যে খলু ] [ এই বাক্যে খলু ] [নিষেধার্থে প্রযুজ্যতে] [নিষেধার্থে প্রযুক্ত হয়েছে] ।।(দ)।।

অনুবাদ ঃ—"খলু কৃত্বা খলু কৃতম্ [ না করে, করে নাই ] ইত্যাদি বাক্যে নিষেধ অর্থে 'খলু' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে" ॥ (দ) ॥

মন্তব্য ঃ—নিষেধার্থে খলু শব্দের উদাহরণ ॥ (দ) ॥

অথ অপি [ আরও ] [ খলু ইতি ] [ খলু এই নিপাতটি ], পাদপূরণঃ [ শ্লোকের পাদপূরণে ] [ প্রযুজ্যতে ] [ প্রযুক্ত হয় ] ॥ (ধ) ॥

অনুবাদ ঃ—আরও কথা এই যে—'খলু' এই নিপাতটি শ্লোক বা মন্ত্রের পাদপূরণ কার্যে প্রযুক্ত হয় ॥ (ধ) ॥

মন্তব্য ঃ—'খলু' নিপাতের পাদপূরণ অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার উদাহরণ পরবর্তি সূত্রে বলা হবে ॥ (ধ) ॥

তৎ [ তাহা ] এবং খলু [ এইরূপ ] বভূব [ হয়েছিল ] ইতি [ ইত্যাদি ] ॥ (ন) ॥

অনুবাদ ঃ—"এবং খলু তদ্বভূব" [ তাহা এইরূপ হয়েছিল ] ইত্যাদি বাক্যে 'খলু' নিপাতটি পাদপূরণে প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ন ॥

মন্তব্য ঃ—"এবং খলু তদ্বভূব" এইটি লৌকিক বাক্যের উদাহরণ। এই বাক্যে 'খলু' শব্দের কোন অর্থ নাই, কেবল পদপূরণে প্রযুক্ত। বৈদিকবাক্যের উদাহরণ যথা ঃ—"মিত্রং কৃণুধ্বং খলু" অর্থাৎ মিত্রতা কর। [ ঋগ্বেদ ১০।৩৪।১৪ ]। এখানেও খলু শব্দের কোন অর্থ নাই। কেবল পদপূরণ ॥ (ন) ॥

শশ্বৎ ইতি [ শশ্বৎ এই নিপাতটি ] ভাষায়াম্ [ লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় ] বিচিকিৎসার্থীয়ঃ [ বিবেকপূর্বক নির্ণয় বা প্রশ্নার্থক বা নিশ্চয় বা অনাত্ম প্রশ্নার্থক ] ॥ (প) ॥

অনুবাদ ঃ—শশ্বৎ' এই নিপাতটি লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় বিচারপূর্বক প্রশ্নে বা নিশ্চয়ে বা অনাত্মপ্রশ্নে—এই সকল অর্থের বোধক ॥ (প) ॥

মন্তব্য ঃ—বি পূঃ কিত নিবাসে রোগাপনয়নে চ সংশয়ে বা কিত্ ধাতুর উত্তর "গুপ্‌তিজ্‌কিদ্ভ্যঃ সন্" [ পাঃ ৩।১।৫ ] এই সূত্রে সন্। 'বিচিকিৎস' সনন্তধাতুর উত্তর "অ প্রত্যয়াৎ" [ ৩।৩।১০২ ] 'অ' প্রত্যয় করে। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করে বিচিকিৎসা পদ সিদ্ধ হয়েছে। অমরকোশে "বিচিকিৎসা" শব্দের অর্থ

'সংশয়' বলা হয়েছে। দুর্গাচার্যের মতে বিবেকপূর্বক প্রশ্ন হচ্ছে বিচিকিৎসার অর্থ। অপরের মতে নিশ্চয়। বিচিকিৎসা অর্থঃ যস্য স বিচিকিৎসার্থঃ। বিচিকিৎসার্থ এব বিচিৎসার্থীয়ঃ স্বার্থে ছঃপ্রত্যয়ঃ। অর্থাৎ লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় 'শশ্বৎ' এই নিপাতটি বিচিকিৎসার্থক। বেদে অন্য অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ইহার উদাহরণ পরবর্তি সূত্রে বলা হবে ॥ (প) ॥

শশ্বৎ এবম্ ইতি [শশ্বৎ এবম্ এইভাবে 'এবম্' পদের পূর্বে শশ্বৎ শব্দটি] অনুপৃষ্টে [ পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে ] এবং শশ্বৎ ইতি [ এবং শশ্বৎ এইভাবে 'এবম্' এরপরে শশ্বৎ পদটি] অস্বয়ং পৃষ্টে [অনাত্ম প্রশ্নে অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন ভিন্ন অপরের প্রতি প্রশ্নে ] [ প্রযুজ্যতে ] [ প্রযুক্ত হয় ]॥ (ফ) ॥

অনুবাদ :—"শশ্বৎ এবম" এইভাবে 'এবম্' পদের পূর্বে প্রযুক্ত 'শশ্বৎ' এই নিপাতটি পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে প্রযুক্ত হয়। 'এবং শশ্বৎ।' এইরূপ 'এবম্' শব্দের পরে প্রযুক্ত 'শশ্বৎ' এই নিপাতটি নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন ভিন্ন অপরের সম্বন্ধে প্রশ্ন বুঝাতে প্রযুক্ত হয় ॥ (ফ) ॥

মন্তব্য :—লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় 'শবশৎ' এই নিপাতটি বিচিকিৎসা অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহা পূর্বসূত্রে বলেছিলেন। 'বিচিকিৎসা' শব্দের অর্থ সংশয়। বিচারপূর্বক নির্ণয় বা প্রশ্ন বা অনাত্মপ্রশ্ন। ইহা বলা হয়েছিল। এই সূত্রে বলছেন—যে এর মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হচ্ছে এই যে যখন 'এবম্' পদের পূর্বে 'শশ্বৎ' পদের ব্যবহার হবে—তখন 'শশ্বৎ' পদটি পুনঃপ্রশ্ন বুঝাবে। আর যখন 'এবম্' পদের পরে 'শশ্বৎ' পদের ব্যবহার হবে তখন নিজে প্রশ্ন না করে অপরের প্রশ্ন বুঝাবে। যেমন—পূর্বে কেহ প্রশ্ন করেছিল "কিমেতদ্ ভবিষ্যতি?" অর্থাৎ ইহা কি হবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অপরে বলেছিল 'ন ভবিষ্যতি' অর্থাৎ 'না হবে না'। তারপর প্রথম ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করল—'শশ্বৎ এবম্' অর্থাৎ 'ইহা কি ঠিক্' [ হবে না—ইহা কি ঠিক ]। এইরূপ পুনঃ প্রশ্ন বুঝাতে 'এবম্' পদের পূর্বে 'শশ্বৎ' নিপাত প্রযুক্ত হয়। এই ভাবে "এবং শশ্বৎ" বলে যখন 'এবম্' এরপর 'শশ্বৎ' নিপাতের প্রয়োগ হবে। তখন অপরের প্রশ্ন বুঝাবে—"এইরূপ কি ঠিক?" এইরূপ পরের প্রতি প্রশ্ন বুঝাবে ॥ (ফ) ॥

'নূনম্' ইতি [ 'নূনম' এই নিপাতটি ] ভাষায়াম [ লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় ] বিচিকিৎসার্থীয়ঃ [ বিচিকিৎসারূপঅর্থের বোধক ] ।(ব)॥

অনুবাদ ঃ—"নূনম্" এই নিপাতটি লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় বিচিকিৎসা অর্থের বোধক ॥ (ব) ॥

মন্তব্য ঃ—'বিচিকিৎসার' তিনপ্রকার অর্থের কথা বলা হয়েছে। বিচিকিৎসা অর্থে "নূনম্" এই নিপাতের ব্যবহার যথা—"নূনমরং গমিষ্যতি" অর্থাৎ এই ব্যক্তি নিশ্চয় যাবে। বিচিকিৎসা'র এক অর্থ নির্ণয় ॥ (ব) ॥

[ নূনম্ ইতি ] [ 'নূনম্' এই নিপাতটি ] অম্বধ্যায়ম্ [ বেদে ] উভয়ম্ [ উভয়ার্থক ] বিচিকিৎসার্থীয়ঃ চ [ বিচিৎসার্থক ] পদপূরণশ্চ [ এবং পদ-পূরণে ] [ প্রযুক্তঃ ] [ প্রযুক্ত হয় ] ॥ (ভ) ॥

অনুবাদ ঃ—'নূনম্' এই নিপাতটি বেদে বিচিকিৎসার্থক ও পদের পূরণের নিমিত্ত এই উভয়ার্থক ॥ (ভ) ॥

মন্তব্য ঃ—"নূনম্" এই নিপাতটি বেদে বিচিকিৎসা অর্থাৎ সংশয়, নির্ণয় ও অনাত্মপ্রশ্নে প্রযুক্ত হয় এবং শ্লোক ও মন্ত্রের পাদপূরণ করে। অতএব 'নূনম্' নিপাতটি বেদে উভয়ার্থক হয় ॥ (ভ) ॥

'নূনম্' নিপাত যে বেদে উভয়ার্থক হয় তাহা তৃতীয়পাদে বলা হবে, তার কারণ পরসূত্রে বলছেন—

অগস্ত্যঃ [ অগস্ত্য ঋষি ] ইন্দ্রায় [ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ] হবিঃ [ আহুতি দ্রব্য ] নিরূপ্য [ স্রুবাদিতে উঠিয়ে ] মরুদ্ভ্যঃ [ মরুৎ নামক দেবতাগণকে ] সংপ্রদিৎসাঞ্চকার [ সম্প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন ] সঃ [ সেই ] [ ইন্দ্রঃ ] এত্য [ এসে ( যজ্ঞে এসে ) ] পরিদেবয়াঞ্চক্রে [ বিলাপ করতে লাগলেন ] ॥ (ম) ।

অনুবাদ ঃ—অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হবিঃ [ আহুতি দ্রব্য ] নিরূপণ করে [ নির্ধারণ করে ] মরুদ্দেবগণকে তাহা প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সেই ইন্দ্র উপস্থিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন ॥ ম) ॥

মন্তব্য ঃ—'নূনম্' নিপাতটি বৈদিকপ্রয়োগে বিচিকিৎসার্থক ও পদপূরণ কারক। ইহা বলে এসেছেন। তৃতীয়পাদে সেই উভয়ার্থক 'নূনম্' নিপাতের উদাহরণ বলবেন। এইখানে তার প্রসঙ্গটি উঠিয়েছেন। একসময় অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রস্তুত করে, ইন্দ্রকে না দিয়ে মরুদ্গণকে দিয়ে-

ছিলেন। ইন্দ্র যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে তাহা ( হবি ) না পেয়ে দুঃখিত হয়ে বিলাপ করেছিলেন। এরপর তৃতীয়পাদে 'নূনম্' পদ সমন্বিত মন্ত্র বলবেন ॥ (ম)॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে, প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ।

---

১৷২৷৪ দুর্গাচার্যবৃত্তি

"অহ ইতি চ, হ ইতি চ" দ্বাবপ্যেতৌ "বিনিগ্রহার্থীয়ৌ"। তয়োঃ পুনরেতয়োরেতৎ প্রয়োগসম্ভাবাম্। দ্বয়োরর্থয়োরেককালে প্রকৃতয়োঃ "পূর্ব" পূর্ববাক্যগতেনার্থেন সংযুক্তৌ "প্রযুজ্যেতে।" তদ্ যথাঃ—"অয়মহেদং করোত্বয়মিদম্"। অয়মহ যজ্ঞদত্তো গাঃ পায়য়তু, অয়ংদেবদত্তো ভুঙ্ক্তামিতি।

হকারস্যোদাহরণম্—"ইদং হ করিষ্যতীতি। যজ্ঞদত্ত ইদং হ করিষ্যতি। "ইদং ন করিষ্যতীতি" ওদনং ন পক্ষ্যতীতি।

"অথাপ্যুকার এতস্মিন্নেবার্থে উত্তরেণ।" বিনিগ্রহার্থে ভবতি। স পুনঃ রুত্তরেণ দ্বিতীয়বাক্যগতেনার্থেন সংযুক্তে প্রযুজ্যতে। তদ্ যথা "মৃষেমে" বৃষলাঃ "বদন্তি" "সত্যমু তে" ব্রাহ্মণা "বদন্তীতি।", বিনিগ্রহো নাম বিভাগেনাবস্থিতয়োর্যজ্ঞদত্তদেবদত্তয়োরেকস্মিন্ যজ্ঞদত্তেঽভিমতরসগোপায়নস্য নিয়মেন গ্রহণং যৎ স বিনিগ্রহঃ। তদর্থৌ বিনিগ্রহার্থৌ, বিনিগ্রহার্থ এব বিনিগ্রহার্থীয়ঃ। "অথাপি" উকারঃ "পদপূরণঃ" ভবতি। 'ইদমু তৎ পুরুতমং পুরস্তাজ্জ্যোতিস্তমসো বয়ুনাবদস্থাৎ। নূনং দিবো দুহিতরো বিভাতীর্গাতুং কৃণবন্নুষমা জনায় ॥" [ ঋঃ সং ৩৷৪৷২৷১ ]। বামদেবো গোতমোঽনয়া ত্রিষ্টুভোষসং তুষ্টাব। প্রাতরনুবাকাশ্বিনয়োঃশস্যতে। 'ইদং' তৎ 'জ্যোতিঃ' যৎ জনা কথয়ন্তি। উকারঃপদপূরণঃ। এতৎ 'পুরুতমং' বহুতমম্। কুতঃ? পুরুতমম্। 'তমসঃ' যদভিভূয় শার্বরং তমঃ স্বমাত্মানমভিব্যনক্তি। অত এব তদ্ 'বহুতমম্' 'পুরস্তাৎ' প্রাচ্যাং দিশি জ্যোতিঃ 'বয়ুনবৎ প্রজ্ঞানবদুত্তিষ্ঠতি। "নূনং" নিশ্চয়েন এতাঃ উষসঃ দিবো দুহিতরঃ। রূপসামান্যাৎ দুহিতৃত্বাৎ। 'বিভাতীঃ' বিভাসমানাঃ 'গাতুং' গমনমপি কৃতার্থং জনানাং 'কৃণবৎ' কুর্বন্ত্য আগচ্ছন্তি। যথেয়মনুরজ্যতে প্রাচী দিক্, বিধ্বস্যতে চ তমঃ। একস্যা এব পূজনার্থে বহুবচনম্।

"তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্মদস্মস্য চারুতমমস্তি দংসঃ। উপহ্বরে যদুপরা অপিন্বন্ মধ্বর্ণসো নদ্যশ্চতস্রঃ [ঋঃ সঃ ১৷৫৷২ ১]। দ্বিতীয়মুদাহরণমস্যৈব।

গোতমো নোধাশ্চানয়া বিষ্টুভৈন্দ্রমস্তৌৎ। প্রবর্গ্যে বিনিযুক্তা। 'তৎ' প্রকর্ষেণ 'যক্ষতমং' পূজ্যতমম্। উ ইতি পদপূরণ এব। 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'দস্মস্য' দাসয়িতুর্দর্শনীয়স্য বা 'চারুতমং' শোভনতমম্ অন্যদপি তস্য 'অস্তি' 'দংসঃ' কর্ম কিমপি বহুপ্রকারম্। তৎ চাবেব পূজ্যমেব। ইদমেব তস্য চারুতমং চ পূজ্যতমঞ্চ। তৎকিম্? 'উপহ্বরে যৎ উপরাঃ অপিন্বৎ' উপহ্বান-মর্হন্তি যস্মিন্ দেশেঽবস্থিতাঃ সহায়াঃ স উপহ্বরো দেশঃ জনৈরনাকীর্ণঃ যস্মিন্নেকাকী 'যৎ' 'উপরাঃ' মেঘপূরিতাঃ "মধ্বর্ণসঃ" মধূদকাঃ 'চতস্রঃ' 'নদ্যঃ' নদীঃ 'অপিন্বৎ' অপাতয়ৎ অক্ষারয়ৎ। বর্ষাদ্বারেণ যজ্ঞাদি প্রাবর্তয়ৎ—ইত্যতঃ। এতদেবাস্য চারুতমত্বম্ পূজ্যতমত্বঞ্চেত্যভিপ্রায়ঃ ॥

"হীত্যেষোহনেককর্মা।" তদ্‌যথা—"ইদং হি করিষ্যতীতি হেত্বপদেশে। কথং হি করিষ্যতীত্যনুপৃষ্টে। কথং হি ব্যাকরিষ্যতীত্যসূয়ায়াম্।" কথময়ং ব্যাকরিষ্যতীত্যকৃতপ্রযত্নোঽয়মিত্যভিপ্রায়ঃ। অমর্যাদসাক্ষাচ্ছব্দপূর্বকোঽভিপ্রায়ঃ পরিবাদোঽসূয়েত্যুচ্যতে। পরগুণানভিজ্ঞেত্যর্থঃ। কিলেতি বিদ্যাপ্রকর্ষে বিজ্ঞানাতিশয় ইত্যর্থঃ। অন্যত উপশ্রুত্যাতিশয় ইত্যর্থঃ। অন্যত উপশ্রুত্যাতিশয়েনাবধার্যান্যস্মা আচষ্টে কশ্চিৎ—"এবং কিল" এতদাসীদ্ যুদ্ধমিতি।

"অথাপি ন ননু ইত্যেতাভ্যাং" সংযুক্তঃ কিলেত্যয়ং প্রযুজ্যতে। "অনুপৃষ্টে" অর্থে। অন্যত উপশ্রুত্য কঞ্চিদর্থং নায়মেবমিতি ততস্তমেবার্থমন্যমনুপৃচ্ছতি। অথেতরমশ্রদ্দধৎ পূর্বস্য। "ন কিলৈবম্" ইতি। "ননু কিলৈবমিতি।

"মেতি" অয়ং "প্রতিষেধে"। তদ্‌যথা—"মা কার্ষীর্মা হার্ষীরিতি চ।" অয়ঞ্চ প্রতিষেধার্থীয় এব। "খল্বিতি চ।" তদ্‌যথা—"খলুকৃত্বা।" অকৃত্বেত্যর্থঃ। দেশভাষাব্যবস্থয়ৈবঞ্জাতীয়ানামুপেক্ষিতব্যঃ ক্বচিৎ প্রয়োগঃ ॥

"অথাপি" খল্বিত্যয়ং "পদপূরণো" ভবতি। তদ্‌যথা এবং খলু তদ্ বভূবেতি। অন্বীক্ষ্যঃ প্রয়োগঃ ক্বচিৎপাদবৃত্তেষু। "শশ্বদিতি বিচিকিৎসার্থীয়ো ভাষায়াম্।" ছন্দসি পুনরন্যেষ্বপ্যর্থেষু ভবতি। যথাসম্ভবং দ্রষ্টব্যঃ। ইয়ং চাস্য শৈলী অর্থমপেক্ষ্য। এবং শব্দস্য পুরস্তাৎ প্রয়োগো বা ভবতি, উপরিষ্টাদ্বা। তদ্‌যথা—"শশ্বদেবমিত্যনুপৃষ্ট এবং শশ্বদিত্যস্বয়ংপৃষ্টে" অর্থে ইতি বাক্যশেষঃ। "নূনমিতি বিচিকিৎসার্থীয়ো ভাষায়াম্।" বিচিকিৎসা নাম বিবেকপূর্বকোঽবধারণাভিপ্রায়ঃ। তত্রায়ং ভাষায়াং ভবতি।

“উভয়মন্বধ্যায়ম্ পুনরয়মর্থদ্বয়ে ভবতি—“বিচিকিৎসার্থীয়শ্চ পদপূরণশ্চ।” উদাহরণমত্র নির্বিবক্ষুর্নিদানমেবাহ—“অগস্ত্য ইন্দ্রায়” ইত্যাদি। নিদানবত্তাং মন্ত্রাণাং নিদানমেব পূর্বং বক্তব্যম্। তেন হ্যতিতরামর্থমুচ্যমানঃ প্রকাশতে। ততঃ পদানি। ততোঽর্থঃ। ততঃ প্রত্যেকং বিগ্রহেণ নির্বচনম্। এষ হি ব্যাখ্যাক্রমঃ। অগঃ কুম্ভঃ, তত্র স্ত্যানঃ সংহত ইত্যগস্ত্যঃ। স “ইন্দ্রায় হবির্নিরূপ্য মরুদ্ভ্যঃ সম্প্রদিৎসাঞ্চক্রে॥” পরিদেবনা নাম মন্যুপূর্বকো বিলাপঃ ॥ ৪ ॥

ইতি নিরুক্তবৃত্তৌ প্রথমাধ্যায়স্য [ ষষ্ঠাধ্যায়স্য ] দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

———

## অথ নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদস্য প্রথমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

ন নূনমস্তি নো শ্বঃ কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম। অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যমুতাধীতং বিনশ্যতি ॥ [ ঋগ্বেদ ১।১৭০।১ ] (ক) ॥ ন নূনমস্ত্যদ্যতনম্। নো এব শ্বস্তনম্ ॥ (খ) ॥ অদ্যাস্মিন্ দ্যবি, দ্যুরিত্যহ্নো নামধেয়ম্, দ্যোতত ইতি সতঃ ॥(গ)॥ শ্ব উপাশংসনীয়ঃ কালঃ ॥(ঘ)॥ হ্যো হীনঃ কালঃ ॥ (ঙ) ॥ কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম্, কস্তদ্বেদ যদভূতম্, ইদমপীতরদদ্ভুতমভূতমিব ॥ (চ) ॥ অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যমভিসঞ্চার্যন্যো নানেয়শ্চিত্তং চেততেঃ ॥ (ছ) ॥ উতাধীতং বিনশ্যতীত্যাধ্যাত[১] মভিপ্রেতম্ ॥ (জ) ॥ অথাপি পদপূরণঃ ॥ (ঝ) ॥

ইতি তৃতীয়পাদে প্রথমখণ্ডঃ

## বিবৃতি

দ্বিতীয়পাদের শেষে আখ্যায়িকার প্রস্তাব করে ইন্দ্রের বিলোপের কথা বলা হয়েছিল। এখন এই তৃতীয়পাদের প্রথমখণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে ইন্দ্রের বিলাপ দেখাচ্ছেন—

[ অদ্যতনং হবিঃ মম ( এই অংশটি অধ্যাহার্য ) ] [ আমার ( ইন্দ্রের ) ] [ আজকার হবি ] নূনম্ [ নিশ্চয় ] ন অস্তি [ নাই ] শ্বঃ উ ন ( অস্তি ) [ আগামী কালের হবি ও নাই ] যৎ [ যাহা ] অভূতম্ [ অনুৎপন্ন অর্থাৎ ভাবী ] তৎ [ তাহা ] কঃ [ কে ] বেদ [ জানে ] যস্মাৎ [ যেহেতু ] অন্যস্য চিত্তম্ [ অপরের চিত্ত ] অভিসঞ্চরেণ্যম্ [ সঞ্চরণশীল অর্থাৎ অস্থির ] আধীতম্ উত [ আমার উদ্দেশে চিন্তিত অর্থাৎ নিরূপিত হলেও ] হবিঃ [ হবি ] বিনশ্যতি [ নষ্ট হয়ে গেল ] ॥ (ক) ॥

---

১। "উতাধীতং বিনশ্যতীত্যপ্যাধ্যাতং বিনশ্যত্যাধ্যাতমভিপ্রেতম্ ॥" এইরূপ পাঠ অমরেশ্বর ঠাকুরের পুস্তকে দৃষ্ট হয়। উপরের পাঠটি আমরা গুরুমণ্ডল গ্রন্থমালা ও বক্সীকৃত গ্রন্থ থেকে পেয়েছি।

অনুবাদ ঃ—আমার ( ইন্দ্রের ) আজকার হবি নিশ্চয়ই নাই। আগামী কালের হবিও নাই। কারণ যাহা অনুৎপন্ন বা ভাবী তাহা [ পাওয়া যাবে ইহা ] কে জানে। যেহেতু অপরের চিত্ত [ মন ] অস্থির। আমার উদ্দেশে যাহা চিন্তিত বা নিরূপিত হয়েছিল তাহাই নষ্ট হয়ে গেল ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—উক্ত মন্ত্রে "নূনং ন অস্তি" এইখানকার 'নূনম্' পদের অর্থ 'নিশ্চয়' অথবা বিচার করে দেখলে। 'ন অস্তি' মানে নাই। কি নাই? এই নাই থেকে অধ্যাহার করে নিতে হবে "অদ্যতনং হবিঃ" অর্থাৎ আজকার হবি। এই কথা দুর্গাচার্য বলেছেন। অগস্ত্য ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হবি নিরূপণ করেও মরুদ্‌গণকে প্রদান করাতে ইন্দ্র এসে এইরূপ বিলাপ করছেন বলে— এইরূপ "আজকার হবিটি" অধ্যাহার্য। "আমার [ ইন্দ্রের ] আজকার হবি বিচার করে দেখলে বা নিশ্চয়ই নাই।" ইহাই হল "ন নূনমস্তি" অংশের অর্থ। তারপর "নো শ্বঃ" এই অংশে 'নো' টি "ন+উ" এইরূপ ছেদ করে বুঝতে হবে। এই অংশে পূর্বের অস্তি ক্রিয়ার অনুষঙ্গ [ সম্বন্ধ ] করতে হবে এবং "হবিঃ" পদেরও অনুষঙ্গ করতে হবে। সুতরাং "নো শ্বঃ" এই অংশে পরিপূর্ণ বাক্য হবে "শ্বো হবিঃ উ ন অস্তি।" অর্থাৎ আমার [ ইন্দ্রের ] আগামীকালেরও হবি নাই বা হবে না। 'উ' পদের অর্থ অপি' অর্থাৎ ও। কেন আগামী কালের হবি হবে না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে যেন বলা হয়েছে—"কস্তদ্ বেদ যদদ্ভুতম্।" এই অংশ। এখানে "অদ্ভুতম্" পদের অর্থ অনুৎপন্ন বা ভাবী সুতরাং "কস্তদ্" ইত্যাদি অংশের অর্থ হলো—" যাহা অনুৎপন্ন বা ভাবী অর্থাৎ আগামীকালের হবি যখন অনুৎপন্ন ভাবী, তখন কে জানে? যে সেই হবি পাওয়া যাবে? ইহাই হল ইন্দ্রের বক্তব্যের অভিপ্রায়। তা ছাড়া আগামীকালের হবি পাওয়ার আশা যে দুরাশা তার কারণরূপে ইন্দ্র বলছেন—"অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যম্" এই অংশ অভিসঞ্চরেণ্যম্"—মানে—সঞ্চরণশীল অর্থাৎ অস্থির, চঞ্চল। অপরের চিত্ত অর্থাৎ মন এখানে অপর মানে মানুষ বলে অভিপ্রেত। যেহেতু মানুষের মন চঞ্চল" সেইহেতু আগামীকালের হবি [ আমি ( ইন্দ্র ) ] পাব ইহার নিশ্চয়তা নাই। নিশ্চয়তা না থাকার হেতু বলছেন—"উতাধীতং বিনশ্যতি।" এখানে 'উত' পদের অর্থ 'অপি' অর্থাৎ 'ও' এইরূপ বুঝতে হবে। "আধীতম্" এখানে আ পূঃ ধ্যৈচিন্তায়াং ধ্যৈধাতুর বৈদিক প্রয়োগে রূপ বুঝতে হবে। "আধীতম্"

—মানে চিন্তিত অর্থাৎ নিরূপিত। এই আধীতম্, এর পর উত, পদটি সম্বন্ধ করতে হবে। সুতরাং এই অংশটি এইরূপ হবে। "মম আধীতম্ উত অদ্যতনং হবিঃ বিনশ্যতি', অর্থাৎ ( ইন্দ্র বলছেন ) আমার আজকার হবি, যা অগস্ত্য আমার জন্য চিন্তা করেছিল অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যে যাহা নিরূপণ করেছিল তাহাও নষ্ট হয়ে গেল তাহা মরুদ্দেবতাদের হয়ে গেল, আমার হল না। সুতরাং আগামীকালের হবি, তাহা উৎপন্ন হয় নাই, মানুষের মন চঞ্চল। তাহলে তাহার আশা একেবারেই দুরাশা—এইরূপ ইন্দ্রের বিলাপই এই মন্ত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে ॥ (ক) ॥

নূনম্ [ বিচার্য যে ( দুর্গাচার্যমতে ) অদ্যতনম্ [ আজকার ] [মম হবিঃ] [ আমার হবি ] ন অস্তি [ নাই ] শ্বস্তনম্ [ আগামী কালের ] [ মম হবিঃ ] [ আমার হবি ] নো এব, [ নাই ই ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—ইহা বিচার্য যে আম্যর ( ইন্দ্রের ) আজকার হবি নাই, আগামী কালের তো নাই ই ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বোক্ত মন্ত্রটিরই ব্যাখ্যা এইবাক্যে নিরুক্তকার নিজেই করেছেন ॥ (খ) ॥

এরপর এক একটি পদের [ নিপাত পদের ] নির্বচন [ ব্যুৎপত্তিপূর্বক অর্থ কথন ] করছেন।

অদ্য [ অদ্য এই পদটি ] অস্মিন্ দ্যবি [ এইদিন অর্থে ] প্রযুক্তম্ [ব্যবহৃত হয় ] দ্যুঃ ইতি ['দ্যু' এই পদটি] অহ্নো নামধেয়ম্ [ দিবসের নাম ] দ্যোততে ইতি [ যেহেতু দীপ্তি পায় ] সতঃ [ কর্তৃকারকের ] অর্থাৎ যাহা দীপ্তি পায় এইরূপ কর্তৃবাচ্যে দ্যুৎধাতুর উত্তর 'ডুন্' প্রত্যয় করে 'দ্যুঃ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয় ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—'অদ্য' শব্দের অর্থ এই দিবসে অর্থাৎ বর্তমান দিবসে। 'দ্যু', শব্দটি দিবসের নাম। যেহেতু দীপ্তিপায় এই অর্থে দ্যুৎ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ডুন প্রত্যয় করিয়া উহা [ দ্যু শব্দ ] নিষ্পন্ন ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—'অস্মিন দ্যবি' অর্থাৎ বর্তমান দিবসে—এইরূপ অর্থে 'অদ্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'অস্মিন্নহনি' এইরূপ অর্থে—ইদম্ শব্দের উত্তর দ্য প্রত্যয় হয়েছে, আর ইদম্ শব্দের স্থানে অশ্ [ অ ] আদেশ হয়েছে। "ইদমোঽশ্ভাবো দ্যশ্চ" [ বার্তিক সূত্র ৩২৪৮ ] অদ্য মানে বর্তমানদিবসে।

নিরুক্তকারও 'অস্মিন্দ্যবি, এইবাক্যে 'অদ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। 'দ্যুঃ' শব্দটি দিবসের নাম। 'দ্যুৎ' ধাতুর উত্তর দ্যোততে অর্থাৎ দীপ্তিপায় এইরূপ অর্থে ডুন্ প্রত্যয় করলে 'দ্যু' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সূর্যের কিরণের সম্বন্ধ আছে বলে দিবসকে দ্যু বলে। আবার 'দ্যুৎ' ধাতুর উত্তর ডো প্রত্যয় করে 'দ্যো' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'দ্যো' মানেও দিবস "দ্যো এবং দ্যু" সমানার্থক— একই দিবসের বাচক। আবার 'দ্যু' অভিগমনে 'দ্যু' ধাতুর উত্তর প্রাণিগণ নিজ নিজ অভিমত প্রদেশে গমন করে এইরূপ অর্থে—ডো প্রত্যয় করলে 'দ্যো' শব্দ এবং উপ্রত্যয় করলে 'দ্যু' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এইপক্ষেও 'দ্যো' এবং 'দ্যু' শব্দটি সমানার্থক হয়। তারমানে হয় প্রাণিগণ যে কালে অভিমত প্রদেশে গমন করে। যে কাল বলতে দিবস অর্থ বুঝায়। আবার 'দ্যু' ধাতুর উত্তর যখন ডুন্ প্রত্যয় হয় তখনও 'দ্যু' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তখন অর্থ হবে প্রাণিগণ যখন অভিমত প্রদেশে গমন করে এইরূপ অধিকরণ বাচ্যে ডুন্ প্রত্যয় হওয়ায় 'দ্যু' শব্দটি 'দিবস' রূপ অর্থকে বুঝায়। ইহার বৈদিক উদাহরণ যথাঃ—"দ্যুভিরক্তুভিঃ পরিপাতমস্মান্" [ ঋগ্বেদ ১।১১২।২৫ ]। হে অশ্বিদ্বয় তোমরা দিবসে ও রাত্রিতে আমাদের রক্ষা কর। এখানে দিবস অর্থে 'দ্যু' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

শ্বঃ [ আগামী কাল ] উপাশংসনীয়ঃ [ নিকটে গমন করে প্রাণিগণ কর্তৃক আশংসনীয় হয় যে কাল তাহা উপাশংসনীয় ] কালঃ [ সময় ]।। (ঘ)।।

অনুবাদ :—আগামী কালটি প্রাণিগণ কর্তৃক আশংসনীয় বলে আগামী কালের নাম হল শ্বঃ।। (ঘ)।।

মন্তব্য :—উপাশংসনীয় := উপ + আ + শংস্ + অনীয়ঃ। উপগম্য অর্থাৎ অভিপ্রায় করে [ আশা করে ] প্রাণিগণ কর্তৃক যাহা [ যে কাল ] আশংসনীয় হয় তাহা উপাশংসনীয়। অধিকাংশ প্রাণীই ভবিষ্যৎ কালে "আমরা কিছু পাব বা জানব "এইরূপ আশায় থাকে বলে আগামী কালকে 'শ্বঃ' বলে। এই শ্বস্ শব্দের উত্তর শ্বোভবঃ এইরূপ অর্থে 'তনট্' প্রত্যয় করে 'শ্বস্তন' শব্দ সিদ্ধ হয়।। (ঘ)।।

হ্যঃ [ গতকাল ] হীনঃ [ অতিক্রান্ত ] কালঃ [ সময় ]।। (ঙ)।।

অনুবাদ :—অতিক্রান্ত বা অতীত কালকে "হ্যঃ" বলে। অর্থাৎ গত-কালই 'হ্যঃ' শব্দের অর্থ।। (ঙ)।।

মন্তব্য ঃ—পূর্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রে 'হ্যস্' শব্দ নাই, শ্বস্ আছে। তথাপি আগামীকালের কথা মনে হলে, গতকালের কথাও মনে হয়—এইরূপ প্রসঙ্গ বশতই এখানে নিরুক্তকার "হ্যঃ" শব্দের নির্বচন করেছেন। অতীতকাল অর্থাৎ গতকালকে ই 'হ্যঃ' শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয় ॥ (ঙ) ॥

ইন্দ্রের বিলাপ সূচক মন্ত্রের কিয়দংশ পূর্বে ব্যাখ্যা করেছিলেন এখন অপর একটি অংশের ব্যাখ্যা করছেন—

যৎ [ যাহা ] অদ্ভুতম্ [ অনুৎপন্ন বা ভাবী ], কঃ [ কে ], তদ্ [তাহা] বেদ [ জানতে পারে ]। যৎ অভূতম্ [ যাহা কখনও ঘটে নাই বা ভবিষ্যতে হবে ] কঃ [ কে ] তদ্বেদ [ তাকে জানতে পারে ]। ইদম্ ইতরৎ [ এই অন্য ] অদ্ভুতম অপি [ অদ্ভুত রক্তবর্ষণাদিও ] অভূতম্ ইব [ যাহা ঘটে নাই তার মত ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ ঃ—যাহা অনুৎপন্ন বা ভাবী তাকে কে জানতে পারেন ? আর যাহা কখনও ঘটে নাই বা ভবিষ্যতে হবে, তাকেই বা কে জানতে পারে। এই অন্য যা কিছু অদ্ভুত রক্তবর্ষাদিও, যাহা ঘটে নাই তাহার মত ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—এই বাক্যে "কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম্" এই বাক্যের যাহা অর্থ- কস্তদ্বেদ যদভূতম্" এইবাক্যেরও তাহাই অর্থ। এইজন্য ইন্দ্র বিলাপ করে বলছেন—যাহা অদ্ভুত অর্থাৎ অনুৎপন্ন আগামীকাল হবে এইরূপ হবি [আমার হবি ] পাওয়া যাবে কি না—কে জানে ? উহা জানা সম্ভব নয়। এইরূপ যাহা "অভূতম্" অর্থাৎ যাহা ঘটে নাই বা ভবিষ্যতে হবে তাহাই বা কে জানতে পারে। তাহারও নিশ্চয় করা যায় না। অতএব যাহা কিছু অর্থাৎ অন্য যাহা কিছু অদ্ভুত অনুৎপন্ন বা ভাবী তাহা অভূতের মত অর্থাৎ অঘটিতের মতই ॥ (চ) ॥

অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যম্" [ এই অংশের ব্যাখ্যার জন্য এই অংশটিকে উদ্ধৃত করেছেন ) ] [ ইত্যস্মিন্ বাক্যে ] [ এই বাক্যে ] "অভিসঞ্চরেণ্যম্" এর অর্থ—[ আভিসঞ্চারি ] অর্থাৎ অত্যন্ত অস্থির। অন্যঃ [ অন্য শব্দের অর্থ ] নানেয়ঃ [ যে নানাভাবে অবস্থিত অর্থাৎ অসৎ কুলজাত তাহার অপত্য ] চিত্তম্ [ চিত্তম্ শব্দটি ] চেততেঃ [ চিতী সংজ্ঞনে চিৎ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—"অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যম্" এই বাক্যে যে 'অভিসঞ্চরেণ্যম্'

পদ আছে তার অর্থ অভিসঞ্চারি অর্থাৎ অত্যন্ত অস্থির এবং অন্য অর্থাৎ নানেয় অর্থাৎ নানারূপে অবস্থিত অসৎকুলজাতের অপত্য। আর 'চিত্তম্' পদটি চিৎ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ॥ (ছ) ॥

মন্তব্যম্ ঃ—পূর্বোক্তমন্ত্রে—যে "অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যম্" অংশটি আছে, ইহার ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার এই বাক্য বলেছেন "অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যম্" এই অংশটি অনুবাদ অর্থাৎ মন্ত্রের অংশের উদ্ধৃতি। আর তার "অভিসঞ্চরেণ্যম্" পদের ব্যাখ্যা করবার জন্য বলেছেন—"অভিসঞ্চারি অন্যঃ" মন্ত্রোক্ত "অভিসঞ্চরেণ্যম্" পদটি অভি+সম—চর ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্য অর্থে কর্তৃবাচ্যে এন্য প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে এই "অভিসঞ্চরেণ্য" অংশকে নিরুক্তকার ব্যুৎপাদন করেছেন "অভিসঞ্চারি অন্যঃ"; 'এইরূপ দুইটি ভাগে বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যে অভিসঞ্চারি" অংশটি অভি+সম্+চর ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যে ণিনি করে নিষ্পন্ন হয়েছে—তার অর্থ=চঞ্চল। আর "অন্য" অংশটির ব্যাখ্যা করেছেন নিরুক্তকার "নানেয়ঃ" যদিও "নানা" শব্দটি অব্যয়, তথাপি আপ্ প্রত্যয়ান্তের সদৃশ অর্থাৎ 'নানা' শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের মত ধরে যেমন বিনতায়া অপত্যং 'ঢক্ প্রত্যয় হয়, সেইরূপ "নানা" [ নানার ] অপত্যম্ এইরূপ অর্থে স্ত্রীভ্যো ঢক্ [পাঃ সূঃ ৪।১।১২০] সূত্রে ঢক্ প্রত্যয় করে ঢর স্থানে এয় করে "নানেয়" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'নানা' মানে যে স্ত্রী নানাভাবে ব্যবস্থিত। তার অপত্য অর্থাৎ অসৎকুল জাত। অগস্ত্যকে ইন্দ্র অসৎকুলজাত বলে আক্ষেপ করেছেন কেন না ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হবিকে তিনি মরুদ্‌দের দিয়ে ছিলেন। অতএব উক্ত ব্যাক্যাংশের অর্থ হল [ অগস্ত্য ] চঞ্চল এবং অসৎকুলজাত। "অন্যস্য "চিত্তম্" এইখানে চিত্তম্ পদটি চিত্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বলেছেন। "চেততি অর্থম্ অনেন" অর্থাৎ যার দ্বারা পদার্থকে জানে এইরূপ করণ বাচ্যে চিতী সংজ্ঞানে চিৎ ধাতুর উত্তর "অঞ্জিঘৃসিভ্যঃ ক্তঃ" [ উঃ ৩৬৯ ] বাহুলকাধিকার বশত ক্ত প্রত্যয় করে চিত্ত' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অপরের [ বিশেষ করে মানুষের ] চিত্ত অভিসঞ্চারি অর্থাৎ চঞ্চল এবং অপরে অন্যঃ অর্থাৎ নানেয়ঃ অর্থাৎ অসৎকুল জাত। এইরূপ অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের বিলাপ বলা হয়েছে ॥ (ছ) ॥

পূর্বোক্তমন্ত্রের শেষাংশ "উতাধীতাং বিনশ্যতি" এই অংশের ব্যাখ্যা করছেন নিরুক্তকার।

উত আধীতং বিনশ্যতি ইতি [ 'উত আধীতং বিনশ্যতি" এই বাক্যের ] আধীতম্ [ আধীতপদের অর্থ ] আধ্যাতম্" [ উৎকণ্ঠাপূর্বক স্মৃত অর্থাৎ চিন্তিত ] [ আধ্যাতম্ ইত্যস্যার্থঃ ] [ "আধ্যাতম্" ইহার অর্থ ] অভিপ্রেতম্ [ অভিপ্রেত ], [ উত ] [ উত মানে অপিও (ও) ] "বিনশ্যতি" [ বিনষ্ট হয়ে গেল ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ :—"উতাধীতং বিনশ্যতি ইতি" আমার [ইন্দ্রের] উদ্দেশ্যে অভিপ্রেত হবি ও এই বাক্যে "অধীতম্" পদের অর্থ অ্যাধ্যাত অর্থাৎ অভিপ্রেত ॥ (জ) ॥

মন্তব্য :—সেই প্রথমে উক্ত ইন্দ্রের বিলাপসূচক মন্ত্রটির এক একটির পাদ নিরুক্তকার ব্যাখ্যা করে এসেছেন। এখন সেই মন্ত্রের শেষাংশ "উতাধীতং বিনশ্যতি" এই বাক্যভাগটির ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলেছেন— "উতাধীতং বিনাশ্যতীত্যাধ্যাতমভিপ্রেতম্।" এই নিরুক্তকারের বাক্যটির সংক্ষেপে অর্থ এই "উতাধীতং বিনশ্যতি" এই বাক্যান্তর্গত 'আধীত' পদের অর্থ আধ্যাত অর্থাৎ অভিপ্রেত। উক্ত বাক্যে 'উত' পদটির অর্থ 'অপি' অর্থাৎ 'ও'। আধীতম্ = আ+ধ্যৈ চিন্তায়াম্ ধ্যৈধাতুর উত্তর+ক্তঃ - আধীতম্। "ধ্যায়তেঃ সম্প্রসারণং" [ বার্তিক সূত্র ২১৫১ ] সূত্রানুসারে 'য' কারের সম্প্রসারণ ইকার হয়। তারপর "সম্প্রসারণাচ্চ" [ পাঃ সূঃ ৬।১।১০৮ ] সূত্রে 'ঐ'কার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তারপর 'হলঃ' [ পাঃ সূঃ ৬।৪।২ ] সূত্রে দীর্ঘ হয়। আঙ্ পূর্বক ধ্যৈ ধাতুর অর্থ হল উৎকণ্ঠাপূর্বক স্মরণ। স্মরণ মানে চিন্তন। এইজন্য নিরুক্তকার বললেন—"আধীতম্" ইহার অর্থ 'আধ্যাতম্" সমগ্ভাবে চিন্তিত। আর তাহার পরিষ্কারভাবে অর্থ বললেন 'অভিপ্রেতম্" অর্থাৎ অভিপ্রেত। ইন্দ্র বলছেন [ বিলাপ করছেন ] "উতাধীতম্" অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যে অভিপ্রেত হবি ও [ অগস্ত্য আমার জন্য হবি উদ্যত করেও মরুদগণকে দিলেন ] বিনশ্যতি [ নষ্ট হয়ে গেল (আমি পেলাম না) ]। তাহলে ভবিষ্যতে বা আগামীকাল যে আমি হবি পাব তার আর কোন আশা নাই। ইহাই অভিপ্রায়। এই সূত্রে বাক্যটি মুকুন্দশর্মা বখ্শীর গ্রন্থে এবং কলিকাতা থেকে প্রকাশিত গুরুমণ্ডলান্তর্গত গ্রন্থমালার নিরুক্ত গ্রন্থে "উতাধীতং বিনশ্যভীত্যাধ্যাতমভিপ্রেতম্।" এইরূপ পাঠ আছে। অমরেশ্বর ঠাকুরের নিরুক্ত গ্রন্থে—"উতাধীতং বিনশ্যতীত্যপ্যাধ্যাতং বিনশ্যত্যাধ্যাতমভিপ্রেতম্" এইরূপ পাঠ আছে ॥ (জ) ॥

অথ অপি [ আরও ] [ অস্মিন্ মন্ত্রে ] [ এই ( পূর্ব কথিত ) ইন্দ্র বিলাপ মন্ত্রে ] 'অয়ম্' [ এই 'নূনম্' নিপাতটি ] পদপূরণঃ [ পাদ যাহার পূরয়িতব্য হয় অর্থাৎ পাদপূরণকারী ] ॥ (ঋ) ॥

অনুবাদ ঃ—[এই ইন্দ্রবিলাপমন্ত্রে] 'নূনম্' এই নিপাতটি পাদপূরণকারীও হয় ॥ (ঋ) ॥

মন্তব্য ঃ—"ন নূনমস্তি···বিনশ্যতি।" ইত্যাদি ইন্দ্রবিলাপসূচক মন্ত্রে "নূনম্" নিপাতটির তিন প্রকার অর্থ পূর্বে বলা হয়েছে। এক হচ্ছে বিচারণা পূর্বক নিশ্চয় করার অভিপ্রায়। দুই হচ্ছে সংশয়। তিন হচ্ছে নির্ণয়। এখন নিরুক্তকার বলছেন এই ইন্দ্রবিলাপসূচক মন্ত্রে—এই "নূনম্" নিপাতটি পদ পূরণ ও অর্থাৎ পাদের পূরণকারীও হয়। পদ অর্থাৎ পাদ [শ্লোকের চতুর্থভাগ] পূরয়িতব্য হয়েছে যাহার এইরূপ অর্থে 'পদস্য পূরণঃ" এইরূপ কর্মে ষষ্ঠ্যন্তের সঙ্গে সমাস করে 'পদপূরণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। "অথ অপি" ইহার অর্থ 'ও'। সুতরাং এই সূত্রের অর্থ হল "ইন্দ্রের বিলাপসূচকমন্ত্রে "নূনম্" এই নিপাতটি পাদপূরণকারীও হয়। [ নির্ণয়াদি অর্থের বোধক যেমন হয়, সেইরূপ অতিরিক্ত পাদপূরণকারীও বটে ]। "অস্মিন্ মন্ত্রে" এই কথা দুর্গাচার্য বলেছেন। "ইদম্" এই সর্বনাম সন্নিহিত পূর্বপ্রক্রান্ত অর্থের পরামর্শক [ জ্ঞাপক ] হয় বলে, পূর্বে প্রকান্ত ইন্দ্রবিলাপ মন্ত্রকে বুঝাচ্ছে, ইহাই সহজে বুঝা যায়। আর "অথাপি" কথার দ্বারা আরও এইরূপ সমুচ্চিত অর্থের বোধ হওয়ায়, 'নূনম' নিপাতটি নির্ণয়াদির বোধক আরও পাদ পূরণকারী। এইরূপ অর্থটি সঙ্গততর মনে হয়। কেহ কেহ "অস্মিন্ মন্ত্রে" এই কথার দ্বারা পরবর্তী মন্ত্রকে বুঝিয়েছেন ॥ (ঋ) ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে প্রথমখণ্ডের অনুবাদ।

---

১।৩।১ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

"ন নূনমস্তি [ ঋঃ সং ২।৪।১০।১ ]" ইতি। বিচার্যমেতন্মমৈতত্তাবৎ। অদ্যতনং হবির্মম নাস্তীতি। নকারং দৃষ্টবা অদ্যতনশব্দোঽধ্যাহৃত আচার্যেণ। প্রতিষেধে হি সতি প্রতিষেধ্যেনাপি অবশ্যং ভবিতব্যমিতি। এতে চ মন্ত্রৈকদেশা এব সন্তোঽধ্যাহারাঃ, পদাতিরেকাদধ্যয়নকালেনাধীয়ন্তে। তে

থর্থনির্বচনকালে প্রকাশয়িতব্যাঃ। অথাপি স্যাৎ শ্বস্তনং ভবিষ্যতীতি "নো শ্বঃ" ইদং তাবদস্মদর্থমেব নিরুপ্তং সদ্ অস্মন্নোব্যাপ। নূনমথ শ্বস্তনে কা প্রত্যাশা। কিং কারণম? 'কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম্'। কো হি নামতদ্বেদ জানাতি যদদ্ভুতমনুৎপন্নং কস্য ভবিষ্যতীতি মম বা অন্যস্য বা ইতি। কস্মাৎ পুনর্ন-বিজ্ঞায়ত ইতি? অতঃ, যস্মাৎ 'অন্যস্য চিত্তমভিসঞ্চরেণ্যম্"। সঞ্চরণশীল-মনবস্থিতমিত্যভিপ্রায়ঃ। 'উত' অপি, অথেতি ছন্দসি সমানার্থাঃ। এতদদ্যতনং হবিঃ "আধীতম্" আধ্যাতমভিপ্রেতম্ সৎ ময়া। মমেদমিত্যেবং তথাপি 'বিনশ্যতি' এবান্যস্মৈ প্রদীয়তে। তত্রৈবংসতি শ্বস্তনমস্মাকং ভবিষ্যতীতি কুত এতদিতি সমস্তার্থঃ ।।

অথৈকপদনিরুক্তম্,—"অস্মিন্ দ্যাবি, দ্যুরিত্যহো নামধেয়ম্। "দ্যোতত ইতি সতঃ।" দ্যোততেদ্যুরিতি। দ্যোতত ইতি কর্তৃকারকম্। সদিতি যত্র ব্রূয়াৎ, তত্রোচ্চারিত এব কারকনিয়মো দ্রষ্টব্যঃ। অন্যত্র যথেষ্টং যোজ্যম্। "শ্ব উপাশংসনীয়ঃ" উপগম্য সচেতসা আশাস্তব্যোভবতি, অনাগতত্বাৎ। "হ্যো হীনঃ কালঃ।" অতিক্রান্তোহি স ভবতি। শ্বঃসম্বন্ধাৎ হ্যঃশব্দোঽবিদ্যমানোঽপি নিরুক্তঃ। "অদ্ভুতম্ অভূতম্"। "ইদমপীতরদদ্ভুতম্" শোণিতবর্ষাদি। "অভূতমিব" কাদাচিৎকত্বাৎ। শব্দসারূপ্যপ্রসঙ্গেনেদং নিরুক্তম্। "অন্যোনানেয়ঃ" নানাত্বেন ব্যবস্থিতস্যাপত্যমসৎকুলজস্যেত্যর্থঃ। অথবা ন সতামানেয়ঃ। "চিত্তং চেততেঃ" চেতত্যনেনার্থানিতি চিত্তম্। "উতাধীতং বিনশ্যতীত্যাধ্যাত্মভি-প্রেতম্"—ইতি পর্যায়বচনম্। "অথাপি" অয়মস্মিন্ মন্ত্রে "পদপূরণঃ" ভবতি ।। ১।৩।১ ।।

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়তৃতীয়পাদস্য প্রথমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

## অথ নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। ( মূলম্ )

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী। শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ (ক) ॥ সা তে প্রতিদুগ্ধাং বরং জরিত্রে ॥ (খ) ॥ বরো বরয়িতব্যো ভবতি ॥ (গ) ॥ জরিতা গরিতা ॥ (ঘ) ॥ দক্ষিণা মঘোনী মঘবতী ॥ (ঙ) ॥ মঘমিতি ধননামধেয়ং মংহতেদানকর্মণঃ ॥(চ)॥ দক্ষিণা দক্ষতেঃ সমর্ধয়তিকর্মণো ব্যৃদ্ধং সমর্ধয়তীতি ॥ (ছ) ॥ অপি বা প্রদক্ষিণা-গমনাদ্দিশমভিপ্রেত্য ॥ (জ) ॥ দিগঘস্তপ্রকৃতিঃ ॥ (ঝ) ॥ দক্ষিণো হস্তো দক্ষতে রুৎসাহকর্মণো দাশতের্বা স্যাদ্দানকর্মণঃ ॥ (ঞ) ॥ হস্তো হন্তেঃ প্রাশুর্হননে ॥ (ট) ॥ দেহি স্তোতৃভ্যঃ কামান্ ॥ (ঠ) ॥ মাস্মানতিদংহী র্মাস্মানতি হায় দাঃ ॥ (ড) ॥ ভগো নো অস্তু বৃহদ্বদেম স্বে বেদনে ॥ (ঢ) ॥ ভগো ভজতেঃ ॥ (ণ) ॥ বৃহদিতি মহতো নামধেয়ম্ ॥ (ত) ॥ পরিবৃঢ়ং ভবতি ॥ (থ) ॥ বীরবন্তঃ কল্যাণবীরা বা ॥ (দ) ॥ বীরো বীরয়ত্যমিত্রান্ ॥ (ধ) ॥ বেতের্বা স্যাদ্‌গতিকর্মণঃ ॥(ন)॥ বীরয়তের্বা ॥ (প) ॥ সীমিতি পরিগ্রহার্থীয়ো বা পদপূরণো বা ॥ (ফ) ॥ প্রসীমাদিত্যো অসৃজৎ প্রাসৃজদিতি বা প্রাসৃজৎ সর্বত ইতি বা ॥ (ব) ॥ বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবরিতি চ ব্যবৃণোৎ সর্বত আদিত্যঃ ॥ (ভ) ॥

সুরুচ আদিত্যরশ্ময়ঃ সুরোচনাৎ ॥ (স) ॥ অপি বা সীমেত্যেতদ নর্থকমুপবন্ধমাদদীত পঞ্চমীকর্মাণং সীম্নঃ সীমতঃ সীমাতো মর্যাদাতঃ ॥ (য) ॥ সীমা মর্যাদা বিষীব্যতি দেশাবিতি ॥ (র) ॥ ত্ব ইতি বিনিগ্রহার্থীয়ং সর্বনামানুদাত্তম্ ॥(ল)॥ অর্ধনামেত্যেকে ॥(ব)

ইতি তৃতীয়পাদস্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

# বিবৃতি

নূনং সা তে বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী। শিক্ষাস্তোতৃভ্যো মাতিধগ: ভগোনো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ।। [ঋগ্বেদ ২।১১।২১—২।১৬।৯]

ইন্দ্র [ হে ইন্দ্র ] তে [ তোমার ] সা [ সেই ] মঘোনী [ সুবর্ণ ধান্য প্রভৃতি ধনের দ্বারা সংযুক্ত ], দক্ষিণা [পুত্র প্রাপককর্মে ঋত্বিক্ প্রভৃতিকে দেয় দক্ষিণা], নূনং [ অর্থ নাই ] জরিত্রে [স্তুতিকারককে] বরং [অভিমত বস্তু ], প্রতি দুহীয়ৎ [ প্রদান করুক ]। স্তোতৃভ্যঃ [ স্তুতিকারিগণকে ] [ কামান্ ] [ কাম্যবস্তু ] শিক্ষা [ প্রদান কর ]। মা অতিধক্ [ আমাদিগকে অতিক্রম করে অন্যকে ধন দান কর না অর্থাৎ প্রথমে আমাদের দিয়ে তারপর অন্যকে দাও ] ভগঃ [ ধন ] নঃ [ আমাদিগের ] [ অস্তু ] [ হোক্ ] সুবীরাঃ [ শোভন বীর ( পুত্র ) বিশিষ্ট হয়ে ] বিদথে [ যজ্ঞে ( নিজগৃহে ) ] বদেম [ দাও ভোজন কর ইত্যাদি বলব অর্থাৎ স্তুতি করব ] ।। (ক) ।।

অনুবাদ ঃ—হে ইন্দ্র। তোমার সেই ধনবিশিষ্ট দক্ষিণা স্তুতিকারক যজমানকে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করুক। তুমি [ইন্দ্র] স্তুতিকারিগণকে কাম্যবস্তু প্রদান কর, আমাদিগকে প্রথমে ধন দিয়ে তারপর অপরকে ধন দিও, আমাদের অতিক্রম কর না, আমাদের ধন হোক্। আমরা শোভন বীর [ পুত্র ] বিশিষ্ট হয়ে নিজগৃহে স্তুতি করব ।। (ক) ।।

মন্তব্য ঃ—এইমন্ত্রে যে 'নূনম্' নিপাতটি আছে তাহা পাদপূরণ করবার জন্য ইহার কোন অর্থ নাই। এইমন্ত্রে ইন্দ্রের কাছে ঋত্বিগ্‌গণ প্রার্থনা করছেন। এখানে দক্ষিণাতে 'সা' পদটি বিশেষণ। 'সা' মানে সেই অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণকে প্রদেয় যে দক্ষিণা সেই দক্ষিণা। আবার এই দক্ষিণাতে 'তে' পদটি বিশেষণ। মানে তোমার অর্থাৎ ইন্দ্রের। ইন্দ্রকে যে দক্ষিণা দেওয়া হয় তাহা ঋত্বিকেরা পায়। এইজন্য "সা ও তে" এই দুইটি দক্ষিণার বিশেষণ অসঙ্গত হয় নাই। তারপর 'দক্ষিণার' আর একটি বিশেষণ আছে "মঘোনী"। "মঘোনী" মানে এখানে সুবর্ণধান্যাদিধনসংযুক্ত। অবশ্য নিরুক্তকারই পরবর্তি সূত্রগুলিতে এইমন্ত্রের পদগুলির অর্থ করবেন। "জরিত্রে" মানে স্তুতিকারী যজমানকে। জৃ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করে, তার চতুর্থীর একবচনে 'জরিত্রে' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। "বরম্" অভিপ্রেত অর্থাৎ প্রার্থিত

কিন্তু। উপসর্গগুলি ধাতুর পূর্বেই প্রয়োগ করতে হয়। পাণিনি বলেছেন— "তে প্রাগ্‌ধাতোঃ" [ পাঃ ১।৪।৮০ ] অর্থাৎ উপসর্গগুলি ধাতুর পূর্বে প্রযোক্তব্য। কিন্তু ইহা লৌকিক সংস্কৃত ভাষায়। বেদে ঐ নিয়ম নাই। বেদে "ছন্দসি পরেঽপি" [ ১।৫।৮১ ] "ব্যবহিতাশ্চ" [ পাঃ ১।৪।৮২ ] অর্থাৎ বেদে ধাতুর পরেও উপসর্গের প্রয়োগ হয়। ধাতু থেকে ব্যবধানেও উপসর্গের প্রয়োগ হয়। এইজন্য এই মন্ত্রে "প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়ৎ" এইরূপ "দুহীয়ৎ" ক্রিয়াপদ থেকে প্রতি উপসর্গটি ব্যবধানে প্রযুক্ত হলেও অন্বয় হবে "প্রতিদুহীয়ৎ"। "দুহীয়ৎ" পদটি দুহ প্রপূরণে দুহ্‌ধাতুর লেট্‌ লকারের প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ। বেদে লোটের অর্থে 'লেট্‌' লকারের প্রয়োগ হয়। এইজন্য নিরুক্তকার পরে "প্রতিদুহীয়ৎ" ইহার অর্থকথনে—"প্রতিদুগ্ধাম্‌" এইরূপ দুহধাতুর লোটের প্রথমপুরুষের একবচনের প্রয়োগ করেছেন। তাহলে উক্তমন্ত্রের প্রথমভাগের অন্বয়টি এইরূপ "ইন্দ্র! সা তে মঘোনী দক্ষিণা জরিত্রে নূনং বরং প্রতিদুহীয়ৎ।" ইহার অর্থ অনুবাদেও প্রতিপদার্থ মুখে অন্বয়ার্থে বলা হয়েছে। তারপরে মন্ত্রের অংশ হচ্ছে "শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতিধগ্‌ ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ।" বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করতে হলে অনেকক্ষেত্রে পদের অধ্যাহার, বিপরিণাম প্রভৃতি করতে হয়— ইহা কুমারিল ভট্ট তাঁর শ্লোকবার্তিকে বলেছেন (১)। সেইজন্য এখানে— "শিক্ষা স্তোতৃভ্যঃ" এই দুইটি পদের মধ্যে "কামান্‌" এইরূপ একটি পদ অধ্যাহার করতে হবে। "শিক্ষা" এই পদটি শিক্ষধাতুর উত্তর প্রার্থনা অর্থে লোট্‌। লোটের মধ্যমপুরুষের একবচনে "শিক্ষা" এই পদটি শিক্ষ ধাতুর উত্তর প্রার্থনা অর্থে লোট্‌। লোটের মধ্যমপুরুষের একবচনে 'শিক্ষ' তারপর 'আ' এই উপসর্গটি যুক্ত হয়েছে। এখানে 'আ' উপসর্গটি 'প্র'-এর অর্থে প্রযুক্ত। কেননা নিপাতের অনেক অর্থ আছে। আর শিক্ষ ধাতুটি যদিও শিক্ষার্থরূপে প্রসিদ্ধ তথাপি ধাতুর অনেক অর্থ আছে বলে এখানে শিক্ষ ধাতুর অর্থ দান করা। তাহলে "শিক্ষ+আ শিক্ষা" এর মানে হল "প্রশিক্ষ" অর্থাৎ প্রদান কর। কি প্রদান কর ? এইরূপ কর্মকারকের আকাঙ্ক্ষায় "কামান্‌" এইরূপ পদ অধ্যাহার করতে হবে, পূর্বেই বলেছি। কাহাকে প্রদান কর

(১) অধ্যাহারাদিভিঃ সূত্রং বৈদিকং তু যথাশ্রুতম্‌ ।। [মীঃ দঃ শ্লোকবার্তিক ১।৪৮ ]। অর্থাৎ বৈদিকবাক্যের যথাশ্রুত রেখে তার ব্যাখ্যাত্মকসূত্রে অধ্যাহার প্রভৃতি করতে হয়।

"স্তোতৃভ্যঃ" অর্থাৎ স্তুতিকারী ঋত্বিগ্‌গণকে। সেইজন্য "শিক্ষা স্তোতৃভ্যঃ" এই অংশের অন্বয় করতে গেলে বলতে হবে "স্তোতৃভ্যঃ কামান্‌ শিক্ষা" অর্থাৎ স্তুতিকারী [আমাদিগকে (ঋত্বিগ্‌গণকে)] কাম্য বস্তুসমূহ প্রদান কর।

তারপর মন্ত্রের অংশ হল—"মাতিধগ্‌ ভগোনো বৃহদ্‌বদেম বিদথে সুবীরাঃ।" এই অংশটিতে তিনটি খণ্ডবাক্য আছে। যথা—'মা অতিধক্‌' (১), 'ভগো নো' (২), 'বৃহদ্‌বদেম বিদথে সুবীরাঃ' (৩)। ইহার মধ্যে প্রথমখণ্ডের 'মা' মানে 'না'। [ঋত্বিগ্‌দিগকে] "অতিধক্‌"—অতি উপসর্গ-পূর্বক দহ ধাতুর উত্তর লুঙের মধ্যম পুরুষের একবচনে [সিপ্‌] রূপ। যদিও 'দহ' ধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, 'দহ ভস্মীকরণে' পাণিনির ধাতু পাঠে আছে। তথাপি "ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ" এখানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর "মন্ত্রে ঘস-হ্বরণ-ণশ-বৃ-দহাদ্‌-বৃচ্‌-কৃ-গমি-জনিভ্যো লেঃ" [পাঃ সূঃ ২।৪।৮০] এই সূত্রের দ্বারা 'চি্ল'র লুক্‌ হয়েছে। 'মাঙ্‌' শব্দের যোগ থাকায় অড়াগম হয় নাই। মাঙ্‌যোগে সর্বকালে লুঙ্‌ হয় বলে, লোটের অর্থেও এখানে লুঙ্‌ হয়েছে। এখানে "অস্মান্‌" এইরূপ একটি পদ 'উহ' করে নিতে হবে। তাহলে অন্বয় হবে—"অস্মান্‌ মা অতিধক্‌" অর্থ হবে আমাদিগকে অতিক্রম করে ধন দিও না [হে ইন্দ্র] অর্থাৎ "প্রথমে আমাদিগকে ধন দাও তারপর অপরকে ধন দাও" ইহাই "মাতিধক্‌" অংশের অর্থ। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডবাক্য হচ্ছে "ভগো নঃ" এখানে 'ভগ' শব্দটি ভজ্‌ সেবায়াম্‌ ভজ্‌ ধাতুর উত্তর—'ভজ্যতে সেব্যতে অনেন অর্থাৎ যার দ্বারা সেবা করা যায়, এইরূপ করণবাচ্যে "পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ" [পাঃ সূ ৩।৩।১১৮] এইসূত্রে 'ঘঃ' প্রত্যয় করে "চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ" [৭।৩।৫২] সূত্রানুসারে ভজ্‌ ধাতুর 'জ্‌' স্থানে 'গ্‌' করে নিষ্পন্ন হয়েছে। ধনের দ্বারা সেবা করা যায় এই জন্য অকারান্ত 'ভগ' শব্দের অর্থ হলো ধন। 'নঃ' মানে আমাদের অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌দের। ক্রিয়াপদ নাই এখানে এই জন্য অস্তু এইরূপ একটি ক্রিয়াপদ উহ্য করে নিতে হবে। তাহলে দ্বিতীয়খণ্ড বাক্যের অন্বয় হবে—"নঃ ভগঃ অস্তু।" অর্থাৎ আমাদের ধন হোক্‌।

তারপর তৃতীয় খণ্ড বাক্যের অর্থাৎ "বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ"।

অংশের মধ্যে 'বৃহৎ' শব্দের সংক্ষেপে অর্থ হলো প্রচুর বা প্রভূত। অবশ্য নিরুক্তকার পরে এর অর্থ বলবেন। "বদেম" বদ্ ব্যক্তায়াং বাচি বদধাতুর উত্তর বিধিলিঙের উত্তমপুরুষের বহুবচনের প্রত্যয় করে উহা নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ হল বলব অর্থাৎ স্তুতি করব। "বদেম" ক্রিয়াপদ থেকে 'বয়ং' এই কর্তৃপদ উহ করে নিতে হবে। তারপর 'বিদথ' শব্দটি বিদৢ লাভে বিদ্ ধাতুর উত্তর 'বিন্দতে লভতে সুখমস্মিন্' অর্থাৎ যেখানে লোক সুখলাভ করে এইরূপ অধিকরণ বাচ্যে "রুদিবিদিভ্যাংঙিৎ" [ উঃ ৩৯৫ ] এই সূত্রের দ্বারা 'অথ' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং 'বিদথ' শব্দের অর্থ 'গৃহ'। লোকে গৃহে সুখলাভ করে। তারপর "সুবীরাঃ" 'সু' শোভনঃ বীরঃ যেষাং তে সুবীরাঃ' অর্থাৎ উত্তম বীরবিশিষ্ট হয়ে। যাদের পুত্র নাই তাঁরা উত্তম বীরপুত্র লাভ করে সুবীর হবেন। আর যাঁদের পুত্র আছে, তাঁরা বীর্যবান্ হবেন। সুতরাং তৃতীয়খণ্ডের অন্বয় হল—"বয়ং সুবীরাঃ বিদথে বৃহৎ বদেম" অর্থাৎ আমরা (তোমার প্রসাদে (ইন্দ্রের প্রসাদে) শোভন বীর বিশিষ্ট হয়ে গৃহে প্রভূত স্তুতি করব। বিশেষ ব্যাখ্যা নিরুক্তকারই করবেন ।। (ক) ।।

এইবার নিরুক্তকার পূর্বোক্তমন্ত্রের "নূনং সা তে প্রতিবরং জরিত্রে দুহীয়ৎ" এই অংশের ব্যাখ্যা করবার জন্য বলছেন—"সা তে প্রতি দুগ্ধাং বরং জরিত্রে" ।। (খ) ।। "নূনম্ নিপাতটি এখানে পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তার কোন অর্থ এখানে নাই। এই জন্য নিরুক্তকার "নূনম্" পদের উল্লেখই করেন নাই।

সা [ সেই দক্ষিণা ] তে [ তোমার ( ইন্দ্রের ) ] জরিত্রে [ স্তুতিকারী যজমানকে ] বরং [ প্রার্থিত বস্তু ] প্রতি দুগ্ধাম্ [ পূরণ করুক অর্থাৎ প্রদান করুক ] ।। (খ) ।।

অনুবাদ ঃ—তোমার [ তুমি যে ইন্দ্র, সেই তোমার উদ্দেশ্যে ] সেই দক্ষিণা যজ্ঞে স্তুতিকারী যজমানকে তাহার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করুক ।। (খ) ।।

মন্তব্য ঃ—মন্ত্রের "প্রতিদুহীয়ৎ" পদের অর্থ বুঝাতে গিয়ে নিরুক্তকার "প্রতিদুগ্ধাম্" এই পদ প্রয়োগ করেছেন। "প্রতিদুহীয়ৎ" এখানে বেদে 'দুহ্' ধাতুর উত্তর লেট্ লকারের প্রথম পুরুষের একবচনের প্রয়োগ। বেদে

লোটের অর্থে লেট্ প্রয়োগ হয়। এইজন্য নিরুক্তকার "প্রতিদুহাম্" এইরূপ লোড়ন্ত দুহ্ ধাতুর প্রয়োগের দ্বারা অর্থ বুঝিয়েছেন ॥ (খ) ॥

বরয়িতব্যঃ [ যাহা বরণ করা হয় অর্থাৎ প্রার্থনা করা হয় ] [সঃ] [ তাহা ] বরঃ [ বর ] ভবতি [ হয় ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—যাহা প্রার্থনা করা হয় তাকেই বর বলে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—মন্ত্রে "বর" এই একটি পদের ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বললেন "বরো বরয়িতব্যো ভবতি"। "বর ঈপ্সায়াম্" চুরাদিগণীয় বর ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে তব্য প্রত্যয় করে "বরয়িতব্য" পদসিদ্ধ হয়। তার মানে যাহা পাবার ইচ্ছা করা হয়। পাবার ইচ্ছা করা হয় যে বস্তুকে সেই বস্তু প্রার্থয়িতব্য হয়। অতএব "বরয়িতব্য" এর মানে দাঁড়াল প্রার্থয়িতব্য। প্রার্থয়িতব্য পদার্থকে বর বলে। এই ভাবে নিরুক্তকার "বরয়িতব্যঃ" পদের দ্বারা "বরঃ" পদের অর্থ করলেন যাহা প্রার্থনা করা হয়। বর শব্দটি বৃঞ্ বরণে ক্র্যাদিঃ উভয়পদী, বৃধাতুর উত্তর—ব্রিয়তেঽসৌ এইরূপ কর্মবাচ্যে "ঋদোরপ্" [ পাঃ সূঃ ৩।৩।৫৭ ] সূত্রের দ্বারা বহুলাকাধিকারবশত অপ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং "বর" শব্দের অর্থ প্রার্থয়িতব্য ॥ (গ) ॥

মন্ত্রে যে 'জরিত্রে' পদ আছে তার ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলেছেন "জরিতা গরিতা।" ॥ (ঘ) ॥

জরিতা [ যে জরিতা হয় ] গরিতা [ সে গরিতা হয় ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—জরিতা গরিতাই অর্থাৎ স্তুতিকারীই ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—মন্ত্রে যে "জরিত্রে" পদ আছে তাহা 'জৃ' স্তুতৌ জৃ ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করলে "জরিতৃ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়. তাহার চতুর্থীর একবচনে হয় "জরিত্রে" অর্থাৎ স্তুতিকারীকে। পদের অর্থ ব্যাখ্যা প্রথমান্ত পদ দিয়ে সাধারণত করা হয়। এই জন্য নিরুক্তকার "জরিতা গরিতা" এইরূপ প্রথমান্তপদের উল্লেখ করেছেন। যদিও পাণিনি ব্যাকরণে দিবাদি, ক্র্যাদি এবং চুরাদি জৃধাতু বয়োহানি অর্থাৎ জীর্ণ হাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি নিরুক্ত শাস্ত্রটি ব্যাকরণের পরিপূর্ণতা সম্পাদক বলে ব্যাকরণে যাহা নাই তাহার উল্লেখ নিরুক্তে করা হয়। এই জন্য জৃ ধাতুকে এই নিরুক্তে স্তুতি অর্থে ধরা হয়েছে। গৃ ধাতু নিগরণ অর্থাৎ

গলাধঃকরণার্থে তুদাদিগণীয় ব্যাকরণে উক্ত হয়েছে। আবার গৄ শব্দে এইরূপ শব্দ অর্থে ক্র্যাদিগণীয় গৄ ধাতুর উল্লেখ পাণিনিতে আছে। শব্দ করা আর স্তুতি করা প্রায় এক অর্থ। এই হেতু "জরিতা ও গরিতা" এইরূপ স্তুতি অর্থে জৄ ও গৄ ধাতুর তৃজন্তের রূপ দেখান হয়েছে ॥ (ঘ) ॥

এরপর উক্ত মন্ত্রের "দক্ষিণা মঘোনী" এই অংশের ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"দক্ষিণা মঘোনী মঘবতী" ॥ (ঙ) ॥

দক্ষিণা মঘোনী [ দক্ষিণা মঘোনী ] [ ইহার অর্থ ] মঘবতী [ ধনযুক্ত ] দক্ষিণা ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—'দক্ষিণা মঘোনী' ইহার অর্থ ধনযুক্ত দক্ষিণা ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—"দক্ষিণা মঘোনী" মন্ত্রের এই অংশে যে 'মঘোনী' পদ আছে তার পর্যায় শব্দ হচ্ছে "মঘবতী" এই কথা নিরুক্তকার বলছেন। মঘ শব্দ ধনার্থক। সেই মঘ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করে মতুপের 'ম' স্থানে ব করলে "মঘবৎ" শব্দ সিদ্ধ হয়। আর মহ ধাতুর উত্তর কনি প্রত্যয় করে ধাতুর আবুক্ আগম হ স্থানে ঘ করে 'মঘবন্' শব্দ সিদ্ধ হয়, সেই মঘবন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মঘোনী। আর "মঘবৎ" শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে মঘবতী। এইজন্য মঘোনীর পর্যায় হল মঘবতী অর্থাৎ ধনযুক্তা। ধনযুক্তা যে দক্ষিণা ॥ (ঙ) ॥

'মঘ' শব্দের অর্থ যে ধন—এই কথা পরবর্তি বাক্যে নিরুক্তকার বলছেন "মঘমিতি ধননামধেয়ং মংহতের্দানকর্মণঃ" ॥ (চ) ॥

মঘম্ ইতি [ 'মঘ' এই শব্দটি ] ধননামধেয়ম্ [ ধনের নাম ] দানকর্মণঃ দানার্থক ] মংহতেঃ [ মংহ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ ঃ—'মঘ' শব্দটি ধনের নাম, যেহেতু উহা [ মঘ শব্দ ] দানার্থক মংহ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন '। (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে 'মঘ' শব্দটিকে যদিও 'মহ' ধাতু থেকে নিষ্পাদন করা হয়েছে তথাপি নিরুক্তকার তাকে অন্যভাবে নিষ্পাদন করেছেন। তিনি বলছেন—দানার্থক 'মংহ' ধাতুর উত্তর "মহ্যতে দীয়তেঽসৌ" অর্থাৎ যাহা দান করা যায় এইরূপ অর্থে "ঘঞর্থে কবিধানম্" [ বার্তিকসূত্র ২২০৪ ] মন্হ ধাতুর উত্তর কঃ, পৃষোদরাদিত্ববশত

'ন্' লোপ এবং 'হ' স্থানে ঘ করে 'মঘ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই 'মংহ' ধাতুর বর্ণনা পাণিনি ধাতু পাঠে নাই। যাহা আছে তাহা বৃদ্ধি অর্থে চুরাদিগণীয়। সুতরাং দানার্থক মংহধাতু, নিরুক্তকারের বক্তব্য। তাহলেই 'মঘ' শব্দের অর্থ হল "ধন"। 'ধন' দান করা যায় বলে এখানে 'দাতব্য' ধনই মঘশব্দের অর্থ হল ॥ (চ) ॥

"সা", "তে" ও "মঘোনী" এই তিনটি যার বিশেষণ, এমন বিশেষ্য শব্দ দক্ষিণার ব্যুৎপত্তি বলছেন—"দক্ষিণা দক্ষতেঃ সমর্ধয়তি কর্মণো ব্যৃদ্ধং সমর্ধয়তীতি" ॥ (ছ) ॥

দক্ষিণা [ দক্ষিণা শব্দটি ] সমর্ধয়তিকর্মণঃ [ সমৃদ্ধ্যর্থক ] দক্ষতেঃ [ দক্ষ ধাতু থেকে ] নিষ্পন্নঃ [ নিষ্পন্ন হয়েছে ] যতঃ [ যেহেতু ] ব্যৃদ্ধং [ বিগত ঋদ্ধিক অর্থাৎ অঙ্গবৈকল্যাদিজনিত ন্যূনতাসম্পন্ন কর্মকে ] সমর্ধয়তি [ বৃদ্ধি সম্পন্ন করে—পূর্ণতাসম্পাদন করে ] ইতি [ এই হেতু দক্ষিণা ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—দক্ষিণা শব্দটি সমৃদ্ধ্যার্থক দক্ষধাতু থেকে নিষ্পন্ন যেহেতু যাহা কিছু বিগতঋদ্ধিক অর্থাৎ ন্যূনতাযুক্তকর্ম দক্ষিণা তাকে বৃদ্ধি যুক্ত করে—তার ফলের সমৃদ্ধি সম্পাদন করে। এই জন্য দক্ষিণার দক্ষিণাত্ব ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—দক্ষ বৃদ্ধৌ শীঘ্রার্থে চ, অর্থাৎ বৃদ্ধি করা ও শীঘ্র কার্য করা অর্থে ভ্বাদিগণীয় দক্ষ্ধাতু আছে উহা আত্মনেপদী, "দক্ষতে" 'লটে' এই প্রকাররূপ হয়। এছাঁড়া পাণিনিতে দক্ষ গতিহিংসনয়োঃ—অর্থাৎ গতি ও হিংসা অর্থে মিত্তুকার্যের জন্য ঐ দক্ষ ধাতুর পাঠ আছে। "দক্ষিণা" দক্ষিণা শব্দটি বৃদ্ধি অর্থে দক্ষ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন এই কথা নিরুক্তকার বলছেন। দক্ষ্ ধাতুর উত্তর—"দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্" [ উণাদি ২০৮ ] এই সূত্রানুসারে 'ইনন্' প্রত্যয় করে' স্ত্রীলিঙ্গে টাপ প্রত্যয় করে "দক্ষিণা" শব্দ সিদ্ধ হয়েছে—ইহাই নিরুক্তকারের বক্তব্য। যজ্ঞাদি কর্মে ত্রুটী বিচ্যুতি অন্তত অজ্ঞাতসারেও কর্মে মানুষের ত্রুটী বিচ্যুতি সম্ভব। তাতে কর্ম বিগত ঋদ্ধিক অর্থাৎ যথাযথভাবে ফলদানে সমর্থ হয় না। দক্ষিণাই কর্মের সেই বিগত ঋদ্ধিকে অর্থাৎ ন্যূনতাকে পপিূর্ণ করে কর্মের পরিপূর্ণ ফলদানে সাহায্য করে। এইজন্য যজ্ঞাদিকর্মে প্রদেয়ধনাদিদ্রব্যকে দক্ষিণা বলা হয়।

নিরুক্তকারের উক্ত বাক্যে যে "সমর্ধয়তিকর্মণঃ" শব্দটি আছে, তাহা সম্‌পূর্বক ঋধু বৃদ্ধৌ [ দিবাদি বা স্বাদি ] ঋধ ধাতুর উত্তর "হেতুমতি চ" [ পাঃ সূঃ ৩।১।২৬ ]। সূত্রানুসারে ণিচ্‌প্রত্যয় করে "সমর্ধি", ধাতুর উত্তর ধাতুকথনার্থে "ইক্‌শ্তিপৌ ধাতুনির্দেশে" সূত্রানুসারে "শ্তিপ্‌" প্রত্যয় [ কৃৎপ্রত্যয় ] করে 'সমর্ধয়তি' পদটি নিষ্পন্ন হয়। তার অর্থ—যাহা সমৃদ্ধ করে। সমৃদ্ধ করারূপ কর্ম অর্থাৎ অর্থ আছে যার তাহা সমর্ধয়তিকর্মা তাহার সমর্ধয়তিকর্মণঃ অর্থাৎ সমৃদ্ধকরারূপ অর্থ আছে যার, তাহার [ দক্ষধাতুর ]। দক্ষধাতুটির ও অর্থ যদিও বৃদ্ধি তা হলে ও উহার গর্ভে ণিচের অর্থটি অন্তর্ভূত বলে ধরে নিয়ে "দক্ষতে" মানে বর্দ্ধিত করে, এইরূপ অর্থগ্রহণ করতে হবে। নতুবা বৃদ্ধি ক্রিয়াটি অকর্মক বলে দক্ষ ধাতু থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এইরূপ অর্থ বুঝাবে। বৃদ্ধি করে বা কর্মের ন্যূনতাকে পরিপূর্ণ করে—এইরূপ সকর্মক ক্রিয়ার বোধ হবে না। তাতে "ব্যৃদ্ধং সমর্ধয়তি" অর্থাৎ দক্ষিণা বিগতঋদ্ধিক কর্মকে সমৃদ্ধ করে এইরূপ অর্থ বুঝাবে না। 'বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়' এইরূপ অর্থ বুঝাবে সুতরাং 'দক্ষ' ধাতুকে 'অন্তর্ভূত ণিজর্থ' বলে এখানে বুঝতে হবে। ব্যৃদ্ধম্‌ = বি+ঋদ্ধম্‌। 'বি মানে বিগত ঋদ্ধ মানে বৃদ্ধি [ বৃদ্ধি ] যাহার এই অর্থে "ব্যৃদ্ধম্‌" পদটি বুঝতে হবে ॥ (ছ) ॥

এরপর নিরুক্তকার 'দক্ষিণা' শব্দের অর্থ অন্যপ্রকারে বলছেন—"অপি বা প্রদক্ষিণাগমনাদ্‌দিশমভিপ্রেত্য" ॥ (জ) ॥

অপি বা [ অথবা ] প্রদক্ষিণাগমনাৎ [ প্রদক্ষিণপূর্বক আগমন করে বলে ] দিশম্‌ [ দিক্‌কে ] অভিপ্রেত্য [ অভিপ্রায় করে অর্থাৎ লক্ষ্য করে ] দক্ষিণা [ দক্ষিণাকে দক্ষিণা বলা হল ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ :—অথবা প্রদক্ষিণপূর্বক আগমনকরে বলে দিক্‌কে লক্ষ্য করে দক্ষিণাকে দক্ষিণা বলা হয় ॥ (জ) ॥

মন্তব্য :—এই অন্বয় মুখে অর্থ ও অনুবাদ থেকে উপরিলিখিত অংশের কিছুই বুঝা গেল না। এই জন্য ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যার অভিপ্রায় লিখিত হচ্ছে। ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাবিহিতভাবে বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করে। বেদার্থবিচারপূর্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ পূর্বক অগ্ন্যাধান করেন। অগ্ন্যাধান মানে শাস্ত্রানুসারে সংস্কৃত অগ্নি উৎপাদন।

অগ্ন্যাধান করত গার্হপত্য নামক অগ্নিকে দ্বিজ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রক্ষা করবেন। সেই গার্হপত্য অগ্নি থেকে প্রতিদিন আহবনীয় অগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করে অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম করবেন। নিত্য অগ্নিহোত্রে বেদির আড়ম্বর না থাকলেও দর্শপূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে বেদির বিশেষ নিয়ম আছে। সোমযাগে আরও অনেক প্রকার বিশেষভাবে বেদি প্রভৃতির নির্মাণ করতে হয়। যজমান দক্ষিণা উৎসর্গ করলে সেই দক্ষিণা গার্হপত্য অগ্নির পূর্বদিক্ দিয়ে সদোগৃহের [ মহাবেদির পশ্চিম দিকে সদোমণ্ডপ নির্মিত হয় ] মধ্যদেশ দিয়ে আগ্নীধ্রীয়ের দক্ষিণদিক্ দিয়ে গমনপূর্বক মহবেদি মধ্যে অবস্থান করে। তারপর তাহা চাত্বাল ও উৎকর নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যদিয়ে দক্ষিণ বেদিশ্রোণিতে যায়। তারপর তাহা [ উৎসৃষ্ট দক্ষিণা ] ব্রহ্মার সহকারী আগ্নীধ্র বা অগ্নীৎ নামক ঋত্বিকের কাছে যায়। "গার্হপত্য অগ্নিস্থানের পূর্বদিকে আহবনীয় অগ্নিস্থান থাকে। সেই আহবনীয় অগ্নিস্থানের পূর্বদিকে একটি শঙ্কু অর্থাৎ খোঁটা পোতা থাকে। সেই খোঁটা থেকে ছয়পা পূর্বদিকে গিয়ে, শালামুখীয় খোঁটা পোতা হয়। সেই শালামুখীয় খোঁটা থেকে ছত্রিশ পা পরিমিত স্থানে যূপাবটীয় খোঁটা পোতা হয়। শালামুখীয় স্থানের দক্ষিণ ও উত্তরে ১৫পা পরিমিতি স্থানে দুটি খোঁটা পোতা হয়। ঐদুটি খোঁটাকে মহাবেদির শ্রোণিস্থান বলে। আবার যূপাবতীয় স্থান থেকে উত্তর ও দক্ষিণে বার পা পরিমিত স্থানে দুইটি খোঁটা পোতা হয়। সেই খোঁটা দুটিকে মহাবেদির অসংস্থান বলে। অক্ষ প্রমাণের দ্বারা মেপে মহাবেদিতে সর্বত্র রজ্জুদ্বারা পরিস্তরণ [ ছড়ান ] করা হয়। বেদির মধ্যভাগ দিয়ে একটি সূত্র রেখা করা হয়। তাকে পৃষ্ঠ্যা বলে। এই পূর্বোক্ত খোঁটাগুলির মধ্যবর্তি-স্থানকে মহাবেদি বলে" [ শ্রৌতপদার্থ নির্বচন ] প্রতিপ্রস্থাতা মৈত্রাবরুণ প্রভৃতি ঋত্বিক্ কর্তৃক মন্ত্রাদিপূর্বক নির্মিত গৃহকে 'সদঃ' বলে। সদঃ শালা বলে বা সদোমণ্ডপ বলে। ব্রহ্মার স্থানকে আগ্নীধ্রীয় বলে। চাত্বাল হচ্ছে গর্তবিশেষ, যার মাটী দিয়ে উত্তর বেদি নির্মিত হয়। বেদির উত্তর দিকের খোঁটা থেকে আরম্ভ করে তার পশ্চিমদিকে চার পা মেপে, উত্তরদিকে এক পা গিয়ে যে খোঁটা পোতা হয় তাকে উৎকর বলে [ শ্রৌতপদার্থ নির্বচন ]

আগ্নীধ্র হচ্ছে ব্রহ্মার সহকারী ঋত্বিক্। এর অপর নাম অগ্নীৎ। যজ্ঞে বিশেষ করে সোমযাগে চারজন প্রধান ঋত্বিক্ থাকেন—

(১) অধ্বর্যু [যজুর্বেদীয় কর্মকর্তা], (২) হোতা [ ঋগ্বেদীয়কর্মকর্তা ], (৩) উদ্গাতা [ সামবেদীয় কর্মকর্তা ], (৪) ব্রহ্মা [ চারবেদে অভিজ্ঞ কর্মনিষ্ঠ ]।

এদের প্রত্যেকের তিন তিনজন সহকারী থাকেন। যথা—
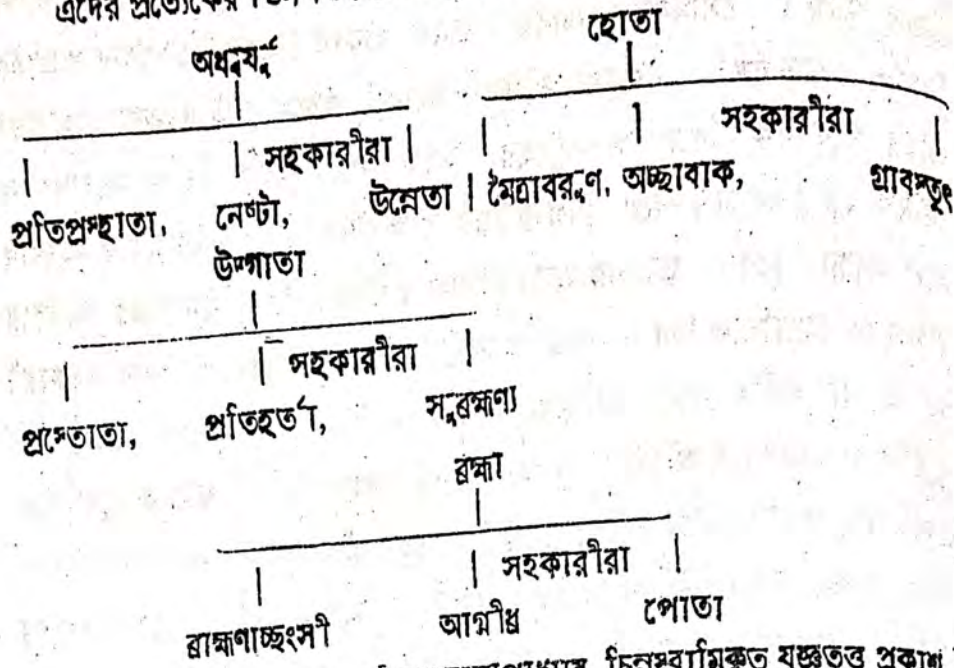
[ মহামহোপাধ্যায় চিন্নস্বামিকৃত যজ্ঞতত্ত্ব প্রকাশ ]

এখানে মোট কথা এই যে যজমান যখন দক্ষিণা উৎসর্গ করেন, তখন দক্ষিণাদ্রব্য নানাস্থানে ঘুরে অর্থাৎ যজ্ঞভূমি প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণদিকে আসে। এই প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণ দিকে আসে বলে দক্ষিণদিকের সম্বন্ধ বশত দক্ষিণাকে দক্ষিণা বলা হয়। ইহা নিরুক্তকার দক্ষিণাশব্দের এক অর্থ করে দক্ষিণার দক্ষিণাত্বের কথা বলেছেন ।। (জ) ।।

এখন দক্ষিণা নামের আর একটি কারণ বলছেন নিরুক্তকার—"দিগ্‌হস্ত-প্রকৃতিঃ" ।। (ঝ) ।।

দিক্‌ [দক্ষিণ দিক্‌] হস্তপ্রকৃতিঃ [হস্ত হচ্ছে প্রকৃতি কারণ অর্থাৎ 'দক্ষিণা' নামের কারণ ] ।। (ঝ) ।।

অনুবাদ ঃ—দক্ষিণদিকের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ হচ্ছে হস্ত [ ব্রহ্মার হস্ত ] সেই জন্য দক্ষিণাদ্রব্যের নাম দক্ষিণা ।। (ঝ) ।।

মন্তব্য ঃ—দুর্গাচার্য বলেছেন—"প্রাঙ্মুখস্য প্রজাপতের্দক্ষিণো হস্তো বভূব, সা দক্ষিণাদিগ্‌ অভবৎ।" অর্থাৎ প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ডান হাত যে দিকের সঙ্গে সম্বদ্ধ ছিল, সেই দিক

দক্ষিণ দিক্ হয়েছিল। প্রজাপতির দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ দিকে ছিল। সুতরাং দক্ষিণ দিকের প্রকৃতি বা কারণ হলো ব্রহ্মার [ প্রজাপতির ] দক্ষিণ হস্ত। এই দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণদিকের প্রকৃতি হওয়ায়, দক্ষিণ হস্তেই দান করা হয় বলে দক্ষিণার নাম দক্ষিণা ইহাই সংক্ষেপে এই বাক্যের তাৎপর্যার্থ। পরবর্তি সূত্রগুলিতে ইহা আরও পরিষ্কার করবেন ॥ (ঝ) ॥

দক্ষিণো হস্তঃ [ দক্ষিণ হস্ত এই বাক্যে ] দক্ষিণঃ [ দক্ষিণ শব্দটি ] উৎসাহ কর্মণঃ [ উৎসাহার্থক ] দক্ষতেঃ [ দক্ষ ধাতু থেকে ] বা [ অথবা ] দানকর্মণঃ [ দানার্থক ] দাশতেঃ [ দাশ ধাতু থেকে ] নিষ্পন্নঃ [ নিষ্পন্ন হয়েছে ] ॥ (ঞ) ॥

অনুবাদ ঃ—"দক্ষিণো হস্তঃ" এই বাক্যে 'দক্ষিণ' শব্দটি উৎসাহার্থক দক্ষ ধাতু থেকে অথবা দানার্থক দাশ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (ঞ) ॥

মন্তব্য ঃ—দক্ষ ধাতুর উৎসাহ অর্থ ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। এই জন্য "ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ" এই নিয়মে উৎসাহার্থটি দক্ষধাতুর অর্থ হতে পারে অথবা "দক্ষ বৃদ্ধৌ শীঘ্রার্থে চ" পাণিনির এইরূপ ধাতুপাঠ থেকে শীঘ্রকার্য করা অর্থটি উৎসাহের সূচক বলে শীঘ্রার্থ থেকে উৎসাহ অর্থটি দক্ষ ধাতুর অর্থ ইহা পাওয়া যায়। উৎসাহার্থক দক্ষধাতুর উত্তর "দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্" [ উঃ ২০০ ] এই সূত্রানুসারে ইনন্ প্রত্যয় করে 'দক্ষিণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাতে অর্থ হয় এই যে উৎসাহবান্ হস্তই দক্ষিণ হস্ত। পুরুষের দক্ষিণ হস্ত যেরূপ উৎসাহবান্ বাম হস্ত সেরূপ উৎসাহবান নয়। কারণ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা পুরুষ শীঘ্র কার্য সম্পাদন করে। তারপর দাশধাতু থেকেও দক্ষিণ শব্দের ব্যুৎপত্তি বলেছেন। দাশৃ দানে, ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী দাশ্ ধাতু থেকে "দাশ্যতে অনেন" অর্থাৎ যাহার দ্বারা দান করা হয়, এইরূপ করণবাচ্যে ইনন্ প্রত্যয় করে পৃষোদরাদিত্ববশত 'দাশ'-এর আকারকে অকার, 'শ' এর স্থানে 'ক' 'ষ' এর আগম করে দক্ষিণ শব্দ নিষ্পন্ন হতে পারে। যাহার দ্বারা দান করা যায় তাহা দক্ষিণা। দক্ষিণহস্তের দ্বারাই লোকে দান করে, এই জন্য দক্ষিণ হস্ত হল দানের করণ ॥ (ঞ) ॥

এখন দক্ষিণ হস্তের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে প্রাপ্ত হওয়ায় 'হস্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাচ্ছেন—"হস্তো হন্তেঃ প্রাশুর্হননে" ॥ (ট) ॥

হস্তঃ [ হস্ত শব্দটি ] হন্তেঃ [ হন্ ধাতু থেকে ] নিষ্পন্নঃ [ নিষ্পন্ন ],

যতঃ [যেহেতু] হস্তঃ [হস্ত] হননে [হত্যাকার্যে] প্রাশুঃ [ক্ষিপ্র] ।। (ট) ।।

অনুবাদ :—হস্তশব্দটি হন্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যেহেতু হস্ত হত্যাকার্যে ক্ষিপ্র [শীঘ্রকার্যকরে] ।। (ট) ।।

মন্তব্য :—নিরুক্তকার এই বাক্যে হন্ ধাতু থেকে 'হস্ত' শব্দের নিষ্পাদন দেখিয়েছেন। "হন্তি অনেন" যাহার দ্বারা বধ করে এইরূপ করণবাচ্যে হন হিংসাগত্যোঃ অদাদিগণীয় হন্ ধাতুর উত্তর 'তন্' প্রত্যয় করে পৃষোদরাদিত্ববশত 'ন' স্থানে সকার করে 'হস্ত' শব্দের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যদি বলা যায় যে পা প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারাওতো হত্যা করা যায়, তার উত্তরে বলেছেন—"হননে প্রাশুঃ" হনন কার্যে হস্তই ক্ষিপ্র। হাতের দ্বারা যত তাড়াতাড়ি হনন কার্য নিষ্পাদন করা যায় শরীরের অন্য অঙ্গের দ্বারা তত শীঘ্র হত্যা করা যায় না। এইজন্য হননের করণ হল হস্ত। এইভাবে 'হস্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখান হয়েছে ।। (ট) ।।

এতক্ষণ উক্ত মন্ত্রের "দক্ষিণা মঘোনী" অংশের ব্যাখ্যা করে এখন শিক্ষা স্তোতৃভ্যঃ" অংশের ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"দেহি স্তোতৃভ্যঃ কামান্" ।। (ঠ) ।।

["শিক্ষা স্তোতৃভ্যঃ" এই অংশের অর্থ] "দেহি স্তোতৃভ্যঃ কামান্" স্তোতৃভ্যঃ [স্তুতিকারিগণকে (ঋত্বিগ্‌গণকে)] কামান্ [অভিপ্রেত বস্তু (বর)] শিক্ষা [শিক্ষ—আ (আশিক্ষ)] [প্রদান কর] ।। (ঠ) ।।

অনুবাদ :—"শিক্ষাস্তোতৃভ্যঃ" এই মন্ত্রাংশের অর্থ হচ্ছে—"দেহি স্তোতৃভ্যঃ কামান্" অর্থাৎ স্তুতিকারিগণকে বর প্রদান কর ।। (ঠ) ।।

মন্তব্য :—মন্ত্রে যে "শিক্ষা স্তোতৃভ্যঃ" অংশটি আছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিরুক্তকার বলছেন—'শিক্ষ' ধাতুটি এখানে দানার্থক। পাণিনি ধাতুপাঠে যদিও আছে "শিক্ষ বিদ্যোপাদানে" অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণ [শিক্ষা করা] অর্থে শিক্ষ ধাতুটি ভ্বাদি আত্মনেপদী "শিক্ষতে" রূপ হয় লট্ এ। তথাপি ধাতুর অনেকার্থ হতে পারে বলে নিরুক্তকার মতে দান অর্থে" এখানে শিক্ষ ধাতুটি প্রযুক্ত হয়েছে। দানার্থক শিক্ষ ধাতুর লোটের মধ্যমপুরুষের একবচনে "শিক্ষ" রূপ হয়। তারপর 'আঙ্ (আ)' এই উপসর্গটি যুক্ত হয়ে "শিক্ষা" এই প্রকার রূপ দেখা যাচ্ছে। বেদে ধাতুর পরেও উপসর্গ

বসতে পারে। 'আঙ্' এর অর্থ 'প্র'। আর এই "শিক্ষা" স্তোতৃভ্যঃ এই অংশে "কামান্" এইরূপ একটি পদ উহ করে নিতে হবে, অর্থের সঙ্গতির জন্য। "স্তোতৃভ্যঃ" মানে স্তুতিকারীদের জন্য। স্তুতিকারীরা এখানে সম্প্রদান। স্তুতিকারী ঋষিগেরা ইন্দ্রকে প্রার্থনা করছেন। অতএব উক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ হল—"হে ইন্দ্র। স্তুতিকারীগণকে কাম্যবর প্রদান কর। "শিক্ষা" এইরূপটি অন্যপ্রকারেও নিষ্পাদন করা যায়। বেদে দুই অচ্ বিশিষ্ট তিঙন্ত পদের অন্ত্য অকার স্থানে আকার হয়। "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" [ পাঃ সূঃ ৬।৩।১৩৫ ] ।। (ঠ) ॥

এরপর নিরুক্তকার উক্তমন্ত্রের "মাতিধক্" এই অংশের ব্যাখ্যা করবার জন্য বলেছেন—"মাস্মানতিদংহীর্মাস্মানতিহায় দাঃ" ।। (ড) ॥

"মা অস্মান্ অতিদংহীঃ" এই বাক্যের পুনরায় ব্যাখ্যা "মা অস্মান্ অতিহায় দাঃ" অর্থাৎ আমাদের [ ঋত্বিক্‌দের ] অতিক্রম করে অপরকে দান করো না ( আমাদিগকে প্রথমে দান কর তারপর অপরকে দান কর ) ।। (ড) ॥

অনুবাদ ঃ—"মা অতিধক্" ইহার অর্থ "মা অস্মান্ অতিদংহীঃ"। "মা অস্মান্ অতিদংহীঃ" ইহার পরিষ্কৃত অর্থ "মা অস্মান্ অতিহায় দাঃ" অর্থাৎ আমাদের অতিক্রম করে অপরকে দান কর না কিন্তু প্রথমে আমাদের দান করে পরে অপরকে দান কর ।। (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—মূল মন্ত্রে যে "অতিধক্" পদটি আছে তাহা "অতি উপসর্গ পূর্বক দহ ধাতুর [ দানার্থে দহ ধাতু ( যদিও ভস্মীকরণার্থে দহধাতুগণে পঠিত তথাপি ধাতুর অনেকার্থ আছে বলে এখানে দানার্থে ব্যবহৃত ) ] উত্তর লোটের অর্থে "মাঙ্" যোগে লুঙের মধ্যমপুরুষের একবচনে সিপ্ করে নিষ্পন্ন 'মাঙ্' যোগবশতঃ অড়াগম হয় নাই, আর লুঙের 'চি্'র লোপ হয়েছে। পূর্বে সূত্র বলা হয়েছে। মন্ত্রে "মা অতিধক্" এই অংশ-টুকু আছে। এর অর্থ হয়—"অতিক্রম করে দিও না," কাকে অতিক্রম করে দিও না—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় বলে, নিরুক্তকার উহ করে পূরণ করেছেন—"মা অস্মান্ অতিদংহীঃ,' এখানে "অস্মান্" এই পদটি উহ করেছেন নিরুক্তকার। আর "অতিধক্" পদের পর্যায় শব্দ বলেছেন "অতিদংহীঃ" এই "অতিদংহীঃ" পদটি অতি উপসর্গ পূর্বক দানার্থক

দংহ ধাতুর উত্তর লোটের অর্থে লুঙের মধ্যমপুরুষের একবচনে সিপ্ করে 'মাঙ্' এর যোগ বশত অড়াগমের অভাব হওয়ায় সিদ্ধ হয়েছে। 'অস্মান্' মানে আমাদিগকে [ ঋত্বিগ্‌গণকে ] "অতি"—অতিক্রম করে "মা দংহীঃ"—দান কর না। এইরূপ অর্থ। ইহারই স্পষ্টার্থ হল…"মা অস্মান্ অতিহায় দাঃ"। এখানেও মাঙযোগে লোড়র্থে—দা ধাতুর উত্তর লুঙের মধ্যম পুরুষের একবচনে সিপ্ হয়েছে। মাঙ্‌যোগ বশত ধাতুর অড়াগম হয় নাই। অতিহায়=অতি+হা ধাতু+ক্ত্বা ল্যপ্ ॥ (ড) ॥

এরপর নিরুক্তকার উক্ত মন্ত্রের "ভগো নো বৃহদ্‌বদেম বিদথে" এই অংশের ব্যাখ্যাকরবার জন্য বলেছেন—"ভগো নো অস্তু বৃহদ্‌বদেম স্বে বেদনে" ॥ (ঢ) ॥

ভগ' [ ধন ] নঃ [ আমাদিগের ] অস্তু [ হোক্ ], বৃহদ্‌বদেম প্রচুর স্তুতি করব [ স্বে বেদনে ] নিজ গৃহে ॥ (ঢ) ॥

অনুবাদ ঃ—আমাদের [ ঋত্বিগ্‌দের ও যজমানের ] ধন হোক্। আমরা নিজ গৃহে প্রচুর স্তুতি করব ॥ (ঢ) ॥

মন্তব্য ঃ—ভজ্ সেবায়াম্। ভজধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ঘ' প্রত্যয় করে 'ভগ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ইহা আমরা পূর্বে বলেছি। তার অর্থ হল ধন। "অস্তু এইরূপ একটি ক্রিয়াপদ উহ করেছেন নিরুক্তকার নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থের জ্ঞানের জন্য। "বহৎ" শব্দটি 'বৃহ বৃদ্ধৌ বৃহ ধাতুর উত্তর "বর্তমানে পৃষদ্‌বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবচ্চ" (উঃ ২৪১) এই সূত্রানুসারে অতি প্রত্যয় করে নিপাতনে গুণাভাব বশত সিদ্ধ হয়েছে। "বহৎ" মানে এখানে প্রচুরভাবে। বদেম=বদ্+বিধিলিঙে্ মস্। মানে স্তুতি করব। মন্ত্রের "বিদথে" পদের অর্থ করেছেন নিরুক্তকার "বেদনে"। বিদ৯লাভে বিদ্যাতে সুখং যস্মিন্ এইরূপ অর্থে অধিকরণবাচ্যে বিদ১ধাতুর উত্তর 'রুদিবিদি-ভ্যাংঙিৎ" [ উঃ ৩৯৫ ) সূত্রে অথ প্রত্যয় করে বিদথ শব্দ, তার করণাধিকরণয়োশ্চ" ( পাঃ সূঃ ৩।৩।১১৭ ) সূত্রে ল্যুট্ প্রত্যয় করে 'বিদথে' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। দুইটি শব্দের অর্থই যেখানে সুখলাভ করা যায় সেই গৃহ। এইজন্য নিরুক্তকার মন্ত্রের "বিদথ" পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বেদনে' বলেছেন। তবে কার গৃহ? এইরূপ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য "স্বে" এই পদটির উহ করেছেন। অর্থাৎ নিজগৃহে ॥ (ত) ॥ এরপর

নিরুক্তকার উক্ত "ভগঃ" পদটির অর্থ বুঝাতে একটি সূত্র এবং বৃহৎপদের অর্থ বুঝাতে দুইটি সূত্র বলেছেন—"ভগো ভজতেঃ" ।। (ণ) ।। "বৃহদিতি মহতো নামধেয়ম্" ।। (ত) ।। 'পরিবৃঢং ভবতি" ।। (থ) ।।

ভগঃ [ ভগ এই শব্দটি ] ভজতেঃ [ভজ্ ধাতু থেকে] [ নিষ্পন্নঃ ] [ নিষ্পন্ন হয়েছে ] ।। (ণ) ।।

অনুবাদ ঃ—মন্ত্রে "ভগঃ" পদটি সেবার্থক ভজ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ] ।। (ণ) ।।

মন্তব্য ঃ—স্পষ্ট। 'ভগ' শব্দেরনিষ্পত্তি প্রকার পূর্বেই বলা হয়েছে ।। (ণ) ।।

বৃহৎ ইতি [ মন্ত্রে 'বৃহৎ' এই পদটি ] মহতঃ [ মহতের ] নামধেয়ম্ [ নাম ] ।। (ত) ।।

অনুবাদ ঃ—মন্ত্রে "বৃহৎ" এই শব্দটি মহতের নাম ।। (ত) ।।

মন্তব্য ঃ—'বৃহৎ' শব্দ ও 'মহৎ' শব্দ একার্থক। 'বৃহৎ' ও 'মহৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি উণাদি ২৪১ সূত্রে দেখান হয়েছে। ঐ সূত্রে বৃহ ধাতুর উত্তর অতি প্রত্যয় করে বৃহৎ, আর মহ ধাতুর উত্তর অতিপ্রত্যয় করে "মহৎ শব্দের সিদ্ধি হয়। ইহা পূর্বেই বলা হয়েছে ।। (ত) ।।

[ যৎ বৃহৎ ] [ যাহা বৃহৎ হয় [ তৎ ] [ তাহা ] পরিবৃঢং ভবতি [ সর্বথাব্যাপ্ত বা বৃদ্ধিসম্পন্ন হয় ] ।। (থ) ।।

অনুবাদ ঃ—যাহা বৃহৎ হয় তাহা পরিবৃঢ় অর্থাৎ সর্বথা বৃদ্ধিসম্পন্ন হয় ।। (থ) ।।

মন্তব্য ঃ—"পরিবৃঢম্" মানে পরি মানে পরিতঃ অর্থাৎ সর্বথা বা সবদিকে 'বৃঢ়' মানে ব্যাপ্ত বা বৃদ্ধিসম্পন্ন। অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা ব্যাপ্তকে পরিবৃঢ় বলে। এইরূপ বৃঢ়ই বৃহৎ ও মহৎ শব্দের অর্থ ।। (থ) ।।

এখন উক্তমন্ত্রের শেষাংশ অর্থাৎ "সুবীরাঃ" এই পদটির ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"বীরবন্তঃ কল্যাণবীরা বা" ।। (দ) ।।

[ সুবীরাঃ ], [ 'সুবীরাঃ' এই পদটির অর্থ ] বীরবন্তঃ [ বীরবিশিষ্ট ] বা [ অথবা ] কল্যাণবীরাঃ [ কল্যাণ অর্থাৎ প্রশস্ত, সেই প্রশস্ত বীর আছে যাদের তারা ] (দ) ।।

অনুবাদ ঃ—"সুবীরাঃ" পদের অর্থ বীরবিশিষ্টগণ অথবা যাঁদের প্রশস্তবীর আছে তাঁরা ॥ (দ) ॥

মন্তব্য ঃ—নিরুক্তকার "সুবীরাঃ" পদটির প্রথমে অর্থ করেছেন বীর-বিশিষ্ট 'বীর শব্দের 'মতুপ অর্থে' সুপ্রত্যয়টি বীর শব্দের পূর্বে প্রয়োগ করে "সুবীরাঃ" পদ সিদ্ধ হয়েছে। অতএব সুবীরাঃ পদের অর্থ হলো বীরবান্ অর্থাৎ বীরবিশিষ্টগণ। যাঁদের বীরপুত্র বা শিষ্যাদি আছে তাদিগকে "সুবীরাঃ বলা হয়। এখানে ঋত্বিগ্‌গণের ও যজমানের বীরপুত্র বা শিষ্যাদি আছে বা হবে। এইজন্য তাঁরা সুবীরাঃ প্রকৃতির পূর্বে প্রত্যয়ের প্রয়োগ এক সেই "বহুগুড়ঃ" ইত্যাদি স্থলে "গুড়' শব্দের পূর্বে 'বহুচ্' প্রত্যয় প্রভৃতি দেখা যায়। অন্যত্র বিশেষ করে মত্বর্থ প্রত্যয়। প্রকৃতির পূর্বে প্রয়োগ দেখা যায় না। ইহা অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ। এইজন্য নিরুক্তকার দ্বিতীয় কল্প বলেছেন--"কল্যাণবীরা বা" এই পক্ষে "সুবীরাঃ" পদটি "সুশোভনা বীরা যেষাং তে", এইরূপ সুশব্দের শোভন অর্থাৎ প্রশস্ত অর্থে সুশব্দের সহিত বীরশব্দের বহুব্রীহিসমাস করে 'সুবীরাঃ" পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। এইজন্য তার অর্থ হল—যাঁদের কল্যাণ অর্থাৎ প্রশস্ত বীর আছে তারা [ ঋত্বিগ্‌রা ও যজমান [ সুবীরাঃ ॥ (দ) ॥

এখন "সুবীরাঃ" পদের অন্তর্গত বীর শব্দের ব্যাখ্যা তিনটি সূত্রে তিন প্রকার করেছেন নিরুক্তকার "বীরো বীরয়ত্যমিত্রান্" ॥ (ধ) ॥ "বেতের্বা স্যাদ্‌গতিকর্মণঃ" ॥ (ন) ॥ "বীরয়তের্বা" ॥ (প) ॥

বীরঃ [ বীর অমিত্রান্ [ শত্রুগণকে ] বীরয়তি [ বিক্ষিপ্ত করেন বা কম্পিত করেন ] ॥ (ধ) ॥

অনুবাদ ঃ—বীর ( ব্যক্তি ) শত্রুগণকে বিক্ষিপ্ত করেন বা কম্পিত করেন [ এইজন্য বীরের বীরত্ব ] ॥ (ধ) ॥

মন্তব্য ঃ—নিরুক্তকার "বীর" শব্দটিকে বি পূ+ঈর্ ক্ষেপে চুরাদিগণীয় ঈর্ ধাতুর উত্তর পচাদ্যচ্ প্রত্যয় করে নিষ্পাদন করেছেন সেইজন "বীর" শব্দের অর্থ হল যে ব্যক্তি বি=মানে বিবিধ প্রকারে ঈরয়তি—মানে শত্রু গণকে বিক্ষিপ্ত করেন বা কম্পিত করেন ; তিনি বীর। অথবা বি+অদাদিগণীয় ঈরগতৌ কম্পনে চ এই ঈর ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়। এই অদাদিগণীয় কম্পনার্থক ঈর্ ধাতুকে গ্রহণ করলে ঐ ধাতুটি অকর্মক [ কম্পনার্থক

অকর্মক ] হয় বলে তার মধ্যে ণিচ্ প্রত্যয়ের অর্থ অন্তর্ভূত আছে বলে ধরে নিয়ে 'বীর' শব্দটির অর্থ করতে হবে যে শত্রুগণকে কম্পিত করে, সেই বীর। সূত্রে "অমিত্রান্" পদ আছে তার অর্থ শত্রুগণকে 'মিত্র' শব্দটি বন্ধু অর্থে ক্লীবলিঙ্গ। অথচ অমিত্র শব্দটি পুংলিঙ্গ। "ভৃত্যামিত্রছাত্র-পুত্রমন্ত্রবৃত্রমেঢ্রোষ্টাঃ" [ পাঃ লিঙ্গানুশাসন সূত্র ১৫৬ ] এই সূত্রানুসারে 'অমিত্র' শব্দটি পুংলিঙ্গ ॥ (ধ) ॥

বা [ অথবা ] গতিকর্মণঃ [ গত্যর্থক ] বেতেঃ [ বী গতিব্যাপ্তিপ্রজন কান্ত্যসনখাদনেষু অদাদি পরস্মৈপদী বীধাতু থেকে ] স্যাৎ [ বীর শব্দটি নিষ্পন্ন হতে পারে ] ॥ (ন) ॥

অনুবাদ ঃ— অথবা গত্যর্থক বীধাতু থেকে বীর শব্দ নিষ্পন্ন হতে পারে ॥ (ন) ॥

মন্তব্য ঃ—শত্রুর অভিমুখে যিনি গমন করেন—এইরূপ অর্থে বী ধাতুর উত্তর ঔণাদি রক্ প্রত্যয় করে [ স্ফায়িতঞ্চি...ইত্যাদি ১৭০ ] বীরশব্দটি নিষ্পন্ন হতে পারে ইহাই দ্বিতীয় প্রকার বীরশব্দের অর্থ ॥ (ন) ॥

বা [ অথবা ] বীরয়তেঃ [ চুরাদিগণীয় বীরধাতু থেকে ] [ বীরশব্দঃ ] [ বীরশব্দটি ] নিষ্পদ্যেত [ নিষ্পন্ন হতে পারে ] ॥ (প) ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা বীরধাতু থেকে বীরশব্দটি নিষ্পন্ন হতে পারে ॥ (প) ॥

মন্তব্য ঃ—বীর বিক্রান্তৌ অর্থাৎ বিক্রমবান্ হয় এইরূপ অর্থে চুরাদিগণীয় একটি বীর ধাতু আছে [ লট্ এ বীরয়তে ইত্যাদি রূপ হয় ] তার উত্তর "নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ" [ পাঃ সূঃ ৩।১।১৩৪ ] সূত্রে অচ্ প্রত্যয় করে "ণেরনিটি" [ পাঃ সূঃ ৬।৪।৫১ ] সূত্রে ণিচের লোপ করলে 'বীর' শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হয় বিক্রমবান্ হয় ॥ (প) ॥

সীম্ ইতি [ সীম্ এই নিপাতটি ] পরিগ্রহার্থীয়ঃ বা ( পরিগ্রহার্থক হয় ] পদপূরণঃ বা [ অথবা পদের পূরণ করে ] (ফ)।

অনুবাদ ঃ—সীম্ এই নিপাতটি পরিগ্রহ রূপ অর্থকে বুঝায় অথবা পাদ পূরণ করে ॥ (ফ) ॥

মন্তব্য ঃ—ঋগ্বেদে ( ২।২৮।৪ ) একটি মন্ত্র আছে যথা ঃ—"প্রসীমাদিত্যোঽসৃজদ্বিধর্তা ঋতং সিন্ধবো বরুণস্য যন্তি। ন শ্রাম্যন্তি ন বিমুচন্ত্যেতে বয়ো ন পপ্তু রঘুয়া পরিজ্মন্ ॥" এর অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপে—"বিবিধ

প্রকারে রস বা রশ্মিসমূহের বিধারক অথবা সমস্ত জগতের বিধারক আদিত্য তার রশ্মিসমূহ সর্বদিকে প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্ট করেছেন। সেই সূর্যরশ্মি সকল ক্ষরিত হয়ে পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোক থেকে জল গ্রহণ করে সূর্যমণ্ডলে গমন করে। এইভাবে সেই রশ্মিগুলি গ্রহণ ও দান কর্ম করেও শ্রান্ত হয় না, অথবা শ্রান্ত হয়েও বৈরাগ্যবশতঃ এই কর্ম পরিত্যাগ করে না। পক্ষীর মত তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে পতিত হয়ে সমস্ত জগতে গমন করে [ব্যাপ্ত হয়] ॥ এইমন্ত্রে যে "সীম" এই নিপাত আছে তার অর্থ পরিগ্রহ অথবা উহার কোন অর্থ নাই উহা পাদ পূরক করছে মাত্র এই কথাই নিরুক্তকার বলছেন ॥ (ফ) ॥

"প্রসীমাদিত্যোঽসৃজৎ [ আদিত্যঃ ] প্রাসৃজৎ ইতি বা, প্রাসৃজৎ সর্বত ইতি বা" আদিত্যঃ [ সূর্য ] [ রশ্মীন্ ] [ রশ্মিসমূহ ] প্রাসৃজৎ ( প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্ট করেছেন ) ইতি বা ( এইরূপ ) আদিত্যঃ ( সূর্য ) ( রশ্মীন্ ) [ রশ্মিসমূহ ] সর্বতঃ [ সর্বদিকে ] প্রাসৃজৎ [ প্রেরণ করেন ] ইতি বা [ অথবা ] ॥ (ব) ॥

অনুবাদ :—"প্রসীমাদিত্যোঽসৃজৎ" এই বাক্যের অর্থ সূর্য রশ্মিসমূহ প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্ট করেছেন অথবা রশ্মিসমূহ সর্বদিকে প্রেরণ করেন ॥ (ব) ॥

মন্তব্য :—"প্রসীমাদিত্যোঽসৃজৎ" এই বাক্যে 'প্র' উপসর্গটি 'অসৃজৎ' এর পূর্বে অন্বিত হবে। "সীম্" এই নিপাতটি পরিগ্রহার্থক হবে অর্থাৎ সর্বদিকে এইরূপ অর্থ বুঝাবে। অথবা পাদপূরণ করে কোন অর্থ নাই। আর "রশ্মীন্" এইরূপ একটি পদের উহ করতে হবে। সুতরাং পরিগ্রহার্থ পক্ষে বাক্য হবে "আদিত্যঃ সীং রশ্মীন্ প্রাসৃজৎ।" পদপূরণার্থে বাক্য হবে। সীম্ আদিত্যঃ রশ্মীন্ প্রাসৃজৎ"। প্রথমে [ পরিগ্রহার্থে ] অর্থ হবে। সূর্য রশ্মিসমূহ সর্বদিকে সৃষ্ট করেন। দ্বিতীয়পক্ষে—সূর্য রশ্মিসমূহ প্রেরণ করেন ॥ (ব) ॥

"সীম্" নিপাতের পরিগ্রহ অর্থে আর একটি উদাহরণ পরবর্তি বাক্যে বলছেন "বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবরিতি চ ব্যবৃণোৎ সর্বত আদিত্যঃ" ॥ (ভ) ॥

বেনঃ [মেধাবী বা কমনীয়] আদিত্যঃ [ সূর্য ] সুরুচঃ [সুদীপ্ত রশ্মিসমূহ

সীমতঃ [ সর্বদিকে ] বি আবঃ [ বিবৃত করেছেন ] ইতি চ [ আর এই বাক্য ] ব্যবৃণোৎ সর্বতঃ আদিত্যঃ [ সূর্য সর্বদিকে রশ্মি সমূহ বিবৃত করেছেন ।। (ঙ) ।।

অনুবাদ :—"বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ" এই অংশের অর্থ "ব্যবৃণোৎ সর্বতঃ আদিত্যঃ রশ্মীন্" অর্থাৎ সূর্য সর্বদিকে তাঁর রশ্মি সমূহ ব্যাবৃত [ ব্যাপ্ত ] করেছেন ।। (ভ)।।

মন্তব্য :—এইবাক্যে নিরুক্তকার একটি মন্ত্রে স্থিত "সীম" এই নিপাতের পরিগ্রহার্থের কথা বলবার জন্য মন্ত্রটির একাংশের ব্যাখ্যা করেছেন। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচো যেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিব।" [ বাজ সং ১৩।১ ; অথর্ববেদ ৪।১।১ ; সামবেদ ১।৩২১ ] ইহার অর্থ এইরূপ "সুবর্ণাকার বৃহৎ আদিত্য প্রথমে পূর্বদিকে যেন জায়মান হন অর্থাৎ দৃশ্যমান হন। সেই আদিত্য মেধাবী কমনীয়, তিনি তাঁর সুদীপ্ত রশ্মিগুলিকে সর্বদিকে ব্যাপ্ত করেন। এবং নানাপ্রকার ভূত যে সকল দিকে অবস্থিত সেই সকল অন্তরিক্ষ গত দিক্‌কে আদিত্য তাঁর রশ্মিদ্বারা ব্যাপ্ত করেন।"

এখানে "সর্বদিকে" এই অর্থটি পরিগ্রহ রূপ অর্থ। এই অর্থে "সীম" এই নিপাতের প্রয়োগ এই মন্ত্রে হয়েছে। ইহাই নিরুক্তকারের বক্তব্য ।। (ভ) ।।

আদিত্যরশ্ময়ঃ [ সূর্যের রশ্মিসমূহ ] সুরুচঃ [ উত্তমদীপ্তিবিশিষ্ট ] সুরোচনাৎ [ যেহেতু উত্তমভাবে দীপ্ত হয় ] ।। (য়) ।।

অনুবাদ :—সূর্যের রশ্মিসমূহ সুরুচ, যেহেতু সেই রশ্মি উত্তমরূপে দীপ্তি পায় ।। (য়) ।।

মন্তব্য :—"ব্রহ্ম জজ্ঞানম্" এই মন্ত্রে "সুরুচঃ" পদটি আছে। সেই "সুরুচঃ" মানে আদিত্যরশ্মিসমূহ, যেহেতু আদিত্যরশ্মি সকল "সুরোচনাৎ" অর্থাৎ উত্তমরূপে দীপ্তি পায় বলে ।। (য়) ।।

'সীম্' এই মকারান্ত নিপাতকে কি করে উক্তমন্ত্রে সীমতঃ [ বিসীমতঃ স্থলে সীমতঃ ] এইভাবে অকারান্ত 'সীম' শব্দের পর 'তসি' প্রত্যয় করে নির্দেশ করা হল। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে নিরুক্তকার পরবর্তী সূত্রে "সীম" এইরূপ একটি অকারান্ত ভিন্ন "সীম" শব্দের প্রয়োগ মন্ত্রে হয়েছে

ইহা বলবার জন্য সূত্রে বলেছেন—"অপি বা সীমেত্যেতদনর্থকমুপবন্ধমাদদীত পঞ্চমীকর্মাণং সীম্নঃ সীমতঃ সীমাতো মর্যাদাতঃ" ॥ (য) ॥

অপি বা [ অথবা ] সীম ইতি [ সীম এই ] এতৎ [ এই অকারান্ত শব্দ ] পঞ্চমীকর্মাণম্ [ পঞ্চমীর অর্থবোধক ] অনর্থকম্ [ অন্য অর্থের অপ্রকাশক ] উপবন্ধম্ [ প্রত্যয় ] আদদীত [ গ্রহণ করে ] সীমঃ [ সীম্নঃ এই অর্থে ] সীমতঃ সীমাতঃ মর্যাদাতঃ [ সীমতঃ পদের প্রয়োগ সীমাতঃ পদের প্রয়োগ হতে পারে অর্থ হবে অবধি বা প্রান্ত ভাগ থেকে আরম্ভ করে ] ॥ (য) ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা "সীম" এই অকারান্ত শব্দ পঞ্চমী বিভক্তির অর্থবোধক, অন্য অর্থের অপ্রকাশকরূপে 'তস্' প্রত্যয় গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং সীম্নঃ সীমতঃ এইরূপ মর্যাদা অর্থে অর্থাৎ অবধি বা প্রান্তভাগ থেকে আরম্ভ করে—এইরূপ অর্থ হতে পারে ॥ (য) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বপক্ষী যে আশঙ্কা করেছিল "সীম" ইহা অকারান্ত শব্দ মনে হচ্ছে। তার উত্তরে নিরুক্তকার বললেন ইহা অকারান্ত সীম শব্দ নয় কিন্তু 'সীমন্' এইরূপ নকারান্ত শব্দ, সেই নকারান্ত সীমন্ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তিতে যে অর্থ বুঝায়, সেই অর্থে 'তসি' প্রত্যয় করে "বিসীমতঃ" মন্ত্রের এই "সীমতঃ" অংশটির অর্থ বুঝতে হবে।

সুতরাং "সীম্নঃ" [ সীমন্ শব্দের পঞ্চমীর রূপ ] অর্থাৎ সীমা থেকে এইরূপ অর্থ বুঝাবার জন্য মন্ত্রে "সীমতঃ" ইহার প্রয়োগ হয়েছে। সীমন্ শব্দের উত্তর ডাপ্ প্রত্যয় করলে 'সীমা' শব্দ নিষ্পন্ন। সেই "সীমা" শব্দের অর্থ মর্যাদা অবধি বা প্রান্ত ভাগ বুঝায়। নিরুক্তকার সেই "সীমা" শব্দের উত্তর তসি প্রত্যয়ের রূপ "সীমতঃ" ইহার প্রয়োগ করে "সীমতঃ" পদের অর্থটিকে আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন। তারপর আবার "মর্যাদাতঃ" পদের প্রয়োগ করে নিশ্চিত করে দিয়েছেন যে মন্ত্রে "সীমতঃ" পদটি" সীম্" এই নিপাতের রূপ নয় কিন্তু ইহা "সীমন্" এইরূপ নকারান্ত নামের উত্তর তসি প্রত্যয়ের রূপ। তার অর্থ সীমা থেকে বা অবধি বা প্রান্ত ভাগ থেকে ॥ (য) ॥

এখন 'সীমা' পদের নির্বচন [ অর্থ কথন ] করছেন নিরুক্তকার "সীমা মর্যাদা বিষীব্যতি দেশাবিতি।" (র) ॥

সীমা [ সীমন্ শব্দের প্রথমার একবচনে রূপ বা ডাবন্তরূপ যে সীমা ], মর্যাদা [ তার অর্থ মর্যাদা অর্থাৎ অবধি বা প্রান্তভাগ ] [ যতঃ ] [ যেহেতু ] দেশৌ [ দুইটি দেশ বা স্থানকে [ বিষীব্যতি ] [ বিভক্ত করে দেয় ]।। (র) ।।

অনুবাদ ঃ—সীমা এই পদটি [ সীমন্ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ বা ডাপ্ প্রত্যয়ান্তের রূপ ] মর্যাদা অর্থকে বুঝায়, যেহেতু ( মর্যাদা ) দুইটি দেশকে বা স্থানকে বিভক্ত [ বিচ্ছিন্ন ] করে দেয় ।। (র) ।।

মন্তব্য ঃ—হিমালয় পর্বত ভারতবর্ষ ও চীন দেশকে বিভক্ত করে দিচ্ছে বলে হিমালয়টি ভারতবর্ষের বা চীনের সীমা বলা যায়। এইরূপ যখন দুই ভাইর জমির ভাগ হয় তখন একটা সীমারেখা বা একটা বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়। সেই বেড়াটা দুইটি পরস্পর বিভক্ত জমির সীমা। এখানে নিরুক্তকার "সীমা" পদের এইরূপ অর্থ বলেছেন। বিষীব্যতি দিবাদিগণীয় ষিবু তন্তুসন্তানে সিব্ ধাতুর অর্থ অবিচ্ছিন্ন করা, কিন্তু বিউপসর্গ থাকায় বিপরীত অর্থ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করা বুঝাচ্ছে। "সীমা" দুই দেশকে বিচ্ছিন্ন করে, এইজন্য সীমার সীমাত্ব। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে দেখা যায় যে ষিঞ্ বন্ধনে সি ধাতুর [ স্বাদিগণীয় বা ক্র্যাদিগণীয় ] উত্তর মনিন্ প্রত্যয় করে ধাতুর ইকারের দীর্ঘ করে "নামন্ব্যোমন্ রোমন্ লোমন্ পাপ্মন্ ধামন্ [ উঃ সূঃ ৫৯০ ] "সীমন্" শব্দ সিদ্ধ হয়েছে তার অর্থ হয় যাহা দুইটি দেশকে বা স্থানকে সম্বদ্ধ [ অবিচ্ছিন্ন করে ] করে তাহাই সীমা। কিন্তু নিরুক্তকার 'সীমার' অর্থ করেছেন যাহা দুইটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করে। এইরূপ বিপরীত অর্থ কিকরে "সীমন্" শব্দ বা সীমা শব্দ থেকে পাওয়া যায়? ইহার উত্তরে বলব যে নিরুক্তকার "সীমা" এই পদের অর্থ করতে গিয়ে ষিঞ্ ধাতুর প্রয়োগ না করে "বিষীব্যতি" এইরূপ বলেছেন। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে নিরুক্তকারের মতে সিব্ ধাতু যে সিব্ ধাতুর অর্থ তো সম্বদ্ধ করা বা অবিচ্ছিন্ন করা অথচ নিরুক্তকার 'বিষীব্যতি' বলে বিচ্ছিন্ন করা অর্থই গ্রহণ করেছেন। সিব্ থেকেই সীমন্ বা সীমা শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তাতেও প্রশ্ন হবে যে সিব্ ধাতুর বিচ্ছিন্ন করা অর্থ কি করে পাওয়া যায়? ইহার উত্তরে বলা যায় যে ধাতুর অনেক অর্থ আছে বলে সিব্ ধাতুর বিচ্ছিন্ন করা অর্থও সম্ভব হয়। নিরুক্তকার সেই বিচ্ছিন্ন করা অর্থে সিবু ধাতুকে গ্রহণ করেছেন।

তারপূর্বে বিউপসর্গ থাকলেও উপসর্গের বাচকত্ব নাই এই মতানুসারে সিব্ ধাতুরই বিচ্ছিন্ন করা অর্থকে 'বি' উপসর্গটি দ্যোতিত করেছে, ইহা বলা যায়। সুতরাং নিরুক্তকারের মতে বিবৃতন্তুসন্তানে সিব্ ধাতুর বিচ্ছিন্ন করা অর্থে গ্রহণ করে তার উত্তর মনিন্ প্রত্যয় করে "পৃষোদরাদিত্ব" বশত বর্ণের লোপ দীর্ঘাদি করে 'সীমন্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। "সীমন্" শব্দের উত্তর "ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাম্" [ পাঃ সূ ৪।১।১৩ ] সূত্রে বিকল্পে ডাপ্ প্রত্যয় করে "সীমা" শব্দ সিদ্ধ হয়। দুইটি শব্দের অর্থই মর্যাদা, যাহা দুইটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করে।। (র)।।

ত্ব ইতি [ 'ত্ব' এই শব্দটি ] বিনিগ্রহার্থীয়ং [ বিনিগ্রহার্থক ] অনুদাত্তং [ অনুদাত্ত-স্বরবিশিষ্ট ] সর্বনাম [ সর্বনামশব্দ ] ।। (ল) ।।

অনুবাদ ঃ—'ত্ব' এই শব্দটি বিনিগ্রহার্থক অনুদাত্ত স্বরবিশিষ্ট সর্বনামশব্দ ।। (ল) ।।

মন্তব্য ঃ—পূর্বে যেমন 'সীম্' (অ) এই শব্দটি নিপাত কিন্তু "সীমন্ বা সীমা" ইহা নিপাত নয় বলা হয়েছে সেইরূপ 'ত্ব' শব্দ একটি নিপাত আছে। এই নিরুক্তেই পরে বলা হবে "নিপাত ইত্যেকে।" অর্থাৎ 'ত্ব' এই শব্দটিকে কেহ কেহ নিপাত বলে। এইজন্য সন্দেহ হতে পারে যে সর্বত্রই কি 'ত্ব' শব্দটি নিপাত ? এই সন্দেহ দূর করবার জন্য নিরুক্তকার এখানে বলছেন "ত্ব ইতি বিনিগ্রহার্থীয় সর্বনামানুদাত্তম্" অর্থাৎ বিনিগ্রহ মানে নিরোধ হয়েছে অর্থ যার তাহা বিনিগ্রহার্থ। বিনিগ্রহার্থই বিনিগ্রহার্থীয় স্বার্থে ছঃ" নিরোধার্থক ত্ব শব্দটি সর্বনাম ; নিপাত নয় যেহেতু "অনুদাত্তম্" অর্থাৎ অনুদাত্ত স্বরবিশিষ্ট। "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" [ ফিট্স্বর ৪।৮০ ] এইসূত্রে বলা হয়েছে যে নিপাত মাত্রেরই আদিস্বরটি উদাত্ত হয়। অথচ নিরোধার্থক ত্ব শব্দটির "ত্বত্ত্বসমসিমেত্যনুচ্চানি" [ ফিট্স্বর ৪।৭৮ ] সর্বনামতাবিষয়ে বলা হয়েছে যে ত্ব ত্ত্ব ইত্যাদি সর্বনামশব্দগুলির সবই অনুদাত্তস্বর ! নিপাত প্রকরণে এই সর্বনাম 'ত্ব' শব্দের পর্যালোচনা করার তাৎপর্য এই যে সন্দেহভঞ্জন। এই সর্বনাম ত্ব শব্দটির আর এক অর্থ হচ্ছে 'এক' ।। (ল) ।।

[ ত্ব ইতি ] [ ত্ব এই শব্দটি আবার ] অর্ধনাম [ অর্ধের নাম অর্থাৎ

অর্থপর্যায় ] ইতি [ ইহা ] একে [ কেহ কেহ ] [ মন্যন্তে ] [ মনে করেন ] ॥ (ব) ॥

অনুবাদ :—কেহ কেহ মনে করেন 'ত্ব' এই শব্দটি আবার অর্থের পর্যায় শব্দ ॥ (ব) ॥

মন্তব্য : 'ত্ব' এই শব্দটি বিনিগ্রহ ও এক অর্থে সর্বনাম ইহা বলে এসেছেন। এখন বলছেন কাহারও কাহারও মতে সেই 'ত্ব' শব্দটি অর্ধ অর্থকে বুঝায় অর্থাৎ উহা অর্থের পর্যায় বাচক। অর্ধ অর্থে 'ত্ব' শব্দটি ও সর্বনাম কোথায় 'ত্ব' শব্দটি বিনিগ্রাহার্থক সর্বনাম হয়, আর কোথায় বা অর্ধার্থক হয় তাহা প্রকরণ ও যুক্তির দ্বারা বুঝে নিতে হবে ॥ (ব) ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের দ্বিতীয়খণ্ডের অনুবাদ।

---

১৩।২ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

"নূনং সা তে [ ঋ সং ২।৬।৬।৬ ]' ইতি গৃৎসমদস্যেয়মার্ষম্। পৃষ্ঠ্যস্য চতুর্থেঽহনি মরুত্বতীয়ে শস্যতে। "নূনম্" ইতি পদপূরণ এব। "সা" দক্ষিণা, "তে" তব যা পুত্রভাবকে কর্মণি। সা কিং করোতু? 'প্রতি' দুহাম্। কিম্? বরম্"। কর্মণো দক্ষিণাগুণকাৎ ফলপ্রাপ্তিস্তথাপি তু- দক্ষিণায়ামুপচর্যতে। কস্মৈ? "জরিত্রে" স্তুবতে যজমানায়। কিং লক্ষণা? "মঘোনী" মঘবতী হিরণ্যধান্যাদিধনেন সংযুক্তা, তম্বতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ "শিক্ষা" দেহি। কস্মৈ? "স্তোতৃভ্যঃ" ঋত্বিগ্ভ্যোঽনুকামান্। কিঞ্চ 'মাতিধক্" মাস্মানতিহায়াতীত্যান্যেভ্যো দেহীতি মাদা ইত্যর্থঃ। অস্মভ্যং তাবদ্ দেহি, ততোঽন্যেভ্যোঽপি দাস্যসি চেত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ "ভগো নঃ" ধনং নোঽস্তু। যেন কিং কুর্যাম্? "বৃহদ্ বদেম" মহদূর্জিতং বদেম দীপ্তং, ভুজ্যতামিতি। ক্ব? "বিদথে" যজ্ঞে। অথবা স্বে গৃহে। কিঞ্চ যুষ্মদনুগ্রহাচ্চ "সুবীরাঃ" বীরবন্তো ভবেম পুত্রবন্তঃ, এবং ততঃ কল্যাণবীরা ইতি সমস্তার্থঃ।

অথৈকপদনিরুক্তম্। "স বরায়িতব্যো ভবতি" ব্রিয়তে হ্যসৌ। "জরিতা গরিতা" ইতি স্তুত্যর্থস্য। "মঘমিতি মংহতের্দানকর্মণঃ" দীয়তে হি তৎ। "দক্ষিণা দক্ষতেঃ" সমর্ধয়ত্যর্থস্য ; যজ্ঞে হি যৎকিঞ্চিদ্ বিগতার্ধকং

ভবতি, তদিদং সমর্থয়তি, বিশিষ্টং যজ্ঞস্য সাধনমেতদিতি। "অপি বা প্রদক্ষিণাগমনাৎ" দক্ষিণা। দক্ষিণাং "দিশমভিপ্রেত্য" সা হি দীক্ষণস্যাং বেদিশ্রোণৌ, অগ্রেণ গার্হপত্যং, জঘনেন সদঃ, দক্ষিণেনাগ্নীধ্রং চোৎসৃজ্যমানা গচ্ছন্তীতি "দিক্" পুনর্দক্ষিণা। "হস্তপ্রকৃতিঃ" প্রাঙ্মুখস্য প্রজাপতে দক্ষিণো হস্তো বভূব, সা দক্ষিণাদিগভবৎ। অথ 'দক্ষিণো হস্তঃ" কস্মাদ্দক্ষিণ ইতি? "দক্ষতেঃ" উৎসাহার্থস্য,—স হি উৎসাহবান্ ভবতি কর্মসু, ন তথা সব্যঃ। "দাশতের্বাস্যাৎ" দানার্থস্য, তেনৈব হি প্রায়েণ দীয়তে। অথ "হস্তঃ" কস্মাৎ "হন্তেঃ"—তেন হি হন্যতে। ন, অন্যেনাপি কেনচিদঙ্গেন হন্যতে। এবং যো হি হন্তব্যো ভবতি তস্য "হননে" অয়মেব তু "প্রাপ্তঃ" শীঘ্র ইত্যর্থঃ। "বৃহদিতি মহতো নামধেয়ম্ পরিবৃঢ়ং ভবতি।" ইতি। "বীরো বীরয়ত্যমিত্রান্" নানাপ্রকারং মারয়তীত্যর্থঃ। "বেতের্বা স্যাদ্‌গতিকর্মণঃ।" গত্যর্থে বর্তমানস্য গচ্ছত্যেবাসাবভিমুখং শত্রূন্। "বীরয়তের্বা" বিক্রমার্থস্য, বিক্রান্তো হ্যসৌ ভবতি।

"সীমিতি" অয়ং "পরিগ্রহার্থীয়ো পদপূরণো বা" "প্রসীমাদিত্যা অসৃজৎ [ ঋঃ সং ২।৭।১।৪ ]" অস্যামেব তাবদুভয়মপি প্রদর্শয়তি। ততঃ পরিগ্রহার্থীয়ত্বে দ্বিতীয়মুদাহরণং বক্ষ্যতি। গৃৎসমদস্য তৎপুত্রস্য বা কূর্মস্যোয়মার্ষম্। 'প্রসীমাদিত্যো অসৃজদ্ বিধর্তা ঋতং সিন্ধবো বরুণস্য যন্তি। ন শ্রাম্যন্তি ন বিমুঞ্চন্ত্যেতে বয়ো ন পপ্তূ রঘুয়া পরিজ্মন্ ত্রিষ্টুপ্ সৌরী। সূর্যঃ পুনরস্যাং বরুণনাম্না স্তূয়তে। প্রাসৃজৎ সূর্যো রশ্মীন্। সীমিতি পদপূরণ এব, কুতোঽপীত্যবিবক্ষিতমেবৈতৎ পদপূরণ পক্ষে। অথ পরিগ্রহার্থীয়ং সর্বমেব পরিগৃহ্ণাতি, "প্রাসৃজৎ সর্বত ইতি বা" বিধর্তা' বিধারয়িতা রসানাং রশ্মীনাং বা, স্বরশ্মিজালান্তর্গতস্য বা, ধর্তা সর্বস্য জগতঃ। 'ঋতম্' উদকমাদায়, পৃথিবীলোকাদন্তরিক্ষলোকাচ্চ "সিন্ধবঃ" স্যন্দনাঃ সূর্যরশ্ময়ঃ—তে হি আদিত্যমণ্ডলাৎ প্রাপ্তো বর্তমানাঃ স্যন্দন্তে বর্ষাকালে, সূর্যেণ প্রসৃষ্টা উদকমাদায় সার্বলৌকিকং "বরুণস্য" সূর্যস্য স্থানং মণ্ডলং যন্তি। তদেবমপ্যনিশমুৎসর্গাদান লক্ষণং স্বকর্ম কুর্বাণাঃ 'ন শ্রাম্যন্তি।' 'ন' বা শ্রান্তা অপি সন্তো বিরাগাদ- প্যেতৎ কর্ম 'বিমুঞ্চন্তি" এতে। কথং পুনঃ পতন্তো ন শ্রাম্যন্তি?

কিংলনকৈঃ ? ন। 'যয়ো ন' যয় ইব পক্ষিণ ইব শীঘ্রং "পপ্তুঃ" পতন্তঃ 'রঘুয়া' লঘুয়া লঘ্ব্যা শীঘ্রিকয়া গত্যাপি পরিজ্মন্' পরিজমন্তঃ সর্বমপ্যেতজ্জগৎ ন শ্রাম্যন্তি ন বিমুঞ্চন্ত্যেতৎ কর্ম। এতদ্গুণযুক্তানামপ্যেতেষাং সূর্য এব প্রতিসর্গে সংযমে চ ঈশ্বর ইত্যেবং সূর্যস্য স্তুতিরেষা ॥

"বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবরিতি চ।" ইদং দ্বিতীয়মুদাহরণম্। ব্রহ্মজজ্ঞানমিতি : "ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ বিবঃ ॥" [ য বা সং ১৩।৩ ]। সামবেদসংহিতায়ামপি ছঃ আঃ ৪।৩৯ ]। যোনিমসতশ্চ বামদেবপুত্রো নকুলোহনয়া ত্রিষ্টুভা আদিত্যং তুষ্টাব। প্রবর্গ্যবিনিযুক্তা রুক্মোপধানে 'ব্রহ্ম' আদিত্যাখ্যং 'জজ্ঞানং' জায়মানং 'প্রথমম্' অনুৎপন্নেষু আদিতঃ "পুরস্তাৎ" প্রাচ্যাং দিশি, 'জজ্ঞানং' জায়মানং 'প্রথমম্' অনুৎপন্নেষু আদিতঃ 'পুরস্তাৎ" প্রাচ্যাং দিশি, তদুদ্ভবোপলক্ষিতমেব প্রাচ্যাঃ প্রাচীত্বম্। 'বিঃ আবঃ' ব্যবৃণোৎ, বিবৃতানকরোৎ। "সুরুচঃ" প্রশস্ত রোচনান্ রশ্মীন "সীমতঃ" সর্বতঃ। কিঞ্চ 'সঃ' 'বেনঃ মেধাবী, "বুধ্ন্যা" বু[illegible]ক্ষং তদবয়ভূতা বা দিশঃ, 'উপমাঃ' 'উপনির্মাত্র্যঃ' তাসু হ্যেতৎ [illegible]ষ্ঠিতম্ সর্বমুপনির্মীয়তে জগদিত্যেতৎ,—তস্মাত্তা এবোপনির্মাত্র্য [illegible]। 'বিষ্টাঃ' বিস্থাঃ, তাসু হ্যেতজ্জগদ্বিভিন্নং তিষ্ঠতীতি তা এব [illegible]ঃ। 'সতশ্চ' অভিব্যক্তস্য স্থূলস্য "অসতশ্চ" অনভিব্যক্তস্য সূক্ষ্মস্য [illegible]নিং' 'বিবঃ' ব্যবৃণোদিত্যর্থঃ। আদিত্যোদয়ে হি এবং গুণযুক্তা দি[illegible]ভিব্যজ্যন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা 'বুধ্ন্যা' আপ আন্তরিক্ষাস্তা উপমা ইত্যেবমাদি সর্বং যোজ্যম্। "অপি সীমেত্যতদনর্থক মুপবন্ধমাদদীত পঞ্চমীকর্মাণম্ সীম্নঃ সীমতঃ সীমাতো মর্যাদাতঃ। সীমা মর্যাদা বিষীব্যতি দেশাবিতি।" বিগতসন্তানৌ দেশৌ করোতীতি।

"ত্ব ইতি বিনিগ্রহার্থীয়ং সর্বনামানুদাত্তম্" নিপাতত্বেনৈতদপি সন্দিহ্যতে। বক্ষ্যতি হি "নিপাত ইত্যেক"—ইতি। অতঃ ত্ব ইতি হ্যেবং নিপাতকাণ্ড উদাহ্রিয়তে। সংশয়পরিশোধনায় ত্ব ইত্যেতদ্ বিনিগ্রহার্থীয় মিতি ব্যাখ্যাতম্। কিমু তৎ সর্বনামবিপ্রতিপন্নস্বরত্বাৎ স্বরমপ্যবধারয়ন্।

অস্যানুদাত্তমিত্যাহ—কথং পুনর্বিপ্রতিপন্নস্বরমেতদিতি ? উচ্যতে— প্রাতিপদিকস্যান্ত উদাত্ত ইত্যৌৎসর্গিকম্ লক্ষণম্ [ ফিঃ সূঃ ১।১ ]—অন্যত্র

চাপবাদাং লক্ষণবিদোঽপি চাস্যাপবাদং পঠন্তি—"ত্বন্নেমসমাসিমেত্যনুচ্চানি [ ফিঃ সূঃ ৪।৭৮ ]" ইতি।

"অর্ধনামেত্যেকে"। অর্ধস্যৈতন্নামেত্যেবমেকে আচার্যা মন্যন্তে, বক্ষ্যতি চায়মপি "ত্বো নেম ইত্যর্ধস্য [ নিঃ ৩।৪।১ ]" ইতি। তদেতৎ প্রকরণোপপদাভ্যামধ্যবসেয়ম্‌ ক্বার্ধনাম ? ক্ব সর্বনাম ? ইতি ॥ ১।২।৩ ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ ॥

---

## অথ নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডঃ। [ মূলম্ ]

ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষবান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ ।। [ঋগ্বেদ ১০।৭১।১১ ]

ইত্যৃত্বিক্‌কর্মণাং বিনিয়োগমাচষ্টে ।।(ক)।। ঋচামেকঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ হোতা ।। (খ) ।। ঋগর্চনী ।। (গ) ।। গায়ত্রমেকো গায়তি শক্করীষুদ্গাতা ।। (ঘ) ।। গায়ত্রং গায়তেঃ স্তুতিকর্মণঃ ।। (ঙ) ।। শক্বর্য ঋচঃ শক্নোতেঃ ।।(চ)।। তদ্‌যদাভির্বৃত্রমশকদ্ধন্তুং তচ্ছক্করীণাং শক্করীত্বমিতি বিজ্ঞায়তে ।। (ছ) ।। ব্রহ্মৈকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি ।। (জ) ।। ব্রহ্মা সর্ববিদ্যঃ সর্বং বেদিতুমর্হতি ।। (ঝ) ।। ব্রহ্মা পরিবৃঢ়ঃ শ্রুততঃ, ব্রহ্ম পরিবৃঢ়ং সর্বতঃ ।। (ঞ) ।। যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত একোঽধ্বর্যুঃ ।। (ট) ।। অধ্বরযুরধ্বযুরধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতা ।। (ঠ) ।। অধ্বরং কাময়ত ইতি বা ।। (ড) ।। অপি বাধীয়ানে যুরুপবন্ধঃ ।। (ঢ) ।। অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম ধ্বরতির্হিংসাকর্মা তত্-প্রতিষেধঃ ।। (ণ) ।। নিপাত ইত্যেকে ।। (ত) ।। তৎকথমনুদাত্তপ্রকৃতি-নাম স্যাৎ ।। (থ) ।। দৃষ্টব্যয়ং তু ভবতি ।। (দ) ।। উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুরিতি দ্বিতীয়ায়াম্ ।। (ধ) ।। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্র ইতি চতুর্থ্যাম্ ।। (ন) ।। অথাপি প্রথমাবহুবচনে ।। (প) ।।

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে তৃতীয়খন্ড মূলম্ ।।

## বিবৃতি

ত্বঃ [ একজন ঋত্বিক্ ( হোতা ) ] ঋচাং [ ঋক্ মন্ত্রগুলির ] পোষং পুপুষবান্ [ পুষ্টি সাধন করে ] আস্তে [ অবস্থান করেন ], ত্বঃ [ একজন

ঋত্বিক্ [ উদ্গাতা ] শক্করীষু [ শক্করী ঋকে ] গায়ত্রং [ গায়ত্রীশব্দবাচ্য স্তোত্র অর্থাৎ সাম ] গায়তি [ গান করেন ] ব্রহ্মা ত্বঃ [ ব্রহ্মা নামক একজন ঋত্বিক্ ] জাতবিদ্যাং [ প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আপতিত হলে তৎসম্বন্ধে নিজের বিদ্যা (জ্ঞান) ] বদতি [ বলেন ], ত্বঃ উ [ একজন ঋত্বিক্ (অধ্বর্যু) ] যজ্ঞস্য [যজ্ঞের] মাত্রাং [ শরীর ( স্বরূপ ] বিমিমীতে [ বিশেষভাবে নির্মাণ করেন ] ইতি [ এই মন্ত্রে ] ঋত্বিক্কর্মণাং [ ঋত্বিক্দের কর্মের ] বিনিয়োগম্ [ নিজ নিজ কর্তব্য ] আচষ্টে [ বলেন ] ।।

অনুবাদ :—একজন ঋত্বিক্ অর্থাৎ হোতা ঋক্ মন্ত্রসমূহের পুষ্টিসাধন করে অবস্থান করেন, আর একজন ঋত্বিক অর্থাৎ উদ্গাতা শক্করী নামক ঋক্ সমূহে গায়ত্রসামগান করেন। আর একজন ঋত্বিক্ অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত উপস্থিত হলে কর্তব্যবিষয়ে নিজের বিদ্যা খ্যাপন করেন। আর একজন ঋত্বিক্ অর্থাৎ অধ্বর্যু যজ্ঞের শরীর অর্থাৎ প্রধান বা স্বরূপ বিশেষভাবে সম্পাদন করেন ।। (ক) ।।

মন্তব্য :—যজ্ঞে বিশেষ করে বড় বড় যাগে [ যেমন সোমযাগ, অশ্বমেধ যাগ ইত্যাদি ] চারজন মহাঋত্বিক্ নিযুক্ত থাকেন হোতা, উদ্গাতা অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। হোতা যজ্ঞে ঋগ্বেদের কর্ম করেন। তিনি [ হোতা ] পূর্ব থেকে [ প্রায় রাত্রিশেষে থেকে ] ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের যজ্ঞে আহ্বান করেন। তারপর দেবতারা যজ্ঞে উপস্থিত হলে উদ্গাতা সামবেদের কর্ম করেন অর্থাৎ দেবতাদের স্তুতিগান করেন দেবতাগণকে অনুকূল করবার জন্য। ঋঙমন্ত্রের উপর অধ্যূঢ় করে সমগান করেন উদ্গাতা। [ ঋচাধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে ] ঋঙমন্ত্রের উপর অর্থাৎ ঋঙমন্ত্রের অবলম্বনে সামগান করা হয়। উহা উদ্গাতার কার্য। সামবেদের মন্ত্রগুলি ঋক্মন্ত্রের উপর অধিষ্ঠিত গানাত্মক। উদ্গাতা দেবতাকে সামগান শোনানোর পর অধ্বর্যু যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতার উদ্দেশ্যে দধি, দুগ্ধ, পুরোডাশ, আজ্য সোমরস ইত্যাদি যে যজ্ঞে যেরূপ হবিঃ যে দেবতার যেরূপ সেইভাবে অন্তে 'স্বাহা' উল্লেখ পূর্বক অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন। সেই যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ অধ্বর্যুর দায়িত্ব যজ্ঞে অধিক। কারণ যজ্ঞের প্রধান স্বরূপ বা দেহ এই অধ্বর্যুই সম্পাদন করেন। এই তিনবেদের তিনজন কর্মকর্তা অর্থাৎ হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু, ইহাদের যজ্ঞকর্মে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে, সেই

বিচ্যুতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপে যদি বিচ্যুতি দোষের সংশোধনের জন্য ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ তিনজন ঋত্বিকের কর্মের সংগে সংগে মন্ত্রাদি বলতে থাকেন। ব্রহ্মাকে তিনবেদের মন্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়া চাই বা চারবেদে অভিজ্ঞ হওয়া চাই। এই চারজন মহাঋত্বিকের মধ্যে ব্রহ্মার সহকারী থাকেন তিনজন ঋত্বিক্- ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, আগ্নীধ্র ও পোতা। হোতার সহকারী থাকেন তিনজন— মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, ও গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতার তিনজন সহকারী প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য। অধ্বর্যুর তিনজন সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা। মোট এই ষোলজন ঋত্বিক্ যজ্ঞে কর্ম করেন। এছাড়া যজমান [ যিনি নিজের যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণকে নিজ কর্মের জন্য বরণ করেন ] ও যজমান পত্নী। এই ১৮ জনকে যজ্ঞের অঙ্গ বলা হয়। এছাড়া সদস্য থাকেন তিনি বা তাঁরা যজ্ঞ পরিদর্শন করেন। এই মন্ত্রে চারজন মহাঋত্বিকের বিনিয়োগ বলা হয়েছে। বিনিয়োগ মানে বিবিচ্য অর্থাৎ পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে নিয়োগ অর্থাৎ নিয়োজন অর্থাৎ কোন ঋত্বিকের কিকর্ম তাহা বলে নিযুক্ত করা। এই মন্ত্রে 'ত্ব' শব্দটি বিনিগ্রহার্থক অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি অর্থের প্রকাশক। এক বা একজন এই অর্থই এখানে 'ত্ব' শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এক এই অর্থটি নির্দিষ্ট। এইজন্য 'ত্ব' শব্দের অর্থ বিনিগ্রহ বলা হয়েছে। আর এই মন্ত্রের চতুর্থপাদে যে 'উ' শব্দটি আছে উহা একটি নিপাত। তার কোন অর্থ এখানে নাই, কেবল পাদপূরণের জন্য উহা প্রযুক্ত হয়েছে। 'ঋচাং ত্বঃ পোষং পুপুষ্বান আস্তে" এই প্রথমপাদে যে "পোষং পুপুষ্বান্" অংশটি আছে—ইহা পুষপুষ্টৌ দিবাদিগণীয় পুষ্‌ধাতুর ণমুল প্রয়োগ দেখান হয়েছে। পুষ ধাতুর উত্তর ণমুল্ করে "পোষম্" হয়েছে। আবার ণমুল করলে কোন কোন ধাতুর স্থলে অনুপ্রয়োগ করতে হয়, সেইজন্য "পুপুষ্বান্" এই অনুপ্রয়োগ দেখান হয়েছে। পুষধাতুর উত্তর ক্বসু প্রত্যয় করে পুপুষ্বান্ পদসিদ্ধ হয়েছে। "কষাদিষু যথাবিধ্যনুপ্রয়োগঃ', [ পাঃ সূঃ ৩।৪।৪৬ ] এইসূত্রে পুষ্ ধাতুর ণমুল করে আবার সেই পুষধাতুর অনুপ্রয়োগে 'পুপুষ্বান্' হয়েছে। যদিও পুষ ধাতুর পুষ্টি অর্থ প্রসিদ্ধ তথাপি ধাতুর অনেক অর্থ আছে বলে এখানে শংসন অর্থেই পুষ ধাতুর প্রয়োগ বুঝতে হবে। অর্থাৎ হোতা নামক ঋত্বিক্ ঋঙ্‌মন্ত্রের শংসন [ কথন ( উচ্চারণ ) ]

করেন। এই অর্থই এখানে বুঝতে হবে।

"গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু" "শক্বরী" নামে কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্র আছে। সেই শক্বরী ঋকে 'ত্ব' মানে একজন অর্থাৎ হোতা, "গায়ত্রং" মানে গায়ত্র সাম—শক্বরীঋকের উপর অধ্যূঢ় গায়ত্র সাম গায়তি মানে গান করেন। "ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং" 'ত্ব' অর্থাৎ একজন 'ব্রহ্মা' ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্‌ "জাতবিদ্যাং" "জাত" মানে প্রায়শ্চিত্তে, 'বিদ্যাং' মানে ব্রহ্মার নিজের বিদ্যা বদতি বলেন। 'ইতি'=মানে এই মন্ত্র। "ঋত্বিক্‌কর্মণাং বিনিয়োগম্‌ আচষ্টে" ঋত্বিগ্‌দের কর্মের বিনিয়োগ অর্থাৎ কর্তব্যতা বলছেন প্রকাশিত করছেন। নিরুক্তকার পরবর্তী বাক্যগুলিতে এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রত্যেকপদ ধরে ব্যাখ্যা করবেন ॥ (ক) ॥

এখন নিরুক্তকার উক্তমন্ত্রের প্রথমপাদ ব্যাখ্যা করবার জন্য বলছেন—

"ঋচামেকঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্‌ হোতা" ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—এক [ একজন ] হোতা [ ঋগ্বেদের কর্মকর্তা হোতা ], ঋচাং [ ঋক্‌ মন্ত্রসমূহের ] পোষং পুপুষ্বান্‌ [ শংসন অর্থাৎ কথন বা উচ্চারণ করতঃ ] আস্তে [ অবস্থান করেন ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—মন্ত্রোল্লিখিত "ঋচাং ত্বা পোষমাস্তে পুপুষ্বান্‌" এই অংশেরই অর্থ "ঋচামেকঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্‌ হোতা।"

এখন 'ঋক্‌' পদের অর্থ বলবার জন্য নিরুক্তকার নির্দেশ করছেন—"ঋগর্চনী" ॥ (গ) ॥

ঋক্‌ [ ঋক্‌ মানে ] অর্চনী [ যাহার দ্বারা স্তুতি করা যায় ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :—যাহার দ্বারা স্তুতি করা যায় তাহা ঋক্‌ ॥ (গ) ॥

মন্তব্য :—ঋচ স্তুতৌ তুদাদিগণীয় ঋচ্‌ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ প্রত্যয় করলে ঋচ্‌ শব্দ সিদ্ধ হয়। প্রথমার একবচনে হয় ঋক্‌। আর ঐ ঋচ্‌ ধাতুর উত্তর অর্চ্যতে অনয়া এইরূপ করণবাচ্যে "করণাধিকরণয়োশ্চ" [ পাঃ সূঃ ৩।৩।১১৭ ] এই সূত্রানুসারে ল্যুট্‌ প্রত্যয় করে, তার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "টিড্ঢাণঞ্‌দ্বয়সজ্‌দঘ্নঞ্‌মাত্রচ্‌তয়পঠক্‌ঠঞ্‌কঞ্‌ক্বরপঃ" [ ৪।১।১৫ ] সূত্রে ঙীপ্‌ প্রত্যয় করে 'অর্চনী' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে ॥ (গ) ॥

এখন উক্ত মন্ত্রের দ্বিতীয়পাদ ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"গায়ত্রমেকো গায়তিশক্বরীষূদ্গাতা" ॥ (ঘ) ॥

এক উদ্গাতা [ একজন অর্থাৎ উদগাতা ] শক্বরীষু [ শক্বরীঋক্‌সমূহে ] গায়ত্রং [ গায়ত্র নামক সাম ] গায়তি [ গান করেন অর্থাৎ স্তুতি করেন ] ॥ ঙ ॥

অনুবাদ :—হোতা থেকে ভিন্ন আর একজন অর্থাৎ উদ্গাতা শক্বরী নামক ঋক্‌সমূহে অধ্যেঢ় গায়ত্রসাম গান করেন ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য :—"গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু" মন্ত্রের এই দ্বিতীয়পাদের অর্থ বলবার জন্যই নিরুক্তকার বলেছেন—"গায়ত্রমেকো গায়তি শক্বরীষূদ্গাতা ॥ (ঘ) ॥

"গায়ত্রম্" এই পদটির অর্থ বলছেন—"গায়ত্রং গায়তেঃ স্তুতিকর্মণঃ" ॥ (ঙ) ॥

গায়ত্রম্ [ গায়ত্র এই শব্দটি ] স্তুতিকর্মণঃ [ স্তুত্যর্থক ] গায়তেঃ [ গৈধাতু থেকে ] নিষ্পন্নম্ [ নিষ্পন্ন হয়েছে ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ :—"গায়ত্রম্" এই পদটি স্তুত্যর্থক গৈ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য :—গৈ ধাতুর উত্তর 'গায়তি অনেন' এইরূপ করণবাচ্যে ষ্ট্রন্ প্রত্যয় [ উণাদি ] করে "গায়ত্রম্" পদ সিদ্ধ হয়েছে ॥ (ঙ) ॥

এইবার "শক্বরীষু" এই স্থলের 'শক্বরী' শব্দের অর্থ বলবার জন্য নিরুক্তকার দেখাচ্ছেন—"শক্বর্য ঋচঃ শক্নোতেঃ" ॥ (চ) ॥

শক্বর্য ঋচঃ [ শক্বরী নামক ঋক্‌গুলি ] ইতি [ এই স্থলে শক্বরী শব্দটি ] শক্নোতেঃ [ শক্ ধাতু থেকে ] নিষ্পন্নঃ [ নিষ্পন্ন হয়েছে ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—"শক্বর্য ঋক্‌সমূহ" ইত্যাদিস্থলে শক্বরী শব্দটি শক্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ॥ (চ) ॥

মন্তব্য :—শক্৯ শক্তৌ স্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী। শক্ ধাতুর উত্তর "শক্নোতি আভিঃ" এইরূপ করণ বাচ্যে বাহুলকাধিকারবশত বনিপ্ "স্নামদিপদ্যর্তিপৄশকিভ্যো বনিপ্" [ উঃ ৫৫২ ] প্রত্যয় করে "বনোর চ" সূত্রে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ ও 'র' আদেশ করে ( শক্বরী ) "শক্বর্যঃ" পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। যার দ্বারা স্তুতি করতে সমর্থ হয় তাহা শক্বরীঋক্ ॥ (চ) ॥

শক্করীনামের সম্বন্ধে বৈদিকপ্রমাণ বলছেন—"তদ্ যদাভিবৃঁত্রমশকদ্ধন্তুং তচ্ছক্করীণাং শক্করীত্বমিতি বিজ্ঞায়তে" ॥ (ছ) ॥

তদ্ [ বাক্যালংকারে ] যৎ [ যেহেতু ], আভিঃ [ এই শক্করীঋক্গুলির দ্বারা ] ইন্দ্রঃ [ ইন্দ্র ] বৃত্রং [ বৃত্রাসুরকে ] হন্তুম্ অশকৎ [ হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন ] তৎ [ সেই হেতু ] শক্করীণাং [ শক্করী ঋক্ সমূহের ] শকরীত্বং [ শক্করীত্ব ] বিজ্ঞায়তে [ জানা যায় ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—যেহেতু এই শক্করী ঋক্সমূহের দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেইহেতু এই শক্করীর শক্করীত্ব ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—শক্করী ঋকের দ্বারা ইন্দ্র স্তুত হওয়াতে ইন্দ্রে শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল। সেইশক্তির প্রভাবে ইন্দ্র বৃত্রাসুরবধ করেছিলেন। পূর্বে নিরুক্তকার বলেছিলেন, সব নাম আখ্যাতজাত। সেই অনুসারে এখানে শক্করী নামটি শক্ ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে ॥ (ছ) ॥

এখন উক্তমন্ত্রের "ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাম্" এই তৃতীয়পাদের ব্যাখ্যা করেছেন নিরুক্তকার—"ব্রহ্মৈকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি" ॥ (জ) ॥

ব্রহ্মা একঃ [ ব্রহ্মা নামক এক ঋত্বিক্ ] জাতে জাতে [ অতিশয় প্রায়শ্চিত্তাদি-কর্ম উৎপন্ন হলে ] বিদ্যাম্ [ নিজের জ্ঞান ] বদতি [ বলেন ঋত্বিগ্গণকে বলেন—এই কর, এইরূপ কর ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রহ্মা নামক একজন ঋত্বিক্ অতিশয় প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম উপস্থিত হলে ঋত্বিগ্গণকে এই কর, এই কর ইত্যাদিরূপে নিজের জ্ঞান বলেন ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—"জাতবিদ্যাম্" এই পদটি "জাতে জাতে বিদ্যাম্" এইরূপ বীপ্সাগর্ভ সপ্তমীতৎপুরুষ সমাস হয়েছে। ইহা বুঝাবার জন্য নিরুক্তকার ব্যাখ্যাতে "জাতে জাতে" বলেছেন। ব্রহ্মা ত্রিবেদজ্ঞ বলে যজ্ঞের ভিষক্, অর্থাৎ চিকিৎসক। হোতা প্রভৃতি ঋত্বিক থেকে কোন কারণে যজ্ঞে প্রমাদ ঘটলে ব্রহ্মা প্রায়শ্চিত্ত করেন অর্থাৎ যজ্ঞের প্রমাদ সংশোধন করেন। "জাতবিদ্যাম্" মানে অতিশয় প্রায়শ্চিত্তাদি উপস্থিত হলে তিনবিদ্যার হেতুরূপে ব্রহ্মা নিজের জ্ঞান। বদতি মানে ঋত্বিগ্গণকে বলেন এইরূপ কর, এইরূপ কর ইত্যাদি। 'বিদ্যা' শব্দটি বিদ্ জ্ঞানে [ অদাদি ] বিদ্ ধাতুর

উত্তর "বিদ্যতে অনয়া" এইরূপ করণ বাচ্যে "সংজ্ঞায়াং সমজ নিষদ-নিপত-মন-বিদ-ষুঞ্-শীঙ্-ভৃঞিণঃ" [ ৩৩।৯৯ ] সূত্রে ক্যপ্ প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। বিদ্যা মানে জ্ঞান ॥ (জ) ॥

ব্রহ্মা সর্ববিদ্যাবেত্তা বলে ঋত্বিগ্দের বলেন এই কথা বলে ব্রহ্মার বিদ্যাপ্রকর্ষ দেখাচ্ছেন—"ব্রহ্মা সর্ববিদ্যঃ সর্বংবেদিতুমর্হতি" ॥ (ঝ) ॥

ব্রহ্মা [ চতুর্বেদাভিজ্ঞ ব্রহ্মা ] সর্ববিদ্যঃ [ সর্ববেদজ্ঞ সর্বং বদিতুমর্হতি [ সমস্ত জানতে সমর্থ হন ] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রহ্মা সর্ববেদজ্ঞ, এই হেতু তিনি সমস্ত জানতে সমর্থ হন ॥ (ঝ) ॥

মন্তব্য ঃ—সর্বাঃ বিদ্যাঃ [ বেদবিদ্যাঃ ] যস্য স সর্ববিদ্যঃ অর্থাৎ যিনি সববেদ জানেন। অথবা "সর্বাং বিদ্যাং বেদ" এইরূপ অর্থে তদ্ধিতার্থ দ্বিগু। ঠক্রূপ তদ্ধিত প্রত্যয়। আবার তার লোপ করে "সর্ববিদ্য" শব্দ সিদ্ধ হয় ॥ (ঝ) ॥

ব্রহ্মা [ ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ ] শ্রুততঃ [ শ্রুতিজন্যজ্ঞানে ] পরিবৃঢ় [ প্রভু ], ব্রহ্ম [ বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম অথবা ঋক্ প্রভৃতি বেদ ] সর্বতঃ [ সর্বপ্রকারে বা সর্বদিকে ] পরিবৃঢ়ঃ [ প্রভু ] ॥ (ঞ) ॥

অনুবাদ ঃ—ব্রহ্মানামক ঋত্বিক বেদবিদ্যায় সকল ঋত্বিকের মধ্যে প্রভু বা শ্রেষ্ঠ। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বা ঋগাদিবেদ সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ॥ (ঞ) ॥

মন্তব্য ঃ—ব্রহ্মন্ শব্দের সঙ্গে পরিবৃঢ় শব্দের সাদৃশ্য আছে বলে ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বুঝাতে পরিবৃঢ় শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ব্রহ্মন্ শব্দটি 'বৃংহ' বৃদ্ধৌ বৃহ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, 'পরিবৃঢ়' শব্দটীও পরিপূর্বক বৃহবৃদ্ধৌ বৃহ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ যিনি বৃহৎ বা বড় তিনিই ব্রহ্ম [ তিনিই পরিবৃঢ় ] পরিবৃঢ় শব্দের অর্থ প্রভু। "প্রভৌ পরিবৃঢ়ঃ" [ পাঃ সূঃ ৭।২।২১ ] সূত্রে বলা হয়েছে। পরি+বৃহ+ক্তঃ। "ব্রহ্মন্" শব্দটি বৃহি বৃদ্ধৌ বৃন্হ্ ধাতুর উত্তর—"সর্বধাতুভ্যোমনিন্" [ উণাদি ৫৮৭ ] সূত্রে মনিন্ প্রত্যয় করে—"বৃংহেৰ্ণোঽচ্চ" [ উণাদি ৫৮৫ ] সূত্রে নকারের স্থানে অকার করে "ইকো যণচি" সূত্রে 'বৃ'র ঋ স্থানে র করে 'ব্রহ্মন্' হয়েছে। 'ব্রহ্মন' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা, বেদ পরব্রহ্ম এবং তত্ত্ব, বিপ্র তপস্যা ইত্যাদি। "সর্বতঃ" শব্দটি সপ্তম্যর্থে তসিঃ "সর্বাস্দিক্ষু"

এইরূপ অর্থ [ দুর্গাচার্য ] আর শ্রুততঃ' শব্দটি শ্রুত শব্দের উত্তর পঞ্চম্যর্থে তসিঃ ।। (ঞ) ।।

এখন উক্তমন্ত্রের চতুর্থপাদ ব্যাখ্যা করবার জন্য বলছেন—"যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত একোঽধ্বর্যুঃ" ।। (ট) ।।

একোঽধ্বর্যুঃ অধ্বর্যু নামক একজন ঋত্বিক্ ] যজ্ঞস্য [ যজ্ঞের ] মাত্রাম্ [ শরীর ] বিমিমীতে [ বিশেষভাবে নির্মাণ করেন ] ।। (ট) ।।

অনুবাদ :—অধ্বর্যু নামক একজন যজ্ঞের শরীর বিশেষভাবে নির্মাণ করেন ।। (ট) ।।

মন্তব্য :—মূল মন্ত্রে আছে "যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উত্বঃ" নিরুক্তকার তার ব্যাখ্যায় বললেন—"যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত একোঽধ্বর্যুঃ।" উ শব্দটির [ নিপাতনের ] কোন অর্থ নাই, কেবল পাদপূরণে প্রযুক্ত। এইজন্য তার কোন প্রতিশব্দ নিরুক্তকার বলেন নাই। 'ত্ব' শব্দটীর অর্থ 'এক' বলে—"একঃ" বলেছেন। তবে সেই 'একজন' কে? তাহা বিশেষ ব্যাখ্যারূপে বলেছেন "অধ্বর্যুঃ"। অধ্বর্যুই যজ্ঞের শরীর অর্থাৎ যজ্ঞের প্রধান কর্ম সম্পাদন করেন। "মীয়তে" অর্থাৎ নির্মিত হয় যাহা তাহা এইরূপ কর্মবাচ্যে মা' ধাতুর উত্তর—ত্রঙ্ [ উণাদি ] প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে 'মাত্রা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তার অর্থ হল—যজ্ঞের শরীর। বিমিমীতে=বি+মাঙ্ মানে শব্দে চ ( হ্বাদিগণীয় ) মা+লট্ ত ।। (ট) ।।

এখন "অধ্বর্যু" শব্দের অর্থ বলবার জন্য অনেকপ্রকার ব্যুৎপত্তি বলছেন—"অধ্বর্যুরধ্বরযুরধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতা" ।। (ঠ) ।।

অধ্বর্যুঃ [ অধ্বর্যু এই শব্দের অর্থ ] অধ্বরযুঃ [ অধ্বরযু ] তস্যার্থঃ [ তার অর্থ ] অধ্বরং যুনক্তি [ যজ্ঞকে সাধনের সহিত যুক্ত করেন ] বা [অথবা] অধ্বরস্য নেতা [ যিনি যজ্ঞের নেতা অর্থাৎ প্রাপক ] ।। (ঠ) ।।

অনুবাদ :—অধ্বর্যু এই শব্দটির অর্থ অধ্বরযু, তার অর্থ যিনি যজ্ঞকে সাধনের সহিত যুক্ত করেন বা যজ্ঞকে সমাপ্তিতে প্রাপ্ত করে অর্থাৎ সমাপ্তিতে পেঁীছিয়ে দেন ।। (ঠ) ।।

মন্তব্য :—'অধ্বর্যু' শব্দের অর্থ করতে গিয়ে নিরুক্তকার প্রথমে "অধ্বরযু" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর বলেছেন "অধ্বরং যুনক্তি। তারপর বলেছেন অধ্বরস্য নেতা। ইহার অভিপ্রায় কি? অভিপ্রায় এই—

"অধ্বর" শব্দ পূর্বক যুজির ধাতুর [ যুজির্ যোগে রুধাদি ] উত্তর 'ডু' [ উণাদি ] প্রত্যয় করে, 'ডিৎ' বশত টির [ উজ্ ভাগের ] লোপ হয়ে "অধ্বরযুঃ" নিষ্পন্ন হল। তারপর পৃষোদরাদিত্বনিবন্ধন "অধ্বর" ইহার অকার লোপ হলে "অধ্বর্যুঃ" শব্দ সিদ্ধ হয়। তাতে অর্থ দাঁড়াল এই যে যিনি যজ্ঞকে যুক্ত করেন। কার সঙ্গে যুক্ত করেন ? সর্বাঙ্গের সহিত অর্থাৎ যজ্ঞে সমস্ত সাধনের সহিত যজ্ঞকে যুক্ত করেন তিনি "অধ্বর্যুঃ" এই এক অর্থে 'অধ্বর্যু' শব্দ নিষ্পন্ন হল। আর এক অর্থ হচ্ছে "অধ্বরং যাতি [ যাপয়তি ] অন্তং নয়তি" অর্থাৎ যিনি যজ্ঞকে সমাপ্তিতে নিয়ে যান এইরূপ অর্থে অধ্বর শব্দ পূর্বক অন্তর্ভূত ণিজর্থ যা ধাতুর পূর্ববৎ ডু প্রত্যয় করে অধ্বর শব্দের 'র্'র পর অকার লোপ করে 'অধ্বর্যু' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তার মানে যিনি যজ্ঞকে সমাপ্তিতে নিয়ে যান অর্থাৎ যিনি সমস্ত যজ্ঞ প্রায় সম্পাদন করেন তিনি অধ্বর্যু ॥ (ঠ) ।

অধ্বর্যু শব্দের আর একপ্রকার অর্থ বলছেন—"অধ্বরং কাময়ত ইতি বা ॥ ড) ॥

বা [ অথবা ] অধ্বরং [ যজ্ঞ ] কাময়তে [ অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেন ] ইতি [ ইহাই অধ্বর্যু শব্দের ব্যুৎপত্তি ] ॥ (ড) ॥'

অনুবাদ ঃ—অথবা যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেন এইরূপ অর্থে অধ্বর্যু শব্দটির ব্যুৎপত্তি ॥ (ড) ॥

মন্তব্য ঃ—"অধ্বরং কাময়তে" অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেন এইরূপ অর্থে অধ্বর্যু শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ইহাই এই সূত্রে নিরুক্তকার বলেছেন। "আত্মনঃ অধ্বরমিচ্ছতি" এইরূপ অর্থে "অধ্বরম্" পদের উত্তর —'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্" [ ৩।১।৮ পাঃ ] সূত্রে 'ক্যচ্' প্রত্যয় হয়েছে, তারপর তার ধাতু সংজ্ঞা "অধ্বর"। শব্দের অকারলোপ। অধ্বর্য ধাতুর উত্তর "ক্যচ্ছন্দসি" [ পাঃ ৩।২।১৭০ ] শীলার্থে উঃ প্রত্যয় করে 'অধ্বর্যু" শব্দ-সিদ্ধ হয়েছে ॥ (ড) ॥

অন্যপ্রকারে অধ্বর্যু শব্দের নিষ্পাদন করছেন—"অপিবাধীয়মানে যুরুপবন্ধঃ" ॥ (ঢ) ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা যজ্ঞ প্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা রূপ নিমিত্ত বশত 'অধ্বর' শব্দের উত্তর যু প্রত্যয় করে 'অধ্বর্যু' শব্দ নিষ্পন্ন হয় ॥ (ঢ) ॥

মন্তব্য ঃ—অধ্বর' মানে যজ্ঞ। সেই যজ্ঞপ্রতিপাদক বেদকে যিনি অধ্যয়ন করেন তাঁকেও লক্ষণার দ্বারা "অধ্বর" বলা হয়। তাঁর অর্থাৎ যিনি যজ্ঞ-প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন করেন তাঁর উপবন্ধ অর্থাৎ নামকরণ করা হয় ঐ অধ্বর শব্দের উত্তর 'যু' প্রত্যয় করে। অধ্বরং [ অধ্বরপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা ] এইরূপ অর্থে অধ্বর+যুঃ করে পৃষোদরাদিত্ব নিবন্ধন অকার লোপ করে অধ্বর্যু শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই পক্ষে অধ্বর্যু শব্দের অর্থ হল, যিনি অধ্বর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ॥ (ঢ) ॥

অধ্বর্যু শব্দের অর্থনির্বচন করে এখন অধ্বর শব্দের অর্থ বলছেন—

"অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম ধ্বরতির্হিংসাকর্মা তৎপ্রতিষেধঃ" ॥ (ণ) ॥

অধ্বর ইতি [ অধ্বর এই শব্দটি ] যজ্ঞনাম [ যজ্ঞের নাম ] হিংসাকর্মা [ হিংসার্থক ] ধ্বরতি [ ধ্বর ধাতু ] তৎপ্রতিষেধঃ [ তার নিষেধ হয় যজ্ঞে ] ॥ (ণ) ॥

অনুবাদ ঃ—অধ্বর' এই শব্দটি যজ্ঞের নাম। যেহেতু ধ্বর ধাতুটি হিংসার্থক যজ্ঞে তার [ হিংসার ] নিষেধ হয় ॥ (ণ) ॥

মন্তব্য ঃ—পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে হিংসা অর্থে ধ্বর ধাতু দেখা যায় না। তথাপি "নিরুক্ত" শাস্ত্রটি ব্যাকরণের পরিপূরক অঙ্গ বলে নিরুক্তকার মতে হিংসা অর্থে ধ্বর ধাতু একটি আছে। "ধ্বর্যতে হিংস্যতে অস্মিন্" অর্থাৎ যে কার্যে হিংসা করা হয় এইরূপ অধিকরণ বাচ্যে ধ্বর ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করে [ "ঘঞর্থে কবিধানম্" [ বাঃ সূঃ ৩।৩।৫৮ ] 'ধ্বর' শব্দ সিদ্ধ হল। ধ্বর মানে যে কর্যে হিংসা করা হয় তাহা। তারপর "ন ধ্বরাঃ" এইরূপ নঞ্ তৎপুরুষ সমাস করে হিংসার অভাব বিশিষ্ট কর্ম হল যজ্ঞ। উহার নাম এইজন্য অধ্বর হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যজ্ঞে তো পশুবধ প্রভৃতি হিংসা আছে। হিংসা নাই কিরূপে? তার উত্তরে বৈদিকগণ এবং মীমাংসক বলেন দ্বেষপূর্বক যে হিংসা তাহাই হিংসা। যজ্ঞে দ্বেষ পূর্বক হিংসা করা হয় না। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান অনুসারে যজ্ঞের অঙ্গরূপে পশু, তৃণাদি হিংসা করা হয়। সেই হিংসা হিংসা নয়। কারণ যজ্ঞীয় হিংসা অভ্যুদয়ের নিমিত্ত। যজ্ঞে যে পশু প্রভৃতির সংজ্ঞপন করা হয় সেই পশু স্বর্গে চলে যায়। মন্ত্রে সেইরূপ আছে। "তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।" যজ্ঞে বধটি বধ নয়। হিংসা নাই বলে যজ্ঞের নাম অধ্বর ॥ (ণ) ॥

[ ত্ব ইতি। [ 'ত্ব' এই শব্দটি ] নিপাতঃ [ নিপাত ] ইতি [ ইহা ] একে [ কোন কোন আচার্য ] মন্যন্তে [ মনে করেন ] ॥ (ত) ॥

অনুবাদ ঃ—'ত্ব' এই শব্দটি নিপাত ( এই কথা ) কোন কোন আচার্য ইহা মনে করেন ॥ (ত) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বে উক্ত মন্ত্রে স্থিত 'ত্ব' শব্দটিকে বিনিগ্রহার্থক সর্বনাম বলে এসেছেন। এখন কোন আচার্য এই 'ত্ব' শব্দকে নিপাত বলেন—এই কথা নিরুক্তকার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন [ এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে যাস্কাচার্যের মতে 'ত্ব' শব্দটি সর্বনাম, অন্য কোন নিরুক্তকার বা আচার্য ছিলেন যিনি এই 'ত্ব' শব্দকে নিপাত মনে করতেন ॥ (ত) ॥

আচার্য যাস্ক 'ত্ব' শব্দকে বিনিগ্রহার্থক সর্বনাম বলে এসেছেন, এখন তাঁর ঐ মতের উপর কেহ কেহ আশংকা করেন সেই আশংকাই যাস্কাচার্য পরে সমাধান করবেন বলে নিজেই উঠিয়েছেন—"তৎ কথমনুদাত্তপ্রকৃতি নাম স্যাৎ ॥ (থ) ॥

তৎ [ সেই এই ত্ব শব্দ স্বরূপটি ] অনুদাত্তপ্রকৃতি [ অনুদাত্তস্বভাববিশিষ্ট হয়ে ] কথম্ [ কিরূপে ] নাম স্যাৎ [ নাম হতে পারে ] ॥ (থ) ॥

অনুবাদ ঃ—সেই এই ত্ব শব্দস্বরূপটি অনুদাত্তস্বভাববিশিষ্ট হয়ে কিরূপে নাম হতে পারে ॥ (থ) ॥

মন্তব্য ঃ—যাস্কাচার্য বলেছিলেন 'ত্ব' শব্দটি বিনিগ্রহার্থে সর্বনাম। তার উপর আশংকা হয় যে 'ত্ব' শব্দটি সর্বনাম হলে অনুদ স্বরবিশিষ্ট হবে কি করে। সাধারণ নিয়ম এই যে প্রাতিপদিক বা নামমাত্রই অন্তে উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট হয়। "ফিষোঽন্তউদাত্তঃ" [ ফিট্‌সূত্র ১।১ ]। প্রাতিপদিককে ফিট্ বলা হয় অর্থাৎ প্রাতিপদিকের ফিট্ সংজ্ঞা হয়। সেই ফিট্ বা প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়। ত্ব শব্দটি যদি সর্বনাম হয়, তাহলে তাহা প্রাতিপদিক বলে, তার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হবে। অনুদাত্ত প্রকৃতি কি করে হবে? অথচ যাস্কাচার্য পূর্বে বলে এসেছেন—"ত্ব ইতি বিনিগ্রহার্থীয়ং সর্বনামানুদাত্তম্" [ নিঃ ১।৩২(ল) ] এই আশঙ্কাই 'তৎকথমনুদাত্তপ্রকৃতি নাম স্যাৎ' বাক্যে দেখিয়েছেন। এই আশঙ্কার উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন—সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধি—এই দুই প্রকার বিধি আছে। সামান্য বিধিকে উৎসর্গ বলে। আর বিশেষবিধিকে অপবাদ বলে। সমস্ত

শাস্ত্রকারই বলেন সামান্য বা উৎসর্গের অপেক্ষা বিশেষ বা অপবাদ বিধি বলবান্। বিশেষের দ্বারা সামান্য বাধিত হয়। যেমন যজ্ঞে পশু বধ প্রভৃতি বিশেষবিধির দ্বারা হিংসার নিষেধরূপ সামান্য বিধির বাধ হয়। প্রকৃত স্থলেও প্রাতিপদিক বা নামের অন্ত্যস্বরের উদাত্তস্বরূপ সামান্য বিধিটি "ত্বত্বনেমসমসিমেত্যনুচ্চানি [ ফিঃ সূঃ ৪'৯ ] এই বিশেষ বিধিদ্বারা বাধিত হয়। "তত্বসমসিমেত্যনুচ্চানি" [ ফিঃ সূঃ ৭৮ ] অর্থাৎ ত্ব ত্ব, সম, সিম—এই প্রাতিপদিগুলি সর্বানুদাত্ত হয়। ইহাই বিশেষ সূত্র। ইহার দ্বারা প্রাতিপদিকমাত্রের "ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ" অর্থাৎ প্রাতিপদিক মাত্রের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়—এই সামান্য বিধির বাধ হয়। আশংকার এই উত্তর দুর্গাচার্যের। আর এক উত্তর যাস্কাচার্য নিজেই পরবর্তি বাক্যে বলবেন ॥ (থ) ॥

পূর্বোক্তশংকার সমাধানে বলছেন—"দৃষ্টব্যয়ং তু ভবতি" ॥ (দ) ॥

তু [ কিন্তু ] দৃষ্টব্যয়ং [ দৃষ্টবিধির = সামান্যবিধির ব্যত্যয় অর্থাৎ পরিবর্তন ] ভবতি [ হয় ] ॥ (দ) ॥

অনুবাদ—কিন্তু দৃষ্টবিধির অর্থাৎ সামান্যবিধির পরিবর্তন হয় ॥ (দ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে তু শব্দটি পূর্বপক্ষের নিবৃত্তির জন্য, পূর্বপক্ষ হয়েছিল 'ত্ব' শব্দ সর্বনাম অনুদাত্ত প্রকৃতি হলে নাম বা প্রাতিপাদিক হতে পারে না।" এই পূর্বপক্ষের খণ্ডন সূচনা করবার জন্য 'তু' শব্দ বলা হয়েছে। "দৃষ্ট" মানে দৃষ্টানুবিধি। অর্থাৎ বেদের প্রয়োগ দেখে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিধান লক্ষণ হয়ে থাকে বলে, দৃষ্টের ব্যয় অর্থাৎ ব্যত্যয় কিনা পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ যথাযথভাবে স্থিত যে সামান্য বিধি [ সামান্য নিয়ম ] তার ব্যয় মানে পরিবর্তন হয়। শাস্ত্রকারগণ সামান্য বিধির ব্যত্যয় ইচ্ছা করেন। দুর্গাচার্যের মতে 'তু' শব্দটি হেতু অর্থে অথবা হেতুর সমুচ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। 'ত্ব' শব্দ সর্বনাম অনুদাত্ত প্রকৃতি হলেও যেহেতু দৃষ্টব্যয় অর্থাৎ দৃষ্টবিধির পরিবর্তন হয়, সেই হেতু 'নাম' হয়। অর্থাৎ অনুদাত্ত প্রকৃতি হয়ে ও নাম হয়। হেতুর সমুচ্চয় যেমন ঃ—"ত্ব শব্দ বিনিগ্রহার্থক সর্বনাম হলেও নামের আদ্যস্বর উদাত্ত হলেও যেহেতু অপবাদ অর্থাৎ বিশেষবিধির [ ত্বত্বনেমসমসিমেত্যনুচ্চানি ] দ্বারা সামান্য বিধি বাধিত হয় সেই হেতু

অনুদাত্তপ্রকৃতি ও নাম হয় এবং যেহেতু দৃষ্টবিধির ব্যত্যয় অর্থাৎ পরিবর্তন হয়, সেই হেতু অনুদাত্ত প্রকৃতি নাম হয় ॥ (দ) ॥

নিরুক্তকার বলে এলেন দৃষ্ট বিধির ব্যত্যয় অর্থাৎ পরিবর্তন হয়। এখন প্রশ্ন হয়, কোথায় সেই দৃষ্টবিধির পরিবর্তন হয়? তার উত্তরে বলছেন—"উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুরিতি দ্বিতীয়ায়াম্" ॥ (ধ) ॥

উত [ আর ] ত্বম্ [ একজনকে অর্থাৎ শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ] সখ্যে [ বাক্যজনিত সখিভাবে অর্থাৎ শাস্ত্রালাপে ] স্থিরপীতম্ [ উত্তমভাবগ্রাহী ] আহুঃ [ বলে থাকেন ] ইতি [ এইবাক্যে ] দ্বিতীয়ায়াম্ [ দ্বিতীয়া বিভক্তিতে ] ব্যত্যয়ো দৃষ্টো ভবতি [ পরিবর্তন দেখা যায় ] ॥ (ধ) ॥

অনুবাদ :—"উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুঃ" [ আর একজনকে সখিভাবে অর্থাৎ শাস্ত্রালাপে স্থিরভাবগ্রাহী বলেন ] এই বাক্যে 'ত্বম্' পদের দ্বিতীয়া বিভক্তিতে পরিবর্তন দেখা যায় ॥ (ধ) ॥

মন্তব্য :—"উতত্বংসখ্যেস্থিরপীতমাহুঃ" ইহা একটি মন্ত্রের অংশ। উহার অর্থ সংক্ষেপে অনুবাদে বলা হয়েছে। উক্ত বাক্যে 'ত্ব' শব্দটি নিপাত। নিপাতের আদিস্বর উদাত্ত হয়। "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" [ ফি সূঃ ৪।৮০ ] এই সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হয়েছে। "নিপাত" আবার অব্যয় হয়। [ স্বরাদি-নিপাতমব্যয়ম্ [ পাঃ ১।১।৩৭ ]। অব্যয়ের উত্তর সুপের লোপ হয়। "অব্যয়াদাপ্সুপঃ" [ পাঃ ২।৪।৮২ ]। অব্যয়ের উত্তর সকল বিভক্তির লোপ হওয়ায় দৃষ্টবিধি। এখানে তার ব্যত্যয় অর্থাৎ পরিবর্তন হয়েছে, "ত্বম্" বিভক্তির লোপ না হয়ে "অমিপূর্বঃ" [ পাঃ ৬।১।১০৭ ] সূত্রে পূর্বরূপ একাদেশ হয়েছে, দ্বিতীয়াবিভক্তিতে ॥ (ধ) ॥

আর একটি দৃষ্টব্যয় অর্থাৎ পরিবর্তন দেখাচ্ছেন "উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্র ইতি চতুর্থ্যাম্" ॥ (ন) ॥

উত উ [ কিন্তু ] বাক্ [ বাগ্দেবী ] ত্বস্মৈ [ একজনের নিকট অর্থাৎ শাস্ত্রের ও বেদের অর্থজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ] তন্বং [ শরীর ( স্বরূপ ) বিসস্রে [ বিবৃত করেন ( প্রকটিত করেন ) ] ইতি [ এই বাক্যে ] চতুর্থ্যাম্ [ চতুর্থীবিভক্তিতে ] [ ব্যত্যয়ো দৃষ্টো ভবতি ] [ পরিবর্তন দেখা যায় ] ॥ (ন) ॥

অনুবাদ :—'উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে" [ বাগ্দেবী একজনের নিকট

কিন্তু নিজস্বরূপ প্রকটিত করেন ] এই বাক্যে চতুর্থী বিভক্তিতে 'ত্ব' শব্দের পরিবর্তন দেখা যায় ॥ (ন) ॥

মন্তব্য :—উপরি পঠিত মন্ত্রে [ বাক্যে ] 'ত্ব' শব্দটি সর্বনাম। সর্বনাম হলে তাহা অনুদাত্ত প্রকৃতি হয় ইহা দৃষ্টবিধি বা নিয়ম। তার পরিবর্তন হয়েছে এখানে, আদিতে উদাত্ত হয়েছে। বেদে এইরূপ দৃষ্টব্যয় অর্থাৎ নিয়মের পরিবর্তন হয় ॥ (ন) ॥

অথ [ আর ] প্রথমা বহুবচনে [ প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে ] অপি [ ও ] [ ব্যয়ো দৃষ্টো ভবতি ] পরিবর্তন দেখা যায় ] ॥ (প)

অনুবাদ :—আরও প্রথমার বহুবচনেও 'ত্ব' শব্দের পরিবর্তন দেখা যায় ॥ (প) ॥

মন্তব্য :—'ত্ব' শব্দের প্রথমাবহুবচনেও দৃষ্টবিধির ব্যত্যয় অর্থাৎ পরিবর্তন দেখা যায়। ইহার উদাহরণ পরবর্তী গ্রন্থে দেখান হবে ॥ (প) ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথামাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডের মূলানুবাদঃ।

১।৩।৩ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

"ঋচাংত্বঃ" [ ঋঃ সং ৮।২।২৪।৫ ] ইতি বৃহস্পতেরার্ষম্। ঋত্বিক্কর্মণাম্ বিনিয়োগমনয়ার্চাহহ চষ্টে "ঋচাং ত্বঃ পোষমিতি।' এতে চত্বারঃ মহর্ত্বিজঃ, এতেষাং 'ত্বঃ' এক ইত্যর্থঃ। কিমেকঃ করোতি ? 'ঋচাং' পোষং'-পুষ্টিং 'পুপুষবান্' পুনঃপুনঃ ভৃশং বা দেবতাযাথাত্ম্যানুচিন্তনসন্তান মর্মস্থানকরণানুপ্রদানবতীর্যথাকালমুচোহধীয়ানঃ 'আস্তে' স হি তাসাং পোষঃ। কতমঃ ? 'এক্কঃ' এতৎ কর্ম কুর্বন্নাস্ত ইতি, হোতা। এত ত্তাবদৃগধ্যয়নকর্ম তস্মিন্ হোতরি বিনিযুক্তম্। উক্তং চ যদৃচৈব হোত্রং ক্রিয়তে' ইতি [ ঐঃ ব্রাঃ ৫।৬।৮ ]। 'গায়ত্রং' 'ত্বঃ' গায়ত্রমেকো 'গায়তি' "শক্করীষু" ঋক্ষু। কতমঃ ? উদ্গাতা। তস্মিন্নপ্যেতৎ সামগানকর্ম বিনিযুক্তম্। উক্তঞ্চ "সাম্নোদ্গীথম্" ইতি [ ঐঃ ব্রাঃ ৫।৫।৮ ]। 'ব্রহ্মা ত্বঃ' ব্রহ্মা নাম এক ঋত্বিক্ 'জাতে' প্রায়শ্চিত্তে 'বিদ্যাং বদতি'। বিদ্যাত্বর-হেতুত্বাদাত্মনো বিদ্যাং বিজ্ঞানং বদতীতরেভ্য ঋত্বিগ্ভ্যঃ, ইদমত্র কুরুতেতি। তত্রাপি হ্যেতৎ কর্ম বিনিযুক্তম্। স পুনরেব সর্ববিদ্যঃ সর্ববিজ্ঞানস্তথাবিধো হ্যসাবধিকারী ত্রয়ীবিদ্যাসংযুক্তো যেনাসৌ সর্বমেব বেদিতুমর্হতি। ন

হ্যসর্ববিৎ তমধিকারং শক্নুয়ান্নিবর্তয়িতুম্। উক্তঞ্চ "অথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়ত ইতি? ত্রয্যা বিদ্যয়া" ইতি [ ঐঃ ব্রাঃ ৫।৫।৮ ] যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ ॥" এক ইতি। মীয়ত ইতি মানং কর্ম, তস্মাত্রেত্যুচ্যতে। যা কাচিদিতিকর্তব্যতা যজ্ঞস্য, তাং বিমিমীতেঽধ্বর্যুঃ, নানাপ্রকারং করোতীত্যর্থঃ ॥

অথৈকপদং নিরুক্তম্। "গায়ত্রং গায়তেঃ" স্তুত্যর্থস্য, স্তূয়তেঽনেন। "শক্বর্য ঋচঃ শক্নোতেঃ—ইত্যুক্ত্বা শক্বরীশব্দে বৃত্তিং দর্শয়তি "তদ্ যথাভিবর্ত্রমশকদ্ধন্তুং "তৎ" এব "শক্বরীণাং শকরীত্বম্। তদ্ যদ্যস্মাদাভিরভিষ্টুত ইন্দ্রো বৃত্রমশকদ্ধন্তুং তচ্ছক্বরীত্বম্। "ইতি বিজ্ঞায়তে।" লিঙ্গতোঽপি হি দর্শিতং ভবতি, আখ্যাতজানি নামানীতি।

"ব্রহ্মা পরিবৃঢ়ঃ শ্রুততঃ স হি ত্রয়ীং বিদ্যাং বেদ। শব্দসারূপ্যপ্রসক্ত-মুচ্যতে "ব্রহ্মা পরিবৃঢ়ঃ সর্বতঃ স হি ত্রয়ীং বিদ্যাং বেদ। শব্দসারূপ্যপ্রসক্ত-মুচ্যতে 'ব্রহ্ম' পরিবৃঢ়ং সর্বতঃ। ঋগাদিপরং চোভয়মপি তৎ পরিবৃঢ়ং সর্বাসু দিক্ষু। "অধ্বর্যুঃ অধ্বরযুঃ"। এবমপি ঋগুহ্যত ইতি। পুনরপ্যাহ 'অধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতা" প্রাপয়িতেত্যর্থঃ। স হি অন্তং প্রাপয়ত্য-ধ্বরমেব। অথবা "অধ্বরং কাময়তে" "কতুমিতি" অধ্বর্যুঃ। এতস্মিন্নি র্বচনে যুঃ, বসূয়ব ইতি যথা। অথবা "অধীয়ানে" তমধ্বরং কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণে অধ্বর ইতীয়মেব সংজ্ঞা ভবতি, মঞ্চাক্রোশনবৎ। এতস্মিংশ্চ নির্বচনে "যুঃ" অয়ম্ "উপবন্ধঃ" নামকরণম্। অধ্বরমধীতে যঃ সোঽধ্বর্যুঃ। বিগ্রহপ্রসক্তস্যাধ্বরশব্দস্য তত্ত্বমাচষ্টে "অধ্বরঃ ইতি যজ্ঞনাম" 'ধ্বরঃ' ইত্যধুনা নির্বক্তব্যঃ "ধ্বরতির্হিংসাকর্মা"। ধ্বরতি ধূর্বতীতি হিংসার্থেষু পঠিতৌ [ নিঘণ্টু গ্রন্থে ] "তৎপ্রতিষেধঃ" অধ্বরঃ অহিংস্র ইত্যর্থঃ।

আহ ননুত্র হন্যন্তে পশবঃ, ছিদ্যন্তে তৃণবনস্পতয়ঃ, তৎ কথম্ অহিংস্রঃ? উচ্যতে অভ্যুদয় এব হি সঃ। এবং হি শ্রূয়তে "ন বা উ এতস্মিন্ ম্রিয়সে [ যজুঃ ব্রাঃ সং ২৩।১৬ ]" ইতি। তথাচ "কুশত্বমিচ্ছন্তি তৃণানি রাজন্" ইতি। তস্মাদভ্যুদয়যোগাদহিংস্র ইত্যুপপদ্যতে।

"নিপাতঃ" অয়ম্ "ইত্যেকে" মন্যন্তে।

এবমেকীয়পক্ষে নিপাতত্বমস্যোক্ত্বা অধুনা চোদকপক্ষে স্থিত্বা পরপক্ষমাক্ষিপন্নাহ "তৎ কথমনুদাত্তপ্রকৃতি নাম স্যাৎ।" ইতি। তদেত

ছন্দরুপমনুদাত্তস্বভাবং সৎ কথং নাম স্যাৎ? ননু ভবতৈবোক্তম্ উৎসর্গে নৈবান্তোদাত্তানি প্রাতিপদিকানি ইতি। [ ৫৯ পৃঃ। ১৮ পং ]। উচ্যতে সত্যমুক্তম্। ননু তত্রৈবেদং প্রত্যুক্তম্ অন্যত্র চাপবাদাৎ ইতি [ পৃঃ ৫৯ পৃঃ ১৯ পং ]। স এষোঽপবাদাংশঃ স্বত্তনেমসমসিমেত্যনুচ্চানি ইতি [ ৬০ পৃঃ ২০ পঃ ] উৎসর্গাদপবাদো বলীয়ান্। তস্মাদ্ বিপ্রতিপন্নস্বরমপি এতন্নামৈব। "কিন্তু" "দৃষ্টব্যয়ং তু ভবতি" তুশব্দো হেত্বর্থঃ, হেতুসমুচ্চয়ার্থো বা। অনুদাত্তপ্রকৃতিত্বেঽপি স তু 'দৃষ্টানুবিষয় ছন্দসি' ইতি দৃষ্টব্যয়ত্বান্নামেতি তদ্ ভবতি। এবং হেত্বর্থঃ। অথবৈবমন্যথাহেতুসমুচ্চয়ার্থঃ, অপবাদস্মরণাৎ; ব্যয়দর্শনাচ্চ অনুদাত্তমপি সদেতন্নামৈব ভবতি। নিপাতা অপ্যাদ্যুদাত্তা ভবন্তি [ ফিঃ সূঃ ৪।১১ ]। তস্মাৎ কৃতাপবাদত্বাদ্ দৃষ্টব্যয়ত্বাচ্চ নামৈবৈতদিত্যুপপন্নম্।

আহ ক পুনরস্য ব্যয়ো দৃষ্টঃ? উচ্যতে "উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুরিতি দ্বিতীয়ায়াম্" একবচনে। এবম্ "উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্র ইতি চতুর্থ্যাম্" ব্যয়ো দৃষ্ট ইত্যধ্যাহারঃ ॥ ১।৩।৩ ॥ ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

# অথ নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে চতুর্থখণ্ডঃ। [ মূলম্ ]

অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ। আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে ॥ (ক) ॥ অক্ষিমন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ঃ ॥(খ)॥ অক্ষি চষ্টে ॥ (গ) ॥ [ ঋগ্বেদ ১০।৭১।৭। ] অনক্তেরিত্যাগ্রায়ণঃ ॥ (ঘ) ॥ তস্মাদেতে ব্যক্ততরে ইব ভবতঃ, ইতি হ বিজ্ঞায়তে ॥ (ঙ) ॥ কর্ণ কৃন্ততের্নিকৃত্তদ্বারো ভবতি ॥ (চ) ॥ ঋচ্ছতে রিত্যাগ্রায়ণঃ ॥ (ছ) ॥ ঋচ্ছন্তীব খে উদগন্তাম্ ইতি হ বিজ্ঞায়তে ॥ (জ) ॥ মনসাং প্রজবেষ্বসমা বভূবুঃ ॥ (ঝ) ॥ আস্যদঘ্না অপর উপকক্ষদঘ্না অপরে ॥ (ঞ) ॥ আস্যমস্যতেঃ ॥ (ট) ॥ আস্যন্দত এনদন্নমিতি বা ॥ (ঠ) ॥ দঘ্নং দঘ্যতেঃ স্রবতিকর্মণঃ ॥ (ড) ॥ দস্যতের্বা স্যাদ্বিদস্ততরং ভবতি ॥ (ঢ) ॥ প্রস্নেয়া হ্রদা ইবৈকে প্রস্নেয়া দদৃশিরে স্নানার্হা[১] ॥ (ণ) ॥ হ্রদো হ্রাদতেঃ শব্দক[২]র্মণঃ ॥ (ত) ॥ হ্লাদতের্বা স্যাচ্ছীতীভাবকর্মণঃ ॥ (থ) ॥ অথাপি সমুচ্চয়ার্থে ভবতি ॥ (দ) ॥ পর্যায় ইব ত্বদাশ্বিনম্, আশ্বিনং চ পর্যায়াশ্চেতি ॥ (ধ) ॥ অথ যে প্রবৃত্তেঽর্থেঽমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু বাক্যপূরণা আগচ্ছন্তি—পদপূরণাস্তে মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি ॥ (ন) ॥ ৪ ॥ চতুর্থখণ্ডঃ মূলম্।

## বিবৃতি

অক্ষণ্বন্তঃ [ চক্ষুঃ সম্পন্ন ] কর্ণবন্তঃ [ কর্ণযুক্ত ] সখায়ঃ [ তুল্য নামে খ্যাত ব্যক্তিরা ] মনোজবেষু [ মনোগম্যপদার্থসকলবিষয়ে ] অসমাঃ [ অতুল্য অর্থাৎ অল্প অধিকজ্ঞানসম্পন্ন বভূবুঃ [ হয় ( বেদে কালনিয়ম নাই ) ], উ ত্বে [ কেহ কেহ ] আদঘ্নাসঃ [ আস্যদঘ্নাসঃ অর্থাৎ যে জলাশয়ের

---

১। "হ্রদো ইবৈকে প্রস্নেয়া হ্রদা ইবৈকে প্রস্নে দদৃশিরে স্নানার্হাঃ" [ গুরুমণ্ডলপাঠঃ ]

২। "হ্রদো হ্রদতেঃ শব্দকর্মণঃ" ইতি গুরুমণ্ডলপাঠঃ।

জল মানুষের মুখ পর্যন্ত। তাদৃশ জল বিশিষ্ট ] হ্রদাঃ ইব [ হ্রদ সদৃশ ] উ ত্বে [ কেহ কেহ ] উপকক্ষাসঃ [ কক্ষের অর্থাৎ বাহুমূলের নিকট পর্যন্ত আসে এই পরিমিত জলবিশিষ্ট [ হ্রদা ইব ] [ হ্রদের মত ] উ ত্বে [ কেহ কেহ ] স্নাত্বা [ স্নানযোগ্য গভীর জল বিশিষ্ট ] হ্রদা ইব [ হ্রদের মত ] দদৃশ্রে [ দদৃশিরে দেখা যায় ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদঃ—চক্ষুসম্পন্ন কর্ণযুক্ত সখ্যযুক্ত অর্থাৎ তুল্য নামে খ্যাত ব্যক্তিগণ মনোগম্যপদার্থ বিষয়ে অতুল্য অর্থাৎ অল্পাধিক জ্ঞান বিশিষ্ট। কেহ কেহ মুখ পরিমিত জল বিশিষ্ট হ্রদের মত, আবার কেহ কেহ বাহুমূলের নিকট পর্যন্ত জল বিশিষ্ট হ্রদের মত, আবার কেহ কেহ বাহুমূলের নিকট পর্যন্ত জল বিশিষ্ট হ্রদের মত। আবার কেহ কেহ স্নানযোগ্য জল বিশিষ্ট গভীর হ্রদের মত দেখা যায় ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—এই মন্ত্রের তাৎপর্য এই—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন [ কথামৃত ১ম ভাগ ২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ। 'মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব এক রকম, কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাই কারুভিতর কলাইয়ের পোর।" শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ ] "কত রকম জীব। বড় ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশী শক্তি কারু কম শক্তি।" ·····তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হলে একজন লোক দশজন লোককে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হলে তোমাকেই [ বিদ্যাসাগর ] বা সবাই মানে কেন ? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো ? [ হাস্য ]। তোমার দয়া তোমার বিদ্যা আছে, অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে, তুমি একথা মানো কি না ?

মানুষ বাহিরে সকলেই প্রায় একরকম চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আছে। হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ আছে। আর সকলের নামও এক মানুষ। কিন্তু মনোজব অর্থাৎ মনের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রার্থ জ্ঞানবিষয়ে বা যে কোন পদার্থ জ্ঞান বিষয়ে প্রভেদ আছে।

কেহ শাস্ত্রের অর্থ উত্তমরূপে ধারণা করে সম্যগ্ বুঝতে পারে। কেহ মধ্যমবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ শাস্ত্রার্থজ্ঞানে মধ্যম। আবার কেহ মন্দবুদ্ধি শাস্ত্রের অর্থ ভাল বুঝতে পারে না। যারা উত্তম থাকের তাদের গভীর হ্রদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর যারা মধ্যম থাকের, তাদের মুখ পরিমিত জল বিশিষ্ট হ্রদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর যারা মন্দবুদ্ধি তাদের কক্ষ নিকট পর্যন্ত জলাশয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

মন্ত্রে "অক্ষণ্বন্তঃ" পদটি, "অক্ষি বিদ্যতে এষাম্" এইরূপ অর্থে অক্ষিশব্দের উত্তর "তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্" [ পাঃ ৫।২।৯৪ ] এই সূত্রে মতুপ্ প্রত্যয়। তারপর "ছন্দস্যপি দৃশ্যতে" [ পাঃ ৭।১।৭৬ ] এই সূত্রানুসারে অক্ষি শব্দের অনঙ্ আদেশ হয়। তারপর "অনোনুট্" [ পাঃ ৮।২।১৬ ] সূত্রে মতুপের নুড়াগমঃ। ণত্ব অক্ষণ্বন্তঃ। এইরূপ "কর্ণবন্তঃ" কর্ণৌ বিদ্যেতে যেষাং যেষু বা তে কর্ণবন্তঃ কর্ণশব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করে মতুপের মস্থানে ব। সখায়ঃ—'সমানং খ্যানং যেষাম্" অর্থাৎ সমান নাম যাদের এইরূপ অর্থে "সখায়ঃ" পদের অর্থ হল সমান নাম বিশিষ্ট মানুষেরা অথবা—"সমানেষু খ্যানং [ পরিশ্রমঃ ] যেষাং" অর্থাৎ সমান শাস্ত্রে পরিশ্রম হয়েছে যাদের তারা সখায়ঃ। যেমন একজন বৈয়াকরণ যেমন সমান অর্থাৎ এক ব্যাকরণশাস্ত্রে পরিশ্রম করেছে অপর বৈয়াকরণও সেই ব্যাকরণশাস্ত্রে পরিশ্রম করেছে। এইজন্য বৈয়াকরণ বৈয়াকরণের সখা। নৈরুক্ত [ নিরুক্তশাস্ত্রাধ্যায়ী ] নৈরুক্তের সখা।

মনোজবেষু—"মনসো জবঃ [ বেগঃ ] যেষু, তেষু" অর্থাৎ যাতে মনের বেগ হয়। তারই তাৎপর্য হল মনোগম্য বিষয়ে।

অসমাঃ—ন সমাঃ [ তুল্যাঃ ] অসমাঃ। সমান পরিশ্রম করলেও কাহারও ঊহাপোহ করার ক্ষমতা ধারণাশক্তি, মেধা, প্রতিভা অধিক থাকে। আবার কারও মধ্যম, আর কারও মন্দ। এইজন্য মনোগম্য বিষয়ে তারতম্য দেখা যায়।

বভূবুঃ—হয়। যদিও "বভূবুঃ" রূপটি ভূধাতুর লিটের রূপ। পরোক্ষ অতীত কালে লিট্ হয়, তথাপি বেদে কালের নিয়ম নাই বলে উহার অর্থ বর্তমান কালেও হতে পারে।

আদয়াসঃ—আস্যং পরিমাণং যেষাং" মুখ হয়েছে পরিমাণ যাহাদের এইরূপ অর্থে বেদে "আস্য" শব্দের উত্তর "দয়চ্" প্রত্যয় হয়েছে। "পৃষোদরাদিত্ব" বশত "আস্য শব্দের স্য' লোপ হয়েছে। অর্থ হলো মুখ পরিমিত।

উপকক্ষাসঃ—কক্ষস্য সমীপমুপকক্ষং" অব্যয়ীভাব। কক্ষ মানে বাহু-বাহুমূল "উপকক্ষং প্রমাণং যেষাম্" এইরূপ অর্থে "উপকক্ষ" শব্দের উত্তর দয়চ্ প্রত্যয় করলে "উপকক্ষদয়াঃ" এইপ্রকার রূপ হয়। এখানেও পৃষোদরাদিত্ববশতঃ দয়চ্ প্রত্যয়ের লোপ্ করে "উপকক্ষা" থাকল। তারপর সেই "উপকক্ষা" শব্দের উত্তর "জসের" "আজ্জসেরসুক্" [ পাঃ ৭।১।৫০ ] সূত্রে 'অসুক্' আগম করে "উপকক্ষাসঃ" রূপ সিদ্ধ হয়েছে। "আদয়াসঃ" স্থলেও জসের অসুগাগম। উভয়ত্র "দয়চ্" প্রত্যয় হয়েছে "প্রমাণে দ্বয়সজ্দয়ঞ্মাত্রচঃ" [ পাঃ ৫।২।৩৭ ] এই সূত্রে।। আর এই মন্ত্রে 'উ' এই নিপাতটি পাদপূরণের জন্য ব্যবহৃত। ইহার কোন অর্থ নাই। 'ত্বে' এই পদটি 'ত্ব' এই সর্বনাম শব্দের জসে রূপ। পূর্বে যে দৃষ্টব্যয় অর্থাৎ দৃষ্টবিধির পরিবর্তন বলেছিলেন এবং প্রথমার বহুবচনে তার পরিবর্তন হয় বলেছিলেন এখানে নিপাতের আদিতে উদাত্ত হয় এই দৃষ্টবিধির পরিবর্তন অর্থাৎ বাধা হওয়ার ফলে 'ত্ব' শব্দটি নাম হয়েছে। যাতে সর্বনামশব্দের মত প্রথমার বহুবচনে 'জস্' এর স্থানে শী হয়েছে।

স্নাত্বা—ষ্ণা শৌচে স্নাধাতুর উত্তর "কৃত্যার্থে তবৈ কেন্ কেন্যত্বনঃ" [ পাঃ ৩।৪।১৪ ] এইসূত্রে কৃত্য অর্থে 'ত্বন্' প্রত্যয় করে "স্নাত্বন্" শব্দের প্রথমার একবচনে রূপ সিদ্ধ হয়েছে। আবার "অর্হে কৃত্যতৃচশ্চ" [ পাঃ ৩।৩।১৬৯ ] এই সূত্রানুসারে কৃত্য প্রত্যয় ও তৃচ্ প্রত্যয় "অর্হ" অর্থে প্রযুক্ত হয় বলে। "স্নাত্বা" এই পদের অর্থ হলো স্নানার্হ অর্থাৎ স্নানযোগ্য। দদৃশ্রে[১]—দৃশ ধাতুর লিটের আত্মনেপদে ] প্রথমপুরুষের বহুবচনে [ কর্মবাচ্যে ] "দদৃশিরে" পদ হয় লৌকিক স্থলে। এখানে বেদে "ইরয়োরে" [ পাঃ ৬।৪।৭৬ ] এই সূত্রানুসারে 'ইরে' স্থানে 'রে' হওয়ায় "দদৃশ্রে" রূপ

---

১। "দদৃশে" এইরূপপাঠ অমরেশ্বর ঠাকুরের বইতে আছে। কিন্তু বঙ্গীর গ্রন্থ ও গুরুমণ্ডলের গ্রন্থ এই উভয় পুস্তকে "দদৃশ্রে" পাঠ থাকায় আমরা সেই পাঠ গ্রহণ করেছি।

হয়েছে। ঐ প্রথমপুরুষের বহুবচনেরই রূপ। অন্যান্য ব্যাখ্যা [ নিরুক্ত কারই পরপরবর্তি সূত্রে করবেন ॥ (ক) ॥

এখম উক্তমন্ত্রের প্রথমপাদ ব্যাখ্যা করবার জন্য বলছেন—"অক্ষিমন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ঃ" ॥ (খ) ॥

অক্ষিমন্তঃ [ চক্ষুঃসম্পন্নগণ ] কর্ণবন্তঃ [ কর্ণবিশিষ্টগণ ] সখায়ঃ [ সমাননামবিশিষ্ট ] [ ইহা "অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ঃ" এই অংশের অর্থ অক্ষিমন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ঃ ॥ (খ) ॥

মন্তব্যম্ঃ—বৈদিক প্রয়োগে "অক্ষণ্বন্তঃ" পদের অর্থ বুঝাবার জন্য নিরুক্তকার "অক্ষিমন্তঃ" এইরূপ লৌকিক সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। "কর্ণবন্তঃ" পদটি বেদে ও লোকে সমান। চক্ষুঃ ও কর্ণের দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও দেহাবয়ব উপলক্ষিত হয়েছে। মোট কথা এই যে মানুষসব বাহিরে ইন্দ্রিয় ও শরীরাবয়বে সমান। আর "সখায়ঃ" মানে সমান নাম বিশিষ্ট। একজন মানুষের নাম মানুষ আর একজন মানুষের নামও মানুষ। সমান পরিশ্রমকারী হল সখায়ঃ। একজন বৈয়াকরণ ব্যাকরণশাস্ত্রে যেরূপ পরিশ্রম করেছে। আর একজনও সেইরূপ পরিশ্রম করেছে—এইজন্য তারা সখায়ঃ অর্থাৎ সমান প্রযত্নকারী। [ অথচ তাদের আন্তর জ্ঞানের অনেক ভেদ দেখা যায়। ইহা পরের পাদের বিশেষ অর্থে প্রকটিত হয়েছে। পরেও করা হবে ] ॥ (খ) ॥

এখন অক্ষিশব্দের নির্বচন [ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের দ্বারা অর্থকথন ] করছেন। "অক্ষি [ অক্ষিশব্দটি চক্ষিঙ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—চক্ষিঙ্ ব্যক্তয়াং বাচি অর্থাৎ স্পষ্টবাক্য বা মানুষের বর্ণাত্মক বাক্য বলা অর্থে চক্ষিঙ্ধাতু অদাদিগণীয়। আত্মনেপদী। 'ঙ্' কার ইৎ হয় বলে আত্মনেপদ হয়। ইকারটি অনুদাত্ত অথচ ইৎ। তবে এই ধাতুর দর্শন করা অর্থও আছে। একথা ভট্টোজীদীক্ষিত বলেছেন। "অয়ং-দর্শনেঽপি" [ ভট্টোজীদীক্ষিত ]। সুতরাং "চষ্টে [ পশ্যতি ] অনেন" অর্থাৎ যাহাদ্বারা লোকে দর্শন করে তাহা চক্ষুঃ। চক্ষ্ ধাতুর উত্তর "প্লুষিকুষিশুষিভ্যঃ কিসঃ" [ উঃ ৪৩৫ ] এই সূত্রানুসারে "কিসঃ" প্রত্যয় হয়। 'কিস' প্রত্যয়ের 'ক' ইৎ হল "লশক্বতদ্ধিতে" [ পাঃ ১।৩।৮ ] এই সূত্রে 'ক্' ইৎ হল 'সি' থাকল। "স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে" [ পাঃ ৮।২।২৯ ]

এই সূত্রে "চক্ষ্‌" ধাতুর 'ক্‌' লোপ হল। 'চষ্‌' থাকল। বহুলাধিকার-
বশত 'ষ্‌' স্থানে 'ক্‌' আর সি প্রত্যয়ের 'স' স্থানে মূর্ধন্যষ্‌। পৃষোদরা-
দিত্বনিবন্ধন 'চ' লোপ হল। সুতরাং অক্ষি শব্দ নিষ্পন্ন হল। অর্থ হল
যাহার দ্বারা লোকে দেখে। যদিও সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে চক্ষ্‌ ধাতুর উত্তর 'ক্সি'
প্রত্যয় বলা নাই তথাপি নিরুক্তকারের মতে ইহা দ্রষ্টব্য ॥ (গ) ॥

অপরের মতে অক্ষিশব্দের নির্বচন করছেন—"অনক্তেরিত্যাগ্রায়ণঃ"
॥ (ঘ) ॥

অক্ষিশব্দঃ [ অক্ষিশব্দটি ] অনক্তেঃ [ অন্‌জ্‌ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ইতি
[ ইহা ] আগ্রায়ণঃ [ অগ্রের অপত্য আগ্রায়ণ আচার্য ] মন্যতে [ মনে করেন
( ইহা বাক্যের শেষে জুড়ে নিতে হবে ) ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—অগ্রের অপত্য আগ্রায়ণ আচার্য মনে করেন অক্ষিশব্দটি
অন্‌জ্‌ [ অন্‌জ্‌ ব্যক্তিম্রক্ষণকান্তিগতিষু ] ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—"অগ্রস্য অপত্যম্‌ পৌত্রাদি" এইরূপ অর্থে অগ্রস্য' পদের
উত্তর "নড়াদিভ্যঃ ফক্‌" [ পাঃ ৪।১।৯৯ ] সূত্রে 'ফক্‌' প্রত্যয় হয়। "আয়ন্‌
—এয়্‌—ঈন্‌—ঈয়্‌—ইয়ঃ ফ—ঢ়—খ—ছ—ঘাং প্রত্যয়াদীনাম্‌" [ পাঃ
৭।১।২ ] সূত্রে 'ফ' এর আয়ন্‌ আদেশ। এই আগ্রায়ণ আচার্য মনে করেন।
সূত্রের শেষে "মন্যতে" এইরূপ একটি পদ অধ্যাহার করে নিতে হবে অর্থের
নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানের জন্য। আগ্রায়ণের মতে—অন্‌জ্‌ ব্যক্তিম্রক্ষণকান্তিগতিষু
অন্‌জ্‌ [ রুধাদিগণীয় ] ধাতুর উত্তর সেই পূর্বোক্ত ঔণাদিক "কিস্‌" প্রত্যয়
করে "অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ক্ঙিতি" [ পাঃ ৬।৪।২৪ ] সূত্রে 'অন্‌জ্‌'
ধাতুর ন্‌ লোপ [ থাকল অজ্‌ ] "চোঃ কুঃ" [ পাঃ ৮।২।৩০ ] সূত্রে 'জ্‌'
স্থানে 'গ্‌'। "খরি চ" [ পাঃ ৮।৪।৫৫ ] সূত্রে 'গ্‌' স্থানে 'ক্‌' 'ষত্ব' করে
"অক্ষি" শব্দ সিদ্ধ হয়েছে ॥ (ঘ) ॥

চক্ষুঃ তৈজস পদার্থ বলে নিরুক্তকারের মত, নৈয়ায়িক বৈশেষিকেরও মত।
এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণের উল্লেখ করছেন নিরুক্তকার "তস্মাদেতে ব্যক্ততরে ইব
ভবত" ইতি হ বিজ্ঞায়তে" ॥ (ঙ) ॥

তস্মাৎ [ সেইহেতু ( যেহেতু তেজোবহুল সেই হেতু ) ] এতে [ এই দুইটি
চক্ষু ] ব্যক্ততরে ইব [ অতিশয় ব্যক্তের মত ], ভবতঃ [ হয় ] ইতি হ [ এই কথা ]
বিজ্ঞায়তে [ ব্রাহ্মণ বাক্য থেকে জানা যায় ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ :—যেহেতু চক্ষুর্দ্বয় তেজোবহুল সেই হেতু এই দুটি চক্ষু যেন অতিশয় অভিব্যক্ত হয়" ইহা ব্রাহ্মণ বাক্য থেকে জানা যায় ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য :—নিরুক্তকার "ব্রাহ্মণবাক্য" উদ্ধৃত করেন নাই। বলেছেন—যে ইহা [ চক্ষুর ব্যক্ততা ] ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই ছয়টি বহিরিন্দ্রিয়ই ব্যক্ত অর্থাৎ স্পষ্ট। যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়। তথাপি, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের অপেক্ষা চক্ষুঃ দুইটি অতিশয় ব্যক্ত অর্থাৎ অতিশয়িতভাবে বিষয়কে প্রকাশিত করে। ইহা সকলেই জানেন, তার কারণ হচ্ছে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবয়ব [ নিরুক্তকারের মতে ] পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ। কিন্তু এদের মধ্যে তেজোঽবয়বেরই বাহুল্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আছে। এইজন্য অতিশয়িত অর্থে "ব্যক্ততরে" এখানে তরপ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়েছে। লোকেও দেখা যায় অন্ধকারেও রাত্রিচর প্রাণীর চক্ষুর্দ্বয় প্রকাশিত হয়ই ॥ (ঙ) ॥

কর্ণশব্দের নির্বচন করছেন—"কর্ণঃ কৃন্ততের্নিকৃত্তদ্বারোভবতি" ॥ (চ) ॥

কর্ণঃ [ 'কর্ণ' এই শব্দটি ] কৃন্ততেঃ [ কৃৎ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] কর্ণঃ [ কর্ণ ] নিকৃত্তদ্বারঃ [ ছিন্নদ্বার ] ভবতি [ হয় ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—'কর্ণ' শব্দটি কৃৎ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। যেহেতু কর্ণের দ্বার ছিন্ন ॥ (চ) ॥

মন্তব্য :—নিরুক্তকারের বক্তব্য এই যে কৃতী ছেদনে [ রুধাদিগণীয় কৃৎ ধাতু ] কৃৎ ধাতুর উত্তর ঔণাদি [ ২৯০ ] 'নন্' প্রত্যয় করে কর্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। পৃষোদরাদিত্বনিবন্ধন 'ত' স্থান "ন" হয়েছে। তারপর ণত্ব হয়েছে। কৃৎ ধাতুর অর্থ ছেদন করা। এই ছেদন করা অর্থটি 'কর্ণ' শব্দে কি করে লাগে ? তার উত্তরে নিরুক্তকার বলেছেন। কর্ণের দ্বারটি ছিন্ন। ছিন্ন হয়েছে দ্বার যার, তাহা ছিন্ন দ্বার। এই ভাবে ছেদন অর্থটি 'কর্ণ" শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে পাওয়া যায় ॥ (চ) ॥

[ কর্ণঃ ] [ কর্ণ শব্দ ] ঋচ্ছতেঃ [ ঋ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ইতি [ ইহা ] আগ্রায়ণঃ [ আগ্রায়ণ আচার্য ] মন্যতে [ মনে করেন ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ : কর্ণ শব্দটি ঋ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। ইহা আগ্রায়ণ আচার্য মনে করেন ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—ঋগতো ঋধাতু ভ্বাদিগণীয় যার লটে ঋচ্ছন্তি" রূপ হয়। সেই ঋ ধাতুর উত্তর "ঋচ্ছন্তি" অর্থাৎ গমন করে শব্দ সকল "এতো" এই দুইটিকে এইরূপ অর্থে ঔণাদি নন্ প্রত্যয় করে ধাতুর কুটাগম করে, গুণ ও ণত্ব করে 'কর্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, ইহা 'আগ্রায়ণ' আচার্য মনে করেন। এঁর মতে 'কর্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকে "যাহাতে শব্দ সকল গমন করে" এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়।। (ছ) ।।

"আগ্রায়ণের" এইরূপ মত সমর্থন করবার জন্য নিরুক্তকার ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সম্মতি বলেছেন "ঋচ্ছন্তীব খে উদগন্তাম্, ইতি হ বিজ্ঞায়তে ।।" (জ) ।।

[ শব্দাঃ ] [ শব্দসমূহ ] খে [ কর্ণছিদ্রদ্বয়কে ] ঋচ্ছন্তি ইব [ যেন গমন করে। [ খে ] [ কর্ণছিদ্রদ্বয় ] উদগন্তাম্ [ যেন শব্দ প্রত্যুদ্গমন করে ] ইতি হ [ ইহা ] বিজ্ঞায়তে বিজ্ঞানগ্রন্থ থেকে জানা যায় ] ।। (জ) ।।

অনুবাদ ঃ—শব্দ সকল কর্ণছিদ্রদ্বয়ে যেন গমন করে। কর্ণছিদ্রদ্বয় যেন সকলকে প্রত্যুদ্গমন করে—ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় ।। (জ) ।।

মন্তব্য ঃ—এখানেও নিরুক্তকার ব্রাহ্মণ বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই ; কিন্তু ব্রাহ্মণ বাক্য থেকে ইহা জানা যায়—ইহা বলেছেন। এই নিরুক্ত বাক্যে "খে" পদটি 'খ' শব্দের ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার দ্বিবচনের রূপ। যদি ও 'খ' শব্দের অর্থ আকাশ তথাপি আকাশোপলক্ষিত রূপে কর্ণদ্বয়কে বুঝিয়েছে। কঠোপনিষদেও পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" [ কঃ উঃ ২।১।১ ) এই খানে "খানি" পদের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য বলেছেন 'খানি তদুপলক্ষিতানি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি" অর্থাৎ "খ" মানে আকাশোপলক্ষিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়। আকাশকে অবকাশ বা ছিদ্র বলে। শ্রোত্রেন্দ্রিয়েও ছিদ্র আছে। সেই হিসাবে আকাশোপলক্ষিত হল শ্রোত্রেন্দ্রিয়। আর এখানে "শব্দাঃ" এই পদটির উহ করে নিতে হবে। "শব্দ" গুণ ইহা মহাভাষ্যকার বলেছেন। আকাশের গুণ শব্দ। ন্যায় বৈশেষিক মতে শব্দগুণ বলেই প্রসিদ্ধ। গুণ নিষ্ক্রিয় বলে শব্দের গমন ক্রিয়া নাই। এইজন্য উক্ত নিরুক্তবাক্যে "ইব" পদ আছে। তারপর "উদগন্তাম্" এই পদটি 'উদ্' উপসর্গ পূর্বক গম ধাতুর লটের অর্থে বৈদিক প্রয়োগে লঙ্ এর প্রথমপুরুষের দ্বিবচনের রূপ। লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় উহার রূপ "উদগচ্ছতাম্' এইরূপ হয়। বেদে

"উদগন্তাম্" এইরূপ হয়েছে। ঐ ক্রিয়ার কর্তৃপদ "খে" অর্থাৎ কর্ণছিদ্রদ্বয় শব্দকে প্রত্যুদগমন করে। শব্দসকল যেন কর্ণছিদ্রদ্বয়ে গমন করে, কর্ণছিদ্রদ্বয় যেন সেই শব্দ সকলকে প্রত্যুদ্গমন করে। সুতরাং এখানে "শব্দান্" এইরূপ একটি পদ উহ্য করে নিতে হবে এবং "ইব" পদের অনুকর্ষ করতে হবে। আর এই বাক্যে 'হ' নিপাতটি পাদপূরণে প্রযুক্ত। এখানে ইহার কোন অর্থ নাই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যটি এইরূপ হবে—"শব্দাঃ ঋচ্ছতি ইব খে, খে, শব্দান্ উদগন্তাম্ [ উদগচ্ছতাম্ ] ইব, ইতি হ বিজ্ঞায়তে।" (জ) ॥

এখন উক্তমন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলেছেন—"মনসাং প্রজবেষ্বসমা বভূবুঃ ॥ (ঝ) ॥

[ 'মনোজবেষ্বসমাবভূবুঃ" ; মনোগম্যবিষয়ে অসমান হয় এই মন্ত্রাংশের অর্থ ] "মনসাং প্রজবেষ্বসমা বভূবুঃ" [ মনুষ্য বা বৈয়াকরণ বা নৈরুক্ত ইত্যাদিসমানার্মবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মনোগম্যবিষয় সমূহে অসমান হয় ।। (ঝ) ॥

অনুবাদ :—মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ" এই মন্ত্রাংশের অর্থ হচ্ছে সখিগণ অর্থাৎ মানুষ, বা বৈয়াকরণ বা নৈরুক্ত ইত্যাদি নাম বিশিষ্ট সখ্যভাবাপন্নগণ মনোগম্যবিষয়ে অসমান হয় ।। (ঝ) ॥

এখন মনোগম্য বিষয়ে মানুষেরা কেন অসমান তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাবার জন্য নিরুক্তকার মন্ত্রের "আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে" এই অংশের ব্যাখ্যা করছেন—"আস্যদঘ্না অপর উপকক্ষদঘ্না অপরে" ॥ (ঞ) ॥ এই বাক্যে।

আদঘ্নাসঃ [ আদঘ্নাসঃ" এই পদের অর্থ ] আস্যদঘ্নাঃ [ যে জলাশয়ে প্রবিষ্ট হলে মানুষের মুখ পর্যন্ত জল হয়, এই পরিমিতি জল বিশিষ্ট জলাশয় ] হ্রদ ইব [ হ্রদের মত ] উত্বে [ উ ত্বে, শব্দের অর্থ ] অপরে [ অপরে ], উপকক্ষাসঃ [ 'উপকক্ষাসঃ' শব্দের অর্থ ] উপকক্ষদঘ্নাঃ [ যে জলাশয়ে প্রবিষ্ট হলে প্রবেশকারীর কক্ষের নিকট পর্যন্ত জল হয়, এই পরিমিত জল বিশিষ্ট জলাশয় ] হ্রদা ইব [ হ্রদের মত ] উ ত্বে [ উত্বে শব্দের অর্থ ] অপরে [ অপরে ] [ (ঞ) ॥

অনুবাদ :—"আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব" ঐ মন্ত্রের এই অংশের

"আদঘ্নাসঃ" পদের অর্থ "আস্যদঘ্নাঃ" অর্থাৎ মুখ পর্যন্ত জলবিশিষ্ট জলাশয়। "উ ত্বে" এই অংশের অর্থ অপরে [ কেহ কেহ ] "উপকক্ষাসঃ" পদের অর্থ "উপকক্ষদঘ্নাঃ" অর্থাৎ বাহুমূলের নিকট পর্যন্ত প্রাপ্তজলবিশিষ্ট জলাশয়। "উ ত্বে" অংশের অর্থ অপরে। হ্রদা ইব [ হ্রদের মত ] ॥ (ঞ) ॥

মন্তব্য ঃ—"আদঘ্নাসঃ" "উপকক্ষাসঃ" উ ত্বে" এই সকল পদের অর্থ মন্ত্র ব্যাখ্যাকালে মন্তব্যে বলে এসেছি ॥ (ঞ)॥

মন্ত্রের "আদঘ্নাসঃ" পদের ব্যাখ্যাতে নিরুক্তকার যে "আস্যদঘ্নাঃ" পদ বলেছেন, সেই পদের অন্তর্গত 'আস্য' শব্দের অর্থ বলার জন্য বলছেন—"আস্যমস্যতেঃ ॥ (ট) ॥

আস্যম্ [ আস্য এই শব্দটি ] অস্যতেঃ [ অস্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ॥ (ট) ॥

অনুবাদ ঃ—আস্য এই শব্দটি অস্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ॥ (ট) ॥

মন্তব্য ঃ—অসুক্ষেপণে অর্থাৎ ক্ষেপণ অর্থে দিবাদিগণীয় অস্ ধাতু আছে। যার রূপ লটে "অস্যতি"। সেই অস্ ধাতুর উত্তর "অস্যতে ক্ষিপ্যতে অন্নং যত্র' অর্থাৎ যাতে অন্ন ক্ষেপণ করা হয়, এইরূপ অর্থে "ঋহলোর্ণ্যৎ" [ পাঃ ৩।১।১২৪ ] সূত্রে ণ্যৎ প্রত্যয় করে "আস্য" শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (ট) ॥

'আস্য' শব্দের আর এক প্রকার নির্বচন করছেন—"আস্যন্দত এনদন্নমিতি বা" ॥ (ঠ) ॥ বাক্যে—

বা [ অথবা ] অন্নম্ [ অন্ন ] এনদ্ [ ইহাকে মুখকে ] আস্যন্দতে [ দ্রবীভূত অর্থাৎ সরস করে ] ইতি [ এইরূপ অর্থে 'আস্য' শব্দ নিষ্পন্ন ] অথবা এনৎ এই মুখ ] অন্নম্ [ অন্নকে ] আস্যন্দতে [ রস যুক্ত করে ] ইতি [ এইরূপ অর্থে 'আস্য' শব্দ নিষ্পন্ন ] ॥ (ঠ) ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা অন্ন মুখকে প্রাপ্ত হয়ে মুখকে সরস করে কিম্বা মুখ অন্নকে প্রাপ্ত হয়ে অন্নকে আদ্রীভূত করে এইরূপ অর্থে আস্য শব্দ নিষ্পন্ন ॥ (ঠ) ॥

মন্তব্য ঃ—স্যন্দূ প্রস্রবণে অর্থাৎ ক্ষরিত হয় এইরূপ অর্থে অকর্মক ভ্বাদিগণীয় স্যন্দ্ ধাতু আছে। অকর্মক বলে এখানে তার ভিতরে ণিচের অর্থ অন্তর্ভূত আছে এইরূপ ধরে নিয়ে "ক্ষরণ করে" এইরূপ অর্থে আঙ্

পূঃ স্যন্দ+ড প্রত্যয় [ অন্যেষ্বপি দৃশ্যন্তে" পাঃ ৩।২।১০ ] করে, টির অর্থাৎ 'অন্দ' ভাগের লোপ করলে—"আ+স্য+অ" হয়। ফলে আস্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই আস্য শব্দটি এই ভাবে আঙ্+স্যন্দ+ড প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হলে তার অর্থ কি হতে পারে তাহাই নিরুক্তকার এই বাক্যে বলেছেন। এর দুই প্রকার ব্যাখ্যা হয়। অন্নম্ [ কর্তৃপদ ] আস্যন্দতে [ অর্থাৎ আস্যন্দয়তি ] এনৎ [ কর্মপদ ক্লীবলিঙ্গে ইদম শব্দের অন্বাদেশে 'এনৎ' রূপ হয়েছে ] ইতি। এই প্রকার অন্বয়ে অর্থ হয়, অন্ন মুখকে প্রাপ্ত হয়ে মুখকে সরস করে—এই অর্থে আস্যম্। আর দ্বিতীয় অন্বয় হল এনৎ [ কর্তৃপদ ] অন্নম্ [ কর্মপদ ] আস্যন্দতে [ আসন্দয়তি ] ইতি। এর অর্থ মুখ অন্নকে [ শুষ্ক অন্নকেও ] প্রাপ্ত হয়ে অন্নকে সরস অর্থাৎ দ্রবীভূত করে। এই অর্থে আস্য ।। (ঠ) ।।

দঘ্যং [ 'দঘ্য' এই শব্দটি ] স্রবতি কর্মণঃ [ ক্ষরণার্থক ] দঘ্যতেঃ [ দঘধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ।। (ড) ।।

অনুবাদ ঃ—"দঘ্যম্" এই শব্দটি স্রবণ বা ক্ষরণার্থক দঘ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ।। (ড) ।।

মন্তব্য ঃ—মন্ত্রে যে আদঘ্যাসঃ" পদ আছে, তার ব্যাখ্যায়, আস্য শব্দের উত্তর প্রমাণার্থে দঘ্নচ্ প্রত্যয় করে, "আস্য শব্দের" স্থানে 'আ' আদেশ করে মুখপরিমিত এইরূপ অর্থই "অদঘ্যাসঃ" শব্দের অর্থ বলা হয়েছে। এখন নিরুক্তকার "দঘ্ন" ইহাকে একটি শব্দ বলে [ প্রত্যয় নয় ] নির্দেশ করছেন "দঘ্যং দঘ্যতে স্রবতিকর্মণঃ" এই বাক্যে। এখানে নিরুক্তকার বলতে চান যে দিবাদিগণীয় একটি 'দঘ' ধাতু আছে, তার অর্থ স্রবতি অর্থাৎ ক্ষরিত হয়। দঘ ধাতুর উত্তর বহুলাধিকার বশত কর্মবাচ্যে ঔণাদি নন্ প্রত্যয় করে ইটের অভাববশতঃ 'দঘ্যম্" পদসিদ্ধ হয়েছে। পাণিনিতে "দঘ ঘাতনে পালনে চ" এইরূপ কথিত হয়েছে এবং উহাকে স্বাদিগণের মধ্যে ধরা হয়েছে। নিরুক্তকার ঐ দঘধাতুকে দিবাদিগণীয় এবং স্রবণার্থক বলে গ্রহণ করেছেন। এইরূপ অনেক স্থানে পাণিনির সঙ্গে নিরুক্তকারের কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়। যাই হোক এখানে নিরুক্ত-কারের মতে "আস্যং দঘ্যং যেষাম্" অর্থাৎ মুখ পর্যন্ত ক্ষরিত হয় জল যাহাদের, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করে "আস্যদঘ্নাঃ" শব্দটির আস্য

স্থানে আ, আদেশ করে "আদঘ্রাসঃ" পদ সিদ্ধ হয়েছে—ইহাই অভিপ্রায় ॥ (ড) ॥

বা [ অথবা ] দঘ্রাম্ [ 'দঘ্র' এই শব্দটি ] দস্যতেঃ [ দশ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] স্যাৎ [ হতে পারে ] যতঃ [ যেহেতু ] [ পরিমাণমাত্রই উন্নততর পরিমাণ থেকে ] বিদস্ততরং [ ক্ষীণতর ] ভবতি [ হয় ] ॥ (ঢ) ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা দঘ্র শব্দটি দসু উপক্ষয়ে দিবাদিগণীয় দস্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হতে পারে। যেহেতু পরিমাণমাত্রই উন্নততর পরিমাণ থেকে ক্ষীণতর হয় ॥ (ঢ) ॥

মন্তব্য ঃ—নিরুক্তকার আর একপ্রকার "দঘ্র" শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। দসু উপক্ষয়ে দস্ ধাতুর উত্তর ঔণাদি নন্ প্রত্যয় করে, বাহুলকাধিকারবশত "দস্" ধাতুর 'স' স্থানে 'ঘ' আদেশ করে "দঘ্র" শব্দ নিষ্পন্ন হতে পারে। তার অর্থ হয় ক্ষীণতর। অধিক পরিমাণ থেকে তদপেক্ষায় ন্যূন পরিমাণ ক্ষীণ হয়। সেই জন্য বলেছেন "বিদস্ততরং ভবতি। এখানে বি উপসর্গ-পূর্বক দস্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করে, তারপর দুয়ের মধ্যে একের প্রশস্ততা বুঝাতে "তরপ্" প্রত্যয় করে "বিদস্ততরম্" পদ সিদ্ধ হয়েছে। দস্ ধাতুর উপক্ষয় অর্থ বলে "বিদস্ততরম্" পদের অর্থ হয় ক্ষীণতর। "দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ" [ পাঃ ৫।৩।৫৭ ] এই সূত্রে 'তরপ্' প্রত্যয় হয়েছে ॥ (ঢ) ॥

এখন নিরুক্তকার উক্ত মন্ত্রের চতুর্থপাদ —"হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে" এই অংশের ব্যাখ্যার জন্য বলছেন—"প্রস্নেয়া হ্রদা ইবৈকে প্রস্নেয়া দদৃশিরে স্নানার্হাঃ" ॥ (ণ) ॥

একে [ কেহ কেহ ] প্রস্নেয়াঃ স্নানার্হাঃ [ স্নানযোগ্য অগাধ ] হ্রদাঃ ইব [ হ্রদের মত ] প্রস্নেয়া দদৃশিরে [ অগাধপ্রজ্ঞ দেখা যায় ] ॥ (ণ) ॥

অনুবাদ ঃ—কেহ কেহ স্নানযোগ্য অগাধ হ্রদের মত অগাধপ্রজ্ঞ দেখা যায় ॥ (ণ) ॥

মন্তব্য ঃ—"স্নাত্বা" মানে স্নানযোগ্য। ইহার ব্যুৎপত্তি পূর্বে দেখান হয়েছে। মন্ত্রস্থ সেই 'স্নাত্বা' পদের অর্থ "প্রস্নেয়াঃ" পদের দ্বারা বলেছেন—প্রপূর্বক স্না ( শৌচে ) ধাতুর উত্তর "অচো যৎ" [ পাঃ ৩।১।৯৭ ] সূত্রে যৎ প্রত্যয় করে "ঈদ্যতি" [ পাঃ ৬।৪।৬৫ ] সূত্রে 'স্না' ধাতুর আকার-

স্থানে ঈকার করে, "সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ" [ পাঃ ৭।৩।৮৪ ] সূত্রে ঈকারের গুণ একার করে "প্রস্নেয়" সিদ্ধ হয়। তাহার অর্থ স্নানযোগ্য। যে হ্রদে প্রচুর জল থাকে, যাহা স্নানযোগ্য ও অগাধ এইরূপ স্নানার্হ হ্রদ সদৃশ 'একে' কেহ কেহ "প্রস্নেয়াঃ" অর্থাৎ অগাধপ্রজ্ঞাসম্পন্ন। এইরূপ অর্থ উক্ত বাক্যের ॥ (ণ) ॥

এরপর নিরুক্তকার হ্রদ শব্দের অর্থ করবার জন্য বলছেন—"হ্রদো হ্রাদতেঃ শব্দ কর্মণঃ" ॥ (ত) ॥

হ্রদঃ [ 'হ্রদ' এই শব্দটি ] শব্দকর্মণঃ [ শব্দ করা অর্থে ] হ্রাদতেঃ [ হ্রাদ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ॥ (ত) ॥

অনুবাদ ঃ—'হ্রদ' এই শব্দটি শব্দ করা অর্থে হ্রাদ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ॥ (ত) ॥

মন্তব্য ঃ—'হ্রাদ' অব্যক্তে শব্দে, এইরূপ একটি ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী হ্রাদ ধাতু আছে। যার রূপ হয় হ্রাদতে। হ্রাদতে অর্থাৎ অব্যক্ত শব্দ করে এইরূপ অর্থে হ্রাদ ধাতুর উত্তর "নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ" [ পাঃ ৩।১।১৩৪ ] এই সূত্রানুসারে 'অচ্' প্রত্যয় হয়েছে। বহুলকাধিকার-বশত "হ্রাদ" ধাতুর আকারের হ্রস্ব করে হ্রদ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। জানাও যায়—যে বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হলে হ্রদের জল অব্যক্ত শব্দ করে ॥ (ত) ॥

আর একপ্রকারে হ্রদ শব্দের নির্বচন করছেন—'হ্লাদতের্বাস্যাচ্ছীতী-ভাবকর্মণঃ" ॥ (থ) ॥

হ্রদঃ [ হ্রদ এই শব্দটি ] বা [ অথবা ] শীতীভাবকর্মণঃ [ শীতল হওয়া—এই অর্থে ] হ্লাদতেঃ [ হ্লাদধাতু থেকে ] স্যাৎ [ নিষ্পন্ন হতে পারে ] ॥ (থ) ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা 'হ্রদ' শব্দটি শীতল হওয়া অর্থে হ্লাদ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হতে পারে ॥ (থ) ॥

মন্তব্য ঃ—হ্লাদী সুখে চ অর্থাৎ হ্লাদ ধাতু অব্যক্ত শব্দ করা ও সুখী বা আহ্লাদিত হওয়া অর্থে ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী। সেই হ্লাদ ধাতুর উত্তর 'পচাদ্যচ্' করে পৃষোদরাদিত্ববশত ল এর স্থানে র্ করে, বাহুলকাধিকারবশত, আকারের হ্রস্ব করে 'হ্রদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ইহা

বলতে চান নিরুক্তকার। "হলাদ" ধাতুর অর্থ সুখী হয় অথচ নিরুক্তকার বললেন "শীতীভাবকর্মণঃ" অর্থাৎ "অশীতের শীতীর্ভাব" এইরূপ অর্থে শীত শব্দের উত্তর চিবঃ প্রত্যয় [ "কৃভ্বস্তিযোগে সম্পদ্যকর্তরি চিবঃ" ( পাঃ ৫।৪।৫০ ) ]। যাহা শীতল ছিল না পূর্বে পরে শীতল হয় এইরূপ অর্থই "শীতীভাব" শব্দের অর্থ। এই অর্থ হ্রদে সঙ্গত হয় না। কারণ হ্রদ পূর্বে অশীতল ছিল সম্প্রতি শীতল হয়েছে—এমন নয়। তাছাড়া পাণিনির ধাতু পাঠে সুখ অর্থাৎ সুখী হওয়া অর্থে হলাদ ধাতুর কথা বলা হয়েছে : শীতীভাব অর্থ বলা হয় নাই। সুতরাং এখানে সুখী হওয়া এই অর্থে হলাদ ধাতু পাঠে থাকলেও অন্তভূর্ত ণিজর্থে ধাতুটিকে গ্রহণ করতে হবে। তাতে অর্থ হবে যে অপরকে সুখী করে। এইরূপ তাৎপর্যে শীতীভাবেরও অর্থ অন্তভূর্ত ণিজর্থে বুঝতে হবে অর্থাৎ যাহা অপরকে শীতীভূত করে। যে প্রাণিগণ অশীতল ছিল, হ্রদে এসে অবগাহন করলে হ্রদ তাদের শীতল করে। এইরূপ অর্থগ্রহণ না করলে অর্থের অসঙ্গতি হয়ে যাবে ॥ (থ) ॥

অথ অপি [ আর ] [ ত্বৎ ইতি নিপাতঃ ] [ ত্বৎ এই একটি নিপাত ] সমুচ্চয়ার্থে [ সমুচ্চয়ার্থের বোধক ] ভবতি [ হয় ] (দ) ॥

অনুবাদ :—আরও কথা এই যে—'ত্বৎ' এই একটি নিপাত সমুচ্চয়ার্থের বোধক হয় ॥ (দ) ॥

মন্তব্য :—'চ' এই নিপাতটি যেমন সমুচ্চয়ার্থের বোধক, সেইরূপ "ত্বৎ" এই আর একটি নিপাতও সমুচ্চয়ার্থের বোধক—এই কথা নিরুক্তকার বলছেন ॥ (দ) ॥

কোথায় 'ত্বৎ' এই নিপাত সমুচ্চয় অর্থের বোধক হয়, তাহার উদাহরণ দিবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"পর্যায় ইব ত্বদাশ্বিনম্, আশ্বিনং চ পর্যায়শ্চেতি" ॥ (ধ) ॥

পর্যায়া ইব ত্বৎ আশ্বিনম্ [ আশ্বিন ও পর্যায়ের সমুচ্চয় ] যথা [ যেমন ] আশ্বিনং চ পর্যায়শ্চেতি [ আশ্বিন এবং পর্যায় ] ॥ (ধ) ॥

অনুবাদ :—আশ্বিন ও পর্যায়ের সমুচ্চয় যেমন আশ্বিন ও পর্যায় ॥ (ধ) ॥

মন্তব্য :—উক্ত নিরুক্তকারের বাক্যের অর্থ অনুবাদাদিতে কিছুই বুঝা

গেল না। এই জন্য উহার বিবরণ করা হচ্ছে। "অতিরাত্র" নামক একটি সোমযাগের সংস্থা আছে অর্থাৎ অতিরাত্র নামক একটি সোমযাগ আছে। সেই যাগে অশ্বিনীদেবতার গুণকথনরূপ শস্ত্র আছে। শস্ত্র মানে গান না করে দেবতার গুণাভিধায়ক যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহাকে শস্ত্র বলে। অতিরাত্রযাগে তিনটি পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে [ বারে ] চারি বার সোমরসপূর্ণ চমস ঋত্বিগ্‌গণের নিকট ঘুরে আসে। ঘুরে আসার সময় এক এক শস্ত্র ও যাজ্যা [ যে মন্ত্র উচ্চারণ করে আহুতি দেওয়া হয় ] পঠিত হয়। পর্যায়ে [ বারে ] হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাকের চমস ঘুরে আসে। এইরূপ আরও দুইটি পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। এই যে চমস ঘুরে আসে তাকে পর্যায় বলে। এখানে "পর্যায়া ইব ত্বদাশ্বিনম্" স্থলে "ত্বৎ" শব্দটি সমুচ্চয়ার্থ বোধক বলে পর্যায়ও আশ্বিনশস্ত্র এইরূপ অর্থ বুঝান হয়েছে। এখানে 'ইব' এই নিপাতটীর কোন অর্থ নাই কিন্তু পাদপূরণে। এই ভাবে আশ্বিন ও পর্যায়ের সমুচ্চয় বলা হল ॥ (ধ) ॥

অথ [ আরম্ভ করা হচ্ছে ] যে [ যারা ] অমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু [ গদ্য গ্রন্থে ] অর্থে প্রবৃত্তে [ অর্থ পরি সমাপ্ত হলে ] বাক্যপূরণাঃ [ বাক্যপূরক ]

মন্তব্যঃ—প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথমখণ্ডে নিরুক্তকার বলে এসেছেন নিপাত তিনপ্রকার। কতকগুলি উপমার্থক। আর কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নানা অর্থের প্রকাশক। আর কতকগুলি পাদপূরক। এখন নিরুক্তকার বলছেন—কতকগুলি বাক্যপূরক নিপাত আছে। তারা আবার কোন কোন স্থলে পাদপূরকও বটে। কোথায় বাক্য পূরক নিপাত প্রযুক্ত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "অমিতাক্ষর গ্রন্থে" অর্থাৎ গদ্যগ্রন্থে। পদ্যে পাদ থাকে এবং পাদে পরিমিত অক্ষর থাকে। এইজন্য মিতাক্ষর অর্থাৎ পরিমিতাক্ষর বেদভাগ হচ্ছে পদ্যভাগ। আর অমিতাক্ষর হচ্ছে গদ্য ভাগ। যেখানে গদ্যগ্রন্থে বাক্যের অর্থ অন্যান্য পদের দ্বারা পরিসমাপ্ত হলে, কতকগুলি নিপাত কেবল বাক্যের পরিপূরক মাত্র হয়, তাদের কোন অর্থ থাকে না; ঐরূপ নিপাতগুলি যখন পদ্যগ্রন্থে প্রযুক্ত হয় তখন তারা পাদপূরক হয়। গদ্যগ্রন্থে বাক্য পূরণ হয়ে যে নিপাতগুলি পদ্যগ্রন্থে পাদপূরক হয়, তারা নিরর্থক কেবল পাদপূরক। তাদের উল্লেখ করেছেন

এখানে কম্, ঈম্, ইং, উ। তবে এই বিষয়ে তাৎপর্য হচ্ছে এই যে সমস্ত শব্দই অর্থপ্রধান। যেখানে নিপাতের অর্থ সম্ভব হয়, সেখানে সেই নিপাতকে অনর্থক বলা যায় না। কিন্তু যেখানে কোনরূপে অর্থের সম্ভাবনা থাকে না, সেইখানেই নিপাতকে বাক্যপূরক বা পাদপূরক বলে গ্রহণ করা হয়। পূর্বে খলু, নূনম্, সীম্, উত, উ এই নিপাতগুলি পাদপূরক বলে বলা হয়েছিল। এখানে পাদপূরকের কথা বলার অভিপ্রায় এই যে, সেইসকল পাদপূরক নিপাতগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ থাকে; কোন কোন স্থলে কেবল পাদপূরক। আর এখানে যে কম, ঈম্ প্রভৃতি চারটি নিপাতের কথা বলা হয়েছে, ইহারা অধিকাংশ স্থলেই পাদপূরক। ইহাই প্রভেদ। সূত্রে "অথ" শব্দটি অধিকারার্থক। অর্থাৎ বাক্যপূরক হয়ে পাদপূরক যে সব নিপাত, তাদের আরম্ভ করা হচ্ছে ॥ (ন)॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের চতুর্থখণ্ডের অনুবাদ।

১৩।৪ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

"অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ [ ঋঃ সং ৮।২।৩৪।২ ] ইত্যেতস্যামৃচি। বৃহস্পতেরার্ষং বিদ্যাসূক্তং নাম। 'অক্ষণ্বন্তঃ, অক্ষিসংযুক্তাঃ, এবমপি সমানেন্দ্রিয়াঃ সমানপৃষ্ঠোদরপাণিপাদাঃ সন্তঃ অপি চ, 'সখায়ঃ সমানখ্যানা সর্বে মনুষ্যাঃ। অথবা সমানেষু শাস্ত্রেষু কৃতশ্রমাঃ। বৈয়াকরণা বৈয়াকরণানামেব সমানখ্যানাঃ নৈরুক্তা এব নৈরুক্তানাম্। 'মনোজবেষু' মনোগম্যেষ্বর্থেষু 'অসমা বভূবুঃ' কেচিদুহাপোহোবধারণবক্তৃত্বসমর্থাঃ, কেচিদমেধসঃ। কথমসামান্যমিতি। যতো দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি "আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব" আদঘ্না এব আদঘ্নাসঃ। আস্যদঘ্নহ্রদ পরিমাণাঃ কেচিৎ প্রজ্ঞয়া, উপকক্ষাস কক্ষসন্নিকৃষ্টদেশতুল্যোদকা ইব হ্রদাঃ। একে প্রজ্ঞয়া হ্রদাঃ 'স্নাত্বা' অক্ষোভ্যাঃ অপরিমেয়জ্ঞানাঃ। দদৃশ্রে দদৃশিরে দৃশ্যন্ত ইতি সমস্তার্থঃ।

অথৈকপদং নিরুক্তম্। "অক্ষি, চষ্টে' পশ্যত্যর্থস্য দৃশ্যতে হ্যনেন। "অনক্তেঃ" ব্যক্ত্যর্থস্য "ইত্যাগ্রায়ণঃ" মন্যতে। বাহ্যমপি চৈতন্যিস্নিবর্চনে ভবতি। "তস্মাদেতে ব্যক্ততরে ইব ভবতঃ" ইতি। যস্মাদিদং নামেতি কিমিতি প্রকৃতমপেক্ষ্য। অথবা যস্মাদেতে তেজোঽবয়বভূয়িষ্ঠে, তস্মাৎ কারণাদিত্যেবংযচ্ছব্দমনবাকৃষ্য বিদ্যমানমবিদ্যমানং চোৎপদ্য তস্মাচ্ছব্দস্য।

সামর্থ্যমূং পাদ্যতে। তথাহি সনিরাকাঙ্ক্ষো ভবতি। সর্বত্র চ সাকাঙ্ক্ষেষু শব্দেষ্বেবং ব্যাখ্যানধর্মো দ্রষ্টব্যঃ। এতে অক্ষিণী ইতরেভ্যোঽঙ্গেভ্যো ব্যক্ততরে স্পষ্টতরে প্রকাশতরে ভবতঃ, অন্ধকারেঽপি হ্যেতে প্রকাশেনৈব নক্তঞ্চরাদীনাং ন তথেতরাণ্যঙ্গানি। এবং ব্রাহ্মণেঽপি অনক্তেরেবাক্ষিণী "ইতি হ বিজ্ঞায়তে"। "কর্ণঃ কৃন্ততে নিকৃত্তদ্বারো ভবতি, ঋচ্ছতেরিত্যাগ্রায়ণঃ" মন্যতে। ব্রাহ্মণমপি চৈতস্মিন্নির্বচনে ভবতি "ঋচ্ছন্তীব খে উদগন্তামিতি হ বিজ্ঞায়তে" ইতি। ঋচ্ছন্তীবৈতৌ কর্ণৌ খেঽভিব্যক্তাঃ সন্তঃ শব্দাঃ এতাবপি চ উদগন্তাং প্রত্যুদ্গচ্ছত ইব গ্রহণায়। বিচার্যমাণে জ্ঞায়তে খে কর্ণাবিতি। 'আস্যমস্যতেঃ" ক্ষেপার্থস্য ক্ষিপ্যতে হ্যেতদাভিমুখ্যেনান্নম্। স্যন্দতে বা স্যাদাঙ্ পূর্বস্যৈব স্রবণার্থস্য, শুষ্কেঽপি হ্যেতদন্ন আগতে স্রবত্যেব শ্লেষ্মাণং, যেন তদাদ্রীকৃতং গ্রসিতুং শক্যতে। "দধ্নং দধ্যতেঃ" স্রবত্যর্থস্য। স্রুততরমিব তদ্ ভবত্যুত্তরস্মাৎ পরিমাণাৎ। "দস্যতের্বা স্যাৎ" ক্ষয়ার্থস্য। "বিদস্ততরং" হ্যুপক্ষীণতরং, তদ্ "ভবতি" উত্তরস্মাৎ পরিমাণাং! প্রস্নেয়াঃ" প্রকর্ষেণ স্নাতুং যেষু যোগ্যম্, অগাধত্বাৎ, তে প্রস্নেয়াঃ স্নানার্হা ইত্যর্থঃ। "হ্রদো হ্রাদতেঃ" শব্দার্থস্য, শব্দং হি অসাবভিহন্যমানঃ করোতি। 'হ্লাদতের্বা স্যাৎ।" শীতীভাবার্থস্য গ্রীষ্মেঽপি হ্যসৌ শীতল এব ভবতি। "অথাপি" অয়মপরো নিপাতঃ "সমুচ্চয়ার্থে ভবতি' একতমঃ ত্বং ইতি। 'পর্যায়াইব ত্বদাশ্বিনম্ [ ঋঃ প্রাতি ১২।১০ ] ইতি। আহ কিমুক্তং ভবতি? উচ্যতে 'আশ্বিনং চ পর্যায়াশ্চেতি' এবং সমুচ্চয়ার্থে ভবতি। 'অথ যে প্রবৃত্তেঽর্থেঽমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু বাক্যপূরণা আগচ্ছন্তি, পদপূরণাস্তে মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি"। ব্যাখ্যাতাঃ ক অপি সংগ্রহার্থীয়াঃ তৎপ্রসঙ্গেন হীত্যেবমাদয়ো অন্যার্থা অপূর্ব্তাঃ। প্রতিজ্ঞাপ্রসক্তানেবাধুনা পদপূরণান্ বক্ষ্যামঃ। তেষাং সামান্যমেব তাবল্লক্ষণমুচ্যতে। তত্রাধিকারার্থোঽয়মথশব্দোঽথ যে প্রবৃত্তে পরিসমাপ্তে অর্থে অন্যৈরেব বাক্যগতৈঃপদৈরমিতাক্ষরেষু গদ্যগ্রন্থেষু বাক্যপূরণা আগচ্ছন্তি পদপূরণার্থাস্তে এব মিতাক্ষরেষু ভবন্তি। উভয়ত্রাপি তু তে অনর্থকা অনর্থান্তরবাচকাঃ, প্রাকৃতাদর্থাৎ ন কিঞ্চিদর্থান্তরং দ্যোতয়ন্তি। পদমেব বাক্যমেব বা পূরয়িতব্যমিত্যয়মেবহি তেষামর্থো নান্যদর্থান্তরম্। উক্তঞ্চ—

"ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতমুপসর্গো বিশেষবৎ।
সত্ত্বাভিধায়কং নাম, নিপাতঃ পাদপূরণঃ ॥" ইতি

কতমে পুনস্তে? "কমীমিদ্বিতি" এতে চত্বারঃ। কম্, ঈম্, ইৎ, উ, ইতি। আহ ননু যে প্রবৃত্তেঽর্থে ইতি পদে তদুপদিষ্টং লক্ষণমত এব বিজ্ঞাস্যামো যেঽমী মিতাক্ষরেষু বাক্যেষু পঠিতাস্তে মিতাক্ষরেষু পদপূরণা ভবিষ্যন্তীতি॥ অথ কিমর্থমেতে বিশেষতঃ কমীমিদবো নির্দিক্ষ্যন্ত ইতি? উচ্যতে—এতে হি প্রায়েণ পদপূরণা এব। অন্যে পুনঃ ইব, ন, চিম্বাদয়োঽর্থবন্তোঽপি অর্থাসম্ভবে সতি পদপূরণা ভবন্তি, লক্ষণং হি তানপিব্যাপ্নোতি। এতে পুনঃ প্রয়েণানর্থকা এবেতিবিশেষতো নির্দিশ্যন্তে অথবা তে প্রায়েণার্থবন্তঃ কদাচিদনর্থকা ইত্যতো বিশেষতো নির্দিশ্যন্তে।

আহ—এবমপি চ উকারো ন নির্দেষ্টব্যঃ। কিং কারণম্? স হি পুরস্তান্নির্দিষ্ট এব [ ১।২।৪ খণ্ডে ] "অথাপি পদপূরণ ইদমু তদু" ইতি। উচ্যতে, সত্যং নির্দিষ্টঃ। প্রাসঙ্গিকস্তু স তস্য নির্দেশোঽয়মেবাস্যোকারস্য পদপূরণত্বে মুখ্যো নির্দেশঃ, স্বপ্রকরণত্বাৎ। তত্র হি অকিঞ্চিৎকর ইতি? ন অকিঞ্চিৎকরঃ। কিংকারণম্? শৃণু যদি হ্যয়মুকারঃ তত্র পূরণত্বেন নোচ্যতে, ইহৈবোচ্যেত, ততঃ পূর্বোক্তস্য বিনিগ্রহার্থীয়স্যায়মপবাদ ইতি গম্যেত। অথাপি তত্রৈব কেবলমস্য পদপূরণত্বমুচ্যতে, নেহ, তথাপি পাদ পূরণেষু পরিসংখ্যায়মানেষু নায়মুক্ত ইতি পদসংখ্যায়া পদপূরণত্বস্য বাধ্যেত। অনিষ্টঞ্চেতৎ। তস্মাদুভয়ত্রাপ্যধীত ইতি।

আহ—নন্বেবং খলু নুনমিত্যেতয়োঃ পদপূরণত্বস্য বাধঃ প্রাপ্ত ইতি। উচ্যতে—নৈবম্। কিংকারণম্? উকারবৎ তৌ হ্যভাবপি। যথৈব হ্যুকারোঽর্থবাংশ্চানর্থকশ্চ, এবং তাবপি। তস্মাদুকারগ্রহণেনাপি তাব প্যত্র গৃহীতৌ দ্রষ্টব্যৌ। ন কেবলমুভাবেব, কিন্তর্হি? অন্যোঽপি তাবন্ত এব সন্তি। তদ্‌যথাঃ—"আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা" ইতি অত্র ঘকারঃ। তেঽপি চাত্রাবরুদ্ধা দ্রষ্টব্যাঃ। উদাহরণমাত্রপ্রদর্শনার্থং হ্যেতাবন্ত এবোদা হৃতাঃ। ত এতে সর্ব এবার্থাসম্ভবে সত্যনর্থকা এব, সম্ভবে ত্বর্থবন্ত ইতি। কিংকারণম্? নহি কস্মিংশ্চিদর্থে তাবৎ সম্ভবতি অনর্থকত্বকল্পনা ন্যায্যা শব্দস্য, অর্থপ্রধানো হি শব্দঃ। স নাকস্মাদভিধেয়েনার্থেন বিনা বাক্যে সংহন্যেত। তস্মাদ্ যাবদ্ গম্য এব তাবদর্থঃ কল্পনীয়ঃ, যৎপুনরে

তদুক্তম্ "বাক্যপূরণাঃ" ইতি অগতিরেষা। তদেতৎ সর্বথাপ্যর্থাসম্ভবে সতি অগতৌ সত্যাং ভবতি। ত এতে প্রায়োবৃত্ত্যা ইব ন চিদ্বাদয়োঽর্থবন্তঃ প্রায়োবৃত্ত্যা চ কমীমিদবোঽনর্থকা ইতি দ্রষ্টব্যম্।

আহ—ননু আদৌ চ মধ্যে চ পূরণানামাগমো দৃষ্টঃ, তদ্যথা "নূনং সা তে" ইতি? অথ কথমুচ্যতে—"যে প্রবৃত্তেঽর্থে আগচ্ছন্তি তে পদপূরণা" ইতি? উচ্যতে—ন হ্যেতদধ্যয়নকালীনমানুপূর্ব্যমক্ষরাণাং পদানাং ব্যাখ্যাকালে নিয়তমস্তি, অর্থপ্রকাশনার্থং নির্বচন-বশেনান্যপদানুপূর্ব্যমুপজায়তে সমাখ্যাকালে। তত্রৈবং সত্যাখ্যাতপদং প্রধানম্, তদনু নাম, তদনূপসর্গাঃ তদনু নিপাতাঃ—ইত্যেতামানুপূর্বীমপেক্ষ্যোতদুক্তম্। তত্র যে প্রবৃত্তেঽর্থে আগচ্ছন্তি, তে পদপূরণা ভবন্তি। এতামানুপূর্বীমপেক্ষ্য পূর্বমাখ্যাতলক্ষণমুক্তম্, তদনু নামলক্ষম্। তস্মাদাদাবপি নিপাতঃ তন্মধ্যে বা অতএব দ্রষ্টব্যঃ। লোকেঽপি হি দত্তানুযোগানাং ব্রাহ্মণানামবস্থান-ক্রমোঽকিঞ্চিৎকর এব ভবতি। মধ্যেঽন্তে বাবস্থিতো যঃ প্রধানঃ সোঽগ্র্য ইত্যুচ্যতে। তস্মাৎ সম্যগেবোক্তং "যে প্রবৃত্তেঽর্থে" ইতি। ব্যত্যয়ং চাধিকৃত্য শ্লোকমুপ্যদাহরন্তি।

"আদিমধ্যান্তলুপ্তানি প্রচ্ছন্নাপিহিতানি চ
ব্রহ্মণঃ পরিগুপ্তার্থংবেদে ব্যবহিতানি চ॥" ॥ ১।৩।৩ ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে চতুর্থখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

## অথ নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে পঞ্চমখণ্ডঃ। ( মূলম্ )

নিষ্টক্ত্রাসশ্চিদিন্নরো ভূরিতোকা বৃকাদিব। বিভ্যস্যন্তো ববাশিরে শিশিরং জীবনায় কম্ ॥ (ক) ॥ শিশিরং জীবনায় ॥(খ)॥ শিশিরং শৃণাতেঃ শম্নাতের্বা ॥ (গ) ॥ এমেনং সৃজতা সুতে ॥(ঘ)॥ আসৃজতৈনং সুতে ॥ (ঙ) ॥ তমিদ্ বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ (চ) ॥ তং বর্ধয়ন্তু নো গিরঃ স্তুতয়ঃ ॥ (ছ) ॥ গিরো গৃণাতেঃ ॥ (জ) ॥ অয়মুতে সমতসি ॥ (ঝ) ॥ অয়ং তে সমতসি ॥ (ঞ) ॥ ইবোঽপি দৃশ্যতে ॥ (ট) ॥ ৫ ॥

ইতি পঞ্চমঃখণ্ডঃ

## বিবৃতি

নিষ্টক্ত্রাসঃ [ বস্ত্রহীন ] ভূরিতোকাঃ [ বহু অপত্যবিশিষ্ট ] চিৎ ইৎ [ কোন অর্থ নাই পদপূরণ ] নরঃ [ মনুষ্যগণ ] বৃকাৎ ইব [ হিমাৎ ] [ বাঘের মত শীত থেকে ] বিভ্যস্যন্তঃ [ অত্যন্ত ভয় পেয়ে ] ববাশিরে [ চীৎকার ] করে শিশিরং [ অল্পশীত বসন্তকাল ] জীবনায় [ বাঁচাবার নিমিত্ত ] কম্ [ পদপূরণ, অর্থনাই ] [ আগচ্ছতি ] [ আসে ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—বস্ত্রহীন বহুঅপত্যবিশিষ্ট মনুষ্যগণ বাঘের মত শীত থেকে অত্যন্ত ভয় পেয়ে চীৎকার করে, বসন্ত আমাদের বাঁচাবার জন্য আসছে ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—৪র্থ খণ্ডে যে বলা হয়েছিল, "কম্ ঈম্ ইৎ উ" এই চারটি নিপাত বাক্যপূরক হয়ে ও পদপূরক হয়। তার মধ্যে 'কম্' নিপাতের পদপূরকত্ব এইমন্ত্রে উদাহরণরূপে বলা হয়েছে। এই মন্ত্রটীর আকরস্থান ব্যাখ্যাকারেরা কেহই বলেন নাই।

নিষ্টক্ত্রাসঃ = ত্বচং ত্রায়তে অর্থাৎ ত্বক্‌কে ত্রাণ করে যে এইরূপ অর্থে ত্বক্+ত্রৈ (পালনে)+ড প্রত্যয় করে 'ত্বক্ত্র' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তার

অর্থ বস্ত্র। তারপর "নির্ [ নাস্তি ] স্বক্তানি যেষাং' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে অথবা "নিষ্ক্রান্তঃ স্বক্তেভ্যঃ" এইরূপ অর্থে "নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা [ বাঃসূ ১৩৩৯ ] সূত্রে সমাস করে, 'নির্' শব্দের র্ স্থানে বিসর্গ, "খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ" [ ৮।৯।১৫ ] সূত্রে বিসর্গ, ক'রে তার স্থানে স করে, ষত্ব এবং ষ্ব এর ষ্টুত্ব করে প্রথমার বহুবচনে বেদে জসের অসুক্ আগম করে "নিষ্টক্তাসঃ" পদ সিদ্ধ হয়। অর্থ হল বস্ত্রহীনগণ।

চিৎ, ইৎ=এই দুইটি নিপাত পদপূরণার্থ। কোন অর্থ নাই।

নরঃ=নৃশব্দের প্রথমার বহুবচন।

ভূরিতোকাঃ=ভূরি ( অর্থাৎ বহু ) তোকানি [ অপত্যানি ] যেষাং তে ভূরিতোকাঃ। মানে বহু অপত্যযুক্ত ব্যক্তিগণ।

"বৃকাৎ ইব"=মন্ত্রে যে "বৃকাৎ ইব" এই দুইটি পদ আছে, তারপর "হিমাৎ" এইরূপ একটি পদ উহ্য করে নিতে হবে।

বিভ্যস্যন্তঃ='ভৃশং পুনঃপনর্বা বিভ্যতি' অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বা অতিশয়, ভয় করে, এই অর্থে "ভী" ধাতুর উত্তর যঙ্ করে তার উত্তর শতৃ প্রত্যয় করে প্রথমার বহুবচনের এইরূপ হয়েছে বৈদিক প্রয়োগে। লৌকিক সংস্কৃতে এর রূপ হবে "বেভীয়মানাঃ"। ববাশিরে=বাশৃ শব্দে দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী বাশ্ ধাতুর লিটের প্রথমপুরুষের বহুবচনে রূপ। লটের অর্থে লিট, অথবা বেদে কালনিয়ম নাই বলে বর্তমানকালেও লিটের প্রয়োগ হয়েছে। অর্থ হল 'চীৎকার করে বলে।"

শিশিরম্—শশ প্লুতগতৌ ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী শশ্ ধাতুর উত্তর 'অজির শিশির শিথিল স্থির স্ফির স্থবির খদিরাঃ" [ উণাদি ১।৫৩ ] সূত্রে কিরচ্ প্রত্যয় করে নিপাতনে সিদ্ধ হয়েছে। এই শব্দটি পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়। "শিশিরোঽস্ত্রিয়াম্" [ অমরকোষ কালবর্গ ]। যদিও "শিশির" শব্দ শীতকালকে বুঝায় তথাপি এই মন্ত্রে অল্প শীত রূপ বসন্তকালকে বুঝাচ্ছে। জীবনায়—বাঁচবার নিমিত্ত। 'আগচ্ছতি' এইরূপ একটি ক্রিয়ার অধ্যাহার করতে হবে। এই মন্ত্রের শেষে যে 'কম্' পদটি আছে তাহা পদপূরণার্থ নিপাত।

এই মন্ত্রের সংক্ষেপে অর্থ এই যে দরিদ্র বস্ত্রহীন অথচ বহু অপত্য বিশিষ্ট মানুষেরা শীতকালে বাঘের মত শীত থেকে অতিশয় ভীত হয়ে

চীৎকার করে বলে—আমাদের বাঁচবার নিমিত্ত বসন্তকাল আসছে ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—বসন্তকাল [ আমাদের ] বাঁচবার নিমিত্ত আসছে ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—স্পষ্ট ।। (খ) ॥

শিশিরম্ [ শিশির এই শব্দটি ] শৃণাতেঃ [ শৃ হিংসায়াম্ শৄধাতু থেকে ] বা [ অথবা ] শম্নাতেঃ [ হিংসার্থক শম ধাতু থেকে ] [ নিষ্পন্নম্ ] [ নিষ্পন্ন হয়েছে ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—'শিশির' এই শব্দটি হিংসার্থক শৄধাতু থেকে অথবা হিংসার্থক শম্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—সিদ্ধান্তকৌমুদীতে উণাদি প্রকরণে শশ্ প্লুতগতৌ শশ ধাতু থেকে "শিশির" শব্দের নিপাতনে সিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে নিরুক্তকার হিংসার্থক শৄধাতু ] ক্র্যাদিগণীয় ] থেকে শিশির শব্দের ব্যুৎপত্তি বলেছেন। তাহলে—শৄ ধাতুর উত্তর সেই [ উঃ ৫৩ ] কিরচ্ প্রত্যয় করে শিশির শব্দ সিদ্ধ করতে হবে। সুতরাং অর্থ হবে যে কালে হিংসা অনুষ্ঠিত হয়। বসন্তকালে দাবাগ্নি তৃণ, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতিকে দগ্ধ করে সুতরাং বসন্ত কালে হিংসা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর নিরুক্তকার ক্র্যাদিগণীয় হিংসার্থক শমধাতু থেকে শিশির শব্দের ব্যুৎপত্তি বলেছেন। কিন্তু পাণিনির ধাতু পাঠে "শম আলোচনে" এইরূপ চুরাদিগণীয় এক শমধাতু আছে। আর 'শমু উপশমে' দিবাদিগণীয় এক শম ধাতু আছে। আর শমো অদর্শনে ভ্বাদিগণীয় এক শম ধাতু আছে। ক্র্যাদিগণীয় হিংসার্থক শম্ধাতু পাণিনি ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্যান্য ব্যাকরণেও নাই। এখানে নিরুক্তকার হিংসার্থক শম্ ধাতুর কথা বলেছেন। তার রূপ হবে "শম্নাতি" ইত্যাদি। সেই শম্ ধাতুর উত্তর কিরচ্ প্রত্যয় করে অগত্যা 'শ' এর অকারস্থানে ইকার 'ম' স্থানে 'শ্' করে শিশিরশব্দ সিদ্ধ হয় ইহাই নিরুক্তকারের মত বলে বলতে হবে ॥ (গ) ॥

এখন 'ঈ' নিপাতের পদপূরণের উদাহরণ বলছেন 'এমেনং সৃজতা সুতে ॥ (ঘ) ॥

সুতে [ সোম অভিষুত হলে অর্থাৎ সোমরস নিষ্কাশিত হলে [ এনং

[ এই সোমরসকে ] ইন্দ্রায় [ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ] আসৃজতা [ উৎসর্গ কর ] ঈম্ [ পাদ পূরণার্থে কোন অর্থ নাই ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—সোমরস নিষ্কাশিত হলে এই সোম রসকে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কর ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"এমেনং সৃজতা সুতে মন্দি-মিন্দ্রায় মন্দিনে। চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে।" [ ঋ সং ১।৯।১৭।২ ]।" ইহার অর্থ এইরূপ [ প্রথমে অন্বয় এইরূপ—"হে অধ্বর্যবঃ! সুতে মন্দিম্ চক্রিম্ এনং মন্দিনে বিশ্বানি চক্রয়ে ইন্দ্রায় আসৃজতা ঈম্।" ] অর্থাৎ "হে অধ্বর্যুগণ! সোমরস নিষ্কাশিত হলে সমস্ত কর্ম নিষ্পাদনশীল, হর্ষযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হর্ষহেতু সাধুকরণশীল, এই সোম উৎসর্গ কর।"

এই মন্ত্রে "এমেনং" অংশটির আ, ঈম্ এনং এইরূপ ছেদ বুঝতে হবে। তার মধ্যে 'আ' কে নিয়ে 'সৃজতা'র পূর্বে বসিয়ে "আসৃজতা' করতে হবে। আসৃজতা" মানে 'আ' সম্যগ্‌ভাবে 'সৃজত' উৎসর্গ কর। শেষে 'আকারটি' বেদের নিয়মে দীর্ঘ হয়েছে। অর্থ 'সৃজত'ই। আর 'ঈম্' এই নিপাতনটি এই মন্ত্রে কেবল পাদপূরণে প্রযুক্ত হয়েছে, এখানে কোন অর্থ নাই ॥ (ঘ) ॥

উক্তমন্ত্রে 'ঈম্' শব্দ পাদপূরণার্থে প্রযুক্ত হয়েছে ইহা বুঝাবার জন্য উক্তমন্ত্রের একটি পাদের অর্থ বলছেন নিরুক্তকার "আসৃজতৈনং সুতে" । (ঙ) ॥

সুতে [ সোমরস নিষ্কাশিত হলে ] এনম্ [ এই সোমরসকে ] আসৃজতা [ সম্যগ্ ভাবে ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ) উৎসর্গ কর ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—সোমরস নিষ্কাশিত হলে এই সোমরসকে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সম্যগ্‌ভাবে উৎসর্গ কর ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—স্পষ্ট ॥ (ঙ) ॥

এখন নিরুক্তকার 'ইং' এই নিপাতটি যে পাদপূরণ হয় তার উদাহরণ দিবার জন্য বলছেন—"তমিদ্‌বর্ধন্তু নো গিরঃ" ॥ (চ) ॥

নঃ [ আমাদের ] গিরঃ [ স্তুতিবাক্যসকল ] তং [ সেই সোমকে ] বর্ধন্তু [ বৃদ্ধি প্রাপ্ত করুক ] ইং [ কোন অর্থ নাই, পাদ পূরণ ] ॥ (চ)॥

অনুবাদ ঃ—আমাদের স্তুতিবাক্য সকল সেই সোমকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করুক ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"তমিদ্‌ বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সংশিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদংসনিঃ" ॥ [ ঋগ্বেদ ৯।৬১—১৪ ]। ইহার অর্থ এইরূপ,—"দুগ্ধ আকর্ষণ করে রাখে এইরূপ ধেনুসকল যেমন বৎসকে বর্ধিত করে, সেইরূপ আমাদের স্তুতিরূপ বাক্য সকল সোমকে বর্ধিত করুক, যে সোম ইন্দ্রের হৃদয় বদ্ধ করে॥" এখানে—"ইৎ" এই নিপাতটি পাদপূরণার্থে প্রযুক্ত হয়েছে—ইহা দেখাবার জন্য এই মন্ত্রের প্রথমাংশকে নিরুক্তকার উল্লেখ করেছেন। প্রথমাংশেই 'ইৎ' নিপাতটি আছে।

বর্ধন্তু=বৃধু বৃদ্ধৌ ভ্বাদিগণীয় আত্মনেপদী বৃধ্‌ ধাতুটি অকর্মক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। অথচ এই মন্ত্রে "আমাদের স্তুতিবাক্য সোমকে বর্ধিত করুক এইরূপ সকর্মক ধরতে হবে। এই 'বৃধ্‌' ধাতুর মধ্যে ণিচের অর্থ অন্তর্ভূত আছে ইহা ধরে 'বর্ধিতকরুক' এইরূপ অর্থ করতে হবে। পরবর্তি সূত্রেও নিরুক্তকার ইহা বলবেন ॥ (চ) ॥

উপরি কথিত মন্ত্রের অংশকে ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলেছেন—"তং বর্ধয়ন্তু নো গিরঃ স্তুতয়ঃ" ॥ (ছ) ॥

নঃ [ আমাদের ] স্তুতয়ো গিরঃ [ স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ ] তং [ সোমকে ] বর্ধয়ন্তু [ বর্ধিত করুক অর্থাৎ বীর্যবৎ করুক ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—আমাদের স্তুতিরূপ বাক্যসকল সেই সোমকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ বীর্যবৎ করুক ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—'ইৎ' নিপাতটি এখানে ( মন্ত্রে ) কেবল পাদ পূরণার্থক বলে, মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় নিরুক্তকার তার উল্লেখ করেন নাই ॥ (ছ) ॥

গিরঃ [ গির্‌ এই শব্দটি ] গৃণাতেঃ [ গৄ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ ঃ—'গির্‌' এই শব্দটি গৄ শব্দে ক্র্যাদিগণীয় গৄ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—গৄ শব্দে, গৄ ধাতু ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী 'গৃণাতি' এই প্রকার রূপ হয়। ধাতুর অর্থ শব্দ করা অর্থাৎ বলা। আর একটি গৄ নিগরণে

গৄ ধাতু আছে, তাহা তুদাদি। তার রূপ হয়, গিরতি, কখনও কখনও গিলতি। তার অর্থ ভোজন করে। এখানে ক্র্যাদিগণীয় গৄধাতুর অর্থই সঙ্গত, সেই গৄ ধাতুর উত্তর যাহা বলা যায় অর্থে কিপ্ প্রত্যয় করে "ঋত ইদ্ধাতোঃ" [ ৭।২।১০০ ] সূত্রে দীর্ঘ ঋ স্থানে ইৎ করে সিদ্ধ হয়েছে 'গির্' শব্দ ।। (জ) ।।

'উ' এই নিপাতটি যে পাদপূরণ করে, এখন তার উদাহরণ দিবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"অয়মু তে সমতসি" ।। (ঝ) ।।

অয়ম্ [ এই ( সোম ) ] উ [ পাদপূরণার্থে ] তে [ তোমার উদ্দেশ্যে ], সমতসি ( যার জন্য তুমি ) সতত ধাবিত হও ] ।। (ঝ) ।।

অনুবাদ ঃ—[ হে ইন্দ্র ] এই তোমার [ তোমার উদ্দেশ্যে ] সোম যার জন্য তুমি সতত ধাবিত হও ।। (ঝ) ।।

মন্তব্য ঃ—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্ বর্চস্তচ্চিন্ন ওহসে ।।" [ ঋগ্বেদ ১।৩০।৪ ] ইহার অর্থ এইরূপ—"হে ইন্দ্র ! কপোত যেমন তার ডিমের আশ্রয় নীড়স্থানে বার বার ধাবিত হয়, সেইরূপ যে সোমের জন্য তুমি সতত ধাবিত হও, সেই এই সোম তোমার উদ্দেশ্যে [ আমাদের কর্তৃক প্রদত্ত হল ] আমাদিগকে মুক্ত কর, আমাদের এই স্তুতিরূপ বাক্যের সম্বন্ধে তুমি বিতর্ক করো না ।।"

এই মন্ত্রের প্রথমাংশে [ অয়মু তে সমতসি ] 'উ' এই নিপাতটি পাদ-পূরণার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ইহার কোন অর্থ এখানে নাই। ঋত্বিগ্‌গণ ইন্দ্রকে সম্বোধন করে বলছেন—এই মন্ত্রে। অয়ম্=এই সোম।

তে=তোমার [ ইন্দ্রের ] উদ্দেশ্যে।

সমতসি=সম্+অত সাতত্যগমনে অত্ ধাতু+লট্ সিপ্ ।। (ঝ) ।।

উক্ত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"অয়ং তে সমতসি" ।। (ঞ) ।।

অয়ম্ [ এই ( সোম ) ] তে [ তোমার ( তোমার উদ্দেশ্যে ) ] সমতসি [ যার জন্য তুমি সতত ধাবিত হও ] ।। (ঞ) ।।

অনুবাদ ঃ—যে সোমের জন্য তুমি [ ইন্দ্র ] সতত ধাবিত হও, সেই এই সোম তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হল ।। (ঞ) ।।

পাদপূরণার্থে 'ইব' নিপাতের উদাহরণ বলছেন—"ইবোঽপি দৃশ্যতে" ॥ (ট) ॥

ইব অপি [ ইব' এই নিপাতটিও ] দৃশ্যতে [ কখনও কখনও নিরর্থক বাক্য পূরক বা পাদপূরকরূপে দৃষ্ট হয় ] ॥ (ট) ॥

অনুবাদ :—'ইব' এই নিপাতটিও কখনও কখনও বাক্যপূরক বা পাদপূরক রূপে দৃষ্ট হয় ॥ (ট) ॥

মন্তব্য :—'ইব' এই নিপাতের অনেক সময় কোন অর্থ নাই—ইহা দেখা যায়। গদ্যে 'ইব' শব্দটি নিরর্থক হলে উহা [ ইব শব্দ ] বাক্যপূরণরূপে ব্যবহৃত হয় ], আর পদ্যে পাদপূরণরূপে প্রযুক্ত হয় ॥ (ট) ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে পঞ্চম খণ্ডঃ।

———

১৩।৫ দুর্গাদাযবৃত্তি

অধুনা এবমেতানুদাহৃতানু কমীমিদুনু সমাসতঃ প্রত্যেকমুদ্যাহরণৈ দর্শয়তি—"শিশিরং জীবনায় কম্"—ইত্যত্র কমিত্যেষ পাদপূরণঃ। শিশিরং জীবনায় জীবনার্থমিত্যর্থঃ। তত্র হি প্রায়েণ প্রচুরাণি শরদ্ধান্যানি ভবন্তি। কমিতি পাদপূরণ এব। "মৃঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কম্ ।" ইতি [ ঋঃ সং ৮।৮।১৯।১ ]। অত্র সায়ণঃ—কিমর্থম্? 'জীবনায় কম্' জীবনার্থমিহলোকে চিরকালাবস্থানার্থমিত্যর্থঃ। কমিতি পূরকঃ।'—ইতু। শাখান্তরেষু শেষো দ্রষ্টব্যঃ।

কেচিদেবং কৃতশেষমত্রাধীয়তে—

নিষ্টৰক্তাসশ্চিদিন্নরো ভূরিতোকা বৃকাদিব।
বিভ্যস্যন্তো ববাশিরে শিশিরঞ্জীবনায় কম্ ॥" ইতি।

নিষ্টৰক্তা ইব 'নিষ্টৰক্তাসঃ' নির্বসনা ইত্যর্থঃ। অপিচ—'ভূরিতোকা' বহুপত্যা ইত্যর্থঃ। কে পুনস্তে? দরিদ্রাঃ, 'কেচিন্নরো' মনুষ্যা ইত্যর্থঃ। কিং তেষামিতি। "বৃকাদিব বিভ্যস্যন্তঃ" পুনঃপুনভূশং বা বিভ্যতো বৃকাদিব হিমাৎ "ববাশিরে" পুনঃপুনভৃশং বা বাশ্যন্তে। কিমিতি ববাশিরে? শিশিরম্। অস্মাকং জীবনায় জীবনার্থ

মাগচ্ছতি,—ইত্যেবং হেমন্তে ববাশিরে। অল্পতরশীতং হি শিশিরং, সুখং তত্র জীবিষ্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ।

নিগমপ্রসক্তস্য শিশিরশব্দস্য নির্বচনম্—"শিশিরং শৃণাতেঃ" হিংসার্থস্য "শম্নাতের্বা" হিংসার্থস্যৈব, নার্থকৃতো বিশেষঃ। হিনস্তি তস্মিন্ কালে অপ্রতিবধ্যমানো অতিশয়েন দাবাগ্নিঃ শুষ্কানোষধিবনস্পতীন্। ঈমিত্যস্যোদা-হরণম্—"এমেনংসৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে। চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে॥" [ ঋঃ সং ১।১।১৭।২ ]। ঐন্দ্র্যেষা গায়ত্রী। মধুচ্ছন্দস আর্ষম্। পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবস্তোমবৃদ্ধৌ প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ শস্ত্রে মহাব্রতে চ তৃচাশীতিষু বিনিযুক্তা। 'আসৃজতৈনম্' আভিমুখ্যেন সৃজত। 'ঈম্' ইতি পাদপূরণ এব। দস্তোকৃথপাত্রেণ চমসৈশ্চ সোমং হে অধ্বর্যব! কিমাসৃজত। মন্দিং মন্দয়িতারম্। 'মন্দিনে' ইন্দ্রায় হর্ষবতে। 'চক্রিং' চকনবন্তং ক্রমণবন্তং বা। অপি বা হবির্ধানশকটবক্ত্রাভ্যাং চক্রবন্তমপি। চক্রদিতি কর্মনাম (পূর্বভাগে)। অতিবিশিষ্টবীর্যজনকৈঃ সংস্কার কর্মস্তিদ্বন্তং 'বিশ্বানি' সর্বাণি ভূতানি বা। 'চক্রয়ে' কৃতবতে ইন্দ্রায়। সোমঃ প্রত্যক্ষঃ, দাতারশ্চ, পরোক্ষা ত্বিন্দ্রস্য স্তুতিঃ। "অথাপি প্রত্যক্ষকৃতাঃ স্তোতারো ভবন্তি, পরোক্ষকৃতানি স্তোতব্যানি।" ইতি বক্ষ্যতি।

"তমিদ্ বর্ধন্তু নো গিরঃ" ইতি। ইদিত্যস্যোদাহরণম্। "তমিদ্ বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সংশিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদং সনিঃ॥" [ ঋঃ সং ৭।১।২০।৫ ]। অমহীয়োরাঙ্গিরসস্যেয়মার্ষম্। গায়ত্রী, সৌমী, গ্রাবস্তুতো বিনিযুক্তা। 'তম্' 'বর্ধয়ন্তু নঃ' তং সোমম্। 'ইৎ' ইতি পাদপূরণঃ। বর্ধয়ন্তুপজাতবীর্যং কুর্বন্তু। দেবতৃপ্তয়ে। নঃ এতাঃ অস্মদ্ 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ। কথং পুনর্বর্ধয়ন্তু? 'বৎসং সংশিশ্বরীরিব'। বৎসমিব, একশিশুকা বহ্ব্যো গাবঃ, তা যথা পর্যায়েণ বৎসমেকং মৃতবৎসাঃ স্বৈঃ স্বৈঃ পয়োভির্বহনাদিসমর্থং কুর্যুঃ। এবমেবাস্মাভিঃ এতং সোমমুপজাতবীর্যং দেবতর্পণায় কুর্বন্তু বর্ধয়ন্তু, কতমঃ! 'যঃ' "ইন্দ্রস্য' 'হৃদং সনিঃ' হৃদয়সম্ভক্তা, তমেনং বর্ধয়ন্তু ইত্যভিপ্রায়ঃ।

আহ—কস্মাৎ পুনরত্র কেচিদুদাহরণমন্ত্রা অশেষাঃ পঠ্যন্তে নিরুচ্যন্তে, কেষাঞ্চিদেকদেশাঃ? ইতি। উচ্যতে—যে তাবদশেষাঃ পঠ্যন্তে নিরুচ্যন্তে চ,

ত্তে ব্যাখ্যাধর্মোপদেশনার্থম্। যদি পুনঃ সর্ব এব পঠ্যেরন্ নিরুচ্যেরংশ্চ, অতিগুরুশাস্ত্রং সম্পদ্যেত। অথাপি সর্বেষামপ্যুদাহরণমন্ত্রাণামেকদেশঃ পঠ্যেত নিরুচ্যেত চ, তথাপি ব্যাখ্যাধর্মো ন প্রদর্শিতঃ স্যাৎ। তস্মাদ্ ব্যাখ্যাধর্মোপদেশনার্থং কৌচিদশেষাঃ পঠ্যন্তে' নিরুচ্যন্তে চ কেষাঞ্চিদেক-দেশাঃ, শাখাতিগৌরবভয়াৎ, ইতি প্রতিমন্ত্রমপি সকলার্থচর্পাদাধ্যয়নে শক্যতে প্রয়োজনমন্বেষ্টুম্। তদেতৎসমাসেন ব্রূমঃ। যস্মিন্ যস্মিন্ মন্ত্রে যদ্ যৎপদমেকার্থমনেকার্থমনবগতসংস্কারং বা নির্ব্রবীতি, কিঞ্চিদ্বান্য-চ্ছন্দরূপমধ্যাহরতি অন্যদ্বাপোহতি, অন্যথা বা কিঞ্চিদ্বিপরিণামং করোতি, সন্দিগ্ধং বা নির্ণয়তি তদর্থমেব তং সকলমধীতে। যস্মিন্ বার্ধর্চে পাদে তাবৎ পদং ভবতি, যদভিমতং যদভিমতং নির্বক্তুং তাবন্মাত্রমেবাধীতে। তন্নির্বিবক্ষয়া তদেতদেবং নিপুণমন্বেষ্টব্যং সর্বত্র।

উকারস্যোদাহরণম্ "অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥ [ ঋঃ সং ১।২।২৮।৪ ]। শুনঃশেফো নিযুক্ত আত্মানং মোচয়িতুমিচ্ছন্নেতয়া গায়ত্র্যা ইন্দ্রং তুষ্টাব। 'অয়ম্' ইতি বর্তমানঃ সন্ কর্মণি নির্বিৎসন্নাহ। 'তে' তব যুষ্মদর্থং সোমঃ যং প্রতি নিত্যকালমেব 'সমতসি' সম্পতসি। ত্বং তাসু ক্রিয়াসু আহূয়মানঃ সমতসি সম্পতসি। কথং পুনর্যং প্রতি সমতসি ? 'কপোত ইব' কম্পতনঃ কপোতঃ, কুৎসিত-পতনঃ, স যথা 'গর্ভধিং' গর্ভধানীং কপোতিকাম্, অণ্ডাশ্রয়ং বা নীড়ং প্রতি পুনঃ পুনঃ পততি, এবং যং প্রতি নিত্যকালমেব সম্পতসি ত্বম্ স এবায় মভিষুতঃ সোমঃ, এভির্ঋত্বিগ্ভিঃ। অথ কিমস্মাভিঃ করিষ্যসি ? মোচয় অস্মান্। কিং বা 'বচঃ' এবেদং নঃ স্তুতিলক্ষণং 'নোহসে' ন বিতর্কয়সি বোরূয়মাণানাম্ ? কেনাপ্যভিপ্রায়েণ বয়মেতদ্ ব্রূমঃ, কৈর্বা যুষ্মদ্গুণৈ-র্নযুক্তমেতদিতি, যতো ন মোচয়স্যস্মানতো যূপাৎ। শ্রুত্বৈতদববুধ্যার্থ-মার্তামস্মাকমবধার্যকারুণ্যান্মোচয়াস্মান্ কিং তেঽস্মাভিরয়মেবতেঽস্মত্তঃ প্রতি বিশিষ্টতরঃ সোমোঽভিষুত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

'ইবোঽপি দৃশ্যতে।' কদাচিদনর্থক ইতি বাক্যশেষঃ ॥ ৫ ॥

ইতি নৈঘণ্টুকে কাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে পঞ্চমখণ্ডস্য দুর্গাচার্য-বৃত্তিঃ।

---

# অথ নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে ষষ্ঠখণ্ডস্য। (মূলম্)

সুবিদুরিব সুবিজ্ঞায়েতে ইব ॥ (ক) ॥ অথাপি নেত্যেষ ইদিত্যেতেন সংপ্রযুজ্যতে পরিভয়ে ॥ (খ) ॥ হবির্ভিরেকে স্বরিতঃ সচন্তে সুন্বন্ত একে সবনেষু সোমান্। শচীর্মদন্ত উত দক্ষিণাভির্নে-জ্জিহ্মায়ন্ত্যো নরকং পতাম ॥ ইতি (ঋগ্বেদে খৈলিকসূক্তং ২৪) ॥ (গ) ॥ নরকং ন্যরকং নীচৈর্গমনম্ ॥ (ঘ) ॥ নাস্মিন্ রমণকং স্থানমল্পমপ্যস্তীতি বা ॥ (ঙ) ॥ অথাপি ন চেত্যেষ ইদিত্যেতেন সংপ্রযুজ্যতেঽনুপৃষ্টে ॥ (চ) ॥ ন চেৎ সুরাং পিবন্তি ॥ (ছ) ॥ সুরা সুনোতেঃ ॥ (জ) ॥ এবমুচ্চাবচেষু নিপতন্তি ত উপেক্ষিতব্যাঃ ॥ (ঝ) ॥ ইতি ষষ্ঠখণ্ডঃ, সমাপ্তশ্চ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদঃ ॥ ৩ ॥

## বিবৃতি

'ইব' এই নিপাতটি যে বাক্যপূরণার্থে ব্যবহৃত বলা হয়েছিল, তার বাক্য পূরকার্থে উদাহরণ বলছেন—"সুবিদুরিব সুবিজ্ঞায়েতে ইব" ॥ (ক) ॥

সুবিদুঃ ইব [ উত্তমরূপে জেনেছিল ] সুবিজ্ঞায়েতে ইব [ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হয়েছিল ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—সুবিদুরিব [ ভাল করে জেনেছিল ] সুবিজ্ঞায়েতে ইব [ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হয়েছিল ] [ এই দুই স্থলে অনর্থক ইব পদ বাক্য পূরক ]॥ (ক ॥

মন্তব্য :—"ন বৈ সুবিদুরিব মনুষ্যা যজ্ঞম্" [ কাঠক সংহিতা ৮।৩ ] "ন বৈ সুবিদুরিব মনুষ্যা নক্ষত্রং মীমাংসন্ত ইব" [ কাঠকসংহিতা ৮।১০ ] "তস্মাৎ পুরুষশ্চাশ্বশ্চ নক্তং প্রত্যঞ্চৌ ন সুবিজ্ঞায়েতে ইব" [ কাঠক

সংহিতা ৬।২ ]" ( এই তিনটি অংশ আকরস্থান সহিত অমরেশ্বর ঠাকুরের গ্রন্থ থেকে গৃহীত )।

ঐ তিনটি বাক্যের যথাক্রমে অর্থ—"মনুষ্যেরা উত্তমরূপে যজ্ঞ জানতে পারে নাই" "ব্রাহ্মণগণ বিচার করেও উত্তমরূপে নক্ষত্রের স্বরূপ জানতে পারেন নাই" "সেই হেতু রাত্রিকালে পশ্চিমদিক্‌স্থিত পুরুষ ও অশ্ব সুবিজ্ঞাত হয় নাই"।

এখানে প্রথম দুইটি বেদ বাক্যের 'সুবিদুরিব' এই অংশটি এবং তৃতীয় বেদবাক্যের "সুবিজ্ঞায়েতে ইব" এই অংশটি একত্র করে নিরুক্তকার 'ইব' নিপাত যে বাক্য পূরক হয়েছে এখানে তাহাই দেখিয়েছেন। এই 'ইব' পদের এখানে কোন অর্থ নাই কেবল বাক্য পূরক। তিনস্থানেই ইহা বাক্য পূরক ॥ (ক) ॥

অথ অপি [ আর ] ন ইতি এষঃ [ 'ন' এই নিপাতটি ] 'ইৎ' ইতি এতেন [ 'ইৎ' এই নিপাতের সহিত ] পরিভয়ে [ সর্বপ্রকারের ভয় অর্থে ] সংপ্রযুজ্যতে [ সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—আর 'ন' এই নিপাতটি—'ইৎ' এই নিপাতের সহিত সর্ব-প্রকারের ভয় অর্থে—সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—'ন' ও 'ইৎ' এই দুইটি নিপাত সংযুক্ত হয়ে 'নেৎ' নিপাত গঠিত করে। সর্বপ্রকার ভয় বুঝাতে "নেৎ" প্রযুক্ত হয় ॥ (খ) ॥

'ন' ও 'ইৎ' সংযুক্ত হয়ে [ নেৎ রূপে ] যে পরিভয় অর্থ বুঝায় তার উদাহরণ দিবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"হবির্ভিরেকে স্বরিতঃ সচন্তে সুন্বন্ত একে সবনেষু সোমান্। শচীর্মদন্ত উত দক্ষিণাভির্নেজ্জিহ্মায়ন্ত্যো নরকং পতাম॥ [ ঋগ্বেদ খৈলিকসূক্ত ২৪ ( অমরেশ্বরঠাকুরের গ্রন্থ থেকে গৃহীত ) ] ॥ (গ) ॥

একে [ কেহ কেহ ] হবির্ভিঃ [ পুরোডাশ প্রভৃতি হবিঃ প্রদান করে (যজ্ঞে) ] ইতঃ [ এই মনুষ্যলোক থেকে ] স্বঃ [ স্বর্গে ] সচন্তে [ গমন করে ], একে [ কেহ কেহ ] সবনেষু [ সোমযাগের প্রাতঃসবনাদি সবনত্রয়ে ] সোমান্ [ সোম ] সুন্বন্তঃ [ অভিষব অর্থাৎ রসনিষ্কাশিত করে ] স্বঃ সচন্তে [ স্বর্গে গমন করে ] একে [ কেহ কেহ ] শচীঃ [ স্তুতিবাক্যের দ্বারা ] মদন্তঃ

[ দেবগণকে তৃপ্ত করে ] উত [ এবং ] দক্ষিণাভিঃ [দক্ষিণাদান করে] স্ব সচন্তে [ স্বর্গে গমন করে ] বয়ম্ [ আমরা ] জিহ্মায়ন্ত্যঃ [ নিজ নিজ পতির প্রতি কপটাচরণ করে ] নরকম্ [ নরকে ] নেৎ পতাম [ যেন না পড়ি ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :—কেহ কেহ পুরোড়াশাদি হবির্দ্বারা এই মনুষ্যলোক থেকে স্বর্গে গমন করে, কেহ কেহ সোমযাগের সবনত্রয়ে সোমরস নিষ্কাশিত করে স্বর্গে গমন করে। আবার কেহ কেহ স্তুতিবাক্যের দ্বারা দেবতাগণকে তৃপ্ত করে এবং দক্ষিণা প্রদান করে স্বর্গে গমন করে। আমরা নিজ নিজ পতির প্রতি কপটাচরণ করে যেন নরকে না পড়ি ॥ (গ) ॥

মন্তব্য :—উক্ত মন্ত্রের চতুর্থ পাদে 'নেৎ' এই স্থলে 'ন' ও 'ইৎ' এই দুইটি নিপাত সংযুক্ত হয়ে পরিভয় অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভয় বুঝিয়েছে। এইভাবে "নেৎ" অর্থাৎ "ন ও ইৎ" সংযুক্ত নিপাতদ্বয় ভয় বুঝিয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথা :—"সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ্গময়াঞ্চকার তদাসাং পাপ্মানো বিন্যদধাৎ তস্মান্ন জনমিয়ান্নান্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি" [ বৃঃ উঃ ১।৩।১০ ] অর্থাৎ সেই এই প্রাণ দেবতা এই দেবতাগণের পাপরূপ মৃত্যুকে [ অজ্ঞানজনিত বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধবশত বিষয়ে আসক্তিরূপ পাপ ] বিনষ্ট করে যেখানে দিক্ সকলের অন্ত, সেইখানে [ পাপকে ] ফেলে দিলেন, সেইখানে পাপকে স্থাপন করলেন, সেই হেতু সেই দিকের অন্ত অর্থাৎ অন্ত্যজনাধ্যুষিত দেশে এবং অন্ত্যজনের নিকটে যাবে না, পাপরূপ মৃত্যুতে আমরা যেন সম্বন্ধ না হই [ এইরূপ ভয়ে ] ॥

এখানেও এই নিরুক্তে 'নেৎ' পদটি পরিভয় অর্থ বুঝিয়েছে। এই মন্ত্রে নারদ যখন অসুর পত্নীদিগকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছিলেন তখন অসুর পত্নীরা বলছেন—"কেহ কেহ যজ্ঞে হবিঃ প্রদান করে স্বর্গে যায়, কেহ কেহ সবনত্রয়ে সোমরসনিষ্কাশন করে স্বর্গে যায়, কেহ কেহ দেবতাদের স্তুতিদ্বারা দেবতাকে তৃপ্ত করে এবং দক্ষিণাদ্বারা স্বর্গে যায়। আমাদের [ অসুর পত্নীদের ] তো এই সব ধর্ম নাই, আমরা পতিসেবাদ্বারা স্বর্গাদিলাভ করব। আমরা যেন [ ভয়ে ] পতির প্রতি কপটাচরণ করে নরকে পতিত না হই।"

স্ত্রীলোকের প্রতিসেবা থেকে অন্যকোন ধর্ম নাই। পাতিব্রত্যই স্ত্রীলোকের সকল ধর্মের জনক। মন্ত্রের পদগুলির অর্থ করা হচ্ছে—

একে [ কেহ কেহ ] "একে মুখ্যান্যকেবলাঃ" এই অমরকোষানুসারে এখানে "অন্য" অর্থে 'এক' শব্দটির প্রথমার বহুবচনের রূপ।

হবির্ভিঃ=হুদানে হু ধাতুর উত্তর ঔণাদি 'ইস্' প্রত্যয় করে গুণ করে 'হবিস্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়' যাহা যজ্ঞে দেবতাগণকে দান করা হয়, পুরোড়াশাদি।

ইতঃ=এই মনুষ্যলোক থেকে। 'ইদম্' শব্দের পঞ্চমী অর্থে তসি প্রত্যয় করে 'ইতঃ' সিদ্ধ হয়েছে।

স্বঃ='স্বর্' শব্দ স্বর্গার্থক। স্বর প্রভৃতি শব্দ অব্যয়।

সচন্তে=পাণিনির ধাতুপাঠে 'ষচ' সমবায়ে সচ্ ধাতুভ্বাদি উভয়পদী, 'সচ' সেচনে সেবনে ভ্বাদি আত্মনেপদী।

ধাতুর অনেক অর্থ আছে বলে এখানে মন্ত্রের 'সচ্' ধাতুটি গমনার্থক। সুতরাং উহার অর্থ "গমন করেন।"

সুন্বন্তঃ=ষুঞ অভিষবে স্বাদিগণীয় উভয়পদী সু ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করে তার প্রথমার বহুবচনের রূপ। অর্থ অভিষব অর্থাৎ নিষ্কাশন করে।

সবনেষু=সোম যাগে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং অপরাহ্নে তিনবার সোমরস নিষ্কাসন করে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তাকে সবন বলে। সোমরস নিষ্কাসন হয় বলে ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানকে সবন বলে। প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন এবং তৃতীয় সবন। এই তিনটি সবন, সোমযাগের শেষদিন ঐ সবন করা হয়।

সোমান্=সোমলতাকে ক্রয়করে সোমযাগে রসনিষ্কাসনপূর্বক যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। বেদে এই সোমের মাহাত্ম্যবোধক বহুবাক্য আছে।

শচীঃ=শচ্ ব্যক্তায়াং বাচি অর্থাৎ মনুষ্যাদির স্পষ্ট বাক্য অর্থে শচ্ ধাতু ভ্বাদিগণীয়। সেই শচ্ ধাতুর উত্তর শচ্যতে স্তুয়তে অনয়া এইরূপ অর্থে 'ইন্' প্রত্যয় করে, তার স্ত্রীলিঙ্গে 'শচী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তার অর্থ

স্তুতিবাক্য। এখানে মন্ত্রে 'শচী' শব্দের তৃতীয়ার অর্থে দ্বিতীয়া বহুবচন প্রয়োগ বুঝতে হবে। সুতরাং "শচীঃ" মানে স্তুতিবাক্য দ্বারা।

মদন্তঃ = মদী হর্ষে মদ্ ধাতুর উত্তর শতৃ করে প্রথমার বহুবচনের রূপ। যদিও ব্যাকরণে মদীহর্ষে মদ ধাতু দিবাদি তার রূপ হয় মাদ্যতি। সুতরাং শতৃপ্রত্যয়ে "মাদ্যন্তঃ" হয়। তথাপি বৈদিক প্রয়োগে ঐরূপ 'মদন্তঃ' হয়েছে। মদ্ ধাতু অকর্মক, হৃষ্ট হওয়া অর্থ। সেই জন্য এখানে 'অন্তর্ভূত ণিজর্থে' মদ ধাতু বুঝতে হবে। অর্থ হচ্ছে তৃপ্ত করে।

উত — একটি নিপাত। এখানে সমুচ্চয়ার্থক।

দক্ষিণাভিঃ — দক্ষিণার দ্বারা [ দক্ষিণাশব্দের ব্যুৎপত্তি এই নিরুক্তে পূর্বে অনেকভাবে বলেছেন।

জিহ্মায়ন্ত্যঃ = 'জিহ্ম' শব্দের অর্থ কুটিল। জিহ্ম ইব আচরতি" এই অর্থে জিহ্ম শব্দের উত্তর — "কর্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চ" [ পাঃ ৩।১।১২ ] এই সূত্রানুসারে ক্যঙ্ প্রত্যয় করে "জিহ্মায়" নামধাতু হল। যদিও ক্যঙ্ প্রত্যয় করলে ক্যঙন্ত নাম ধাতু আত্মনেপদী হয়, তথাপি বেদে শতৃ প্রত্যয় হয়েছে। "জিহ্মায়ৎ" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ করে প্রথমার বহুবচনে "জিহ্মায়ন্ত্যঃ" হয়েছে। অর্থ হল আমরা কুটিলের মত আচরণকারিণী হয়ে।

নরকম্ = নি + ঋ + বুন্ প্রত্যয়। বুন্-এর বু স্থানে অক। ঋ ধাতুর গুণ অর্। এইরূপ করে 'ন্যরক' শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ নীচের দিকে গমন করতে হয় যেখানে। সেই ন্যরক শব্দের পৃষোদরাদিত্ব নিবন্ধন 'য' লোপ করে 'নরক' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে।

পতাম = পত্৯ গতৌ পত্ ধাতুর লট্ উত্তমপুরুষ বহুবচনে রূপ। নিরুক্তে কিছু কিছু ব্যাখ্যা পরে পরে করা হবে (গ)॥

নরকশব্দের নির্বচন করবার জন্য বলছেন—"নরকং ন্যরকং নীচৈ-র্গমনম্ "॥ (ঘ)॥

নরকম্ [ নরক শব্দটি ] ন্যরকম্ [ ন্যরকশব্দের বিপরিণামে হয়েছে ] অস্যার্থ [ ইহার অর্থ ] নীচৈর্গমনম্ [ যেখানে নীচে গমন করা হয় ]॥ (ঘ)॥

অনুবাদ ঃ—নরক শব্দটি ন্যরক শব্দের বিপরিণামে সিদ্ধ হয়েছে, তার অর্থ হলো যেখানে নীচে গমন করা হয় ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—নীচে গমন করা হয় মানে যাহা কেবল দুঃখজনক স্থান, তাহাই নরক ॥ (ঘ) ॥

বা [ অথবা ] অস্মিন্ [ এই স্থানে—অর্থাৎ নরকে ] রমণকম্ [ আনন্দ জনক ] স্থানম্ [ স্থান ] অল্পম্ অপি [ অল্পও ] ন অস্তি [ নাই ] ইতি [ এই হেতু নরকের নরকত্ব ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা এই স্থানে আনন্দজনকস্থান অল্পও নাই, এই হেতু এই নরকের নরকত্ব ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—"নরমণক" শব্দের পৃষোদরাদিত্বনিবন্ধন ম ও ণ এর লোপ করে 'নরক' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। যেখানে রমণক অর্থাৎ আনন্দজনক স্থান নাই তাহা নরক এই অর্থে "নরমণক" শব্দ থেকে নরক শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। ইহা আর একপ্রকার নরক শব্দের নির্বচন ॥ (ঙ) ॥

অথ অপি [ আরও ] ন চ ইতি এষ [ 'ন চ' এই নিপাত সমুদায় ] 'ইৎ' ইতি এতেন [ 'ইৎ' এই নিপাতের সহিত ] সংপ্রযুজ্যতে [ সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ] অনুপৃষ্টে [ প্রশ্নের অনন্তর প্রশ্ন বুঝাতে ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ ঃ—আর, প্রশ্নের অনন্তর প্রশ্ন বুঝাতে 'ন চ' এই নিপাতদ্বয় 'ইৎ' এই নিপাতের সহিক্ত সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—"ন, চ, ইৎ" সংযুক্ত হলে "নচেৎ" হয়। এই 'নচেৎ' রূপ নিপাতসমুদায় পুনঃপ্রশ্ন অর্থাৎ প্রশ্নের পর প্রশ্ন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়—এই কথা নিরুক্তকার বলছেন ॥ (চ) ॥

'নচেৎ' এই সমুদয় নিপাত যে পুনঃ প্রশ্নে ব্যবহৃত হয় তার উদাহরণ দিচ্ছেন নিরুক্তকার—"ন চেৎ সুরাং পিবন্তীতি" ॥ (ছ) ॥

নচেৎ সুরাং পিবন্তি [ সুরা পান করেনা ত ? ] ইতি [ এই বাক্যে ] [ নচেৎ ইতি নিপাতসমাহারঃ অনুপৃষ্টে ] [ 'নচেৎ' এই নিপাত সমুদয় পুনঃপ্রশ্নে ব্যবহৃত হয়েছে ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—"নচেৎ সুরাং পিবন্তি" [ সুরাপান করে না ত ? ] এই বাক্যে নচেৎনিপাতসমষ্টি পুনঃপ্রশ্নে ব্যবহৃত ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—প্রথমে হয়ত কেহ প্রশ্ন করল অপরকে "তে কিং কুর্বন্তি ?" তারা কি করছে ?' এই প্রশ্নে অপর ব্যক্তি উত্তর দিল "তে অবস্থানং কুর্বন্তি" তারা অবস্থান করছে। তখন প্রথম ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করল "কথং নাগচ্ছন্তি, নচেৎ সুরাং পিবন্তি" তারা আসছে না কেন ? সুরাপান করছে না ত ? এইরূপ পুনঃ প্রশ্নে "নচেৎ" প্রযুক্ত হয়েছে ॥ (ছ) ॥

'সুরা' শব্দের নির্বচন করছেন—"সুরা সুনোতেঃ" ॥ (জ) ॥

সুরা [ সুরা শব্দটি ] সুনোতেঃ [ সু ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ ঃ—সুরা শব্দটি সু ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—"সূয়তেঽভিষূয়তে পিষ্টাদিভিরনেকদ্রব্যৈরসৌ" অর্থাৎ পিষ্ট প্রভৃতি অনেকদ্রব্যের দ্বারা যাকে নিষ্কাশিত করা হয়, এইরূপ অর্থে "ষুঞ্অভিষবে, স্বাদিগণীয় উভয়পদী সুধাতুর উত্তর "সুসুধাগৃধিভ্যঃ ক্রন্", [ উণাদি ১৮২ ] এইসূত্রে 'ক্রন্' প্রত্যয় করে কিত্ত্ববশত গুণ না হওয়ায়+স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় করে সুরাশব্দ সিদ্ধ হয়েছে। অর্থ হল যাহা পিষ্ট থেকে, বা গুড় থেকে বা মধু থেকে উৎপাদন করা হয় এইরূপ পৈষ্ট, গৌড়, মাধ্ব মদ্য ] ॥ (জ) ॥

এবম্ [ এইপ্রকারে ] উচ্চাবচেষু [ বহুপ্রকার ] অর্থেষু [ অর্থে ] নিপাতগুলি ] নিপতন্তি [ নিপতিত হয় অর্থাৎ প্রযুক্ত হয় ] তে [ সেইগুলিকে ( সেই নিপাতগুলিকে ) ] উপেক্ষিতব্যাঃ [ নিপাতের লক্ষণশাস্ত্র আলোচনা করে বুঝে নিতে হবে ] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ ঃ—এইপ্রকারে বহুবিধ অর্থে নিপাতগুলি প্রযুক্ত হয়। সেগুলিকে নিপাতের লক্ষণশাস্ত্র আলোচনা করে বুঝে নিতে হবে ॥ (ঝ) ॥

মন্তব্য ঃ—এই ভাবে নিরুক্তকার—প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ থেকে আরম্ভ করে তৃতীয় পাদের সমাপ্তি পর্যন্ত নানাপ্রকার নিপাতের ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে, কতগুলি নিপাতের একটি মাত্র অর্থ আছে। আবার কতকগুলির নানাপ্রকার অর্থ আছে। নিরুক্তকার যে নিপাতগুলির যে যে অর্থ দেখিয়েছেন সেই সকল অর্থ থেকে ভিন্ন আরও অনেক অর্থ—আছে—ইহা নিরুক্তকার বলছেন। এবং যে নিপাতগুলি দেখিয়েছেন সেই নিপাতগুলি থেকে ভিন্ন আরও অসংখ্য নিপাত আছে। সেই নিপাতের

কোথায় কি অর্থ হবে, কোন বাক্যে কিরূপ অর্থ প্রকাশ করবে, তাহা সেইসব বাক্য দেখে নিপাতের যে লক্ষণশাস্ত্রে বলা হয়েছে তাহা আলোচনা করে সেইসব নিপাতের অর্থ নির্ধারণ করতে হবে এই কথা নিরুক্তকার বলে দিলেন এই সূত্রে। সব নিপাতের নির্বচনকরা সম্ভব নয়।

উপেক্ষিতব্যাঃ=উপ+ঈক্ষ্+তব্য+জস্] উপেত্য অর্থাৎ এই নিরুক্ত-গ্রন্থে যে লক্ষণ বলা হয়েছে এবং অর্থনির্বচন করা হয়েছে সেইসব গ্রন্থকে আলোচনা করে "ঈক্ষিতব্যাঃ" বুঝে নিতে হবে। ইহাই "উপেক্ষিতব্যাঃ" পদের অর্থ এখানে। উপেক্ষা করবে এইরূপ অর্থ নয়॥ (ঝ)॥

মূলানুবাদ ॥ ৩ ॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায় তৃতীয়পাদে ষষ্ঠ খণ্ডের মূলানুবাদ তৃতীয়পাদ সমাপ্ত ॥

## ১।৩।৬ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

কিমুদাহরণম্ ? "সুবিদুরিব" "সুবিজ্ঞায়েতে ইব" ইত্যেতে উদাহরণে। সুষ্ঠু বিদুর্যজ্ঞং ব্রাহ্মণা ইতি। ইবোঽনর্থক এব বাক্যপূরণঃ। সুষ্ঠু বিজ্ঞায়েতে যজ্ঞো নক্ষত্রং ব্রাহ্মণৈরিতি। অত্রাপীবোঽনর্থক এব।

ব্যাখ্যাতাঃ পাদপূরণাঃ, নিপাতসমাহারমধুনা দর্শয়তি, তদধিকারা র্থোঽয়ম্ "অথ" শব্দঃ। ইতি সম্ভাবনে। অথায়মেব ঈদিতি কেবলঃ প্রযুজ্যমানঃ পাদপূরণো ভবতি। অপি চায়মেব "ন ইৎ ইত্যেতেন" সংযুক্তঃ প্রযুজ্যতে "পরিভয়ে" অর্থে। সর্বতো ভয়ম্ পরিভয়ম্। কথং প্রয়োগঃ ? "নেজ্জিহ্মায়ন্ত্যো নরকং পতামেতি"। মৃগ্যঃ শেষঃ। কেচিত্ত্বেতং কৃতশেষমত্রাধীয়তে—"হবির্ভিরেকে স্বরিতঃ সচন্তে সুন্বন্ত একে সবনেষু সোমান্। শচীর্মদন্ত উত দক্ষিণাভির্নেজ্জিহ্মায়ন্ত্যো নরকং পতাম" ইতি।

নারদেন কিল বিপ্রলভ্যমানা অসুরপত্ন্যো ভর্তৄন্ প্রতি অমনেন মন্ত্রেণ প্রত্যূচুঃ। 'একে' তাবৎ 'ইতঃ' লোকাৎ 'হবির্ভিঃ' পুরোড়াশাদিভির্নিমিত্ত-ভূতৈঃ 'স্বঃ' 'সচন্তে' স্বর্গং লোকং প্রাপ্নুবন্তি স্ম। অথ 'একে' সবনেষু' 'যজ্ঞেষু সোমান্ 'সুন্বন্তঃ' 'অভিষুন্বন্তঃ' তেন কর্মণা ইত্যর্থঃ। 'শচীর্মদন্তঃ' অন্যে শচ্যা বাচা স্তুতিভিরেকে দেবান্ মাদয়ন্তঃ সন্তর্পয়ন্ত ইত্যর্থঃ।

অপানো 'দক্ষিণাভিঃ' স্বঃ সচস্ব ইত্যেতদেবানুবর্ততে। তবৈবং সতি, তেন তেনাভ্যুদ্যতেষু প্রাণিষু শ্রেয়ঃ প্রতি যদি বয়মেতানপি ভর্তৄন্ সম্যক্ পরিচরেম। অন্যেষাং জপহোমাদীনাং কর্মণামসম্ভবে সতি। "ন ইৎ" বয়মেতেষামপ্যপ "জিহ্মায়ন্ত্যো" জিহ্মমাচরন্ত্যো ভগবন্ "নরকং পতাম" ন হ্যন্যো ভর্তৃপরিচর্যাতঃ স্ত্রিয়াঃ কশ্চন ধর্মোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ।

নরকশব্দং নির্ব্রবীতি, নীচৈরস্মিন্নর্যতে গম্যত ইতি নরকম্। অথবা নাস্ত্যস্মিন্ রমণং রতিকারং স্থানমল্পমপ্যস্তীতি নরকম্। অথাপ্যয়মপরো নিপাতসমাহারো ন চেত্যেষ ইদিত্যেতেনৈব সম্প্রযুক্তঃ প্রযুজ্যতে। কেনচিদনুপৃষ্টে সতি প্রতিবচনং ভবতি। তদ্ যথা কশ্চিৎ কঞ্চিৎ পৃচ্ছতি, 'তিষ্ঠন্তি বৃষলাঃ' ইতি। ততঃ প্রত্যাচষ্টে—"তিষ্ঠন্তি' ইতি। ততো 'যদি তিষ্ঠন্তি কিমর্থং নাগচ্ছন্তি ?" ইতি পুনরনুপৃষ্টে ব্রবীতি 'ন চেৎ সুরাং পিবন্ত্যাগমিষ্যন্তি' ইতি। যদি সুরাং ন পিবন্তীত্যর্থঃ।

অথ 'সুরা' কস্মাৎ ? 'সুনোতেঃ', সা হ্যভিষূয়তে অনৈকৈর্দ্রব্যৈঃ পিষ্টাদিভিঃ।

"এবমুচ্চাবচেষ্বর্থেষু নিপতন্তি ত উপেক্ষিতব্যাঃ" এবমনেন প্রকারেণ উচ্চাবচেষ্বর্থেষু বহুপ্রকারেষু সমাহৃতাশ্চান্যোঽপ্যেবং বহুপ্রকারা নিপতন্তি। প্রযুজ্যমানাস্তে লক্ষণশাস্ত্রমেতচ্চাথ নির্বচনশাস্ত্রমুপেত্যোপগম্য অনুপ্রবেশ্য ঈক্ষিতব্যাঃ কঃ কস্মিন্নর্থে বর্ততে ? ইত্যেবং দ্রষ্টব্যাঃ পরীক্ষ্যা ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

ইতি নৈঘণ্টুককাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে ষষ্ঠখণ্ডস্য দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ, তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ ইতি নিপাতপ্রকরণম্।

---

শ্রীগণেশায় নমঃ

দৈবতকাণ্ড, সপ্তমাধ্যায়, প্রথমপাদ প্রথমখণ্ড

# অথ উত্তর ষট্কম্ দৈবতং কাণ্ডম্ ॥ ৩ ॥

## প্রথমঃ পাদঃ, প্রথমঃ খণ্ডঃ মূলম্

ওঁ ॥ অথাতো দৈবতম্ ॥ (ক) ॥ তদ্ যানি নামানি প্রাধান্যস্তুতীনাং দেবতানাং তদ্দৈবতমিত্যাচক্ষতে ॥ (খ) ॥ সৈষা দেবতোপ-পরীক্ষা ॥(গ)॥ যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে। তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি ॥ (ঘ) ॥ তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ ॥ (ঙ) ॥ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ ॥ (চ) ॥ তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য ॥ (ছ) ॥ ১ ইতি প্রথমখণ্ডঃ

## বিবৃতি

ঐকপদিকপ্রকরণ বলার পর অবসরপ্রাপ্ত তৃতীয় প্রকরণের কথা বলছেন —"অথাতো দৈবতম্" ॥ (ক) ॥

অথ [ অনন্তর ( ঐকপদিকের অনন্তর ) ] অতঃ [ দেবতা ব্যতীত দেবতাপদার্থ যেহেতু সম্যক্ জানতে পারা যায় না—সেইহেতু ] দৈবতম্ [ দৈবত প্রকরণ ] [ ব্যাখ্যাস্যামঃ ] [ ব্যাখ্যা করব ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—দুইকাণ্ড যেহেতু বলা হয়েছে অথবা দেবতাব্যতীত দেবতা পদার্থ যেহেতু সম্যগ্ভাবে জানতে পারা যায় না সেই হেতু [ ঐকভাবিক প্রকরণের ] পর দৈবত প্রকরণ ব্যাখ্যা করব ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—নৈঘণ্টুককাণ্ডে এক অর্থের বোধক অনেক পর্যায় শব্দের কথা বলা হয়েছে। তারপর নৈগম কাণ্ডে এক একটি শব্দের অনেক অর্থ বলা

হয়েছে। এখন অবসর প্রাপ্ত দৈবতকাণ্ড ব্যাখ্যাকরবার জন্য নিরুক্তকার বলেছেন "অথাতো দৈবতম্" এই বাক্যের শেষে ব্যাখ্যাস্যামঃ পদটি উহ্য করে নিতে হবে। সুতরাং সমগ্রসূত্রের অর্থ হবে এই নৈঘণ্টুককাণ্ড ও নৈগমকাণ্ড ক্রমে ক্রমে বলা হয়েছে, এখন অথবা যেহেতু দেবতা সিদ্ধ নাহলে দেবতাপদার্থ সম্যগ্ভাবে জানতে পারা যায় না, সেই হেতু ঐকপদার্থ প্রকরণেরপর দৈবতপ্রকরণ ব্যাখ্যা করব, কারণ দেবতার জ্ঞান সমস্ত পুরুষার্থের হেতু ॥ (ক) ॥

দেবতাপ্রকরণের লক্ষণ প্রদর্শন করবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন— "তদ্যানি নামানি প্রাধান্যস্তুতীনাং দেবতানাং তদ্দৈবতমিত্যাচক্ষতে" ॥ (খ) ॥

তৎ [ তস্মাৎ ( সেইহেতু ) ] প্রাধান্যস্তুতীনাং [ প্রধানভাবে স্তুতি করা হয় যাঁদের ( যে দেবতাদের ) তাঁদের ] দেবতানাং [ দেবতাগণের ] যানি নামানি [ যে সকল নাম ( অগ্নিথেকে আরম্ভ করে দেবপত্নী পর্যন্ত ) ] বর উক্তানি ] [ যেখানে বলা হয়েছে ] তৎ দৈবতম্ [ প্রকরণম্ ] [ তাহা দৈবত প্রকরণ ] ইতি [ ইহা ] আচক্ষতে [ অভিজ্ঞব্যক্তিরা বলে থাকেন ] [ তদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ] [ তাহা ব্যাখ্যাকরব ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—যেহেতু দেবতাজ্ঞান সর্বপুরুষার্থহেতু সেই হেতু, যেখানে প্রধান ভাবে স্তুতি করা হয় যে দেবতাদের সেই দেবতাদের যে নাম গুলি [ অগ্নিথেকে দেবপত্নী পর্যন্ত ] যেখানে উক্ত হয়েছে, তাহা দেবতা প্রকরণ ইহা ( অভিজ্ঞগণ ) বলে থাকেন। [ তাহা ব্যাখ্যাকরব ] ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—"তদ্যানি……আচক্ষতে।" এইবাক্যে প্রথম্ 'তদ্' শব্দটি অব্যয়, পঞ্চমীর লুক্ হয়েছে। সুতরাং "তদ্' মানে 'তস্মাৎ" সেইহেতু, যেহেতু দেবতার প্রকরণ বলা হচ্ছে সেইহেতু। তারপর "যানি নামানি প্রাধান্যস্তুতীনাং দেবতানাং" এই অংশটি এইবাক্যে উদ্দেশ্যবোধক,— "প্রধানভাবে স্তুতি করা হয় যে দেবতাদের তাঁদের যে নাম গুলি" এই 'নামগুলি' উদ্দেশ্য। তারপর দ্বিতীয় 'তদ্' শব্দটি ঐ উদ্দেশ্যভূত নামের অনুবাদক। নামের অনুবাদ করে বিধান করা হচ্ছে এই বাক্যে "দৈবতম্" অর্থাৎ "দৈবত প্রকরণ" সুতরাং উদ্দেশ্য "নামানি" বহুবচন হলেও দ্বিতীয়

তদ্ শব্দটি বিধেয়ের সম্পর্ক হওয়ায় 'একবচনান্ত হলেও কোন ক্ষতি নাই। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সমান লিঙ্গের বা সমানবচনতার নিয়ম নাই।

"তদ্ দৈবতম্" এইখানে "দৈবতম্" পদটি "দৈবত প্রকরণাখে" লক্ষণা। দুর্গাচার্য এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দৈবতপ্রকরণের লক্ষণ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যেন "তদ্যানি" ইত্যাদি বাক্য। ইহা দুর্গচার্যের অভিপ্রায়। মোট কথা এই, যে প্রকরণে প্রধানভাবে দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে সেই প্রকরণে যে "অগ্নি" থেকে আরম্ভ করে "দেবপত্নী" পর্যন্ত নামগুলি আছে সেই নামগুলিই "দৈবতপ্রকরণ" ইহাই এই বাক্যের অর্থ। "প্রাধান্যস্তুতীনাম্" "প্রাধান্যেন স্তুতির্যেষাম্" এইরূপ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে "প্রাধান্যস্তুতীনাং" পদটি "দেবতানাম্" এই পদের অর্থকে বুঝাচ্ছে "তদ্ যানি.........আচক্ষতে" এইবাক্যের শেষে ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই একটি বাক্যাংশ উহ্য করে নিতে হবে। তার মানে হবে সেই যে "দৈবতপ্রকরণ" তার ব্যাখ্যা করব [যাস্কাচার্য নিজে] ॥ (খ) ॥

সা [যা, পূর্বে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সেই] এষা [এই অবসরপ্রাপ্ত] দেবতোপপরীক্ষা [এক একটি দেবতার সামীপ্যপ্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ এক একজন দেবতা ধরে সকলদেবতার পরীক্ষা] [বর্তিষ্যতে] [সংঘটিত হবে] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—পূর্বে যে দেবতাপ্রকরণের ব্যাখ্যা করা হবে বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, এখন অবসরপ্রাপ্তিবশত এক একজন দেবতাকে ধরে সকল দেবতার পরীক্ষা সংঘটিত হবে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—সূত্রে "সা" এই পদের দ্বারা বুঝাচ্ছে "দেবতার প্রধান ভাবে স্তুতি করা হয়—এইরূপ যে স্তুতিকারক দেবতার নামগুলি দেবতার প্রকরণ বলে উল্লিখিত হয়েছে 'তাহা ব্যাখ্যাকরব বলে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, সেই প্রতিজ্ঞার বিষয়। আর 'এষা' মানে—নৈঘণ্টুককাণ্ড ও নৈগমকাণ্ড বলার পর এই অবসর প্রাপ্ত। অবসর প্রাপ্ত কি? তার উত্তরে বলেছেন—"দেবতোপ-পরীক্ষা" দেবতায়াঃ উপপরীক্ষা=উপগম্য পরীক্ষা [বিচার বা আলোচনা] অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতার বোধক নাম আলোচনা করে, সকল দেবতার পরীক্ষা

মানে চিন্তা। 'দেবতোপপরীক্ষা' এই পদের শেষে "বর্তিষ্যতে" অর্থাৎ সংগঠিত হবে এইরূপ একটি পদ উহ্য করে নিতে হবে ।। (গ) ।।

মন্ত্রের দেবতার লক্ষণ জানাবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন "যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে, তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি" ।। (ঘ) ।।

ঋষিঃ [ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ] যৎকামঃ [ যে পদার্থের কামনা করে ] যস্যাং দেবতায়াম্ [ স্তুতির বিষয় যে দেবতাতে ] আর্থপত্যম্ [ অর্থস্বামিত্ব ] ইচ্ছন্ [ ইচ্ছা করে ] স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে [ স্তুতির প্রয়োগ ( উচ্চারণ ) করে ] স মন্ত্রঃ [ সেই মন্ত্র ] তদ্দৈবতঃ [ সেই দেবতাক ] ভবতি [ হয় ] ।। (ঘ) ।।

অনুবাদ ঃ—ঋষি যে পদার্থের কামনা করে স্তুতির বিষয় দেবতাতে পদার্থস্বামিত্ব ইচ্ছা করে স্তুতির প্রয়োগ করেন সেই মন্ত্র সেই দেবতাক হয় ।। (ঘ) ।।

মন্তব্য ঃ—যজ্ঞাদিতে মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবতার স্তুতি করতে হয়। যজ্ঞাদি ব্যতীত অনেকস্থলে মন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তুতি করা হয়। সমস্ত পুরুষার্থ মন্ত্রের অধীন। মন্ত্র ব্যতীত কোন পুরুষার্থ লাভ করা যায় না। আবার মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতার জ্ঞান না হলে, কেবল সাপুড়ে মন্ত্রের মত মন্ত্র উচ্চারণ করলে পরিপূর্ণ ফল হয় না। এই হেতু মন্ত্রের দেবতার জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ মন্ত্রের কোন্ দেবতা ? কি করে তাহা জানা যাবে ? এইজন্য এই বাক্যে বলা হয়েছে "ঋষি অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি আছেন, ছন্দঃ আছে মন্ত্রটি কোন ছন্দে বদ্ধ, দেবতা আছেন, মন্ত্রের অধিদেবতা কে। ঋষি যে পদার্থের—যে কাম্য পদার্থের কামনা করে মন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তুতি করেন, স্তুতিতে যে দেবতা স্তুত হন, সেই স্তুত দেবতাতে, ঋষি আর্থপত্য অর্থাৎ কাম্য পদার্থের স্বামিত্ব [ কাম্যপদার্থটি আমাতে হোক—আমি কাম্যপদার্থের স্বামী যেন হই এইভাবে কাম্যপদার্থস্বামিত্ব ] ইচ্ছা পূর্বক দেবতাতে অর্থাৎ দেবতা বিষয়ে স্তুতির প্রয়োগ করেন সেই দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা হন। মোট কথা "কোন কিছু কামনা করে ঋষি যে মন্ত্রের দ্বারা যে দেবতার স্তুতি করেন, সেই দেবতাই সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা।

ইহাই সংক্ষেপে উক্ত নিরুক্তকারের বাক্যের অর্থ। আর্থপত্যম্—অর্থস্য পতিঃ, অর্থপতিঃ অর্থপতেঃ ভাবঃ' এই অর্থে অর্থপতি শব্দের উত্তর যাঞ্ প্রত্যয় "পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্" [ পাঃ ৫।১।১২৮ ] সূত্রে হয়েছে। "আমি অমুকদেবতার অনুগ্রহে অমুক পদার্থের পতি [ লব্ধা ] অর্থাৎ স্বামী [ স্বত্বস্বামিত্ব ] হব" এইরূপ মনে করে ঋষি যে মন্ত্রের দ্বারা যে দেবতার স্তুতি করেন সেই মন্ত্রের, সেই দেবতা।

আর্থপত্যম্—এর আর এক প্রকার অর্থ আছে—যথাঃ—"যস্যাং দেবতায়াম্ আর্থপত্যম্"—যে দেবতাতে যে পদার্থদানসামর্থ্য, এই পক্ষে দেবতাই অর্থপতি অর্থাৎ "দেবতাই পদার্থদানে সমর্থ" সুতরাং এই পক্ষে উক্তবাক্যের অর্থ হবে—"ঋষি যে পদার্থের কামনা করে, যে দেবতা সেই পদার্থদানে সমর্থ ইহা জেনে, যে মন্ত্রের দ্বারা যে দেবতার স্তুতি করেন, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা।" এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে একটা কথা মনে হচ্ছে, তাই উল্লেখ করছি "ঋষি কোন কাম্যের কামনা করে মন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তুতি করেন" বলাতে বুঝা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ঋষিই বিভিন্ন মন্ত্রের দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা অর্থাৎ মন্ত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন ঋষিপ্রণীত। এইরূপ সমস্ত বেদ বিভিন্ন ঋষি প্রণীত—ইহাই বুঝা যাচ্ছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও বেদের ঋষিপ্রণীতত্ব স্বীকার করেন। বেদ ঈশ্বররচিত বা নিত্য—ইহা নিরুক্তকারের বাক্য থেকে পাওয়া যায় না। পতঞ্জলির বাক্য থেকেও পাওয়া যায় না। যাই হোক—এখানে মন্ত্রের দেবতার লক্ষণ হল—মন্ত্রকরণকস্তুতিবিষয়ত্ব অথবা যৎপদার্থদানসামর্থ্যবৎযন্মন্ত্রকরণক প্রাধান্য-স্তুতিভাক্ত্বম্। অর্থাৎ যেই পদার্থের দানে সামর্থ্যবান্ রূপে যে মন্ত্রের দ্বারা প্রধানভাবে যাঁর স্তুতিভাক্ত্বম্। অর্থাৎ যেই পদার্থের দানে সামর্থ্যবান্ রূপে যে মন্ত্রের দ্বারা প্রধান ভাবে যাঁর স্তুতি করা হয়, সেই স্তুতিভাক্ত্ব হল সেই মন্ত্রের দেবতাত্ব। এইভাবে সমস্ত মন্ত্রের দেবতা ভিন্ন ভিন্ন বুঝে নিতে হবে। দুর্গাচার্য বলেছেন এই স্তুতি চার প্রকার—নামের দ্বারা স্তুতি; বন্ধুর দ্বারা স্তুতি, কর্মের দ্বারা স্তুতি, এবং রূপের দ্বারা স্তুতি ॥ (ঘ) ॥

ঋক্ মন্ত্রগুলির অর্থ আচ্ছাদিত অর্থাৎ ঋক্মন্ত্রগুলি প্রায়ই গূঢ়ার্থ,

উহার অর্থ বুঝা একটু কষ্টকর। যজুর্মন্ত্র সেইরূপ গূঢ়ার্থ নয়। ঋক্ মন্ত্রের অর্থ জানতে পারলে যজুর্মন্ত্রার্থ জ্ঞাত হওয়া যায় এইজন্য ঋক্‌মন্ত্রকে অবলম্বন করে নিরুক্তকার বলছেন—"তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ ।। (ঙ) ।।

ঋচঃ [ সমস্ত বেদে যা কিছু ঋক্‌মন্ত্র আছে তাহা [ সেই সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র ] ত্রিবিধাঃ [ তিন প্রকার ] ।। (ঙ) ।।

অনুবাদ ঃ—সমস্তবেদে যা কিছু ঋক্‌মন্ত্র আছে, সেই সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র তিন প্রকার ।। (ঙ) ।।

মন্তব্য ঃ মূলে যে "ঋচঃ" পদটি আছে তার সঙ্গে "সর্বেষু বেদেষু যাঃ কাশ্চন" এইরূপ অংশ জুড়ে নিতে হবে। 'নতুবা অর্থ করা কঠিন হয়ে পড়বে। সূত্রে "তাস্ত্রিবিধাঃ" "এইরূপ আছে। 'তৎ' শব্দ যৎ শব্দ সাপেক্ষ' পূর্বে কোন যৎ শব্দের উল্লেখ না করে তৎশব্দের নির্দেশ করা যায় না। এইজন্য "সর্বেষু বেদেষু যাঃ কাশ্চন, অর্থাৎ "সমস্তবেদে যা কিছু" এই বিষয়টি "ঋচঃ" পদের অর্থের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তাহলে অর্থ হবে "সমস্তবেদে যা কিছু ঋক্‌মন্ত্র" তারপর "সন্তি বা ভবন্তি" ক্রিয়ার অধ্যাহার করতে হবে, নতুবা বাক্য সাকাঙ্ক্ষ থেকে যাবে। সুতরাং "সমস্তবেদে যা কিছু ঋক্‌মন্ত্র আছে" এই অংশটি উক্ত হলে তার সঙ্গে "তাস্ত্রিবিধাঃ" এই অংশের অন্বয় সহজ হয়ে যাবে। অতএব উক্তবাক্যটির অর্থ হল "সমস্ত বেদে যত কিছু ঋক্‌মন্ত্র আছে তাহা তিন প্রকার ।। (ঙ) ।।

সেই তিন প্রকার কি কি? তাহাই বলছেন্—"পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যাশ্চ" ।। (চ) ।।

তাঃ ত্রিবধা ঋচঃ [ সেই তিনপ্রকার ঋক্ হচ্ছে ] পরোক্ষকৃতাঃ [পরোক্ষকৃত] প্রত্যক্ষকৃতাঃ [ প্রত্যক্ষকৃত ] আধ্যাত্মিক্যঃ চ [ এবং আধ্যাত্মিক ] ।। (চ) ।।

অনুবাদ ঃ—সেই তিন প্রকার ঋক্ হচ্ছে—পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত এবং আধ্যাত্মিক ।। (চ) ।।

মন্তব্য ঃ—স্পষ্ট ।। (চ) ।।

এখন পরোক্ষকৃত ঋক্‌মন্ত্রের লক্ষণ বলছেন—"তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য" ।। (ছ) ।।

তত্র [ সেই তিন প্রকার ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে ] পরোক্ষকৃতাঃ [ পরোক্ষকৃত ঋক্‌ মন্ত্রগুলি ] সর্বাভিঃ [ সকল ] নামবিভক্তিভিঃ [ সুবন্তপদ ও সকল বিভক্তির দ্বারা ] যুজ্যন্তে [ যুক্ত হয়, ( যুক্তরূপে উল্লিখিত হয় ) ] আখ্যাতস্য [ তিঙন্ত পদের ] প্রথমপুরুষৈঃ চ [ এবং প্রথম পুরুষের দ্বারা ( প্রথম পুরুষে প্রযুক্ত তিঙন্ত পদের দ্বারা ) ] যুজ্যন্তে [ যুক্ত হয় ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ :—সেই তিন প্রকার ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষকৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলি, সমস্ত সুবন্ত পদের দ্বারা, প্রথমাদি সমস্ত বিভক্তির দ্বারা এবং তিঙন্তের প্রথম পুরুষের দ্বারা যুক্ত হয়ে উল্লিখিত হয় ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য :—পরোক্ষকৃত ঋঙ্‌মন্ত্রের লক্ষণ কি ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—যে ঋক্‌মন্ত্রগুলি সকল নামের দ্বারা অর্থাৎ যে কোন সুবন্তপদের দ্বারা—যুক্ত হয়, এবং সকলবিভক্তি অর্থাৎ সাত প্রকার বিভক্তির যে কোন বিভক্তির দ্বারা যুক্ত হয় এবং আখ্যাতের অর্থাৎ তিঙন্ত পদের প্রথম পুরুষের দ্বারা যুক্ত হয়—তাকে পরোক্ষকৃত ঋক্‌ মন্ত্র বলে। "প্রথম-পুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য" এখানে "প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য" এখানে "প্রথমপুরুষৈঃ" বলাতে বুঝা যাচ্ছে যে প্রথমপুরুষের একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, যে কোন বচনের প্রয়োগ হতে পারে। মোট কথা এই যে পরোক্ষকৃত ঋঙ্‌মন্ত্রে যে কোন সুবন্ত পদের প্রয়োগ হতে পারে। যে কোন বিভক্ত্যন্তপদের প্রয়োগ হতে পারে কিন্তু তিঙন্তের কেবল প্রথম পুরুষের প্রয়োগ হবে, মধ্যম বা উত্তমপুরুষের প্রয়োগ হবে না ॥ (ছ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে প্রথমখণ্ডের মূলানুবাদ।

৭।১।১ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

[ ওঁ নমঃ ] সমাপ্তং চৈকপদিকং প্রকরণমস্যানু দৈবতং তদ্ভবতি, যস্যায়মাদিঃ 'অথাতো দৈবতমিতি"। যাবন্তো মন্ত্রাঃ সর্বশাখাসু, তেষু যানি গুণপদানি লক্ষণোদ্দেশতঃ তানি সর্বাণ্যেব ব্যাখ্যাতানি, দ্বয়োঃ প্রকরণয়োঃ নৈঘণ্টুকৈকপদয়োঃ, সংবিজ্ঞাতপদানি তু প্রধানস্তুতিভাগ্‌দৈবত-বিষয়াণি অগ্ন্যাদীনি, সর্বমন্ত্রেষ্বনুশিষ্যন্তে, তানি চ পুনরমূনি সমাম্না-তান্যস্মিন্‌গ্রন্থে অগ্ন্যাদীনি দেবপত্ন্যন্তানি। অতস্তদ্‌ ব্যাচিখ্যাসয়েদমার-ভ্যতে—"অথাতো দৈবতম্‌" ইতি। 'অথ' শব্দোঽধিকারার্থঃ। অতঃশব্দঃ

ক্রমে হেতৌ বা। প্রকরণদ্বয়াদনন্তরমিদমবশ্যং সমাম্নায়ানুক্রমপ্রাপ্তং ব্যাখ্যা-তব্যমিত্যেবং ক্রমে, দৈবতমন্তরেণ ন শক্যো দেবতাপদার্থঃ সম্যগববোদ্ধুম্, দেবতাপরিজ্ঞানানুবদ্ধশ্চাখিলঃ পুরুষার্থ ইত্যতঃ দৈবতং প্রকরণং ব্যাখ্যা-স্যাম ইতি বাক্যশেষঃ।

এবং হেতৌ আহ,—কিং সতত্ত্বং পুনস্তদ্দৈবতং প্রকরণম্? ইতি উচ্যতে "তদ্ যানি ......মিত্যাচক্ষতে"। যানি নামানি প্রাধান্যস্তুতীনামগ্ন্যা-দীনাং দেবপত্ন্যন্তানাং 'দেবতানাং' 'তৎ' দৈবতং প্রকরণম্ 'ইতি' এবমাচার্যাঃ 'আচক্ষতে' নিরূঢ়া হীয়মেতস্মিন্ প্রকরণে সংজ্ঞেত্যভিপ্রায়ঃ।

"সৈষা দেবতোপপরীক্ষা"। সা, যা পুরস্তাৎ প্রকরণমাত্রস্যোপন্যাসে নৈঘণ্টুকমিদং দেবতানামপ্রাধান্যেনেদমিতি—"তদ্ যানি নামানি প্রাধান্যস্তু-তীনাং দেবতানাং তদ্ দৈবতমিত্যাচক্ষতে, তদুপরিষ্টাদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইতি প্রতিজ্ঞাতা, সা ইদানীং প্রকরণদ্বয়ে নির্দিষ্টে যথাপ্রকরণোপন্যাসেনৈবা-বসরপ্রাপ্তা, সামান্যবিশেষতঃ সলক্ষণসতত্ত্বোপপত্তিভিঃ একৈকস্যা দেবতায়া উপগম্যোপগম্য পরীক্ষা, বর্তিষ্যত ইতি বাক্যশেষঃ। ইদমিহোক্তম্— প্রাধান্যস্তুতিভাঞ্জি যানি দেবতাভিধানানি, তৎসমুদায়ো দৈবতং প্রকরণম্, তদ্ ব্যাখ্যাস্যাম ইতি। তস্য পুনরিয়মেব সমাসতো ব্যাখ্যা যদ্দেবতোপপরীক্ষণম্, তদভিধানব্যুৎপত্তিতৎস্তুত্যুদাহরণতন্নির্বচনানি।

তৎপুনরেতৎ সর্বমপি মন্ত্রাধিদৈবতলক্ষণমনুক্ত্বা ন শক্যং ব্যাখ্যাতুম্; মন্ত্রাধীনত্বাৎ সর্বস্যাস্য। অতো মন্ত্রদেবতালক্ষণবিবিধারিষয়া ব্রবীতি, "যৎকামঃ ভবতি"। যদর্থবস্তু কাময়মানঃ, 'ঋষিঃ' যস্যাং দেবতায়াম্' অভিষ্টুতায়াম্ 'আর্থপত্যম্' অর্থপতিভাবমাত্মনঃ 'ইচ্ছন্' অমুষ্যাঃ দেবতায়াঃ প্রসাদেনাহমমুষ্যার্থস্য পতির্ভবিষ্যামীত্যেতাং বুদ্ধিং পুরোধায় 'স্তুতিং' প্রযুঙ্ক্তে 'তদ্দৈবতঃ' এব 'স, মন্ত্রো ভবতি।' এতৎ মন্ত্রে দেবতা-লক্ষণম্। এতেন লক্ষণেন সর্বমন্ত্রেষু দেবতোপলক্ষ্যা, অথবা দেবতায়াম্ অস্যার্থস্যেয়ং দেবতা দাতুং সমর্থেতি জানানঃ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে যেন মন্ত্রেণ, সা প্রাধান্যস্তুতিভাগ্দেবতা। সা পুনরিয়ং স্তুতিশ্চতুর্বিধা নাম্না, বন্ধুভিঃ কর্মণা রূপেণেতি, "স্তুতির্নামরূপকর্মবন্ধুভিঃ" ইত্যুক্তম্।

ঋচ এবহি প্রায়েণাতিতরামপিহিতার্থাঃ ন তথা যজূংষি, তাসু হি বিজ্ঞাতাসু যজুঃষ্বপি বিজ্ঞাতান্যেব ভবন্তি। তস্মাদৃচ এব পুরস্কৃত্য ব্রবীতি 'তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ" ইতি। যাঃ কাশ্চন সর্ববেদেষু 'ঋচঃ' 'তাঃ' সর্বা অপি 'ত্রিবিধাঃ' এব ভবন্তি।

তদ্ যথা :—"পরোক্ষকৃতাঃ, প্রত্যক্ষকৃতাঃ, আধ্যাত্মিক্যশ্চ" ইতি। তৎ ত্রৈবিধ্যং সামান্যত উদ্দিশ্য অধুনা প্রত্যেকং লক্ষণতো ব্রবীতি, উদাহরণৈশ্চ দর্শয়তি—'তত্র' তস্মিন্ ত্রৈবিধ্যে পরোক্ষকৃতানামৃচামেতল্লক্ষণং ভবতি "পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চা-খ্যাতস্য ॥ ১ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে প্রথমপাদস্য প্রথমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

———

## অথ দৈবতকাণ্ডস্য প্রথমপাদস্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ

### ( মূলম্ )

ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যাঃ ।। (ক) ।। ইন্দ্রমিদ্ গাথিনোবৃহৎ ।। (খ) ।। ইন্দ্রেণৈতে তৃৎ [ গৃৎ ] সবো বেবিষাণাঃ ।। (গ) ।। ইন্দ্রায় সাম গায়ত ।। (ঘ) ।। নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন ।। (ঙ) ।। ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচম্ ।। (চ) ।। ইন্দ্রে কামা অয়ংসতেতি ।। (ছ) ।। অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষযোগাস্ত্বমিতি চৈতেন সর্বনাম্না ।। (জ) ।। ত্বমিন্দ্র বলাদধি ।। (ঝ) ।। বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি ইতি ।। (ঞ) ।। অথাপি প্রত্যক্ষকৃতাঃ স্তোতারো ভবন্তি পরোক্ষকৃতানি স্তোতব্যানি ।। (ট) ।। মা চিদন্যদ্বিশংসত ।। (ঠ) ।। কণ্বা অভি প্র গায়ত ।। (ড) ।। উপপ্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বম্ ইতি ।। (ঢ) ।। অথাধ্যাত্মিক্য উত্তম-পুরুষযোগাঃ ।। (ণ) ।। অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না ।। (ত) ।। ইতি দৈবতকাণ্ডে [ সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ]।

## বিবৃতি

তিন প্রকার ঋঙ্মন্ত্রের মধ্যে পরোক্ষকৃত মন্ত্রগুলিতে সমস্ত নাম ও সমস্ত বিভক্তির প্রয়োগ থাকবে এবং আখ্যাতের প্রথম পুরুষের প্রয়োগ থাকবে— এই কথা নিরুক্তকার বলে এসেছিলেন। এখন তার উদাহরণ দিবার জন্য বলছেন— "ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যাঃ" ।। (ক) ।।

ইন্দ্রঃ [ ইন্দ্র দেবতা ] দিবঃ [ দ্যুলোকের ] ঈশে [ নিয়ন্ত্রণ করেন অর্থাৎ ঈশ্বর ] ইন্দ্রঃ [ দেবরাজ ] পৃথিব্যাঃ [ পৃথিবীলোকের ] ঈশে [ নিয়ন্ত্রণ করেন অর্থাৎ ঈশ্বর ] ।। (ক) ।।

অনুবাদ ঃ—ইন্দ্র দ্যুলোকের ঈশ্বর, ইন্দ্র পৃথিবীলোকের ঈশ্বর। [ ইত্যাদি মন্ত্র পরোক্ষকৃত ] ।। (ক) ।।

মন্তব্য :—পরোক্ষকৃত ঋক্ মন্ত্র সমস্ত বিভক্তির দ্বারা যুক্ত হবে, সমস্ত নাম অর্থাৎ সুবন্ত পদের দ্বারা যুক্ত হবে। এখানে এইমন্ত্রে 'ইন্দ্রঃ' এই সুবন্ত পদটি প্রথমাবিভক্তির একবচনের দ্বারা যুক্ত হয়েছে। আর "ঈশে" এই আখ্যাতটি প্রথমপুরুষের দ্বারা যুক্ত হয়েছে। যদিও লৌকিকসংস্কৃত ভাষাতে "ঈশে" এই তিঙন্ত পদটি ঈশ্ ধাতুর লটের উত্তমপুরুষের একবচনে প্রযুক্ত হয় তথাপি বেদে উহা প্রথমপুরুষের একবচনের প্রয়োগ বলে পূর্বোক্ত লক্ষণের [ পরোক্ষকৃত ঋক্মন্ত্রের লক্ষণের ] অব্যাপ্তি হয় না। ঈশ ঐশ্বর্যে ঈশ্ ধাতু অদাদিগণীয় আত্মনেপদী তার উত্তর লটের 'ত' হলে। "টিত আত্মনেপদানাং টেরে" [ পাঃ ৩।৪।৭৯ ] সূত্রে 'তে' হল। 'শপ্' শপ্লুক্। বাহুলকাধিকারবশত 'ত্'-এর লোপ হলে —"ঈশে" রূপ সিদ্ধ হল, এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যাঃ, ইন্দ্র অপামিন্দ্র ইৎপর্বতানাম্। ইন্দ্রোবৃধামিন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্রঃ॥ [ ঋক্সংহিতা ৮।৪।১৫।৫ ]। ইহার অর্থ এইরূপ—"ইন্দ্র দ্যুলোকের ঈশ্বর, ইন্দ্র পৃথিবীর, ইন্দ্র জলের ঈশ্বর, ইন্দ্রই পর্বত সকলের ঈশ্বর, ইন্দ্রই অতি বৃহৎ আকাশাদিভূতের ঈশ্বর, ইন্দ্রই প্রজ্ঞাবান্গণের ঈশ্বর, লব্ধ বস্তুর রক্ষণে ইন্দ্র অলব্ধবস্তুর লাভে ইন্দ্র, [ সুতরাং ] ইন্দ্র আহ্বানের যোগ্য।" এইমন্ত্রে প্রথমাবিভক্ত্যন্ত ইন্দ্র শব্দের নির্দেশ থাকায় এই মন্ত্রটি পরোক্ষকৃত ॥ (ক) ॥

পরোক্ষকৃত মন্ত্রে সকল বিভক্তির যোগ থাকতে পারে বলে প্রথমা বিভক্তির যোগ দেখিয়ে এখন দ্বিতীয়াবিভক্তির যোগ দেখাচ্ছেন—"ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহৎ"॥ (খ) ॥

গাথিনঃ [ হে সামগানকারিগণ ] ইন্দ্রম্ ইৎ [ ইন্দ্রকেই ] যূয়ম্ [ তোমরা ] বৃহৎ [ বৃহৎ নামক সামের দ্বারা ] অনূষত [ স্তুতি কর ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—হে সামগানকারিগণ। তোমরা ইন্দ্রকেই বৃহৎ নামক সামের দ্বারা স্তুতি কর। (খ)।

মন্তব্য :—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহৎ, ইন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষত" [ ঋক্সংহিতা ১।১।১৩।১ ]। ইহার

অর্থ এইরূপ "হে সামগায়িগণ অর্থাৎ গীয়মান সামযুক্ত উদ্‌গাতৃগণ, তোমরা ইন্দ্রকেই "ত্বামিদ্ধি হবং মহ" এই ঋকে উৎপন্ন 'বৃহৎ' নামক সামের দ্বারা স্তুতি কর। হে হোতৃগণ! তোমরা ইন্দ্রকেই ঋকরূপ মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি কর। হে অধ্বর্যুগণ! তোমরা যজুর্বাক্য দ্বারা ইন্দ্রকেই স্তুতি কর॥" এখানে দ্বিতীয়াবিভক্ত্যন্ত 'ইন্দ্র' শব্দের প্রয়োগ থাকায়, এইমন্ত্রটি পরোক্ষকৃত ঋক্‌মন্ত্র। আর "অনূষত" এই ক্রিয়াপদটিও প্রথমপুরুষের প্রয়োগ। ণু স্তুতৌ অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী 'ণু' ধাতুর উত্তর লুঙের আত্মনেপদের 'ঝ' হয়েছে। যদিও 'ণু' ধাতু পরস্মৈপদী তাহলেও বেদে ছান্দসত্ববশত আত্মনেপদ হয়েছে। "ণো নঃ" [ ৬১।৬৫ ] সূত্রে ধাতুর 'ণ' স্থানে ন হয়েছে। অড়াগম। চ্লি সিচ্, ধাতুর উকার দীর্ঘ সিচের ইটের অভাব প্রভৃতি ছান্দসত্ববশত সিদ্ধ হয়েছে। "আত্মনেপদেষ্বনতঃ [ ৭।১৫ ] সূত্রে 'ঝ' এর অৎ, আদেশ; ষত্ব, ধাতুর উকারের দীর্ঘ ছান্দসত্ববশত। সুতরাং "অনূষত" পদসিদ্ধ হল। বেদে কালনিয়ম নাই বলে এখানে লোটের অর্থে লুঙে 'অনূষত' পদ প্রযুক্ত হয়েছে। তার অর্থ হল—স্তুতি কর। বৃহৎসাম = সমস্তসামের মধ্যে বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ। কারণ ভগবান্ গীতাতে বলেছেন—"বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্" [ গীতা ১০।৩৬ ]। ঋকের অক্ষরে আরূঢ় গীতিবিশেষ হচ্ছে সাম। তার মধ্যে "ত্বামিদ্ধি হবামহে" ইত্যাদি ঋকে যে গীতিবিশেষ তাকে বৃহৎসাম বলে [ গীতা ১০।৩৫, মধুসূদন সরস্বতী টীকা দ্রষ্টব্য ]। সেই 'বৃহৎসামের দ্বারা উদ্গাতৃগণ। ইন্দ্রকে স্তুতি কর—ইহা এই মন্ত্রে বলা হয়েছে। মন্ত্রে যে 'বৃহৎ' পদটি আছে তাহা 'বৃহতা' এইরূপ তৃতীয়ান্ত বুঝতে হবে। বেদে বৃহৎ' শব্দের উত্তর 'টা'র লোপ হয়েছে [ পাঃ ৭।১।৩৯ ( সুপাং সুলুক্, পূর্বসবর্ণাচ্ছেয়াডাড্যায়াজালঃ ) ] সূত্রে ॥ (খ) ॥

দ্বিতীয়ান্ত প্রয়োগের উদাহরণ বলে এখন তৃতীয়ান্তপদের উদাহরণ বলছেন—"ইন্দ্রেণৈতে গৃৎসবো বেবিষাণাঃ" ॥ (গ) ॥ [ ঋক্‌সংহিতা—৫।২৬।৫ ]

দুর্গাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে "ইন্দ্রেণৈতে তৃতসবো বেবিষাণাঃ" ॥ (গ) ॥ এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

ইন্দ্রেণ [ ইন্দ্র কর্তৃক ] এতে [ এই সকল ] তৃৎসবঃ [ বিদীর্ণ করার যোগ্য ] বেবিষাণাঃ [ পুনঃ পুনঃ ব্যাপ্যমান হয়েছে ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—ইন্দ্র কর্তৃক এই সকল বিদারণের যোগ্য মেঘগুলি পুনঃপুনঃ ব্যাপ্যমান হয়ে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—তৃতীয়ান্ত ( সুবন্ত ) পদের প্রয়োগে পরোক্ষকৃত ঋক্‌মন্ত্রের উদাহরণ—বলা হয়েছে এই বাক্যে। "ইন্দ্রেণ" [ এই তৃতীয়ান্ত 'ইন্দ্রেণ' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে—এই বাক্যে ॥ (গ) ॥

পরোক্ষকৃত ঋক্‌মন্ত্রের চতুর্থ্যন্তপদের উদাহরণ বলছেন—ইন্দ্রায় সাম গায়ত" ॥ (ঘ) ॥ [ ঋঃ সঃ ৮।৭।১।১ ]

হে উদ্গাতারঃ [ হে উদ্গাতৃগণ ] ইন্দ্রায় [ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ] সাম [ বৃহৎ সাম গায়ত [ গান কর ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—'হে উদ্গাতৃগণ ! ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বৃহৎসাম গান কর'—এই মন্ত্রে চতুর্থ্যন্ত পদের প্রয়োগ হয়েছে ] ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ধর্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবো" [ ঋ সং ৮।৭।১।১ ] ইহার অর্থ এইরূপ—"হে উদ্গাতৃগণ ! মেধাবী, মহান্, ধর্মকারী, বিদ্বান্, নিজের স্তুতি ইচ্ছাকারী ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তোমরা বৃহৎ নামক সাম গান কর।" এই মন্ত্রে "ইন্দ্রায়" এইরূপ চতুর্থীবিভক্তির প্রয়োগ থাকায় এই ঋক্‌টি পরোক্ষকৃত। ইহাই দেখান হয়েছে নিরুক্তকারকর্তৃক। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে মন্ত্রে "গায়ত" এইটি মধ্যমপুরুষের রূপ ( গৈ ধাতুর লোটের মধ্যমপুরুষের বহুবচন )। অথচ নিরুক্তকার প্রথমে বলে এসেছেন "প্রথম পুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য" অর্থাৎ পরোক্ষকৃত ঋক্‌মন্ত্রে আখ্যাতের প্রথম পুরুষের যোগ থাকবে। তাহলে এই মন্ত্রে কিরূপে মধ্যমপুরুষের যোগ থাকল ? এইরূপ আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে বলা যায়, যে পরোক্ষকৃত মন্ত্রে যেমন সকলবিভক্তির যোগ থাকতে পারে বলা হয়েছে, সেইরূপ "প্রথমপুরুষৈশ্চ" এই কথার দ্বারা, প্রথম পুরুষেরও যোগ থাকতে পারে—ইহাই বিবক্ষিত হয়েছে প্রথম পুরুষের যোগ থাকবেই—এইরূপ

নিয়ম নাই। তার মানে কোথায়ও মধ্যমপুরুষের যোগও থাকতে পারে। নিয়ম হচ্ছে সর্বত্র সকল বিভক্তির অর্থাৎ যে কোন বিভক্তির যোগ থাকবে।

পরোক্ষকৃতমন্ত্রে পঞ্চমীবিভক্তির প্রয়োগ দেখাচ্ছেন—"নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন" ॥ (ঙ) ॥ [ ঋ সং ৭।২।২২।১ ]

ইন্দ্রাৎ ঋতে [ ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে ] কিঞ্চন [ কোন ] ধাম [ স্থানে ] ন পবতে [ গমন করে না ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ :—ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে [ সোম ] কোন স্থানে গমন করে না ॥ (ঙ) ॥ [ এই মন্ত্রে 'ইন্দ্রাৎ' এই পঞ্চম্যন্ত সুবন্তপদের প্রয়োগ আছে।

মন্তব্য :—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ :—"নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাঃ প্রসুপঃ সাকমীরতে। তন্তুং ততং পরিসর্গাস আশবঃ।" [ ঋ সং ৭।২।২২।১ ]। অন্বয়ার্থ :—সূর্যস্য [ সূর্যের ] রশ্ময় ইব [ রশ্মির মত ] দ্রাবয়িত্নবঃ [ দ্রাবণশীল ] মৎসরাসঃ [ মদকর ] সোমাঃ [ সোমসকল ] প্রসুপঃ [ প্রসূত হয়ে ] সাকম্ [ ঋত্বিক্‌গণের সহিত ] ঈরতে [ইন্দ্রের প্রতি গমন করে] ততং তন্তুং [গমনকরে বিস্তৃত বস্ত্রকে যেমন তন্তুসকল ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ স্বামী ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে ] যতঃ [ যেহেতু ] সোমঃ [ সোম ] ইন্দ্রাৎ ঋতে [ ইন্দ্রকে বাদ দিয়ে, প্রাতঃসবনাদি সোমসবন স্থানগুলির ] কিঞ্চনধাম [ কোন স্থানে ] ন পবতে গমন করে না ]।

এই মন্ত্রে পঞ্চম্যন্ত ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ এবং প্রথম পুরুষের আখ্যাত 'পবতে' ক্রিয়ার যোগ আছে। যদিও সিদ্ধান্তকৌমুদীতে পূঙ্‌পবনে ভ্বাদি আত্মনেপদী পূ ধাতু আছে, তার লটে রূপ 'পবতে' হয়, তথাপি তাহা পবিত্র করা অর্থে। এখানে মন্ত্রে গমন করা অর্থে গৃহীত হয়েছে। এই গমনার্থক পূ ধাতুর কথা নিঘণ্টুর ২।১৪।১০৮-এ আছে। (ঙ) ॥

পরোক্ষকৃত ঋঙ্মন্ত্রে ষষ্ঠ্যন্তপদের প্রয়োগ দেখাচ্ছেন—ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচম্" ॥ (চ) ॥ [ ঋঃ সং ১।২।৩৬।১ ] ॥

ইন্দ্রস্য [ ইন্দ্রের ] নু [ তাড়াতাড়ি ] বীর্যাণি [ বীর কর্মসকল ] প্রবোচম্ [ প্রকৃষ্টরূপে বলছি ( আঙ্গিরস ঋষির উক্তি ) ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—"ইন্দ্রের শীঘ্র অনুষ্ঠেয় বীর কর্মসকল প্রকৃষ্টরূপে

বলছি" ॥ (চ) ॥ (এইমন্ত্রে ষষ্ঠ্যন্ত সুবন্ত 'ইন্দ্রস্য' পদ প্রযুক্ত হয়েছে)।

মন্তব্য :—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী। অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্রবক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্ ॥" [ ঋ সং ১।২।৩৬।১ ] অর্থ যথা :—বজ্রসংযুক্ত ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা মেঘকে বিনষ্ট করেছেন, তারপর জলের হিংসা করেছেন অর্থাৎ পৃথিবীতে জল পাতিত করেছেন, মেঘসকলের জলবহন শিরা প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করেছেন ; অপরের দ্বারা অননুষ্ঠিত, ইন্দ্র কর্তৃক শীঘ্র কৃত এই সকল ইন্দ্রের বীরকর্ম আমি প্রকৃষ্টরূপে বলছি।" এই মন্ত্রে "ইন্দ্রস্য" এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগ দেখান হয়েছে। 'চকার' ইত্যাদি প্রথমপুরুষের আখ্যাতেরও যোগ আছে।

প্রবোচম্ :—প্র+ব্রূ+লুঙ্-এর মিপ্। বৈদিক প্রয়োগে বর্তমানকালেও লুঙ্ হয়। ছন্দসি লুঙ্লঙ্ লিটঃ" [ পাঃ ৩।৪।৬ ]। "বহুলং ছন্দস্যমাঙ্ যোগেঽপি" [ পাঃ ৬।৪।৭৫ ] সূত্রানুসারে অড়াগম হয় নাই। "প্রবোচম্" ইহার অর্থ—বলছি ॥ (চ) ॥

সপ্তম্যন্তসুবন্তপদের প্রয়োগের উদাহরণ বলছেন—'ইন্দ্রে কামা অয়ংসতেতি" ॥ (ছ) ॥

ইন্দ্রে [ ইন্দ্রদেবতাতে ] কামাঃ [ কাম্যপদার্থ সকল ] অয়ংসত [ সম্বদ্ধ ] ইতি [ এই মন্ত্রে সপ্তম্যন্ত সুবন্ত পদের প্রয়োগ হয়েছে ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ :—'ইন্দ্রদেবতাতে কাম্যপদার্থ সকল সম্বদ্ধ, এইমন্ত্রে [ সপ্তম্যন্ত সুবন্তের প্রয়োগ হয়েছে ] ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য :—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "ইন্দ্রে কামা অয়ংসত দিব্যাসঃ পার্থিবা উত। তামুষু গৃণতা নরঃ।" এই মন্ত্রটি কোথায় আছে তাহা কেহই উল্লেখ করেন নাই। আমরা এখনও সংগ্রহ করতে পারি নাই। ইহার অর্থ এইরূপ—"হে স্তুতিকারিগণ! ইন্দ্রে দিব্য কাম্যপদার্থ সকল এবং পার্থিব কাম্য সকল সম্বদ্ধ আছে। সুতরাং কাম্যপ্রাপ্তির জন্য তাঁকেই তোমরা স্তুতি কর ॥ (ছ) ॥

এইভাবে পরোক্ষকৃত মন্ত্রের উদাহরণ বলে এখন প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের

লক্ষণ বলছেন—প্রতিজ্ঞার ক্রম অনুসারে।। 'অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষ-যোগাস্ত্বমিতি চৈতেন সর্বনাম্না" ।। (জ) ।।

অথ [ অধিকারার্থক ] প্রত্যক্ষকৃতাঃ [ প্রত্যক্ষকৃত ঋঙমন্ত্র সকল ] মধ্যমপুরুষযোগাঃ [ মধ্যমপুরুষের যোগ যে সকল মন্ত্রে আছে তারা ] ত্বমিতি এতেন সর্বনাম্না চ [ এবং 'ত্বম্' এই সর্বনামের সহিত যুক্ত ।। (জ) ।।

অনুবাদ :—এখন প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের আরম্ভ করা হচ্ছে। যে সকল মন্ত্রে মধ্যমপুরুষের যোগ আছে এবং 'ত্বম্' এই সর্বনামের যোগ যে সকল মন্ত্রে আছে, সেই সকল মন্ত্র প্রত্যক্ষকৃত ।। (জ) ।।

মন্তব্য :—এই সূত্রে 'অথ' শব্দটি অধিকারার্থক। অধিক্রিয়তে বা আরভ্যতে অর্থাৎ আরম্ভ করা হচ্ছে এইরূপ অর্থই এখানকার অথ' শব্দ থেকে বুঝতে হবে। সুতরাং 'অথ প্রত্যক্ষকৃতা" এর অর্থ হবে "এখন প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে।" প্রত্যক্ষকৃতমন্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে মানে প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের লক্ষণ আরম্ভ করা হচ্ছে। মন্ত্র তো আরম্ভ করা যায় না। তাহা সিদ্ধই আছে এই জন্য লক্ষণার দ্বারা "প্রত্যক্ষকৃতমন্ত্র লক্ষণ বলা হচ্ছে" এইরূপ অর্থই বুঝতে হবে। প্রত্যক্ষকৃতমন্ত্রের লক্ষণ কি ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—"মধ্যমপুরুষযোগাঃ" মধ্যমপুরুষস্য যোগো যাসু [ ঋক্ষু ] অথবা মধ্যমপুরুষেণ যোগো যাসাম্' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করে—অর্থ দাঁড়ায় যে মধ্যমপুরুষের সহিত সংযুক্ত মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষকৃত। এর দ্বারা "মধ্যপুরুষসংযুক্তত্বে সতি মন্ত্রত্বম্ এই একটি লক্ষণ প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের পাওয়া গেল। মোটকথা যে মন্ত্রে মধ্যম-পুরুষের যোগ, মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ থাকে, সেই মন্ত্রকে প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্র বলে। যেখানে [ যে মন্ত্রে ] মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ শূনা যায়, সেখানে 'ত্বম্ পদের অধ্যাহার করে নিতে হবে। আর একটি লক্ষণ বলছেন "ত্বমিতি চৈতেন সর্বনাম্না" অর্থাৎ 'ত্বম্' এই সর্বনামের সহিত যোগ আছে যে মন্ত্রের সেই মন্ত্রও প্রত্যক্ষকৃত। 'ত্বম্' এই সর্বনামসংযুক্তমন্ত্রও প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্র। এর দ্বারা "ত্বমিতি সর্বনামসংযুক্তত্বে সতি মন্ত্রত্বম্" এইরূপ আর একটি

প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের লক্ষণ হয়। সুতরাং যে মন্ত্রে 'ত্বম্' পদ শোনা যায় সেখানে মধ্যমপুরুষের অধ্যাহার করে নিতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে মধ্যম পুরুষ কাকে বলে? তার উত্তরে বক্তব্য এই যে "তিঙস্ত্রীণি ত্রীণি প্রথম-মধ্যমোত্তমাঃ" [ পাঃ ১।৪।১০১ ] এইসূত্রে "সিপ্ থস্ থ" এবং "থাস্ আথাম্ ধ্বম্" এই ছয়টিকে মধ্যমপুরুষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যুষ্মদ্ বা 'ত্বং যুবাম্' যূয়ম্" ইহাদের মধ্যমপুরুষ সংজ্ঞা নাই॥ এইজন্য বলা হয়েছে মন্ত্রে মধ্যম পুরুষের শ্রবণ হলে 'ত্বম্' এর অধ্যাহার করতে হবে। এতেই বুঝা যাচ্ছে যে ত্বম্ ইহা মধ্যমপুরুষ সংজ্ঞক নয়। কিন্তু "সিপ্" ইত্যাদি মধ্যমপুরুষ সংজ্ঞক॥ (জ)॥

প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের উদাহরণ বলছেন—"ত্বমিন্দ্র বলাদধি"॥ (ঝ)॥ [ ঋ সং ৮।৮।১২।২ ]।

ইন্দ্র [ হে ইন্দ্র ] ত্বম্ [ তুমি ] বলাৎ [ অপরকে অভিভূত করে দেওয়ার সমর্থ বল থেকে ] অধি [ ( অধিজায়সে ) ) উৎপন্ন হয়েছ ]॥ ঝ॥

অনুবাদঃ—হে ইন্দ্র। তুমি অপরের অভিভবকরণ সমর্থ বল থেকে উৎপন্ন হয়েছ॥ (ঝ)॥

মন্তব্যঃ—এখানে সম্পূর্ণমন্ত্রটি এইরূপ—"ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জায়স ওজসঃ। ত্বং বৃষন্ বৃষেদসি॥" [ ঋ সং ৮।৮।১১।২ ]

ইহার অর্থ এইরূপ—"হে ইন্দ্রঃ তুমি অপরের অভিভবসমর্থ বল থেকে অর্থাৎ বৃত্রাসুরাদির বধহেতুভূতবলবশত তুমি প্রখ্যাত হয়েছ। আর তুমি বলকারণীভূত হৃদয়গত ওজ থেকেও উৎপন্ন হয়েছ, এবং তুমি বর্ষিত হয়েও বর্ষিতা হয়েছ।" এই মন্ত্রে 'জায়সে' 'অসি' এইদুইটি মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ হয়েছে এবং 'ত্বম্' এই সর্বনামের যোগও এইমন্ত্রে আছে॥ (ঝ)॥

আর একটি প্রত্যক্ষকৃতমন্ত্রের উদাহরণ বলছেন—"বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি" [ ঋ সং ৮৮।১০।৪ ]

ইন্দ্র [ হে ইন্দ্র। ] নঃ [ আমাদের মৃধঃ [ সংগ্রামকারী শত্রুগণকে ] বিজহি [ বিনষ্ট কর ]॥ (ঞ)॥

অনুবাদঃ—হে ইন্দ্র। আমাদের সংগ্রামকারী শত্রুগণকে বিনষ্ট কর॥ (ঞ)॥

মন্তব্য ঃ—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ। যো অস্মাঁ অভি দাসত্যধরং গময়া তমঃ' [ ঋক্ সং ৮।৮।১০।৪ ]। ইহার অন্বয়মুখে অর্থ—ইন্দ্র [ হে ইন্দ্র ] নঃ [ আমাদের ] মৃধঃ [ সংগ্রামকারী শত্রুগণকে ] বিজহি [ বিনষ্টকর ] পৃতন্যতঃ [ নিজেদের সৈন্যইচ্ছাকারী যুদ্ধেচ্ছুগণকে ] নীচা [ নীচের দিকে ] যচ্ছ [ প্রেরিতকর ], যঃ [ যে শত্রু ] অস্মান [ আমাদিগকে ] অভিদাসতি : উপক্ষীণ করতে ইচ্ছা করে ] [ তম্ ] [ তাকে ] অধরং [ নিকৃষ্ট ] তমঃ [ অন্ধকারে অর্থাৎ মৃত্যুর কাছে ] গময়া [ পাঠাও অর্থাৎ তার মৃত্যুর ব্যবস্থাকর ]। এই মন্ত্রে 'জহি' 'যচ্ছ' 'গময়া' এই সকল মধ্যমপুরুষের যোগ আছে। মধ্যমপুরুষ প্রত্যক্ষশ্রুত হওয়ায় এখানে "ত্বম্" এই সর্বনাম অধ্যাহার করে নিতে হবে ॥ (ঞ) ॥

প্রত্যক্ষকৃত ঋঙমন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাবার জন্য পুনরায় বলছেন—"অথাপি প্রত্যক্ষকৃতাঃ স্তোতারো ভবন্তি পরোক্ষকৃতানি স্তোতব্যানি ॥" (ট) ॥

অথ অপি [ আর ] [ প্রত্যক্ষকৃতে মন্ত্রে কদাচিৎ ] [ কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রে ] স্তোতারঃ [ স্তুতিকারী ( হোতৃ ) সকল ] প্রত্যক্ষকৃতাঃ [ প্রত্যক্ষকৃত অর্থাৎ যুষ্মৎপ্রয়োগের দ্বারা ] ভবন্তি [ সম্বদ্ধ হন ] স্তোতব্যানি [ স্তুতির কর্ম দেবতাগণ ] পরোক্ষকৃতানি [ পরোক্ষকৃত অর্থাৎ প্রথম পুরুষের প্রয়োগের দ্বারা ] [ ভবন্তি ] [ সম্বদ্ধ হন ] ॥ (ট) ॥

অনুবাদ ঃ—আর কোন কোন প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রে স্তুতিকারিহোতৃগণ প্রত্যক্ষকৃতরূপে অর্থাৎ যুষ্মৎ প্রয়োগের দ্বারা সম্বদ্ধ হন, স্তোতব্য দেবতাগণ পরোক্ষকৃতরূপে অর্থাৎ প্রথমপুরুষের প্রয়োগের দ্বারা সম্বদ্ধ হন ॥ (ট) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বে প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের লক্ষণ বলা হয়েছিল "মধ্যমপুরুষ যুক্তমন্ত্রত্ব" অর্থাৎ যে মন্ত্রে মধ্যমপুরুষের যোগ থাকে তাকে প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্র বলে। আর বলা হয়েছিল "ত্বম্" এই সর্বনামের দ্বারাও যোগ থাকে প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রে। এখন বলছেন যে কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রে স্তোতৃগণ প্রত্যক্ষকৃত রূপে অর্থ যুষ্মৎ প্রয়োগের দ্বারা সম্বদ্ধ হন। "যুষ্মৎ" অর্থাৎ মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ যাদের সম্বন্ধে করা হয়, যুষ্মৎ এর প্রয়োগের

দ্বারা তাদের প্রত্যক্ষকৃত বা স্পষ্টকরে বুঝান হয়,—ইহা ব্যবহার দ্বারা জানা যায়। যেমন—"বালকগণ—এইখানে ভোজন কর" এইভাবে "ভোজনকর" রূপ যুষ্মদের প্রয়োগ [ ক্রিয়াতে যুষ্মদের প্রয়োগ ] করলে বালকদের স্পষ্ট-ভাবে ভোজনক্রিয়ার কর্তৃরূপে বুঝান হয়। কিন্তু "বালকগণ এইখানে ভোজন করুক" এইরূপ বললে, এখানে প্রথমপুরুষের প্রয়োগের ফলে বালকগণকে পরোক্ষরূপে বা অস্পষ্টরূপে ভোজন ক্রিয়াতে কর্তা বলে বুঝান হয়। আর সেই প্রত্যক্ষকৃতমন্ত্রে স্তোতব্য অর্থাৎ স্তুতির কর্ম দেবতাগণকে পরোক্ষকৃতরূপে অর্থাৎ প্রথমপুরুষের প্রয়োগের দ্বারা বুঝান হয়। কোন কোনস্থলে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই এখানে নিরুক্ত-কার বললেন। পরবর্তী তিনটি বাক্যে ইহার উদাহরণ বলবেন নিরুক্তকার ॥ (ট) ॥

মা [ না ] চিৎ [ কিঞ্চিৎ ] অন্যৎ [ অন্যস্তোত্র ] বিশংসত [ বিবিধরূপে উচ্চারণ কর ] ॥ (ঠ) ॥

অনুবাদ :—ইন্দ্রের স্তোত্রভিন্ন অন্যস্তোত্র বিশেষভাবে উচ্চারণ কর না ॥ (ঠ) ॥

মন্তব্য :—কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রে যে স্তোতৃগণকে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং স্তোতব্যগণকে পরোক্ষভাবে বুঝান হয়, বলা হয়েছিল, তার প্রথম উদাহরণরূপে "মা চিদন্যদ্বিশংসত" [ ঋঃ সং ৫।৭।১০।১ ] এই মন্ত্রাংশটি উদ্ধৃত করেছেন। এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "মা চিদন্যদ্ বিশংসত সখায়ো মা রিষণ্যত। ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত॥" [ ঋ সং ৫।৭।১০।১ ] এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—"হে সমান নামবিশিষ্ট স্তোতৃগণ [ প্রশাস্তাপ্রভৃতি হোতৃগণ ] ইন্দ্রের স্তোত্রভিন্ন অন্যস্তোত্র বিবিধস্তুতির দ্বারা উচ্চারণ কর না। ইন্দ্রভিন্ন দেবতাকে চিত্তের দ্বারা প্রাপ্ত হইও না। কিন্তু সোম নিষ্কাশিত হলে বর্ষণকারী [ ফলদানকারী ] ইন্দ্রকেই ( স্তোতৃগণ ) সম্মিলিত হয়ে পুনঃপুনঃ উক্থের দ্বারা স্তুতি কর। এখানে স্তুতিকারীদের যুষ্মৎপ্রয়োগ বা মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যক্ষকৃতভাবে অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বুঝান হয়েছে। আর স্তোতব্য ইন্দ্র-দেবতাকে পরোক্ষকৃতরূপে অর্থাৎ প্রথমপুরুষের প্রয়োগদ্বারা অস্পষ্টভাবে বুঝান হয়েছে ॥ (ঠ) ॥

দ্বিতীয় উদাহরণ বলেছেন নিরুক্তকার "কণ্বা অভি-প্রগায়ত" ॥ (ড) ॥

কণ্বাঃ [ হে মেধাবি ঋত্বিগ্‌গণ ] [ মারুতং বলম্‌ ] [ মরুদ্‌দেবতার বল ] অভিপ্রগায়াত [ অভিমুখে প্রকৃষ্টভাবে গান কর ॥ (ড) ॥

অনুবাদ :—হে মেধাবি ঋত্বিগ্‌গণ ! তোমরা মরুদ্‌ দেবতার বল অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে গানকর ॥ (ড) ॥

মন্তব্য :—এখানেও সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ "ক্রীলং বঃশর্ধো মারুত মনর্বাণং রথে শুভম্‌। কণ্বা অভিপ্রগায়ত ॥" [ ঋ সং ১।৩।১২।১ ] এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ "হে মেধাবি ঋত্বিগ্‌গণ ! মরুৎ দেবতার যে বল শত্রুকে পেয়েও ক্রীড়া করে যে বল অন্যত্র অনাশ্রিত অর্থাৎ মরুৎদেবতার নিজের প্রভাবযুক্ত, এবং যে বল রথে অবস্থান [ মরুৎ দেবতার অবস্থান ] করে শোভমান, সেই বলকে [ তোমরা ] অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে গান কর, ইহা তোমাদের বলছি [ কণ্ব ঋষি বলছেন ] ॥" এখানেও এই মন্ত্রে স্তোতৃগণের "প্রগায়ত" এইরূপ যুষ্মৎ প্রয়োগের দ্বারা সম্বন্ধ থাকায় স্তোতৃগণের প্রত্যক্ষ কৃতত্ব এবং মরুৎ দেবতার বল, প্রথম পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায় এই প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের শ্রোতৃগণের প্রত্যক্ষকৃতত্ব এবং মরুৎদেবতা বা মরুৎদেবতার বল প্রথমপুরুষসম্বদ্ধ হওয়ায় পরোক্ষকৃতত্ব সিদ্ধ হয়েছে ॥ (ড) ॥

তৃতীয় উদাহরণ বলছেন—"উপপ্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বম্‌ ॥ (ঢ) ॥ [ ঋ সঃ ৩।৩।২১।১ ]

কুশিকাঃ [ হে কুশিকগোত্রাৎপন্ন পুত্রগণ ! উপপ্রেত [ অশ্বের নিকট প্রকৃষ্টরূপে গমন কর ] চেতয়ধ্বম্‌ [ গমন করে উহা জান বা অশ্বরক্ষকগণকে সাবধান কর ] ॥ (ঢ) ॥

অনুবাদ :—হে কুশিকগোত্রোৎপন্ন পুত্রগণ। [ তোমরা ] অশ্বের নিকট প্রকৃষ্টরূপে গমন কর এবং গমন করে সমস্ত ঘটনা জান অথবা অশ্ব রক্ষকগণকে সাবধান কর ॥ (ঢ) ॥

মন্তব্য :—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"উপপ্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বমশ্বং রায়ে প্রমুঞ্চতা সুদাসঃ। রাজা বৃহৎ জঙ্ঘনৎ প্রাগপাগুদগথা যজাতে বর আ পৃথিব্যাঃ" [ ঋ সং ৩।৩।২১।১ ]। এইমন্ত্রের প্রতিপদের অন্বয়মুখে অর্থ দেওয়া হল—কুশিকাঃ [ কুশিকগোত্রোৎপন্ন পুত্রগণ ! [ ( বিশ্বামিত্র ঋষি

বলছেন ) অথবা স্তুতিশব্দকারী ঋত্বিগ্‌গণ ] সুদাসঃ [ কল্যাণদানকারী ] রাজা [ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ] প্রাগপাগুদক্‌ [ পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দেশে ] বৃত্রং [ শত্রুকে ] জংঘনৎ [ হত্যাকরেছেন ] অথ [ অনন্তর ] অমিত্রঃ [ শত্রুহয়ে ] পৃথিব্যাঃ [ পৃথিবীর ] বরে [ শ্রেষ্ঠ প্রদেশে ] আযজাতে [ সম্যগ্‌ভাবে যাগ করছেন ] চেতয়ধ্বম্‌ [ তোমরা ( ঋত্বিক্‌রা ) ইহা জান ] উপপ্রেত ( উপপ্র ইত ) [ জেনে নিকটে ( ইন্দ্রের নিকটে অথবা অশ্বের নিকটে ) গমন কর ] রায়ে [ ধনের জন্য অর্থাৎ অশ্বমেধযাগের নিষ্পত্তির জন্য ] অশ্বম্‌ [ অশ্বমেধীয় অশ্বকে ] প্রসৃজত [ উৎসর্গ কর ] ।"'

জংঘনৎ='ভৃশংপুনপুনর্বা জঘান' এইঅর্থে হন্‌ধাতুর [ হনহিংসাগত্যোঃ ] উত্তর যঙ্‌ যঙলুক্‌করে "জংঘন্‌" ধাতু হল। তার উত্তর লেট্‌ লকারের তিপ্‌ তির ইকারলোপ, প ইৎ—'ৎ' থাকল "জংঘন্‌ ৎ" তারপর "লেটোঽ-ড়াটৌ [ পাঃ ৩।৪।৯৪ ] সূত্রে লেটের [ অর্থাৎ 'ৎ' ইহার ] অট্‌ আগম হল। ফলে "জংঘনৎ" পদসিদ্ধ হল।

প্রাগপাগুদক্‌=প্রাক্‌ ( পূর্ব )+অপাক্‌ ( পশ্চিম )+উদক্‌ ( উত্তর ) আযজাতে=আ+যজ্‌+লট্‌ ( আত্মনেপদে ) ত। "টিত আত্মনেপদানাং টেরে" [ পাঃ ৩।৪।৭৯ ] সূত্রে 'ত' স্থানে 'তে'। "লেটোঽড়াটৌ" [ পাঃ ৩।৪।৯৪ ] সূত্রে আট্‌ আগম হওয়ায় "আযজাতে" পদসিদ্ধ হল। লৌকিক সংস্কৃতে "আযজেত" এইরূপ হয়।

এই মন্ত্রেও স্তুতিকারী ঋত্বিক্‌দের প্রত্যক্ষকৃত অর্থাৎ যুষ্মৎ এর যোগে সম্বন্ধ এবং স্তোতব্য ইন্দ্রের পরোক্ষকৃত সম্বন্ধ হয়েছে ।। (ঢ) ।।

এরপর আধ্যাত্মিক ঋঙ্মন্ত্রের লক্ষণ বলছেন "অথাধ্যাত্মিক্য উত্তম-পুরুষযোগাঃ" ।। (ণ) ।।

উত্তমপুরুষযোগাঃ [ উত্তমপুরুষযুক্ত ] [ ঋচঃ ] [ মন্ত্রগুলি ] আধ্যাত্মিক্যঃ [ আধ্যাত্মিক নামে খ্যাত ] ।। (ণ) ।।

অনুবাদ ঃ—যে মন্ত্রগুলি উত্তমপুরুষের সহিত যুক্ত তাহারা আধ্যাত্মিক নামে খ্যাত ।। (ণ) ।।

মন্তব্য ঃ—উত্তমপুরুষ মানে "মিপ্‌, বস্‌, মস্‌, এবং ইট্‌, বহি, মহিঙ্‌" এই ছয়টি। এই উত্তমপুরুষের যোগ আছে যে সকল ঋক্‌ অর্থাৎ মন্ত্রে—

সেই মন্ত্র গুলি "উত্তমপুরুষযোগাঃ,' অথবা "উত্তমপুরুষেণ যোগঃ অস্তি যাসাম্ [ ঋচ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলে যাসাম্ ] তারা উত্তমপুরুষযোগাঃ। উত্তম-পুরুষের অর্থাৎ উত্তমপুরুষ বাচক মিপ্ বস্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত আখ্যাত পদের সহিত যোগ আছে যে সকল মন্ত্রের, সেই মন্ত্রগুলিকে আধ্যাত্মিক মন্ত্র বলে। আধ্যাত্মিক ঋক্ মানে আত্মবিষয়কস্তুতিপর মন্ত্র। সুতরাং "উত্তমপুরুষযুক্তত্বে সতি মন্ত্রত্বম্" ইহা আধ্যাত্মিক মন্ত্রের একটি লক্ষণ। আর একটি লক্ষণ পরের বাক্যে বলছেন ।। (ণ) ।।

অহম্ ইতি [ "অহম্ এই ] এতেন [ এই ] সর্বনাম্না চ [ সর্বনামের সহিতও ] [ যুক্তা ঋচঃ [ যুক্ত মন্ত্র ] আধ্যাত্মিক্যঃ [ আধ্যাত্মিক নামে খ্যাত ।। (ত) ।।

অনুবাদ ঃ—'অহম্' এই সর্বনামের সহিত যুক্ত মন্ত্রও আধ্যাত্মিক নামে খ্যাত ।। (ত) ।।

মন্তব্য ঃ—"অহমিতি সর্বনামযুক্তত্বে সতি মন্ত্রত্বম্' ইহা ও আধ্যাত্মিক মন্ত্রের আর একটি লক্ষণ। যে মন্ত্রে "অহম্" এই সর্বনাম পদ যুক্ত থাকে, তাকেও আধ্যাত্মিক মন্ত্র বলে। "অহম্" এই সর্বনাম এবং 'মিপ্ ও ইট্' এই উত্তম পুরুষ পরস্পর সম্বন্ধী। "অহম্" বললে "করোমি গচ্ছামি" ইত্যাদি উত্তম পুরুষ প্রত্যয়ান্ত আখ্যাতকে বুঝায় আবার 'করোমি, গচ্ছামি' ইত্যাদি উত্তমপুরুষান্ত আখ্যাত বললে 'অহম্' কে বুঝায়। সুতরাং যে মন্ত্রে উত্তম পুরুষের প্রত্যক্ষ স্মরণ হয় "অহম," পদের শ্রবণ হয় না সেখানে "অহম্" পদ অধ্যাহার করতে হবে। আবার যে মন্ত্রে "অহম্" পদ প্রত্যক্ষ শ্রুত হয়, উত্তমপুরুষের শ্রবণ হয় না সেখানে উত্তমপুরুষের অর্থাৎ উত্তমপুরুষ প্রত্যয়ান্ত আখ্যাতের অধ্যাহার করতে হয়। আবার কতকগুলি মন্ত্রে উত্তমপুরুষ এবং 'অহম্' সর্বনাম দুই এরই শ্রবণ হয়ে থাকে। এইরূপ আধ্যাত্মিক মন্ত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নিজ আত্মার স্তুতি বুঝিয়ে থকেন। পরবর্তি খণ্ডে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ।। (ত) ।।

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ

---

৭।১।২ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

তদ্ যথৈতান্যুদাহরণানি আনুপূর্ব্যেণৈব সপ্তস্বপি বিভক্তিষু ইন্দ্রো দিব ইত্যেবমাদীনি—

"ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্বতানাম্। ইন্দ্রো বৃধামিন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্রঃ" ইতি [ ঋ সং ৮।৪।১৫।৫ ]। রেণোর্বৈশ্বামিত্রস্যেয়মার্ষম্। ইন্দ্রী। ত্রিষ্টুপ্। সূর্যস্তুত্যোকাহনিষ্কেবল্যে বিনিযুক্তা। 'ইন্দ্রো দিবঃ' 'ঈশে' ঈষ্টে। 'ইন্দ্রঃ' এব পৃথিব্যা ঈষ্টে। 'ইন্দ্রঃ এব 'অপাম্' ঈষ্টে বর্ষকর্মাদিনা। 'ইন্দ্রঃ এব 'পর্বতনাম্' মেঘানাম্ ঈষ্টে। 'ইন্দ্রঃ এব চ 'মেধিরাণাম্' যজ্ঞেস্তম্ববতামীষ্টে। 'ইন্দ্রঃ এব হি 'যোগে' অর্থসংযোগে প্রাপ্তব্যে 'ক্ষেমে' চ-পরিপালনে কর্তব্যে 'হব্যঃ' আহ্বাতব্যো নান্যঃ কশ্চিৎ সমর্থ এতৎ কর্তুমিত্যভিপ্রায়ঃ। প্রথমায়ামেতদুদাহরণম্। ইন্দ্র ইত্যেতস্মাদুপপদাদীশ ইত্যেষ প্রথমপুরুষ ইতি প্রতীয়তে, নোত্তমপুরুষ ইতি।

"ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষত। ইতি [ ঋ সং ১।১।১৩।১ ] মধুচ্ছন্দস আর্ষম্। মহাব্রতে মহদুক্থে শিরসি শস্যতে। হেগাথিনঃ' সামগাঃ! 'ইন্দ্রমিৎ' ইন্দ্রমেব যূয়ং বৃহতা সাম্না অভিষ্টুত। যূয়মপি হে হোতারঃ। "অর্কিণঃ" 'অর্কেভিঃ' অর্কৈ ঋগ্ভিঃ মন্ত্রৈঃ ইন্দ্রমেবাভিষ্টুত। যূয়মপি চ হে অধ্বর্যবঃ ইন্দ্রমেব 'বাণীভিঃ' বাগ্ভি র্যজুর্ময়ীভিঃ 'অনূষত' অভিষ্টুত দ্বিতীয়ায়ামেতদুদাহরণম্।

"ইন্দ্রেণৈতে……সুদাসে"। ইতি তৃতীয়ায়ামেতদুদাহরণম্ ব্যাখ্যাতঃ শেষঃ।

"ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ধর্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥" [ ঋ সং ৬।৭।১১ ]। নৃমেধস আর্ষম্। সাগ্নিকেষ্বহঃসু স্তোত্রিয়ানুরূপবর্গে তৃতীয়সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ শস্ত্রে বিনযুক্তা। হে উদ্গাতারঃ! 'ইন্দ্রায়' 'বৃহৎসাম, 'গায়ত।' 'বিপ্রায়' মেধাবিনে বৃহতে' মহতে 'ধর্মকৃতে' কৃতধর্মণে 'বিপশ্চিতে' বিদুষে 'পনস্যবে' পন ইচ্ছতে, আত্মনঃ স্তুতিমিচ্ছতে। চতুর্থ্যামেতদুদাহরণম্।

"সূর্যস্যেব রশ্মযো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসূপঃ সাকমীরতে। তন্তুং ততং পরিসর্গাস আশবো নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন।" ইতি [ ঋ. সং ৭।২।২২।১ ]। রেণোর্বৈশ্বামিত্রস্যেয়মার্ষম্। পাবমানী সৌমী। জগতী। যথা সূর্যস্য রশ্ময়স্তমসাং 'দ্রাবয়িত্নবঃ' দ্রাবণশীলাঃ এবমেতে 'মৎসরাসঃ' সোমাঃ, পাপানাং দ্রাবণশীলাঃ। কিঞ্চ 'প্রসূপঃ' প্রসৃতা এতৈশ্বর্থিত্বিগ্‌ভিঃ 'সাকম্' ইন্দ্রং প্রতি 'ঈরতে' গচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ। গত্বা চ 'তন্তুং ততং' তন্তুমিব তন্তুবয়বাঃ 'পরিসর্গাসঃ' 'আশবঃ' পরিসৃতা 'যথা' ব্যাপ্নুবন্তি, এবমেতং পাতারমিন্দ্রং স্বামিনং প্রত্যশ্নুবন্তি ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। কস্মাৎ পুনরেবং ক্রমঃ? ইতঃ—যস্মাৎ 'নেন্দ্রাদৃতে' সোমঃ প্রাতঃসবনাদীনাং সোমসবন স্থানানাং 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি 'ধাম' 'পবতে' পূয়তে। তস্মাদেবং ব্রূমহে ইন্দ্রমেবৈতে ব্যাপ্নুবন্তীতি। পঞ্চম্যামেতদুদাহরণম্।

"ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী। অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্রবক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্।" ইতি [ ঋ. সং ১।২।৩৬।১ ]। হিরণ্যস্তূপস্যেয়মার্ষম্। নিষ্কেবল্যে শস্যতে। 'ইন্দ্রস্য' অহং বীর্যাণি বীরকর্মাণি 'প্রবোচম্'। 'যানি' 'চকার' 'প্রথমানি' অকৃতপূর্বাণি অন্যৈঃ। বজ্রী বজ্রসংযুক্তঃ। 'অহন্ অহিম্' ঘ্নন্ মেঘম্। 'অনু ততর্দ অপঃ' বর্ষার্থং পুনঃ পুনশ্চ 'প্রাভিনৎ' 'বক্ষণাঃ' উদকবহনশিরাঃ 'পর্বতানাম্' মেঘানাম্। এবমাদীনি বীর্যাণ্যহমিন্দ্রস্য প্রবোচমিতি। ষষ্ঠ্যামেতদুদাহরণম্।

"ইন্দ্রে কামা অযংসত দিব্যাসঃ পার্থিবা উত। ত্যমূষু গৃণতানরঃ।" ইতি। হে স্তোতারঃ! যে দিব্যাঃ কামাঃ যে চ পার্থিবাঃ, তে ইন্দ্রে এব উপনিবদ্ধাঃ, তং প্রার্থয়ত। স হি কামানামীষ্টে। 'ত্য মূষু' তং সুষ্ঠু কামপ্রাপ্ত্যর্থং 'গৃণত' স্তুত। হে নরঃ। সপ্তম্যামেতদুদাহরণম্।

উক্তং পরোক্ষকৃতমন্ত্রলক্ষণং সোদাহরণম্। অধুনা প্রত্যক্ষকৃতমন্ত্রলক্ষণমুচ্যতে। তদধিকারার্থোঽয়মথশব্দঃ। "অথ প্রত্যক্ষকৃতামধ্যমপুরুষযোগাস্ত্বমিতি চৈতেন সর্বনাম্না"। 'মধ্যমপুরুষযোগাঃ' মধ্যমেন পুরুষেণ সংযুক্তাঃ যে মন্ত্রাঃ, তে প্রত্যক্ষকৃতাঃ। 'ত্বমিতি চৈতেন সর্বনাম্না' সংযুক্তাঃ, তে চ প্রত্যক্ষকৃতাঃ। যত্র ত্বমিত্যেবং শ্রূয়তে, তত্রাবিদ্যমানোঽপি

মধ্যমপুরুষোঽধ্যাহার্যঃ। যত্র তু মধ্যমঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে, তত্রাবিদ্যমানমপি 'ত্বম্' ইত্যেতৎ সর্বনামাধ্যাহার্যম, সম্বোধনশব্দশ্রাবণয়োঃ। 'ত্বমিন্দ্র বলাদধি' "বিন ইন্দ্র মৃধো জহি" ইতি চৈতে উদাহরণে "ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসোজায়স ওজসঃ। ত্বং বৃষন্ বৃষেদসি॥" ইতি [ ঋ. সং ৮।৮।১১।২ ]। দেবজাময়ঃ সূক্তং দদৃশুঃ। অত্রেয়ং মহারাত্রিকে পর্যায়ে প্রশাস্তুঃ স্তোত্রে বিনিযুক্তা। হে 'ইন্দ্র' 'ত্বম্' 'বলাদধিজায়সে' 'সহসঃ' অভিভবনসমর্থাৎ, 'ওজসঃ' তেজসঃ। কিঞ্চ ত্বং হে 'বৃষন্' বর্ষিতঃ! 'বৃষা অসি' বর্ষিতা অসীত্যর্থঃ।

"বিন ইন্দ্র মৃধোজহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ। যো অস্মা অভিদাসত্যধরং গময়া তমঃ।" ইতি [ ঋ. সং ৮।৮।১০।৪ ]। শাসস্য ভারদ্বাজস্যেয়মার্ষম্ বৈমৃধস্য হবিষো যাজ্যা। হে 'ইন্দ্র' 'বি জহি' 'নঃ' এতান্ 'মৃধঃ' মৃধ কর্তৄন্ শত্রূন্। কিঞ্চ 'নীচা' নীচৈঃ 'যচ্ছ' তান্। 'পৃতন্যতঃ' যেঽস্মাভিঃ সহ পৃতন্যন্তি, পৃতনাং কর্তুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'যোঽস্মান্' 'অভিদাস' অভ্যুপক্ষপয়িতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। তম্ 'অধরং' 'তমঃ' 'গময়' নাশয়েত্যর্থঃ। 'অথাপি প্রত্যক্ষকৃতাঃ স্তোতারো ভবন্তি পরোক্ষকৃতানি স্তোতব্যানি" যুষ্মৎ প্রয়োগে হি কচিৎ স্তোতারঃ সম্বধ্যন্তে। তদ্‌যথাঃ—"মা চিদন্যদ্ বিশংসত" কণ্বা অভি প্রগায়ত" "উপপ্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বম্" ইতি চৈতান্যুদাহরণানি।

'মা চিদন্যদ্ বিশংসত সখায়ো মা রিষণ্যত। ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত॥" ইতি [ ঋ. সং ৫।৭।১০।১ ]। প্রগাথস্যেয়মার্ষম্। বৃহতী। তৃচাশীতীষু বিনিযুক্তা। হে স্তোতারঃ! সখায়ঃ! মা অন্যৎ কিঞ্চিৎ অপি 'বিশংসত' বিবিধাভিঃ স্তুতিভিঃ। 'মা চ রিষণ্যত' চেতসা মা গচ্ছত অন্যদ্ দেবতান্তরম্। কিন্তর্হি? 'ইন্দ্রম ইৎ' ইন্দ্রমেব 'বৃষণং' বর্ষিতারং 'স্তোত' স্তুত। 'সচা' সহভূতাঃ, এতস্মিন্ 'সুতে' সোমে। 'মুহুঃ' মুহুশ্চ হে হোতারঃ। 'উক্থা' উকথানি 'চ' 'শংসত'॥

"ক্রীলং বঃ শর্ধো মারুতমনর্বাণং রথে শুভম্। কণ্বা অভি প্রগায়ত॥" ইতি [ ঋ. সং ১।৩।১৩।১২।১ ]। কণ্বস্যেয়মার্ষম্। ক্রৈলীনস্য হবিষো যাজ্যা। 'ক্রীলং' শত্রূনপি দ্রষ্টব্যা যৎ ক্রীড়নশীলম্।

'মারুতং শর্ধঃ' বলম্। 'অনর্বাণম্' অনাশ্রিতমন্যত্র, স্বপ্রভাবযুক্তমেবেত্যভিপ্রায়ঃ, 'রথে শুভং', রথে স্থিতং শোভিষ্ঠম্, হে 'কণ্বাঃ' মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ। এতৎ 'অভিগায়ত' এতৎ 'বঃ' ব্রবীমি।

"উপপ্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বমশ্বং রায়ে প্রমুঞ্চতা সুদাসঃ। রাজা বৃত্রং জঙ্ঘনৎ। প্রাগপাগুদগথা যজাতে বর আ পৃথিব্যাঃ।" ইতি [ঋ. সং ৩।৩।২১।১] বিশ্বামিত্রস্যেয়মার্ষম্। হে 'কুশিকাঃ' স্তুতিক্রোণ্টার ঋত্বিজঃ। 'উপপ্র ইত' গচ্ছত। 'চেতয়ধ্বম্' বিজানীধ্বমেতৎ। যথৈষ 'রাজা' 'বৃত্রং' শত্রুং 'জঙ্ঘনৎ' হতবান্, সর্বাসু দিক্ষু, 'অথ' এবং সর্বহন্তা অমিত্রো ভূত্বা 'বরে' শ্রেষ্ঠপ্রদেশে 'পৃথিব্যাঃ', 'যজাতে' যজতে। তে যূয়মেতদ্ বিজ্ঞায় উপপ্রগচ্ছত। উপপ্রগত্য চৈতমাশ্বমেধিকম্ 'অশ্বং' প্রমুঞ্চত' উৎসৃজত, বিধানতঃ প্রোক্ষ্যাশ্বমেধযাগায়। যোঽয়মেতস্মিন্ 'সুদাসে' কল্যাণদানে বর্তে। এবমেতেষু যুষ্মদ্গুণপদপ্রয়োগেষু সম্বন্ধাঃ স্তোতারঃ স্তোতব্যানি তু যানি দেবতাস্থানি, তানি পরোক্ষকৃতাভিসম্বন্ধীনি। এবংলক্ষণং মন্ত্রজাত মুপেক্ষিতব্যম্।

"অথাধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগাঃ" উত্তমেন পুরুষেণ যা ঋচঃ যুক্তাঃ তা আধ্যাত্মিক্যঃ। "অহমিতি চৈতেন সর্বনাম্না" যা উক্তাঃ তাশ্চ আধ্যাত্মিক্যঃ। অত্রাপি যত্রাহমিত্যেতৎ সর্বনাম শ্রূয়তে তত্র অবিদ্যমানমপি হ্যুত্তমপুরুষসম্বন্ধমাখ্যাতপদমধ্যাহর্তব্যম্। যত্র চোত্তমপুরুষসম্বন্ধমাখ্যাতপদং শ্রূয়তে তত্রাবিদ্যমানমপি অহম্' ইত্যেতৎ সর্বনাম অধ্যাহার্যম্ সম্বন্ধিশব্দত্বাদনয়োঃ ॥ ২ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়প্রথমপাদে দ্বিতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ ॥

## অথ দৈবতকাণ্ডস্য সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমপাদস্য তৃতীয়খণ্ডঃ মূলম্

যথৈতদিন্দ্রো বৈকুণ্ঠী লবসূক্তং বাগাম্ভৃণীয়মিতি ॥ ক ॥ ইতি বা ইতি মে মনো গামশ্বং সনুয়ামিতি কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ (খ) ॥ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ (গ) ॥ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠা অল্পশ আধ্যাত্মিকাঃ ॥ (ঘ) ॥ অথাপি-স্তুতিরেব ভবতি নাশীর্বাদঃ ॥ (ঙ) ॥ ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচমিতি যথৈতস্মিন্ সূক্তে ॥ (চ) ॥ অথাপ্যাশীরেব ন স্তুতিঃ ॥ (ছ) ॥ সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসং সুবর্চা মুখেন সুশ্রুৎকর্ণাভ্যাং ভূয়াসমিতি তদেতদ্ বহুলমাধ্বর্যবে যাজ্ঞেষু চ মন্ত্রেষু ॥ (জ) ॥ অথাপি শপথাভিশাপৌ ॥ (ঝ) ॥ অদ্যামুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি অধা স বীরৈর্দশভির্বিযূয়া ॥ (ঞ) ॥ অথাপি কস্যচিদ্ভাবস্যাচিখ্যাসা ॥ (ট) ॥ ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন হি ॥ (ঠ) ॥ তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে ॥ (ড) ॥ অথাপি পরিদেবনা কস্মাচ্চিদ্ভাবাৎ ॥ (ঢ) ॥ সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ ॥ (ণ) ॥ ন বিজানামি যদি বেদমস্মি ইতি ॥ (ত) ॥ অথাপি নিন্দাপ্রশংসে ভবতঃ ॥ (থ) ॥ কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥ (দ) ॥ ভোজস্যেদং পুচকরিণীব বেশ্মেতি ॥(ধ)॥ এবমক্ষসূক্তে দ্যূতনিন্দা চ কৃষিপ্রশংসা চ ॥ (ন) ॥ এবমুচ্চাবচৈ-রভিপ্রায়ৈর্ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি ॥ (প) ॥ ৩ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডেসপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে তৃতীয়খণ্ডঃ।

## বিবৃতি

আধ্যাত্মিক মন্ত্রের উদাহরণ বলছেন—"যথৈতদিন্দ্রো বৈকুণ্ঠী লবসূক্তং বাগাম্ভৃণীয়মিতি" ॥ (ক) ॥

যথা [ যেমন ] ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠী [ ইন্দ্র বক্তা বৈকুণ্ঠী মন্ত্র ] লবসূক্তম্ [ লবরূপী ইন্দ্র দৃষ্ট সূক্ত ] বাগাম্ভৃণীয়ম্ [ অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ নাম্নী ঋষি দৃষ্ট সূক্ত ] ইতি [ এই ] এতৎ [ এই তিনটি আধ্যাত্মিক মন্ত্রের উদাহরণ ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—যেমন ইন্দ্র বক্তা বৈকুণ্ঠী মন্ত্র, লবরূপী ইন্দ্র দৃষ্ট সূক্ত অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ নাম্নী ঋষি দৃষ্ট মন্ত্র—এই তিনটি আধ্যাত্মিক মন্ত্রের উদাহরণ ॥ (ক ॥

মন্তব্য ঃ—উত্তমপুরুষ যুক্ত বা 'অহম্' এই সর্বনাম যুক্ত আধ্যাত্মিক মন্ত্র বলা হয়েছে। এখন সেই আধ্যাত্মিক মন্ত্রের তিনটি উদাহরণ বলছেন—সংক্ষেপে। প্রথম উদাহরণ বলেছেন—

"ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠী"। "ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠী" এই শব্দটি মন্ত্রের প্রতীক অর্থাৎ আদ্য অংশ নয়। কিন্তু যে মন্ত্রের দ্রষ্টা হচ্ছেন ইন্দ্র, সেই মন্ত্রকে বুঝাবার জন্য বলেছেন 'ইন্দ্রঃ' আর 'বৈকুণ্ঠী' মানে বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ ইন্দ্র বক্তা আছে যার [ যে মন্ত্রের ] এইরূপ অর্থে বৈকুণ্ঠ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ার্থক ইনি প্রত্যয় [ "অত ইনিঠনৌ" ( পার ৫।২।১১৫ ) ] করে বৈকুণ্ঠী শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠরূপ ইন্দ্র যে মন্ত্রের বক্তা। এই 'ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠী' এই দুইটি পদের দ্বারা মন্ত্রকেই বুঝান হয়েছে। এই মন্ত্র একটু পরে বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় হল—লবসূক্ত। এখানেও ইন্দ্র লবরূপ ধারণ করে সূক্তের বক্তা বলে ঐ সূক্ত বা মন্ত্রকে লবসূক্ত বলা হয়েছে। উহাও একটু পরে বলা হচ্ছে। তৃতীয় হচ্ছে "বাগাম্ভৃণীয়" অম্ভৃণ ঋষির কন্যার নাম ছিল 'বাক্'। সেই বাক্ নাম্নী ঋষি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা তাকে [ সেই মন্ত্রকে ] বাগাম্ভৃণীয় বলা হয়েছে। 'অম্ভৃণস্য অপত্যম্ [ কন্যা ]' এইরূপ অর্থে "অত ইঞ্" [ পাঃ ৪।১।৯৫ ] সূত্রে 'ইঞ্' প্রত্যয় করে 'আম্ভৃণি' শব্দ নিষ্পন্ন হল। তার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "সর্বতোঽক্তিন্নর্থাদিত্যেকে" [ গণসূত্র—৫১ ] এই সূত্রে

'ঙীষ্' হল। তাতে 'আম্ভৃণী' শব্দ সিদ্ধ হল। তারপর "বাক্ চাসৌ আম্ভৃণী চেতি" এইরূপ বাক্যে 'বাগাম্ভৃণী' শব্দ সিদ্ধ হল। তারপর "বাগাম্ভৃণ্যা প্রোক্তম্ এইরূপ অর্থে বৃদ্ধাচ্ছঃ [পাঃ ৪।২।১১৪] সূত্রে ছ প্রত্যয় করে "বাগাম্ভৃণীয়ম্" পদ সিদ্ধ হয়। তার মানে হচ্ছে যে মন্ত্র বা সূক্তের বক্ত্রী হচ্ছেন বাগাম্ভৃণী। ইহারও উদাহরণ পরে বলা হবে। 'ইতি' শেষে ইতি শব্দের দ্বারা বুঝাচ্ছে এই যে এইরূপ আধ্যাত্মিক মন্ত্র আরও আছে তাহা বেদ থেকে বিচার করে বুঝে নিবে।

ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠী বলে যে মন্ত্রের সূচনা করা হয়েছিল সেই মন্ত্রটি এইরূপ [দুর্গাচার্য উদ্ধৃত করেছেন] "অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতি রহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ। মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোঽহং দাশুষে বিভজামি ভোজনম্ ॥" [ঋ সং ৮।১।৫।১]।

এই মন্ত্রের পূর্বে যে সূক্ত আছে সেই সূক্তে বলা হয়েছে 'সপ্তগু' নামক ঋষি কর্তৃক স্তুত হয়ে ইন্দ্র আনন্দিত হয়ে তিনটি সূক্তে ইন্দ্র নিজেকে স্তুতি করেছেন। সেইজন্য বৈকুণ্ঠ নামক ইন্দ্রের বাক্য বলে এই "অহং ভুবং বসুনঃ" মন্ত্রটির ঋষি হচ্ছেন ইন্দ্র। কেননা যে মন্ত্র যাঁর বাক্য তাঁকে সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। আবার যে মন্ত্রে যে দেবতা প্রতিপাদ্য হন, সেই মন্ত্রের দেবতা হন তিনি। সুতরাং উক্ত 'অহং" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র কথিত হয়েছেন বলে এই মন্ত্রের দেবতাও ইন্দ্র।

উক্ত মন্ত্রের [অহং ভুবং……ভোজনম্] অর্থ এইরূপ—[ইন্দ্র বলছেন] "আমিই পূর্বে ধনের পতি ছিলাম, এখনও আমি ধনের পতি। আমিই নিত্যকাল শত্রুর নিকট থেকে যুগপৎ সমস্ত ধন জয় করি। পুত্রেরা যেমন পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ যজমান মানুষেরা আমাকেই [বিপৎকালে] আহ্বান করে। যে যজমান আমাকে হবিঃ প্রদান করে, আমি তাকে যথাযোগ্য অন্ন বা ধন বিভাগ করে দিই।" এই মন্ত্রে 'অহম্' এই সর্বনাম পদ আছে এবং 'ভুবং' 'সংজয়ামি' 'বিভজামি' এই উত্তমপুরুষের যোগ আছে বলে এই মন্ত্র আধ্যাত্মিক ॥ (ক) ॥

এখন দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক মন্ত্র বলছেন—"ইতি বা ইতি মে মনো গামশ্বং সনুয়ামিতি। কুবিৎ সোমস্যাপাম্ ॥" [ঋ সং ৮।৬।২৬।১] (খ) ॥

ইতি বা ইতি [ এই এই প্রকারে ] মে [ আমার ( ইন্দ্রের ) ] মনঃ [ মন ] [ বর্ত্তে ] [ আছে ( আমার মনে আছে ) ] [ স্তোতৃভ্যঃ ] [ স্তুতিকারিগণকে ] গাম্ [ গরু ] অশ্বম্ [ অশ্ব ] সনুয়াম্ [ প্রদান করি ] ইতি [ যেহেতু ] কুবিৎ [ বহুবার ] সোমস্য [ সোমকে ] অপাম [ আমি পান করেছি ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—এই এইরূপে আমার সব মনে আছে। আমি স্তুতিকারিগণকে গরু এবং অশ্ব প্রদান করি, যেহেতু আমি বহুবার সোমরস পান করেছি ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—কোন সময়ে ইন্দ্র লবরূপ ধারণ করে সোমরস পান করছিলেন। সেই সময় ঋষিরা ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন। তখন ইন্দ্র এই সূক্তের দ্বারা নিজের স্তুতি করছিলেন। এই মন্ত্রে 'সনুয়াম্' এবং 'অপাম্' এই দুইটি উত্তমপুরুষের যোগ আছে। 'অহম্' এই সর্বনাম অধ্যাহার করে নিতে হবে।

সনুয়াম্—ষণুদানে [ তনাদিগনীয় উভয় পদী ] সন্ ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ হয়েছে।

অপাম্—পা পানে পা ধাতুর উত্তর লুঙ্-এর মিপ্। "গাতিস্থাঘুপাভূভ্যঃ সিচঃ পরস্মৈপদেষু" [ পাঃ ২।৪।৭৭ ] সূত্রে সিচ্-এর লোপ হয়েছে ॥ (খ) ॥

তৃতীয় আধ্যাত্মিক মন্ত্র বলছেন—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥" [ ঋ সং ৮।৭।১১।১ ] (গ) ॥

অহং [ আমি ( অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ) ] রুদ্রেভিঃ [ একাদশরুদ্ররূপে ] বসুভিঃ [ অষ্টবসুরূপে ] চরামি [ বিচরণকরি ] অহম্ [ আমি ] আদিত্যৈঃ [ দ্বাদশ আদিত্যরূপে ] উত [ আর ] বিশ্বদেবৈঃ [ বিশ্বদেবতা রূপে ] [ চরামি ] [ বিচরণকরি ] অহং [ আমি ] মিত্রাবরুণা [ মিত্র ও বরুণ ] উভা [ উভয়কে ] বিভর্মি [ পালনকরি বা ধারণকরি ] অহম্ [আমি] ইন্দ্রাগ্নী [ ইন্দ্র ও অগ্নিকে ] [ বিভর্মি ] [ ধারণকরি ] অহম্ [ আমি ] অশ্বিনা উভা [ অশ্বিনী কুমার দ্বয়কে ] বিভর্মি [ ধারণকরি ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—আমি একাদশরুদ্ররূপে, অষ্টবসুরূপে, দ্বাদশ আদিত্যরূপে এবং বিশ্বদেবতা সকলরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে, ইন্দ্র ও অগ্নিকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণকরি ।। (গ) ।।

মন্তব্য ঃ—এই বাগাম্ভৃণীয় সূক্তটি দেবী সূক্ত বলে প্রসিদ্ধ আছে। চণ্ডী অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্যপাঠে এই সূক্ত পাঠ করতে হয় ইহা সকলে জানেন। অম্ভৃণঋষির কন্যা বাক্ নাম্নী ঋষি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করে নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অনুভব করে নিজেকে সমস্ত জগতের অধিষ্ঠানরূপে স্তুতি করছেন—এই সূক্তে, যেহেতু "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" [ মুঃ উঃ ৩।২।৯ ] ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হয়েছে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের অধিষ্ঠান। অতএব সেই ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন যে বাক্ ঋষি তিনিও সকল জগতের অধিষ্ঠান—এই দৃষ্টি যে তাঁর হয়েছে তাহা এই সূক্তে প্রকাশিত হয়েছে। এই মন্ত্রের ঋষি বাক্। দেবতা হচ্ছেন পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম। এই দেবীসূক্তে ৮টি মন্ত্র আছে, তার মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটি জগতীচ্ছন্দের। বাকীগুলি ত্রিষ্টুপ্ছন্দের। যাইহোক এই দেবীসূক্তের মন্ত্রগুলিতে 'অহম্' এই সর্বনাম এবং উত্তমপুরুষের যোগ থাকায় এই মন্ত্রগুলি আধ্যাত্মিক মন্ত্র। সেই জন্য নিরুক্তকার প্রথম মন্ত্রটির উল্লেখ করেছেন। তার দ্বারা অবশিষ্ট ৭টি মন্ত্র ও আধ্যাত্মিক মন্ত্র বলে বুঝে নিতে হবে। ইহার বিশদ অর্থ সায়ণাচার্যের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য ।। (গ) ।।

পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক এই তিনপ্রকার ঋক্মন্ত্রের মধ্যে এখন আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যা অনেক কম এই কথা বলছেন "পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠাঃ। অল্পশঃ আধ্যাত্মিকাঃ" ।। (ঘ) ।।

পরোক্ষকৃতাঃ [ পরোক্ষকৃত ] প্রত্যক্ষকৃতাঃ চ [ এবং প্রত্যক্ষকৃত ] মন্ত্রাঃ [ মন্ত্রসকল ] ভূয়িষ্ঠাঃ [ বহু ]। আধ্যাত্মিকাঃ [ আধ্যাত্মিকমন্ত্র সকল ] অল্পশঃ [ সংখ্যায় অনেক কম ] ।। (ঘ) ।।

অনুবাদ ঃ—পরোক্ষকৃত এবং প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্র সকল সংখ্যায় অনেক বেশী, আধ্যাত্মিক মন্ত্র সংখ্যায় অনেক কম ।। (ঘ) ।।

মন্তব্য :—পরোক্ষকৃত প্রত্যক্ষকৃত এবং আধ্যাত্মিক মন্ত্রের পৃথক্ পৃথক লক্ষণ পূর্বে বলে এসেছেন। এখন এখানে পরোক্ষকৃত ও প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের ভূয়িষ্ঠতা অর্থাৎ বাহুল্য এবং আধ্যাত্মিক মন্ত্রের অল্পসংখ্যাকত্ব বলা হয়েছে।

যে মন্ত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নিজেকে স্তোতব্য বলে মনে করে স্তুতি করেন তাহা আধ্যাত্মিক মন্ত্র ইহাই সংক্ষেপে বক্তব্য।

ভূয়িষ্ঠাঃ—"অয়ম্ এতেষামতিশয়েন বহুঃ" এইরূপ অর্থে 'বহু' শব্দের উত্তর—"অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ" [ পাঃ ৫।৩।৫৫ ] সূত্রে ইষ্ঠন্ প্রত্যয় হল। "ইষ্ঠস্য য়িট্ চ" [ পাঃ ৬ ৪।১৫৯ ] সূত্রে "ইষ্ঠ"-এর ই স্থানে "য়ি" হল। 'য়িষ্ঠ' থাকল। "বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ" [ ৬।৪।১৫৮ ] সূত্রে 'বহু' শব্দের ভূ আদেশ করে 'ভূয়িষ্ঠ' শব্দ সিদ্ধ হল। তার প্রথমা বহুবচনে ভূয়িষ্ঠাঃ হয়েছে।

অল্পশঃ—'অল্পেন অর্থাৎ অল্প রূপে' এইরূপ অর্থে 'অল্প' শব্দের উত্তর—"বহ্বল্পার্থাচ্ছস্ কারকাদন্যতরস্যাম্" [ পাঃ ৫।৪।৪২ ] সূত্রে 'শস্' প্রত্যয় করে "অল্পশঃ" পদ সিদ্ধ হয়েছে ॥ (ঘ) ॥

অথ অপি [ আর ] স্তুতিঃ এব [ স্তুতিই ] ভবতি [ হয় ] [ কৃচিৎ ] [ কোন কোন মন্ত্রে ] ন আশীর্বাদঃ [ বর প্রার্থনার কথা থাকে না ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ :—কোন কোন মন্ত্রে দেবতার স্তুতিই থাকে, বর প্রার্থনার উল্লেখ থাকে না ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য :—মন্ত্রে দেবতার স্তুতি করা হয় আশীর্বাদের জন্য অর্থাৎ বর পাবার জন্য। দেবতাকে স্তুতি করে কোন অভীষ্ট পাওয়া যায়। অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনা থাকে না অথচ দেবতাকে স্তুতিই থাকে এইরূপ কোন কোন মন্ত্র দেখা যায়—এই কথা নিরুক্তকার বলছেন। দুর্গাচার্য বলেছেন যেখানে [ যে মন্ত্রে ] কেবল স্তুতির কথাই থাকে আশীঃ-র কথা থাকে না, সেখানে আশীঃ অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনা জুড়ে নিতে হবে। কারণ আশীর জন্যই দেবতার স্তুতি করা হয় ॥ (ঙ) ॥

এইরূপ কেবল স্তুতির কথা যে মন্ত্রে থাকে সেইরূপ একটি মন্ত্রের

উদাহরণ বলছেন—"ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচম্ ইতি, যথৈতস্মিন্ সূক্তে" ॥ (চ) ॥

ইন্দ্রস্য [ ইন্দ্রের ] নু [ অনুনয় অর্থে ] বীর্যাণি [ বীরকর্মসকল ] প্রবোচম্ [ বলিতেছি ] ইতি [ এই কথা ] এতস্মিন্ সূক্তে [ এই সূক্তে ( মন্ত্র সমূহে ) ] যথা [ যেমন ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—যেমন "ইন্দ্রের বীরকর্মসকল বলিতেছি" এই সূক্তে ॥ (চ) ॥

মন্তব্য :—কেবল স্তুতির উল্লেখ আছে আশীর উল্লেখ থাকে না—এইরূপ মন্ত্রের উদাহরণের জন্য বলছেন—"ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচম্" এই অংশটি মন্ত্র। ইহা ঋক্ সংহিতার ১।৭।২।১ সংখ্যক সূক্তে আছে। 'ইতি যথৈতস্মিন্ সূক্তে" এই অংশটি নিরুক্তকারের বাক্য। মন্ত্রটির অর্থ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে মন্ত্রে কেবল স্তুতিই আছে আশীর্বাদ নাই। "ইন্দ্রের বীর্য সমূহ বলিতেছি" এই কথার দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি বুঝাচ্ছে, যিনি ইন্দ্রের স্তুতি করেছেন তাঁর বর প্রার্থনার উল্লেখ নাই। এইজন্য এই মন্ত্রে "সোঽস্মাকমভীষ্টং বিদধাতু" ইত্যাদি বর প্রার্থনার বোধক শব্দ এখানে জুড়ে নিতে হবে। এই মন্ত্রটিও আধ্যাত্মিক মন্ত্র, কারণ "প্রবোচম্" এই উত্তম পুরুষের যোগ এখানে আছে।

প্রবোচম্=প্র+ব্রূ লটের অর্থে লুঙের মিপ্ "ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিটঃ" [ পা ৩।৪।৬ ] ॥

নু—মন্ত্রে 'নু' পদটি অনুনয় অর্থে প্রযুক্ত ॥ (চ) ॥

অথ অপি [ আবার ] [ কদাচিৎ ] [ কোন কোন মন্ত্রে ] আশীঃ এব [ অভিমত বর প্রার্থনাই আছে ] ন স্তুতিঃ [ স্তুতি ( দেবতার স্তুতি ) নাই ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ :—আবার কোন কোন মন্ত্রে অভিমত বর প্রার্থনাই উল্লিখিত আছে দেবতার স্তুতি নাই ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য :—কতকগুলি মন্ত্রে কেবল আশীঃ অর্থাৎ স্তুতিকারীর অভিমত বর প্রার্থনাই আছে স্তুতি অর্থাৎ দেবতার স্তুতি নাই। এইরূপ স্থলেও কিন্তু দেবতার স্তুতিবোধক শব্দ উহ্য করে নিতে হবে। কারণ দেবতা স্তুত

না হলে বর দেন না। এইরূপ মন্ত্রের উদাহরণ পরের বাক্যে নিরুক্তকার বলেছেন ॥ (ছ) ॥

উক্ত মন্ত্রের উদাহরণ যথা ঃ—"সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসং সুবর্চা মুখেন সুশ্রুৎকর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্" ইতি। তদেতদ্বহুলমাধ্বর্যবে যাজ্ঞেষু চ মন্ত্রেষু ॥ (জ) ॥

অহম্ [ আমি ( স্তুতিকারী ) ] অক্ষীভ্যাং [ চক্ষুদ্বয়ে ] সুচক্ষা [ উত্তম দৃষ্টি সম্পন্ন ] ভূয়াসম্ [ যেন হই ], মুখেন [ মুখে ] সুবর্চাঃ [ উত্তমদীপ্তি সম্পন্ন ] ভূয়াসম্ [ যেন হই ], কর্ণাভ্যাম্ [ কর্ণদ্বয়ে ] সুশ্রুৎ [ উত্তম শ্রবণকারী ] ভূয়াসম্ [ যেন হই ] ইতি [ এইরূপ ] তদেতৎ [ আশীর্বাদ ] আধ্বর্যবে [ যজুর্বেদে ] বহুলম্ [ বহুলভাবে ] দৃশ্যতে [ দেখা যায় ] যাজ্ঞেষু চ মন্ত্রেষু [ যজ্ঞের করণীভূত ঋক্ ও সাম্ মন্ত্রসমূহেও দেখা যায় ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ ঃ—আমি যেন চক্ষুদ্বয়ে উত্তমদৃষ্টি সম্পন্ন হই, মুখে উত্তমদীপ্তি সম্পন্ন হই, কর্ণদ্বয়ে যেন উত্তম শ্রবণকারী হই—"সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসং সুবর্চা মুখেন সুশ্রুৎ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্" এইরূপ মন্ত্র প্রায় যজুর্বেদে দেখা যায় যজ্ঞকরণ মন্ত্র অর্থাৎ ঋক্ ও সাম মন্ত্রেও দেখা যায় ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—এই মন্ত্রটি নিরুক্তকার উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু দুর্গাচার্য প্রভৃতি এই মন্ত্রের আকর দেখান নাই। এখানে "সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসং সুবর্চা মুখেন সুশ্রুৎ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্" এই অংশটি মন্ত্র আর "ইতি তদেতদ্বহুলমাধ্বর্যবে যাজ্ঞেষু চ মন্ত্রেষু" এই অংশটি নিরুক্তকারের বাক্য। এই মন্ত্রে আমি যেন চক্ষুদ্বয়ে উত্তমদৃষ্টি সম্পন্ন হই ইত্যাদি রূপে আশীর্বাদ আছে অর্থাৎ অভিমত বর প্রার্থনা আছে, কিন্তু স্তুতি নাই—এইজন্য "ভো দেব! ত্বং সর্বশক্তিসম্পন্ন সর্বগুণসম্পন্ন সর্বত্র তবামোঘাশক্তিঃ" ইত্যাদির রূপে স্তুতি বোধক পদ সমূহ উহ্য করে নিতে হবে। নতুবা দেবতা বর দিবেন না ॥ (জ) ॥

কতকগুলি মন্ত্রে শপথ [ দিব্য ] এবং কতকগুলি মন্ত্রে অভিশাপ উল্লিখিত হয় এই কথা নিরুক্তকার বলছেন—"অথাপি শপথাভিশাপৌ" ॥ (ঝ) ॥

অথ অপি [ আর ] [ কচিৎ ] [ কোন কোন মন্ত্রে ] শপথাভিশাপৌ [ দিব্য ও অভিশাপ ] [ দৃশ্যেতে ] [ দেখা যায় ] ।। (ঋ) ।।

অনুবাদ ঃ—কোন কোন মন্ত্রে শপথ ও অভিশাপ দেখা যায় ।। (ঋ) ।।

মন্তব্য ঃ—শপথ মানে নিজের বাক্য মিথ্যা নয় ইহা ইহা প্রতিপাদন করবার জন্য যে দিব্য করা তাহাই । অভিশাপ মানে শাপ । অপরের অনভিমত কথন । কোন কোন মন্ত্রে এইরূপ শপথের উল্লেখ থাকে । আবার কোন মন্ত্রে অভিশাপের উল্লেখ থাকে । এখানে পরবর্তী বাক্যে নিরুক্তকার একটি মন্ত্রেই শপথ ও অভিশাপের উদাহরণ বলবেন ।। (ঋ) ।।

শপথ ও অভিশাপের উদাহরণ স্বরূপ মন্ত্র বলছেন—"অদ্যামুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি । অধা স বীরৈর্দশভির্বিযূয়া, ইতি" ।। (ঞ) ।।

অস্মি [ আমি ] যদি [ যদি ] যাতুধানঃ [ রাক্ষস হই ] [ তাহা ] [ তাহলে ] অদ্যা [ আজই ] মুরীয় [ মরে যাব ] অধা [ আর যদি রাক্ষস না হয়েও আমাকে রাক্ষস বলে থাক তাহলে ] স [ সেই তুমি ] দশভিঃ বীরৈঃ [ দশ অর্থাৎ অনেক বীর পুত্র বা বন্ধু থেকে ] বিযূয়াঃ [ বিযুক্ত হয়ে যাবে ] ইতি [ এই মন্ত্রে শপথ ও অভিশাপ উল্লিখিত হয়েছে ] ।। (ঞ) ।।

অনুবাদ ঃ—আমি যদি রাক্ষস হই তাহলে আজই মরে যাব । আর যদি রাক্ষস না হয়েও আমাকে রাক্ষস বলে থাক তাহলে সেই তুমি অনেক বীর পুত্র বন্ধু-বান্ধব থেকে বিযুক্ত হয়ে যাবে ।' এই [ অদ্যামুরীয়—ইত্যাদি ] মন্ত্রে ( শপথ ও অভিশাপ ) উক্ত হয়েছে ।। (ঞ) ।।

মন্তব্য ঃ—এখনে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"অদ্যামুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি যদি বায়ুস্ততপ পুরুষস্য । অধা স বীরৈ দশভির্বিযূয়া যো মা মোঘং যাতুধানেত্যাহ ।।" [ ঋং সং ৫।৭।৭।১৫ ]

এই সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে—"সৌদাস নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি মৃগয়া করতে গিয়ে এক রাক্ষস বধ করেছিলেন । সেই রাক্ষসের এক ভ্রাতা সৌদাসকে বধ করতে অসমর্থ হয়ে রাজা সৌদাসের পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে নিজেকে সংগোপন করে রাজার পাকশালায় অন্য মাংসের সহিত মানুষের মাংস মিশ্রিত করে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত বশিষ্ঠকে খেতে দেয় । বশিষ্ঠ সেই মাংস অভক্ষ্য ইহা জানতে পেরে ইহা "রাক্ষসের ভক্ষ্য মাংস"

সুতরাং সৌদাস রাজা তুমি রাক্ষস হও এইরূপ অভিশাপ দেন। রাজা সৌদাসও অভিশাপ বশিষ্ঠকে দিয়ে বলেন—"তুমিই রাক্ষস হও।" তখন বশিষ্ঠ এই মন্ত্রে বলেন। মন্ত্রের অর্থ যথা—"আমি যদি রাক্ষস হই তাহলে আজই মরে যাব। আর যদি আমি রাক্ষস হয়ে কোন মানুষের আয়ুঃ প্রমাদবশত ও হিংসা করে থাকি, তাহলেও আজই মরে যাব। আর যদি বস্তুত আমি রাক্ষস না হলেও তুমি আমাকে রাক্ষস বলে মিথ্যা বলে থাক, তাহলে সেই তুমি বহু বীর পুত্র বা বন্ধু-বান্ধব থেকে বিযুক্ত হবে।"

এখানে বশিষ্ঠ যে বলেছেন—"আমি যদি রাক্ষস হই তাহলে আজই মরে যাব" ইহা শপথ [ দিব্য ]। আর আমি প্রকৃত রাক্ষস নয় অথচ আমাকে তুমি [ সৌদাস ] রাক্ষস বল তাহলে তুমি পুত্রাদি থেকে বিযুক্ত হবে। এই অংশটি অভিশাপ। সুতরাং এই একটি মন্ত্রই শপথ ও অভিশাপ এই উভয়ের উদাহরণ রূপে নিরুক্তকার কর্তৃক সূচিত হয়েছে ॥ (ঞ) ॥

এখন নিরুক্তকার কোন কোন মন্ত্রে ভাব অর্থাৎ পদার্থের আখ্যানের ইচ্ছা হয়ে থাকে ইহা বলছেন "অথাপি কস্যাচিদ্ভাবস্যাচিখ্যাসা ॥" ॥ (ট) ॥

অথ অপি [ আর ] [ কস্মিংচিৎ মন্ত্রে ] [ কোন কোন মন্ত্রে ] ভাবস্য [ পদার্থ বিশেষের ] আচিখ্যাসা [ বলবার ইচ্ছা ] [ ভবতি ] [ হয় ] ॥ (ট) ॥

অনুবাদ :—আর কোন কোন মন্ত্রে কোন কোন ভাব পদার্থের [ বস্তুভূত পদার্থের ] বলবার ইচ্ছা হয় ॥ (ট) ॥

মন্তব্য :—স্পষ্ট। পরবর্তী দুইটি বাক্যে নিরুক্তকার যে দুইটি মন্ত্রের উদাহরণ দিয়েছেন তাতে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম পদার্থের অভিধানেচ্ছা দেখা যায় ॥ (ট) ॥

তর্হি [ তখন সৃষ্টির পূর্বে ] মৃত্যুঃ [ মৃত্যু এই শব্দ ব্যবহার ] ন আসীৎ [ ছিল না ] অমৃতং ন [ অমৃত এই শব্দ ব্যবহার ছিল না ॥ (ঠ) ॥

অনুবাদ :—সৃষ্টির পূর্বে মৃত্যু এইরূপ শব্দ ব্যবহার ছিল না, অতএব 'অমৃত' এইরূপ শব্দ ব্যবহারও ছিল না। [ এই মন্ত্রে ব্রহ্মকে বলতে ইচ্ছা করা হয়েছিল ] ॥ (ঠ) ॥

মন্তব্য :—এখন সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা ন অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন

ন পরঃ কিঞ্চনাস ।।" [ ঋং সং ৮।৭।১৭।২ ]। ইহার অর্থ এইরূপ সৃষ্টির পূর্বে মৃত্যু এইরূপ শব্দ ব্যবহার ছিল না। অমৃত শব্দ ব্যবহারও ছিল না। রাত্রি ও দিবসের জ্ঞান ছিল না। মায়ার দ্বারা উপহিত সেই এক পরব্রহ্ম বায়ুশূন্যরূপে প্রাণন করেছিলেন অর্থাৎ অবস্থান করেছিলেন। মায়ার সহিত সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু ভূত ও ভৌতিক জগৎ ছিল না। সৃষ্টির পরে বর্তমান এই জগত তখন ছিল না ।।"

অন্বয়মুখে প্রতিপদার্থ : –"তহি [ সৃষ্টির পূর্বে ] মৃত্যুঃ [ মৃত্যুঃ এইরূপ শব্দ ব্যবহার ] ন আসীৎ [ ছিল না ] অমৃতং ন [ অমৃত শব্দ ব্যবহারও ছিল না ] রাত্র্যাঃ [ রাত্রির ] প্রকেতঃ [ জ্ঞান ] ন আসীৎ [ ছিল না ] অহ্নঃ ন [ দিবসের জ্ঞানও ছিল না ] স্বধয়া [ মায়ার দ্বারা বা মায়ার সহিত ] তৎ [ সেই বেদান্তপ্রসিদ্ধ ] একং [ এক পরব্রহ্ম ] অবাতম্ [ বায়ু-শূন্যরূপে ] আনীৎ [ প্রবাহিত ছিল ] তস্মাৎ [ সেই মায়ার সহিত ব্রহ্ম থেকে ] হ [ প্রসিদ্ধ ] অন্যৎ [ ভিন্ন ] ন [ নয় ] কিঞ্চন [ ভিন্ন ভূত ভৌতিক কিছু ] ন পর আস [ সৃষ্টির পরবর্তী বর্তমান এই জগতও ছিল না ] এই মন্ত্রটি এবং এর পরবর্তী মন্ত্রটি যে সূক্তে পঠিত আছে, সেই সূক্তটি নাসদীয় সূক্ত বলে প্রসিদ্ধ। ইহার বিশদ অর্থ দুর্গাচার্য প্রভৃতির বৃত্তিতে দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রে ভাব অর্থাৎ পরব্রহ্ম পদার্থের আচিখ্যাসা—বলবার ইচ্ছা হয়েছে ।। (ঘ) ।।

পরবর্তী মন্ত্রেও সেই কারণীভূত ব্রহ্ম পদার্থ বলবার ইচ্ছা হয়েছে—"তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে" ।। (ঙ) ।। [ ঋ সং ৮।৭।১৭।৩ ]।

অগ্রে [ সৃষ্টির পূর্বে ] তমসা [ কারণরূপ মায়ার দ্বারা ] তমঃ [ কার্য-রূপ জগৎ [ গূঢ়ম্ [ আচ্ছাদিত ] আসীৎ [ ছিল ] ।। (ঙ) ।।

অনুবাদ :—সৃষ্টির পূর্বে জগতের কারণীভূত মায়ারূপ তম-এর দ্বারা কার্য জগদ্রূপ তম আচ্ছাদিত ছিল ।। (ঙ) ।।

মন্তব্য :—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ।। [ ঋ সং ৮।৭।১৭।৩ ]।

অন্বয়মুখে প্রতিপদার্থ :—অগ্রে [ সৃষ্টির পূর্বে ] তমসা [ মায়ারূপ

জগৎকারণের দ্বারা ] তমঃ [ জগৎ কার্যরূপ তমঃ ] গূঢ়ম্ [ আচ্ছাদিত হয়ে ] অপ্রকেতম্ [ অজ্ঞাত ] আসীৎ [ ছিল ], ইদং [ দৃশ্যমান ] সর্বম্ [ সমস্ত জগৎ ] সলিলম্ [ কারণের সহিত মিলিত হয়ে অবিভাগ প্রাপ্ত ] আঃ [ হয়েছিল ] তুচ্ছোন [ তুচ্ছ সদসদনির্বাচ্য মায়া দ্বারা ] আভু [ সম্যগ্ভাবে উৎপন্ন ] অপিহিতং [ আচ্ছাদিত ] যৎ [ যে কার্য সমূহ ] আসীৎ [ ছিল ] একম্ [ কারণের সহিত অবিভাগপ্রাপ্তরূপে এক হয়ে ] তৎ [ সেই কার্য সমূহ ] তপসঃ [ কর্মের বা আলোচনার ] মহিনা [ মাহাত্ম্যে ] অজায়ত [ উৎপন্ন হয়েছিল ]।

মন্ত্রের অর্থ ঃ—সৃষ্টির পূর্বে জগদ্রূপকার্য তমঃ মায়ারূপ জগৎকারণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অজ্ঞাত ছিল। এই দৃশ্যমান কার্যরূপ সমস্ত জগৎ কারণের সহিত অবিভাগপ্রাপ্ত হয়েছিল। সদসদনির্বাচ্য, কার্যরূপে পরিণমমান তুচ্ছ মায়া দ্বারা যে সমস্ত কার্য আচ্ছাদিত ছিল, সেই সমস্ত কার্য কারণের সহিত এক হয়ে স্রষ্টব্য বিষয়ের সৃষ্টিকর্তার পর্যালোচনার মাহাত্ম্যে উৎপন্ন হল।

কারণের দ্বারা কার্য আচ্ছাদিত থাকে। যেমন—তন্তু দ্বারা বস্ত্র আচ্ছাদিত থাকে। বস্ত্রের উৎপত্তির পূর্বে বস্ত্রও তন্তুসমূহের দ্বারা আবৃত থাকে। সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত কার্য জগৎ তার কারণ মায়ার দ্বারা আবৃত ছিল। ইহা এই মন্ত্রে বলা হয়েছে। তারপর আরও বলা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে বা প্রলয়ে যে সমস্ত কার্য কারণের দ্বারা আবৃত ছিল। সেই সমস্ত কার্য কারণের সহিত একীভূত অর্থাৎ অবিভাগপ্রাপ্ত পরে সৃষ্টিকর্তার তপস্যা অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা থেকে, [ আলোচনা করে সৃষ্টি করলেন ] কার্যসকল উৎপন্ন হল। ইহা এই মন্ত্রে বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে কার্যের উৎপত্তির পূর্বে কার্য ছিল। কারণের সহিত একীভূত হয়েছিল। তারপর কারণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং সৎকার্যবাদই বেদের অভিমত। ফলত নিরুক্তেরও অভিমত। এবং কার্য কারণ থেকে অভিন্ন ইহাও নিরুক্তের অভিমত বলে বুঝা গেল। অবশ্য কার্য কারণ থেকে অত্যন্ত অভিন্ন হয় না, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। ঘট শরা প্রভৃতি কার্য মৃত্তিকারূপে মৃত্তিকা থেকে অভিন্ন

আর ঘটাদি সংস্থানরূপে মৃত্তিকা থেকে ভিন্ন। এর দ্বারা অসৎকার্যবাদ এবং অসৎকারণবাদ খণ্ডিত হয়ে গেল। কার্যের উৎপত্তির পূর্বে কার্য যেমন বিদ্যমান থাকে, কারণও সেইরূপ বিদ্যমান থাকে। কারণ বিদ্যমান না থাকলে কার্য হবে কি করে। অতএব কারণও সৎ, কার্যও সৎ। সৎকারণ থেকে সৎকার্য উৎপন্ন হয়।

যদিও এই মন্ত্রে তমের দ্বারা তম আবৃত ছিল ইহা বলা হয়েছে। তমঃ হলো অবিদ্যা বা মায়া। সেই মায়ার দ্বারা পূর্বে কার্য জগৎ আবৃত ছিল। ইহা বলা হয়েছে তথাপি মায়া স্বতন্ত্রভাবে জগতের কারণ নয়, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিতরূপে কারণ। বস্তুত মায়ার সহিত ব্রহ্মই অথবা মায়া উপহিত ব্রহ্মই জগৎকারণ। মায়ার স্বাতন্ত্র্য নাই। সুতরাং ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই এই মন্ত্রে জগৎকারণরূপে বিবক্ষিত এবং উহাই বলবার ইচ্ছার বিষয়। ব্রহ্মেরই আচিখ্যাসা [ আখ্যানেচ্ছা ] এখানে হয়েছে, বুঝতে হবে।

এই মন্ত্রে দুই একটি পদ তিরোহিতার্থক অর্থাৎ অর্থ দুর্জ্ঞেয়—সংক্ষেপে তার অর্থ দেখান হচ্ছে।

সলিলম্ = সল গতৌ—সল্ ধাতুর উত্তর 'সল্যতে কারণে লীয়তে যৎ' অর্থাৎ যাহা কারণে লীন হয়, সেই কার্যরূপ জগৎ এইরূপ অর্থে "সলিকল্যানিমহিভড়িভণ্ডিশণ্ডিপণ্ডিতুণ্ডিকুকিভূভ্যইলচ্" [ঔণাদিসূ ৫৪] এই সূত্রে ইলচ্ প্রত্যয় করে সলিল শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। দুর্গাচার্য 'সলিলম্' পদের অর্থ করেছেন—যাহা সৎরূপ কারণে লীন হয় সেই কার্য।

অপ্রকেতম্—কেত আমন্ত্রণে চুরাদিগণীয় কেতি ধাতুর উত্তর পচাদ্যচ্। প্র+কেত+অচ্=প্রকেতম্। ন প্রকেতম্ অপ্রকেতম্। অর্থ হলো অজ্ঞাত।

"সর্বমা ইদম্"—এখানে "সর্বম্+আঃ+ইদম্" এইরূপ ছেদ বুঝতে হবে। 'আঃ' এই পদটি অস্ ভুবি অস্ ধাতুর উত্তর লঙ্ তিপ্; "বহুলং ছন্দসি" [ পাঃ ৭।৩।৯৭ ] সূত্রানুসারে 'ঈট্' আগম হয় নাই। "আড়জাদীনাম্" [ পাঃ ৬।৪।৭২ ] সূত্রে আট্ আগম। আ+অস্+তি। "আটশ্চ" [ পাঃ ৬।১।৯০ ] সূত্রে বৃদ্ধিএকাদেশ, আস্+তি এইরূপ থাকলে 'তি'র ইকার, "উপদেশেঽজনুনাসিকইৎ" [ পাঃ ১।৩।২ ] সূত্রে ইৎ হল।

'আস্+ত্' আছে। "শপ্, শপ্লুক্" এখানে বুঝে নিতে হবে। "হল্ঙ্যাব্ভ্যো দীর্ঘাৎ সুতিস্যপৃক্তংহল্" [ ৬।১।৬৮ ] সূত্রে 'ত্' এরলোপ। "সসজুষোরুঃ" [ পাঃ ৮।২।৬৬ ] সূত্রে 'স্' স্থানে "রুঃ" উ ইৎ 'র্' থাকল 'আর্' এই অবস্থায় "খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ" [ পাঃ ৮।৩।১৫ ] সূত্রে 'র্' স্থানে বিসর্গ হল। সুতরাং—"আঃ" এই পদ সিদ্ধ হল। "আঃ" মানে "আসীৎ" অর্থাৎ ছিল।

তুচ্ছ্যেন—তুচ্ছ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে বেদে "যকারাগম" হওয়ায় "তুচ্ছ্যেন" রূপ হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় "তুচ্ছেন" 'মায়াকে' এখানে তুচ্ছ বলা হয়েছে। সুতরাং 'তুচ্ছ' মানে সদসদনির্বাচ্য। মায়া সদসদনির্বাচ্য।

তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতম্—এখানে "তুচ্ছ্যেন+আভু+অপিহিতম্" এইরূপ ছেদ বুঝতে হবে। আভু=আ+ভূ+উণাদি উ-প্রত্যয়=আভু। আভু মানে যাহা সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। মায়া বা অজ্ঞান সমস্ত জগতের কারণ বলে সর্বত্র ব্যাপ্ত। সেইজন্য আভু মানেও মায়া।

তপসঃ—তপ ধূপ সন্তাপে তপ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদি অস্ প্রত্যয় করে 'তপস্' শব্দ সিদ্ধ হয়। তার ষষ্ঠীর একবচনের রূপ। এখানে "তপস্" শব্দের অর্থ সৃষ্টি বিষয়ে পর্যালোচনা। যেমন কুম্ভকার ঘট উৎপাদন করবার পূর্বে ঘটের উৎপত্তি বিষয়ে চিন্তা করে। সেইরূপ সৃষ্টিকর্তাও সৃষ্টির পূর্বে পর্যালোচনা করেন। সেই স্রষ্টব্য পর্যালোচনার 'মহিনা' মানে মাহাত্ম্যে কার্যসমূহ উৎপন্ন হয়। মহিনা—মহ ধাতুর উত্তর ঔণাদি ইন্ প্রত্যয় করে 'মহিন্' শব্দ সিদ্ধ হয়। তার তৃতীয়ার একবচনে মহিনা—মানে মাহাত্ম্যের দ্বারা ॥ (ড) ॥

অথ অপি [ আর ] ক্বচিৎ [ কোন কোন মন্ত্রে ] কস্মাচ্চিৎ ভাবাৎ [ কোন পদার্থনিমিত্তক ] পরিবেদনা [ বিলাপ ] বর্ণিতাস্তি ] [ বর্ণিত হয়েছে ] ॥ (ঢ) ॥

অনুবাদ ঃ—আর কোন কোন মন্ত্রে কোন পদার্থ নিমিত্তক বিলাপ বর্ণিত আছে ইহা দেখা যায় ॥ (ঢ) ॥

মন্তব্য ঃ—স্পষ্ট। ইহার উদাহরণ পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে বলা হবে ॥ (ঢ) ॥

অদ্য [ আজ ] সুদেবঃ [ শোভনদেব ] অনাবৃৎ [ ফিরে না এসে ] প্রপতেৎ [ পতিত হোক ] ॥ (ণ) ॥

অনুবাদ ঃ—শোভনদেব অদ্য ফিরে না এসে পতিত হোন্ ॥ (ণ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"সুদেবোঅদ্য প্রপতেদনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবাউম্। অধা শয়ীত নিঋতেরুপস্থেহথৈনংবৃকারভসাসো অদ্যুঃ [ ঋ সং ৮।৫।৩।৪ ] ॥"

প্রথমে ইহার অন্বয়মুখে অর্থ যথা ঃ—[ হে উর্বশি ] [ হে উর্বশি ] সুদেবঃ [ তিনি শোভন দেবতা যিনি প্রিয়া উর্বশীর দ্বারা বিযুক্ত হয়ে ] অদ্য [ আজ ] অনাবৃৎ [ ফিরে না এসে ] প্রপতেৎ [ ভৃগুপ্রপাত থেকে পতিত হবেন ( পর্বতের শৃঙ্গ থেকে মৃত্যুর জন্য পতিত হওয়াকে ভৃগুপ্রপাত বলে ) ] পরাবতং পরমাং গন্তবৈ উম্ [ দূর থেকে দূরতর দেশে গমন করবেন ] [ অনন্তর ] নিঋতেঃ [ পৃথিবীর ] উপস্থে [ উপরে ] শয়ীত [ মরে শয়ন করবেন ] অথ [ অনন্তর ] এবং [ সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত তাঁকে ] রভসাসঃ [ বেগবান্ ] বৃকাঃ [ কেটে কেটে খায় এমন যে কুকুর শৃগাল প্রভৃতি তারা ] অদ্যুঃ [ ভক্ষণ করবে ]।"

সম্পূর্ণ বঙ্গার্থ যথা ঃ—"হে উর্বশী! তিনি শোভন দেবতা, যিনি প্রিয়া উর্বশী থেকে বিযুক্ত হয়ে, দূর থেকে দূরতর দেশে গমন করবার জন্য, ভৃগুপ্রপাত থেকে পতিত হবেন, পুনরায় ফিরে আসবেন [ বেঁচে আসবেন ] না। অনন্তর তিনি পৃথিবীর উপরে মরে শয়ন করবেন। অনন্তর সেইরূপ অবস্থাপন্ন তাঁকে কুকুর শৃগাল প্রভৃতি ভক্ষণ করবে।"

এখানকার আখ্যায়িকা হচ্ছে "পুরূরবা, উর্বশীর সহিত কিছুকাল বাস করেছিলেন। তারপর উর্বশী পুরূরবাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করলে পুরূরবা উক্ত প্রকারে বিলাপ করেন। সেই বিলাপের তাৎপর্য এই যে পুরূরবা বলছেন—"হে উর্বশী। দেবতা আমার উপর অনুগ্রহ করুন যাতে আমি ভৃগুপ্রপাত থেকে পতিত হয়ে মরে যাই আর যাতে ফিরে না আসি। আমি ঐভাবে মরে গেলে আমার শরীরকে কুকুর শৃগাল ভক্ষণ করুক।"

এখানে উর্বশীর বিচ্ছেদ নিমিত্ত পুরূরবার পরিদেবনা অর্থাৎ বিলাপ

এই মন্ত্রে প্রকটিত হয়েছে। দুর্গাচার্যমতে পরিদেবনা মানে সংশয়ের উত্থাপন। উর্বশী! তুমি বিযুক্ত হলে এই আমার [ পুরূরবার ] শরীর থাকবে কি না ? এইরূপ সংশয় উত্থাপন ॥ (ণ) ॥

আর একটি মন্ত্রে বিলাপের কথা বলছেন—"ন বিজানামি যদি বেদমস্মি ইতি ॥ (ত) ॥

ন বিজানামি [ স্পষ্টভাবে জানতে পারছি না ] যদি বা ইদম্ অস্মি [ আমি জগৎকারণ ব্রহ্ম অথবা তাঁর কার্য ] ॥ (ত) ॥

অনুবাদ ঃ—আমি জগৎকারণ ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মের কার্য ইহা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি না ॥ (ত) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"ন বিজানামি যদি বেদমস্মি নিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসা চরামি। যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্ বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥" [ ঋ সং ২।৩।২১।২ ]।

এই মন্ত্রটি দীর্ঘতমা ঋষির উক্তি। ইহার অর্থ "আমি স্পষ্টভাবে জানতে পারছি না—যে আমি 'জগৎকারণ ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মের কার্য দ্বৈতপদার্থ। কার্য ও কারণের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে অবিদ্যাবশত অনেক সন্দেহগ্রন্থিদ্বারা সম্বদ্ধ হয়ে মনে মনে দ্বৈতাদ্বৈতে বিচরণ করছি। এইরূপ অবস্থায় যখন ভগবান্ আদিত্যদেবের নিজস্ব প্রথমজাত বুদ্ধি আমার নিকট আসবে তখন সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে এই সমগ্রপ্রজ্ঞাতস্বরূপ বাক্যের ভাগকে প্রাপ্ত হব অর্থাৎ এই সমগ্র প্রজ্ঞাত বাক্ [ আদিত্যদেবের নিজস্ব বাক্ ] কি বলে তাহা আমি জানতে পারব ॥" এখানে দীর্ঘতমা ঋষি নিজের আত্মজ্ঞান লাভ করতে না পেরে আত্মনিন্দা পূর্বক বিলাপ করছেন। এইজন্য এই মন্ত্রেও আত্মজ্ঞানাভাবনিমিত্তকবিলাপ প্রকটিত হয়েছে ॥ (ত) ॥

অথ অপি [ আর ] কদাচিৎ [ কোন কোন মন্ত্রে ] নিন্দাপ্রশংসে [ নিন্দা ও প্রশংসা [ কথিতে ভবতঃ [ কথিত হয়েছে ] ॥ (থ) ॥

অনুবাদ ঃ—আবার কোন কোন মন্ত্রে নিন্দা ও প্রশংসা কথিত হয়েছে ॥ (থ) ॥

মন্তব্য ঃ—নিরুক্তকার এর পরবর্তী দুইটি মন্ত্রে যথাক্রমে নিন্দা ও প্রশংসার উদাহরণ বলবেন ॥ (থ) ॥

কেবলাদী [ কেবল নিজে ভোগকারী ব্যক্তি ] কেবলাঘঃ ভবতি [ কেবল পাপভাগীই হয় ] ॥ (দ) ॥

অনুবাদ ঃ—যে মানুষ কেবল নিজেই ভোগ করে দেব, পিতৃ ও মনুষ্যের উদ্দেশ্যে দান করে না, সে কেবলমাত্র পাপভাগী হয় ॥ (দ) ॥

মন্তব্য ঃ—যে কেবল নিজের জন্য পাক করে অর্থাৎ নিজেই ভোগ করে, দেবতা, পিতৃপুরুষ বা মনুষ্যকে অন্নাদি দান করে না, সে কেবল পাপভাগীই হয়। এই কথার দ্বারা এই মন্ত্রে নিন্দার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য। নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী" [ ঋ, সং ৮।৬।২৩।১ ]

অন্বয়মুখে প্রতিপদার্থ ঃ—অপ্রচেতাঃ [ যে ব্যক্তি অপ্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন ] কেবলাদী [ নিজেই অন্ন ভক্ষণ করে ( দেব পিতৃ মনুষ্যকে দেয় না ) ] অসৌ [ স ] ন অর্যমণং পুষ্যতি [ সূর্যকে অর্থাৎ দেবতাদের পোষণ করে না ] নো সখায়ম্ সমান নামযুক্ত মনুষ্যকেও পোষণ করে না ] সঃ [ সে ] মোঘম্ [ ব্যর্থ অর্থাৎ মিথ্যা ] অন্নম্ [ অন্ন ] বিন্দতে [ প্রাপ্ত হয় ] তস্য [ সেই দেবাদিকে অন্ন অদানকারীর ] সঃ [ সেই অন্নলাভ ] বধ ইৎ [ বধই ] সত্যং ব্রবীমি [ ইহা সত্য বলছি ] কেবলাঘো ভবতি [ সে কেবল পাপভাগী হয় ] ॥"

মন্ত্রার্থ ঃ—"যাহার জ্ঞান প্রকৃষ্ট নয়, এইরূপ যে মানুষ কেবল নিজেই অন্নাদিভোগ করে, দেবতাদের পোষণ করে না, পিতৃপুরুষের পোষণ করে না, মানুষের পোষণ করে না, সে ব্যর্থই অন্নলাভ করে। সেই ব্যক্তির অন্নলাভ বধ স্বরূপ। ইহা সত্যই বলছি, সে ব্যক্তি কেবল পাপভাগী হয়।

শ্রীভগবান গীতাতেও এই কথা বলেছেন—"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্ক্তেস্তেন এব সঃ ॥" [ গীঃ ৩।১২ ] "যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ [ গীঃ ৩।১৩ ] এই মন্ত্রে দানের কর্তব্যতা বুঝিয়ে দান না করার নিন্দা বলা হয়েছে ॥ (দ) ॥

ভোজস্য [ দাতার ] ইদং বেশ্ম [ এই গৃহ ] পুষ্করিণী ইব [ পুষ্করিণীর মত নির্মল ও আনন্দজনক ] ইতি [ এই মন্ত্রে প্রশংসা ] ।। (ধ) ।।

অনুবাদ :—দাতার এই গৃহ পুষ্করিণীর মত নির্মল ও আনন্দজনক। এই মন্ত্রে প্রশংসা ।। (ধ) ।।

মন্তব্য :—এই মন্ত্রে দাতার প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"ভোজায়াশ্বং সংমৃজন্ত্যাশুং ভোজায়াস্তে কন্যা শুম্ভমানা। ভোজস্যেদং পুষ্করিণীর বেশ্ম পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রম্ ।।" [ ঋ. সং ৮।৬।৪।৫ ]।

দক্ষিণা নামক প্রজাপতির কন্যা এই মন্ত্র যে সূক্তে আছে সেই সূক্তকে নিজের স্তুতিসম্বন্ধরূপে দেখেছিলেন। "এই মন্ত্রের অর্থ যথা :—"[ ভৃত্যেরা ] ভোজরাজার উদ্দেশ্যে [ ভোজ রাজার সম্বন্ধিরূপে ] ক্ষিপ্রগামী অশ্বকে অলংকৃত করে। ভোজরাজার উদ্দেশ্যে শোভমান কন্যা তাঁহার যোগ্যরূপে বিদ্যমান আছে। ভোজ রাজার এই গৃহ পুষ্করিণীর মত চন্দ্রাতপাদিদ্বারা অলংকৃত এবং বিমানের মত মনোহর ।।"'

এখানে এই মন্ত্রে যে ভোজরাজার সম্বন্ধে প্রশংসা করা হয়েছে তাহা পূর্বজন্মে তিনি দক্ষিণাসহিত বিশিষ্ট কার্য করেছিলেন, অতএব দক্ষিণাদানেরই এই ফল বলে দক্ষিণাদানের প্রশংসা করা হয়েছে।

মন্ত্রের কতকগুলি পদের ব্যুৎপত্তি যথা :—

সংমৃজন্তি=সম্+মৃজূষ্‌শব্দৌ ( অদাদি )+লট্ ঝি।

আস্তে=আস উপবেশনে আস্+লট্ ত।

শুম্ভমানা=শুম্ভ শোভার্থে শুম্ভ ধাতুর উত্তর লটের শানচ্ করা হয়েছে। যদিও শুম্ভধাতু পরস্মৈপদী তথাপি বেদে—"ব্যত্যয়োবহুলম্" [পাঃ ৩।১।৮৫] এই সূত্রানুসারে ব্যত্যয় হয়ে আত্মনেপদের শানচ্ হয়েছে। তারপর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্।

পুষ্করিণী=পুষ্করাণি ( পদ্মানি ) সন্তি অস্যাং এই অর্থে পুষ্কর শব্দের উত্তর "অত ইনিঠনৌ" [ পাঃ ৫।২।১১৫ ] সূত্রে ইনি প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্।

দেবমানা—দেবমান শব্দের উত্তর 'সু' বিভক্তি করে "সুপাং সুলুক্ ইত্যাদি।" [ পাঃ ৭।১।৩৯ ] সূত্রে 'সু'র আকার হয়েছে ॥ (ধ) ॥

এখন নিরুক্তকার একই মন্ত্রে নিন্দা ও প্রশংসার স্থল দেখাবার জন্য বলছেন—"এবমক্ষসূক্তে দ্যূতনিন্দা চ কৃষিপ্রশংসা চ"। (ন) ॥

এবম্ [ এইরূপ ] অক্ষসূক্তে [ অক্ষনামক সূক্তে ] দ্যূতনিন্দা চ [ পাশাখেলার নিন্দা ] কৃষিপ্রশংসা চ [ এবং কৃষিকার্যের প্রশংসা ] কথিতা [ কথিত হয়েছে ] ॥ (ন) ॥

অনুবাদ :—এইরূপ অক্ষসূক্তে অক্ষনামক পাশাখেলার নিন্দা এবং কৃষিকার্যের প্রশংসা কথিত হয়েছে ॥ (ন) ॥

মন্তব্য :—ঋক্‌সংহিতায় অক্ষসূক্ত নামক একটি সূক্ত আছে। সেই সূক্তের [ ঋ. সং ৭।৮।৫।৩ ] সংখ্যক মন্ত্রে পাশাখেলার নিন্দা এবং কৃষিকর্মের প্রশংসা করা হয়েছে। অক্ষপুত্র মুজবান্ নামক ঋষি সূক্তের দ্রষ্টা এখানকার মন্ত্রটি এইরূপ "অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ। তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্যঃ ॥" [ ঋ. সং ৭।৮।৫।৩ ] ॥ অন্বয়মুখে প্রতিপদার্থ :—কিতব! [ হে অক্ষ ক্রীড়াকারী ধূর্ত! ] অক্ষৈঃ [ অক্ষের দ্বারা অর্থাৎ পাশাখেলা দ্বারা ] মা দীব্যঃ [ করিও না ] কৃষিম্ [ কৃষিকর্ম ] ইৎ [ ই ] কৃষস্ব [ কর ] বিত্তে [ কৃষিকর্মজনিতবিত্তে ] বহুমন্যমানঃ রমস্ব [ কৃষিজন্য অল্পবিত্তকেও বহুমনে করে তাতে রত হও ] তত্র [ সেই কৃষিকর্মে ] গাবঃ [ গরু ] তত্র [ সেই কৃষিকর্মে ] জায়া [ স্ত্রী ] তৎ [ সেই এই ধর্মতত্ত্ব ] মে [ আমার নিকট ] অয়ম্ সবিতাদেবঃ [ সমস্ত জগতের প্রসবকর্তৃ এই সূর্যদেব ] অর্যঃ [ ঈশ্বর অর্থাৎ আমার জ্ঞানের প্রেরক ] সবিতা [ সূর্য ] বিচষ্টে [ নানাবিধ শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বলেছেন ] ॥"

মন্ত্রের বঙ্গার্থ যথাঃ—"পাশাক্রীড়াকারী হে ধূর্ত। দ্যূতক্রীড়া [ পাশাখেলা ] করো না। কৃষিকর্মই কর। কৃষিকর্ম করলে যা বিত্ত পাওয়া যায়, তাহা অল্প হলেও তাকে বহু মনে করে তাতে রত হও। সেই কৃষিকর্মেই গো, স্ত্রী ইত্যাদি লাভ হয় [ পাশাখেলায় প্রাপ্ত বিপুল ঐশ্বর্যও হৃত হয় ] এই দৃষ্টিগোচর জগৎকর্তৃ সূর্যদেব আমাকে সেই ধর্মতত্ত্ব জানাবেন

যেহেতু তিনি [সূর্যদেব] নানাবিধ শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতিশাস্ত্র বলেছেন ॥"

এই মন্ত্রে পাশাখেলার নিন্দা এবং কৃষিকর্মের প্রশংসা দুইই করা হয়েছে ॥ (ন) ॥

এবম্ [এইরূপে] উচ্চাবচৈঃ [অনেকপ্রকার] অভিপ্রায়ৈঃ [অভিপ্রায়ে] ঋষীণাং [ঋষিগণের] মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ [মন্ত্রদর্শন] বভূব [ছিল] ॥ (প) ॥

অনুবাদ ঃ—এইভাবে নানাপ্রকার অভিপ্রায়ে ঋষিগণের মন্ত্র দর্শন ছিল ॥ (প) ॥

মন্তব্য ঃ—এই ৭।১।৩ খণ্ডে দেখান হয়েছে [নিরুক্তকার কর্তৃক] কোন মন্ত্রে নিন্দা, কোন মন্ত্রে প্রশংসা, কোন মন্ত্রে কোন ভাবের কথন, কোন মন্ত্রে শপথ বা অভিশাপ কোন মন্ত্রে দেবতার স্তুতি, কোথাও বরপ্রার্থনা ইত্যাদি। এইসব দেখিয়ে নিরুক্তকার শেষে বলছেন—এইভাবে নানাপ্রকার অভিপ্রায়ে ঋষিদের মন্ত্রদর্শন হয়েছিল। ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় সাক্ষাৎকার করেছিলেন। এ থেকে দুই রকম অর্থ পাওয়া যেতে পারে। প্রথম যথা ঃ= ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদ্য অর্থের বোধক ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র সাক্ষাৎকার করে রচনা করেছিলেন। তার মানে ঋষিরা মন্ত্র রচনা করে তার অর্থেরও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। দ্বিতীয় হচ্ছে মন্ত্র নিত্য; পূর্ব থেকে ছিল, ঋষিগণ [ভিন্ন ভিন্ন ঋষি] ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে অর্থ সাক্ষাৎকার করেছিলেন। অর্থের সাক্ষাৎকারই মন্ত্র দৃষ্টি। নিরুক্তকারের এই "মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ" পদ থেকে মন্ত্রের অর্থ জ্ঞানপূর্বক মন্ত্র রচনাও বুঝা যেতে পারে। আর বিদ্যমান মন্ত্রের অর্থজ্ঞানতত্ত্বরূপে মন্ত্রদৃষ্টি বুঝাতে পারে। দুর্গাচার্য প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকার অর্থের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য এই যে—বিদ্যমান মন্ত্রেরই কোন নিদান অর্থাৎ মূলকারণরূপ নিমিত্তবশতঃ ঋষিরা মন্ত্র দর্শন করেছিলেন। কোন মন্ত্রের নিদান নিন্দা, কোন মন্ত্রের নিদান হর্ষ, কারও বা শোক ইত্যাদি। এই নিন্দা, হর্ষ, শোক, প্রশংসা ইত্যাদি ভাবগুলির দ্বারা ঋষিদের মনে সেই সেই মন্ত্র অভিব্যক্ত হয়েছিল। যাতে তাঁরা সেই সেই মন্ত্র সাক্ষাৎকার করেছিলেন ॥ (প) ॥

ইতি দৈবত কাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে তৃতীয়খণ্ডের মূলানুবাদ।

৭।১।৩ দুর্গাচার্য বৃত্তি

"যথা এতৎ উদাহরণত্রয়মাধ্যাত্মিকম্,—"ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠী লবসূক্তং বাগাম্ভৃণীয়মিতি" এবমাদি। এবমপ্যন্যেঽপি আধ্যাত্মিকা মন্ত্রা উপেক্ষিতব্যাঃ। বিকুণ্ঠা নাম আসুরী বভূব, তস্যাঃ কিল তপসঃ প্রভাবেণাপত্যত্বমিন্দ্রঃ আজগাম, স বৈকুণ্ঠী নাম বভূব। তস্যাত্মস্তুতিসংযুক্তমেবমাদি ব্রহ্ম প্রাদুরভূৎ। 'অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিরহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ। মাং 'হবন্তে' পিতরং ন জন্তবোঽহং দাশুষে বিভজামি ভোজনম্ ॥" ইতি [ ঋ সং ৮।১।৫।১ ]। 'অহম' এব 'ভুবম্' অভবম্ 'বসুনঃ' ধনস্য 'পূর্ব্যঃ' প্রথমঃ 'পতিঃ'। কিন্তু সাম্প্রতমপ্যহমেব পতিঃ। 'অহম্' এব চ শত্রুভ্যঃ সকাশাৎ সমস্তানি 'ধনানি' 'সংজয়ামি' 'শশ্বতঃ' নিত্যকালমেব। কিন্তু 'মাম্' এব 'হবন্তে' আহ্বয়ন্তি 'পিতরং ন' পিতরমিব, তাসু তাস্বাতির্ষু 'জন্তবঃ' মনুষ্যাঃ। কিন্তু 'অহম্' এব 'দাশুষে' দত্তবতে হবীংষি, যজমানায় 'বিভজামি' যথার্হং 'ভোজনম্' ধনমিত্যর্থঃ।

"ইতি বা ইতি মে মনো গামশ্বং সনুয়ামিতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥" [ ঋ সং ৮।৬।২৬।১ ]। লবসূক্তং স এব লবো ব্রবীতি। 'ইতি বা ইতি' এবঞ্চ এবঞ্চ 'মে মনঃ' বর্ততে। আহ কথম্? ইতি। উচ্যতে 'গামশ্বম্' গাং চ অশ্ববং চ 'সনুয়াম্' সম্ভোজয়েয়ম্ এতান্ যজমানানিতি। অথৈবমতিতরাং প্রত্যুপকারাভিপ্রায়ে সতি কিমর্থং ব্রুতে? 'কুবিৎ' বহু অহং 'সোমস্য অপাম্ ইতি।'

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা" ইতি [ ঋ সং ৮।৭।১১।১ ]। বাগাম্ভৃণীয়ে বাগেব ব্রবীতি। 'অহম্' এব 'রুদ্রৈঃ' 'বসুভিঃ 'আদিত্যৈঃ' বিশ্বদেবৈঃ' বিশ্বৈশ্চদেবৈঃ সহভূতা 'চরামি' স্তুতিরূপেণ। 'অহম্' এব 'মিত্রবরুণা' 'মিত্রাবরুণৌ 'উভা' 'উভাবপি' 'ইন্দ্রাগ্নী' 'আশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ 'উভা' 'উভাবপি' 'বিভর্মি' হবিষা, মৎপূর্বকং হবিসম্প্রদানং সর্বদেবতাভ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

"পরোক্ষাকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠা অল্পশ আধ্যাত্মিকাঃ"

ভূয়িষ্ঠাঃ শাখান্তরেষু বহবঃ। "অল্পশঃ" কবচিৎ আধ্যাত্মিকাঃ লক্ষ্যন্তে। আত্মানমেব স্তোতব্যমধিকৃত্য যেঽভিব্যক্তাস্ত ইহ শাস্ত্রে আধ্যাত্মিকা উচ্যন্তে।

"অথাপি" কবচিৎ 'স্তুতিরেব ভবতি' [ নাশীর্বাদঃ' তত্র পুনরাশীর্যোজ্যা কিং কারণম্? আশিষো হ্যর্থে স্তুতিঃ প্রযুজ্যতে। আহ কিমুদাহরণম্? ইতি। উচ্যতে ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচম্ [ ঋ সং ১।৭।২।১ ] ইতি যথৈতস্মিন্ সূক্তে।' অত্র হি স্তুতিরেব শ্রূয়তে, নাশীঃ সা পুনর্যোজ্যেতি প্রতিপাদিতম্। 'অথাপি' কবচিৎ 'আশীরেব' ন স্তুতিঃ'। তদ্ যথা :—

"সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং সুবর্চা মুখেন সুশ্রুৎ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্" ইতি। তদেতৎ' এবংলক্ষণং মন্ত্রজাতম্ 'আথর্বণে' বেদে 'বহুলং' প্রায়েণ দৃশ্যতে। 'যাজ্ঞেষু চ মন্ত্রেষু' কর্মকরণেষ্বিতরয়োরপি বেদয়োরিষ্টাশীরেব ভবতি, ন স্তুতিরেব কেবলা, যত্রাপ্যাশীরেব কেবলা তত্রাপি তস্যার্থস্য যা দেবতেষ্টা তস্যা স্তুতির্যোজ্যা। কিং কারণম্? ন হ্যনভিষ্টুতা দেবতা আশিষং সমর্থয়তি।

"অথাপি শপথাভিশাপৌ।" ভবতঃ। 'অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি—অধা স বীরৈর্দশভির্বিযূয়া ইতি [ ঋ সং ৫।৭।৭।৫ ] ইত্যেকমুদাহরণং দ্বয়োরপি। বশিষ্ঠঃ কিল রাক্ষসস্ত্বম্ ইত্যভিযুক্তঃ সোঽনয়র্চা শপথং প্রতিপেদে পরস্যাভিশাপম্।

"অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি যদি বায়ুস্ততপ পুরুষস্য। অধা স বীরৈর্দশভির্বিযূয়া যো মা মোঘং যাতুধানেত্যাহ॥ ইতি [ ঋ সং ৫।৭।৭।৫ ]। অদ্যৈবাহং ম্রিয়ে, যদি যাতুধানঃ স্যাম্। যদি বা 'আয়ুঃ' 'ততপ' তপ্তবানহং কস্যচিদপি পুরুষস্য। অথ পুনঃ অযাতুধানমেব মাং সন্তং যো মোঘমনৃতং যাতুধানস্ত্বমিত্যেবমাহ 'সঃ' 'বীরৈঃ' পুত্রৈঃ 'দশভিঃ' 'বিযূয়াঃ' বিযুতাৎ, বিযুজ্যতামিত্যভিপ্রায়ঃ।

'অথাপি কস্যচিৎ' 'ভাবস্য' অর্থস্য 'আচিখ্যাসা' মন্ত্রেষু ভবতি। ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥ ইতি। [ ঋ সং ৮।৭।১৭।২ ]। প্রজাপতেঃ পরমেষ্ঠিনঃ আর্ষম্। তম আসীদিতীয়ঞ্চ। ত্রিষ্টুপ্। ভাববৃত্তম্।

'তর্হি' প্রাগুৎপত্তেরস্য জগতঃ 'মৃত্যুঃ' ইত্যয়ংব্যপদেশঃ 'নাসীৎ' মর্ত্যস্যাভাবাৎ। 'ন' 'অপি' 'অমৃতম্' ইত্যয়ংব্যপদেশ আসীৎ, মৃত্যোরভাবাদেব। ইতরেতরাপেক্ষয়া হি মৃত্যুশ্চামৃতং চ ব্যপদিশ্যেতে। 'ন' এব 'রাত্র্যাঃ' 'প্রকেতঃ' প্রজ্ঞানম্ 'আসীৎ' ইয়ং রাত্রিরিতি। নাপি 'অহ্নঃ'। এতে অপি হ্যহোরাত্রে যতো ভগবতো বিবস্বত উদয়াস্তময়াভ্যামুপলক্ষ্যেতে, তদভাবে হ্যেতে অপি নাস্তামিত্যেতদুপপদ্যতে। আহ অথ কিমাসীৎ? ইতি। উচ্যতে অবিশিষ্টমপ্রজ্ঞাতম্ 'একম্' এব সর্বশক্তিমৎ 'ব্রহ্ম' আসীৎ। তৎকার্যকারণাভাবাৎ 'অবাতম্' 'আনীৎ' অনিতি প্রাণিতীত্যর্থঃ। সতি হি কার্যকারণভাবে পরমাত্মনি যা প্রাণনশক্তিঃ সা পঞ্চধা ভিদ্যমানা প্রাণাপানাদিভাবমাপদ্যতে, তদভাবে ন বাতোঽস্তীতি অবাতমনিতীত্যুপপদ্যতে। 'স্বধয়া' অন্নেন আত্মন্যেব পরমাত্মনি যা অত্র শক্তিঃ তয়া নিমিত্তভূতয়া প্রাণিতীত্যবশিষ্যতে 'তৎ ব্রহ্ম'। আহ কিমন্যদপি ততঃ পরস্তাৎ কিঞ্চিদাসীৎ? নেত্যুচ্যতে 'তস্মাৎ হ অন্যৎ' 'ন' 'পরঃ' পরস্তাৎ 'কিঞ্চন আস' কিঞ্চিদপ্যাসীৎ। ইদমেব তাবদতিক্রান্তসর্ববিশেষং ব্রহ্ম ব্যপদেষ্টুমশক্যমতোঽপি পরস্তাৎ কিমন্যদ্ ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ।

দ্বিতীয়মুদাহরণমাচিখ্যাসায়ামেব। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমাইদম্। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্॥" [ ঋ সং ৮।৭।১৭।৩ ]। 'তম আসীৎ' অন্ধেনৈব 'তমসা' 'গূঢ়ম্' [ গুল্হম্ ] নিগূঢ়ম্ অবিশিষ্টম্ 'অপ্রকেতম্' অপ্রজ্ঞাতম্ 'অগ্রে' প্রাক্ সৃষ্টেরিত্যর্থঃ। তদা হি ন দ্রষ্টা, ন দর্শনম্, নাপি দৃশ্যোঽর্থ আসীদিত্যভিপ্রায়ঃ। সাংখ্যাস্তু তমঃশব্দেন প্রধানসাম্যাপন্নং গুণত্রয়মুচ্যমানমিচ্ছন্তি, তে হি পারমর্ষং সূত্রমধীয়তে 'তম এব খল্বিদমগ্রে আসীৎ'—তস্মিংস্তমসি ক্ষেত্রজ্ঞ এব প্রথমোঽধ্যবর্তত' ইতি।

'সলিলং' সদ্ভাবে লীনং 'সর্বমিদং' জগৎ, সন্মাত্রস্যৈব ভাবস্যোপরি লীনমাসীৎ। 'তুচ্ছ্যেন' তুচ্ছেন সূক্ষ্মীভূতেন পটমণ্ডপস্থানীয়েন কর্মণা 'যৎ অপিহিতম্' ইদমেব জগৎ আসীৎ, সর্গকালাপেক্ষিতমনাদিমত্ত্বাৎ সংসারস্য! 'তপসঃ' তস্যৈব কর্মণঃ 'মহিনা' মহিম্না মহাভাগ্যেন কারণাব-

স্থায়াম্ 'একম্' অপি 'সৎ' অনেকধা উপস্থিতে সর্গকালে প্রতিনিয়তকর্মো-পভোগার্থম্ 'অজায়ত' ইতি।

"অথাপি পরিদেবনা কস্মাচ্চিদ্ভাবাৎ 'সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ' [ ঋ সং ৮।৫।৩।৪ ] 'ন বিজানামি যদি বেদমস্মি ইতি" [ ঋ সং ২।৩।২১।২ ] উদাহরণে।

'সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবা উম্। অধা শয়ীত নিঋতেরুপস্থেঽধৈনং বৃকা রভশাসো অদ্যুঃ।' [ ঋ সং ৮।৫।৩।৪ ] ইতি।

পুরূরবস আর্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। পরিদেবনা। 'সুদেবঃ' স শোভনো দেবঃ স্যাৎ, যো হ্যনয়া প্রিয়য়া উর্বশ্যা বিযুক্তো ভৃগুপ্রপাতম্ 'অনাবৃৎ' অনাবর্তমানঃ 'অদ্য প্রপেতৎ'। 'পরাবতং পরাবতং পরমাং গন্তবৈ উম্' পতিতশ্চ দূরাৎ দূরতরং গচ্ছেৎ 'অদ্য'। অথ গত্বা 'শয়ীত' মৃতঃ সন্ 'নিঋতেঃ' ভূমেঃ 'উপস্থে' উপরি। 'অধা' অথ 'এনং' তামবস্থামাপন্নং 'বৃকাঃ' বিকর্তিতারঃ শ্বশৃগালাদয়ঃ 'রভসাসঃ' রভস্বন্তো বেগবন্তঃ 'অদ্যুঃ' ভক্ষয়েয়ুঃ। নাহং সুদেবঃ কিন্তু স সুদেবো যস্ত্বয়া বিযুক্ত এতামবস্থামাপদ্যেতাদিত্যেবমেষা "পরিদেবনা" সংশয়োত্থাপনম্।

"ন বিজানামি যদি বেদমস্মি নিণ্যঃসন্নদ্ধো মনসা চরামি। যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্ বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ॥" ইতি [ ঋ সং ২।৩ ২১।২ ]। দীর্ঘতমস আর্ষম্। অস্যবামীয়ে। 'ন' এতৎ অহং 'বি' বিস্পষ্টং 'জানামি' 'যদি বা ইদম্ অস্মি' কারণং পরং ব্রহ্মাখ্যম্। অথবা ইদং তৎ কার্যং দ্বৈতমস্মীতি। অনয়োরকার্যকারণয়োর্দ্বৈতাদ্বৈতয়োরন্তরা বর্তমানঃ 'নিণ্যঃ' অন্তর্হিতঃ, অবিদ্যয়া 'সন্নদ্ধঃ' চ। অনেকৈঃ সন্দেহগ্রন্থিভিঃ 'মনসা' উভে অপি দ্বৈতাদ্বৈতে 'চরামি' গচ্ছামীত্যর্থঃ। এবং সতি 'যদা' 'মা আ অগন্' মাম্ আগচ্ছেৎ 'প্রথমজা' বুদ্ধিঃ, সা হি সর্বেন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রথমং জায়তে 'ঋতস্য' ভগবত আদিত্যস্য স্বভূতা, তস্য হি প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ, প্রহীণসর্বসংশয়া, তয়া সর্বমিদংসংশয়ং পরিজ্ঞায় কিমহং কারণসতত্ত্বউত দ্বৈতসতত্ত্ব ইতি। ততঃ 'অস্যাঃ' কৃৎস্নপ্রজ্ঞাতায়াঃ 'বাচঃ' 'ভাগম্' অহম্ 'অশ্নুবে' অশ্নুয়াম্, যদিয়ং কৃৎস্নাবাগভিবদতি তৎসর্বমহমাপ্নুয়ামিত্যর্থঃ।

এবময়মাত্মনিন্দাপূর্বকো বিলাপঃ পরিদেবনেত্যুচ্যতে, যদি নাম এবং স্যাৎ সাধু স্যাদিতি।

"অথাপি", মন্ত্রেষু 'নিন্দাপ্রশংসে' ভবতঃ। তদ্যথাঃ—'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী' 'ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম'। 'ইতি' এতে উদাহরণে।

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য। নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।" ইতি [ ঋ সং ৮।৬। ২৩।১ ]। ভিক্ষুর্নামাঙ্গিরসস্তস্যেয়মার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। অদদতো নিন্দা 'মোঘং' বিতথম্ 'অন্নং' 'বিন্দতে' প্রাপ্নোতি। আহ—কঃ? ইতি। উচ্যতে যঃ 'অপ্রচেতাঃ' অপ্রবৃদ্ধজ্ঞানঃ 'সত্যম্' অহং 'ব্রবীমি' 'বধ ইৎস তস্য' বধ এব সোঽন্নলাভস্তস্য, বরমলব্ধং তেনান্নমিত্যভিপ্রায়ঃ। কিং পুনঃ কারণং মোঘমসাবন্নং বিন্দতে? ইতি। উচ্যতে 'ন' অসৌ 'অর্যমণম্' আদিত্যং 'পুষ্যতি' 'নো' নাপি 'সখায়ং' সমানখ্যানং মনুষ্যম্ ন দেবান্ পুষ্ণাতি, নাপি মনুষ্যানিত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবমতঃ কেবলাঘো ভবতি' সঃ 'কেবলাদো' আত্মনৈব কেবলং যোঽন্নমত্তি, ন দেবপিতৃমনুষ্যেভ্যো দদাতি, স কেবলমঘমেব প্রাপ্নোতি। তদুক্তমন্যত্রাপি "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ" [ পাঃ ৩।১৩ ] ইতি। তস্মাৎ বধ এব স তস্যান্নলাভ ইত্যুপপদ্যতে নহ্যসতোন প্রত্যবেয়াদদদন্নমিত্যভিপ্রায়ঃ, অন্নসংযোগ এব হ্যত্র বধোঽভিপ্রেতঃ।

কেচিত্ত্বেনমনধ্যাত্মবিদমপ্রচেতসং মন্যন্তে, স হ্যস্মিন্ শরীরে বিবক্ষিতঃ। 'ন অর্যমণম্ আদিত্যান্তরপুরুষং ভোক্তারং পশ্যতি 'নো' নাপি 'সখায়ং' প্রাণবায়ুম্, স হি ভুজ্যমানেঽন্নে করণভাবং পুষ্ণাতি ইতি সখা। কেবলং ত্বসাববিদ্বান্ আত্মানমেব ভোক্তারমত্র পশ্যতি, অতঃ সঃ 'কেবলাঘো ভবতি' যদি স দেবতাঃ পশ্যেদেব তা অন্নভোক্ত্রীঃ স হি তত্র ভুক্তেন ন কেবলাঘঃ স্যাদিতি।

"ভোজায়াশ্বং সংমৃজন্ত্যাশুং ভোজায়াস্তে কন্যা শুম্ভমানা। ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রম্।" ইতি [ ঋ সং ৮।৬।৪।৫ ]। দক্ষিণা নাম প্রজাপতেদুর্হিতা, তয়া সূক্তমাত্মনঃ স্তুতিসম্বদ্ধং দৃষ্টম্। তত্রৈষা ত্রিষ্টুপ্। দাতৃপ্রশংসা। 'ভোজায়' রাজ্ঞে 'অশ্বম্' 'আশুং' শীঘ্রম্ 'সংমৃজন্তি' সম্মাজর্য়ন্তি স্নাপয়ন্তি ভৃত্যাঃ।

কিঞ্চ 'ভোজায়' উদ্বহনার্থম্ অন্যান্ বরানপাস্য 'শুম্ভমানা' স্বলংকৃতা শোভমানা 'কন্যা' 'আস্তে' স হি তামর্হতীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ 'ভোজস্য' 'ইদং' 'বেশ্ম' গৃহং 'পরিষ্কৃতং' সংস্কৃতং 'পুষ্করিণী ইব' দেবমানা ইব' পুষ্করৈর্দৈবতং বিমানমিব 'চিত্রং' চায়নীয়মিত্যর্থঃ। তদেতৎ সর্বমপ্যস্য জন্মান্তরপ্রতিবিশিষ্টদক্ষিণাসহিতাৎ কর্মণোঽন্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ সকাশাৎ ফলাতিরৈক্যমিত্যেবমেষা দক্ষিণাপ্রশংসা।

যথৈবমিহ মন্ত্রদ্বয়ে নিন্দা প্রশংসা চ 'এবমক্ষসূক্তে দ্যূতনিন্দা চ কৃষি প্রশংসা চ" ভবতীতি বিষয়োপপ্রদর্শনার্থমাহ।

"অক্ষৈর্মা দিব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ। তত্র গাবঃ তত্র জায়া তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্যঃ॥" ইতি [ ঋ. সং ৭।৮।৫।৩ ]। মুজবান্নামা অক্ষপুত্রস্তস্যেয়মার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্ 'অক্ষৈর্মা দিব্যঃ' ইতি অক্ষদেবনপ্রতিষেধঃ, তত্র হি বহবোঽনর্থাঃ সন্তি। 'কৃষিমিৎ কৃষস্ব' ইতি কৃষিবিধানম্। তস্যাং হি বহবো গুণাঃ সন্তি। 'বিত্তে রমস্ব' স্বল্প এবোপার্জিতে 'বহু' এতদেবেতি 'মন্যমানঃ' মা বিত্তলোভেন দীব্যঃ নিজমপি বিত্তং হারয়িষ্যসি, কৃষিং পুনরেতস্মাৎ কারণাৎ কৃষস্ব। হে 'কিতব' 'তত্র' তস্যাং কৃষৌ 'গাবঃ সন্তি 'তত্র' তস্যাং চ 'জায়া'। 'তৎ' পুনরেতৎ 'মে' মম 'সবিতা' দেবঃ, 'অর্যঃ' ঈশ্বরঃ 'বি' শ্রুতিস্মৃত্যনুশাসনদ্বারেণ বিবিধমনেক-প্রকারম্ আ 'চষ্টে' উভে অপি হীমে শ্রুতস্মৃতী মন্বাদিদ্বারেণ আদিত্যা-ন্তরপুরুষপ্রভবে এব, অত ইদমুক্তং সবিতৈবৈতন্মম বিচষ্ট ইতি।

'এবম্' অনেন প্রকারেণ "উচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈঃ" বহুভিঃ, অথবা প্রকৃষ্টা-প্রকৃষ্টমধ্যমৈঃ মন্ত্রাভিব্যক্তিনিদানভূতৈঃ 'ঋষীণাং' 'মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ' মন্ত্রদর্শনানি 'ভবন্তি' বিদ্যামানানামেব হি মন্ত্রাণামৃষয়ো যেন কেনচিন্নিমিত্তেন নিদান-ভূতেন নিন্দাহর্ষশোকপ্রশংসাদিনা মন্ত্রাণাং দ্রষ্টারো ভবন্তি ন তু কর্তার ইত্যভিপ্রায়ঃ। তদপ্যার্ষানুক্রমণ্যাং নিদানমার্ষং চ উভয়মুপেক্ষিতব্যম্, পরিজ্ঞাতার্ষনিদানো হি সুখমনেকবিষয়ং মন্ত্রার্থমববোদ্ধুং শক্নোতীতি। তদেতদিহ লক্ষণোদ্দেশতো ভাষ্যকারেণ প্রদর্শিতম্ ॥ ৭।১।৩ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে তৃতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্য-বৃত্তিঃ।

[ মূলম্ ]

তদ্ যেঽনাদিষ্টদেবতা মন্ত্রাস্তেষু দেবতোপপরীক্ষা ॥ (ক) ॥ যদ্দৈবতঃ স যজ্ঞো বা যজ্ঞাঙ্গং বা, তদ্দেবতা ভবন্তি ॥ (খ) ॥ অথান্যত্র যজ্ঞাৎ প্রাজাপত্যা ইতি যাজ্ঞিকাঃ ॥ (গ) ॥ নারাশংসা ইতি নৈরুক্তাঃ ॥ (ঘ) ॥ অপি বা সা কামদেবতা স্যাৎ ॥ (ঙ) ॥ প্রায়োদেবতা বা ॥ (চ) ॥ অস্তি হ্যাচারো বহুলং লোকে। দেবদেবত্যমতিথিদেবত্যং পিতৃদেবত্যম্ ॥ (ছ) ॥ যাজ্ঞদৈবতো মন্ত্র ইতি ॥ (জ) ॥ অপি হ্যদেবতাবৎ স্তূয়ন্তে, যথাঽশ্বপ্রভৃতীন্যোষধিপর্যন্তানি ॥ (ঝ) ॥ ৪ ॥

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে চতুর্থখণ্ডাত্মকং মূলম্।

## বিবৃতি

তৎ [ তাহলে ] যে [ যে সকল ] মন্ত্রাঃ [ মন্ত্র ] অনাদিষ্টদেবতাঃ [ অনুক্তদেবতাক ] তেষু [ সেই সকল মন্ত্রে ] দেবতোপপরীক্ষা যুক্তিপূর্বক দেবতার পরীক্ষা ] বর্তিষ্যতে [ হবে ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—যে সকল মন্ত্রে দেবতার স্পষ্ট নির্দেশ নাই সেই সকল মন্ত্রের যুক্তিপূর্বক পরীক্ষা করা হবে ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—দৈবতকাণ্ডের সপ্তমাধ্যায়ের প্রথমপাদে প্রথমখণ্ডে (ঘ) সংজ্ঞক বাক্যে বলা হয়েছে "যৎকাম ঋষি র্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি ॥" অর্থাৎ ঋষি যে বরের কামনা করে, যে মন্ত্রে যে দেবতার নিকট সেই বরের সিদ্ধিলাভে ইচ্ছুক হয়ে স্তুতি করে থাকেন সেই দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা। এইরূপ নিয়ম, যে সকল মন্ত্রের দেবতা প্রকট অর্থাৎ মন্ত্রে স্পষ্ট নির্দিষ্ট সেইরূপে মন্ত্রে— মন্ত্রদেবতা

লক্ষণ উপপন্ন হয়। কিন্তু যে সকল মন্ত্রে দেবতার স্পষ্ট উল্লেখ নাই লিঙ্গের দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থ প্রকাশন সামর্থ্যের দ্বারা দেবতা বুঝতে হয় সেই সকল মন্ত্রের দেবতার পরীক্ষা অতঃপর উপ অর্থাৎ উপপত্তি দ্বারা [বর্তিষ্যতে] হবে, এইরূপ বাক্যশেষে [ বর্তিষ্যতে ] পদ জুড়ে নিয়ে [ উহ করে ] অর্থ বুঝতে হবে ॥ (ক) ॥

স যজ্ঞঃ বা [ সেই যজ্ঞ ( অগ্নিষ্টোমাদি ) যজ্ঞাঙ্গং বা [ কিংবা প্রাতঃ সবনাদি যজ্ঞাঙ্গ ] যদ্দেবতঃ [ যে দেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় ] তদ্দেবতাঃ [ সেই যজ্ঞ বা যজ্ঞাঙ্গে বিনিযুক্ত মন্ত্রের দেবতা ] ভবন্তি [ হয়ে থাকেন ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—যে যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে যে দেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রের বিনিয়োগ হয়, সেইমন্ত্রের সেই দেবতাই হয়ে থাকেন ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—যে সকল মন্ত্রে দেবতার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না সেইরূপ মন্ত্রের দেবতা কে হবেন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে নিরুক্তকার এখানে বলছেন—যে যজ্ঞের যিনি দেবতা অর্থাৎ যে দেবতার প্রীতির জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বা দেবতার প্রীতির জন্য যে যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান হয় সেই দেবতাই সেই যজ্ঞে বিনিযুক্ত মন্ত্রের বা যজ্ঞাঙ্গে বিনিযুক্ত মন্ত্রের দেবতা বলে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নিষ্টোম নামক এক সোমযাগ আছে। সেই যজ্ঞের দেবতা হচ্ছেন অগ্নি। সুতরাং সেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে যে সকল মন্ত্র বিনিযুক্ত হয়, সেই মন্ত্রের দেবতাও অগ্নি ইহা বুঝতে হবে। এর দ্বারা পাওয়া যায় এই যে, যে সকল মন্ত্রের দেবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, প্রকরণ দেখে সেই সকল মন্ত্রের দেবতার নিশ্চয় করতে হয়। অগ্নিষ্টোম প্রকরণে যে মন্ত্র পঠিত আছে সেই প্রকরণ অনুসারে অগ্নি দেবতাই সেই সকল মন্ত্রের দেবতা বলে বুঝে নিতে হবে। অগ্নিষ্টোমাদি সোমযাগের তিনটি অঙ্গ আছে—প্রাতঃ সবন মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। প্রাতঃকালে সোমরস নিষ্কাসন করে প্রাতঃসবন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন আর অপরাহ্নে তৃতীয় সবন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃসবনের দেবতা হচ্ছেন অগ্নি। মাধ্যন্দিন সবনের দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র এবং তৃতীয় সবনের দেবতা হচ্ছেন আদিত্য। এইজন্য প্রাতঃসবনে যে মন্ত্রের বিনিয়োগ দেখা যায় সেই মন্ত্রের দেবতা হবেন অগ্নি

ইহা নিশ্চয় করে নিতে হবে। মাধ্যন্দিন সবনে বিনিযুক্ত মন্ত্রের দেবতা হবেন ইন্দ্র ও তৃতীয় সবনে বিনিযুক্ত মন্ত্রের দেবতা হবেন আদিত্য ইহা বুঝে নিতে হবে ।। (খ) ।।

অথ [ আর ] যজ্ঞাৎ অন্যত্র [ যজ্ঞভিন্ন স্থলে ] প্রাজাপত্যাঃ [ মন্ত্র সকলের দেবতা হচ্ছেন প্রজাপতি ] ইতি [ ইহা ] যাজ্ঞিকাঃ [ যাজ্ঞিকগণ ] [ মন্যন্তে ] [ মনে করেন ] ।। (গ) ।।

অনুবাদ ঃ—আর যে সকল মন্ত্র যজ্ঞভিন্ন স্থলে বিনিযুক্ত হয়, সেই সকল মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন প্রজাপতি ইহা যাজ্ঞিকেরা মনে করেন ।। (গ) ।।

মন্তব্য ঃ—অনেক মন্ত্র কোন যজ্ঞে বা যজ্ঞাংগে বিনিযুক্ত হয় না। অথচ সেই সকল মন্ত্র অনাদিষ্টদেবতাক অর্থাৎ সেই সকল মন্ত্রের দেবতা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। সেই সকল মন্ত্রের দেবতা কে? এইরূপ সন্দেহ হলে নিরুক্তকার বলেছেন যে ঈদৃশ মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন প্রজাপতি, ইহা যাজ্ঞিকেরা মনে করেন। কারণ ঐ মন্ত্রগুলি অনিরুক্ত অর্থাৎ ঐ মন্ত্রের দেবতা স্পষ্টভাবে নিরুক্তনয় বা অনভিহিত। আর প্রজাপতি দেবতাও অনিরুক্ত, যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতির গুণাদি অনভিহিত। অতএব প্রজাপতি ও ঐ মন্ত্রগুলির মধ্যে অনিরুক্তত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় উক্ত মন্ত্রের দেবতা প্রজাপতিই। ইহাই যাজ্ঞিকেরা মনে করেন—এই কথা নিরুক্তকার বলেছেন। কারণ পরে অপরের মত বলবেন ।। (গ) ।

নিরুক্তকারের বা নিরুক্তজ্ঞের মত বলছেন—"নারাশংসা ইতি নৈরুক্তাঃ" ।। (ঘ) ।।

নারাশংসাঃ [ নরাশংস অর্থাৎ অগ্নি বা যজ্ঞ ( বিষ্ণু ) হচ্ছেন দেবতা যাদের তারা ] ইতি [ ইহা ] নৈরুক্তাঃ [ নৈরুক্তগণ ] [ মন্যন্তে ] [ মনে করেন ] ।। (ঘ) ।।

অনুবাদ ঃ—যজ্ঞভিন্ন স্থলে বিনিযুক্ত মন্ত্রের [ অনাদিষ্ট দেবতাক মন্ত্রের ] দেবতা হচ্ছেন নর অর্থাৎ অগ্নি অথবা যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু বা সূর্য ।। (ঘ) ।।

মন্তব্য ঃ—যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে যে সকল মন্ত্রের বিনিয়োগ নাই তাদের দেবতা হচ্ছেন প্রজাপতি ইহা যাজ্ঞিকদের মত ইহা পূর্বে বলা হয়েছে।

এখন নৈরুক্ত অর্থাৎ নিরুক্তজ্ঞগণের মত বলছেন—"নিরুক্তং বেত্তি অধীতে বা" এইরূপ অর্থে 'নিরুক্ত' শব্দের উত্তর "তদধীতে তদ্বেদ" [ পাঃ ৪।২। ৫৯ ] এই সূত্রানুসারে অণ্ প্রত্যয় করে "নৈরুক্তঃ" শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। অর্থ হল নিরুক্তজ্ঞগণ। তাঁদের মত হচ্ছে যজ্ঞ বা যজ্ঞাঙ্গে যে সকল মন্ত্রের বিনিয়োগ নাই সেই সকল মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন নরাশংস। 'নরাশংস দেবতা অস্য" এইরূপ অর্থে "নরাশংস" শব্দের উত্তর "সাহস্য দেবতা" [ পাঃ ৪।২।২৪ ] সূত্রানুসারে অণ্ প্রত্যয় করে "নারাশংসাঃ" পদ সিদ্ধ হয়েছে। অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ" এই শ্রুতি অনুসারে নরাশংস' শব্দের অর্থ হল অগ্নি। আবার "বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ" এই শ্রুতি অনুসারে যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুকেও নরাশংস বলা হয়। সূর্যকে আবার বিষ্ণু বলা হয়। সেইভাবে নরাশংস শব্দের অর্থ হয় সূর্য। সুতরাং উক্ত অনাদিষ্ট দেবতাক লিঙ্গ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি বা বিষ্ণু বা সূর্য—ইহাই নিরুক্তবিদ্‌গণের মত ।। (ঘ) ।।

অপি বা [ অথবা ] সা [ সেই ঋক্ অর্থাৎ অনির্দিষ্টদেবতাকমন্ত্র ] কামদেবতা [ ইচ্ছানুসারে দেবতা কল্পিত ] স্যাৎ [ হতে পারে ] ।। (ঙ) ।।

অনুবাদ ঃ—অথবা কোন যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে যে মন্ত্র বিনিযুক্ত হয় না অথচ যে মন্ত্রে দেবতার স্পষ্টভাবে নির্দেশ থাকে না সেই মন্ত্রে ইচ্ছানুসারে দেবতা কল্পিত হতে পারে ।। (ঙ) ।।

মন্তব্য ঃ—উক্ত যজ্ঞে বা যজ্ঞাঙ্গে অবিনিযুক্ত অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের যাজ্ঞিক মতে ও নৈরুক্ত মতে দেবতার কথা বলে এখন নিরুক্তকার বলছেন ঐ মন্ত্রের দেবতা ইচ্ছানুসারে কল্পিত হতে পারে। উক্ত মন্ত্রের প্রযোক্তা ব্যক্তি যাহা কামনা করে ঐ মন্ত্রের প্রয়োগ করেন—তাহার কামনা অনুসারে ঐ মন্ত্রের দেবতা ঐ মন্ত্রের অধিপতি হতে পারেন। যেহেতু সকল দেবতারই ঐশ্বর্য আছে বলে মন্ত্রের প্রযোক্তা ইচ্ছানুসারে যেকোন দেবতার উদ্দেশ্যে নিয়ে কোন কাম্য বর প্রার্থনা করে উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ করে থাকেন ।। (ঙ) ।।

বা [ অথবা ] প্রায়ো দেবতা [ যেই দেবতার অধিকারে উক্ত অনাবিষ্কৃত দেবতা লিঙ্গ মন্ত্র পঠিত হয় সেই দেবতাই সেই মন্ত্রের অধিপতি ] [ সা ] [ সেই দেবতা ] [ স্যাৎ ] [ হয় ] ।। (চ) ।।

অনুবাদ ঃ—অথবা সেই অনাদিষ্ট দেবতাক মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন তিনি, যে দেবতার অধিকারে সেই মন্ত্র পঠিত হয় ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—"প্রায়ো দেবতা বা" নিরুক্তকারের এই বাক্যটিতে "সা স্যাৎ" এই দুইটি পদের অনুষঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববাক্য থেকে স্মরণ করে জুড়ে নিতে হবে। সুতরাং এই বাক্যটি সম্পূর্ণ হবে এইরূপ "প্রায়োদেবতা সা স্যাৎ"। 'সা' মানে যে ঋক্ বা মন্ত্র যজ্ঞ বা যজ্ঞাঙ্গে বিনিযুক্ত হয় না সেই মন্ত্র। সেই মন্ত্রের দেবতা হবেন 'প্রায়োদেবতা'। এখানে 'প্রায়ঃ' শব্দ অধিকার অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং উক্ত বাক্যের অর্থ হচ্ছে এই, যে দেবতার অধিকারে উক্ত মন্ত্রটি বেদাধ্যয়নপাঠের অনুক্রমে উক্ত মন্ত্র [ অনাদিষ্ট দেবতা লিঙ্গ মন্ত্র ] থাকে, সে মন্ত্রের দেবতা সেই অধিকারপঠিত দেবতাই হয়ে থাকেন ॥ (চ) ॥

কেন এইরূপ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে নিরুক্তকার বলছেন—"অস্তি হ্যাচারো বহুলং লোকে দেবদেবত্যমতিথিদেবত্যং পিতৃদেবত্যম্ ॥" (ছ) ॥

হি [ যেহেতু ] লোকে [ লোকব্যবহারে ] আচারো [ আচরণ অর্থাৎ ব্যবহার ] বহুলং [ অধিক প্রকার ] অস্তি [ আছে ] [ যথা ] [ যেমন ] দেবদেবত্যমতিথিদেবত্যং পিতৃদেবত্যম্ [ এই দ্রব্যের অধিপতি দেবতা, এই দ্রব্যের অধিপতি অতিথি, এই দ্রব্যের অধিপতি পিতৃপুরুষ ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—যেহেতু লোকে বহুতরভাবে আচার অর্থাৎ ব্যবহার আছে, যেমন এই দ্রব্যটির দেবতা দেব, এই দ্রব্যের দেবতা অতিথি, এই দ্রব্যের দেবতা পিতৃপুরুষ ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বে যে বলা হয়েছিল—অনাদিষ্ট দেবতাক মন্ত্রের দেবতা প্রায়দেবতা অর্থাৎ যে দেবতার অধিকারে ঐ মন্ত্র পঠিত হয়, সেই দেবতাই উক্ত মন্ত্রের দেবতা হবেন বা সেই মন্ত্রের বহুল দেবতাই দেবতা হবেন। তার উপর প্রশ্ন হতে পারে কেন এইরূপ বহুল দেবতা হন? তার উত্তরে নিরুক্তকার বলছেন—"অস্তি হ্যাচারো বহুলংলোকে" ইত্যাদি। অর্থাৎ লোকে এইরূপ আচার অর্থাৎ ব্যবহার দেখা যায় যে, যে দ্রব্যটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়, তদ্ভিন্ন দ্রব্য সর্বসাধারণ হয়। যেমন, কেহ নির্দেশ করল আমার এই দ্রব্যটি দেবদেবতা অর্থাৎ এই দ্রব্যের অধিপতি হচ্ছেন দেবতা। এইরূপ নির্দেশ করলে সেই দ্রব্য ভিন্ন দ্রব্য সাধারণ হয়ে থাকে

অর্থাৎ সেই অবশিষ্ট দ্রব্যের অধিপতি দেবতা অতিথি বা পিতৃপুরুষ হতে পারেন। এইরূপ কেহ যদি নির্দিষ্ট করে দেন যে আমার এই দ্রব্যের অধিপতি অতিথি। তাহলে তদ্‌ভিন্ন দ্রব্যের অধিপতি সাধারণভাবে দেবতা, অতিথি বা পিতৃপুরুষ হতে পারেন। এইরূপ এই দ্রব্যটি পিতৃদেবত্য বলে নির্দিষ্ট করলে তদ্‌ভিন্ন দ্রব্যের দেবতা সাধারণভাবে সকলে অর্থাৎ দেবতা অতিথি ও পিতৃপুরুষ হতে পারেন। সেইরূপ যে সকল মন্ত্রের দেবতা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট আছে অর্থাৎ যে মন্ত্রগুলি আদিষ্টদেবতাক [ স্পষ্ট নির্দিষ্ট হয়েছে দেবতা যে মন্ত্রের ] সেই মন্ত্র ভিন্ন মন্ত্রের দেবতা সাধারণ অর্থাৎ সেই মন্ত্রের বহুল দেবতা হতে পারেন। এইরূপ যুক্তিতে অনাদিষ্ট-দেবতাক মন্ত্রের দেবতা যে কেহ হতে পারেন—ইহাই নিরুক্তকার বললেন ॥ (ছ) ॥

এই বিষয়ে নিশ্চয় কি? ইহার উত্তরে বলছেন—"যাজ্ঞদৈবতো মন্ত্র ইতি ॥" (জ) ॥

মন্ত্রঃ [ সেই অনাবিষ্কৃত দেবতালিঙ্গক মন্ত্র অর্থাৎ স্পষ্টভাবে দেবতার নির্দেশ নাই যে মন্ত্রে সেই মন্ত্রে ] যাজ্ঞদৈবতঃ [ যজ্ঞদেবতাক বা দেবতা-দেবতাক ] ইতি [ ইহা ] [ ভবতি ] [ হয় ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদঃ—যে মন্ত্রের দেবতা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট নাই সেই মন্ত্রের দেবতা যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু অথবা দেবতা অর্থাৎ অগ্নি হন—ইহাই নিশ্চয় ॥ (জ) ॥

মন্তব্যঃ—যে সকল মন্ত্রের দেবতা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট নাই অথচ যে মন্ত্র যজ্ঞ বা যজ্ঞাঙ্গে অবিনিযুক্ত তার দেবতা হন প্রজাপতি ইহা যাজ্ঞিকদের মত, নিরুক্তবিদের মত হল নরাশংস। আবার নিরুক্তকার বললেন কামদেবতা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে দেবতা, তারপর বললেন প্রায়োদেবতা অর্থাৎ বহুল দেবতা ও সাধারণ দেবতা। এইভাবে নানাপ্রকার বলায় লোকের স্বাভাবিকভাবে আশঙ্কা হবে যে তাহলে এই বিষয়ে নিশ্চয় কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে নিরুক্তকার বললেন "যাজ্ঞদৈবতো মন্ত্র ইতি" অর্থাৎ অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের [ যে মন্ত্রে দেবতা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকে না সেই মন্ত্রে ] দেবতা হচ্ছেন যজ্ঞ বা দেবতা। এখানে "যজ্ঞঃ দেবতা অস্য"

[ অনাদিষ্টদেব মন্ত্রস্য ] এইরূপ অর্থে 'যজ্ঞ' শব্দের উত্তর "সাঽস্য দেবতা" [ পাঃ ৪।২।২৪ ] সূত্রে অণ্ প্রত্যয় করে 'যাজ্ঞ' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। যজ্ঞ যে মন্ত্রের দেবতা সেই মন্ত্র হল যাজ্ঞ। 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ বিষ্ণু "বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ" এই শ্রুতি থেকে পাওয়া যায়। তারপর "দেবতা দেবতা অস্য" অর্থাৎ এই অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের দেবতা হচ্ছেন দেবতা। এখন দেবতা বললে তো সব দেবতাকেই বুঝায়। তাহলে যেকোন দেবতাই অনাদিষ্ট মন্ত্রের দেবতা হবে। এতে সেই "কামদেবতা" বা "প্রায়োদেবতা" ইত্যাদি পূর্বোক্ত অনিশ্চিত দেবতার আপত্তি হয়ে যাবে। এইজন্য দুর্গাচার্য বলেছেন—"অগ্নির্বৈ সর্বাদেবতাঃ" অর্থাৎ 'অগ্নিই সব দেবতা' এই শ্রুতি অনুসারে "দেবতা মানে অগ্নি হয়েছেন দেবতা যার যে অনাদিষ্টদেবতাকমন্ত্রের এইরূপ অর্থে 'দৈবত' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে "সাঽস্য দেবতা" সূত্রে। সুতরাং "যাজ্ঞশ্চাসৌ দৈবতশ্চেতি" এইরূপ কর্মধারয় সমাস করে 'মন্ত্রের' সঙ্গে অন্বিত হবে। তার মানে হবে ঐ অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের দেবতা যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু অথবা দেবতা অর্থাৎ অগ্নি। তাহলে নিশ্চয় হল এই যে বিষ্ণু বা অগ্নিই অনাদিষ্টদেবতা লিঙ্গ মন্ত্রের দেবতা। এইরূপ সিদ্ধান্তে "নারাশংস ইতি নৈরুক্তাঃ" [ নিরুক্ত ৭।১৪ (ঘ) ] এই সূত্রে নিরুক্তবিদ্দের মত যাহা বলা হয়েছিল নিরুক্তকার যাস্কেরও তাহাই মত বলে সিদ্ধ হল ; কারণ "নরাশংস" বলতে বিষ্ণুকেও বুঝায় আর অগ্নিকেও বুঝায়, ইহাই উক্ত সূত্রার্থ ব্যাখ্যাসময়ে বলা হয়েছে। এখানেও এই "যাজ্ঞদৈবতো মন্ত্র ইতি" এই সূত্রেও বিষ্ণু বা অগ্নিই অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের দেবতা বলা হল। দুর্গাচার্য বলেছেন—'কাত্থক্য' নামক নিরুক্তকার এবং 'শাকপূণি' নামক নিরুক্তকারের মতেও যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু বা অগ্নিই উক্ত অনাদিষ্টদেবমন্ত্রের দেবতা, ইহা নিশ্চিত হয়েছে। তাহলে 'কাত্থক্য, শাকপূণি এবং যাস্ক' তিনজন নিরুক্তকারের ঐকমত্যে বিষ্ণু বা অগ্নিই অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রের দেবতা ইহা সিদ্ধ [ নিশ্চিত ] হল ॥ (ক) ॥

অপি হি [ আর যে ( আশঙ্কা অর্থে হি ] অদেবতাঃ [ যারা ঠিক দেবতা নন ] দেবতাবৎস্তূয়ন্তে [ দেবতার মত স্তুত হন ] যথা [ যেমন ]

অশ্বপ্রভৃতীনি ওষধিপর্যন্তানি [ অশ্ব প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে ওষধি পর্যন্ত দ্রব্যাদি ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—[ আশঙ্কা ] আর যে যারা ঠিক দেবতা নয় তারাও দেবতার মত স্তুত হয়। যেমন অশ্ব প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে ওষধি পর্যন্ত দ্রব্যাদি। [ ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? ] ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—দৈবতকাণ্ডের প্রথমপাদের প্রথমখণ্ডে [ ৭।১।১ ( ঘ ) ] বলা হয়েছে 'যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি'' অর্থাৎ "ঋষি যে পদার্থের কামনা করে যে দেবতা তাঁর অভীষ্টদানে সমর্থ জেনে যে মন্ত্রে যে দেবতার স্তুতি করেন সেই দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা'' এইভাবে মন্ত্রের দেবতার লক্ষণ বলা হয়েছে। এই লক্ষণ, যেখানে দেবতা বরদানে সমর্থ সেখানে সেখানে সংগত হয়। অনাদিষ্টদেবতাক মন্ত্রেও দেবতার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে বরদানে সমর্থ দেবতার কল্পনা করে নিয়ে দেবতার উপপত্তি হয়। কিন্তু যে সব মন্ত্রে স্পষ্টভাবে অদেবতা অর্থাৎ দেবতার মত ঐশ্বর্য নাই এইরূপ পদার্থকে দেবতার মত স্তুতি করা হয়েছে, সেইসব মন্ত্রের দেবতার লক্ষণ কি করে সঙ্গত হবে ? এইরূপ আশংকাই নিরুক্তকার এই বাক্যে দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপে বলা হয়েছে—যেমন কোন মন্ত্রে অশ্বের স্তুতি করা হয়েছে। [ ঋগ্বেদের ১।১৬২। ১।১৬৩। অক্ষস্তুতি ( অক্ষ মানে পাশা, তুঁতিয়া, ইন্দ্রিয়, রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি ) ঋগ্বেদ ১০।৩৫। ওষধিস্তুতি ( ওষধি মানে গাছপালা ) ঋগ্বেদ ১০।৯৭ ) ঋগ্বেদ ১০।৯৭ ] এই অংশগুলি অমরেশ্বর ঠাকুরের পুস্তক থেকে গৃহীত হয়েছে ]।

অশ্ব বা গাছপালা চেতন হলেও বরপ্রদান করতে সমর্থ নয়। ইহা সকলেই জানে। অশ্ব প্রভৃতি প্রাণী বর্তমানকালীন পদার্থকেই জানে অতীত বা ভবিষ্যৎ পদার্থকে জানে না। সুতরাং প্রার্থনাকারীর অভীষ্ট বর কি করে তারা দিবে। আবার অক্ষ প্রভৃতি তো অচেতন। সুতরাং তাদের যে বর দানে অসামর্থ্য তাহা আর বলার কি আছে। এই অশ্বাদি হচ্ছে অদেবতা ; এদের দেবতার মত স্তুতি করা হয়েছে। সুতরাং এই সকল মন্ত্রের দেবতার লক্ষণ অনুপপন্ন। এই আশঙ্কার উত্তর পরে বলা

হবে। পরে আর একটি আশঙ্কাও দেখান হবে [ ৫ম খণ্ডে ] তারপর বিচার করে উত্তর বা সমাধান বলা হবে ॥ (ঘ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে চতুর্থ খণ্ডের মূলের অনুবাদ।

---

### ৭।১।৪ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

"তদ্ যেঽনাদিষ্টদেবতা মন্ত্রাঃ"। ইহৈতদুক্তম্—"যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে, তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি" ইতি। তদেতৎ প্রকটদেবতালক্ষণেষু মন্ত্রেষু মন্ত্রদেবতালক্ষণমুপপদ্যতে। যে ত্বনাদিষ্টদেবতালিঙ্গা মন্ত্রাঃ, তেষু দেবতাঃ কথমন্বেষ্যাঃ? ইতি তদেতদ্ বিচার্যত ইত্যুপযুক্তস্তচ্ছব্দঃ। যেঽনাদিষ্টদেবতালিঙ্গা মন্ত্রাঃ 'তেষু' 'দেবতোপপরীক্ষা' দেবতায়া অতঃপরং পরীক্ষা উপপত্তিতো বর্তিষ্যত ইতি বাক্যশেষঃ।

'যদ্দেবতঃ স যজ্ঞো বা যজ্ঞাঙ্গং বা তদ্দেবতা ভবন্তি।' যদ্দেবতঃ স যজ্ঞো, যস্মিন্ যজ্ঞে তে অনাবিষ্কৃতদেবতালিঙ্গা মন্ত্রা বিনিযুজ্যন্তে, তদ্দেবতা এব হি তে ভবন্তি। তদ্ যথা—'আগ্নেয়োঽগ্নিষ্টোমঃ' ইতি শ্রূয়তে। তদ্ যোঽনাবিষ্কৃতদেবতালিঙ্গো মন্ত্রঃ স্যাৎ স আগ্নেয় এব স্যাৎ। প্রকরণাদ্ধি সন্দিগ্ধদেবতত্বু দেবতানিয়ম ইতি ন্যায্যঃ। 'যজ্ঞাঙ্গং বা'। প্রাতঃসবনে যো বিনিযুজ্যতে স আগ্নেয়ঃ, যো মাধ্যন্দিনে স ঐন্দ্রঃ, যঃ তৃতীয়সবনে স আদিত্যঃ।

আহ—"অথ অন্যত্র যজ্ঞাৎ" কথং মন্ত্রেষু দেবতাপরিজ্ঞানমিতি, অথ পুনরন্যত্র যজ্ঞাদ্ যে বর্তন্তে, যেষামুচ্ছন্নপ্রয়োগঃ 'উচ্ছন্নযজ্ঞো বা এষঃ' ইত্যুচ্ছন্নতামপি দর্শয়ত্যেব ব্রাহ্মণম্। তেষুচ্ছন্নপ্রকরণপ্রয়োগেষু বাচস্তোমপ্রয়োগবিনিযোগকল্পেষু, 'কিং ব্রাহ্মণস্য পিতরং পৃচ্ছসি কিন্নু মাতরম্। শ্রুতবিদস্মিন্ বেদ্যং স পিতামহঃ' ইত্যেবমাদিষু কথমন্বেষ্যা দেবতা ইতি। শৃণু 'প্রাজাপত্যাঃ' তে মন্ত্রাঃ ইতি যাজ্ঞিকাঃ' মন্যন্তে। কিং কারণম্? অনিরুক্তো হি প্রজাপতিঃ, অনিরুক্ত দেবতালিঙ্গাশ্চ মন্ত্রা ইত্যেতস্মাৎ সামান্যাৎ। 'নারশংসাঃ' তে 'ইতি

নৈরুক্তাঃ' মন্যন্তে। নরাশংসোঽগ্নির্যজ্ঞো বা। বক্ষ্যতি হি, যজ্ঞইতি কাত্থক্যঃ অগ্নিরিতি শাকপূণিঃ' ইতি। যজ্ঞশব্দেন চ বিষ্ণুরুচ্যতে 'বিষ্ণুর্বৈযজ্ঞঃ' ইতি হ বিজ্ঞায়তে। 'অগ্নিহি' ভূয়িষ্ঠভাগ্ দেবতানাম্' ইতি। অতোঽনাবিষ্কৃতদেবতালিঙ্গো মন্ত্র আগ্নেয়ঃ স্যাৎ। সর্বদেবতা-শ্রয়ণাচ্চ 'অগ্নিবৈ' সর্বাদেবতাঃ অত্র বৈ সর্বা বসন্তি দেবতেতি হ বিজ্ঞায়তে। যস্মিন্নপি পক্ষে নারাশংসো যজ্ঞঃ, তস্মিন্নপি পক্ষে যজ্ঞপ্রভবত্বাদস্য জগতো যজ্ঞস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্, অপরিগ্রহশ্চ শ্রেষ্ঠগামীতি ন্যায়ঃ। কেচিত্তু 'যেন নরাঃ প্রশস্যন্তে, স নারাশংসো মন্ত্র, ইতি পশ্যন্তো মনুষ্যস্তুতয়স্তা ইত্যেবং মন্যন্তে। তদযুক্তম্ নহি মনুষ্যাণামনা-বিষ্কৃতলিঙ্গৈ মন্ত্রৈঃ স্তুতিরুপপদ্যতে, দুর্বোধ্যত্বাত্তেষামল্পবুদ্ধিত্বাচ্চ মনুষ্যাণাম্।

'অপি বা সা কামদেবতা স্যাৎ'। অপি বা এবমন্যথা স্যাৎ কামতো হীচ্ছাতস্তস্মিন্ দেবতা কল্পয়িতব্যেত্যভিপ্রায়ঃ। কিং কারণম্? গুণ-পদময়ো হি সঃ, ন হি তত্র দেবতাসংবিজ্ঞানপদম্ অন্যতমদেবতাবিশেষ প্রখ্যাপকমস্তি, যতো বিশেষাৎ কস্যাশ্চিদেকস্যাং দেবতায়ামন্যাভ্যো ব্যাবৃত্ত্যাবতিষ্ঠেত। গুণপদানাঞ্চ সর্বেষাং সর্বদেবতাশ্রয়ত্বাদৈশ্বর্যযোগাৎ সর্বাসাং দেবতানাম্।

'প্রায়োদেবতা বা' তস্মিন্ মন্ত্রে স্যাদিতি বাক্যশেষঃ। প্রায় ইতি হ্যধিকারউচ্যতে। যদ্দেবতাধিকারে হ্যধ্যয়নপাঠানুক্রমে, যোঽনাবিষ্কৃত দেবতালিঙ্গো মন্ত্রো ভবতি, স তদ্দেবত এবেতি বোদ্ধব্যম্। তদ্যথা, অগ্ন্যধিকারে বর্তমানে আগ্নেয় এব মন্ত্রো ভবতি, ইন্দ্রাধিকারে চৈন্দ্র এবেতি। অথবা প্রায় ইতি বাহুল্যমুচ্যতে। তদ্যথা—অনৃতপ্রায়ো দেবদত্ত ইত্যুক্ত অনৃতবহুল এবেতি গম্যতে। এবমিহাপি প্রায়োদেবতেত্যুক্তে বহুলদেবতেতি স্যাৎ। কিং কারণম্? 'অস্তি হ্যাচারো বহুলং লোকে' অস্তি হীয়ং লোকে বহুলস্য ভূয়স্ত্বেন প্রসিদ্ধিঃ। নির্দিষ্টেভ্যো দ্রব্যেভ্যো যদন্যদবশিষ্যতে, তৎ সাধারণং ভবতি। তদ্যথা কশ্চিৎ নির্দিশতি—'ইদং মে দেবদেবত্যং' দ্রব্যম্ ইদং মে অতিথিদেবত্যম্ ইদং মে পিতৃদেবত্যম্' ইতি তত্রৈবং নির্দিষ্টে ততো রাশের্যদন্যদবশিষ্যতে তদ্দেবপিতৃমনুষ্যাণাং

সাধারণং ভবতি। তথা চরুনির্বপণকর্মণি ইদং দেবতানামিতি নিরুপ্তম-ভিমৃশ্যেদং নঃ সহেতি পেষমভিমৃশতি সর্বসাধারণত্বপ্রখ্যাপনার্থম্। এবমিহাপ্যাদিষ্টদেবতালিঙ্গান্মন্ত্ররাশের্যোঽন্যোঽনাদিষ্টদেবতালিঙ্গো মন্ত্ৰ-রাশিঃ স্যাৎ, সর্বসাধারণত্বাদ্ বহুদেবতো বৈশ্বদেবঃ স্যাৎ ইতি।

আহ—কঃ পুনরেতস্মিন্ বিচারে নিশ্চয়ঃ? উচ্যতে 'যাজ্ঞদৈবতো মন্ত্রঃ' যোঽনাবিষ্কৃতদেবতালিঙ্গো মন্ত্রঃ স যাজ্ঞো বা স্যাদ্ দৈবতো বা। 'বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ' ইতি হ বিজ্ঞায়তে। বিষ্ণুঃ পুনরাদিত্য এব নৈরুক্তানাম্। দ্যুস্থানে সমাম্নানাৎ। 'যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহ্লিতমাদিত্যকর্মৈব তৎ' ইতি হি বক্ষ্যতি। তস্মাদাদিত্যদেবতঃ স মন্ত্র ইতি স্যাৎ। অথবা দৈবতঃ স মন্ত্রঃ দেবতা অস্মিন্ দেবতেতি দৈবতঃ, অবিশিষ্টং হি দেবতাত্বমগ্নাবেবং সর্বদেবতাভিবাদাৎ 'অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ' ইতি হ বিজ্ঞায়তে, 'অগ্নির্বৈ দেবতানাং ভূয়িষ্ঠভাক্' ইতি চ। 'অপরিগ্রহং চ প্রধানগামি' ইতি ন্যায়ঃ। তস্মাদাগ্নেয়ঃ স মন্ত্রঃ স্যাদিতি। তদ্ যদুপোদ্ঘাতে উক্তম্ 'নারাশংসা ইতি নৈরুক্তাঃ' ইতি, তদেব কাত্থক্যশাকপূণিমতেনাবধৃতং যজ্ঞোঽগ্নির্বেতি, তৌ হি নৈরুক্তাবিতি।

"যদ্দেবতঃ স যজ্ঞো বা যজ্ঞাঙ্গং বা তদ্দেবতা ভবন্তি" ইত্যেবমাদীনাম-পরো ব্যাখ্যামার্গঃ। 'যদ্দেবতঃ স যজ্ঞঃ' যদ্দেবতং প্রধানং হবিঃ, তদ্ যথা—প্রকৃতাবৈন্দ্রং সান্নায্যং মাহেন্দ্রং বা, তৎ সংস্কারপরা ইষেত্বাদয়ঃ [ যঃ, স. ১।১ ] তেনাবিষ্কৃতদেবতালিঙ্গা ঐন্দ্রা এব ভবন্তি, মাহেন্দ্রা বা। যদ্দেবতে চাধিকারে চোদকেন প্রদিশ্যন্তে তদ্দেবতা এব ভবন্তি। তদ্ যথা—কুবিদঙ্গেতি প্রাজাপত্যগ্রহণে বিনিয়োগাৎ প্রাজাপত্য এব ভবতি। যজ্ঞাঙ্গং দেবত্যাধারাদ্যভিপ্রায়েণ। 'ঋষভোঽপি শাক্করঃ' ইত্যানবিষ্কৃতদেবতালিঙ্গঃ পূর্ণস্রুচাসাদনমন্ত্রঃ স্রৌচে বিনিয়োগাৎ তস্য চ প্রাজাপত্যত্বাৎ প্রাজাপত্যঃ।

'অথান্যত্র যজ্ঞাৎ'। ক্বান্যত্র যজ্ঞাৎ কর্মণো মন্ত্রাণাং বিনিয়োগঃ? উপাকরণব্রহ্মযজ্ঞজপপ্রায়শ্চিত্তেষু নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণশ্চ। 'যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্তে বা পততি, প্রবামীয়তে, যাতযামান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্তি ইতি প্রত্যবায়শ্রবণাৎ সর্বত্রান্বেষ্যা দেবতেত্যারথ্যব্যমথান্যত্র যজ্ঞাদিতি।

'প্রাজাপত্যা ইতি যাজ্ঞিকাঃ' প্রজাপতিস্তেষূপাকরণাদিকর্মসূপাস্য ইতি যাজ্ঞিকা মন্যন্তে, স হ্যনিরুক্ত ইত্যনিরুক্ততাসামান্যাৎ। 'নারাশংসা ইতি নৈরুক্তাঃ' সৌর্যা বা আগ্নেয়া বেতি। 'অপি বা সা কামদেবতা স্যাৎ' অনাবিষ্কৃতদেবতালিঙ্গে মন্ত্রে যা বিচার্যতে দেবতা, কাস্মিন্ দেবতা স্যাৎ? ইতি, সা কামতঃ কল্প্যা, ইচ্ছাত ইত্যর্থঃ। গুণপদময়ত্বাৎ তস্য। ন মন্ত্রবাক্যসামর্থ্যাদ্ দেবতা নিয়ম্যতে তত্র, কিং তর্হি? প্রযোক্তুরিচ্ছা সামর্থ্যাৎ। অথবা প্রযোক্তা যৎকামস্তং প্রযুঙ্ক্তে, তস্য তস্য কামস্য যা দেবতা অধিপতিঃ, তামেব তস্মিন্নভিসন্দধীত। 'প্রায়োদেবতা বা' সমানমেব পূর্বেণ।

'অপি হ্যদেবতা দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে'। 'যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে' ইতি মন্ত্রদেবতালক্ষণমুক্তম্, তদুপপদ্যতে দেবানামার্থপত্যসম্বন্ধাৎ, অনাবিষ্কৃতদেবতেষ্বপি সংবিজ্ঞাতপদাভাবাৎ কল্প্যতে দেবতা কামস্য অধিপতিরপি। যত্র তু স্ফুটমদেবতা দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে ননু তত্রৈতল্লক্ষণং ব্যাহন্যতে? তদ্ যথা—'অশ্বপ্রভৃতীন্যোষধিপর্যন্তানি'। এতস্মিন্ বর্গে কানিচিৎ সত্ত্বানি, কানিচিদ্ দ্রব্যাণি, অশ্বাদীনি সত্ত্বানি, অক্ষাদীনি দ্রব্যাণি। তানি চ পুনরাসন্নমর্থং চেতয়ন্তে, নাতীতং নানাগতম্ ইতি, আত্মনোঽপি চ হিতাহিতং ন প্রতিপদ্যন্তে। তানি কথমভিষ্টুতানি, স্তোতুমভিমতস্যার্থস্য পতিত্বং করিষ্যন্তি। ন হি তানি স্তুতিনিন্দে বিশেষতো বিদুঃ। অপি চাশ্বাদিষু চিতিরপি কাচিদস্তি, নত্বক্ষাদিষবসাবস্তি ॥ ৭।১।৪ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে চতুর্থখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

## দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে

### পঞ্চমখণ্ডঃ। ( মূলম্ )

অথাপ্যষ্টৌ দ্বন্দ্বানি ॥ (ক) ॥ স ন মন্যেতাগন্তূনিবার্থান্ দেবতানাং প্রত্যক্ষদৃশ্যমেতদ্ ভবতি ॥ (খ) ॥ মহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে ॥ (গ) ॥ একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি ॥ (ঘ) ॥ অপি চ সত্ত্বানাং প্রকৃতিভূমভি র্ঋষয়ঃ স্তুবন্তীত্যাহুঃ ॥ (ঙ) ॥ প্রকৃতিসার্বনাম্ন্যাচ্চ ॥ (চ) ॥ ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ ॥ (ছ) ॥ কর্মজন্মানঃ ॥ (জ) ॥ আত্মজন্মানঃ ॥ (ঝ) ॥ আত্মৈবৈষাং রথো ভবত্যাত্মাশ্ব আত্মায়ুধমাত্মেষব আত্মা সর্বং দেবস্য দেবস্য ॥ (ঞ) ॥ ৫ ॥ ৭।১।৫ ॥

ইতিদৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে পঞ্চমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

## বিবৃতি

অথ অপি [ আর ] অষ্টৌ [ আটটি ] দ্বন্দ্বানি [ যুগল সকল ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—আরও আটটি যুগলের [ স্তুতি মন্ত্রে আছে ] ॥ (ক) ॥

মন্তব্যঃ—আরও দেখা যায় যে উদূখলমুষল, নাব্যা পৃথিবী, প্রভৃতি আটটি দ্বন্দ্বের অর্থাৎ যুগ্ম যুগ্মের স্তুতি মন্ত্রে করা হয়েছে। এই উদূখল মুষল প্রভৃতি অচেতন, প্রত্যক্ষদৃশ্য ইহারা দেবতা নয়। তথাপি মন্ত্রে তাদের দেবতার মত স্তুতি দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এই সকল দ্বন্দ্বস্থলে ও মন্ত্রদেবতার লক্ষণ অসঙ্গত হয়ে যাচ্ছে। দেবতার মত উদূখল মুষলাদির ঐশ্বর্য নাই। আবার এই উদূখল মুষল প্রভৃতি অচেতনও বটে। ঋগ্বেদে উদূখল মুষলের স্তুতি, দ্যাব্যাপৃথিবীর স্তুতি উক্ত আছে। এই সূত্রটিও পূর্বপক্ষীর আশঙ্কার সূচক সূত্র ॥ (ক) ॥

পূর্বোক্ত দুইটি সূত্রে আশঙ্কা করে পূর্বপক্ষীয় বক্তব্যরূপে এখন নিরুক্তকার বলছেন—তাহলে এই সমস্ত অশ্ব প্রভৃতিকে কেহ যেন দেবতা মনে না করেন—

"স ন মন্যেতাগন্তূনিবার্থান্ দেবতানাং প্রত্যক্ষদৃশ্যমেতদ্ ভবতি" ।। (খ) ।।

সঃ [ মেধাবী শিষ্য বা অন্য কেহ ] ন মন্যেত [যেন মনে না করে] আগন্তূন্ অর্থান্ ইব [ আগমশীল ও অপায়শীল পদার্থের মত ] দেবতানাং [ দেবতাদের সম্বন্ধে ] এতৎ [ এই অশ্বাদি ] প্রত্যক্ষদৃশ্যম্ [ প্রত্যক্ষ দৃশ্য ] ভবতি [ হয় ] ।। (খ) ।।

অনুবাদ ঃ—উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল মানুষসম্বন্ধী অশ্ব প্রভৃতি পদার্থের মত দেবতাসম্বন্ধী পদার্থসকলকে মেধাবী শিষ্য বা অন্য কেহ যেন দেবতা বলে মনে না করে। বিশেষতঃ এই অশ্বাদি প্রত্যক্ষ দৃশ্য ।। (খ) ।।

মন্তব্য ঃ—অশ্ব, অক্ষ প্রভৃতি পদার্থ উৎপত্তি ও বিনাশশীল ; আর ইহারা মানুষের উপকরণ [ ভোগের উপকরণ ]। মানুষ সেই উপকরণের দ্বারা উপকর্তব্য অর্থাৎ উপকৃত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এইরূপ যদি দেবতাদেরও অশ্ব প্রভৃতি উপকরণ। দেবতারা উপকর্তব্য হন। তাহলে উহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলে অনিত্য হওয়ায় তাদের স্তুতি [ মন্ত্রে স্তুতি ] ব্যর্থ। এইজন্য পূর্বপক্ষী অথবা পূর্বপক্ষীর মত ধরে নিয়ে নিরুক্তকার বলছেন—যে বুদ্ধিমান শিষ্য বা অন্য কেহ যেন এই অশ্ব প্রভৃতিকে দেবতা বলে মনে না করেন। যেহেতু এইগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তাহলে এই অশ্বাদির দেবতাত্ব নাই। মন্ত্রে যদি ইহাদের স্তুতি করে তাহলে তাতে [ অশ্বাদিতে ] দেবতার লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে [ অলক্ষ্য অশ্বাদিতে লক্ষণের গমন ] ।। (খ) ।।

অদেবতার দেবতাত্ব আশঙ্কার সমাধান বলছেন—"মহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে" ।। (গ) ।।

দেবতায়া [ দেবতার ] মহাভাগ্যাৎ [ অতিশয় ঐশ্বর্যবশত ] এক আত্মা [ এক আত্মাই ] বহুধা [ বহু প্রকারে ] স্তূয়তে [ স্তুত হন ] ।। (গ) ।।

অনুবাদ ঃ—দেবতাদের অতিশয় ঐশ্বর্যবশত এক আত্মাই বহুপ্রকারে স্তুত হন ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—ভজাতে' অর্থাৎ যাকে ভজনা করা হয় বা সেবা করা হয়, তাহা ভাগ [ ভজ্ + ঘঞ্ ]। ভাগ মানে ঐশ্বর্য। 'মহান্ ভাগো যেষাম্" অর্থাৎ যাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য আছে, তাঁরা "মহাভাগাঃ" সেই মহাভাগের ভাব এই অর্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করে "মহাভাগ্য" শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এখানে 'মহাভাগ্য' মানে মহৎ ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য বা বিভূতি আট প্রকার। যথা ঃ—"অণিমা মহিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং লঘিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ যত্র কামাবসায়িতা" [ যোগ শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পরিচয় জ্ঞাতব্য ] দেবতাদের ঐরূপ মহৎ ঐশ্বর্য আছে। যেহেতু দেবতাদের এইরূপ মহৎ ঐশ্বর্য আছে, সেইহেতু এক আত্মা বা পরমাত্মা নানাপ্রকারে বিবর্তিত হতে পারেন। সুতরাং অশ্ব প্রভৃতি রূপে পরমাত্মা বিবর্তিত হয়ে স্তুত হতে পারেন। এক দেবতা পরমাত্মা, মতান্তরে এক হিরণ্যগর্ভ রূপ দেবতাই নানা দেবতারূপে পরিণত হতে পারেন। সুতরাং মন্ত্রে যে অশ্ব প্রভৃতির স্তুতি আছে, সেখানে সেই এক হিরণ্যগর্ভরূপ আত্মা বা দেবতাই ঐশ্বর্যবশত নানারূপে পরিণত হয়ে স্তুত হতে পারেন বলে সেইসব স্থলে অদেবতার দেবতাত্বের আশংকা নিরস্ত হয়ে গেল। দুর্গাচার্য তিন প্রকারে অদেবতার দেবতাত্ব আশংকা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন —"অগ্নি ইন্দ্র ও আদিত্য" এই তিন দেবতাই প্রধান দেবতা। অন্যান্য দেবতারা ইঁহাদেরই নানারূপ। আবার ভূস্থান অন্তরিক্ষস্থান ও দ্যুস্থান এই তিন স্থানের যে ভিন্ন ভিন্ন রূপকর্ম—হবির্বহন, রস অনুপ্রদান ও রস আদান রূপকর্ম অগ্নি ইন্দ্র ও সূর্যরূপে কর্মকরণ, তাকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আর [ ৩য় ] সমস্ত দেবতার আত্মা এক অর্থাৎ এক আত্মারই সমস্ত রূপ এই মতও খণ্ডন করা যায় না। অতএব বেদে লক্ষ্য অনুসারে লক্ষণের কথা বলেছেন বলে দেবতার নানাত্বব্যবস্থা এবং ঐশ্বর্যবশত নানারূপে স্তুত হওয়া সঙ্গত হয়। ইন্দ্রাদিদেবতার ঐশ্বর্যপ্রখ্যাপক মন্ত্র দেখা যায়—যথাঃ—"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্। ত্রির্যদ্দিবঃ পরিমুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতা বা

[ ঋ সং ৩।৩।২০।৩ ]।' অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন যেমন রূপধারণ করতে ইচ্ছা করেন, সেইরকম সেইরকম রূপে তিনি অতিশয় রূপ ধারণ করেন। যেহেতু তিনি অনেকরূপগ্রহণের সামর্থ্য রূপ মায়া করে থাকেন। তিনি তাঁর নিজ শরীর থেকে নানা প্রকার শরীর নির্মাণ করেন। যেহেতু ইন্দ্র নিজের স্তুতিবোধক মন্ত্রের দ্বারা আহূত হয়ে কেবল যে ঋতুকালে সোমপান করেন তা নয় ঋতুকাল ভিন্নকালেও বহুবার সোমপান করেন। ইন্দ্র সত্যবান্। তিনি স্বর্গলোক থেকে একমুহূর্তেই নানা দেশস্থিত যজ্ঞের প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়সবনকালেও উপস্থিত হন।

এইরূপে সমস্ত দেবতা যে এক আত্মা বা পরমাত্মার রূপ তাহাও শ্রুতি বলেছেন। যথা :—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"।। [ ঋ. সং ২।৩।২২ ]। অর্থাৎ মেধাবিগণ এক আদিত্যরূপ পরমাত্মাকে ইন্দ্র মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন, তিনি পক্ষযুক্ত ও সুন্দর গমনশীল, তিনি এক হলেও তাঁকে বহু বলে থাকেন, তাকেই অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে থাকেন।।"

সুতরাং মন্ত্রে স্তুত অশ্ব, অক্ষ প্রভৃতি এক আত্মা দেবতারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলে অশ্বাদি অদেবতা নয়।। (গ)।।

পুনরায় আত্মার একত্ব অবলম্বন করে অদেবতার দেবতাত্ব আশঙ্কার সমাধান করছেন—"একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।।" (ঘ)।।

একস্য আত্মনঃ [ এক আত্মার ] [ মহাভাগ্যাৎ ] [ মহৈশ্বর্যবশত ] অন্যে দেবাঃ [ অন্যান্য দেবতারা প্রত্যঙ্গানি [ প্রত্যঙ্গ ] ভবন্তি [ হন ]।। (ঘ)।।

অনুবাদ :—এক আত্মার মহৎ ঐশ্বর্য্যবশতই অন্যান্য দেবতারা প্রত্যঙ্গ স্বরূপ হয়ে থাকেন।। (ঘ)।।

মন্তব্য :—এক দেবতারূপে পরমাত্মাই মহৎ ঐশ্বর্যযোগবশত নিজের থেকে ভিন্নরূপে, অভিন্নরূপে, চেতনরূপে, অচেতনরূপে, ইন্দ্রিয় বা প্রাণ-রহিতরূপে নিজেকে বিকারভাবাপন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা হয়ে থাকেন। যেমন অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য এই তিন দেবতা এক পরমাত্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপ

মহান্ দেবতারূপে অভিন্ন। আর পরস্পরকে অর্থাৎ ইন্দ্রের অপেক্ষায় অগ্নি, অগ্নির অপেক্ষায় সূর্য ইত্যাদি পরস্পরাপেক্ষায় তাঁরা ভিন্ন। অঙ্গগুলি যেমন অঙ্গী থেকে ভিন্ন নয় সেইরূপ অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যরূপ অঙ্গ, অঙ্গী মহান্ দেবতা থেকে ভিন্ন নয়। আবার অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যরূপ দেবতার অঙ্গ হচ্ছেন—জাতবেদা, বায়ু, ভগ প্রভৃতি। আবার সেই অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যের—প্রত্যঙ্গ স্বরূপ হচ্ছে অশ্ব, অক্ষ, পক্ষী প্রভৃতি। এক মহান্ দেবতাই চেতন অগ্নি প্রভৃতি রূপে, অচেতন অক্ষ প্রভৃতি রূপে আবার প্রাণহীন উদূখল মুষলাদিরূপে নিজেকে বিকৃত করেন বলে অশ্ব প্রভৃতি অদেবতা নয়। তারাও এক দেবতাত্মারই নানারূপ। সুতরাং অদেবতার দেবতাত্বের আশঙ্কা হতে পারে না ॥ (ঘ) ॥

অপি চ [ আরও ] সত্ত্বানাং [ যাবতীয় পদার্থের ] প্রকৃতিভূমভিঃ [ প্রকৃতির বহুত্ব বশত ] ঋষয়ঃ [ ঋষিগণ ] স্তুবন্তি [ অশ্ব, উদূখল প্রভৃতির স্তুতি করেন ] ইতি [ ইহা ] আহুঃ [ আত্মবিদ্‌গণ বলে থাকেন ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—আরও কথা এই যে জগতে চরাচর যাবতীয় পদার্থ প্রকৃতির কার্য বলে প্রকৃতির বহুত্ব নিবন্ধন ঋষিগণ অশ্ব, উলূখল প্রভৃতির স্তুতি করেন—ইহা আত্মবিদ্‌গণ বলে থাকেন ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বা পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরকে পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, বা পরদেবতা বলে উপনিষদে কীর্তিত হয়েছে। যদিও পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ, কূটস্থ নির্বিকার। তিনি বস্তুত কাহারও কারণ নন, কাহারও কার্য নন, তথাপি তিনি তাঁর কল্পিত মায়াকে অবলম্বন করে অখিল জগৎ সৃষ্টি করেন। মায়াদ্বারা উপহিত হয়ে তিনি প্রথমে পঞ্চতন্মাত্রা বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত সৃষ্টি করেন। সেই পঞ্চসূক্ষ্মভূত থেকে প্রথমে বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণরূপ সমষ্ট্যাত্মক এক সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর সৃষ্টি করেন। এই এক সমষ্ট্যাত্মক লিঙ্গ শরীর রূপ উপাধির দ্বারা উপহিত মহান্ আত্মারূপ হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করেন। এই হিরণ্যগর্ভকে অপরব্রহ্ম, কার্যব্রহ্ম, মহান্ আত্মা বা মহান্ দেবতা, পরমেষ্ঠিন্, প্রজাপতি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়। এক হিসাবে বলা যেতে পারে যে পরমেশ্বর

বা পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হন। উপনিষদে বলা হয়েছে যিনি এই অপরব্রহ্মকে জানেন তিনি পরব্রহ্মকেও জানেন। এই হিরণ্যগর্ভ বা অপরব্রহ্মই নিজের সমষ্টিভূত সূক্ষ্ম শরীর থেকে ব্যষ্টিভূত ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য সূক্ষ্ম শরীররূপে জীবগণের সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি করেন বা এই হিরণ্যগর্ভই ব্যষ্টি জীবরূপে আবির্ভূত হন। ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীর ব্যষ্টি স্থূল শরীর, পঞ্চস্থূলভূত, অন্ন পানীয় চতুর্দশ লোক ইত্যাদি যাবতীয় সৃষ্টি এই হিরণ্যগর্ভ করে থাকেন। পরমেশ্বরই যেন হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করে যাবতীয় জগতের সৃষ্টি কার্যের ভার হিরণ্যগর্ভের উপর ন্যস্ত করেন। এইজন্য পরমেশ্বর যেমন অখিল জগতের কর্তা, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভও অখিল জগতের স্রষ্টা। পরমেশ্বর যেন হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হয়ে চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এইজন্য পূর্বে দুইটি সূত্রে যে বলা হয়েছে অখিল জগত এক আত্মারই ঐশ্বর্য, এই কথা হিরণ্যগর্ভের বেলায়ও খাটে। অর্থাৎ এক হিরণ্যগর্ভ দেবতাই সকল জগতের প্রকৃতি। তিনিই চরাচর বিশ্বরূপে নিজেকে পরিণত করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে দেবতা ৩৩০৩ জন। আবার এই ৩৩০৩ জন দেবতা ৩৩ জনেরই বিস্তার। ৩৩ জন হচ্ছেন—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং অগ্নি ও বায়ু। আবার এই ৩৩ জন দেবতা তিনজন দেবতারই বিভূতি। সেই তিনজন দেবতা হচ্ছেন—অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য। মতান্তরে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য। এই তিনজন দেবতা আবার এক হিরণ্যগর্ভরূপ মহান্ দেবতারই বিভূতি। সেইখানে বলা হয়েছে। "কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি" [বৃঃ উঃ ৩।৯।৯'] অর্থাৎ এই হিরণ্যগর্ভই এক দেবতা। সমস্ত অন্যান্য দেবতা এই এক হিরণ্যগর্ভ দেবতারই বিভূতি বা বিস্তার। এই হিরণ্যগর্ভই সমস্ত দেবতারূপে পরিণত হন। এখানে এই নিরুক্তেও যে "প্রকৃতিভূমভিঃ" অর্থাৎ প্রকৃতির বহুত্বনিবন্ধন "সত্ত্বানাং" অর্থাৎ চরাচর বিশ্বের স্তুতি করেন ঋষিরা ইহা বলা হয়েছে। এখানে চরাচর বিশ্বের প্রকৃতি ঐ হিরণ্যগর্ভকেই বুঝান হয়েছে। সাংখ্যের প্রকৃতিকে বুঝান হয় নাই। সুতরাং এক হিরণ্যগর্ভরূপ মহান্ দেবতা যেমন, অগ্নি ইন্দ্র ও সূর্যের প্রকৃতি, সেইরূপ অশ্ব, অক্ষ, উদূখল, মুষল,

দ্যাবাপৃথিবী—প্রভৃতিরও প্রকৃতি তিনিই। এই হিরণ্যগর্ভরূপ মহান্ আত্মা বা দেবতার মহাভাগ্য অর্থাৎ মহান্ ঐশ্বর্যবশত তিনিই সমস্ত অগ্ন্যাদি দেবতারূপে এবং অশ্বাদি প্রত্যঙ্গ দেবতারূপে নিজেকে পরিণত করেন। এইজন্য ঋষিরা—অশ্ব, উদূখল, প্রভৃতিকেও স্তুতি করেন। সুতরাং অশ্ব, উদূখল প্রভৃতির স্তুতি যে সব মন্ত্রে আছে, সেই সব মন্ত্রের দ্বারা বিভিন্ন ঋষিগণ বিভিন্ন যে অশ্বাদি দেবতাকে স্তুতি করেন তাহা ঐ এক হিরণ্যগর্ভরূপ মহান্ আত্মারই স্তুতি করেন, ইহা আত্মবিদ্‌গণ বলেন। মোট কথা মন্ত্রে যে অশ্বাদির স্তুতি আছে, তাহাও দেবতারই স্তুতি। এক মহান্ দেবতাই যখন ঐ অশ্বাদিরূপে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর স্তুতি করলে সেই মহান্ দেবতারই স্তুতি করা হয়, আর ফলও তিনি দিতে পারেন। অতএব মন্ত্রের দেবতার লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হল না। অশ্বাদি দেবতা এক মহান্ দেবতার বিভূতি বলে অশ্বাদি দেবতাও লক্ষ্যভূত হলেন। দুর্গাচার্যও এই কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যায় এক আত্মা বলতে ঐ হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ করেছেন ॥ (ঙ) ॥

প্রকৃতিসার্বনাম্ন্যাৎ চ [ প্রকৃতির অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপ এক মহান্ দেবতার সর্বরূপে পরিণামবশতও ] [ অশ্বাদিস্তুতিঃ উপপন্না ] [ অশ্বাদির স্তুতি উপপন্ন হয় ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—এক মহান্ দেবতারূপ প্রকৃতির সর্বরূপে পরিণামবশতও অশ্বাদির স্তুতি উপপন্ন হয় ॥ (চ) ॥

মন্তব্য :—পূর্ব সূত্রে ও এই সূত্রে যে প্রকৃতিশব্দটি উল্লিখিত হয়েছে, সেই প্রকৃতি বলতে এক হিরণ্যগর্ভরূপ মহান্ দেবতাকে সমস্ত জগতের প্রকৃতি রূপে বুঝান হয়েছে—ইহা পূর্বেই আমরা বলেছি। এখানেও পুনরায় বললাম। ইহা সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে হিরণ্যগর্ভ হচ্ছেন সমষ্টি সূক্ষ্মশরীররূপ উপাধির দ্বারা উপহিত চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্যের পরিণাম নাই। পরিণাম হলে চৈতন্যেরও বিকারিত্ব বশত অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ হয়ে যেত। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ যে এই সমস্ত জগদ্রূপে পরিণত হন ইহা বলা হয়েছে। দুর্গাচার্যও বলেছেন ] তাহা কিন্তু হিরণ্যগর্ভের চৈতন্যাংশের পরিণাম নয়। পরন্তু হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূতেরই পরিণাম বুঝতে হবে। উপাধি অংশটি জড় বলে তাহার পরিণাম হয়।

অতএব হিরণ্যগর্ভ তাঁর উপাধি অংশের দ্বারা সমস্ত জগদ্রূপে পরিণত হন, ইহা বুঝে নিতে হবে। এই সূত্রেও তাহাই বলেছেন—"প্রকৃতিসার্বনাম্যাৎ"

এখানে—"প্রকৃতেঃ সর্বনাম" এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করে, তারপর ষ্যঞ্ প্রত্যয় বুঝতে হবে। এখানে "ণম্ প্রহ্বত্বে শব্দে চ" নম ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ঔণাদি অণ্ প্রত্যয় করে "নামন্" শব্দ সিদ্ধ করা হয়েছে। তার অর্থ হল "পরিণাম" দুর্গাচার্য বলেছেন "নতিমাত্রং নাম নমনম্" অর্থাৎ এখানে পরিণতি মাত্রই নামন্ শব্দের অর্থ। তাহা পরিষ্কার করে বুঝাবার জন্য বলেছেন "নমনম্" ভাববাচ্যে নম ধাতুর উত্তর ল্যুট্ অর্থাৎ পরিণাম, সোজা বাংলা ভাষায় পরিবর্তন। যাই হোক্ মোটকথা এখানে "সর্বনাম" এই শব্দের "নামন্" অংশটির অর্থ পরিণাম। এখানে নামন্ শব্দের ব্যাকরণের ভাষায় বা নিরুক্তের ভাষায় যে "নাম আখ্যাত" ইত্যাদি স্থলে নাম মানে চতুর্বিধ শব্দের এক প্রকার শব্দ তাহা বুঝানো হয় নাই বা 'নামন্' মানে 'সংজ্ঞা' ইহাও বুঝানো হয় নাই। কারণ দুর্গাচার্য বলেছেন —"নতিমাত্রং নাম নমনং ন সংজ্ঞা" অর্থাৎ এখানে পরিণতি মাত্রই নাম যাহা নমন বা পরিণাম, সংজ্ঞা নয়। তাহলে এখানে 'নামন্' মানে পরিণাম'। তারপর "সর্বত্বেন নাম সর্বনাম" [ দুর্গাচার্যের উক্তি ] অর্থাৎ সর্বরূপে মানে সমস্ত জগদ্রূপে পরিণাম এইরূপ অর্থে 'সর্বনাম' শব্দটি তৃতীয়া তৎ-পুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন হয়েছে। "সর্বেণ নাম" সর্বনাম এইভাবে সর্ব শব্দের সহিত নামন্ শব্দের তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস। সর্ব শব্দটি উপলক্ষণে তৃতীয়ান্ত। সর্ব শব্দের অর্থ "সর্বত্র"। তাহলে "সর্বনাম" শব্দের অর্থ হল সর্বরূপে পরিণাম। সর্ব বিশ্ব প্রভৃতি সর্বনামকে এখানে সর্বনাম শব্দের দ্বারা বুঝান হচ্ছে না, মোটকথা সকলের নাম অর্থাৎ সংজ্ঞা এইরূপ অর্থ এখানে বুঝানো হচ্ছে না। ঐরূপ অর্থ এখানে মোটেই সঙ্গত হবে না। তারপর প্রকৃতেঃ সর্বনাম" এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করে "প্রকৃতি সর্বনাম" পদ সিদ্ধ হয়েছে। তারপর "প্রকৃতিসর্বনাম্নঃ ভাবঃ" এইরূপ অর্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করে "প্রকৃতিসার্বনাম্য" শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। সেই 'প্রকৃতিসার্বনাম্য' শব্দের হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তিতে "প্রকৃতিসার্ব-নাম্যাৎ" পদ সিদ্ধ হয়েছে। ইহার অর্থ হল প্রকৃতির সর্বরূপে পরিণাম

হেতুক। পূর্বেই বলেছি এখানে প্রকৃতি মানে হিরণ্যগর্ভ দুর্গাচার্যও বলেছেন—নৈতাঃ অদেবতাঃ দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে, কিন্তু মহানেবোঽয়মাত্মা বিশ্বরূপঃ স্তূয়তে ইতি।" [৭।১।৫ (চ)]। অর্থাৎ এই অশ্ব প্রভৃতি অদেবতাকে এখানে দেবতার মত স্তুতি করা হয় নাই, কিন্তু এই মহান্ আত্মাই যিনি বিশ্বস্বরূপ তাঁকে স্তুতি করা হচ্ছে। মহান্ আত্মা বলতে উপনিষদে বহু স্থলে হিরণ্যগর্ভকে বুঝান হয়েছে। যথা :—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ [কঠউঃ ১৩।১১]। এখানে মহান্ আত্মা মানে সমষ্টি বুদ্ধি বা সমষ্টি বুদ্ধি উপহিত চৈতন্যরূপ হিরণ্যগর্ভ। [ভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য]। তাহলে 'প্রকৃতিসার্বনাম্ন্যাৎ' শব্দের অর্থ হল—প্রকৃতি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপ মহান্ আত্মা যেহেতু সমস্ত জগদ্রূপে পরিণত হন, সেইহেতু। সেইহেতু কি? পূরণ করে নিতে হবে—সেইহেতু মন্ত্রে যে অশ্বাদির স্তুতি করা হয়েছে তাহা অদেবতার স্তুতি নয়। কিন্তু মহান্ আত্মার স্তুতি। অতএব পূর্বপক্ষীর অদেবতার স্তুতি—এইরূপ আশঙ্কা খণ্ডিত হল।

এখানে একটা কথা উল্লেখ না করে পারা গেল না, সেটা হচ্ছে এই যে, "প্রকৃতিসার্বনাম্ন্যাচ্চ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় অমরেশ্বরঠাকুর বলেছেন— "সকল পদার্থকেই প্রকৃতি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রকৃতি সর্বনাম—সকল পদার্থেরই নাম বা সংজ্ঞা প্রকৃতি। অশ্ব উদূখল মুষল প্রভৃতিও প্রকৃতি নাম বাচ্য।

এখানে ঠাকুর মহাশয় 'নাম' পদের অর্থ সংজ্ঞা ধরেছেন। কিন্তু 'সংজ্ঞা' অর্থ করলে মোটেই সঙ্গত হয় না। কারণ সমস্ত পদার্থ প্রকৃতি নাম বাচ্য হয় না। যদি সমস্ত নামই প্রকৃতির বাচক হয় তাহলে সমস্ত পদার্থ প্রকৃতি নামের বাচ্য হত। জগতে যত পদার্থ আছে, তাদের যত নাম, সেইসব নাম কি প্রকৃতির নাম? প্রকৃতির নাম কখনই নয়। সুতরাং এখানে নাম' শব্দের অর্থ দুর্গাচার্য বলেছেন—নাম মানে "পরিণাম" এই অর্থ গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নাই। অখিল জগৎ প্রকৃতির অর্থাৎ এক মহান্ দেবতার পরিণাম বলে অশ্বাদির স্তুতিও প্রকৃতির মানে মহান্ আত্মার স্তুতি হয়।

সুতরাং কোন অসঙ্গতি নাই। তবে অমরেশ্বর ঠাকুর যে দুর্গাচার্যের বৃত্তি উদ্ধৃত করেছেন তাহা হচ্ছে এইরূপ—"নাম নমনং সংজ্ঞা সর্বত্বেন নাম সর্বনাম, প্রকৃতেঃ সর্বনাম, তদ্ভাবঃ প্রকৃতিসার্বনাম্ন্যং তস্মাৎ [ দুঃ ]। দুর্গাচার্যের বৃত্তির এই পাঠ অনুসারে ঠাকুর মহাশয় অর্থ লাগাতে চেষ্টা করেছেন। তাতেই বিভ্রম ঘটেছে। কারণ এই পাঠে অশুদ্ধি আছে। শুদ্ধ পাঠ হচ্ছে এই—"নতিমাত্রং নমনং ন সংজ্ঞা সর্বত্বেন নাম সর্বনাম ইত্যাদি।" এখানে একটা 'ন' শব্দ বাদ যাওয়াতেই অর্থ বিপরীত হয়ে গেছে। কারণ "নতিমাত্র অর্থাৎ পরিণতিমাত্রই নাম অর্থাৎ নমন মানে পরিণাম, সংজ্ঞা নয়। এখানে "নাম" শব্দের অর্থ সংজ্ঞা নয়—ইহা স্পষ্টভাবে দুর্গাচার্য বলেছেন। এইরূপ 'ন' পদটি বাদ দিয়ে অনেক পুস্তকে ভুল ছাপা হয়েছে। গুরুমণ্ডলের বইতে 'ন' নাই। অবশ্য গুরুমণ্ডলের বইতে ভুল ভর্তি। বক্সীর নিরুক্ত গ্রন্থেই 'ন' এই পাঠটি আছে। এইজন্য বক্সীর গ্রন্থ অনেকাংশে নির্ভুল ॥ (ঢ) ॥

মনুষ্যাদির অপেক্ষায় দেবতার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন দ্বারা অশ্বাদির অদেবতাত্ব শঙ্কার খণ্ডন করছেন—"ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতর প্রকৃতয়ঃ" ॥ (ছ) ॥

[ দেবাঃ ] [ দেবতারা ইতরেতরজন্মানঃ [ পরস্পর থেকে পরস্পরের জন্মবান্ ] ভবন্তি [ হয়ে থাকেন ]। ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ [ সুতরাং দেবতারা পরস্পর পরস্পরের উপাদান কারণ ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—দেবতারা পরস্পর থেকে পরস্পরের জন্মগ্রহণ করে থাকেন। সুতরাং দেবতারা পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি [ উপাদান কারণ ] ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বে আশঙ্কা হয়েছিল মন্ত্রে অশ্বাদির স্তুতি আছে। অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের উপকরণ ইহা দেখা যায়। দেবতাদেরও অশ্বাদি উপকরণ হবে। সুতরাং সেই অশ্বাদি মনুষ্যের অশ্বাদির মত অনিত্য হওয়ায়, তাদের স্তুতি ব্যর্থ। অতএব বুদ্ধিমান্ শিষ্য বা অন্য কেহ ঐ অশ্বাদিকে যেন দেবতা মনে না করেন। সেই আশঙ্কার উত্তরে বলছেন, না। দেবতাদের মহৎ ঐশ্বর্য আছে, সুতরাং দেবতারা মনুষ্যের বিপরীত ধর্মবান্। মনুষ্যের ঐশ্বর্য নাই। মনুষ্যের মধ্যে পিতা পুত্রকে উৎপাদন করে, পুত্র কখনও

পিতাকে উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু দেবতাদের মধ্যে অগ্নি থেকে সূর্য উৎপন্ন হন। "এষ প্রাতঃ প্রসূবতি" [এই শ্রুতি দুর্গাচার্য উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তার আকরের উল্লেখ করেন নাই।] ইহার অর্থ "এই অগ্নি প্রাতঃকালে সূর্যকে প্রসব করেন"। সুতরাং সূর্যের প্রকৃতি অগ্নি। আবার সায়ংকালে 'সূর্য' থেকে অগ্নি উৎপন্ন হন। সুতরাং সূর্য অগ্নির প্রকৃতি। অদিতি থেকে দক্ষ উৎপন্ন হন, আবার দক্ষ থেকে অদিতি উৎপন্ন হন। দেবতাদের এইরূপ ঐশ্বর্য আছে, যাতে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি হয়ে থাকেন। অধ্যাত্মক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের দেহমধ্যেও উদরস্থ অগ্নি থেকে ইন্দ্ররূপ নাদ উৎপন্ন হয়। আবার বলরূপ ইন্দ্র মথিত হয়ে তা থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়। দেবতাদের এইরূপ অচিন্ত্য শক্তি আছে। যেহেতু দেবতাদের মহান্ ঐশ্বর্য অনন্ত। সুতরাং মনুষ্যদের অশ্বাদি যেমন উৎপত্তিশীল দেবতাদেরও অশ্বাদি সেইরূপ হবে—এইরূপ নিশ্চয় করা কখনই সম্ভব নয়। অতএব দেবতারূপ অশ্ব প্রভৃতির উপর পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্থিত হতে পারে না ॥ (ছ) ॥

দেবতারা এইরূপ ঐশ্বর্যবান্ হয়েও কি কারণে জন্মগ্রহণ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—"কর্মজন্মানঃ" ॥ (জ) ॥

কর্মজন্মানঃ [ লোকের ( মানুষের ) কর্মফল সিদ্ধির জন্য দেবতাদের জন্ম হয়ে থাকে ] ॥ (জ) ॥

অনুবাদ ঃ—লোকের কর্মফল সিদ্ধির জন্য দেবতাদের জন্ম হয় ॥

[ আর এক অর্থ ঃ—কর্ম থেকে অর্থাৎ কর্ম নিমিত্ত দেবতাদের জন্ম হয়ে থাকে ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—"কর্মণে জন্ম যেষাং"-তে কর্ম জন্মানঃ। এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করে "কর্মজন্মানঃ" পদ সিদ্ধ হয়েছে। ইহা দুর্গাচার্যের মত। তাঁর মতে কর্মের জন্য অর্থাৎ মানুষের কর্মফল প্রদান করবার জন্যই দেবতাদের জন্ম হয়ে থাকে। এখানে 'কর্ম' মানে কর্মফল। দেবতাদের বিগ্রহ [ শরীর ] ব্যতীত মানুষের কর্মফল সিদ্ধ হতে পারত না। মানুষের কর্মফল সিদ্ধির জন্য দেবতারা বিগ্রহ ধারণের উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করেন। আবার দেবতাদের ঐশ্বর্য থাকলেও ঈশিতব্য [ যাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় ]

ব্যতীত তাঁদের ঐশ্বর্য প্রখ্যাত হয় না। অতএব ঐশ্বর্য প্রখ্যাপনের জন্য দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন।

স্কন্দ স্বামীর মতে—"কর্মণঃ জন্ম যেষাং" অর্থাৎ কর্ম থেকে জন্ম হয় যাঁদের তাঁরা "কর্মজন্মানঃ" এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাস করে "কর্ম জন্মানঃ পদ সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হল—দেবতাদের ঐশ্বর্য থাকলেও তাঁরা কর্ম-নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল মানুষ উৎকৃষ্ট কর্ম, উপাসনা, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম করে থাকেন তাঁরা মৃত্যুর পর দেবতা হন। "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" [বৃঃ উঃ] অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা দেবলোক বা দেবত্বপ্রাপ্তি হয়। এখানে 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ ধ্যান-ধারণাদি উপাসনা। এইরূপ উৎকৃষ্ট পুণ্যফলে দেবতাদের জন্ম হয় ।। (জ) ।।

মানুষের কর্মফল সিদ্ধির নিমিত্ত যদি দেবতাদের জন্ম হয়, তাহলেও তো মানুষের মত তাঁদের জন্ম আছে, তাহলে আর মানুষ থেকে দেবতাদের প্রভেদ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলছেন—"আত্মজন্মানঃ" ।। (ঝ)।।

আত্মজন্মানঃ [ সন্মাত্রভাব নামক আত্মা থেকে দেবতাদের জন্ম হয় ] ।। (ঝ) ।।

অনুবাদ ঃ—এক ভাবভূত সন্মাত্র আত্মা থেকে দেবতাদের জন্ম হয় ।। (ঝ) ।।

মন্তব্য ঃ—যদিও মানুষের কর্মফল সিদ্ধির জন্য দেবতাদের জন্ম হয়, তথাপি দেবতারা এক সন্মাত্রস্বরূপ আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ করেন। "আত্মনঃ জন্ম যেষাম্" অর্থাৎ আত্মা থেকে জন্ম যাঁদের এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাস করে এখানে "আত্মজন্মানঃ" পদ সিদ্ধ হয়েছে। এখানে 'আত্মন্' শব্দের অর্থ হচ্ছে, যিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, স্থিতির কারণ ও লয়ের কারণ এইরূপ ভাবভূত [ অসৎ বা অ-ভাব নয় ] সদ্ বস্তু। অর্থাৎ এক কথায় পরমাত্মা। দুর্গাচার্য এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও পূর্ব পূর্ব সূত্রের ব্যাখ্যায় 'আত্মা' বলতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এইরূপ অর্থ করা হয়েছে; আর এখানে আত্মা বলতে হিরণ্যগর্ভেরও কারণীভূত পরমাত্মা অর্থ করা হচ্ছে, তথাপি বিরোধ হবে না। যেহেতু পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভরূপ আবির্ভূত হয়ে সমস্ত জগদ্রূপে পরিণত হন, সেইহেতু হিরণ্যগর্ভকে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন ধরে

পূর্বে হিরণ্যগর্ভকে জগৎ পরিণামের কারণ বলা হয়েছে। আর এখানে সেই হিরণ্যগর্ভাদি সকলের কারণ সেই এক পরমাত্মাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব পূর্বাপরবিরোধ নাই। এখন আবার এক প্রশ্ন হতে পারে যে—দেবতারা সেই পরমাত্মা থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই জগতে দেবতা কেন, সমস্ত জীব, মানুষ, পশু, পক্ষী কীটপতঙ্গ—সব জীবই তো সেই এক পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়। তাহলে আর অন্যান্য জীবের অপেক্ষা দেবতাদের বৈশিষ্ট্য কি থাকল? এই প্রশ্নের উত্তরে স্কন্দ স্বামী বলেছেন—"আত্মজন্মানঃ" শব্দটি "আত্মন ইচ্ছয়া জন্ম যেষাম্" অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় জন্ম যাঁদের এইরূপ অর্থে বহুব্রীহি সমাস করে মধ্যপদের [ইচ্ছয়া] লোপ করে সিদ্ধ হয়েছে। তাতে অর্থ হল যে দেবতারা নিজের ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের এমন বিশিষ্ট কর্ম [পুণ্য কর্ম] যে তাঁরা যখন যেরূপ দেহ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট শরীরের ইচ্ছা করেন তখন সেইরূপভাবে যোনিতে বা অযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। মনুষ্যাদির সে ক্ষমতা নাই। তারা কর্মানুসারে কর্মের বশীভূত হয়েই জন্মগ্রহণ করে। দুর্গাচার্যের মতে—সকল জীব যদিও পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়, তথাপি দেবতারা যোগবলে সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা [দেবতারা] সঙ্কল্পানুসারী কর্মের অনুরূপ যথাকালে দেহ উৎপাদন করেন। সুতরাং দেবতাদের এইরূপ বিশিষ্ট জন্ম। অন্য জীবের তাহা নাই। অতএব অন্য জীবের সহিত দেবতাদের তুল্যতার প্রশ্ন উঠে না ॥ (ঋ) ॥

আত্মা এব [আত্মাই] এবাং [এই দেবতাদের] রথঃ ভবতি [রথ হয়] আত্মা অশ্বঃ [আত্মাই অশ্ব হয়] আত্মা আয়ুধম্ [আত্মাই আয়ুধ (অস্ত্র) হয়] আত্মা ইষবঃ [আত্মাই বাণ (ধনুর্বাণ) হয়], আত্মা [আত্মা] দেবস্য দেবস্য [সব দেবতার] সর্বম্ [সব বস্তু হয়] ॥ (ঞ) ॥

অনুবাদ ঃ—আত্মাই এই দেবতাদের রথ হয়, আত্মাই অশ্ব হয়, আত্মাই আয়ুধ হয়, আত্মাই বাণ হয়, আত্মাই সকল দেবতার সকল বস্তু হয় ॥ (ঞ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বপক্ষী যে আশঙ্কা করেছিল—অশ্ব প্রভৃতি নীচের স্তরের

প্রাণী, অক্ষ, রথ প্রভৃতি দ্রব্য এইগুলি অদেবতা। সুতরাং ইহাদের স্তুতি অনুপপন্ন। তার উত্তরে এই সূত্রে বলা হল, যে এই অশ্ব অক্ষ, রথ, উদূখল মুষল ইহারা দেবতা। যেহেতু দেবতাই ঐশ্বর্য বলে নিজেকে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত করে অশ্ব, রথাদি রূপে মানুষের সাধ্য পদার্থ সাধন করেন। অতএব অশ্বাদির স্তুতির দ্বারা সেই দেবতাই স্তুত হন। স্তুত হয়ে স্তুতিকারীর অভিমত ফলপ্রদান করেন। এক পরমাত্মা দেবতাই অশ্ব, রথ, অক্ষাদিরূপে দেবতাদের সকল বস্তু হন। ইন্দ্রাদি দেবতা হন! সুতরাং দেবতার মহান্ ঐশ্বর্য এমন যে তাতে অচিন্ত্য অসাধ্যপ্রায় সাধ্য সিদ্ধ হয়। অতএব "যাহা কামনা করে যে ঋষি যে দেবতাতে আর্থপত্য ইচ্ছাপূর্বক স্তুতি প্রয়োগ করে, সেই দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা" এই মন্ত্র দেবতার লক্ষণ অশ্বাদিতে সঙ্গত হওয়ায় উক্ত লক্ষণের কোন দোষ নাই ॥ (এ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে পঞ্চমখণ্ডের অনুবাদ। প্রথমপাদ সমাপ্ত ॥

### ৭।১।৫ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ

তস্মাৎ 'সঃ' শিষ্যঃ মেধাবী 'ন মন্যেত' ন জানীয়াৎ, সম্যগবিরুদ্ধমেতল্লক্ষ্যেণ লক্ষণমুচ্যতে ইতি। অপি চ সুতরাং ন মন্যেত—"আগন্তুনিবার্থান্ দেবতানাম্" মন্যমানঃ লোকে তাবদেতে মনুষ্যাণামনিত্যানামশ্বাদয়োঽর্থাঃ, আগন্তবঃ অপায়িনশ্চানিত্যাঃ। তদ্ যদি দেবতানামপ্যেবমেব, ততস্তাসাং তেষাং চানিত্যত্বাৎ স্তুতিরনর্থিকা। অপি চ 'প্রত্যক্ষদৃশ্যমেতদ্ ভবতি, প্রত্যক্ষম্ এবৈতৎ দৃশ্যতে। যথা উপকরণমশ্বাদয়ঃ, উপকর্তব্যা মনুষ্যাঃ দেবানামপি চেন্দ্রাগ্নিসূর্যপ্রভৃতীনামুপকরণং হরি-রোহিত হরিৎপ্রভৃতয়োঽশ্বাঃ। তস্মাদুভয়েষামুপকরণোপকর্তব্যতাসামান্যাৎ মনুষ্যাশ্বব-দনিত্যত্বমিতি যুক্তম্। যৎ স শিষ্যো ন মন্যতে নৈতৎ সম্যগ্ বিধীয়ত ইতি। তস্মাৎ প্রতিসমাধাতব্যমিত্যুপোদ্ধৃত্য উত্তরমুচ্যতে "মহাভাগ্যাদ্দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে।" যস্মাৎ তস্মাৎ সর্বমেতৎসম্যগিতি। ভজ্যত ইতি ভাগঃ সেব্যত ইত্যর্থঃ। তৎপুনরৈশ্বর্যং মহৎ। অণিমা মহিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ যত্র কামাবসায়িতা।

ইত্যেবমনেন মহদৈশ্বর্যেণ ভজ্যতে। মহদেতদৈশ্বর্যং ভজ্যত ইতি বা মহাভাগা দেবতাঃ, তদ্ভাবো মহাভাগ্যম্। তস্মান্মহাভাগ্যাদ্ধেতোরেকোঽপি সন্ দেবতাত্মা বহুধা স্তূয়তে প্রকৃতিভেদেন বা অপ্রকৃতিভেদেন বা বর্ধমানঃ। নিগমোঽপি হি ভবত্যৈশ্বর্যপ্রখ্যাপকঃ—"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্। ত্রির্যদ্দিবঃ পরিমুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা॥" [ঋ. সং ৩।৩।২০ যথা যথা চ লক্ষ্যং তথা তথা লক্ষণং প্রবর্তয়িতুমর্হতি, ইষ্টানুবিধানাচ্ছন্দসঃ। ছন্দাসি হি লক্ষ্যো যাবদভিধানং দেবতানানাত্ববিধিব্যবস্থা। সংবাদসূক্তানি চ কয়াশুভাদীনি ইন্দ্রমরুদাদি-সংবাদব্যপদেশহেতুনা গময়ন্তি তদশক্যমপাসিতুম্। তথা ত্রিস্থানানাং দেবানাং যান্যসঙ্করবর্তীনি হবির্বহনরসানুপ্রদানরসাদানলক্ষণান্যগ্নীন্দ্রসূর্যাণাং কর্মাণি লিঙ্গান্যর্থদর্শনহেতুপবৃংহিতানি ত্রিত্বং গময়ন্তি, তদপি চাশক্যমপাসিতুম্। তথাচৈকাত্ম্যম্ ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমিত্যাদয়ো গময়ন্তি নিগমাঃ—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥" ইতি [ঋ. সং ২।৩।২২] তদপ্যশক্যমপাসিতুম্। ত্রিষ্বপি চৈতেষু পক্ষেষু ঐশ্বর্যমপরিহীণং দেবতায়াঃ, তত্রৈবং সত্যৈকাত্ম্যং তাবদাশ্রিত্য প্রতিসমাধানম্—"একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।" মহাভাগ্যাদেকস্য দেবতাত্মনঃ প্রকৃতিভেদেন চাপ্রকৃতি-ভেদেন চেতি। চেতনাচেতনবিকরণধর্মিত্বাদাত্মানং বিকুর্বতোঽস্য অন্যে দেবা প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। অগ্নীন্দ্রসূর্যাণাং পরস্পরাপেক্ষমন্যত্বম্, অনন্যত্বং ত্বেকেন দেবতাত্মনা মহতা সহ। যথা ঘটাদীনাং মৃদা। ন হ্যঙ্গিনমঙ্গান্যতিরিচ্যন্তে ভেদেনাগ্রহণাৎ। ন চাঙ্গান্যনপেক্ষ্য প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। ন হ্যধিষ্ঠানমনপেক্ষ্য প্রত্যধিষ্ঠানং নাম ভবতি। তস্মাদগ্নীন্দ্রসূর্যাত্মকস্য দেবতাত্মনোঽঙ্গানি জাতবেদোবায়ুভগপ্রভৃতীনি, শকুন্যশ্বপ্রভৃতয়শ্চ প্রত্যঙ্গানি। স এষ মহানাত্মা অগ্নীন্দ্রসূর্যাদ্যঙ্গপ্রত্যঙ্গভাবেন ব্যূহমনুভবন্ একোঽপি সন্ বহুধা স্তূয়তে।

'অপি চ' এবং কৃত্বা 'সত্ত্বানাম্' অশ্বাদীনাং 'প্রকৃতিভূমভিঃ ঋষয়ঃ স্তুবন্তীত্যাহুঃ।' প্রক্রিয়ন্তে অস্যাং সর্বে বিকারা ইতি প্রকৃতিঃ। স সত্তালক্ষণো

মহানাত্মা হিরণ্যগর্ভ' ইতি। বক্ষ্যতি হি—"স এষ মহানাত্মা সত্ত্বালক্ষণঃ, তৎপরম্, তদ্ ব্রহ্ম—স ভূতাত্মা, সৈষা ভূতপ্রকৃতিঃ" ইতি। তস্যা ভূমা বহুত্বম্' অনেকধা বিপরিণামঃ স্থাবরজঙ্গমভাবেন। প্রকৃতেভূমানি বহুত্বানি যানি সত্ত্বানাং তৈরনন্যবিষয়ত্বং পশ্যন্তঃ কার্যকারণয়োরনন্যত্বাৎ কারণমাহিমভিঃ তান্যশ্বাদীন্যভিষ্টুবন্ত্যৃষয় ইত্যাহুরাত্মবিদঃ। তদ্ যথা,—"দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং পৃথিবী শরীরমাত্মাস্তরিক্ষম্" ইত্যেবমাদীনি। আত্মৈব সর্বং স্থাবরজঙ্গমমিত্যবেত্য অশ্বমেধে 'মূলেভ্যঃ স্বাহা', 'শাখাভ্যঃ স্বাহা' ইত্যেবমাদিভিস্তেন তেন বৈশেষিকেণ স্থাবরজঙ্গমাত্মনা প্রকৃতেরভিন্নেনাবস্থানেনাবস্থিতো মহানেবাত্মেজ্যতে, ন হ্যদেবতা যাগমর্হতি। যাবচ্চান্যদপি কিঞ্চিদেবং প্রকারমদেবতাভিমতমিজ্যতে। গৃহ্যে চ বলিপ্রভৃতিকর্মাদৌ সর্বত্র স এবেত্যুপেক্ষিতম্।

"প্রকৃতিসার্বনাম্যাচ্চ" এতদুপপন্নম্। নৈতা অদেবতা দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে, কিন্তু মহানেবায়মাত্মা বিশ্বরূপঃ স্তূয়তে ইতি—প্রকৃতিসার্বনাম্যাদিতি। নতিমাত্রং নাম নামনং, ন সংজ্ঞা, সর্বত্বেন নাম সর্বনাম, তস্য ভাবঃ সার্বনাম্যম্, প্রকৃতেঃ সার্বনাম্যং প্রকৃতিসার্বনাম্যম্ তস্মাৎ, প্রকৃতিসার্বনাম্যাৎ হেতোঃ। কস্মান্মহাভাগ্যযুক্তা দেবতা প্রকৃতিঃ, যস্মাচ্চ সর্বত্বেন নতা, তস্মাদ্ধেতোর্নৈতা অদেবতা দেবতাবৎ স্তূয়ন্তে।

অপি চৈতদভিহিতম্—'আগন্তূনিবার্থান্ মন্যমানো হরিরোহিদ্ হরিতাদীন্ ইন্দ্রাদীনাং মনুষ্যাশ্ববদনিত্যত্বমবেত্য ন সম্যগভিধীয়তে, ইতি। স ন মন্যেত' ইতি। অত্র ব্রূমঃ—মনুষ্যধর্মবিপরীতো হি দেবতাধর্মঃ, অনৈশ্বর্যান্মনুষ্যাণামৈশ্বর্যাচ্চ দেবতানাম্। তৎ কথম্? ইত্যত ভেদমাশ্রিত্য প্রতিসমাধীয়তে—'ইতরেতরজন্মানো ভবন্তি, ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ' দেবা ঐশ্বর্যাৎ। ন মনুষ্যাণামিয়ং শক্তিরস্তি, অনৈশ্বর্যাৎ। মনুষ্যাণাং হি পিতা পুত্রং জনয়তি, ইতি পিতা প্রকৃতিঃ। ন পুনরিচ্ছন্নপি পুত্রঃ পিতরং জনয়তি। দেবানাং ত্বগ্নেঃ সূর্যোঽজায়ত—'এষ প্রাতঃ প্রসূবতি' ইতি হ বিজ্ঞায়তে। তস্মাৎ সূর্যস্যাগ্নিঃ প্রকৃতিঃ। সূর্যাচ্চাগ্নিঃ সায়ং জায়তে, তস্মাদগ্নেঃ সূর্যঃ প্রকৃতিঃ। অদিতের্দক্ষো দক্ষাচ্চাদিতিরিতি।

অথাখ্যায়েঽপি—কোষ্ঠাদপ্যেনাদ ইন্দ্রঃ, হন্যাদিস্ত্রাম্মথমান অশ্বিনিত্যেবমাদি স এষ সর্বযাগাচিন্ত্যো দেবতাধর্মঃ। তাসামানন্ত্যাম্মহাভাগ্যাস্য। অত্রৈবং সত্যশকামধ্যবসাত্মম্—যথা মনুষ্যাণামাগন্তুবোঽ শ্বাদয়স্তথৈব দেবতানামপি ইতি। তস্মাদ্ ন দোষানুপপত্তিরনাগন্তুকত্বম্যেবাশ্বাদীনামিতি।

অথ কিমর্থমীশ্বরাঃ সন্তো দেবতা জায়ন্তে? ইত্যাহ 'কর্মজন্মানঃ' কর্মফলসিদ্ধয়ে লোকস্য অগ্নিবায়ুসূর্যা জায়ন্তে, ন হ্যেতেভ্য ঋতে লোকস্য কর্মফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ। বিদ্যমানমপ্যৈশ্বর্যম্ ঐশ্বর্যবতি ন প্রখ্যাতিমিয়াৎ ঈশিতব্যমর্থমপ্রতীত্য। তস্মাদৈশ্বর্যপ্রখ্যাপনায় জায়ন্তে।

কর্মফলসিদ্ধ্যৈ লোকমনুজিঘৃক্ষন্তঃ কুতঃ পুনর্জায়ন্তে? 'আত্মজন্মানঃ' যোঽসাবেক আত্মা বহুধা স্তূয়ত ইত্যুপাত্তসর্বমূর্তিঃ স্থিতো, উপরতসর্বমূর্তিঃ প্রলয়ে, ভাবাখ্যঃ সন্মাত্রঃ সর্গকালে, যোঽত্মানং বিভজ্য জগদ্ভাবং বিভর্তি, তস্মাজ্জায়ন্ত ইত্যাত্মজন্মানঃ। ক এব তস্মান্ন জায়তে? ইতি চেৎ, সত্যম্। সর্বং তস্মাদ্ জায়তে, ন পুনঃ কামকারেণ। দেবাস্তু তমাত্মানং পশ্যন্তো যোগেন, ততঃ কামকারতো জায়ন্তে। কিমেষাং জন্ম? যদেষামিচ্ছতাং সংকল্পানুবিধায়িকর্মানুরূপং যথাকালমাত্মনঃ কার্যকারণমুপপদ্যতে, তদেতেষাং জন্ম। তদনীশ্বরাণাং নাস্তি।

যতশ্চেশ্বরাস্তে তস্মাদাত্মনস্তৎসংকল্পানুবিধায়িত্বাৎ—"আত্মৈবৈষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বঃ, আত্মা আয়ুধম্, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সর্বং দেবস্য দেবস্য।" তত্র যদুক্তম্—"অশ্বাদীনি সত্ত্বানি, অক্ষরথপ্রভৃতীনি চ দ্রব্যাণি অদেবতাঃ"ইতি। এতদযুক্তম্। দেবতা এবেমাঃ, রথাদিরূপেণ হি দেবতৈরাত্মানং বিকৃত্য প্রকৃতিভেদেন রথাদিসাধ্যমর্থং সাধয়তি। সা তদ্রূপা সতী রথাদিস্তুত্যা স্তূয়তে। সা চ স্তুতিসমবেতমর্থমাশাসিতং স্তোতুস্তেনৈব রূপেণ সাধয়িতুমলমিতি॥

তস্মাৎ "মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি"। তাসামেব তিসৃণামগ্ন্যাদীনাং মহাভাগ্যাদৈশ্বর্যযোগাদাত্মানমনেকধা বিকুর্বতীনামেকৈকস্যাঃ প্রতিবিকারং নামধেয়প্রতিলম্ভাৎ তেনৈব রূপেণ ধারয়ন্ত্যাত্মানমিতি "যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে" ইত্যস্য

মন্ত্রস্যাব্যাঘাতঃ। তস্মাৎ সম্যগেবোক্তম্ ইতি। অথবা স্তুতিসংক্রমন্যায়েন চতুর্দশেঽধ্যায়ে [ নিরুক্তানুসারেণ নবমে ] "যজ্ঞসংযোগাদ্রাজা স্তুতিং লভেত।" ইত্যত্র পুনঃ প্রতিসমাধাস্যামহে ॥ ৫ ॥

ইতি নিরুক্তবৃত্তৌ দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমপাদে পঞ্চমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ। সমাপ্তশ্চ প্রথমপাদঃ।

## দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে প্রথমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ ॥ (ক) ॥ অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্যো দ্যুস্থানঃ ॥ (খ) ॥ তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ (গ) ॥ অপি বা কর্মপৃথক্ত্বাদ্ যথা হোতাধ্বর্যুর্ব্রহ্মোদগাতেত্যপ্যেকস্য সতঃ ॥ (ঘ) ॥ অপি বা পৃথগেব স্যুঃ পৃথগ্ঘি স্তুতয়ো ভবন্তি ॥ (ঙ) ॥ তথাভিধানানি ॥ (চ) ॥ যথো এতৎ কর্মপৃথক্ত্বাদিতি বহবোঽপি বিভজ্য কর্মাণি কুর্যুঃ ॥(ছ)॥ তত্র সংস্থানৈকত্বং সম্ভোগৈকত্বঞ্চোপেক্ষিতব্যম্ ॥ (জ) ॥ যথা পৃথিব্যাং মনুষ্যাঃ পশবো দেবা ইতি স্থানৈকত্বং সম্ভোগৈকত্বং চ দৃশ্যতে, যথা পৃথিব্যাঃ পর্জন্যেন চ বায়্বাদিত্যাভ্যাং চ সম্ভোগোঽগ্নিনা চেতরস্য লোকস্য ॥ (ঝ) ॥ তত্রৈতন্নররাষ্ট্রমিব ॥ (ঞ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে প্রথমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

## বিবৃতি

তিস্রঃ [ সংখ্যায় তিন ] এব [ ই ] দেবতাঃ [ দেবতারা ] ইতি [ ইহা ] নৈরুক্তাঃ [ নিরুক্তকারগণ ] মন্যন্তে [ মনে করেন ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—দেবতাদের সংখ্যা তিনই—ইহা নিরুক্তকারগণ মনে করেন ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—পূর্ব পাদের শেষ খণ্ডে অশ্ব প্রভৃতির অদেবতাত্বের আশঙ্কা হয়েছিল। তার সমাধানে, "সমস্ত দেবতা এক আত্মারই বিভূতি, এক আত্মাই নিজেকে নানাভাবে বিকারযুক্ত করেন, সমস্ত জগৎই এক আত্মা, অতএব মন্ত্রে স্তুত অশ্ব প্রভৃতি এক আত্মদেবতারই রূপভেদ" ইত্যাদি বলে এসেছেন।

আত্মবিদ্‌গণের এই মত। সমস্ত বেদের পরম তাৎপর্য এক আত্মাতেই। কিন্তু যাঁদের আত্মজ্ঞান হয় নাই বা পূর্ব জন্মের অবিদ্যা বাসনার ফলে যাঁরা আত্মা থেকে দেবতাগণকে ভিন্ন ভাবে দেখেন, যজ্ঞাদি দ্বারা যাঁরা স্বর্গাদি পরিচ্ছিন্ন ফল প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক, তাঁরা যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রের দ্বারা হবিঃ প্রদান করেন তাঁদের মধ্যে নিরুক্তকারগণ স্তুতির ভেদ ও নামের ভেদ তিনজনেরই ঐশ্বর্যবশত ভেদ স্বীকারকরত তিনজনই দেবতা ইহা স্বীকার করেন। বেদের মন্ত্রে যত স্তুতি আছে, সেই স্তুতিগুলি এবং যত নাম আছে সেগুলি অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য এই তিন দেবতারই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে। এর অতিরিক্ত কোন দেবতা নাই। এই কথা নিরুক্তকারগণ বলেন। সেই নিরুক্তকারদের মত অনুসারে এই সূত্রে যাস্ক বলেছেন—"তিনজনই দেবতা ইহা নিরুক্তকারগণের মত।" আবার যত নাম তত দেবতা, অর্থাৎ দেবতাদের যত নাম বেদে আছে, দেবতারাও সংখ্যায় তত এবং যত স্তুতি যজ্ঞাদিতে প্রযুক্ত হয় তত দেবতা—ইহা যাজ্ঞিকগণের মত ইহা এই খণ্ডের ৫।৬।৭ম সূত্রে বলা হবে। দুর্গাচার্য—এই আত্মবিদ্, নৈরুক্ত ও যাজ্ঞিক—এই তিন পক্ষের মতভেদ উল্লেখ করে ইহার বিরোধ সমাধানের জন্য বলেছেন—যিনি আত্মবিৎ তিনি এক আত্মাতে ত্রিত্ব ও বহুত্বকে গুণীভূত [ অপ্রধান ] করে, সেই একেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কল্পনা করে এক আত্মাকে দর্শন করেন। আর নিরুক্তকারগণ ত্রিত্বে [ দেবতার ত্রিত্বে ] একত্ব ও বহুত্বকে গুণীভূত করে তিনেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে দেবতাদের ত্রিত্বই দর্শন করেন। যাজ্ঞিকগণ বহুত্বে একত্ব ও ত্রিত্বকে গুণীভূত করে সেই বহুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে দেবতাদের বহুত্ব দর্শন করেন। আত্মবিদ্‌গণ অধ্যাত্মে, নৈরুক্তগণ অধিযজ্ঞে এবং যাজ্ঞিকগণ অধিদৈবে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করেন। বেদের শব্দ ও অর্থ নিত্য। এবং সেই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধও নিত্য; ইহার কখনও প্রচ্যব অর্থাৎ অন্য প্রকার ভাব হয় না। তথাপি বক্তা ও প্রতিবক্তার বুদ্ধি অনুসারে শব্দ ও অর্থের শক্তি থাকতে পারে। অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ এবং অধিদৈব বিষয়ে কিন্তু বেদের শব্দের অর্থাভিধান শক্তি নিয়ত অ-বিপরীতভাবে সিদ্ধ আছে। কিন্তু আত্মবিদ্, নৈরুক্ত ও যাজ্ঞিক—ইঁহারা নিজ নিজ অভিপ্রায়ানুসারে বেদের অবিপর্যাসিত

[ অবিপরীত ] অর্থাভিধান শক্তিকে বিপরীতের মত মনে করে পরস্পর বিপরীত মতাবলম্বী হয়ে থাকেন। মোটকথা—বেদের শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থসম্বন্ধ নিত্য একরূপ। তার কথনও অন্যথাভাব হতে পারে না। আত্মবিদ্ অভেদ পক্ষ, যাজ্ঞিকগণ ভেদ পক্ষ এবং নৈরুক্তগণ ভেদাভেদ পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের মতানুসারে বেদের অর্থ করে থাকেন। সেইরূপ অর্থ করলেও বেদের শব্দ, অর্থ ও তার সম্বন্ধের কথনও অন্যথাভাব হয় না। বক্তাদেরই বুদ্ধির মতভেদ মাত্রই হয়ে থাকে ॥ (ক) ॥

নিরুক্তকারদের মতে যে তিনজন দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁরা কে কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—"অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্যো দ্যুস্থানঃ ॥" (খ) ॥

পৃথিবীস্থানঃ [ পৃথিবীস্থানস্থিত ] অগ্নিঃ [ অগ্নি দেবতা ] অন্তরিক্ষস্থানঃ [ অন্তরিক্ষ স্থানস্থ ] বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা [ বায়ু অথবা ইন্দ্র ] দ্যুস্থানঃ [দ্যুলোক স্থান স্থিত ] সূর্যঃ [ সূর্য দেবতা ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—পৃথিবীস্থানস্থ অগ্নি, অন্তরিক্ষস্থানস্থ বায়ু অথবা ইন্দ্র, দ্যুলোক [ স্বর্গ ] স্থানস্থ সূর্য ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—এই ব্রহ্মাণ্ডে ১৪টি লোক আছে—ভূ, ভুবঃ, স্বর্গ, মহঃ জন, তপঃ ও সত্য। এইগুলি ঊর্ধ্বলোকান্তর্গত। অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, পাতাল, রসাতল, তলাতল। এইগুলি অধোলোকের অন্তর্গত। এর মধ্যে সংক্ষেপে অধোলোকের ৭টি লোক এবং পৃথিবীকে ভূলোক বা পৃথিবীলোকের অন্তর্গত ধরা হয়। চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক, গন্ধর্বলোক সিদ্ধলোক ইত্যাদি লোককে অন্তরিক্ষ লোকের মধ্যে ধরা যায়। যদিও চন্দ্রাদিলোক ১৪ লোকের মধ্যে উক্ত হয় নাই, তথাপি ঐগুলি অন্তরিক্ষ অর্থাৎ পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী বলে ধরে, অন্তরিক্ষের অন্তর্গত বলা যায়। স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই পাঁচটি লোককে এক কথায় স্বর্গলোক বা স্বর্লোক বলে ধরা হয়। এইজন্য যেমন ব্রহ্মাণ্ডকে ১৪শ লোক বিশিষ্ট বলা হয়, সেইরূপ ত্রিভুবন নামেও বলা হয়। এইহেতু চতুর্দশ ও ত্রি এর মধ্যে বিরোধ নাই। এই তিন স্থানের মধ্যে পৃথিবী [ প্রকারান্তরে নীচের ৭ ও পৃথিবী ] হচ্ছে স্থান যার এইরূপ অর্থে অগ্নিকে

পৃথিবী স্থান বলা হয়েছে। নিরুক্তকারেরা এই অগ্নি দেবতাকে যে পৃথিবী স্থান বলেন, তদ্ বিষয়ে তাঁরা "পৃথিব্যাসি" ইত্যাদি শ্রুতিকে প্রমাণ বলে উদ্ধৃত করেন। এই অগ্নি হচ্ছেন প্রথম স্থানের দেবতা। তারপর মধ্যম স্থান অর্থাৎ অন্তরিক্ষ স্থানের দেবতা হচ্ছেন বায়ু বা সূর্য। এ বিষয়েও নিরুক্তকারগণ "অন্তরিক্ষমসি" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। এই বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষ স্থানের দেবতা বলাতে এখানে সন্দেহ হয় যে এই বায়ু ও ইন্দ্র কি পর্যায় শব্দ, অর্থাৎ বায়ু ও ইন্দ্র শব্দের অর্থের অভেদ আছে। এইরূপ সন্দেহ হবার কারণ আছে। যেমন গোঃ, অশ্ব এই শব্দগুলির অর্থের ভেদ আছে। আবার 'হস্তঃ, করঃ ইত্যাদি শব্দের অর্থের ভেদ নাই। এগুলি পর্যায় শব্দ। এইরূপ সন্দেহে যদি বলা হয় যে যাজ্ঞিকদের মতানুসারে, শব্দের ভেদে অর্থের ভেদবশতঃ বায়ু ভিন্ন দেবতা আর ইন্দ্র ভিন্ন দেবতা। তাহলে নিরুক্তকারদের যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তিনজনই দেবতা—সেই প্রতিজ্ঞা ভগ্ন হয়ে যায়। তাছাড়া বায়ু ও ইন্দ্র ভিন্ন দেবতা হলে—"অন্তরিক্ষস্থানৌ" এইরূপ দ্বিবচনান্ত শব্দ বলতেন, বিশেষ্যের দ্বিত্ব নিমিত্ত। দুর্গাচার্য এইরূপ আরও অনেক প্রকারে সন্দেহের বীজ দেখিয়ে, সন্দেহের নিরসনে বলেছেন—যে বায়ু শব্দ এবং ইন্দ্র শব্দ এই দুইটি শব্দ পর্যায় শব্দ। তথাপি মধ্যমস্থান অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থানের মুখ্যতর সম্বন্ধ ইন্দ্র শব্দের সহিত এবং বায়ু, বরুণ প্রভৃতি শব্দের সহিত আছে। কেন ইন্দ্রাদির সহিত মুখ্যতর সম্বন্ধ আছে? ইহার উত্তরে দুর্গাচার্য "সা প্রথমা" ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করে সেই শ্রুতির শেষে "ইন্দ্রায় সুতমাজুহোত" এইরূপ ইন্দ্র শব্দের চতুর্থী নির্দেশ দ্বারা ইন্দ্রের সম্প্রদানত্ববশতঃ "ইন্দ্রের সঙ্গে মধ্যমস্থানের মুখ্যতর সম্বন্ধ শ্রুতির অভিপ্রেত এই কথা বলেছেন।

তারপর আবার দুর্গাচার্য শঙ্কা উঠিয়েছেন যে—'বায়ু শব্দ ও ইন্দ্র শব্দ এই দুইটি শব্দের দ্বারা মধ্যমস্থানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে আর 'অগ্নি' 'সূর্য' এইরূপ এক একটি শব্দের দ্বারা প্রথম [ পার্থিব ] ও উত্তম [ তৃতীয় ] স্থানের সম্বন্ধ বলা হয়েছে' এইরূপ কেন করা হল? ইহার উত্তরে তিনি বলেছেন—মধ্যমস্থানের কর্মাত্মা অর্থাৎ কর্মকারী আত্মা

দুইটি। বিদ্যুৎ এবং বায়ু। তার মধ্যে 'বিদ্যুৎ' কে সর্বদা দেখা যায় না। আর বায়ুকে সর্বদা ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা [ প্রত্যক্ষ ] যায়। তার মধ্যে "বায়ু মধ্যমস্থানঃ" অর্থাৎ বায়ু মধ্যমস্থান ইত্যাদি শ্রুতিতে মধ্যমস্থান বায়ুকে উদ্দেশ্য করে বায়ু শব্দটিকে অমুখ্য ধরে 'ইন্দ্রো বা' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে ইন্দ্র শব্দকে মুখ্য বলে ধরা হয়েছে। এতে মধ্যমস্থানের বায়ুরূপ কর্মাত্মার দ্বারা নিত্য সম্বন্ধ দেখান হয়েছে। নিত্য সম্বন্ধ মানে বায়ুর ব্যাপার সর্বদা চলছে। আর মুখ্য ইন্দ্র শব্দের দ্বারা অনিত্য ব্যাপার অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের কার্য হয় বলে অনিত্য সম্বন্ধ দেখান হয়েছে ইন্দ্র শব্দের দ্বারা, বিদ্যুৎ ইন্দ্রের কার্য ॥ (খ) ॥

প্রশ্ন হতে পারে যদি অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র ও সূর্য এই তিনজন মাত্রই দেবতা হন, তাহলে জাতবেদাঃ, বৈশ্বানর, বরুণ, রুদ্র, অশ্বিনী, উষা ইত্যাদি নানা নাম দেবতার শোনা যায়, তাহা কি করে সঙ্গত হবে? লোকে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের নাম ভিন্ন ভিন্ন? ইহার উত্তরে নিরুক্তকারমতে বলছেন "তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ (গ) ॥

তাসাম্ [ সেই অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিন দেবতার ] মহাভাগ্যাৎ [ মহৎ ঐশ্বর্যবশত ] একৈকস্যাঃ অপি [ এক এক জনেরও ] বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি [ বহু নাম হয় ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—সেই অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিন দেবতার মহৎ ঐশ্বর্যবশত এক এক জনেরও বহু নাম হয়ে থাকে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—বেদে কত দেবতার নাম শোনা যায়, উষা, পূষা, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিনী, বৈশ্বানর ইত্যাদি। নিরুক্তকারদের মতানুসারে, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিন দেবতা স্বীকার করলে ঐসব দেবতার স্থান কোথায় থাকবে? এইরূপ আশঙ্কায় বললেন যে অগ্নি বায়ু ও সূর্য এই তিনজনের প্রত্যেকের প্রভূত ঐশ্বর্য আছে। যাতে তাঁরা এক একজন নানা রূপধারণ করতে পারেন। সেই নানা রূপ এক একজনের কার্য। এক একজন হচ্ছেন তাঁদের প্রকৃতি বা উপাদান। সুতরাং উপাদান থেকে কার্যগুলি অভিন্ন বলে [ কার্য ও কারণের-অভেদবশত ] এক একজনের একত্ব বজায় থাকে। সেই তিন একত্বকে ধরে দেবতার ত্রিত্ব উপপন্ন হয় ॥ (গ) ॥

তিনজন দেবতার প্রত্যেকে নিজেকে নানা রূপে পরিণত করে বহু হন, এইভাবে বহুত্বের উপপাদন করে, অন্যপ্রকারে বহুত্বের উপপাদন করছেন— "অপি বা কর্মপৃথক্ত্বাৎ যথা হোতাধ্বর্যুর্ব্রহ্মোদ্গাতা ইত্যপি একস্য সতঃ" ॥ (ঘ) ॥

অপি বা [ অথবা ] কর্মপৃথক্ত্বাৎ [ কর্মের বিভিন্নভাবশত ] [ একৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি ] এক একজনেরও বহু নাম হয় ] যথা [ যেমন ] একস্য অপি সতঃ [ বস্তুত একজন হলেও ] হোতা অধ্বর্যুঃ উদ্গাতা ব্রহ্মা ইতি [ হোতা অধ্বর্যু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ইত্যাদি নাম হতে পারে ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—অথবা কর্মের বিভিন্নতাবশত এক একজনেরও বহু নাম হয়। যেমন বস্তুত একজন হলেও তাঁহার নাম হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ইত্যাদি সম্ভব হয়।

মন্তব্য ঃ—অগ্নি, বায়ু, সূর্য—এই তিন দেবতাই নিজ নিজ দেহকে বিকৃত অর্থাৎ পরিণামযুক্ত করে নানা দেবতা হন—ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। এখন যাস্কাচার্য—আর একটি বিকল্প বলছেন—"অপি বা" ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিন দেবতা নিজেদের বিকৃত না করে—অবিকৃত থেকেই কর্মের পৃথক্ত্ববশত বহুদেবতা নামে অভিহিত হন। এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত যেমন—একজন ব্যক্তিই যখন পাক করে তখন পাচক বলে কথিত হয়। যখন ছেদন করে তখন লাবক বলে কথিত হয়। যখন পাঠ করে তখন পাঠক বলে অভিহিত হয়। অথচ এক ব্যক্তিই বিকার প্রাপ্ত না হয়ে, পাক, ছেদন, পাঠ প্রভৃতি কর্মের ভেদ নিবন্ধন নানা নামে কথিত হয়। বৈদিক দৃষ্টান্ত এই বিষয়ে বলেছেন। 'কুণ্ডপায়িনাময়ন' নামক একটি সংবৎসরসাধ্য সত্র যাগ বেদে উক্ত আছে। তাতে গৃহপতি এবং ছয়জন ঋত্বিক দীক্ষিত হয়ে প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা প্রভৃতি ষোলজন ঋত্বিকের কাজ করে থাকেন। যখন সেই সাতজনের মধ্যে একজন ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞে দেবতার নিমন্ত্রণ করেন তখন তাঁকে হোতা বলা হয়। আবার যখন তিনিই যজ্ঞে দেবতার স্তুতি-রূপে সামগান করেন, তখন তাঁকে উদ্গাতা বলা হয়। আবার যখন তিনি যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি প্রভৃতি কর্ম করেন, তখন তাঁকে অধ্বর্যু বলা

হয়। আবার যখন তিনিই তিনবেদীয় কর্মকারীদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করেন তখন তাঁকে ব্রহ্মা বলা হয়। এইভাবে একই ব্যক্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন কর্মনিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন, সেইরূপ উক্ত তিন দেবতাই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করার জন্য নানা দেবতার নামে অভিহিত হন। তিন দেবতার অতিরিক্ত দেবতা নাই ইহাই নিরুক্তকারগণের মত ॥ (ঘ) ॥

এখন যাজ্ঞিকগণের মত বলছেন—"অপি বা পৃথগেব স্যুঃ। পৃথগ্ঘি স্তুতয়ো ভবন্তি ॥" (ঙ) ॥

অপি বা [ অথবা ] পৃথক্ এব স্যুঃ [ দেবতারা ভিন্ন ভিন্নই হয়ে থাকেন ] হি [ যেহেতু ] স্তুতয়ঃ পৃথক্ ভবন্তি [ স্তুতি সকল পৃথক্ পৃথক্ আছে ]॥ (ঙ ॥

অনুবাদ :—অথবা দেবতারা ভিন্ন ভিন্নই, যেহেতু দেবতাদের স্তুতি সকল পৃথক্ পৃথক্ আছে।

মন্তব্য :—যাজ্ঞিকদের মত হচ্ছে যে দেবতা বহু। কারণ দেবতাদের স্তুতি বহু। যত স্তুতি, তত দেবতা। স্তুতির ভেদ অনুসারে স্তুত্য দেবতারও ভেদ সিদ্ধ হয়। যজ্ঞে অগ্নি, জাতবেদা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তুতিরূপে ভিন্ন ভিন্ন নানা স্তুতি দেখা যায়। অতএব সেই সকল স্তুতির ভেদ অনুসারে স্তুত্য দেবতাদেরও ভেদ প্রমাণিত হয়। ইহাই যাজ্ঞিকদের মত ॥ (ঙ) ॥

দেবতার নানাত্ব বিষয়ে আর একটি হেতুর উল্লেখ করছেন—"তথাভিধানানি" ॥ (চ) ॥

তথা [ এবং ] [ দেবতা নানা ] [ দেবতারা বহু ] [ হি ] [ যেহেতু ] অভিধানানি [ ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—এবং দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে বলে দেবতারা বহু ॥ (চ) ॥

মন্তব্য :—লোকে দেখা যায় যে প্রত্যেক নামের অর্থাৎ শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। ঘট শব্দের অর্থ কলস ভিন্ন। পট শব্দের অর্থ বস্ত্র ভিন্ন। বেদে অগ্নি, জাতবেদা, বৈশ্বানর ইত্যাদি রূপে দেবতাদের নানা নাম শোনা

যায়। সুতরাং নানা নাম আছে বলে সেই নানা নামের অর্থও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় দেবতারা নানা [ বহু ]। প্রশ্ন হতে পারে—যে দেবতাদের স্তুতি বহু থাকায় সেই স্তুতিতেই তো নামের ভেদ আছে। সুতরাং স্তুতি থেকে নামের বহুত্বটি ভিন্ন না হওয়ায় নামের বহুত্বটি দেবতাদের বহুত্বে পৃথক্ হেতু হতে পারে না। তার উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন—মন্ত্রেই স্তুতি থাকে। সেই স্তুতিতে স্তুত্যের নামও থাকতে পারে। কিন্তু বিধিবাক্যে [ ব্রাহ্মণ বাক্যে ] ও নাম দেখা যায়। বিধিবাক্যে স্তুতি থাকে না। অথচ বিধিবাক্যে নামের নিয়ম থাকায় বুঝা যায় যে নামের বহুত্বটি পৃথক্ হেতু হতে পারে। বিধিবাক্যে নামের নিয়ম যথা—"আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপেৎ" [ ] অর্থাৎ আটটি কপালে অগ্নি দেবতাক সংস্কারযুক্ত পুরোডাশ নির্বাপ [ প্রদান ] করবে। এখানে অগ্নি নামে নির্বপণের কথা আছে। নিয়ম হচ্ছে এই, বিধিবাক্যে যেই নামে বিধি থাকবে, সেই নামেই নির্বাপ কর্ম থেকে আরম্ভ করে কর্মের সমাপ্তি হবে। অতএব নাম ও স্তুতি এক নয়। সুতরাং সিদ্ধ হল এই যে নামের নানাত্ববশত দেবতার নানাত্ব এবং স্তুতির নানাত্ববশত দেবতার নানাত্ব ॥ (চ) ॥

যাজ্ঞিকগণের পক্ষ থেকে দেবতার ত্রিত্ব এবং দেবতার একত্ব [ নৈরুক্ত মত ও আত্মবিদের মত ] খণ্ডনের জন্য বলছেন—"যথো এতৎ কর্মপৃথক্ত্বাদিতি বহবোঽপি বিভজ্য কর্মাণি কুর্যুঃ"। (ছ) ॥

যথো এতৎ [ আর যে বলা হয়েছে ] কর্মপৃথক্ত্বাৎ ইতি [ কর্মের পৃথক্ত্ব হেতু এক একজন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম হতে পারে তাহা ] [ দেবতৈকত্বে স হেতুর্ব্যভিচারী [ দেবতার একত্বের প্রতি সেই কর্মপৃথকত্ব হেতুটি ব্যভিচারী ] [ যতঃ ] [ যেহেতু ] বহবঃ অপি [ অনেক দেবতাও ] কর্মাণি [ বহুকর্ম ] বিভজ্য [ বিভাগ করে ] কুর্যুঃ [ করতে পারেন ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ :—[ নৈরুক্তেরা ] যে বলেছিলেন—কর্মের পৃথক্ত্ব হেতু এক একজনের নানা নাম হতে পারে কিন্তু সেই কর্মপৃথক্ত্ব হেতুটি ব্যভিচারী যেহেতু বহু দেবতাও কর্মগুলিকে বিভাগ করে সম্পাদন করতে পারেন। (ছ) ॥

মন্তব্য :—পূর্বে নিরুক্তকারেরা বলেছিলেন দেবতা তিনজন মাত্র। তাতে

বেদে কথিত বহু দেবতার নাম কি করে উপপন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে নিরুক্তকাররা বলেছিলেন—কর্মের পৃথক্ত্ব হেতুক লোকে যেমন এক ব্যক্তিরই পাচক, পাঠক, ছেদক ইত্যাদি নাম হতে পারে, সেইরূপ একজন দেবতা অনেক কর্ম করলে সেই কর্ম অনুসারে সেইরূপ একজন দেবতার অনেক নাম সম্ভব হয়। অতএব অগ্নি বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য এই তিন দেবতাই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করে নানা নামধারী হন। এই যুক্তি আত্মবিদ্‌গণের পক্ষেও খাটে তাঁরাও বলতে পারেন—এক মহান্ আত্মা [ হিরণ্য গর্ভ ] রূপ দেবতা, বিভিন্ন কর্ম করে বিভিন্ন নামধারী হতে পারেন। এখানে এইরূপ নিরুক্তকার বা আত্ম-বিদ্‌পক্ষে এইরূপ অনুমান হয় নানা নামবান্, এক, যেহেতু পৃথক্ পৃথক্ কর্মকারিত্ব [ একজনে ] থাকে ] নানানামবন্তঃ একঃ নানাকর্মকারিত্বাৎ ]।

এই যুক্তি বা অনুমানের খণ্ডন অভিপ্রায়ে যাজ্ঞিকগণ বলছেন— "বহবোঽপি……কুর্যুঃ" অর্থাৎ তাঁরা দেখাচ্ছেন যে ঐ কর্মপৃথকত্ব বা নানা কর্মকারিত্ব হেতুটি ব্যভিচারী। যেহেতু লোকে দেখা যায়, যেমন কোন উৎসবে—রন্ধন কর্ম, খাদ্যদ্রব্যের একত্র সঞ্জীকরণ, নিমন্ত্রিতদের আসনপাতা পাতা দেওয়া জল দেওয়া কর্ম, ও পরিবেশন কর্ম ও ভোক্তাদের মুখপ্রক্ষলা-নার্থ জলদান কর্ম, ধরে নেওয়া যাক্ এই পাঁচটি কর্ম। এই পাঁচটি কর্ম পঞ্চাশজন লোক ভাগ করে অর্থাৎ পাঁচ পাঁচজন এক একটি কর্ম ভাগ করে করতে লাগল। সেখানে নানা নামধারীতে কিন্তু একত্ব [ সাধ্য ] নাই, অথচ পৃথক্ পৃথক্ কর্মকারিত্ব আছে। সুতরাং হেতুটি ব্যভিচারী হল। অতএব উক্ত হেতুর দ্বারা প্রকৃত স্থলে দেবতার একত্ব সাধন করা যাবে না। সুতরাং দেবতারা নামভেদে ও কর্মভেদে নানা; ইহাই যাজ্ঞিকগণের বক্তব্য ॥ (ছ) ॥

যাজ্ঞিকদের মতাবলম্বনে গৌণ একত্বের কথা বলছেন—"তত্র সংস্থানৈকত্বং সম্ভোগৈকত্বঞ্চোপেক্ষিতব্যম্" ॥ (জ) ॥

তত্র [ দেবতাদের পৃথক্ত্ব ( নানাত্ব ) থাকলেও ] সংস্থানৈকত্বং [ স্থানের সহিত একত্ব অর্থাৎ একস্থানস্থিততা ] সম্ভোগৈকত্বং [ সমানকার্যতা ] চ [ এবং ] উপেক্ষিতব্যম্ [ যুক্তিপূর্বক বুঝে নিতে হবে ] ॥ (জ ॥

অনুবাদ ঃ—দেবতাদের নানাত্ব সিদ্ধ হলেও একস্থানস্থিততা ও এক কার্যকারিতা যুক্তিপূর্বক বুঝে নিতে হবে ॥ (জ) ॥

মন্তব্য ঃ—যাজ্ঞিকগণ যুক্তির দ্বারা দেখিয়ে এসেছেন যে—পৃথক্ কর্মকারিত্ব দ্বারা এক দেবতার বহুত্ব সিদ্ধ হয় না। ফলত যাজ্ঞিকদের মতে দেবতার বহুত্বই সিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তার উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কি দেবতার একত্ব যাহা আত্মবিদ্‌গণের মত এবং দেবতার ত্রিত্ব, ত্রিত্বেও অগ্নি দেবতার একত্ব, বায়ু দেবতার একত্ব ও সূর্য দেবতার একত্ব নিরুক্তকারদের মত তাহা কি অসিদ্ধ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাস্কাচার্য যাজ্ঞিকগণের পক্ষাবলম্বনে উত্তর দিচ্ছেন—"তত্র সম্স্থানৈকত্বং সম্ভোগৈকত্বঞ্চ উপেক্ষিতব্যম্"। অর্থাৎ দেবতার একত্ব আছে, তবে সেই একত্ব মুখ্যভাবে নয়, কিন্তু গৌণভাবে। এই গৌণ একত্বের কথা, যাজ্ঞিকগণ যেমন আত্মবিদ্‌কে বলছেন, সেইরূপ নিরুক্তকারগণকেও বলছেন। যদিও নিরুক্তকারদের মতে তিন দেবতা, তথাপি সেই তিনজনের প্রত্যেককে লক্ষ্য করে, প্রত্যেকের একত্বও গৌণ ইহাই যাজ্ঞিকগণ বলতে চান। অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণ বলছেন যে, অগ্নি, জাতবেদা, বৈশ্বানর ইত্যাদি দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ইহারা এক পৃথিবী স্থানে থাকেন এবং এক কার্য করেন বলে ইহাদিগকে গৌণভাবে এক বলা যায়। এইরূপ বায়ু, পর্জন্য, মরুৎ ইত্যাদি দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ইহারা এক অন্তরিক্ষ স্থানে থাকেন এবং এক কার্য করেন বলে গৌণভাবে ইহাদিগকে এক বলা যায়। এইভাবে সূর্য, আদিত্য, বিবস্বান্ ইত্যাদি দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ইহারা এক দ্যুলোকে থাকেন এবং এক কার্য করেন বলে ইহাদিগকে গৌণভাবে এক বলা যায়। আবার আত্মবিদ্‌গণকে যাজ্ঞিকগণ বলতে চান যে—অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিন দেবতা পরস্পর ভিন্ন, তথাপি ইহাদের পরস্পর উপকার অর্থাৎ এক কার্যকারিতাবশত ইঁহাদিগকে গৌণভাবে এক বলা যায়। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য তিনজন মিলিত হয়ে, পৃথিবীর উপকাররূপ এক কার্য করেন, আবার অন্তরিক্ষের উপকাররূপ এক কার্য করেন, আবার দ্যুলোকের উপকাররূপ এক কার্য করেন। অথবা তিনলোকের রক্ষণরূপ এক কার্য করেন। "সম্স্থানৈকত্ব" শব্দের অর্থ এখানে স্থানৈকত্ব অর্থাৎ যাঁরা একস্থানে থাকেন তাঁদের একস্থানস্থিততা। "সম্ভোগৈকত্ব" শব্দের অর্থ পরস্পরোপকারিত্ব অর্থাৎ সমানকার্যতা। যাঁরা অনেকে মিলে সমান বা এক কার্য করেন তাঁদের

সমানকার্যতা। লোকেও দেখা যায় যারা একস্থানে বাস করে তাদের গৌণভাবে এক বলে ব্যবহার করে। যেমন—যারা এক কলিকাতায় বাস করে তাদের এক বলে গৌণভাবে লোকে ব্যবহার করে। এইরূপ যারা মিলিত হয়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে তাদেরও গৌণভাবে এক বলা হয়। এইভাবে দেবতাদেরও সমান স্থান ও সমান কার্যতা নিবন্ধন গৌণভাবে একত্ব বুঝতে হবে। ইহা উপেক্ষা অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা বুঝে নিতে হবে। এখানে উপ+ঈক্ষ ধাতুর অর্থ উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা ঈক্ষণ কিনা জানা॥ ইহাই যাজ্ঞিকদের বক্তব্য ॥ (জ) ॥

কোথায় কোন দেবতারা একস্থানে থাকেন এবং কোন দেবতারা বা (অন্তর্যাগ) এক কার্য করেন এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত কি? তাহার উত্তরে বলছেন—"যথা পৃথিব্যাং মনুষ্যাঃ পশবো দেবা ইতি স্থানৈকত্বং সম্ভোগৈকত্বং চ দৃশ্যতে। যথা পৃথিব্যাঃ পর্জন্যেন চ বায়্বাদিত্যাভ্যাং চ সম্ভোগোঽগ্নিনা চেতরস্য লোকস্য ॥ (ঝ) ॥

যথা [যেমন] পৃথিব্যাম্ [পৃথিবীতে] মনুষ্যাঃ পশবঃ দেবা ইতি স্থানৈকত্বং [মানুষ, পশু, দেবতা—এইভাবে মনুষ্য পশু ও দেবতার স্থানৈকত্ব] সম্ভোগৈকত্বং চ [এবং সম্ভোগনিমিত্ত অর্থাৎ এক কার্যকারিত্ব-রূপে একত্ব] দৃশ্যতে [দেখা যায় (জানা যায়)] যথা [যেমন] বায়্বা-দিত্যাভ্যাং [বায়ু ও আদিত্যের সহিত] [পর্জন্যেন [পর্জন্য কর্তৃক] পৃথিব্যাঃ [পৃথিবীর] সম্ভোগঃ [উপকার জানা যায়] অগ্নিনা চ [অগ্নি কর্তৃক (বায়ু ও আদিত্যের সহিত)] ইতরস্য লোকস্য [অন্তরিক্ষ লোকের বা দ্যুলোকের উপকার জানা যায়] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ :—যেমন পৃথিবীতে মানুষ, পশু, দেবতা এইভাবে স্থানের একত্ব এবং সম্ভোগের [পরস্পর এক কার্যকারিতার] একত্ব দেখা যায়। যেমন—বায়ু ও আদিত্যের সহিত পর্জন্য পৃথিবীর উপকার করে, আর বায়ু ও আদিত্যের সহিত অগ্নি অন্তরিক্ষ বা দ্যুলোকের উপকার করে ॥ (ঝ) ॥

মন্তব্য :—যাজ্ঞিকগণের মতানুসারে পূর্বে বলা হয়েছে যে—সমান স্থানত্ব ও সমানকার্যতা দ্বারা বহু ব্যক্তির গৌণ একত্ব ব্যবহার হয়। তাতে প্রশ্ন হয় উহার দৃষ্টান্ত কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে দৃষ্টান্ত বলছেন—"যথা পৃথিব্যাং··· লোকস্য"।

'পৃথিবীতে মানুষেরা, পশুরা এবং পৃথিবীস্থানবাসী দেবতারা থাকেন' বললে মানুষসমূহ পশুসমূহ ও পৃথিবীস্থানস্থ দেবতাসমূহকে এক বলে গৌণ ব্যবহার করা যায়। এইভাবে স্থানের একত্ব দ্বারা বহুর একত্ব গৌণ। এইরূপ গৌণ একত্বের আমরা [ যাজ্ঞিকেরা ] নিষেধ করি না এই কথা যাজ্ঞিকগণ বলেন। আবার সম্ভোগৈকত্বের দ্বারাও বহুর গৌণ একত্ব দেখা যায়। এই কথাও যাজ্ঞিকেরা বলছেন। এখানে 'সম্ভোগৈকত্ব' মানে পরস্পরোপকারিত্ব সোজা ভাষায় সমানকার্যতা অর্থাৎ বহু ব্যক্তির এককার্যতাই সম্ভোগৈকত্ব। যেমন—পর্জন্য দেবতা বায়ু ও আদিত্যের সহিত পৃথিবীর উপকার অর্থাৎ পৃথিবীর রক্ষণরূপ এক কার্য করেন। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন দুর্গাচার্য— 'ত্রয়স্তপন্তি পৃথিবী মনুপাঃ" [ ঋ. সং ৭।৭।১৯।৩ ] এই শ্রুতির অর্থ হচ্ছে—পর্জন্য, বায়ু ও আদিত্য—'এই তিন দেবতা পৃথিবীর পালনের নিমিত্ত, পৃথিবীকে তাপ দেন।'

এইরূপ অগ্নি যে বায়ু ও আদিত্যের সহিত অন্তরিক্ষ লোকের বা দ্যুলোকের উপকার করেন, তদ্বিষয়েও শ্রুতি যথা—"অগ্নির্বা ইতি বৃষ্টিং সমীরয়তি" দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ" [ ঋ. সং ২।৩।২৩।৫ ]। উহার অর্থ "অগ্নি এই লোক থেকে বৃষ্টিকে ( জলকে ) ঊর্ধ্বলোকে প্রেরণ করেন, আবার অগ্নিই দ্যুলোকে বর্ষণ করেন।"

এইভাবে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য তিনলোকের রক্ষণরূপ এক কার্য করেন বলে তাঁরা গৌণভাবে এক। অতএব এই এককার্যকারিতা দ্বারা বহুর গৌণ একত্ব সম্ভব হয়। ইহা যাজ্ঞিকদের মত ॥ (ঋ) ॥

যাজ্ঞিকেরা যেরূপ বললেন—তাতে দাঁড়াল এই যে দেবতা বহু, তবে যে তাঁদের একত্ব তাহা গৌণ, মুখ্য নয়। এতে আত্মবিদের মত ও নিরুক্তকারের মতের সঙ্গে যাজ্ঞিকগণের মতের বিরোধ থেকে গেল। কারণ আত্মবিদ্ বলেন দেবতা এক। নিরুক্তকার বলেন দেবতা তিন। যাজ্ঞিকগণ বলেন দেবতা বহু। এঁদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মতের বিরোধ সুদৃঢ় হয়ে থেকে গেল। এইজন্য যাস্কাচার্য উক্ত তিন দলের মতের অবিরোধ সম্পাদন করবার জন্য বলছেন—"তত্রৈতন্নরবাষ্ট্রমিব" ॥ (এ) ॥

অত্র [ সেই দেবতা বিষয়ে ] এতৎ [ এই ভেদ ও অভেদ ] নররাষ্ট্রমিব মানুষসকল ও রাজ্য এইরূপ ব্যবহারের মত ] [ সামঞ্জস্যমাপ্নোতি ] [ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় ] (ঐ) ॥

অনুবাদ :—মানুষ সকল ও রাজ্য এইরূপ ব্যবহারের মত সেই দেবতাদের ভেদ ও অভেদ সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় ॥ (ঐ) ॥

মন্তব্য :—যাজ্ঞিকগণের মতে দেবতাদের বহুত্বটি মুখ্য আর ত্রিত্ব ও একত্বটি গৌণ। নিরুক্তকারদের মতে দেবতার ত্রিত্বটি মুখ্য আর বহুত্ব ও একত্বটি গৌণ। আত্মবিদ্‌গণের মতে একত্বটি মুখ্য, ত্রিত্ব ও বহুত্বটি গৌণ। এইভাবে তিন পক্ষের বিরোধের সমাধান করেছেন। ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে যাস্কাচার্য বলেছেন "নররাষ্ট্রম" অর্থাৎ 'নর বললে ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকল মানুষকে বুঝায়। সেইরূপে ভেদ বা নানাত্ব পক্ষ অবলম্বন করে যাজ্ঞিকদের মত দেবতার নানাত্ব সিদ্ধ হয়। আবার 'রাষ্ট্র' বললে সমষ্টিভাবে অভেদ বা একত্ব বুঝায়। এইরূপ অভেদ পক্ষ অবলম্বনে যাজ্ঞিকগণের মতেও দেবতার একত্ব উপপন্ন হয়। নিরুক্তকারগণের মতেও পৃথিবী অগ্নি অর্থাৎ পৃথিবীস্থানস্থত্বরূপে দেবতার [ অগ্নি, জাতবেদা ইত্যাদি দেবতার ] একত্ব সিদ্ধ হয়। আর—জাতবেদা, বৈশ্বানর, বর্হি ইত্যাদি ভেদ পক্ষাবলম্বনে নানাত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ অন্তরিক্ষস্থানস্থত্বরূপে অভেদ পক্ষে বায়ু, মাতরিশ্বা ইত্যাদি দেবতার একত্ব সিদ্ধ হয়। বায়ু, ইন্দ্র, মাতরিশ্বা ইত্যাদি ভেদ পক্ষ অবলম্বনে নানাত্ব সিদ্ধ হয়। এইভাবে দ্যুস্থানস্থত্বরূপে সূর্য, আদিত্য ইত্যাদি দেবতার একত্ব সিদ্ধ হয়। আর সূর্য, আদিত্য, বিবস্বান্ ইত্যাদি রূপে নানাত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মবিদ্‌গণের পক্ষেও আত্মা অর্থাৎ আত্মত্বরূপে সমস্ত দেবতার একত্ব সিদ্ধ হয়; আর ভূরাদিলোকও লোকবাসি অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি রূপে নানাত্ব সিদ্ধ হয়। এই ভাবে যাজ্ঞিক, নৈরুক্ত ও আত্মবিদ্ এই তিন পক্ষে বিরোধের সমাধান হয়ে যায়। সকলেই ভেদাভেদবাদী এই তিন বাদী যে নিজেরা উৎপ্রেক্ষা করে ভেদাভেদের কল্পনা করেন তা নয়, কিন্তু মন্ত্রের অর্থকে লক্ষ্য করে তাঁরা এইভাবে ভেদাভেদ অবলম্বনে ব্যাখ্যা করেন। এই তিন পক্ষেই সামান্য ধর্মরূপে অভেদ, আর বিশেষধর্মরূপে ভেদ বুঝতে হবে। যেমন আত্মবিদ্‌পক্ষে সামান্য ধর্ম হচ্ছে আত্মত্ব আর বিশেষ ধর্ম হচ্ছে অগ্ন্যাদিত্ব। নিরুক্তকারপক্ষে সামান্য ধর্ম হচ্ছে পৃথিবীস্থানত্ব, অন্তরিক্ষস্থানত্ব আর দ্যুস্থানত্ব আর বিশেষ ধর্ম

হচ্ছে জাতবেদস্ব ইত্যাদি। যাজ্ঞিকপক্ষে সামান্য ধর্ম হচ্ছে এককার্য-কারিত্ব আর বিশেষ ধর্ম হচ্ছে তত্তৎশব্দবাচ্যত্ব ইত্যাদি। পুরুষের বুদ্ধি অনুসারে গৌণ ও মুখ্যভাব কল্পিত হয়। যেহেতু পুরুষের বিশেষ অর্থে অনুরাগবিশেষ থাকে। তাই যাজ্ঞিকগণ দেবতার নানাত্ব বিষয়ে অনুরাগ সম্পন্ন বলে নানাত্বকে মুখ্যভাবে ধরেছেন. ত্রিত্ব ও একত্বকে গৌণ ধরেছেন। নৈরুক্তগণ ত্রিত্বে অনুরাগ সম্পন্ন বলে ত্রিত্বকে মুখ্য আর একত্ব ও বহুত্বকে গৌণ ধরেন। আত্মবিদ্‌গণ একত্বে অনুরাগ সম্পন্ন বলে একত্বকে মুখ্য আর ত্রিত্ব ও বহুত্বকে গৌণ ধরেন। এইভাবে তিন পক্ষের বিরোধের সমাধান হল।

কিন্তু এতেও বিরোধ মিটলো না। কারণ আত্মবাদীর মুখ্য একত্ব নৈরুক্তের মুখ্য ত্রিত্ব এবং যাজ্ঞিকের মুখ্য বহুত্ব তো থেকেই গেল। দেবতারূপ ধর্মীতে একত্ব, ত্রিত্ব ও বহুত্ব বিরুদ্ধ। আর এখানে বিকল্পও হতে পারে না যে দেবতারা এক ও হন, আবার তিন ও হন আবার বহুও হন। কারণ ক্রিয়াতে বিকল্প সম্ভব—যেমন ডাল মেখে অন্ন ভোজন করতে পারাযায়, আবার দুধ মেখে ভোজন করা যায় আবার শুধু অন্ন ভোজন করা যায়। দ্রব্য বিষয়ে এইরূপ বিকল্প হয় না যে বৃক্ষটা বৃক্ষও হতে পারে বা ছাগলও হতে পারে বা গাধাও হতে পারে। এইরূপে দেবতা এক হতে পারেন তিন হতে পারেন বা বহু হতে পারেন—ইহা সম্ভব নয়। এইজন্য দুর্গাচার্য বলেছেন নিষ্ঠিতরূপে অর্থাৎ পর্যবসিত রূপে পারমার্থিকভাবে এক আত্মায় সকল বিষয়ের নিষ্ঠা অর্থাৎ শেষ গতি। অভিপ্রায় এই যে সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য হচ্ছে এক অদ্বিতীয় আত্মাতে। পারমার্থিকভাবে এক অদ্বিতীয় আত্মাই চির সত্য, তিনিই একমাত্র আছেন। আর সমস্ত বিশ্ব সেই আত্মাতে কল্পিত। অতএব ভেদ বা নানাত্ব ব্যাবহারিক মাত্র। শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" [ তৈঃ উঃ ২।৪ ] সমস্ত শব্দ সেই অদ্বিতীয় আত্মাতে শেষ হয়ে যায়। অতএব সমস্ত বেদও সেই অদ্বিতীয় আত্মাতে সমাপ্ত হয়ে যায়। সেখানে কোন শব্দ পৌঁছাতে পারে না। উহাতেই সর্ব শ্রুতি· সর্ব শাস্ত্রের তাৎপর্য। সুতরাং এক আত্মায়, আর কোন বিরোধ নাই। পারমার্থিকভাবে দাড়াল এই যে

দেবতা এক। দেবতার ত্রিত্ব বা বহুত্বটি কল্পিত বা ব্যাবহারিক। ব্যাবহারিকত্ব রূপে দেবতাতে ত্রিত্ব ও বহুত্ব থাকলেও দেবতার একত্বের সঙ্গে বিরোধ হয় না। কারণ একত্বটি পারমার্থিক। পারমার্থিকভাবে একত্বের সঙ্গে পারমার্থিক বহুত্বের বিরোধ হতে পারে। ব্যাবহারিক বহুত্বের বিরোধ নাই। অতএব পরমার্থত এক অদ্বৈত আত্মাতে নানা বিচিত্র বিশ্ব ব্যাবহারিকভাবে থাকলেও কোন বিরোধ নাই। এক আত্মাতে যে যত ইচ্ছা কল্পনা করুক না কেন তাতে কোন বিরোধ হবে না। এইভাবে অদ্বৈতমতেই সকল বিরোধের সমাধান হয়। অন্যভাবে বিরোধের সমাধান হতে পারে না ॥ (ঞ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে প্রথমখণ্ড মূলের অনুবাদাদি।

### ৭।২।১ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ" ইতি উপোদ্ঘাতঃ। "সৈষা দেবতোপপরীক্ষা" ইত্যধিকারে বর্তমানে "যৎকাম ঋষির্যস্যাম্" ইত্যেবমাদি মন্ত্রদেবতালক্ষণমুক্তম্। তৎ পুনরদেবতাত্বাদশ্বাদীনাম্ 'আনোমিত্রো বরুণো অর্যমা' ইত্যেবমাদিষু ব্যাহৃয়মানমপেক্ষ্য 'স ন মন্যেত' ইত্যেবমাদিনাক্ষিপ্তে 'মহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে' ইত্যেবমাদিনা 'পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্' [ ঋ. সং ৮।৪।১৭।২ ] ইত্যেবমাদিভ্যো মন্ত্রবাক্যেভ্যঃ 'অথাতো বিভূতয়োঽস্য পুরুষস্য' ইত্যেবমাদিভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ 'এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ' ইত্যেবমাদিভ্যশ্চৈকাত্ম্যে সামর্থ্যমুন্নীয়াত্মবিৎপক্ষেণ 'আত্মৈবেদং সর্বম্' [ মাঃ উঃ ] ইত্যৈকাত্ম্যমুক্তম্। আত্মবিদাং হি আত্মনুপজাতবিশিষ্ট ভাবনানামাত্মশরীরস্থানানামাত্মময়মেবেদং সর্বমনুপশ্যতামাত্মার্থঃ সর্বো বেদোঽন্যা চ সর্বা বাক্ ন হ্যাত্মনোঽন্যদ্ব্যতিরিক্তমভিধেয়মস্তি, স হ্যশেষাদ্ যদভিধানমভিদধ্যাৎ। অথ পুনরুপক্রমঃ পুরুষার্থস্য—প্রথমমনিশ্রেণীফলক-স্থানীয়েন কেবলেনাধিযজ্ঞেন তত্র চাবধানে অধিদৈবতাধ্যাত্মজ্ঞানং কিঞ্চিদ্ বিদুষঃ পৃথগাত্মনো দেবতাং পশ্যতঃ পরিচ্ছিন্নফলাভিপ্রায়স্যাধিযজ্ঞং প্রযুযুক্ষমাণস্য পূর্বজন্মাবিদ্যাবাসিতান্তঃকরণস্যাভিধ্যানস্তুতিভেদাভ্যাং

বিধিমন্ত্রার্থবাদবিদ্যারসেন যথাগ্রহং পৃথগিব দেবতাঃ প্রকাশন্তে। তদুক্তম্ 'অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ' [ বৃঃ উঃ ] ইতি তদাহুঃ 'আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজী বা ইতি আত্মযাজীতি হ ব্রূয়াৎ' তদেবং ব্রহ্ম দেবতাবৃক্ষস্য মূলম্ ঐকাত্ম্যমাত্মবিদঃ প্রত্যবভাসতে, যাবদভিধানন্তু যাজ্ঞিকাঃ, প্রতিবিধিমন্ত্রপ্রধানাৎ। যচ্চাবশিষ্যতে তন্নৈরুক্তান্ প্রত্যবভাসতে। অত ইদমুচ্যতে—"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ"। তিস্র ইতি সংখ্যা। এবেত্যবধারণমিতরৌ পক্ষৌ অপেক্ষ্য।

কতমাস্তা ইতি 'অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ বায়ুর্বা ইন্দ্রঃ বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্যঃ দ্যুস্থানঃ'। কয়োপপত্ত্যা ত্রিত্বং পরিজগৃহুঃ? স্থানভেদাৎ, প্রত্যক্ষলিঙ্গাদন্যার্থদর্শনাচ্চ। লিঙ্গং ত্রিধা হি ভবতি 'বিশ্বকর্মা হ্যজনিষ্ট দেব আদিদ্ গন্ধর্বো অভবদ্ দ্বিতীয়ঃ। তৃতীয়ঃ পিতা জনিতৌষধীনামপাং গর্ভং ব্যদধাৎ পুরুত্রা [ ঋ. সং ৮।৩।১৭।৬ ] ইতি। অন্যার্থদর্শনাচ্চ। 'প্রজাপতির্বৈ ত্রীন্ মহিম্নোঽসৃজতাগ্নিং বায়ুং সূর্যম্ ইতি। প্রজাপতি লোকানভ্যপৎ তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যো রসান্ প্রবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ু-মন্তরিক্ষাৎ সূর্যং দিবঃ' ইতি। অগ্নিঃ পৃথবীস্থানঃ বায়ুর্বেন্দ্রোবান্তরিক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ' ইতি। "তিস্রঃ" ইতি প্রকৃতেঃ স্বরূপগ্রহণাৎ স্থানভেদং ত্রিত্বে হেতুমুপসংসূচয়তি। কুতো নিয়মঃ? অগ্ন্যাদীনাং পৃথিব্যাদিষু নিগমেভ্যঃ, 'পৃথব্যাসি জন্মনা বশাসাগ্নিং গর্ভমধত্থাঃ, অন্তরিক্ষমসি জন্মনা বশাসা বায়ুং গর্ভমধত্থাঃ, দ্যৌরসি জন্মনা বশাসাঽদিত্যং গর্ভমধত্থাঃ ইত্যেবমাদিভ্যো নিগমেভ্যঃ।

'বায়ুর্বেন্দ্রো বা' ইতি কিমেকস্য পর্যায়বচনাবেতৌ শব্দৌ, উতাভিধেয়ৌ ভিদ্যেতে ইতি? কুতঃ সন্দেহঃ? উভয়থা হি প্রসিদ্ধিঃ প্রত্যভিধানঞ্চার্থ-ভেদো দৃষ্টঃ,—গৌঃ অশ্বঃ ইতি। তথা অভিধানভেদেঽপি চৈকার্থতা দৃষ্টা—হস্তঃ, করঃ, পাণিঃ ইতি যথা। অতো যুক্তঃ সংশয় ইতি। যাজ্ঞিক পক্ষে তাবদদোষঃ। অর্থভেদেঽপি চৈতেষাং যাবন্ত্যভিধনানি তাবত্যো দেবতাঃ। অস্য পুনঃ আচার্যস্য স্বসিদ্ধান্তাবলম্বিনঃ 'তিস্র এব দেবতাঃ' ইতি প্রতিজ্ঞাবতঃ কুতো বায়িবন্দ্রশব্দয়োরর্থভেদঃ? ভেদে হি প্রতিজ্ঞাহানিঃ স্যাৎ। অপি চ ভেদেঽভিপ্রেতে নৈকবচনেন নিরদেক্ষ্যদন্তরিক্ষস্থান ইতি।

অভিধানমাত্রে ভিন্নেঽপি অভিধেয়স্য চাভেদে অন্তরিক্ষস্য স্থানীমত্যুপপত্তেঃ। ষষ্ঠ্যেকবচনো বিশেষ্যোঽন্তরিক্ষস্থানশব্দেন বিশেষ্যতে, ইতরথা হ্যন্তরিক্ষস্থানৌ ইত্যবক্ষ্যৎ দ্বয়োর্বিশেষ্যয়োঃ। অপি চ 'বায়বায়াহি দর্শত' [ঋ. সং ১।২।৩।১] ইতি বায়োঃ প্রাধান্যস্তুতিমুদাহৃত্য তাং নিরুচ্য তস্যাং সোমপানসম্বন্ধমুপলক্ষ্য, ঐন্দ্রত্বং চ সোমপস্যাবেত্য 'অংশুরং শুষ্টে' ইত্যেতস্মিন্, 'আ-ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্ব' 'তুভ্যামিন্দ্রঃ প্যায়তাম্' ইতি নানাত্রেন্দ্রশব্দাৎ মুখ্যাভিসম্বন্ধিনো মধ্যমাৎ সোমপানং সম্ভবতীতি প্রতীত্য বায়ুশব্দস্য ইন্দ্রশব্দস্য সমানার্থতাং দৃঢ়মবধার্য অনুষ্যমাণো বায়ুশব্দস্য মধ্যমাদর্থান্তরে বৃত্তিমপর্যায়শব্দবাদিনমাক্ষিপন্নাহ ''কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ' ইতি। উত্তরমপি যমুদাজহার নিগমং 'তস্যৈষা পরা ভবতি' ইত্যুপোদ্ঘৃত্যৈতদৈন্দ্রাদেব সূক্তাৎ 'অস্যেন্দ্রস্য বায়োর্যথা ভক্ষো ন বিদস্যেৎ, তথা অন্নমেবমভিবদেয়ুঃ' ইতি বায়ুশব্দস্যেন্দ্র বিশেষণত্বং প্রতীত্য ইন্দ্রপ্রধানত্বাৎ সূক্তস্য চ ইন্দ্র উপাত্তঃ। তস্মাদাচার্যস্য মধ্যমপর্যায়বচনাবেতৌ শব্দাবিতি।

সত্যপি তু পর্যায়বচনত্বে মুখ্যতরঃ সম্বন্ধো মধ্যমস্যেন্দ্রশব্দেন ন তথা বায়ুবরুণেন্দ্রাদিভিঃ। তৎ কুতঃ? তথা নিগমে দর্শনাৎ 'সা প্রথমা সংস্কৃতি র্বিশ্ববারা স প্রথমো বরুণোঃ মিত্রোঽগ্নিঃ। স প্রথমো বৃহস্পতিশ্চিকিত্বাংস্তস্মাৎ ইন্দ্রায় সুতমাজুহোত স্বাহা' ইতি! সা প্রথমা সংস্কৃতিরিত্যে তস্মিঞ্জুক্রামস্থিনো হবনমন্ত্রে যো মধ্যমো বরুণোঽপি মিত্রোঽগ্নিঃ তস্মৈ ইন্দ্রায় সুতম্ আজুহোত ইতি বরুণাদীনন্যনুক্রম্য বিশেষতশ্চতুর্থ্যন্তেন ইন্দ্রশব্দেন সম্প্রদানেন সম্বধ্যাতি তস্মৈ মধ্যমায়েন্দ্রায়েতি, তস্মাৎ সম্প্রদানেন সামানাধিকরণ্যাৎ মন্যামহে মধ্যমশব্দেন্দ্রশব্দয়োর্মুখ্যতরঃ সম্বন্ধ ইতি গম্যতে। যথা মধ্যমস্য জ্যোতিষো মুখ্যঃ সম্বন্ধ ইন্দ্রশব্দেন তথেতরয়োরপি পার্থিবোত্তময়োরগ্নিসূর্যশব্দাভ্যাম্, প্রসিদ্ধত্বাৎ সম্বন্ধস্য, ন তথেতরৈর্জাতবেদঃপ্রভৃতিভিঃ। সতি চ গৌণমুখ্যত্বে যুক্তং যদগ্ন্যভিধানেন প্রসিদ্ধতরসম্বন্ধেন পার্থিবস্য জ্যোতিষ উপদেশঃ ক্রিয়তে, ন জাতবেদঃ প্রভৃতিভিঃ, তথোত্তমস্য সূর্যশব্দেন উপদেশঃ ক্রিয়তে, ন সবিতৃভগ প্রভৃতিভিরিতি।

কস্মাৎ পুনর্মধ্যমস্য শব্দদ্বয়েনোপদেশঃ ক্রিয়তে, পার্থিবোত্তময়োরেকৈকেন ইতি ? মধ্যমস্য হি দ্বৌ কর্মাত্মানৌ বিদ্যুদ্বায্বাখ্যৌ। তয়োরনিত্যদর্শন একো বিদ্যুদাখ্যঃ, নিত্যদর্শনস্তু বায্বাখ্যস্ত্বগিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষঃ। তৎ কথং নাম ত্রিষ্বপি স্থানেষ্বভিমানিন্যো দেবতাঃ কর্মাত্মভিরবৈষম্যেণ প্রত্যক্ষত এবোপদিষ্টাঃ স্যুঃ ইত্যতঃ 'বায়ুর্মধ্যমস্থানঃ' ইতি বায্বাখ্যেন কর্মাত্মনা মধ্যমস্থানমুদ্দিশ্যামুখ্যত্বাদ্ বায্বভিধানস্য, মুখ্যত্বাচ্চেন্দ্রাভিধানস্য ইন্দ্রো বা' ইত্যাহ। এবমুভয়ং কৃতং ভবিষ্যতি—অনুপরতক্রিয়াব্যাপারতা চ মধ্যমস্য বায্বাখ্যেন কর্মাত্মনা ইতরজ্যোতির্বিদ্দর্শিতা ভবিষ্যতি; মুখ্যেন চেন্দ্রশব্দেন মুখ্যসম্বন্ধোঽপরিহাপিতো ভবিষ্যতীত্যুভয়মুক্তম্ 'বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থান' ইতি। ন তু পার্থিবোত্তময়োর্দ্বৌ দ্বৌ কর্মাত্মানৌ স্তো যথা মধ্যমস্থানস্য। তস্মাদদোষো মধ্যমস্যাভিধানদ্বয়োচ্চারিতে।

আহ—যদিদমভিধানবহুত্বং জাতবেদো বৈশ্বানর ইত্যেবমাদি, ত্রিত্বে সত্যেতৎ কিং কৃতম্ ইতি। উচ্যতে—'তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি'। তাসামেব তিসৃণামগ্ন্যাদীনাং মহাভাগ্যাৎ ঐশ্বর্যযোগাৎ একাত্মানমনেকধা বিকুর্বতীনাম্ একৈকস্যাঃ প্রতিবিকারং জাতবেদঃ বৈশ্বানরঃ, বরুণঃ, অশ্বিনী, ঊষা ইত্যেবমাদীনি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি, প্রতিস্থানং স্বপ্রকৃত্যভেদাদেকাত্মবদেবৈকত্বং ন জহাতি সা সা দেবতেতি।

'অপি বা কর্মপৃথক্ত্বাৎ'। অপি চৈবং বিকরণধর্মিত্বাদভিন্নপ্রকৃতীনাং বহুনামতা। অপি বা স্বং স্বমাত্মানমবিকুর্বতীনামেবানেককর্মযোগাৎ পৃথক্কর্মহেতুকো নামধেয়লাভঃ স্যাৎ। কো দৃষ্টান্তঃ ? 'যথা' হোতা, অধ্বর্যুঃ ব্রহ্মা, উদ্গাতা, ইতি অপি একস্য সতঃ' কুণ্ডপায়িনাময়নে। তত্র হি সপ্ত দীক্ষান্তে, ত এব চ স্বয়ং কর্ম কুর্বতে, তেষাং ষট্, ষোড়শানাং পর্যায়েণ কর্ম কুর্বতে, তৎ কর্ম কুর্বাণাস্তদাখ্যাঃ ভবন্তি, যথা লোকে কারকলাবকপাচকাদয়ঃ। তদেতৎ প্রদর্শিতং ভবতি,—ন কিঞ্চিদপ্যত্র গৌণমভিধানম্।

সংবিজ্ঞানপদত্বে ত্বগ্ন্যাদীনাং সংজ্ঞাশব্দানাং তেষাং কারকাদিশব্দৈরেষ

বিশেষো যদগ্রনয়নাদিগুণযোগেঽপ্যসতি নাগ্যাদীন্ জহাতি। কারকাদি শব্দাস্তু করণাদিযোগসমনন্তরমেব কারকাদীন্ জহাতি। এবমেতদ্ গৌণত্বম-ভিধানানামপেক্ষ্যোক্তম্,—'অপি বা কর্মপৃথক্ত্বাৎ' ইতি। অপি বা ঐশ্বর্যাৎ, উভয়থাপি শক্যপ্রতীঘাত উপপদ্যতে, একৈকস্যা অপি বহুনাম-তেতি।

'অপি বা পৃথগেব স্যুঃ পৃথগ্ঘি স্তুতয়ো ভবন্তি।' অপি চৈবং যথোক্তম্ একৈকস্যা মহাভাগ্যাৎ কর্মপৃথক্ত্বাদ্ বা বহুনামতা। অপি বা পৃথক্ পৃথক্ অত্যন্তভিন্না এবোৎপত্তিকেন ভেদেন স্যুরিতি যাজ্ঞিকা আহুঃ, —'পৃথক্ হি স্তুতয়ো ভবন্তি ইতি কুত এতৎ যাজ্ঞিকা আহুরিতি? অধিযজ্ঞে হি স্তুতিনিয়মো ভবত্যভিধাননিয়মশ্চেতি। অধিযজ্ঞমিতি ব্যাখ্যেয়ম্,—'পৃথগ্ঘি স্তুতয়ো ভবন্তি' ইতি। হীতি হেতৌ যস্মাৎ পৃথক্ পৃথক্ অগ্ন্যাদীনাং স্তুতয়ো ভবন্তি। পৃথগগ্নেঃ—'অগ্নিমীলে' [ ঋ, সং ১।১।১।১ ] ইত্যেবমাদ্যাঃ। পৃথগ্জাতবেদসঃ—অগ্নিলিঙ্গং সূক্তম্ 'প্র নূনং জাতবেদসম্' [ ঋ, সং ৮।৮।৪৬।১ ] ইতি। পৃথগিন্দ্রস্য 'হরিভ্যাম্' পৃথগবায়োঃ 'নিযুদ্ভিঃ' পৃথক্ সূর্যস্য—'হরিদ্ভিঃ, পুষোঽজাভিঃ, অরুণীভির্গোভিরুষসাম্। স্তুতিব্যবহারে চ প্রায়শ্চিত্তম্। তদনুপপন্নঞ্চ পর্যায়বচনত্বে তেষাম্। তে বয়ং স্তুতিনিয়মাৎ পশ্যামঃ পৃথক্ পৃথগগ্নি বৈশ্বানরপ্রভৃতয় ইতি।

'তথাভিধানানি' যথৈব হি স্তুতিভেদাৎ স্তুত্যভেদ এবমেবাভিধান-ভেদাদভিধেয়ভেদোঽপি ভবিতুমর্হতি। প্রসিদ্ধতরং চেদং লোকে প্রত্যভি-ধানমর্থভেদ ইতি, ন তথা একস্যানেকাভিধানতা। তস্মাৎ পৃথক্ পৃথগগ্নি জাতবেদোবৈশ্বানরাদিশব্দানামভিধেয়া ইতি স্থিতিঃ। স্তুতিষেব হি অভিধানভেদত ইতি সমানার্থতা হেত্বোঃ ইতি চেৎ। ন বিধাবপ্যভিধান নিয়মদর্শনাৎ—'আগ্নেয়মষ্টাকপালং নির্বপেৎ ইতি। যেনৈবাভিধানেন চোদ্যতে, তেনৈব নির্বপণাদারভ্য সমাপ্যতে তস্মাদসমানার্থতেতি।

'যথো এতৎ' যৎপুনরুক্তম্ 'কর্মপৃথক্ত্বাদিতি' অনৈকান্তিক এব দৃষ্টান্তঃ। দৃষ্টো হি প্রকৃতিভেদাৎ প্রতিকর্মভেদঃ। সা চ পৃথক্ত্বাদি ব্যবস্থা মহাভাগ্যাদিত্যাচার্যেণাত্র পৃথক্ত্বে হেতু র্ন প্রযুক্তঃ, দৃষ্ট এব হি

যাজ্ঞিকপক্ষে প্রত্যভিধানমর্থভেদঃ ইতি। তৎ কিমেকত্বং নাস্ত্যেব? অস্ত্যস্তি, গুণতঃ।

কথম্? 'তত্র সংস্থানৈকত্বং সম্ভোগৈকত্বং চ উপেক্ষিতব্যম্' তত্র তস্মিন্ পৃথক্ত্বে সতি সংস্থানৈকত্বং চ উপপত্তিত ঈক্ষিতব্যম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা পৃথিব্যাং মনুষ্যাঃ পশবো দেবা ইতি স্থানৈকত্বং, সম্ভোগৈকত্বং চ দৃশ্যতে।' সহ স্থানতয়া একত্বং স্থানৈকত্বম্। পৃথিবীত্যুক্তে যাবতাং সহভাবেন সমানং স্থানম্, তে সর্বে তদ্গ্রহণেন গৃহ্যন্তে এবমুত্তরয়োরপি স্থানয়োঃ। এবম্প্রকারমেকত্বং সম্ভোগৈকত্বং চোপেক্ষিতব্যম্। সম্ভোগহেতুকমেকত্বং সম্ভোগৈকত্বম্। সম্ভোগো নাম ইতরেতরোপকারিত্বম্, সমানকার্যতেত্যর্থঃ। তচ্চ পুনর্ভিন্নস্থানানামপি ভবতি, কিমঙ্গ পুনঃ সমানস্থানানামিতি। 'যথা পৃথিব্যাঃ পর্জন্যেন চ বায্বাদিত্যাভ্যাং চ সম্ভোগঃ।' কথম্? পৃথিবী ওষধ্যুৎপত্তৌ স্বকার্যারম্ভে পর্জন্যবায্বাদিত্যকৃতমুপকারকমপেক্ষতে। তদুক্তম্—'ত্রয়স্তপন্তি পৃথিবীমনূপাঃ' [ঋ, সং ৭।৭।১৯।৩] ইতি।

'অগ্নিনা চেতরস্য লোকস্য'। তদপ্যুক্তম্—'অগ্নির্বা ইতো বৃষ্টিং সমীরয়তি' 'দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ' [ঋ সং ২।৩।২৩।৭] ইতি চ। এবংপ্রকারমেকত্বং কার্যৈকত্বাৎ স্থানৈকত্বাদ্বা ভাক্তং ন প্রতিষিধ্যতে। লোকেঽপি সমানকার্যতা ভবতি যেষাং তেষামৈক্যমিত্যুচ্যতে।

কঃ পুনরত্রাবিরোধী ভেদাভেদে দৃষ্টান্তঃ? ইতি। উভয়ে হি প্রমাণং ভেদাভেদবাদিনঃ—আত্মবিন্নৈরুক্তযাজ্ঞিকাঃ। ন হি তে স্বমনীষিকয়া ভেদাভেদৌ প্রকল্পয়ন্তি। কিং তর্হি? মন্ত্রার্থমুপদিশ্য। তস্মাদ্ বক্তব্যঃ সামঞ্জস্যে দৃষ্টান্তঃ? উচ্যতে—'তত্র এতৎ নররাষ্ট্রমিব' যথা রাষ্ট্রমিত্যভেদঃ, নরা ইতি ভেদঃ। এবং পৃথিব্যগ্নিরিত্যভেদঃ, জাতবেদা বৈশ্বানর ইতি ভেদঃ। এবমুত্তরয়োরপি স্থানয়োঃ। তথা আত্মা ইত্যভেদঃ, লোকাশ্চ লোকিনশ্চেতি ভেদঃ। সর্বত্রৈব সামান্যবিশেষধর্মৌ দ্রষ্টব্যঃ। পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাতশ্চ গুণপ্রধানতোঽপেক্ষা পুরুষানুরাগবিশেষতঃ।

তত্রৈবং সতি আত্মবিদ্ আত্মনি ত্রিত্বনানাত্বে গুণীকৃত্য তদঙ্গপ্রত্যঙ্গভাবেন কল্পয়িত্বৈকমাত্মানং পশ্যন্তি। তথা নানাত্বৈকত্বে নৈরুক্তাঃ ত্রিত্বে ইতি। তথা ত্রিত্বৈকত্বে যাজ্ঞিকা নানাত্বে ইতি। এবমেষামবিরোধঃ। অস্তি হি

শব্দার্থয়োঃ বস্তুপ্রতিবস্তুবশেন তদ্বুদ্ধ্যপেক্ষয়া অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বর্তিতুং শক্তিঃ, ন তু স্বাভাবিকমভিধানাভিধেয়সম্বন্ধকৃতকমপ্রচ্যবমানাবভিধানাভিধেয়ৌ জহীতাম্। ন হ্যগ্নেরবভাস্যং প্রত্যবভাসনশক্তিঃ অবভাস্যস্য চাবভাস্যমানতা শক্তি র্ব্যবধানমন্তরেণ বিহন্যতে; ন হি অকৃতকং স্বরূপমপি অকৃতকো বিকল্পতে। বৈদিকানাং পদবাক্যপ্রমাণানাম্ আত্মভাবানুশয়-বশেনাত্মবিদ্ভিরুক্তযাজ্ঞিকা বেদস্যাবিপর্যাসিনীমপ্যাধ্যাত্মাধিযজ্ঞবিষয়নিয়তাম-র্থাভিধানশক্তিং বিপর্যাসিনীমিব মন্যমানা পরস্পরতো বিপর্যস্যন্তে। তদেতৎ সর্বথাপি ভেদাভেদবর্তিদেবতাসতত্ত্বং যথাগ্রহং বস্তুপ্রতিবস্তুবশেন প্রখ্যাতিমুপনয়ৎ স্তুতিরূপকেণাত্মনোঽর্থসতত্ত্বং তথাভূতং মন্ত্রৈরাবিষ্ক্রি-য়তে। তদুক্তম্—'অত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি' ইতি। দর্শিতশ্চৈ-তন্মন্ত্রেণ—'ন ত্বং যুযুৎসে' ইতি। নিষ্ঠিতরূপত্বেন স্বে স্বে বিষয়েঽধ্যাত্মাদৌ পরমার্থতয়া ঐকাত্ম্যে নিষ্ঠা, তদন্তত্বাদ্ বাচঃ। তদুক্তম্—'যতো বাচো নিবর্তন্তে' [ তৈঃ উঃ ২।৪ ] ইতি।। ৭।২।১ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে প্রথমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

# দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। ( মূলম্ )

অথাকারচিন্তনং দেবতানাম্ ॥ (ক) ॥ পুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যেকম্ ॥ (খ) ॥ চেতনাবদ্বদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি ॥ (গ) ॥ তথাভিধানানি ॥ (ঘ) ॥ অথাপি পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে ॥ (ঙ) ॥ 'ঋষ্বাত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ' [ ঋ. সং ৪।৭।৩১।৩ ]। 'যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে' [ ঋ. সং ৩।২।১।৫ ] ॥ (চ) ॥ অথাপি পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈঃ ॥ (ছ) ॥ 'আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহি' [ ঋ. সং ২।৬।২১।৪ ]। 'কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে' [ ঋ. সং ৩।৩।২০।১ ] ॥ (জ) ॥ অথাপি পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিঃ ॥ (ঝ) ॥ 'অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য' [ ঋ. সং ৮।৬।২১।২ ], আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্ [ ঋ. সং ১।১।২০।৩ ] ॥ (ঞ) ॥

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

## বিবৃতি

অথ [ অনন্তর ( দেবতার নানাত্ব বলার পর ) ] দেবতানাম্ [ দেবতাদের ] আকারচিন্তনম্ [ আকৃতি সম্বন্ধে বিচার করা হচ্ছে ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—[ দেবতার নানাত্ব বলার পর ] অনন্তর দেবতাদের আকৃতি সম্বন্ধে বিচার করা হচ্ছে ॥ (ক) ॥

মন্তব্য : —৭।২।১ খণ্ডে যাজ্ঞিকদের মতানুসারে বলা হয়েছিল 'অপি বা পৃথগেব স্যুঃ পৃথগ্ঘি স্তুতয়ো ভবন্তি' ইত্যাদি। অর্থাৎ দেবতারা বহু, যেহেতু তাঁদের বহু স্তুতি আছে। এইভাবে যাজ্ঞিকমতে দেবতার বহুত্ব বলার পর এই খণ্ডে দেবতার আকার বিষয়ে চিন্তার কথা বলা হচ্ছে। অতএব এখানে 'অথ' শব্দের অর্থ দেবতার বহুত্ব বলার পর। প্রশ্ন হতে পারে পূর্ব খণ্ডে দেবতার সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। আত্মবিদ্গণের মতে এক দেবতা।

নৈরুক্তদের মতে তিন দেবতা, যাজ্ঞিকগণের মতে বহু দেবতা। সুতরাং এই খণ্ডে 'অথ' শব্দের দ্বারা 'দেবতাদের সংখ্যা বলার পর এইরূপ অর্থই হওয়া উচিত, তা না বলে "দেবতাদের বহুত্ব বলার পর" এইরূপ অর্থ (অথ শব্দের এইরূপ অর্থ) কেন বলা হচ্ছে? ইহার উত্তরে বলা হয়— দেবতাদের আকার সম্বন্ধে বিচার আত্মবিদ্‌গণের মতে হতে পারে না। কারণ আত্মবিদ্‌গণের মতে আত্মা বা পরমাত্মা নির্গুণ নিরাকার। তাঁর কোন আকার বা রূপ নাই। আর নিরুক্তকারদের মতেও দেবতাদের এই আকার সম্বন্ধে বিচার হতে পারে না। কারণ নিরুক্তকারদের মতে তিন দেবতা—অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য। ইঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষ। এদের মধ্যে বায়ু ত্বগিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ আর অগ্নিও সূর্য চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বিষয়ে সন্দেহ না থাকায় বিচারের প্রস্তাবনা হতে পারে না। সুতরাং অবশেষে পাওয়া গেল যে যাজ্ঞিকগণ বহু দেবতা স্বীকার করেন। তাহার মধ্যে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য প্রত্যক্ষ হলেও রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা প্রত্যক্ষ হন না। যাজ্ঞিকগণ বলেন বেদে দেবতাদের যত নাম অর্থাৎ শব্দ, দেবতারাও তত। সুতরাং ইন্দ্র, উপেন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনী, পূষা ইত্যাদি দেবতার আকার আছে কি না এই সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচার আরম্ভ করা হচ্ছে ॥ (ক) ॥

দেবতাদের আকার আছে কি না? এই একটি সন্দেহ। যাদের আকার [ এখানে আকার মানে রূপ ] থাকে তারা আবার দুই প্রকার— চেতন ও অচেতন। চেতন যেমন মানুষ প্রভৃতি আর অচেতন যেমন পাথর প্রভৃতি। এখানেও একটি সন্দেহ হয় দেবতারা 'চেতনাবান্‌ অথবা চেতনারহিত।' এই উভয় সন্দেহ দূর করবার জন্য এক দলের সিদ্ধান্ত বলছেন "পুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যেকং মতম্‌" ॥ (খ) ॥

[ দেবতাঃ ] [ দেবতারা ] পুরুষবিধাঃ [ পুরুষাকার অর্থাৎ মানুষের শরীরের মত শরীরবান্‌ ] স্যুঃ [ হন ] ইতি [ ইহা ] একম্‌ [ একটি মত ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—মানুষের শরীরের মত দেবতাদের শরীর—ইহা একটি মত ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—"পুরুষবিধাঃ স্যারিত্যেকম্" এই বাক্যের শেষে 'মন্ত্রেষু দর্শনম্' এই দুইটি পদ উহ্য করে নিতে হবে। তাতে অর্থ দাঁড়াবে যে—'মানুষের আকারের মত দেবতাদের আকার' এই একটি মত মন্ত্রে দেখা যায়। এখানে "পুরুষবিধাঃ" মানে "পুরুষপ্রকারাঃ "পুরুষবিগ্রহাঃ" এই কথা দুর্গাচার্য বলেছেন। পুরুষ বলতে এখানে মানুষকে বুঝান হয়েছে। অতএব "মানুষের আকার সদৃশ দেবতাদের আকার" এইরূপ পাওয়া গেল। মানুষের যেমন হাত, পা, মুখ ইত্যাদি আছে দেবতাদেরও সেইরূপ হাত, পা, মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে।' (খ) ॥

এই বিষয়ে হেতু বলছেন—"চেতনাবদ্বদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি" ॥ (গ) ॥

হি [ যেহেতু ] চেতনাবদ্বদ্ [ চেতনাবানের মত ] স্তুতয়ঃ [ মন্ত্রে স্তুতি সকল ] ভবন্তি [ আছে ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—যেহেতু মন্ত্রে চেতনাবানের মত দেবতাদের স্তুতিসকল আছে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বে বললেন যে—'একমতে দেবতাদের আকার মানুষের মত ইহা মন্ত্রে দেখা যায়।' তাতে প্রশ্ন হয়—'দেবতাদের আকার যে মানুষের মত' এ বিষয়ে হেতু অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু [ প্রমাণ ] কি ? তার উত্তরে এই সূত্রে বলছেন—লোকে রাজা বা বিশিষ্ট কোন মানুষকে যেমন স্তুতি করে সেইরূপ মন্ত্রে যে দেবতার স্তুতি আছে, সেখানেও সেইরূপ দেখা যায়. তার মানে কোন মানুষের শরীরের রূপ, মুখ, বাহু, হস্ত, পাদ ও গুণের প্রশংসা যেমন তাহার গুণমুগ্ধেরা করে থাকে, সেইরূপ মন্ত্রেও দেবতাদের বাহু, হস্ত, প্রভৃতির স্তুতি পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝা যায় যে দেবতাদেরও মানুষের মত হস্ত, পাদ, মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, মানুষের মত তাঁরাও পান, ভোজন করেন। অতএব দেবতারা আকার বিশিষ্ট। এখানে—'চেতনাবদ্বদ্' শব্দটি বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। প্রথমে 'চেতনা' শব্দের উত্তর প্রশস্ত চেতনা আছে যার বা যাদের এইরূপ অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় হল। মতুপ্ এর 'ম' স্থানে ব হল। ফলে 'চেতনাবৎ' শব্দ সিদ্ধ হল। যদিও কেবল 'অস্তি' অর্থাৎ তাহা ইহার আছে এইরূপ অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ের বিধান 'তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতিমতুপ্' [পা, ৫।২।৯৪] সূত্রে ; আছে তথাপি

সামান্যভাবে চেতনা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বৃক্ষ লতা প্রভৃতিরও আছে বলে, সেইরূপ চেতনাবান্ পশু, পক্ষী প্রভৃতির স্তুতি কোন মানুষ বা পশু, পাখী প্রভৃতিও করে না বলে 'চেতনাবানের মত দেবতাদের স্তুতি আছে' এই কথা সঙ্গত হয় না। এইজন্য "প্রশস্ত চেতনা আছে যার" এইরূপ অর্থে এখানে 'চেতনা' শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় বলতে হবে। এইরূপ অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ের কথা ব্যাকরণে আছে। 'ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ"॥ এখানে 'চেতনা' শব্দের অর্থ কি? তাহাও লক্ষণীয়। চেতনা শব্দের অর্থ যদি 'চৈতন্য' ধরা হয়, তাহলে সেই 'চৈতন্য' ব্রহ্মস্বরূপ বলে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ ছাঃ উঃ ] ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে সর্বব্যাপী চৈতন্য সর্বত্র থাকায় ইট পাথর প্রভৃতির মধ্যেও চৈতন্য থাকায় সেইরূপ চৈতন্যরূপ চেতনাবান্ বললে পশু, পাখী, ইট, পাথর প্রভৃতিকেও বুঝিয়ে যাবে। তাতে পুনরায় "চেতনাবানের মত দেবতার স্তুতি আছে," এই কথা অসঙ্গত হবে। যদি বলা হয় যে—সেই চৈতন্য প্রশস্ত আছে যার, এইরূপ প্রশস্ত অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় করে পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে বারণ [ ব্যাবৃত্তি ] করা যাবে তার উত্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মস্বরূপ চৈতন্য সর্বদা একরূপ নির্বিশেষ বলে তাতে প্রশস্ততা, অপ্রশস্ততা প্রভৃতি কোন বিশেষ না থাকায়, সেইরূপ চৈতন্যের দ্বারা কোন প্রাণীকে বারণ করা যাবে না। এখন যদি বলা যায় যে 'চেতনা' মানে বুদ্ধি। অমরকোশেও আছে "বুদ্ধির্মনীষা ধিষণা ধীঃ প্রজ্ঞা শেমুষী মতিঃ। প্রেক্ষোপলব্ধিশ্চিৎ সংবিৎ প্রতিপজ্‌জ্ঞপ্তিচেতনা।" এই বুদ্ধি প্রশস্ত আছে যার এইরূপ প্রশস্ত অর্থে মতুপ্ করলে প্রশস্ত বুদ্ধি মানুষের আছে, পশু প্রভৃতির নাই বলে তাদৃশ চেতনাবান্ বলতে মানুষকে বুঝাবে পশু প্রভৃতিকে বুঝাবে না। ইহার উত্তরে বলবো—হ্যাঁ, এই বুদ্ধি অর্থে চেতনা শব্দকে গ্রহণ করলে পূর্বোক্ত পশু, পক্ষী বারণ হবে ইহা ঠিক কথা। কিন্তু চেতনাবান্ চেতন ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লোকে জ্ঞানবান্ পদার্থেই প্রয়োগ করে। বুদ্ধি জ্ঞান নয়, কিন্তু বুদ্ধিও জড় পদার্থ। জ্ঞান হচ্ছে চৈতন্য বা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য। অতএব এখানে 'চেতনা' শব্দের অর্থ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা চৈতন্যভাস্য বুদ্ধি বলেই ধরতে হবে।

ইট, কাঠ, পাথরের বুদ্ধি নাই বলে চৈতন্যভাস্য বুদ্ধিও নাই। সুতরাং চেতনাবান্ বলতে ইট, কাঠ, পাথর ইত্যাদিকে আর ধরা যাবে না। পশু, পাখী প্রভৃতির বুদ্ধি আছে। অতএব চৈতন্যভাস্য বুদ্ধিও আছে। কিন্তু এখানে চৈতন্যভাস্য প্রশস্ত বুদ্ধি যার আছে, এইরূপ অর্থে মতুপ্ করায়, পশু প্রভৃতির প্রশস্ত বুদ্ধি না থাকায়, তারা আর এখানে 'চেতনাবান্' বলে গৃহীত হবে না। পরিশেষে ঐরূপ চেতনাবান্ বলতে মানুষকেই ধরা যাবে। এইভাবে 'চেতনাবৎ' শব্দের উত্তর 'চেতনাবতাম্ ইব' অর্থাৎ চেতনা-বানদের মত এইরূপ অর্থে 'বতি প্রত্যয় হয়। 'বতি প্রত্যয়ের 'ব' পরে থাকায় 'চেতনাবৎ' শব্দের 'ত' স্থানে দ্ হতে পারল। মত্বর্থ 'ব' পরে থাকলে 'ত' স্থানে 'দ্'-এর নিষেধ আছে। সুতরাং "চেতনাবদ্বৎ" শব্দ সিদ্ধ হল। অতএব প্রশস্ত চেতনাবান্ মানুষদের স্তুতির মত দেবতাদের স্তুতি আছে বলে দেবতারা মানুষের মত আকারবান্—ইহাই একদলের মত বলে সিদ্ধ হল ॥ (গ) ॥

মানুষের মত দেবতাদের আকারবত্ত্ব বিষয়ে অন্য প্রমাণ বলছেন—"তথাভিধানানি" ॥ (ঘ) ॥

তথা [ এবং ] অভিধানানি (দেবতাদের) পরস্পর কথনোপকথন ] [ ভবন্তি ] [ মন্ত্রে আছে ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ :—আর দেবতাদের পরস্পর কথনোপকথন আছে [ দেখা যায় ] [ বলে দেবতারা মানুষের মত বিগ্রহবান্ ] ॥ ( ঘ) ॥

মন্তব্য :—মানুষের মত দেবতাদের স্তুতি দেবতাদের বিগ্রহবত্ত্বে একটি জ্ঞাপকহেতু [ প্রমাণ ] বলা হয়েছে। এখন আর একটি জ্ঞাপকহেতু বলছেন 'তথাভিধানানি'। মানুষেরা যেরূপ পরস্পর পরস্পরকে বচন, প্রতিবচনের উপন্যাস করে; দেবতাদের মধ্যেও পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তি দেখা যায়। এই হেতু দেবতারা বিগ্রহবান্ ॥ (ঘ) ॥

দেবতাদের বিগ্রহবত্ত্বে আর এক হেতু বলছেন—'অথাপি পৌরুষবিধিকৈ রঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে" ॥ (ঙ) ॥

অথ অপি [ আরও ] পৌরুষবিধিকৈঃ [ মানুষ সম্বন্ধিসদৃশ ] অঙ্গৈঃ [ অঙ্গসমূহ দ্বারা ] সংস্তূয়ন্তে [ দেবতারা স্তুত হন ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—মানুষের যেরূপ অঙ্গ আছে, সেইরূপ অঙ্গের দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা হয় ও ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—দেবতাদের বিগ্রহবত্ত্ব বিষয়ে তৃতীয় জ্ঞাপকহেতু বলছেন—'অথাপি পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে'। "পুরুষস্য অয়ম্" এইরূপ অর্থে অণ্ প্রত্যয় করে 'পৌরুষ' শব্দ সিদ্ধ হল। তার মানে হল—পুরুষ অর্থাৎ মানুষ সম্বন্ধী। তারপর 'পৌরুষঃ বিধিঃ যেষু' অর্থাৎ মানুষ সম্বন্ধী বিধি ( প্রকার ) আছে যাহাদিগেতে এইরূপ অর্থে পৌরুষবিধিকৈঃ' শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হল—মানুষ সম্বন্ধী বিধি বা প্রকার যাহাদিগেতে আছে তাহারা। সেইরূপ "অঙ্গৈঃ" অর্থাৎ অঙ্গসমূহ দ্বারা। 'সংস্তূয়ন্তে' অর্থাৎ "দেবাঃ সংস্তূয়ন্তে" দেবতারা স্তুত হন। অতএব তাঁদের বিগ্রহ আছে ॥ (ঙ) ॥

কোথায় কিভাবে অঙ্গের দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে তাহার দৃষ্টান্তরূপে মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন—"ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ। যৎ সংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে॥" (চ) ॥

ইন্দ্র [ হে ইন্দ্র ] স্থবিরস্য তে [ প্রাচীন যে তুমি, সেই তোমার ] বাহূ [ বাহুদ্বয় ] ঋষ্বা [ দর্শনীয় অর্থাৎ মনোহর ]। মঘবন্ [ হে ইন্দ্র ] যৎ সংগৃভ্ণা [ অনন্ত দ্যু ও পৃথিবী লোককে তুমি যে গ্রহণ করেছ ] [ তাতে জ্ঞাপিত হয় ] তে [ তোমার ] কাশিঃ [ মুষ্টি ] ইৎ [ মহান্ ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ ঃ—হে ইন্দ্র। প্রাচীন তোমার বাহুদ্বয় মনোহর। হে ইন্দ্র! তুমি যে অসীম দ্যু ও পৃথিবীকে ধারণ করেছ, তার দ্বারা বুঝাচ্ছে তোমার মুষ্টি [ বাহু মুষ্টি ] মহান্ ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে দুই মন্ত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন যাস্কাচার্য। প্রথম অংশটিতে ইন্দ্রের বাহুদ্বয়ের প্রশংসা দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি, আর দ্বিতীয় অংশটিতে মঘবানের [ ইন্দ্রের ] মুষ্টির প্রশংসার দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে।

প্রথম মন্ত্রটির সম্পূর্ণ রূপ এই—"উরুং নো লোকমনুনেষি বিদ্বান্ সর্বজ্যোতিরভয়ং স্বস্তি। ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপস্থেয়াম শরণা বৃহন্তা"। [ ঋ, সং ৪।৭।৩১।৩ ]। ইহার অর্থ ঃ—হে ইন্দ্র।

তুমি সব জান, তুমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান অভয় বিশাল মঙ্গলাত্মক স্বর্গলোকে আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও। আমরা, প্রাচীন তোমার দর্শনীয়, বৃহৎ, আশ্রয়ণীয় হস্তদ্বয়ের সেবা করছি।"

মানুষের মত বাহু [ হস্ত ] মুণ্ডি প্রভৃতি থাকায় দেবতারা বিগ্রহবান্ এটাই তাৎপর্য ॥ (চ) ॥

দেবতাদের বিগ্রহবত্ত্ব বিষয়ে চতুর্থ হেতু বলছেন—"অথাপি পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈঃ" ॥ (ছ) ॥

অথ অপি [ আরও ] পৌরুষবিধিকৈঃ [ পুরুষসমন্বিতসদৃশ ] দ্রব্যসংযোগৈঃ [ দ্রব্যসংযোগের দ্বারা ] [ সংস্তূয়ন্তে ] [ দেবতারা স্তুত হন ] ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ :—আরও দেখা যায় যে মানুষেরা যেরূপ দ্রব্যসংযোগের দ্বারা বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ দেবতারাও দ্রব্যসংযোগবিশিষ্টরূপে স্তুত হন ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য :—দেবতাদের বিগ্রহবত্ত্বে চতুর্থ হেতু হল 'দ্রব্যসংযোগবত্ত্ব'। মানুষের যেরূপ গো, ভূমি, হিরণ্য প্রভৃতি দ্রব্যসংযোগ হয়, সেইরূপ দেবতাদেরও অশ্ব, রথ, হিরণ্য প্রভৃতি দ্রব্যসংযোগ হয়, সেইসব দ্রব্যের দ্বারা দেবতার স্তুতি সম্পাদিত হয় ॥ সুতরাং দেবতারা বিগ্রহবান্ ॥ (ছ) ॥

কোথায় কিরূপ দ্রব্যের সংযোগ দেবতাদের আছে তার দৃষ্টান্তরূপে মন্ত্রাংশ দুইটি উদ্ধৃত করছেন—"আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহি। কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে ॥ (জ) ॥ [ ঋ. সং ২।৬।২১।৪ ও ৩।৩।২০।১ ]

ইন্দ্র [ হে ইন্দ্র ] দ্বাভ্যাম্ হরিভ্যাম্ [ দুইটি অশ্বের সাহায্যে ] আ যাহি [ আগমন কর ]। তে [ তোমার ] গৃহে [ গৃহে ] কল্যাণীঃ [ মঙ্গলময়ী ] জায়া [ স্ত্রী ] সুরণম্ [ রমণীয় দ্রব্যসমূহ ] [ অস্তি ] আছে ॥ (জ) ॥

অনুবাদ :—হে ইন্দ্র ! তুমি দুইটি অশ্বের সাহায্যে ( আমাদের যজ্ঞে ) আগমন কর। তোমার গৃহে মঙ্গলময়ী জায়া ও রমণীয় দ্রব্যসমূহ আছে ॥ (জ) ॥

মন্তব্য :—মানুষের যেমন অশ্ব, হিরণ্য, স্ত্রী প্রভৃতি উপকরণীভূত দ্রব্য

থাকে, এখানে মন্ত্রাংশ দুইটিতে সেইরূপ দেবতাদেরও অশ্ব, রথী ও দ্রব্যাদি উপকরণের সম্বন্ধ দেখান হয়েছে। অতএব দেবতারা বিগ্রহবান্ ॥ (জ) ॥

দেবতাদের বিগ্রহবত্ত্বে পঞ্চম হেতু বলছেন —"অথাপি পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিঃ" ॥ (ঝ) ॥

অথ অপি [ আরও ] পৌরুষবিধিকৈঃ [ পুরুষসম্বন্ধি সদৃশ ] কর্মভিঃ [ কর্মসমূহ দ্বারা ] [ সংস্তূয়ন্তে ] [ দেবতারা স্তুত হন ] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ ঃ—আরও দেখা যায় যে মানুষেরা যেরূপ কর্ম করে থাকে, সেইরূপ কর্মের দ্বারা দেবতারা স্তুত হন ॥ (ঝ) ॥

মন্তব্য ঃ—মানুষ পান, ভোজন, গমন, শ্রবণ প্রভৃতি কর্ম করে থাকে। বেদের মন্ত্রে দেখা যায় যে দেবতারাও ঐরূপ পান, ভোজন, গমন, শ্রবণ প্রভৃতি কর্ম করেন। সুতরাং পৌরুষবিধিকৈঃ অর্থাৎ মানুষসম্বন্ধিসদৃশ "কর্মভিঃ" কর্মসকল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দেবতাদের বিগ্রহ আছে ॥ (ঝ) ॥

কোথায় কিভাবে দেবতাদের পান, ভোজন প্রভৃতি কর্ম উল্লিখিত আছে ? তার দৃষ্টান্তের জন্য মন্ত্রাংশদ্বয় উদ্ধৃত করছেন—"অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য [ঋ. সং ৮।৬।২১।২ ]। আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্ [ঋ. সং ১।১।২০।৩ ] ॥ (ঞ) ॥

ইন্দ্র [ হে ইন্দ্র ] প্রস্থিতস্য [ উপস্থাপিত হবিদ্রব্যের অংশ ] অদ্ধি [ ভক্ষণ কর ] চ [ এবং ] পিব [ পান কর ]। শ্রুৎ কর্ণ [ হে শ্রবণ সমর্থ কর্ণ যুক্ত ] হবম্ [ আমাদের আহবান ] আশ্রুধি [ সম্যগ্‌ভাবে শ্রবণ কর ] ॥ (ঞ) ॥

অনুবাদ ঃ—হে ইন্দ্র ! আমাদের উপস্থাপিত [ প্রদত্ত ] হবিদ্রব্য ভোজন কর ও পান কর, হে শ্রবণ সমর্থ শ্রোত্র বিশিষ্ট ! আমাদের আহবান সম্যগ্‌ভাবে শ্রবণ কর ॥ (ঞ) ॥

মন্তব্য ঃ—যাস্কাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত দুইটি মন্ত্রাংশে দেবতাদের ভোজন, পান ও শ্রবণ কর্মের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। মানুষের মত যখন দেবতারাও কর্ম করেন তখন সেই কর্মোপযোগী দেহ ও ইন্দ্রিয় দেবতাদের আছে ইহাই প্রমাণিত হয়। প্রথম মন্ত্রটির সম্পূর্ণরূপ এই—"ইদং হবির্মঘবন্ তুভ্যং রাতং প্রতি সম্রাড্ হৃণানো গৃভায়। তুভ্যং সুতো মঘবন্ তুভ্যং পক্বোঽদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য ॥ [ ঋ. সং ৮।৬।২১।২ ]। ইহার

অর্থঃ—'হে ইন্দ্র! এই হবিঃ তোমার উদ্দেশ্যে পূর্বেই মনে মনে প্রদত্ত হয়েছে। হে সম্রাট্! এখন তুমি ক্রুদ্ধ না হয়ে উহা প্রীতি গ্রহণ কর। হে মঘবন্! তোমার উদ্দেশ্যে এই সোমরস নিষ্কাশিত হয়েছে; এই পুরোডাশ পাক করা হয়েছে। তুমি এই পুরোডাশ ভক্ষণ কর এবং হবির্ধানের উত্তরবেদিতে প্রস্থাপিত সোম পান কর॥" দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্পূর্ণরূপ এই 'আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূচিদ্দধিস্ব মে গিরঃ। ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরম্।।" [ঋ. সং ১।১।২০।৩]। ইহার অর্থঃ—হে শ্রবণসমর্থকর্ণ বিশিষ্ট ইন্দ্র। আমাদের আহ্বান সম্যগ্ভাবে শীঘ্র শ্রবণ করে চিত্তে ধারণ কর। হে ইন্দ্র। আমার এই স্তোত্ররূপ বাক্যসমূহ পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম কর।'

উক্ত দুইটি মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে—তিনি যেন সেই স্তুতি শ্রবণ করেন বা আহ্বান শ্রবণ করেন। শ্রবণ করে সোমরস পান করেন। পুরোড়াশ ভক্ষণ করেন। এবং স্তোত্র শ্রবণ করে তাহা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই যে শ্রবণ, ভক্ষণ, পান, মনে মনে হৃদয়ঙ্গম করা—এই কর্মগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও মন না থাকলে সম্ভব নয়। অতএব দেবতাদের সেই শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি আছে। সুতরাং তাঁরা মানুষের মত বিগ্রহবান্ [শরীরধারী]। ইহাই এঁদের মত রূপে যাস্কাচার্য বললেন॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদাদি।

---

## ৭।২।২ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ

"অথাকারচিন্তনং দেবতানাম্"। আহ—মহাভাগ্যাদ্দেবতায়া বিকরণধর্মিত্বাদনিয়ম আকারে, অথ নিয়মঃ? নন্বৈশ্বর্যব্যাঘাতান্মহাভাগ্যাদ্দেবতায়া ইত্যেতদ্ ব্যাহন্যতে তস্মাদাকারচিন্তনং দেবতানামিত্যেতদনারভ্যম্? উচ্যতে—আরভ্যমেব। প্রকৃতিসত্তামনপেক্ষ্য বিকরণং নাম দেবতাধর্মো নাস্তি, তস্মাৎ প্রকৃতিশ্চিন্ত্যতে দেবতায়াঃ। অপি চ যত এবেশ্বরাঃ দেবাস্তত

এবোভয়ভাবিত্বাৎ কিমাকারবত্ত্বং স্বভাবো দেবতায়াঃ অথবা নিরাকারবত্ত্বম্ ? ইতি সতত্ত্বপরিজ্ঞানায় চিন্ত্যতে।

অস্তু তাবদিয়ং চিন্তা, কিমিদমবিশেষেণ পক্ষত্রয়স্যাশ্চিন্তায়াঃ বিষয়ঃ, উত বা কস্মিংশ্চিদেবৈকস্মিন্ পক্ষে দ্বয়োর্বৈতচ্চিন্ত্যতে ইতি ?

ইহ তাবদাত্মবিদামেক আত্মা স প্রাগ্বিকারাপত্তেঃ সন্মাত্রঃ উদস্তসর্বাকৃতিঃ, সর্গস্থিত্যোরুপাত্তসর্বাকৃতিঃ, তদেবমসাবনাকৃতিঃ সর্বাকৃতির্বা, ইত্যনাস্পদভূতোঽস্যাশ্চিন্তায়া আত্মবিৎপক্ষঃ।

অথ পুনর্যদাসাবুপাত্তত্রিস্থানাবস্থো নৈরুক্তপক্ষাভিমতমগ্নিবায়ুসূর্যভাবং বিভর্তি, তদাপি প্রত্যক্ষত্বাদবিষয়ত্বমস্যাশ্চিন্তায়াঃ।

প্রত্যক্ষত্বাত্তেষামপৌরুষবিধ্যস্য তৎপক্ষেঽপ্যাকারচিন্তাবিষয়াভাবাদুদস্যত এব।

অথ পুনর্যাজ্ঞিকানাং যাবদভিধানং দেবতাপক্ষবাদিনাম্ অগ্নিবায়ুসূর্যাভিধানানি প্রত্যক্ষার্থাভিসম্বন্ধীনি, জাতবেদোরুদ্রেন্দ্রপর্জন্যাশ্বিপ্রভৃতীন্যপ্রত্যক্ষার্থাভিসম্বন্ধীনি, শব্দমাত্রং প্রত্যক্ষম্। অভিধানানাং লোকে দৃষ্টমাকৃতিপদার্থবত্ত্বম্, অনাকারার্থবত্ত্বঞ্চ। রুদ্রেন্দ্রাদীনাং শব্দানাং মন্ত্রগতানাং লৌকিকৈর্মনুষ্যাদিশব্দৈর্বায়ব্বাত্মাকাশাদিভির্বাভিধানত্বং তুল্যম্। তত্রৈতদ্ভবতি, অপ্রত্যক্ষত্বাদ্রুদ্রাদ্যভিধানানামর্থস্য—কিন্তু খল্বমী রুদ্রাদিশব্দাঃ মনুষ্যাদিশব্দবদাকারবদর্থেননানার্থবন্তঃ উত বায়ব্বাত্মাকাশাদিশব্দবদনাকারেণ ইতি ?

এবমস্যামস্যাশ্চিন্তায়া যাজ্ঞিকপক্ষো বিষয়ঃ "অপি বা পৃথগেব স্যুঃ"—ইতি। অতএব যাজ্ঞিকপক্ষাদনন্তরমিদমারব্ধম্—'অথাকারচিন্তনং দেবতানাম্' ইতি।

কিমাকারস্য চিন্ত্যতে—কিমস্তি উত নাস্তি? ইতি। যদ্যস্তি কীদৃশঃ? ইহ দ্বিবিধা আকারিণোঽর্থাঃ—চেতনাশ্চাচেতনাশ্চ। তত্র চেতনা মনুষ্যাদয়ঃ, অচেতনাশ্চ পাষাণাদয়ঃ। তত্রৈতদ্ ভবতি কিমমী মনুষ্যাদিবচ্চেতনা উত পাষাণাদিবদচেতনা দ্রব্যমাত্রম্ ? ইত্যপোদ্ধৃত্য সংশয়ঃ।

তদ্ব্যুদাসায় পক্ষঃ পরিগৃহ্যতে—"পুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যেকম্" ইতি।

মন্ত্রপ্রত্যয়মস্তিত্বং দেবতায়া অভ্যুপগতম্, 'যৎকাম' ইত্যুপক্রম্য তদ্দেবতঃ স মন্ত্রো ভবতীতি। সতি হি দেবতাস্তিত্বে তদ্দেবত্বং মন্ত্রস্য, যদি চৈবমাকারোঽপি তৎপ্রত্যয় এব ভবিতুমর্হতি। অস্তি চেদং পৌরুষবিধ্যং মন্ত্রেষু দেবতাসম্বন্ধীনি, যত উচ্যতে—'পুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যেকম্।' মন্ত্রেষু দর্শনম্ ইতি বাক্যশেষঃ। 'পুরুষবিধাঃ' পুরুষপ্রকারাঃ, পুরুষ বিগ্রহা ইত্যর্থঃ।

কোঽত্র হেতুঃ? 'চেতনাবদ্বদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি ইতি। হিশব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাচ্চেতনাবতামিব স্তুতয়ো মন্ত্রা অভিধায়কা ভবন্তি। পূর্বো বর্তিমর্থ্বর্থে, উত্তরস্তুল্যার্থে, তস্মাৎ পুরুষাকারবিগ্রহা ইতি।

ননু চৈতন্যমপুরুষাকারবিগ্রহাণামপি গবাদীনামস্তি। ন, নাস্তি। ন তু তে বিবেকক্ষমা আসন্নচেতনাঃ। লোকেঽপি যস্য হিতাহিতবিবেক লক্ষণং বিশিষ্টং সংবিজ্ঞানং ন ভবতি, তমধিকৃত্য ব্রুবতে, নিশ্চেতনোঽয়মিতি। এবমেতে চ গবাদয়ঃ সত্যপি চৈতন্যে আসন্নচেতনবত্ত্বান্ন বিদুঃ শ্বস্তনম্, ন লোকালোকাবিতি জ্ঞায়তে, তস্মাদচেতনা ইবোপেক্ষ্যন্তে। পুরুষস্তু বেদ শ্বস্তনম্, বেদ লোকালোকৌ, মর্ত্যেনামৃতমীপ্সতীতি। তস্মাদ্ধিতাহিতপরিজ্ঞানাৎ পৌরুষবিধ্যস্যৈব সিষাধয়িষিতত্বাদনপেক্ষ্য সামান্যং বিশিষ্টচৈতন্যঃ পুরুষো নিয়ম্যতে। যথৈব চেতয়মানা অর্থান্ পুরুষাঃ শ্রূয়ন্তে, তথৈব দেবতা অপি তস্মাৎ 'পুরুষবিধাঃ স্যুঃ' ইত্যুপপন্নম্।

'তথাভিধানানি' যথৈব পৌরুষবিধ্যমুপপদ্যতে চেতনাবৎ সদৃশ স্তুতিভিঃ তৎপ্রতি তাঃ কারণং ভবতি, তথৈব সংবাদসূক্তেষু পরস্পরমভি-ধানানি উক্তপ্রত্যুক্তানি সম্বদ্ধার্থানি পরস্পরতঃ কয়াশুভীয়াদিষু কুতস্ত্ব-মিন্দ্রেত্যেবমাদীনি, তস্মাৎ পৌরুষবিধ্যং দেবতানাম্।

অথাপ্যয়মপরো হেতুঃ পৌরুষবিধ্যে দেবতানাম্—'পৌরুষবিধিকৈ-রঙ্গৈঃসংস্তূয়ন্তে'। পৌরুষবিধ্যত্বে যান্যঙ্গানি, তৈঃ সংস্তূয়ন্তে তদ্যথা —'ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ' 'যৎসংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে।'

'উরুংনো লোকমনুনেষি বিদ্বান্ সবর্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি। ঋষ্বা ত

ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপস্থেয়াম শরণা বৃহন্তা ॥' [ ঋ. সং ৪।৭।৩১।৩ ]

ইতি।

শংযোরার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। ঐন্দ্রী একাদশিন্যামৈন্দ্রস্য পশোর্বপায়া যাজ্যা। 'উরুং' বিস্তীর্ণম্। 'লোকং' যঃ ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'অনুনেষি' অনুনয়সি, যেন সুকৃতেন কর্মণা গচ্ছতাং গমনানুগ্রহে বর্তসে। 'স্বর্জ্যোতিঃ' আদিত্যসমানং প্রকাশেন লোকম্। 'অভয়ম্' 'স্বস্তি' ক্ষেম্যায়নায়। তস্য 'তে' তব, বয়ম্ 'ইন্দ্র' 'ঋষ্বা' ঋষ্বৌ এতৌ রেষণৌ শত্রূণাম্ 'স্থবিরস্য' মহতঃ 'বাহূ' হস্তৌ বৃহন্তৌ 'শরণা' শরণৌ আশ্রয়ণীয়ৌ নিত্যম্ উপস্থেয়াম' উপতিষ্ঠেমেত্যেতদাশাস্মহে।

'যৎসংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে' [ ঋ. সং ৩।২।১৫ ] ইতি। ব্যাখ্যাত শেষঃ।

এবমস্মিন্ মন্ত্রদ্বয়ে বাহুমুষ্টিসম্বন্ধদর্শনাৎ স্তুত্যস্যেন্দ্রস্য পৌরুষবিধ্যম্। অন্যথা হি বিতথাভিধানত্বং মন্ত্রয়োঃ, তথা চ সত্যানর্থক্যং মন্ত্রাণাম্, সর্বেষাং শাস্ত্রাণাং চ তদর্থ লক্ষণভূতানাম্ তস্মা ভূদিত্যবশ্যমেবেষ্টব্যং পৌরুষবিধ্যং দেবতানামিতি।

'অথাপি' অয়মপরো হেতুঃ পৌরুষবিধ্যে দেবতানাম্ 'পৌরুষবিধিকৈঃ দ্রব্যসংযোগৈঃ' তদ্ যথা 'আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহি' 'কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে।'

'আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহ্যাচতুর্ভিরা ষড়্ভিহূয়মানঃ। অষ্টাভিদশভিঃ সোমপেয়ময়ং সুত সুমখ মা মৃধস্ক ॥'' [ ঋ. সং ২।৬।২১।৪ ]

ইতি। গৃৎসমদ ঋষিঃ। ঐন্দ্রী। ত্রিষ্টুপ্। হে ভগবন্। 'ইন্দ্র'। যদি তাবৎ তব দ্বৌ হরী সন্নিহিতৌ, ততস্তাবেব রথে যুক্ত্বা, তাভ্যাং 'হরিভ্যাম্' 'আয়াহি'। অথ চত্বারঃ ততস্তৈঃ 'চতুর্ভিঃ' অথ ষট্, ততস্তৈ 'ষড়্ভিঃ' 'আয়াহি'। ইদং 'সোমপেয়ং' সোমপানকর্মপ্রতি। কিম্? ইতি। এবং ব্রূমহে, 'অয়ং' 'সুতঃ' সোমোঽভিষুতঃ ত্বদর্থম্' স ত্বং হে 'সুমখ' সুধন! মা কেনচিৎ 'মৃধঃ' সংগ্রামং 'কঃ' কার্ষীঃ' অবিলম্বিতমাগচ্ছেত্যভিপ্রায়ঃ।

'অপাঃ সোমমস্তমিন্দ্র প্রযাহি কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে। যত্রা

রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো দক্ষিণাবৎ ॥' [ ঋ. সং ৩।৩।২০।১ ] ইতি। বিশ্বামিত্রস্যার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। হারিযোজনস্যানুবাক্যা। হে ভগবন্। 'ইন্দ্র' 'অপাঃ' পীতবানসি 'সোমম্' এতস্মিন্ কর্মণি। স ত্বং পুনঃ 'অস্তং' গৃহং 'প্রযাহি' যস্মাৎ তব 'কল্যাণীঃ জায়াঃ' 'তব' 'বৃহতঃ' চ রথস্য 'নিধানং' রথশালা, 'বিমোচনং' চ 'বাজিনং' জিত্বা সংগ্রামমাগতস্য, 'দক্ষিণাবৎ' অন্যদপি 'সুরণং' যদ্ যদ্ রমণীয়ং তত্তৎ সর্বং 'তে' এব 'গৃহে' বর্তন্তে। তস্মাৎ পুনরস্তং প্রযাহি।

এবমেতয়োঃ মন্ত্রয়োর্হরিগৃহজায়ারথাভিসম্বন্ধাৎ পৌরুষবিধ্যামিন্দ্রস্য, ন হ্যপৌরুষবিধ্যে সতি সম্বন্ধো জায়াদিভিরস্তি। 'অথাপি' অন্যমপরো হেতুঃ পৌরুষবিধ্যে। কতমঃ? 'পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিঃ' সংস্তূয়ন্তে দেবতাঃ। তদ্ যথা—'অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য' আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্।'

'ইদং হবির্মঘবন্ তুভ্যং রাতং প্রতি সম্রাড়্হৃণানো গৃভায়। তুভ্যং সুতো মঘবন্ তুভ্যং পক্বোঽদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য ॥' [ ঋ, সং ৮।৬।২১।২ ] ইতি। অগ্নিষুতো নাম স্থূরপুত্রঃ, তস্যার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। ঐন্দ্রী। হে 'মঘবন্' ইন্দ্র! 'ইদং' 'হবিঃ' আজ্যাদিকম্। তুভ্যং রাতং' মনসাস্মাভিঃ নিরুপ্তম্, পূর্বং নির্বপণাদৌ সংস্কারকালে। তদিদানীং হে 'সম্রাট্' 'অহ্রণানঃ' অহ্রণম্ 'প্রতিগৃভায়' প্রতিগৃহাণ। অপি চ 'তুভ্যং' ত্বদর্থমেবায়ং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ। অপি চ হে 'মঘবন্' ত্বদর্থমেবৈষঃ পুরোডাশঃ 'পক্বঃ'। স ত্বমস্য সোমস্য 'প্রস্থিতস্য' 'অদ্ধি পিব চ' স্বমংশমিতি শেষঃ।

'আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ। ইন্দ্র স্তোমমিমংমম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরম্ ॥' [ ঋ. সং ১।১।২০।৩ ] ইতি। মধুচ্ছন্দস আর্ষম্। অনুষ্টুপ্। ঐন্দ্রী। শ্রোতারৌ যস্য কর্ণৌ অপ্রতিহতশ্রবণৌ সর্বত্র, স ভবতি শ্রুৎকর্ণঃ, তস্য সম্বোধনম্—হে 'শ্রুৎকর্ণ' 'আ' আভিমুখ্যেন 'শ্রুধি' শৃণু, ত্বম্ 'হবম্' আহ্বানমস্মাকমু। শ্রুত্বা চ 'নু চিৎ' পুরাণ ইব 'দধিষ্ব' ধারয়স্ব, এতাঃ অস্মদ্ 'গিরঃ' হৃদয়েন। কিঞ্চ হে ভগবন্ ইন্দ্র! 'মম' 'ইমং স্তোমম্' 'যুজঃ' ত্বদ্‌যুক্তস্য ত্বাং প্রত্যাদৃতস্য পুনঃ পুনরপি ব্রুবতঃ 'কৃষ্ব' কুরুষ্ব শ্রোতুম্ 'অন্তরম্' ক্ষণমিত্যর্থঃ।

এবমনয়োর্মন্ত্রয়োরধ্যাশংশুহীতি আমন্ত্রণপূর্বকাদরশ্রবণপূর্বকো বিনিয়োগঃ, স ন সম্ভবত্যপৌরুষবিধ্যে। ন হি গবাদয়োঽধ্যাশংশুহীত্যুক্তাঃ কিঞ্চিৎ প্রপদ্যন্তে। তস্মাৎ কার্যকরণসন্নিবেশো মনুষ্যবদ্দেবতানাম্, কার্যকরণাপেক্ষং চ বিজ্ঞানম্ তদেবমেতেভ্যো মন্ত্রদর্শনেভ্য স্থিতং পৌরুষবিধ্যং মন্ত্রদেবতানামামিতি ॥ ৭।২।২ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

# অথ দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডঃ [ মূলম্ ]

অপুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যপরম্ ॥ (ক) ॥ অপি তু যদ্ দৃশ্যতেঽপুরুষবিধং তদ্ যথাগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ পৃথিবী চন্দ্রমা ইতি ॥ (খ) ॥ যথো এতচ্চেতনাবদ্বদ্ধিস্তুতয়ো ভবন্তীত্যচেতনান্যপ্যেবং স্তূয়ন্তে যথাক্ষপ্রভৃতীন্যোষধিপর্যন্তানি ॥ (গ) ॥ যথো এতৎপৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তইত্যচেতনেষ্বপ্যেতদ্ ভবত্যভিক্রন্দন্তি হরিতেভিরাসভিঃ' [ ঋ. সং ৮।৪।২৯।২ ] ইতি গ্রাবস্তুতিঃ ॥ (ঘ) ॥ যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈর্দ্রব্যসংযোগৈরিত্যেতদপি তাদৃশমেব 'সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনম্ [ ঋ. সং ৮।৩।৭।৪ ] ইতি নদীস্তুতিঃ ॥(ঙ)॥ যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিরিত্যেতদপি তাদৃশমেব 'হোতুশ্চিৎ পূর্বে হবিরদ্যমাশত' [ ঋ. সং ৮।৪।২৯।২ ] ইতি গ্রাবস্তুতিরেব ॥ (চ) ॥ অপি বোভয়বিধাঃ স্যুঃ ॥ (ছ) ॥ অপি বা পুরুষবিধানামেব সতাং কর্মাত্মান এতে স্যুর্যথা যজ্ঞো যজমানস্য ॥ (জ) ॥ এষ চাখ্যানসময়ঃ ॥ (ঝ) ॥ ৩ । (৭) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডঃ, সমাপ্তঃ দ্বিতীয়পাদশ্চ [ মূলম্ ] ।

---

## বিবৃতি

অপুরুষবিধাঃ [ মানুষের আকারের মত আকারবান নয় ] স্যুঃ [ হয় ] ইতি [ ইহা ] অপরম্ [ অপর ] [ দর্শনম্ ] [ মত ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—দেবতারা মানুষের আকারের মত আকারবান্ নয়—ইহা অপর মত ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্ব খণ্ডে দেবতারা মনুষ্যাকার বলে একদলের মত বলা হয়েছে। এই খণ্ডে প্রথমে অপর দলের মত বলছেন—'অপুরুষ···অপরম্'। অর্থাৎ মানুষের মত দেবতাদের আকার নাই' ইহাই অপরের মত। উক্ত বাক্যের শেষে 'দর্শনম্' এই পদটির উহ করে নিতে হবে। এই দলের বক্তব্য হচ্ছে মন্ত্রে 'অক্ষ' [ পাশা ] 'ওষধি' প্রভৃতির স্তুতি দেখা যায়। অক্ষ, ওষধি প্রভৃতির মনুষ্যাকার অসম্ভব। তারপর অগ্নি, সূর্য, বায়ু, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা প্রত্যক্ষ। ইহাদের যে মানুষের মত আকার নাই, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই সকল দেবতাদের দৃষ্টান্তে 'ইন্দ্র, রুদ্র, প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ দেবতাদেরও মনুষ্যাকারতা নাই ইহাই বলতে হবে। ফলত সব দেবতাই মনুষ্যাকাররহিত ॥ (ক) ॥

অপি তু [ কিন্তু ] যদ্ দৃশ্যেত [ যে দেবতারা প্রত্যক্ষ ] তদ্ [ সেই দেববৃন্দ ] অপুরুষবিধম্ [ মনুষ্যাকাররহিত ] যথা [ যেমন ] অগ্নিঃ বায়ু আদিত্যঃ পৃথিবী চন্দ্রমাঃ ইতি [ অগ্নি, বায়ু, সূর্য, পৃথিবী চন্দ্র ইত্যাদি ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—কিন্তু যে সকল দেবতাকে দেখা যায় সেই দেববৃন্দ মানুষের আকারশূন্য, যেমন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—অগ্নি, বায়ু, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র—এইসব দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ইহাদের মানুষের মত শরীর নাই, তাহা প্রত্যক্ষ। ইহাদের দৃষ্টান্তে যেসকল দেবতা প্রত্যক্ষ হয় না, তাদেরও মনুষ্যের মত শরীর নাই ইহা অনুমিত হয়ে যায়। তবে যে মন্ত্রে ইন্দ্রাদির বাহু, মুষ্টি ইত্যাদির বর্ণনা আছে, তাহা রূপক কল্পনা বুঝতে হবে ইহাই অপর দলের মত ॥ (খ) ॥

যথো এতৎ [ ( যথা উ এতৎ ) আর যে বলা হয়েছিল ] চেতনাবদ্ বদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি ইতি [ চেতনাবান্ মানুষকে যেরূপ স্তুতি করা হয়, সেইরূপ দেবতাদেরও স্তুতি আছে বলে দেবতারা মনুষ্যাকার ] [ চেতনাবৎস্তুতির-হেতুঃ [ চেতনাবানের স্তুতি দেবতাদের মনুষ্যাকারত্বের প্রতি অহেতু ] [ যতঃ ] [ যেহেতু ] অচেতনানি অপি এবং স্তূয়ন্তে [ অচেতন পদার্থ সকল ও মানুষের মত স্তুত হয় ] যথা [ যেমন ] অক্ষপ্রভৃতীনি ওষধিপর্যন্তানি

[ পাশা, রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে ধান, যব, ওষধি পর্যন্ত ( স্তুত হয় ) ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—দেবতাদের পুরুষাকারতাবাদীরা যে বলেছিল, চেতন-মানুষের স্তুতির মত দেবতাদের স্তুতি আছে বলে দেবতারা মনুষ্যাকার, সেইহেতু অহেতু। যেহেতু অচেতন পদার্থ সকলও চেতনের মত স্তুত হয়, যেমন অক্ষ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে ওষধি পর্যন্ত [ স্তুত হয়েছে ]॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—দেবতাদের মনুষ্যাকারবাদীরা পূর্বে বলেছিলেন যে, মানুষকে যেরূপ স্তুতি করা হয়, সেইরূপ দেবতাদেরও স্তুতি করা হয় বলে দেবতারা মনুষ্যাকারবিশিষ্ট। তাঁহাদের অনুমানটি এইরূপ—দেবতা [ পক্ষ ] মনুষ্যাকারবান্ [ সাধ্য ] মনুষ্যবৎস্তুত্যত্ব হেতুক। মনুষ্যাকাররাহিত্য-বাদীরা ইহার খণ্ডন করছেন,—এঁরা বলছেন অচেতন অক্ষাদিরও স্তুতি আছে। তার মানে দেবতা [ পক্ষ ] মনুষ্যাকারবান্ নয়, অচেতনস্বরূপে স্তুত্যত্ব হেতুক। অক্ষ প্রভৃতি যে অচেতন, তাহা সকলেই জানেন। সেই অচেতন, স্তুত হয়েছে। এই অক্ষাদি দেবতাতে, মনুষ্যবৎ স্তুত্যত্ব হেতুটি নাই বলে, উক্ত হেতুটি ভাগাসিদ্ধ হল। যদি বলা যায়, অপরবাদীর 'অচেতনস্বরূপে স্তুত্যত্ব' হেতুটিও ভাগাসিদ্ধ, কারণ ঐ হেতুটি চেতন মনুষ্যাকার দেবতাতে নাই। তার উত্তরে তাঁরা বলবেন—চন্দ্র সূর্যাদি প্রত্যক্ষ দেবতাতে যে মনুষ্যাকারত্ব নাই তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলে, মনুষ্যা-কারতার অভাববানেও যে, মনুষ্যবৎ স্তুত্যত্ব রূপ হেতু তাহা বাধিত হেতু বলে, যেসব অদৃশ্য দেবতাতে মনুষ্যাকার স্তুতি, তাকে রূপক কল্পনা বলেই বুঝে নিতে হবে। ফলত মনুষ্যবৎ স্তুত্যত্ব হেতুটি দুষ্ট হেতু। তার দ্বারা দেবতার মনুষ্যাকারতার অনুমান হতে পারে না। অপরবাদীর অচেতনবৎস্তুত্যত্ব হেতুটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ অচেতন পদার্থরূপে দেবতাতে বিদ্যমান বলে মনুষ্যাকারতাশূন্যত্ব সাধ্য সাধনে নির্দুষ্ট হওয়ায় অপ্রত্যক্ষ দেবতাতে মনুষ্যাকারতাশূন্যত্ব, ঐ হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং সব দেবতাই মনুষ্যাকারশূন্য—ইহাই অপরবাদীর মত।

যথো এতৎ [ আর যে বলা হয়েছে ] পৌরুষবিধিকৈঃ অঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্ত ইতি [ মানুষের মত অঙ্গের দ্বারা দেবতার স্তুতি করা হয় বলে দেবতারা

মানুষাকার ] [ উক্ত হেতু ব্যভিচারী, যেহেতু ] অচেতনেষু অপি এতৎ ভবতি [ অচেতন পদার্থসমূহেও এইরূপ স্তুতি হয় ] [ যথা ] [ যেমন ] হরিতেভিঃ [ হরিদ্বর্ণ ] আসভিঃ [ মুখের দ্বারা ] অভিক্রন্দন্তি [ সোমপায়ি-গণকে আহবান করে ] ইতি গ্রাবস্তুতিঃ [ এইরূপ পাথরকে স্তুতি করা হয়েছে ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—আর যে একীয় পক্ষেরা বলেছিলেন মানুষের মত অঙ্গের দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা হয় বলে দেবতারা মনুষ্যাকারবিশিষ্ট, সেইখানে একীয় পক্ষের হেতুটি ব্যভিচারী, যেহেতু অচেতন পদার্থ-সকলকে ঐরূপ স্তুতি করা হয় যেমন—(পাথর সকল) হরিদ্বর্ণ (সবুজ রং-এর) মুখের দ্বারা সোমপায়িগণকে আহবান করে'—ইত্যাদি বাক্যে পাথরের স্তুতি করা হয়েছে ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—একীয় পক্ষেরা বলেছিলেন—মানুষের যেমন হস্তপদাদি অঙ্গ আছে, দেবতাদেরও সেইরূপ অঙ্গের বর্ণনা করে, মন্ত্রে সেই অঙ্গের দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা হয় বলে দেবতারা মনুষ্যাকার বিশিষ্ট। এই একীয় পক্ষের সংক্ষেপে অনুমানটি এইরূপ—দেবতা [ পক্ষ ] মনুষ্যাকারবান্ [ সাধ্য ] মনুষ্যাঙ্গসদৃশ, অংগবত্ত্বরূপে স্তুত্যত্ব হেতুক। অপরবাদী ইহার খণ্ডনে বলছেন—একীয় পক্ষের উক্ত হেতুটি ব্যভিচারী। কারণ অচেতন পাথর প্রভৃতিরও স্তুতি মন্ত্রে দেখা যায়। তাহলে অচেতন পাথরে, মনুষ্যাকারবত্ত্বরূপে সাধ্য নাই, অথচ মনুষ্যাঙ্গসদৃশ অংগবত্ত্বরূপে স্তুত্যত্ব হেতুটি আছে বলে হেতুটি ব্যভিচারী হল। সুতরাং ঐ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা দেবতার মনুষ্যাকারবত্ত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধ হবে না। যদি বলা যায় অচেতন পদার্থে কোথায় মনুষ্যাঙ্গবিশিষ্টরূপে স্তুতি আছে, তার উত্তরে বলেছেন—'অভিক্রন্দন্তি......বাসভিঃ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রে সবুজ রং-এর মুখের দ্বারা পাথর সোমপায়ীদিগকে আহবান করছে এইরূপ বর্ণিত আছে। 'মুখ' মানুষের অঙ্গ। সেই মনুষ্যাংগবিশিষ্টরূপে স্তুত্যত্ব পাথরে থাকল। অথচ পাথরের যে মনুষ্যাকার নাই, তাহা সর্বসিদ্ধ। প্রস্তরের স্তুতিবোধক মন্ত্রটি সম্পূর্ণ এইরূপ—"এতে বদন্তি শতবৎ সহস্রবদাভিক্রন্দন্তি হরিতেভিঃ-রাসভিঃ। বিষ্টবী গ্রাবাণঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া হোতুশ্চিৎ পূর্বে হবিরদ্য-

শ্বাশত ॥" [ ঋ, সং ৮।৭।২৯।২ ] ইহার অর্থ :—এই পাথরেরা ( সোমের অভিষব কর্ম করতে করতে ) বলছে—একশত মানুষ যেরূপ শব্দ করে, এক হাজার অর্থাৎ অসংখ্য মানুষ যেরূপ শব্দ করে, পাথরেরা সেইরূপ চীৎকার করে বলছে,—সোমসংযোগবশত সবুজবর্ণ মুখের দ্বারা সোমপানকারীদিগকে আহবান করছে—'এস আমরা সোমরস নিষ্কাশন করেছি,—পান কর'। পাথরের যে ব্যাপ্তি, সেই শোভন কর্মের দ্বারা ইহারা [ পাথরেরা ] শোভন কর্মের কর্তা হয়ে, অগ্নিরূপ হোতারও পূর্বে এই ভক্ষণীয় সোমরূপ অন্ন ভক্ষণ করছে।'

অচেতন প্রস্তরেরও চেতনের মত মুখরূপ অঙ্গের দ্বারা স্তুতি করা হয়েছে। অতএব মানুষের মত দেবতার আকার থাকতে পারে না। পাথরের অঙ্গ নাই, ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং মন্ত্রে যে সব স্থলে মানুষের অঙ্গের মত অঙ্গের বর্ণনা করা হয়েছে, তাহা রূপক কল্পনা বলেই বুঝতে হবে। তাহলেই সিদ্ধ হল কোন দেবতাই মনুষ্যাকার নয়—ইহাই অপর দলের মত ॥ (ঘ) ॥

যথো এতৎ [ আর যে বলা হয়েছে মানুষের যেরূপ দ্রব্যসংযোগ থাকে সেইরূপ দ্রব্যসংযোগের দ্বারা দেবতা স্তুত হন বলে দেবতারা মনুষ্যাকৃতি, তাহাও ঠিক নয় ] [ যেহেতু ] পৌরুষবিধিকৈ র্দ্রব্যসংযোগৈঃ ইতি এতৎ অপি [ মনুষ্যসম্বদ্ধি দ্রব্যসংযোগ দ্বারা ইহাও ] তাদৃশমু এব [ রূপক মাত্রই ]। সিন্ধুঃ [ নদী ] সুখম্ [ সুখকর ] অশ্বিনম্ [ অশ্বযুক্ত ] যুযুজে [ যোজনা করেছিল ] ইতি [ এইরূপ ] নদীস্তুতিঃ [ নদীর স্তুতি আছে ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ :—আর যে দেবতার মনুষ্যাকারত্ববাদী বলেছিলেন মানুষের মত দ্রব্যসংযোগের দ্বারা দেবতা স্তুত হন বলে, দেবতারা মনুষ্যাকার ইহাও ঠিক নয়। যেহেতু মানুষসম্বন্ধিদ্রব্যসংযোগসদৃশ দ্রব্যসংযোগ দ্বারা ইহাও রূপকই। যেমন 'নদী অশ্বযুক্ত সুখকর রথ যোজনা করেছিল' এইরূপ নদীর স্তুতি আছে।। (ঙ)।।

মন্তব্য :—যাঁরা দেবতাগণকে মনুষ্যাকার বলেন, তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন, মানুষের যেমন অশ্ব, রথ প্রভৃতি দ্রব্য থাকে, সেইরূপ দ্রব্যসংযোগ দ্বারা দেবতাদের স্তুতি দেখা যায় বলে দেবতারাও মনুষ্যাকার। ইঁহাদের এই

যুক্তি খণ্ডনের জন্য অপরবাদী অর্থাৎ যাঁরা দেবতাকে অমনুষ্যাকার বলেন তাঁরা বলছেন—"যথো......নদী স্তুতিঃ"। অর্থাৎ দেবতাদের মুখ প্রভৃতি অঙ্গকল্পনা যেমন রূপকমাত্র, কেন না অচেতন পাথরের বর্ণনা আছে। পাথরের মুখ নাই, তথাপি মন্ত্রে যে মুখের বর্ণনা তাহা রূপকমাত্র। সেইরূপ দ্রব্যসংযোগ দ্বারা যে দেবতার স্তুতি সেখানেও দেবতাদের দ্রব্যসংযোগ তাহা রূপক মাত্র। যেমন মন্ত্রে অচেতন নদীর রথসংযোগের বর্ণনা আছে। নদীর রথযোজনা সম্পূর্ণ রূপক ছাড়া কখনও বাস্তব হতে পারে না। সেইরূপ যে ইন্দ্রাদির জায়া, রথ প্রভৃতি দ্রব্যসংযোগ তাহাও রূপকমাত্র। সুতরাং দেবতারা মনুষ্যাকার নয়। নদীর রথ যোজন বোধক সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ—"সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ। মহান্ হ্যস্য মহিমা পণস্যতেহ দব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্সিনঃ।" [ ঋ, সং ৮।৩।৭।৪ ]। ইহার অর্থঃ—"নদী অশ্বযুক্ত, লোকের সুখকর রথযোজনা করেছিল। সেই রথের দ্বারা অন্ন উৎপাদন করেছিল। সে যেখানে যেখানে গিয়েছিল সেইখানে সেইখানে ব্রীহি প্রভৃতি অন্ন উৎপাদন করেছিল। যেহেতু, রথ এই যুদ্ধে [ বা যজ্ঞে ] অন্ন উৎপাদন করেছিল সেইহেতু স্তুতিকারিগণ, অপরের দ্বারা অহিংসিত, নিজের অধীন কীর্তিমান্ শব্দকারী সেই রথের মহিমার স্তুতি করে।।" (ঙ) ।।

যথা এতৎ পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিঃ ইতি [ আর যে বলা হয়েছিল মানুষের কর্মসদৃশ কর্মের দ্বারা দেবতারা স্তুত হন বলে দেবতারা মনুষ্যাকার ] এতৎ অপি [ ইহাও ] তাদৃশম্ এব [ সেইরূপ রূপক কল্পনাই ] 'হোতুশ্চিৎ' [ হোতার অর্থাৎ অগ্নিরও ] পূর্বে [ পূর্ববর্তী ] অদ্যং হবিঃ [ ভক্ষণীয় হবি ] আশত [ ভক্ষণ করে ( পাথরেরা ) ] ইতি গ্রাবস্তুতিরেব [ এইরূপ পাথরের স্তুতি আছে ] ।। (চ) ।।

অনুবাদ ঃ—আর যে দেবতার মনুষ্যাকারবাদীরা বলেছিলেন মানুষের কর্মের মত কর্মের দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করা হয় বলে দেবতারা মনুষ্যাকার, ইহাও সেইভাবে রূপক কল্পনাই। যেহেতু 'পাথরেরা হোতা অগ্নিরও পূর্ববর্তী ভক্ষণীয় হবি ভক্ষণ করে' এইরূপ পাথরের স্তুতি আছে ।। (চ ।।

মন্তব্য ঃ—দেবতার মনুষ্যাকারবাদীরা পূর্বে বলেছিলেন মন্ত্রে "হে ইন্দ্র

হবি ভক্ষণ কর, পান কর। হে ইন্দ্র আহ্বান শ্রবণ কর" এইরূপে মানুষের কর্মের মত দেবতার ভক্ষণাদি কর্ম বর্ণিত আছে বলে, দেবতারা মনুষ্যাকার। ইহার খণ্ডনে দেবতার অমনুষ্যাকারবাদীরা বলছেন—'যথো...আশত' ইতি গ্রাবস্তুতিরেব" মন্ত্রে অচেতন পাথর প্রভৃতিরও কর্মের বর্ণনা আছে। অচেতন পাথর প্রভৃতি কর্ম করতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রে পাথর প্রভৃতির কর্ম রূপক কল্পনা মাত্র। এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য স্থলে দেবতার কর্ম বর্ণনা ও রূপক মাত্রই। অতএব দেবতা মনুষ্যাকার নয়।। (চ)।।

যাস্কাচার্য দুইবাদীর দুই প্রকার মত বলে এখন তৃতীয়বাদীর মত বলছেন —"অপি বোভয়বিধাঃ স্যুঃ" ।। (ছ)।।

অপি বা [ অথবা ] উভয়বিধাঃ [ দেবতারা মনুষ্যাকার এবং অমনুষ্যাকার এই উভয় প্রকার ] স্যুঃ [ হতে পারেন ]।। (ছ)।।

অনুবাদ ঃ—অথবা দেবতারা মনুষ্যাকার এবং মনুষ্যাকার নয় এই উভয় প্রকার হতে পারেন।। (ছ)।।

মন্তব্য ঃ—একদল বাদীর মত হচ্ছে দেবতারা মনুষ্যাকার। ইঁহাদের মত ৭।২।২ খণ্ডে বলা হয়েছে। আর একদল বাদীর মত, দেবতারা মনুষ্যাকার নয়। ইঁহাদের মত এই ৭।২।৩ খণ্ডে বলা হল। এখন তৃতীয় বাদীর মত বলছেন—"অপি বোভয়বিধাঃ স্যুঃ"। এই তৃতীয় বাদীরা বলেন মন্ত্রে দেবতার মনুষ্যাকারের প্রতি যেমন হেতু বর্ণিত আছে, সেইরূপ 'মনুষ্যাকার নয়' ইহার প্রতিও হেতু বর্ণিত আছে। অতএব উভয় পক্ষে উভয় প্রকার হেতুর প্রামাণ্য আছে বলে দেবতারা মনুষ্যাকারও বটে, আবার অমনুষ্যাকারও বটে। তার মানে যেসব মন্ত্রে দেবতার মনুষ্যাকার সাধক হেতুর বর্ণনা আছে, সেইসব দেবতা মনুষ্যাকার। আর যে সকল মন্ত্রে দেবতার অমনুষ্যাকারের হেতু বর্ণিত, সেই সকল দেবতা মনুষ্যাকার নয়।। (ছ)।

চতুর্থ বাদীর মত বর্ণনা করছেন—"অপি বা পুরুষবিধানামেব সতাং কর্মাত্মান এতে স্যুর্যথা যজ্ঞো যজমানস্য" ।। (জ)।।

অপি বা [ অথবা ] পুরুষবিধানাম্ [ মনুষ্যাকারদের ] সতাম্ [ বিদ্যমানদের বা সৎদের ] এব [ ই ] এতে [ অমনুষ্যাকারেরা ] কর্মাত্মানঃ [ কর্ম

স্বরূপ অথবা কর্মার্থক অঙ্গ ] যথা [ যেমন ] যজ্ঞঃ [ যাগ ] যজমানস্য [ যজমানের কর্মস্বরূপ ]।। (জ) ।।

অনুবাদ ঃ—অথবা মনুষ্যাকারে সৎ দেবতাগণেরই এই অমনুষ্যাকারেরা কর্মার্থক অঙ্গ। যেমন যজ্ঞ যজমানের কর্মস্বরূপ ।। (জ) ।।

মন্তব্য ঃ—চতুর্থবাদীদের মত হচ্ছে—দেবতারা মনুষ্যাকার। মনুষ্যাকার-রূপে বিদ্যমান দেবতাদের, কর্ম করবার জন্য অমনুষ্যাকারগুলি অঙ্গস্বরূপ। ঐ সব অমনুষ্যাকার অঙ্গ বা শরীর দ্বারা মনুষ্যাকার দেবতারা কর্ম করেন। তাঁরা দৃষ্টান্ত হিসাবে বলেন—যেমন যজমানের কর্ম হচ্ছে যজ্ঞ : যজ্ঞ যেমন যজমানের কর্ম, ঐ যজ্ঞের দ্বারা যজমান নিজের অঙ্গকে ও আত্মাকে সংস্কৃত করে ; সেইরূপ মনুষ্যাকার দেবতারা পাথর প্রভৃতি অমনুষ্যাকার কর্মাত্মা অর্থাৎ কর্মার্থক অঙ্গের দ্বারা কর্ম করেন। এখানে দৃষ্টান্তটি এইভাবে ধরতে হবে। নতুবা 'যজ্ঞ' যেমন যজমানের কর্ম, সেইরূপ ক্ষিতি, জল, প্রভৃতি মনুষ্যাকার দেবতার কর্ম এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ জল, অগ্নি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদার্থগুলি দ্রব্য, উহা 'কর্ম' নয়। অতএব এখানে কর্মাত্মা' মানে কর্মার্থক আত্মা অর্থাৎ শরীর বা অঙ্গ ।। (জ) ।।

এষ চ [ ইহাই অর্থাৎ জল, অগ্নি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জড় পদার্থগুলি মনুষ্যাকার বা চেতন দেবতার কর্মের জন্য শরীর বা অঙ্গ এই মতটি ( চতুর্থ মত ) ] আখ্যানসময়ঃ [ পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাসের সিদ্ধান্ত ]।। (ঝ) ।।

অনুবাদ ঃ—মনুষ্যাকার বা চেতন দেবতাদের ; ক্ষিতি, জল, অগ্নি প্রস্তর, নদী প্রভৃতি জড় পদার্থগুলি কর্মের জন্য শরীর বা অঙ্গ এই চতুর্থ মতটি পুরাণাদিশাস্ত্র ও ইতিহাস অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতাদির সিদ্ধান্ত ।।(ঝ)।।

মন্তব্য ঃ—"আখ্যায়তে অনেন" অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা দেবতাদির আখ্যায়িকা বলা হয়—এইরূপ অর্থে এখানে 'আখ্যান' বলতে পুরাণসমূহ এবং ইতিহাস অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতকে বুঝানো হয়েছে। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে নানাপ্রকার আখ্যায়িকা দ্বারা তত্ত্ব বুঝানো হয়েছে। এই জন্য ঐসব শাস্ত্র 'আখ্যান' নামে কথিত। সেই "আখ্যানের" 'সময়ঃ'

সময় মানে সিদ্ধান্ত এখানে। কারণ সময় শব্দের এক অর্থ সিদ্ধান্ত। যথা অমরকোষ 'সময়াঃ শপথাচারকালসিদ্ধান্তসংবিদঃ' অর্থাৎ শপথ, আচার, কাল, সিদ্ধান্ত ও প্রতিজ্ঞা এইগুলি সময় শব্দের অর্থ।

যাইহোক পুরাণ মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে দেবতারা মনুষ্যাকার। এখানে 'মনুষ্যাকার'—ইহার অর্থ দেবতারা চেতন: তাঁদের প্রত্যেকের এক একটি নির্দিষ্ট শরীর আছে। সেইরূপ শরীরবান্ চেতন হয়েও তাঁরা অমনুষ্যাকার অর্থাৎ জড় পাথর প্রভৃতি দেহধারণ করতে পারেন; সেই সব জড় পদার্থরূপ দেহের দ্বারা তাঁরা কর্ম সম্পাদন করেন। কর্ম সম্পাদন করবার জন্যই তাঁদের দেহ বা অঙ্গ হল অমনুষ্যাকার জড় ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, নদী, পাথর প্রভৃতি। এই মতটি বেদব্যাস তাঁর ব্রহ্মসূত্রেও উল্লেখ করেছেন। "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" [ব্রঃ সূঃ ২।১।৫] অর্থাৎ—চেতন ও অচেতন এই রূপ পদার্থদ্বয়ের বিশেষ বা ভেদনির্দেশ আছে বলে এবং মন্ত্র, অর্থবাদ, পুরাণাদিশাস্ত্রে সর্বত্র চেতন দেবতা, অচেতনে অনুগত বলে 'মৃত্তিকা বলিল' 'জল বলিল' ইত্যাদি রূপে যে নির্দেশ শাস্ত্রে আছে তাহা অভিমানী [তত্তৎ অচেতন পদার্থে অভিমানী] দেবতার নির্দেশ। মোট কথা চেতন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তত্তদ্ জড়পদার্থ রূপ দেহে অভিমান করে, সেই দেহের দ্বারা কার্য করেন স্তোতৃবৃন্দকে বর দেন। যজ্ঞে হবি ভক্ষণ করেন ইত্যাদি। এই মত গ্রহণ করলে বিদেশীরা বা বিধর্মীরা যে হিন্দুদের উপর কুসংস্কারের নিন্দা দেয়, তাহা তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বলেই প্রমাণিত। হিন্দুরা যে পাথরকে পূজা করে তাহা পাথরের পূজা নয় কিন্তু প্রস্তরের অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতাকেই তারা পূজা করে। গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি নদীগুলি চেতন দেবতার দেহস্বরূপ। চেতন গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি দেবতার পূজাই করে হিন্দুরা। সেই চেতন দেবতারই স্তব পাঠ করে। মহাভারতের আদিপর্বে আছে অগ্নি ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করে বাসুদেব ও অর্জুনের নিকট খাণ্ডব বন যাচ্ঞা করেছিলেন এবং পুরুষরূপ ধারণ করে ঐ বন দগ্ধ করেছিলেন। সেখানে অগ্নিরূপ চেতন দেবতা ব্রাহ্মণশরীর বা পুরুষশরীরে যাচ্ঞা কর্ম বা দাহ কর্ম করেছিলেন। অন্যান্য পুরাণে আছে পৃথিবী স্ত্রীরূপ ধারণ

করে ব্রহ্মার নিকট তার ভার দূর করবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এখানে পৃথিবী দেবতা চেতন ; তিনি স্ত্রী রূপ দেহের দ্বারা প্রার্থনা কর্ম করেছিলেন। এই হেতু যাস্কাচার্য বললেন এই মতটি আখ্যানের সিদ্ধান্ত। দুর্গাচার্য চারটি মতের সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন দেবতাদের মহৎ ঐশ্বর্য অর্থাৎ যোগবিভূতি আছে বলে তাঁরা মনুষ্যাকার হতে পারেন, আবার অমনুষ্যাকার হতে পারেন। আবার উভয় রূপ হতে পারেন, আবার চেতন অধিষ্ঠাত্রী হয়ে অচেতন দেহ দ্বারা কর্মও করতে পারেন। এইভাবে উক্ত চারিটি মত (১) দেবতারা মনুষ্যাকার, (২) অমনুষ্যাকার, (৩) উভয়াকার, (৪) কর্মের জন্য মনুষ্যাকার ও অমনুষ্যাকার, এই চারিটি মত অবিরোধী। দ্রষ্টব্য এই যে উক্ত চারটি মতে কিন্তু দেবতা চেতনই। অমনুষ্যাকার ধারণ করেন চেতন দেবতাই। অতএব আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতাভিমানীরা যে দেবতাকে জড় জ্যোতিঃস্বরূপ বলে তাহা, তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই ॥ (ঝ)॥ ৭।২।৩ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ড ও দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত [ মূল ]।

## ৭।২।৩ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ

"অপুরুষবিধাঃ স্যুঃ ইত্যপরম্" দর্শনমিতি বাক্যশেষঃ। তদুক্তম্ অপাঞ্চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্মণো বর্ষকর্ম জায়তে, তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি ইতি বিজ্ঞায়তে। তদাহুঃ 'নৈতদস্তি যদ্দেবাসুরম্' ইতি। 'ন ত্বং যুযুৎস' ইত্যপি চৈতদুক্তমেব।

'অপি তু যদ্দৃশ্যতে' দেবানাং কিঞ্চিৎ 'অপুরুষবিধম্' অপুরুষপ্রকারং তদিত্যর্থঃ। তদ্ যথা অগ্নিঃ বায়ুঃ, আদিত্যঃ, চন্দ্রমাঃ' ইতি। প্রত্যক্ষত এতান্যপুরুষপ্রকারাণি ইত্যেতেষামতোহন্যথাভ্যুপগমে দৃষ্টহানিঃ স্যাৎ, ন চৈতদিষ্টম্। তস্মাদপুরুষবিধা অগ্ন্যাদয়ঃ, তৎসামান্যাদদৃষ্টা ইন্দ্রাদয়োহ পুরুষবিধাঃ। ন হি মনুষ্যত্বে তুল্যে কেচিদাকারিণঃ কেচিদনাকারিণ ইতি। তথৈব দেবতানামপি হি ন্যায়ঃ। তস্মাদপুরুষবিধা ইতি।

যথো এতৎ চেতনাবদ্বৎ হি স্তুতয়ো ভবন্তি ইতি অচেতনান্যপি এবং

স্তূয়ন্তে যথা অক্ষপ্রভৃতীনি ওষধিপর্যন্তানি তস্মাৎ চেতনাবৎস্তুতিমন্ত্রমহেতুঃ পৌরুষবিধ্যে দেবতানাম্, অচেতনেষ্বপ্যক্ষাদিষু চেতনাবৎস্তুতে দৃষ্টত্বাদিতি।

'যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে ইতি' অয়মপ্যহেতুঃ ব্যভিচরিতত্বাৎ, অচেতনেষ্বপি এতদ্ ভবতি, তদ্ যথা 'গ্রাবস্তুতিঃ'।

'এতে বদন্তি শতবৎ সহস্রবদভিক্রন্দন্তি হরিতেভিরাসভিঃ। বিষ্টবী গ্রাবাণঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া হোতুশ্চিৎ পূর্বে হবিরদ্যমাশত' [ ঋ. সং ৮।৪। ২৯।২ ] ইতি। অর্বুদস্যার্ষম্। জগতী। গ্রাবস্তুতিঃ। 'এতে' গ্রাবাণঃ অভিষবকর্ম কুর্বাণাঃ 'বদন্তি' কথম্? 'শতবৎ' শতমিব। 'সহস্রবৎ' সহস্রমিব। শব্দবাহুল্যাভিপ্রায়ম্ 'অভিক্রন্দন্তি' আহ্বয়ন্তি সোমপাতৄন্ আগচ্ছতাস্মাভিরভিষুতং সোমং পাতুমিতি। 'হরিতেভিঃ' সোমসংসর্গাৎ হরিদ্বর্ণৈঃ 'আসভিঃ' আস্যৈঃ। তত্র যা ইয়ং 'বিষ্টী' ব্যাপ্তি গ্রাব্ণাম্, এতয়া 'সুকৃত্যা' শোভনয়া ক্রিয়য়া। এতে 'সুকৃতঃ' শোভনস্য কর্মণঃ 'হোতুঃ চিৎ পূর্বে' হোতুরপি অগ্নেঃ, মানুষহোতুর্বা পূর্বং প্রথমতরম্, 'হবিঃ' এতৎ সোমাখ্যম্, 'অদ্যম্' অদনীয়ম্ 'চাশত' অশ্নন্তি। অভিষবে সোমসংযোগমাত্রমশনমুপচর্যতে গ্রাব্ণাম্। তস্মাদপৌরুষবিধ্যমিতি। ন হি গ্রাব্ণাম্ যথাভূতান্যাস্যানি সন্তি, যৎ সংযোগেন চ স্তূয়ন্তে। তদ্বদিন্দ্রাদীনামপ্যযথাভূতৈর্বাহুমুষ্ট্যাদিভিঃ স্তুতিঃ স্যাৎ। তস্মাদহেতুরয়ং যৎ পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে' ইতি। তস্মাদপুরুষবিধাঃ।

'যথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈঃ দ্রব্যসংযোগৈঃ ইতি, এতদপি তাদৃশমেব' ঔপচারিকম্, রূপকমাত্রমিত্যর্থঃ। যথৈব হি আস্যাদিকল্পনা দৃষ্টব্যভিচারিত্বাৎ গ্রাবপ্রভৃতিষু ন সম্ভবতি রূপকমাত্রং স্তুত্যর্থং সঙ্কল্পতো বাহনাদিকার্যসিদ্ধিঃ, এবং হরিরথজায়াদিস্তুতয়ো রূপকমাত্রমিতি। অপি চ 'সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনম্ ইতি নদীস্তুতিঃ', ন চাস্যাং স্তুতৌ যথাভূতার্থযোপপত্তিরস্তি অসম্ভবাৎ। কথমসম্ভবঃ? ন হ্যুদকাত্মিকায়া নদ্যা বহন্ত্যা রথেঽবস্থানং সম্ভবতি।

'সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ। মহান্ হ্যস্য মহিমা পনস্যতেঽদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্সিনঃ।' [ ঋ. সং ৮।৩।

৭।৪ ] ইতি। সিন্ধুক্ষিৎ নাম প্রিয়মেধসঃ পুত্রঃ তস্যেয়মার্ষম্। জগতী। নদীস্তুতিঃ। 'সুখং' সুখহেতুং লোকস্য, 'রথং' রংহণমুদকম্ যুযুজে' যুক্তবতী 'সিন্ধুঃ' নদী 'অশ্বিনম্' অশনেন ব্যাপনেন তদ্বন্তম্ উদকরথম্। 'তেন' 'বাজম্' অন্নম্ 'সনিষৎ' সম্ভজনবতী উৎপাদিতবতী। 'অস্মিন্' 'আজৌ' সংগ্রামে যতো যতো গচ্ছতি, তত্র স্ততো ব্রীহ্যাদি অন্নম্ অভিনিষ্পাদয়তীত্যর্থঃ। যস্মাচ্চায়মুদকরথোঽন্নমভিনিষ্পাদয়তি তস্মাৎ তস্য মহান্' 'মহিমা' মহাভাগ্যং 'পনস্যতে' স্তূয়তে স্তোতৃভিঃ। 'অদব্ধস্য' অনুপহিংসিতস্য স্বযশসঃ' স্বায়ত্তকীর্তেঃ, 'বিরপ্শিনঃ' বিরপণশীলস্য শব্দকারিণ ইত্যর্থঃ। রথমিব অশ্বিনমিতি কেচিৎ।

অদেবমাদিষ্বসম্ভবাৎ মুখ্যার্থকল্পনায়াঃ, সর্বত্র রূপকপ্রবাদাঃ স্তুতয়ঃ ইত্যুপেক্ষ্যম্।

'অথো এতৎ পৌরুষবিধিকৈঃ কর্মভিঃ ইতি এতৎ অপি তাদৃশম্ এব —"হোতুশ্চিৎ পূর্বে হবিরদ্যমাশত" [ ঋ, সং ৮।৪।২৯।২ ] ইতি অশনশক্তি ক্রিয়য়া গ্রাবাণঃ স্তূয়ন্তে, ন চ পুনর্গ্রাব্ণাং যথাভূতমশনমস্তি। তস্মাদিদমপি রূপকমেব। "এতে বদন্তি" ইত্যত্র ব্যাখ্যাতম্। 'অপি বা উভয়বিধাঃ স্যুঃ'। উভয়হেতুপ্রামাণ্যাৎ।

'অপি বা পুরুষবিধানামেব সতাম্' পৃথিব্যাদীনাম্ 'কর্মাত্মান এতে স্যুঃ' অপুরুষবিধাঃ ক্ষিতিজলাদয়ঃ। পরে তু অধিষ্ঠাতারঃ পুরুষবিগ্রহাঃ; এবমুভয়োঃ প্রত্যক্ষাগময়োরপ্যনুগ্রহঃ কৃতো ভবিষ্যতি। 'যজ্ঞো যজমানস্য' কর্মাত্মা ইদমেতেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়তে, ইদমেতেনাঙ্গমুপচীয়ত ইতি সংস্কৃতমমুস্মিন্ লোকে পরৈঃ ইতি ইতি চ বিজ্ঞায়তে।

'এষ চ আখ্যানসময়ঃ'। ভারতে চাখ্যানসময় এষ এব সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। পৃথিবী স্ত্রীরূপেণ ভারাবতারণায় ব্রহ্মাণং যযাচে। অগ্নিশ্চ ব্রাহ্মণরূপেণ বাসুদেবার্জুনাবুভৌ খাণ্ডবং যযাচে। পুরুষরূপেণাগ্নিরূপেণ চ খাণ্ডবং দদাহ ইত্যেবমাদি।

তদেতচ্চতুর্ধা ভিদ্যতে। (১) পৌরুষবিধ্যম্, (২) অপৌরুষবিধ্যম্, (৩) কর্মাত্মোভয়বিধ্যম্, (৪) নিত্যমৌভয়বিধ্যমেবেতি। সর্বং চৈতদুপপদ্যতে, মহাভাগ্যে সুতৌষ্বর্যাৎ, কথমিব দেবতা ন স্যাৎ, অমূর্তা,

মূর্ত্যা, একধা, দ্বিধা, বহুধা চেতি। যথা তু বর্তমানামপশ্যন্ মন্ত্রদৃশঃ তথা তথা অব্রুবন্, সর্বথৈবাদোষঃ, ফলদর্শনাৎ। নানাবস্থাদর্শনবদাখ্যাতৃণাং পরিদেবনা নিন্দাদিষ্বপি চেন্দ্রাদীনাং কামকারতস্তদ্রূপমবাপ্তানাং সা সা স্তুতিরেব, ন নিন্দা। উক্তঞ্চ হীনা ন নিন্দা স্তুতিরেব সাহস্যা দেবান্ মর্ত্যঃ সম্যগভিষ্টুয়াৎ কঃ। শক্তিক্ষয়েঽপ্যধ্যবস্যন্তি শিষ্টাঃ স্তোতুং ন পশ্যন্তি গতিং যতোঽন্যাম্ ॥ ইতি ॥ ৭।২।৩ ॥

ইতি নিরুক্তবৃত্তৌ সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদস্য তৃতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ।

## দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে
### প্রথমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

তিস্র এব দেবতা ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ তাসাং ভক্তিসাহচর্যং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ (ক) ॥ অথৈতান্যগ্নিভক্তীন্যয়ং লোকঃ, প্রাতঃসবনং, বসন্তো, গায়ত্রী, ত্রিবৃৎস্তোমো, রথন্তরং সাম, যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ প্রথমে স্থানে অগ্নায়ী পৃথিবী ইলা ইতি স্ত্রিয়ঃ ॥ (খ) ॥ অথাস্য কর্ম-বহনং চ হবিষাম্, আবাহনং চ দেবতানাম্, যচ্চ কিঞ্চিদ্দার্ষ্টিবিষয়িকমগ্নি কর্মৈব তৎ ॥ (গ) ॥ অথাস্য সংস্তবিকা দেবাঃ, ইন্দ্রঃ সোমো বরুণঃ পর্জন্য ঋতবঃ ॥(ঘ)॥ আগ্নাবৈষ্ণবং চ হবিনর্ত্বৃক্ সংস্তবিকী দশতয়ীষু বিদ্যতে ॥ (ঙ) ॥ অথাপ্যাগ্নাপৌষ্ণং হবি নর্তু সংস্তবঃ ॥ (চ) ॥ তত্রৈতাং বিভক্তস্তুতিমৃচমুদাহরন্তি ॥ (ছ) ॥

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে প্রথমখণ্ডস্য মূলম্।

---

## বিবৃতি

তিস্রঃ এব দেবতাঃ [ তিনজনই দেবতা ] ইতি পুরস্তাৎ উক্তম্ [ ইহা পূর্বে ( সপ্তমাধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের প্রথমখণ্ডে ) বলা হয়েছে ] তাসাম্ [ সেই তিনজন দেবতার ] ভক্তিসাহচর্যম্ [ ভাগ ও সহচারিতত্ত্ব ] ব্যাখ্যাস্যামঃ [ বিশেষভাবে বলব ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—তিনজনই দেবতা ইহা পূর্বে [ ৭।২।১ ] খণ্ডে বলা হয়েছে। সেই তিন দেবতার ভাগ ও সহচরিতত্ত্ব বিবৃত করব ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—দৈবতকাণ্ডের [ সপ্তমাধ্যায়ের ] দ্বিতীয়পাদের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছিল অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র ও সূর্য—এই তিনজনই দেবতা। অবশ্য এই মতটি নিরুক্তকারদের মত। যাস্কাচার্যও নিরুক্তকার বলে তিনি

বলছেন—'তিনজনই দেবতা' ইহা পূর্বে বলেছি। প্রসঙ্গক্রমে আত্মবিদের মত যাজ্ঞিকদের মত বলে—তারপর পুরুষাকারত্ব, অপুরুষাকারত্ব ইত্যাদি চিন্তা করা হয়েছে। তাতে নিরুক্তকারের 'তিনজনই দেবতা' এই প্রস্তাব [অধিকারটি] ব্যবহিত হয়ে গেছিল। এখন যাস্কাচার্য সেই তিনজন দেবতার বিশেষ বলবার জন্যও সেই তিনজনের স্মরণ করবার জন্য বলছেন —"তিস্র এব দেবতা ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ" উঁহাদেরই বিশেষ বলতে ইচ্ছা করে বলছেন—"তাসাং ভক্তিসাহচর্যং ব্যাখ্যাস্যামঃ" অর্থাৎ সেই তিনজনের ভক্তি ও সাহচর্য বিবৃত করব। এখানে ভক্তি মানে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য—ইঁহাদের প্রত্যেকে যে যে লোক প্রভৃতিকে নিজের ভাগ বলে মনে করেন অথবা লোক প্রভৃতি যে যে অগ্নি, প্রভৃতি ভজনা করেন অর্থাৎ নিজেদের সহিত সম্বন্ধ বলে মনে করেন। মোটকথা—অগ্নির সহিত যে লোক প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেই লোক প্রভৃতি হল—অগ্নিভক্তি অর্থাৎ অগ্নির ভাগ। এইরূপ যে লোকাদি পদার্থের সহিত ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেই লোকাদি পদার্থ হল ইন্দ্রভক্তি বা ইন্দ্রের ভাগ। এইরূপ সূর্যের সহিত যেসকল পদার্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সেইসব পদার্থ হল সূর্যভক্তি বা সূর্যের ভাগ। আর সাহচর্য মানে সহচরিতত্ব অর্থাৎ যে যে দেবতার সহিত অগ্নি স্তুত হন, সেই সেই দেবতার সহিত অগ্নির সাহচর্য ও সূর্যের সাহচর্য বুঝতে হবে। এই ভক্তি ও সাহচর্য বলার অভিপ্রায় এই যে—এমন অনেক মন্ত্র আছে যাতে অগ্নি বা ইন্দ্র বা সূর্যের বোধক পদ নাই, তাতে সেই সেই মন্ত্রের দেবতা কে? তাহা জানা কঠিন হয়ে উঠে, সেইসব মন্ত্রে ভক্তি ও সাহচর্যের দ্বারা দেবতার নির্ণয় হয়॥ (ক)॥

কোন্ কোন্ দেবতার কোন্ কোন্ ভক্তি অর্থাৎ ভাগ, তাহাই এখন বলছেন:—"অথৈতান্যগ্নিভক্তীনি অয়ং লোকঃ প্রাতঃসবনং বসন্তো গায়ত্রী ত্রিবৃৎস্তোমো রথন্তরং সাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ প্রথমে স্থানে অগ্নায়ী পৃথিবীলেতি স্ত্রিয়ঃ॥" (খ)॥

অথ [এখন] এতানি [এইগুলি (পরে বলা হচ্ছে যাহা)] অগ্নি ভক্তীনি [অগ্নির ভক্তি অর্থাৎ ভাগ,—অগ্নি সম্বন্ধী। অয়ং লোকঃ [এই

পৃথিবী লোক ] প্রাতঃসবনম্ [ প্রাতঃকালীন সোমাভিষবাদি ] বসন্তঃ [ বসন্ত ঋতু ] গায়ত্রী [ গায়ত্রী ছন্দঃ ] ত্রিবৃৎস্তোমঃ [ তিন পর্যায়ে গীত ত্রিবৃৎস্তোম ] রথন্তরং সাম [ রথন্তর নামক সাম ] চ [ এবং ] প্রথম স্থানে [ পৃথিবী স্থানে ] যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ [ যে সকল দেবতা কথিত হয়েছেন ] অগ্নায়ী পৃথিবী ইলা ইতি স্ত্রিয়ঃ [ এবং অগ্নায়ী, পৃথিবী ও ইলা এই তিনজন স্ত্রী দেবতা ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—এখন অগ্নি ভক্তিদের অর্থাৎ অগ্নির সহিত সম্বন্ধদের কথা বলা হচ্ছে। এই পৃথিবীলোক প্রাতঃকালে সোমাভিষবাদিরূপে প্রাতঃসবন, বসন্ত ঋতু, গায়ত্রীচ্ছন্দ, ত্রিবৃৎস্তোম ( মন্ত্র সমূহ ), রথন্তর নামক সাম এবং প্রথম স্থানে অর্থাৎ পৃথিবীস্থানে যেসকল দেবতা কথিত হয়েছেন ( আপ্রী, অক্ষ, গ্রাবা, অভিষব ইত্যাদি ) ও অগ্নায়ী, পৃথিবী, ইলা এই তিনজন স্ত্রী দেবতা ( ইহারাই অগ্নি ভক্তি ) ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—অগ্নিভক্তির অধিকার বুঝাবার জন্য 'অথ' বলেছেন। মোটকথা—'অথ' শব্দের অধিকারার্থ গ্রহণ করে বলা হয়েছে—'এখন অগ্নি ভক্তির সম্বন্ধে আরম্ভ করা হচ্ছে। কারা অগ্নিভক্তি অর্থাৎ অগ্নিসম্বন্ধ, তার উত্তরেই যেন বলেছেন—"অয়ং লোকঃ" অর্থাৎ এই পৃথিবীলোক। পৃথিবীলোকের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধ আছে ইহা অভিপ্রায়। আর কি কি অগ্নি ভক্তি? উত্তরে বলেছেন—প্রাতঃসবন। সোমযোগে [ অগ্নিষোমীয় যাগে ] সোমাভিষব ও সোমাহুতি এবং তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সমূহ যখন প্রাতঃকালে করা হয়, তখন তাকে প্রাতঃসবন বলে। তারপর বসন্ত ঋতুও অগ্নিভক্তি। "বসন্তে ব্রাহ্মণো অগ্নিমাদধীত" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্ন্যাধান করবেন, ইত্যাদি শ্রুতি থেকে বসন্তের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধ আছে ইহা বুঝা যায় বলে বসন্ত ঋতু অগ্নি ভক্তি বলা হয়েছে। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নিভক্তি। ত্রিবৃৎস্তোমঃ—বহিষ্পবমান স্তোত্রে ৯টি মন্ত্র আছে, সেই নয়টি মন্ত্রকে তিন পর্যায়ে গীত হলে তাকে ত্রিবৃৎস্তোম বলে। রথন্তরং সাম—'অভি ত্বা শূর নোনুমঃ" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্রকে সুর করে যখন গান করা হয়, তখন তাকে রথন্তর সাম বলে। ইহাও অগ্নিভক্তি। আর পৃথিবীস্থানে যেসকল দেবতা পঠিত হয়েছেন যেমন—আপ্রী, অক্ষ,

গ্রাবা, অভীষব ইত্যাদি এবং অগ্নায়ী, পৃথিবী ও ইলা এই তিন স্ত্রী দেবতা এঁরা সব অগ্নি ভক্তি। এখানে ইলা, পৃথিবী ও অগ্নায়ী এই ক্রমে পাঠ হওয়া উচিত ছিল। কারণ নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীবাচক ইলার পাঠ আছে। আর নিঘণ্টুর পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রমে পৃথিবী ও ইলার পাঠ আছে। তথাপি অগ্নায়ী অগ্নির পত্নী বলে অগ্নির সঙ্গে অগ্নায়ীর ভেদ না থাকায়, এখানে প্রথমে অগ্নায়ীর উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর অগ্নি পৃথিবীতে আশ্রিত বলে পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। ইলা পৃথিবীর বাচক হলেও পৃথিবীকে পরোক্ষভাবে বুঝায় বলে পৃথিবীর পর ইলার উল্লেখ হয়েছে ॥ (খ) ॥

অগ্নির কর্মের কথা বলছেন—'অথাস্য কর্ম বহনং চ হবিষাম্ আবাহনং চ দেবানাং যচ্চ কিঞ্চিদ্দার্ষ্টিবিষয়িকমগ্নিকর্মৈব তৎ' ॥ (গ) ॥

অথ [ অনন্তর ] অস্য কর্ম [ এই অগ্নির কর্ম ( বলা হচ্ছে ) ] হবিষাং চ বহনম্ [ অন্যান্য দেবতার নিকট হবি পদার্থ প্রাপ্ত করা ] দেবানাম্ আবাহনং চ [ দেবতাদের আবাহন করা ] যচ্চ কিঞ্চিৎ [ যা কিছু ] দার্ষ্টিবিষয়িকম্ [ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপাদি দর্শনকার্যে সাহায্যকারী প্রকাশাদি ] তৎ [ তাহা ] অগ্নিকর্মৈব [ অগ্নিরই কর্ম ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—অনন্তর এই অগ্নির কর্ম বলা হচ্ছে। যজ্ঞাদি প্রদত্ত হবিঃ পদার্থ অন্যান্য দেবতাকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে অগ্নির একটি কর্ম। আর অন্যান্য দেবতাকে আবাহন করা অগ্নির আর একটি কর্ম। আর যাহা কিছু দৃষ্টির অনুগ্রহ কারক অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের দর্শনকার্যের সাহায্যকারক [ প্রকাশাদি ] কর্ম, তাহাও অগ্নিরই কর্ম ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে নিরুক্তকার অগ্নির তিন প্রকার কর্মের কথা বলে বলেছেন—এক হচ্ছে হবির্বহন অর্থাৎ অন্যান্য দেবতার প্রাপ্য যজ্ঞীয় হবির্ভাগ অগ্নিই বহন করেন—মানে পাইয়ে দেন। দেবতারা অগ্নি মুখে হবির্গ্রহণ করেন এইরূপ পুরাণাদিতে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে দেবতাদের আবাহন বা নিমন্ত্রণ করা অগ্নির আর একটি কর্ম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হয়েছে অগ্নি দেবতাদের হোতা অর্থাৎ আবাহনকারী। তৃতীয় হচ্ছে দৃষ্টির অনুগ্রহ অর্থাৎ আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুর উপকারক।

অগ্নি যা সূর্যের আলোক বিষয়কে প্রকাশ করলে, তবে আমরা সেই বিষয় চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারি ।। (গ) ।।

এখন যে যে দেবতার সহিত অগ্নির স্তুতি করা হয়, সেই সেই [ সংস্তবিক । দেবতার কথা বলছেন—'অথাস্য সংস্তবিকা দেবা ইন্দ্রঃ সোমো বরুণঃ পর্জন্য ঋতবঃ ।

অথ [ এখন ] অস্য [ অগ্নির ] সংস্তবিকা দেবাঃ [ একসঙ্গে স্তুত দেবতারা ] ইন্দ্রঃ সোমঃ বরুণঃ পর্জন্যঃ ঋতবঃ [ ইন্দ্র, সোম, বরুণ, পর্জন্য এবং ঋতু সমূহ ( বলা হচ্ছে ) ] ।। (ঘ) ।।

অনুবাদ :—এখন অগ্নির সহস্তুত দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে। তাঁরা হচ্ছেন ইন্দ্র, সোম, বরুণ, পর্জন্য ও ঋতু সমূহ ।। (ঘ) ।।

মন্তব্য :—অগ্নির সাহচর্য কোন্ কোন্ দেবতার আছে অর্থাৎ কোন্ কোন্ দেবতার সহিত অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে তাহাই বলছেন—'অথাস্য ......ঋতবঃ' বাক্যে।

'অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো যজ্ঞমিহোপযাতম্ । অমর্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা' [ ঋ. সং ৩।২।১৫।৪ ] এই মন্ত্রে ইন্দ্রের সহিত অগ্নির স্তুতি হয়েছে। ইহার অর্থ :—হে অগ্নে, তুমি এবং ইন্দ্র এই উভয়ে যজ্ঞগৃহে সোম অভিষবকারী, হবিঃপ্রদানকারী যজমানের জন্য তোমরা কারও সহিত সংগ্রাম না করে সোমপানের জন্য উপস্থিত হও ইহা আমরা প্রার্থনা করি।'

"অগ্নীষোমাবিমং সুক্তংমে শৃণুতং বৃষণা হবম্ । প্রতি সক্তানি হর্যতং ভবতং দাশুষে ময়ঃ ।।" [ ঋ. সং ১।৬।২৮।১ ] এই মন্ত্রে সোমের সহিত অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে। ইহার অর্থ :—'হে অগ্নি এবং সোম ! তোমরা ফল বর্ষণকারী [ ফল প্রদানকারী ]। আমার আহ্বান উত্তমরূপে শ্রবণ কর। শ্রবণ করে ( এখানে ) আগমন কর, আগমন করে, আমি পূর্বে ইচ্ছা করেছিলাম যে তোমরা এই সুক্তগুলি শ্রবণ কর, আমার সেই পূর্ব ঈপ্সিত অর্থাৎ সুক্তগুলি তোমরা শ্রবণ কর। শুনে তোমরা হবিপ্রদানকারীর প্রতি সুখকারক হও ।।''

"ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽবয়াসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো

বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥" [ ঋ. সং ৩।৪।১২।৪ ]

এই মন্ত্রে বরুণের সহিত অগ্নির স্তুতি বর্ণিত হয়েছে। ইহার অর্থ :—হে ভগবন্ অগ্নি! তুমি আমাদিগকে যথাযথভাবে ( ইহারা আমার ভক্ত বলে ) জান। আমাদের উপর বরুণ দেবতার যে ক্রোধ আছে, তুমি [ অগ্নি ] আমাদের এই অবভৃথ কর্মের [ যজ্ঞান্তে স্নান বিশেষ ] দ্বারা তাহা দূর কর। তুমি দেবতাদের উৎকৃষ্ট হোতারূপে যাগকারী এবং দেবতাদের উৎকৃষ্ট হবিপ্রাপণকারী। তুমি সেই কর্মে দীপ্যমান হয়ে আমাদের সমস্ত দ্বেষ্যকে আমাদের নিকট থেকে বিযুক্ত কর।'

"অগ্নীপর্জন্যাববতং ধিয়ং মেহস্মিন্ হবে সুহবা সুষ্টুতিং নঃ। ইড়ামন্যো জনয়দ্ গর্ভমন্যঃ প্রজাবতীরিষ আধত্তমস্মে" [ ঋ. সং ৪।৮। ১৬ ৬ ]।

এই মন্ত্রে পর্জন্যের সহিত অগ্নির স্তুতি উল্লিখিত হয়েছে। ইহার অর্থ :—হে অগ্নি ও পর্জন্য। আমার এই যজ্ঞরূপ কর্মে আগমন কর। আমাদের এই আহ্বানে বা যজ্ঞে স্তুতিশ্রবণযোগ্য তোমরা তোমাদের উত্তম স্তুতি শ্রবণ কর। শ্রবণ করে তোমাদের একজন অর্থাৎ পর্জন্য অন্ন উৎপাদন করুক। আর একজন অর্থাৎ অগ্নি গর্ভ উৎপাদন করুক। তোমরা দুইজন এইভাবে প্রত্যেক বৎসর, আমাদের অভিমুখে প্রজাসংযুক্ত অন্ন প্রদান কর ॥'

"অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু। পরিভূষ পিব ঋতুনা ॥" [ ঋ. সং ২।১।২৮।৪ ]। এই মন্ত্রে ঋতুর সহিত অগ্নির স্তুতি আছে। ইহার অর্থ :—'হে ভগবন্ অগ্নি। আমাদের এই যজ্ঞে তুমি দেবতাদের আহ্বান কর। আহ্বান করে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়সবন এই তিন সবনে তাঁদের উপবেশন করাও বা যথাকালে তাঁদের যাগ কর। এইভাবে আমাদের যজ্ঞকে দেবযাগের দ্বারা সর্বতোভাবে অলংকৃত কর।' ইঁহারা অগ্নির সংস্তবিক দেবতা ॥ (ঘ) ॥

আগ্নাবৈষ্ণবঃ চ হবিঃ [ অগ্নি এবং বিষ্ণুকে একসঙ্গে যে হবিঃ প্রদত্ত হয়, তাহাও বেদের মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে ]। তু [ কিন্তু ] দশতয়ীষু [ দশ-

মণ্ডলরূপ ঋগ্বেদের শাখা সমূহে ] সংস্তবিকী ঋক্ [ অগ্নি ও বিষ্ণুকে একসঙ্গে স্তুতি করা হয়েছে এইরূপ মন্ত্র ] ন [ নাই ] ।। (ঙ) ।।

অনুবাদ ঃ—বেদের মন্ত্রে অগ্নি ও বিষ্ণুকে একসঙ্গে হবিঃ প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দশমণ্ডলাত্মক ঋগ্বেদের শাখাসমূহে অগ্নি ও বিষ্ণুকে একসঙ্গে স্তুতি করা হয়েছে এইরূপ কোন মন্ত্র নাই ।। (ঙ) ।।

মন্তব্য ঃ—"অগ্নাবিষ্ণু সজোষসেমা বর্ধন্তু বাং গিরঃ। দ্যুম্নৈর্বাজেভিরাগতম্ ।।" এই মন্ত্রে অগ্নি ও বিষ্ণুকে একসঙ্গে প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এই মন্ত্রটীর আকর দুর্গাচার্য বলেন নাই। অমরেশ্বর ঠাকুর তাঁর অনূদিত নিরুক্তে এই মন্ত্রটিকে মৈত্রায়ণী সংহিতায় [ ৪।১০।১, ৪।১১।২ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় ৪।৭।১ ] বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। ইহার অর্থ ঃ—"হে ভগবন্ অগ্নি এবং বিষ্ণু। তোমরা নিত্য সমান প্রীতি-সম্পন্ন। তোমরা আমাদের এই স্তুতিরূপ বাক্যকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত কর। আমাদের স্তুতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে আমাদের প্রদত্ত দীপ্তিশীল অন্নের দ্বারা আমাদের প্রতি আগমন কর।'

আগ্নাবৈষ্ণবম্—অগ্নিশ্চ বিষ্ণুশ্চ এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করে প্রথমে অগ্নাবিষ্ণু পদ সিদ্ধ হল। তারপর 'অগ্নাবিষ্ণোরিদম্' এইরূপ অর্থে অণ্ প্রত্যয় করে "আগ্নাবৈষ্ণবম্" হয়েছে। উভয় পদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়েছে। মানে হল অগ্নি ও বিষ্ণু সম্বন্ধী। দশতয়ীষু—দশমণ্ডলরূপ অবয়ব আছে যাদের যে ঋগ্বেদ শাখাসমূহে। এইরূপ অর্থে দশতয়ী মানে ঋগ্বেদের শাখাকে বুঝায়। সেই শাখাসমূহে এইরূপ বহুবচনে দশতয়ীষু পদ সিদ্ধ হয়েছে। ঋগ্বেদের কোন শাখাতে অগ্নি ও বিষ্ণুর একসঙ্গে স্তুতির কথা নাই। কিন্তু একসঙ্গে হবিঃ প্রদানের কথা আছে। ইহাই এখানে বক্তব্য ।। (ঙ) ।।

অথ অপি [ আর ] আগ্নাপৌষ্ণং [ অগ্নি ও পূষা দেবতাকে একসঙ্গে প্রদত্ত ] হবিঃ [ হবির কথা আছে ] ন তু সংস্তবঃ [ কিন্তু একসঙ্গে স্তুতির কথা নাই ] ।। (চ) ।।

অনুবাদ ঃ—আরও কথা এই যে বেদের মন্ত্রে একসঙ্গে অগ্নি ও পূষাকে

প্রদত্ত হবির সম্বন্ধে বর্ণনা আছে, কিন্তু তাদের একসঙ্গে স্তুতির কথা নাই ॥ (চ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বোক্তরূপে পূষা দেবতার সহিত অগ্নিকে প্রদত্ত হবির বর্ণনা বেদে আছে। কিন্তু একসঙ্গে এঁদের স্তুতির কথা কোন বেদে নাই ॥ (চ) ॥

তত্র [ সেই সংস্তববিষয়ে ] এতাম্ [ এই ] বিভক্তস্তুতিম্ ঋচম্ [ অগ্নি ও পূষার পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে স্তুতিবোধক একটি ঋক্ ] উদাহরন্তি [ নিরুক্তকারগণ উদ্ধৃত করেন ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ ঃ—দেবতার সেই সংস্তব অর্থাৎ স্তুতি বিষয়ে অগ্নি ও পূষার পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে স্তুতির বোধক একটি ঋক্ নিরুক্তকারগণ বলে থাকেন ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য ঃ—একটি মন্ত্রে অগ্নি ও পূষার স্তুতিবোধক মন্ত্র নিরুক্তকারগণ পরবর্তী খণ্ডে [ ৭।৩।২ ] উদ্ধৃত করেছেন। যদিও ঋক্ একটি, তথাপি সেই ঋক্ বা মন্ত্রে অগ্নির স্তুতি পৃথক্ আর পূষার স্তুতি পৃথগ্‌ভাবে বলা হয়েছে। একসঙ্গে স্তুতি নাই। অতএব পূষা অগ্নির সংস্তবিক দেবতা নয় ॥ (ছ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে প্রথমখণ্ডের মূলানুবাদ।

### ৭।৩।১ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ

অথাকারচিন্তনব্যবধানাৎ দেবতাত্রয়াধিকারস্য তদ্বিশেষবিবক্ষয়া তদনুস্মৃতয়ে চ তৎ [ স ] এতৎ প্রকরোতি—'তিস্র এব দেবতা' ইতি। যঃ পুনস্তত্র বিশেষো বিবক্ষিতঃ স উচ্যতে 'তাসাং ভক্তিসাহচর্যং ব্যাখ্যাস্যামঃ'। তাসামেব তিসৃণাং ভক্তিসাহচর্যং ভক্তিশ্চ সাহচর্যং চ ভক্তিকৃতং বা সাহচর্যমিতি। লোকাদীনামেবাগ্ন্যাদিভির্ভজনং ভক্তিঃ, সহচরভাবঃ সাহচর্যম্। তৎ কিমর্থম্? উচ্যতে—অসংবিজ্ঞাতপদে মন্ত্রে ভক্ত্যা সাহচর্যেণ বা যথা দেবতা গম্যেতেত্যেবমর্থং ভক্তিসাহচর্যমুচ্যতে।

যদ্যেবমুচ্যতাং তর্হি কানি কিং ভক্তীনি? তদুচ্যতে—'অথ এতানি অগ্নি

ভক্তীনি'। অথেতি বিশেষাধিকারে। অগ্নিং ভজন্তে, অগ্নিনা বা ভজ্যন্তে ইতি অগ্নিভক্তীনি। কতমানি? 'অয়ং লোকঃ' ইত্যেবমাদীন্যগ্নিভক্তীনি অবগন্তব্যানি। 'যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ প্রথমে স্থানে'। অন্যথা—আপ্রী, অক্ষাঃ গ্রাবাণঃ, অভীশবঃ ইত্যেবমাদীনি। 'অগ্নায়ী, পৃথিবী, ইলা' ইতি স্ত্রিয়ঃ। 'ইলা, পৃথিবী, অগ্নায়ী' ইতি ক্রমেণ বক্তব্যে ক্রমভেদোঽগ্নায়ী তৎসমানাখ্যানাৎ সন্নিকৃষ্টতরা, ন তথা পৃথিবীতি, তস্মাৎ প্রথমমুচ্যতে, ততঃ পৃথিব্যাশ্রয়সম্বন্ধাদগ্নের্ন তথেলা, পরোক্ষাদভিধেয়স্য। 'আপ্রী' মধ্যে 'তিস্রো দেবীঃ'—ইত্যত্র ইলা ভারত্যাঃ দ্যুস্থানায়াঃ অনন্তরং শ্রূয়মাণা,—'আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলামনুষবৎ' [ ঋ, সং ৮।৬।৯।২ ] ইতি কথং পৃথিবীস্থানা? ইতি। উচ্যতে অনুযাজেষু সামর্থ্যাৎ' দ্যাং ভারত্যাদিত্যৈরস্পৃক্ষৎ সরস্বতীমং রুদ্রৈর্যজ্ঞমাবীদিহৈবেলয়া বসুমত্যা'—ইত্যতঃ সামর্থ্যমন্ত্রীয় বসুসাহচর্যাৎ ইহৈবেলয়েতি চাগ্নিভক্তিরিলেত্যাহ, রুদ্রৈঃ সাহচর্যাৎ সরস্বতী মধ্যস্থানা, আদিত্যৈঃ সাহচর্যাদ্ ভারতী দ্যুস্থানেতি।

'অথাস্য কর্ম অথাস্যাগ্নেঃ কর্মসহভাবি অনন্যদেবতাগামি যৎসংযোগাদসত্যপ্যগ্নিশব্দে আগ্নেয় এব মন্ত্রো ভবতি। 'বহনঞ্চ হবিষাম্' ইত্যেবমাদি। 'দার্ষ্টিবিষয়িকম্' দৃষ্টানুগ্রহো যস্য বিষয়ঃ, তদ্দার্ষ্টিবিষয়িকম্, প্রকাশাদি কর্মেত্যর্থঃ। 'অগ্নিকর্মৈব তৎ ইতি পুনর্বচনমাদরার্থম্, আধ্যাত্মোঽপি যাবান্ কশ্চিৎ প্রকাশঃ ইতি। 'অথাস্য সংস্তবিকা দেবাঃ' যৈঃ সহ অগ্নিঃ স্তূয়তে সংস্তবো তদ্যথা,—'ইন্দ্রঃ সোমঃ' ইত্যেবমাদয়ঃ। মন্ত্রস্বভাবপ্রদর্শনায়োদাহরণম্। অগ্নেঃ পূর্বনিপাতাদ্ দেবতাদ্বন্দ্ব মুখ্যতা।

'অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো যজ্ঞমিহোপযাতম্। অমর্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা'। [ ঋ. সং ৩।১।২৫।৪ ] ইতি। বিশ্বামিত্রস্যেয়মার্ষম্। বিরাট্। অনুষ্টুপ্। আগ্রয়ণে বিনিয়োগঃ। হে ভগবন্। অগ্নে! ত্বম্ 'ইন্দ্রঃ' চ' 'দেবা' দেবৌ' অস্য 'দাশুষঃ' দত্তবতঃ হবীংষি, যজমানস্য 'দুরোণে' যজ্ঞগৃহে সুতাবতঃ' অভিষুতবতঃ 'যজ্ঞম্' সোমম্, 'অমর্ধন্তা' মৃধং সংগ্রামং কুর্বাণো অন্তরা কেনচিৎ সহ। 'সোমপেয়ায়, সোমপানার্থম্ 'উপযাতম্' ইত্যেতদাশাস্মহে।

'অগ্নীষোমাবিমং সু মে শৃণুতং বৃষণা হবম্। প্রতিসক্তানি হর্যতং ভবতং দাশুষে ময়ঃ ॥' [ ঋ. সং ১।৬।২৮।১ ] ইতি। সোমেন সহ সংস্তবঃ। গোতমস্যার্ষম্। অনুষ্টুপ্। পৌর্ণমাসে অগ্নীষোমস্য অনুবাক্যা। হে অগ্নীষোমৌ! যুবামুচোথে। 'ইমং হবম্ আহ্বানং 'মে' মম 'সু' সুষ্ঠু 'শৃণুতম্' 'বৃষণা' বৃষণৌ বর্ষিতারৌ। শ্রুত্বা চাগচ্ছতম্। আগত্য চ 'প্রতি হর্যতম্' প্রতি প্রেপ্সতং, ময়া পূর্বং প্রেপ্সিতৌ প্রতি কাময়েথাম্ ইমানি সূক্তানি শ্রোতুম্। শ্রুত্বা চেমানি 'ভবতং' 'দাশুষে' যুবাং হবিদাত্রে 'ময়ঃ' সুখাবিত্যর্থঃ।

'ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽবয়াসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ [ ঋ. সং ৩।৪ ১২।৪ ] ইতি। বরুণেন সংস্তবঃ। বামদেবস্যার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। অবভৃথে বিনিয়োগঃ। হে ভগবন্ অগ্নে। 'ত্বম্' 'নঃ' অস্মান্ যথাবৎ 'বিদ্বান্' জানানঃ ভক্তা মম এতে ইতি। 'বরুণস্য দেবস্য' যঃ অস্মান্ প্রতি 'হেলঃ' ক্রোধঃ তম্ অনেন অবভৃথকর্মণা 'অবয়াসিসীষ্ঠাঃ' অপগময়। কিঞ্চ যঃ ত্বং 'যজিষ্ঠঃ' যষ্টৃতমঃ দেবানাং হোতৃত্বে বর্তমানঃ বহ্নিতমঃ' বোঢ়ৃতমশ্চ হবিষাম্, স ত্বং পুনঃ 'শোশুচানঃ' দেদীপ্যমানঃ তেষু কর্মসু 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্বাণি দ্বেষাংসি' দ্বেষ্যাণি 'প্র' প্রকর্ষেণ 'অস্মৎ' অস্মত্তঃ 'মুমুগ্ধি' অবযোজয়েত্যর্থঃ।

'অগ্নিপর্জন্যাববতং ধিয়ং মেঽস্মিন্ হবে সুহবা সুষ্টুতিং নঃ। ইড়ামন্যো জনয়দ্ গর্ভমন্যঃ প্রজাবতীরিষ আধত্তমস্মে ।।' [ ঋ. সং ৪।৮। ১৬।৬ ] ইতি। পর্জন্যেন সংস্তবঃ। ভরদ্বাজস্যার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। হে 'অগ্নিপর্জন্যৌ'। যুবামুচোথে। 'অবতম্, আগচ্ছতম্' ইমাং 'ধিয়ং' ইদং কর্ম প্রতি 'মে' মম 'অস্মিন্ হবে' আহ্বানে 'সুহবা' সুহবৌ স্বাহ্বানৌ 'সুষ্টুতিং' শোভনামিমাং স্তুতিং শ্রোতুম্। আগত্য চ শ্রুত্বা ইমাম্ 'ইড়াম্' অন্নম্ 'অন্যঃ,'একঃ 'জনয়ৎ'' জনয়তু। 'গর্ভম্ অন্যঃ' গর্ভমেকো জনয়তু। তৌ যুবামেবং প্রতি সংবৎসরং 'প্রজাবতীঃ' প্রজা-সংযুক্তাঃ 'ইষঃ' অন্নানি 'আ' আভিমুখ্যেন স্থিত্বা 'ধত্তং' দত্তম্ অস্মে' অস্মভ্যমিত্যর্থঃ।

'অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু। পরিভূষ পিব ঋতুনা ॥' [ ঋ. সং ১।১।২৮।৪ ]। ঋতুভিঃ সংস্তবঃ। মেধাতিথেরার্ষম্। গায়ত্রী। ঋতুযাগেষু বিনিয়োগঃ। হে ভগবন্ ! অগ্নে। দেবান্ 'ইহ' অস্মাকং কর্মণি 'আবহ'। আহূয় দেবান্ 'সাদয়' 'যোনিষু ত্রিষু' সবনেষু ত্রিষু। এতান্ যথাকালং যজ। অমুনা প্রকারেণ 'পরিভূষ' সর্বতো দেবযাগেনালঙ্কুরুষ্ব এতং যজ্ঞম্, আত্মনা 'পিব' চৈতং সোমম্ 'ঋতুনা' সহ।

'আগ্নাবৈষ্ণবং হবিঃ'। হবির্গ্রহণাৎ হবিষ এব সম্প্রদানার্থত্বম্। যা ঋচঃ তাঃ সংস্তবেনাগ্নাবিষ্ণ্বোঃ সন্তি।

'অগ্নাবিষ্ণু সজোষসেমা বর্ধন্তু বাং গিরঃ। দ্যুম্নৈর্বাজেভিরাগতম্ ॥ ইতি। বামদেবস্যেয়মার্ষম্। গায়ত্রী। আগ্নাবৈষ্ণবে হবিষি বিনিয়োগঃ। হে 'অগ্নাবিষ্ণু' 'সজোষসা' সজোষসৌ নিত্যং সহজোষণৌ নিত্যং সমানপ্রীতৌ 'বাং' যুবামুচ্যেথে। 'ইমাঃ' এতাঃ যুষ্মদ্ 'গিরঃ' অস্মৎস্তুতয়ঃ 'বর্ধন্তু' বর্ধয়ন্তু যুবাম্। বৃদ্ধৌ চ সত্যামস্মৎসম্প্রদেয়ৈঃ 'দ্যুম্নৈঃ' দ্যোতবদ্ভিঃ 'বাজেভিঃ' অন্নৈরভ্যুদ্যতৈঃ 'আগতম্' অস্মান্ প্রত্যায়াতম্।

'নত্বৃক্ সংস্তাবিকী দশতয়ীষু বিদ্যতে'॥ 'ন' ইতি প্রতিষেধঃ। 'তু' শব্দোঽবধারণার্থঃ। 'ঋক্' 'সংস্তাবিকী' সংস্তবযুক্তা, 'দশতয়ীষু' দশমণ্ডলাবয়বপ্রবিভাগেন তায়ত ইতি দশতয়ঃ ঋগ্বেদঃ, তস্য শাখাঃ দশতয়ঃ তাসু একাপি হবিষ্যাবিনিযুক্তা শস্ত্রমধ্যপাতিনী ঋক্ অগ্নাবিষ্ণ্বোঃ সংস্তাবিকী নাস্তি। স্যাদপ্যন্যত্র সংস্তাবিকী, ন তু দশতয়ীষু। অসংস্তবেন বা দশতয়ীষ্বপি ইত্যুৎসর্গং দর্শয়তি এবমেতন্ময়া নিপুণমন্বিষ্যত ইতি।

অথাপ্যয়মপর উৎসর্গঃ—'অথাপ্যাগ্নাপৌষ্ণং' 'হবিঃ' এব, 'ন তু সংস্তবঃ'। তস্মিংস্তু হবিষি কিন্তু পৃথক্ পৃথগেব অগ্নিঃ স্তূয়তে পূষা চ. 'তত্র' তস্মিন্ সংস্তবে অগ্নিপূষ্ণোঃ 'এতাং বিভক্তস্তুতিম্ ঋচম্ 'উদাহরন্তি' নৈরুক্তাঃ ॥ ৭।৩।১ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে প্রথমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ ॥

## দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডঃ

### [ মূলম্ ]

পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ। স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্য সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥ (ক) ॥ [ঋ সং ৭।৬।২৩।৩] পূষা ত্বেতঃ প্রচ্যাবয়তু বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ। ইত্যেষ হি সর্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতাঽঽদিত্যঃ ॥ (খ) ॥ স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্য ইতি সাংশয়িকস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ (গ) ॥ পূষা পুরস্তাৎ তস্যান্বাদেশ ইত্যেকম্ অগ্নিরুপরিষ্টাত্তস্য প্রকীর্তনেত্যপরম্ ॥ (ঘ) ॥ অগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ সুবিদত্রং ধনং ভবতি। বিন্দতের্বৈকোপসর্গাৎ। দক্ষতের্বা স্যাদ্দ্ব্যুপসর্গাৎ ॥ (ঙ) ॥ ৭।৩।২ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডঃ [ মূলম্ ]

### বিবৃতি

যে একই মন্ত্রে পূষা ও অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি কীর্তিত হয়েছে, নিরুক্তকার তাহার উল্লেখ করছেন—'পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্ট পশুর্ভুবনস্য গোপাঃ। স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ' ॥ (ক) ॥

বিদ্বান্ [ অব্যবহিত জ্ঞান সম্পন্ন ] অনষ্টপশুঃ [ অবিনশ্বর পশু যুক্ত ] ভুবনস্য গোপাঃ [ সকল ভূতের রক্ষক ] পূষা [ ভগবান্ আদিত্য ] ত্বাম্ [তোমাকে ( মৃত ব্যক্তিকে ) ] ইতঃ [ এই মনুষ্যলোক থেকে ] প্রচ্যাবয়তু [ প্রকৃষ্টরূপে উত্তমলোক প্রাপ্ত করুন ] সঃ [ সেই পূষা ] ত্বা [ তোমাকে ] [ প্রগময্য ] [ উত্তমলোক প্রাপ্ত করিয়ে ] এতেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ [ চন্দ্রমণ্ডলের উপান্তবাসি পিতৃপুরুষগণকে ] পরিদদৎ [ প্রদান করুন ] অগ্নিঃ [ অগ্নি ]

সুবিদত্রিয়েভ্যঃ দেবেভ্যঃ [ যাঁরা বিদ্যুল্লোকের মধ্যে অবস্থান করেন সেইরূপ দেবতাগণের নিকট ] [ পরিদদৎ ] [ অর্পণ করুন ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—সর্বভূতের রক্ষক, অবিনশ্বরপশুযুক্ত, অব্যবহিতজ্ঞানসম্পন্ন, পূষা দেবতা তোমাকে ( মৃত ব্যক্তিকে ) এই মনুষ্যলোক থেকে প্রকৃষ্টরূপে উত্তমলোক ( স্বর্গলোক ) প্রাপ্ত করিয়ে দেন। উত্তমলোক প্রাপ্ত করিয়ে তোমাকে চন্দ্রমণ্ডলের উপান্তবাসি পিতৃপুরুষগণকে প্রদান করুন। তারপর অগ্নি তোমাকে বিদ্যুল্লোকবাসি দেবতাগণের নিকট অর্পণ করুন ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—এই মন্ত্রে যা বলা হয়েছে, তার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই - পুণ্যকর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি মরে গেলে প্রথমে পিতৃলোকে গমন করে, তারপর দেবলোকে গমন করে। মৃত্যুর পর পুণ্যবান্ ব্যক্তিও সম্পূর্ণ সচেতন থাকে না। এইজন্য সে নিজে পিতৃলোক বা দেবলোকে যেতে পারে না। এইজন্য এই মন্ত্রে বলা হয়েছে, পূষা দেবতা মৃত ব্যক্তিকে [ মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ] পিতৃলোক প্রাপ্ত করান। আর অগ্নি দেবলোক প্রাপ্ত করান। এই এক মন্ত্রেই পৃথগ্‌ভাবে পূষার স্তুতি এবং পৃথগ্‌ভাবে অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে। পূষার কার্য ভিন্ন আর অগ্নির কার্য ভিন্ন। ইহাই অভিপ্রায় ॥ (ক) ॥

পূর্বোক্ত মন্ত্রে যে "ভুবনস্য গোপাঃ" বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার স্বয়ং বলছেন—"পূষা ত্বেতঃ প্রচ্যাবয়তু বিদ্বাননষ্টপশু-ভুবনস্য গোপাঃ। ইত্যেষ হি সর্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতাহহ-দিত্যঃ" ॥ (খ) ॥

বিদ্বান্ অনষ্টপশুঃ ভুবনস্য গোপা পূষা [ জ্ঞানী অনশ্বর পশু যুক্ত সকল ভূতের রক্ষক পূষা ] ত্বা [ তোমাকে ( মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ) ; ইতঃ [ এই মনুষ্যলোক থেকে ] প্রচ্যাবয়তু [ পিতৃলোকে নিয়ে যান ] ইতি [ এই যে ] এষ হি [ পূষা ইনিই ] সর্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিত্য [ সকল ভূতের রক্ষক আদিত্য ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ জ্ঞানী, অবিনশ্বরপশুযুক্ত, ভুবনের গোপা পূষা তোমাকে

পিতৃলোকে নিয়ে যান মন্ত্রে এই যে পূষার কথা বলা হয়েছে ইনি [ পূষা ] হচ্ছেন সর্বভূতের রক্ষক আদিত্য ।। (খ) ।।

মন্তব্য ঃ—মন্ত্রে 'বিদ্বান্' 'অনষ্টপশুঃ' 'ভুবনস্য গোপাঃ' এই তিনটি শব্দ পূষার বিশেষণ বোধক। 'বিদ্বান্' মানে যাঁর জ্ঞান অব্যবহিত অর্থাৎ যাঁর জ্ঞান কখনও কোন প্রতিবন্ধকের দ্বারা ব্যবহিত হয় না। "অনষ্টপশুঃ" মানে যাঁর পশু বিনষ্ট হয় না। বেদবাদীদের মতে পূষাতে সমস্ত পশুই থাকে, বিনষ্ট হয় না। এইজন্য পূষা হচ্ছেন অনষ্টপশু। "ভুবনস্য" ভূতসমূহের। ভবতি অর্থাৎ উৎপন্ন হয় এই অর্থে উৎপত্তিশীল ভূতসমূহ। [ প্রাণি সমূহ ] 'গোপাঃ' মানে রক্ষক। এই সকল ভূতের পূষা হচ্ছেন আদিত্য। এই কথা নিরুক্তকার বলেছেন। আদিত্যেরই এক রূপ পূষা বা এক নাম পূষা ।। (খ) ।।

পূর্বোক্ত মন্ত্রের তৃতীয়পাদের অর্থ পরিষ্কার করবার জন্য নিরুক্তকার নিজেই সন্দেহের অবতারণা করছেন—'স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্য ইতি সাংশয়িকস্তৃতীয়ঃ পাদঃ' ।। (গ) ।।

স ত্বা এতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যঃ [ তিনি তোমাকে পিতৃপুরুষদের নিকট অর্পণ করুন ] ইতি [ এই ] তৃতীয়ঃপাদঃ [ মন্ত্রের তৃতীয় পাদটি ] সাংশয়িকঃ [ সন্দেহের বিষয় ] ।।

অনুবাদ ঃ—"স ত্বা এতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যঃ" এই তৃতীয় পাদটি ( মন্ত্রের তৃতীয় পাদ ) সন্দেহের বিষয় ।। (গ) ।।

মন্তব্য ঃ—"পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু" ইত্যাদি মন্ত্রের তৃতীয়পাদ হচ্ছে—"সঃ ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যঃ" এই তৃতীয় পাদটি সন্দেহের বিষয় এই কথা, নিরুক্তকার বলছেন। এখানে 'সাংশয়িক' শব্দটি—"সংশয়মাপন্ন" অর্থাৎ সন্দেহকে প্রাপ্ত হয়েছে বা সন্দেহের বিষয় এইরূপ অর্থে 'সংশয়' শব্দের উত্তর "সংশয়মাপন্নঃ" [ পাঃ ৫।১।৭৩ ] সূত্রে ঠঞ্ প্রত্যয় করে "ঠস্যেকঃ" [ ৭।৩।৫০ ] সূত্রে 'ঠ'-এর ইক করে, বৃদ্ধি করে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'সাংশয়িক' শব্দের অর্থ হলো সন্দেহের বিষয়। এখানে তৃতীয়পাদে সন্দেহ এই যে 'সঃ' এই সর্বনাম পদটি কাকে বুঝাচ্ছে। পূর্বে পূষার কথা বলা হয়েছে

বলে 'সঃ' পদটি তাকে বুঝাবে ইহা একদল বাদীর মত। কারণ তাঁরা বলেন—সর্বনাম পদ 'প্রক্রান্তপরামর্শী' অর্থাৎ পূর্বে যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে সর্বনাম শব্দটি তাকেই বুঝায়। পূর্বে মন্ত্রে পূষার কথা বলা হয়েছে, অতএব 'সঃ' পদটি পূষাকে বুঝাবে। আর একদল বাদীর মত হচ্ছে সর্বনাম শব্দ বিশেষ করে 'তদ্ এতদ্' এই সর্বনাম পদ প্রসিদ্ধ পদার্থকে বুঝায়। অগ্নি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ। কারণ অগ্নি সকলের প্রত্যক্ষ। "পূষা" আদিত্যকে বুঝালেও লোকে প্রসিদ্ধি নাই। অতএব 'সঃ' এই সর্বনাম পদ অগ্নিকেই বুঝাবে। এইভাবে দুই দলের দুই মত বশত তৃতীয় পক্ষের সংশয় হবে। এইজন্য নিরুক্তকার বললেন এই তৃতীয় পদটি সন্দেহের বিষয়। পরের বাক্যে এই দুই বাদীর কথা বলবেন নিরুক্তকার।। (গ)।।

দুই বাদীর দুই মতের কথা বলছেন—'পূষা পুরস্তাত্তস্যানবাদেশ ইত্যেকম্, অগ্নিরুপরিষ্টাৎ তস্য প্রকীর্তনেত্যপরম্ ।।' (ঘ)।।

পূষা পুরস্তাৎ [ মন্ত্রে পূষা পূর্বে কথিত হয়েছে ] [ সঃ ইতি ] [ সঃ এই পদটি ] তস্য অন্বাদেশঃ [ সেই পূষার পুনঃকথন ] ইতি একম্ [ ইহা একটি মত ], অগ্নিঃ উপরিষ্টাৎ [ মন্ত্রে অগ্নি পরে কীর্তিত হয়েছে ] [ সঃ ইতি ] [ স এই সর্বনাম পদটি ] তস্য [ সেই অগ্নির ] প্রকীর্তনা [ বোধক ] ইতি অপরম্ [ ইহা অপর মত ] ।। (ঘ) ।।

অনুবাদ :—মন্ত্রে পূর্বে পূষার কথা বলা হয়েছে, সুতরাং 'সঃ' এই সর্বনাম পদটি সেই পূষার পুনঃকথন ইহা একদলের মত। মন্ত্রে পরে অগ্নি কীর্তিত হয়েছেন, সুতারাং সঃ' এই সর্বনাম পদটি সেই অগ্নির বোধক ইহা অপর দলের মত ।। (ঘ) ।।

মন্তব্য :—কথিত পদার্থের পুনঃকথনকে অন্বাদেশ বলে। ইহা ব্যাকরণ শাস্ত্রে ইদম ও এতদ্ শব্দের এন বা এনৎ আদেশের সময় বলা হয়েছে। সর্বনাম শব্দ পূর্বোক্তকে বুঝায় ইহা নৈয়ায়িকের মত। পরবর্তীকে বুঝায় ইহা কাহাদের মত তাহা দুর্গাচার্য প্রভৃতি কেহ বলেন নাই। মনে হয় ইহাও নৈয়ায়িকের একদলের মত ।। (ঘ) ।।

পূর্বোক্ত মন্ত্রের দেবতাদের বিশেষণরূপে "সুবিদত্রিয়েভ্যঃ" পদ আছে

তাহার ব্যাখ্যা করবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"অগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ সুবিদত্রংধনং ভবতি। বিন্দতেৰ্বৈকোপসর্গাদ্দদাতের্বা স্যাদ্দ্ব্যুপসর্গাৎ" ॥ (ঙ) ॥

অগ্নিঃ দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ [ বিদ্যুল্লোকে অবস্থিত দেবতাদের অথবা উত্তমধনযুক্ত দেবতাগণকে অগ্নি মন্ত্রের এই চতুর্থপাদে সুবিদত্রিয়েভ্য পদটি সুবিদত্র শব্দের উত্তর 'ছ' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে তার ] সুবিদত্রম্ সুবিদত্র মানে ] ধনং ভবতি [ ধন হয় ] [ সুবিদত্রং ] [ সুবিদত্র পদটি ] একোপসর্গাৎ [ এক সু উপসর্গের উত্তর ] বিন্দতেঃ [ বিদ্‌লাভে বিদ ধাতুর উত্তর ] বা [ অথবা ] দ্ব্যুপসর্গাৎ [ সু+বি এই দুই উপসর্গের উত্তর ] দদাতেঃ [ দা ধাতুর উত্তর ] [ অত্রন্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নম্ ] [ অত্রন্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ ঃ—অগ্নিঃ দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ' মন্ত্রের এই চতুর্থপাদে যে 'সুবিদত্রিয়েভ্যঃ' পদটি আছে তাহা এক 'সু' উপসর্গের উত্তর বিদ্‌লাভে বিদ্ ধাতুর উত্তর অত্রন্ [ ঔণাদি ] প্রত্যয় করে, অথবা সু ও বি এই দুই উপসর্গের উত্তর দা ধাতুর উত্তর অত্রন্ প্রত্যয় করে যে 'সুবিদত্র' পদ সিদ্ধ হয়, তাহার অর্থ ধন। সেই সুবিদত্র অর্থাৎ ধন আছে যাদের এইরূপ অর্থে সুবিদত্র শব্দের উত্তর 'ছ' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বোক্ত মন্ত্রের চতুর্থপাদে "অগ্নিঃ দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ" অর্থাৎ অগ্নি উত্তমধনযুক্ত দেবতাদের নিকট মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পেঁছাইয়া দিন। এই কথা বলা হয়েছে। সেখানে "সুবিদত্রিয়েভ্যঃ" পদটি 'সুবিদত্রিয়' শব্দের চতুর্থীর বহুবচনের রূপ। 'সুবিদত্রিয়' শব্দটি কিভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে জানলে তার অর্থ সুগম হয়ে যায়, এই অভিপ্রায়ে নিরুক্তকার বলেছেন—'সুবিদত্রং ধনং ভবতি বিন্দতেৰ্বৈকোপসর্গাৎ দদাতের্বা স্যাদ্দ্ব্যুপ-সর্গাৎ' নিরুক্তকার প্রথমে 'সুবিদত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তির জন্য বলেছেন যে, 'সু' এই একটি উপসর্গের উত্তর বিদ্‌লাভে বিদ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদি কত্রন্ [ উঃ ৩।৩৮৮ 'সুবিদেঃ কত্রন্' ] সূত্রে কত্রন্ প্রত্যয় করে সুবিদত্র শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ—উত্তমরূপে লাভ করা হয় যাকে তাহা অর্থাৎ ধন। অথবা সু+বি এই দুই উপসর্গের উত্তর ডু দাঞ্ দানে দা ধাতুর উত্তর

উত্তমরূপে বিশেষত দান করা হয় যাকে এইরূপ অর্থে "অনোভ্যোহপি দৃশ্যতে" [ পাঃ ] এই সূত্রানুসারে কত্র্‌ন্‌ প্রত্যয় করে সুবিদত্র শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এই পক্ষেও 'সুবিদত্র' শব্দের অর্থ হল ধন। তারপর 'সুবিদত্রম্' অস্তি যেষাম্ এইরূপ অস্ত্যর্থে ছঃ প্রত্যয় অথবা সুবিদত্রস্য ইদং' এইরূপ সম্বন্ধার্থে ছ প্রত্যয় করে 'সুবিদত্রিয়' শব্দ সিদ্ধ হয়। তার অর্থ হল যাঁদের উত্তম ধন, জ্ঞানরূপ ধন আছে, তাঁরা অর্থাৎ সেই বিদ্যুল্লোকবাসীরা ॥ (ঙ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডের মূলানুবাদ।

### ৭।৩।২ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ

'পূষা ত্বেতঃ' ইতি [ ঋ. সং ৭।৬।২৩।৩ ]। দেবশ্রবসো যামায়নস্যার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। পুনঃ শবস্য কর্ণে প্রমীতানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। স প্রমীত উচ্যতে। 'পূষা' ভগবান্ আদিত্যঃ। পথামধিপতিঃ, স 'ত্বা' ত্বাম্ 'ইতঃ' মনুষ্যলোকাৎ বিশিষ্টেন পথা 'প্রচ্যাবয়তু' 'বিদ্বান্' অব্যবহিতজ্ঞানঃ। সর্বত্র জ্ঞানাব্যবধানাদেব চ 'অনষ্টপশুঃ'। 'ভুবনস্য গোপাঃ'। 'ভুবনস্য' ভূতজাতস্য, 'গোপাঃ' রক্ষিতা। উপর্য্যবস্থিতঃ 'সঃ' পূষা, এবং লক্ষণঃ, 'ত্বা' ত্বাং প্রগময্য 'এতেভ্যঃ' চন্দ্রমণ্ডলোপান্তবাসিভ্যঃ 'পিতৃভ্যঃ' 'পরিদদৎ' পরিদদাতু। তদুক্তম্ 'দক্ষিণায়নাৎ পিতৃলোকম্' ইতি। 'অগ্নিঃ' অপি চৈতেভ্যঃ উৎকৃষ্য দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ' যে বিদ্যুতো মধ্যে নিবসন্তি, তেভ্যঃ পরিদদাতু। তদপ্যুক্তম্—'চন্দ্রমসো বৈদ্যুতম্' ইতি। ত্বমে বমুভাবপি দেবলোকপিতৃলোকাবভ্যশ্নুহীত্যাশীঃ প্রমীতস্য। উক্তঞ্চ—যে দেবযানাঃ পিতৃযানাশ্চ লোকাঃ সর্বাংস্তাননুগাঃ সঞ্চরেম' ইতি।

'স ত্বৈতেভ্যঃ ...ইতি সাংশয়িকঃ তৃতীয়পাদঃ' সংশয়োঽ স্মিন্নস্তীতি সাংশয়িকঃ, তৃতীয়ঃ পাদোঽস্যা ঋচঃ। কথং কৃত্বা? যথা, 'পূষা পুরস্তাৎ' পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু' ইতি, তস্য অন্বাদেশঃ'—ইতি কথম্' সামর্থ্যাদ্দর্শনম্। তথা ব্যাখ্যাতমেব। ত্রয়ঃ পৌষ্ণাঃ পাদাঃ, এক এবাগ্নেয়ঃ এবমিয়ং বিভক্ত স্তুতিঃ। অথবা দ্বাবুত্তরাবাগ্নেয়ৌ। তত্র অর্থযোজনা,—পূষ্ণা প্রচ্যাবিতং সন্তং সোঽগ্নির্বক্ষ্যমাণঃ ত্বামেতেভ্যঃ পিতৃভ্যো দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ

পরিদদাতু। মা পিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ প্রেতং দিষ্টমিতো-ঽগ্নয় এব হরন্ত্বিত্যপেক্ষ্য সর্বনাম্নশ্চোত্তরেণাপি অগ্নিশব্দেন সম্বন্ধমাবিরুধ্যমানং ব্যপেক্ষ্য অকল্পয়ৎ। 'অগ্নিঃ উপরিষ্টাৎ, তস্য প্রকীর্তনা—ইতি অপরম্' ইতি।

'সুবিদত্রং ধনং ভবতি'……'বিন্দতেঃ বা' 'একোপসর্গাৎ' সু ইতি এতেন একেন উপসর্গেণ উপসৃষ্টাৎ। 'দদাতেঃ বা' 'দ্ব্যুপসর্গাৎ' সুবিভ্যাং দ্বাভ্যাম্ উপসর্গাভ্যাং যুক্তাৎ। তদ্ যেষামস্তি, তে সুবিদত্রিয়াঃ ॥ ৭।৩।২ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে দ্বিতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

## দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে
## তৃতীয়খণ্ডঃ ( মূলম্ )

অথৈতানীন্দ্রভক্তীন্যন্তরিক্ষলোকো মাধ্যন্দিনং সবনং গ্রীষ্মস্ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চদশস্তোমো বৃহৎসাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা মধ্যমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ ॥ (ক) ॥ অথাস্য কর্ম রসানুপ্রদানং বৃত্রবধো যা চ কা চ বলকৃতিরিন্দ্রকর্মৈব তৎ ॥ (খ) ॥ অথাস্য সংস্তবিকা দেবা অগ্নিঃ সোমোবরুণঃ পূষা বৃহস্পতির্ব্রহ্মণস্পতিঃ কুৎসো বিষ্ণুর্বায়ুঃ অথাপি মিত্রো বরুণেন সংস্তুয়তে পূষ্ণা রুদ্রেণ চ সোমোঽগ্নিনা চ পূষা বাতেন চ পর্জন্যঃ ॥ (ঘ) ॥ ৭।৩।৩ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ [ মূলম্ ]

---

## বিবৃতি

দৈবতকাণ্ডের তৃতীয়পাদের প্রথমখণ্ডে অগ্নির ভক্তিসাহচর্য [ ভক্তি ও সাহচর্যের অর্থ সেখানে বলা হয়েছে ] কর্ম, সংস্তবিক দেবতা হবির সহচরিত দেবতার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়খণ্ডে পূষার স্তুতি ও অগ্নির স্তুতি এক মন্ত্রে দেখান হয়েছে। এখন এই তৃতীয়খণ্ডে ইন্দ্রের ভক্তি সাহচর্য, কর্ম সংস্তবিক দেবতা হবির সহচরিত দেবতার কথা বলা হবে। প্রথমে ইন্দ্রের ভক্তিসাহচর্য বলছেন—'অথৈতানীন্দ্রভক্তীনান্তরিক্ষলোকো মাধ্যন্দিনং সবনং গ্রীষ্মস্ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চদশস্তোমো বৃহৎসাম যে চ দেবগণাঃ সমামাতা মধ্যমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ ॥ (ক) ॥

অথ [ অনন্তর ] [ ( অগ্নির ভক্তি বলার পর ) ] এতানি [ ইঁহারা ( পরে বলা হচ্ছে ) ] ইন্দ্রভক্তীনি [ ইন্দ্রের ভাগ ] অন্তরিক্ষলোকঃ [ অন্তরিক্ষ

লোক (পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্তী লোক)। মাধ্যন্দিনং সবনম্ [সোমযাগে মধ্যাহ্নকালে সোমাভিষবাদিকার্য] গ্রীষ্মঃ [গ্রীষ্ম ঋতু] ত্রিষ্টুপ্ [ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ] পঞ্চদশস্তোমঃ [পঞ্চদশ নামক স্তোম] বৃহৎসাম [বৃহৎ নামক সাম] মধ্যমে স্থানে [অন্তরিক্ষ স্থানে] যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ যাঃ চ স্ত্রিয়ঃ [যে সকল দেবতা পঠিত হয়েছেন এবং স্ত্রী দেবতা সকল] [ইঁহারাই ইন্দ্র ভক্তি]॥ (ক)॥

অনুবাদ :—অগ্নির ভক্তি বলার পর ইন্দ্রের ভক্তি বলা হচ্ছে—অন্তরিক্ষ লোক, মাধ্যন্দিন সবন, গ্রীষ্ম ঋতু, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসাম অন্তরিক্ষ স্থানে যে সকল পুরুষ দেবতা (বায়ু, বরুণ, রুদ্র, সোম, চন্দ্র প্রভৃতি) এবং স্ত্রী দেবতা (অদিতি, রাকা, অনুমতি, ইন্দ্রাণী, গোরী প্রভৃতি) পঠিত হয়েছেন—ইঁহারা ইন্দ্রের ভক্তি অর্থাৎ সমানভাগী॥ (ক)॥

মন্তব্য :—যে যে পদার্থ ইন্দ্রকে নিজের বলে মনে করে বা ইন্দ্র যাদের নিজের বলে মনে করেন তারা ইচ্ছেন ইন্দ্র ভক্তি।

সেই ইন্দ্র ভক্তির মধ্যে আছে অন্তরিক্ষ লোক, মাধ্যন্দিন সবন অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সোমযাগের মধ্যাহ্নকালে সোমের অভিষব এবং আহুতি প্রভৃতি যে কর্ম তাহাই মাধ্যন্দিন সবন নামে কথিত হয়। ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু ইন্দ্রের ভক্তি। ছন্দের মধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ হচ্ছে ইন্দ্রের ভক্তি। পঞ্চদশ স্তোম। স্তোম সমূহের মধ্যে পঞ্চদশ নামক স্তোম ইন্দ্রের ভক্তি। পঞ্চদশ স্তোম মানে —সামবেদে [সংহিতায়] দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১০।১১।১২ সংখ্যক তিনটি মন্ত্র আছে। সেই তিনটি মন্ত্রের প্রত্যেকটাকে পর্যায়ক্রমে ৩।১।১বার গান করলে সংখ্যায় ১৫ হয়। যেমন—প্রথমবারে প্রথম মন্ত্রটিকে ৩ বার, দ্বিতীয়কে ১ বার, তৃতীয়কে ১ বার গান করে, দ্বিতীয়বারে প্রথম মন্ত্রকে ১ বার দ্বিতীয় মন্ত্রকে ৩ বার তৃতীয়কে ১ বার, তৃতীয়বারে প্রথমকে ১ বার, দ্বিতীয়কে বার ও তৃতীয়কে ৩ বার গান করলে সর্বসমেত ১৫ হয়। এইরূপ গান করার মন্ত্র সমূহের নাম পঞ্চদশ স্তোম। এই পঞ্চদশ স্তোম ইন্দ্রের ভক্তি। সামের মধ্যে বৃহৎসাম অর্থাৎ 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ইত্যাদি ঋক মন্ত্রে অধিষ্ঠিত গানবিশেষ বা গানের বিষয়রূপে 'ত্বামিদ্ধি' ইত্যাদি মন্ত্রই বৃহৎসামই ইন্দ্রের ভক্তি। আর মধ্যম স্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষ স্থানে যে সকল পুরুষ

দেবতা এবং স্ত্রী দেবতা পঠিত আছে তারাও ইন্দ্রের ভক্তি। নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষ স্থানে বায়ু, বরুণ, রুদ্র, সোম, চন্দ্রমা প্রভৃতি পুরুষ দেবতার এবং অদিতি, রাকা, অনুমতি, ইন্দ্রাণী, গৌরী প্রভৃতি স্ত্রী দেবতার উল্লেখ আছে। সুতরাং এই সকল দেবতা ইন্দ্র ভক্তি ॥ (ক) ॥

এখন ইন্দ্রের কর্মের কথা বলছেন—'অথাস্য কর্ম রসানুপ্রদানং বৃত্রবধো যা চ কা চ বলকৃতিরিন্দ্রকর্মৈব তৎ'। (খ) ॥

অথ [ এখন আরম্ভ করা হচ্ছে ( বলা হচ্ছে ) ] অস্য [ এই ইন্দ্রের ] কর্ম [ কার্য ] রসানুপ্রদানম্ বৃষ্টি প্রদান ] বৃত্রবধঃ [ মেঘের বিদারণ অথবা অসুর বধ ] যা চ কা চ বলকৃতিঃ [ বৃষ্টি সম্পাদন, অসুর বধ ভিন্ন অন্য যে কোন বলের কার্য ] তৎ [ তাহা ] ইন্দ্রকর্মৈব [ ইন্দ্রেরই কর্ম ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—এখন ইন্দ্রের কর্ম বলা হচ্ছে। এই ইন্দ্রের কর্ম হচ্ছে বৃষ্টি সম্পাদন, মেঘ বিদারণ বা অসুর বধ এবং অন্য যা কিছু বলের কার্য, সে সবই ইন্দ্রের কর্ম ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—এখানে 'রসানুপ্রদান' মানে রসের অর্থাৎ জলের অনুপ্রদান মানে সম্পাদন। মোটকথা বর্ষণ কার্য ইন্দ্রদেবেরই কর্ম। 'বৃত্রবধ' মানে মেঘকে বিদীর্ণ করা অথবা বৃত্রাসুর নামক অসুরকে বধ করা। এতদ্ভিন্ন সকল প্রাণীর বলের কার্যও ইন্দ্রেরই কর্ম ॥

এখন ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতার কথা বলছেন—'অথাস্য সংস্তবিকা দেবা অগ্নিঃ সোমো বরুণঃ পূষা বৃহস্পতি র্ব্রহ্মণস্পতিঃ পর্বতঃ কুৎসো বিষ্ণুর্বায়ুঃ' ॥ (গ) ॥

অথ [ এখন বলা হচ্ছে ] অস্য [ এই ইন্দ্রের ] সংস্তবিকা দেবাঃ [ যাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে ইন্দ্র স্তুত হন সেই দেবতারা ] অগ্নিঃ সোমঃ বরুণঃ পূষা বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মণস্পতিঃ পর্বতঃ কুৎসঃ বিষ্ণুঃ বায়ুঃ [ অগ্নি, সোম, বরুণ, পূষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্বত, কুৎস, বিষ্ণু, বায়ু ] [ ইঁহারা ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতা ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :—এখানে যাঁদের সহিত একসঙ্গে ইন্দ্র স্তুত হন সেই সংস্তবিক দেবতার কথা বলা হচ্ছে। এই ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতারা হচ্ছেন—অগ্নি,

সোম, বরুণ, পূষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্বত, কুৎস, বিষ্ণু এবং বায়ু ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—যে যে দেবতার সহিত একসঙ্গে মন্ত্রে ইন্দ্রের স্তুতি হয়েছে, সেই দেবতারাই হচ্ছেন ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতা। দুর্গাচার্য কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করে ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতার কথা বলেছেন। তার মধ্যে অগ্নির সহিত ইন্দ্রের স্তুতির কথা ঋক্ সংহিতার [ ৩।১।১২।৪ ] মন্ত্রে বলা হয়েছে। সোমের সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ঋ. সং ৫।৭।৫।২ ] মন্ত্রে বরুণের সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ ঋ. সং ৭।৮।২।১ ] মন্ত্রে, পূষার সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ ঋ. সং ৪।৮।২৩।১ ] মন্ত্রে, বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ ঋ. সং ৩।৭।২৫।১ ] মন্ত্রে, ব্রহ্মণস্পতির সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ ঋ. সং ২।৭।৩ ২ ] মন্ত্রে, পর্বতের সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ ঋ সং ৩।৩।১৯।১ ] মন্ত্রে, কুৎসের সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ ঋ, সং ৪।১।৩০।৪ ] মন্ত্রে, বিষ্ণুর সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ঋ. সং ৫।৬।২৪।৫ ] মন্ত্রে, বায়ুর সহিত ইন্দ্রের স্তুতি [ ঋ. সং ১।১।৩।৪ ] মন্ত্রে পঠিত হয়েচে। এইভাবে এক একটি মন্ত্র দুর্গাচার্য উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য মন্ত্রও বুঝে নিতে হবে ইহাই অভিপ্রায় ॥ (গ) ॥

যাঁরা ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতা, তাঁদের আবার কারও কারও সহিত পরস্পর একসঙ্গে স্তুতি দেখা যায়, তাহাই বলছেন—'অথাপি মিত্রো বরুণেন সংস্তূয়তে, পূষ্ণা রুদ্রেণ চ সোমঃ অগ্নিনা চ পূষা, বাতেন চ পর্জন্যঃ' ॥ (ঘ) ॥

অথ অপি [ আরও ] বরুণেন [বরুণের সহিত ] মিত্রঃ [ মিত্র দেবতা ] সংস্তূয়তে [ স্তুত হন ] পূষ্ণা রুদ্রেণ চ [ পূষা ও রুদ্রের সহিত ] সোমঃ [ সোম দেবতা স্তুত হন ], অগ্নিনা চ [ অগ্নির সহিত ] পূষা [ পূষা দেবতা স্তুত হন ] বাতেন চ [ বায়ুর সহিত ] পর্জন্যঃ [ পর্জন্য দেবতা স্তুত হন ॥ ঘ ॥

অনুবাদ ঃ—আরও কথা এই যে বরুণের সহিত মিত্র স্তুত হন, পূষা ও রুদ্রের সহিত সোম স্তুত হন, অগ্নির সহিত পূষা স্তুত হন, বাতের সহিত [ বায়ুর সহিত ] পর্জন্য স্তুত হন ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—নিরুক্তকার যাস্ক ইন্দ্রের সংস্তবিক দেবতার কথা বলতে গিয়ে

প্রসঙ্গক্রমে সেই ইন্দ্রের সংস্তাবিক দেবতাদের মধ্যেও কারও সহিত কারও একসঙ্গে যে স্তুতি দেখা যায় তাহার উল্লেখ করেছেন। যেমন বরুণের সঙ্গে মিত্রের, পূষা ও রুদ্রের সঙ্গে সোমের, অগ্নির সঙ্গে পূষার, বাতের [ বাত বলতে বায়ু নয় কিন্তু বাত নামে অন্য দেবতা ] সঙ্গে পর্জন্যের একসঙ্গে স্তুতি বেদের মন্ত্রে দেখা যায়। নিরুক্তকারের উক্ত বাক্যে যেসকল দেবতার বোধক পদগুলি প্রথমা বিভক্ত্যন্ত আছে, সেই দেবতাদের স্তুতি হল মুখ্য স্তুতি আর তৃতীয়ান্ত পদবোধ্য দেবতাদের স্তুতিটি গৌণ স্তুতি বুঝতে হবে এই কথা দুর্গাচার্য বলেছেন। দুর্গাচার্য বরুণের সঙ্গে মিত্রের স্তুতি-বোধক মন্ত্রের উদ্ধৃতি করেছেন ঋক্ সংহিতার [ ৩।৪।১১।৬ ] এই মন্ত্রে। পূষা ও রুদ্রের সহিত সোমের স্তুতি [ ঋ. সং ২।৮।৬।১ ] এই মন্ত্রে করা হয়েছে। [ দুর্গাচার্য বৃত্তি ] রুদ্রের সহিত সোমের স্তুতি [ ঋ. সং ৫।১। ১৮।৩ ] মন্ত্রে উল্লেখ করেছেন। অগ্নির সহিত পূষার স্তুতিবোধক মন্ত্রের উল্লেখ করেন নাই। কারণ নিরুক্তের ৭।৩।১ খণ্ডে নিরুক্তকার বলেছেন অগ্নির সঙ্গে পূষার স্তুতি হয় না। এইজন্য দুর্গাচার্য বলেছেন অগ্নির সঙ্গে যে পূষার স্তুতির নিষেধ তাহা পার্থিব অগ্নির সঙ্গে নিষেধ বলে বুঝতে হবে। আর এখানে যে অগ্নির সহিত পূষার স্তুতির উল্লেখ তাহা অন্তরিক্ষস্থ বা দ্যুস্থানস্থ অগ্নির সংগে। ইহার উদাহরণ মন্ত্র অন্বেষণ করে নিতে হবে বলে দুর্গাচার্য ক্ষান্ত হয়েছেন। স্কন্দ স্বামী বলেন এখানের অগ্নিনা এই পাঠটি ভুল। ঠিক পাঠ হবে বায়ুনা। অর্থাৎ বায়ুর সহিত পূষার স্তুতি বুঝতে হবে।

তারপর দুর্গাচার্য বাতের সহিত পর্জন্যের স্তুতির উদাহরণ দিবার জন্য [ ঋ. সং ৯।২।১৩।৫ ] মন্ত্রের উদ্ধৃতি করেছেন ।। (ঘ) ।। ৭।৩।৩ ।।

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্ত সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডের মূলের অনুবাদ।

৭।৩।৩ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

'অথ এতানি ইন্দ্রভক্তীনি' ইতি। পূর্ববৎ সর্বম্। 'অন্তরিক্ষলোকঃ' ইত্যেবমাদি। 'যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতাঃ মরুদাদয়ঃ'। 'যাশ্চাস্ত্রিয়ঃ' অদিত্যাদ্যাঃ।

'অথ অস্য কর্ম'। 'রসানুপ্রদানম্' অবশ্যায়নম্, বর্ষাদি। 'বৃত্রবধঃ' মেঘবধঃ, 'যা চ কা চ বলকৃতিঃ' অন্যাপি। 'ইন্দ্র কর্ম এব তৎ'—ইতি আদরার্থং পুনর্বচনম্, অপি কীটপিপীলিকাদিষু যদ্বলেন ক্রিয়তে সর্বম্ ইন্দ্রকর্মৈব তৎ ইতি।

'অথ অস্য সংস্তবিকা দেবাঃ। অগ্নিঃ, সোমঃ' ইত্যেবমাদয়ঃ। তদ্যথা—

'ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথ। তদ্ বাচেতি প্রবীর্যম্' ॥ [ ঋ. সং ৩।১।১২।৪ ] ইতি। বিশ্বামিত্রস্যার্ষম্। গায়ত্রী। ঐন্দ্রাগ্নে হবিষি বিনিয়োগঃ। হে ইন্দ্রাগ্নী', 'রোচনা, দীপনৌ হবিষা চ উদকেন চ 'দিবঃ' 'পরিভূষথ' 'বাজেষু' অস্মান্ সর্বতঃ, যেন অন্নেষু স্বামিত্বেন ভবেমহি তথা কুরুতম্। 'তৎ' বীর্যম্ 'বাম্' ভবতঃ 'প্র' প্রকৃষ্টম্ অহম্ 'চেতি' জানে যেন পরিভাবয়থো যাগেষু স্তোতৄন্ পুরঃ। অত এবমাশাস্মহে।

সোমেন সংস্তবঃ—'ইন্দ্রাসোমা সমঘশংসম্' ইত্যত্র ব্যাখ্যাতঃ।

বরুণেন সংস্তবঃ—'ইন্দ্রা বরুণা যুবমধবরায় নঃ—ইতি ব্যাখ্যাতঃ শেষঃ।

ইন্দ্রা পূষণা বয়ং সখ্যায় স্বস্তয়ে। হুবেম বাজসাতয়ে' ॥ [ ঋ, সং ৪।৮।২৩।১ ] ইতি। পূষ্ণা সংস্তবঃ। ভারদ্বাজস্যোয়মার্ষম্। গায়ত্রী। ইন্দ্রাপৌষ্ণে হবিষি বিনিয়োগঃ। হে 'ইন্দ্রাপূষণৌ' 'সখ্যায়' সমানখ্যানায়, 'স্বস্তয়ে' স্বস্ত্যয়নায় চ 'বাজসাতয়ে চ' অন্নসননায় চ 'হুবেম' আহ্বয়ামহে যুবাং বয়ং নিত্যং যজ্ঞেষু ইদমাশাস্মহে।

'ইদং বামাস্যে হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রা বৃহস্পতী। উক্থং মদশ্চ শস্যতে' ॥ [ ঋ সং ৩।৭।২৫।১ ] ইতি। বৃহস্পতিনা সংস্তবঃ। বামদেবস্যার্ষম্। গায়ত্রী। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যে হবিষি বিনিয়োগঃ। হে 'ইন্দ্রাবৃহস্পতী' 'ইদং' 'হবিঃ' যদ্ বয়ং দদ্মঃ তৎ 'প্রিয়ম্' ইষ্টম্ 'আস্যে' 'বাম্' অস্তু। যৎ চ ইদম্ 'উক্থম্' 'শস্যতে' 'মদঃ চ' প্রতিগরেণ সহ, তচ্চ বাং প্রিয়মস্তু। ইত্যেতদাশাস্মহে।

'বিশ্বং সত্যং মঘবানা যুবোরিদাপশ্চ ন প্রমিনন্তি ব্রতং বাম্। অচ্ছেন্দ্রা ব্রহ্মণস্পতী হবির্নোঽন্নং যুজেব বাজিনা জিগাতম্' ॥ [ ঋ সং ২।৭।৩।২ ]

ইতি। ব্রহ্মণস্পতিনা সংস্তবঃ। গৃৎসমদস্যেয়মার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। 'বিশ্বম্' সর্বং জগৎ 'সত্যং যাবদিদমস্তি'। কিঞ্চ হে 'মঘবানা' মঘবানৌ ধনবন্তৌ 'ইন্দ্রা ব্রহ্মণস্পতী' যুবামুচ্যেথে। 'যুবোঃ' যুবয়োঃ সর্বম্ এতৎ স্ব ভুক্তম্। কিঞ্চসর্বস্যেশানো স্থঃ, অতঃ আপশ্চ' আপোঽপি 'ন প্রমিনন্তি' ন হিংসন্তি, 'ব্রতম্' কর্ম 'বাং' যুবয়োঃ যথাসঙ্কল্পং বর্ত্তেতে। যৌ যুবাম্ এবমীদৃ- মহানুভাবৌ, তৌ 'নঃ' অস্মাকম্ 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন ইদং 'হবিঃ' 'জিগাতম্' আগচ্ছতং ভোক্তুম্। 'যুজা' যুজৌ ইব' সহচারিণৌ 'বাজিনা' বাজিনৌ রথাৎ বিমুক্তৌ বুভুক্ষ স্বমন্নম্'। ইত্যেতদাশাস্মহে।

'ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আবহতং সুবীরাঃ। বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্ধেথাং গীর্ভিরিলয়া মদন্তা'॥ [ ঋ সং ৩।৩।১৯।১ ] ইতি। পর্বতেন সংস্তবঃ। বিশ্বামিত্রস্যেয়মার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। হে 'ইন্দ্রাপর্বতা' ইন্দ্রাপর্বতৌ। 'দেবা'। দেবৌ যুবামুচ্যেথে। 'বৃহতা' মহতা রথেন, মহতা উদকরংহণেন উদকদানেন 'বামীঃ' বননীয়াঃ 'ইষ' অন্নানি 'আবহতম্' আবহন্তম্ ঈরয়ন্তম্, ব্রীহ্যাদীনি প্রেরয়ন্তম্। 'সুবীরাঃ' শোভনবীরাঃ। ততঃ স্বে কালে ঈজানানামস্মাকং 'বীতং' ভক্ষয়তম্ 'হব্যানি' পুরোড়াশাদীনি 'অধ্বরেষু'। 'বর্ধেথাম্' চ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রতিকর্ম 'ইলয়া' অন্নেন 'মদন্তা' মদন্তৌ তৃপ্যন্তৌ। ইত্যে- তদাশাস্মহে।

'ইন্দ্রা কুৎসা বহমানা রথেনা বামত্যা অপি কর্ণে বহন্তু। নিঃষীমদ্ভ্যো নির্ধমথো নিষেধস্থান্মঘোনো হৃদো বরথস্তমাংসি'॥ [ ঋ সং ৪।১।৩০।৪ ] ইতি। কুৎসেন সংস্তবঃ। অবস্যোরার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। 'ইন্দ্রাকুৎসা' হে ইন্দ্রাকুৎসৌ। 'বহমানা' বহমানৌ উহ্যমানৌ রথেন। যুবাং ব্রুবে। 'আবহন্তু বাম্' 'অত্যাঃ' অশ্বাঃ 'অপি' 'কর্ণে' নিত্যং কর্মণে। ততশ্চ কর্মণা পরিতোষিতঃ, অস্মাভিঃ 'নিঃষীমদ্ভ্যঃ' 'নির্ধমথঃ' সর্বতঃ অরীন্ ''ষধস্থাৎ' সমানস্থানাদন্তরিক্ষাদদ্ভ্যঃ অপঃ। ততঃ শুষ্ণবধাদুৎপত্ত্যা কালং কুর্বাণৌ। 'মঘোনঃ' মহান্ত্যেতানি 'তমাংসি' 'হৃদঃ' হৃদয়স্য হ্লাদকানি অনাকালভয়কৃতানি 'বরথঃ, বারয়থঃ। ইত্যেতদাশাস্মহে।

'ইন্দ্রাবিষ্ণু দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্। শতং

বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্' ॥ [ ঋ সং ৫।৬।২৪।৫ ] ইতি। বিষ্ণুনা সংস্তবঃ। বসিষ্ঠস্যার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। ত্রৈধাবত্যাং বিনিয়োগঃ। হে 'ইন্দ্রাবিষ্ণু' যুবাং 'দৃংহিতাঃ' স্থিরীকৃতাঃ 'শম্বরস্য নবতিং নব চ পুরঃ' মেঘস্য অসুরস্য বা স্বভূতাঃ পুরঃ 'শ্নথিষ্টম' হতবন্তৌ স্থঃ। তাশ্চ যা মেঘান্তর্গতাঃ 'শতং বর্চিনঃ' দীপ্তিমন্তঃ অস্রবতো বা 'সহস্রঞ্চ সাকম্' অবস্থিতান্ সহভাবেন একনিশ্চয়ান্ 'হথঃ' হতবন্তৌ স্থঃ। 'অপ্রতি' অপ্রতিকারান্ 'বীরান্' 'অসুরস্য' শম্বরস্য স্বভূতান্। যৌ যুবাম্ এতদপীতিদুষ্করমকার্ষ্টম্, তাবস্মাকমপি শত্রূন্ হথ ইত্যেদাশাস্মহে।

'ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতম্। ইন্দবো বামুশন্তি হি' [ ঋ, সং ১।১।৩।৪ ] ইতি। বায়ুনা সংস্তবঃ। মধুচ্ছন্দস আর্ষম্। গায়ত্রী। উপাত্তদ্বিকর্মাত্মনোঽপি হি মধ্যমস্য একস্যাপি বায়বিন্দ্রভাবেন বিকরণধর্মত্বাৎ দ্বিত্বং বিভ্রতঃ নৈরুক্তপক্ষেঽপি দ্বিবচনসংস্তুতিরবিরুদ্ধা। যথা একস্যোদকস্য দ্বিপাত্রস্থস্য দ্বিবচনোক্তিঃ। ঐন্দ্রবায়বস্য গ্রহস্য পুরোহনুবাক্যেয়ম্। হে 'ইন্দ্রবায়ূ' যুবামুচ্যেথে। 'ইমে' 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ ইন্দবঃ, সোমা ইত্যর্থঃ। সুসংস্কৃতাঃ সোমাঃ যস্মাৎ 'উশন্তি' কাময়ন্তে যুবামাত্মপানায়, তস্মাৎ উপাগচ্ছতম্ পাতুমেতান্। কথং পুনরুপাগচ্ছতম্ ? 'প্রয়োভিঃ' অন্নৈঃ অস্মৎসম্প্রদেয়ৈরভ্যুদ্যতৈঃ। ইত্যেতদাশাস্মহে।

'অথাপি মিত্রো বরুণেন সংস্তূয়তে'। 'অথ' শব্দঃ প্রকৃতাৎ ইন্দ্রাদ্ বিশেষতো মিত্রাদীন্ প্রকরোতি। 'অপি' ইতি সম্ভাবনে। প্রকৃতাভ্যান্তিসুভ্যো দেবতাভ্যঃ পরাণ্যপরেণাভিধানেন সংস্তবযুক্তানীতি ভেদপক্ষে অবিরোধ এব। নৈরুক্তপক্ষে যদ্বিরুদ্ধাভাসমিব কিঞ্চিদত্র, তদিন্দ্রবায়ুসংস্তবে প্রতিসমাহিতম্। 'মিত্রো বরুণেন' ইত্যেবমাদিষু যা প্রথময়া নির্দিশ্যতে, সা মুখ্যা স্তুতিঃ, যা তৃতীয়য়া নির্দিষ্টা সা অমুখ্যা।

'আ নো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ'। [ ঋ. সং ৩।৪।১১।৬ ]। বিশ্বামিত্রস্যার্ষম্। গায়ত্রী। মৈত্রাবরুণ্যাঃ পয়স্যায়াঃ পুরোহনুবাক্যা। হে 'মিত্রাবরুণা' হে মিত্রাবরুণৌ ; 'সুক্রতূ' শোভনকর্মাণৌ। যুবামুচ্যেথে। 'গব্যূতিম্' গোযূতিম্ যবসোদকোৎপত্তয়ে 'রজাংসি' চ গোযূতের্যান্যন্যানি স্থানানি ব্রীহ্যাদিধান্যোৎপত্তি-

ক্ষেত্রাণি তানি চ ব্রীহ্যাদ্যুৎপত্তয়ে 'মধ্বা' মধুরেণ শস্যসম্পৎকরণেন 'ঘৃতৈঃ' ঘৃতেন উদকেন 'নঃ' অস্মাকম্ 'উক্ষতম্' সিঞ্চতম্। ইত্যেতদাশাস্মহে।

'পূষ্ণা রুদ্রেণ চ সোমঃ'। সোমাপূষণা জননা রয়ীণাং জননা দিবো জননা পৃথিব্যাঃ। জাতো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্'। [ ঋ, সং ২।৮।৬।১ ] ইতি। পূষ্ণা সোমস্য সংস্তবঃ। গৃৎসমদস্যার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। সোমাপৌষ্ণস্য চরোঃ পুরোহনুবাক্যা। সোমাপূষ্ণৌ চন্দ্রসূর্যৌ, তাবুচ্যেতে। 'সোমাপূষণা' হে সোমাপূষণৌ, যুবাং 'জননা' জননৌ জনয়িতারৌ 'রয়ীণাং' ধনানাম্, 'জননা' জনয়িতারৌ 'দিবো' দ্যুলোকস্যাপি, 'জননা' জনয়িতারৌ চ 'পৃথিব্যাঃ'। 'জাতৌ' জাতমাত্রৌ এবং যুবাং 'বিশ্বস্য' সর্বস্য 'ভুবনস্য' ভূতজাতস্য 'গোপৌ' গোপ্তারৌ বভুবথুঃ। 'দেবাঃ' চ রশ্ময়ঃ যুবামেব 'অমৃতস্য' উদকস্য 'নাভিং' নহনম্ বন্ধনম্, আধারং সর্বলোকস্য 'অকৃণ্বন্' সদা কুর্বন্তি। যুবামিদং নাম অস্মাকং কুরুতম্ ইত্যাশিষা নিরাকাংক্ষম্।

'সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্। অবস্যতং মুঞ্চত যন্নো অস্তি তনূষু বদ্ধং কৃতমেনো অস্মৎ'॥ [ ঋ. সং ৫।১।১৮।৩ ] ইতি। রুদ্রেণ সংস্তবঃ। ভরদ্বাজস্যেয়মার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। সোমা রৌদ্রস্য চরোঃ পুরোহনুবাক্যা। 'সোমারুদ্রা' হে সোমারুদ্রৌ! যুবামুচ্যেথে। এতানি সর্বাণি 'ভেষজানি' 'অস্মে' অস্মাকং 'তনূষু' শরীরেষু 'ধত্তম্'। কিঞ্চ 'অবস্যতম্' নিত্যমস্মান্ অবিতুং রক্ষিতুমিচ্ছতম্। কিঞ্চ 'যৎ' 'নঃ' অস্মাকম্ মনোবাক্কায়ৈঃ 'কৃতম্' 'এনঃ' কিঞ্চিদস্তি 'তনূষু' তৎ 'মুঞ্চতম্' 'অস্মৎ' অস্মত্তঃ।

'অগ্নিনা চ পূষা'—মধ্যমস্থানেন চ দ্যুস্থানেন চ সংস্তবঃ ইতি। পার্থিবেন প্রতিষেধাৎ, ঋচং নোদাহরতি, মৃগ্যমুদাহরণং যেন সংস্তবঃ।

'বাতেন চ পর্জন্যঃ'। ধর্তারো দিব ঋভবঃ সুহস্তা বাতাপর্জন্যা মহিষস্য তন্যতোঃ। আপ ওষধীঃ প্রতিরন্তু নো গিরো ভগো রাতি র্বাজিনো যন্তু মে হবম্'॥ [ ঋ. সং ৮।১।১৩।৫ ] ইতি। বসুকর্ণস্যার্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। 'ধর্তারঃ দিবঃ ঋভবঃ' 'সুহস্তা' শোভনহস্তৌ 'বাতাপর্জন্যা'

বাতাপর্জন্যৌ চ, 'আপঃ' চ, 'ওষধী' ওষধয়শ্চ, 'ভগঃ' চ, 'রাতিঃ' দাতা, 'বাজিনঃ' চ 'ধর্তারঃ' ধারয়িতারঃ, 'দিবঃ' দ্যোতনবন্তঃ যে উস্রা উদকস্য। 'মহিষস্য' মহতঃ 'অন্যতোঃ' সর্বার্থতনিতুঃ। 'হবং' হবনমাহ্বানম্। 'নঃ' অস্মাকম্ 'আয়ন্তু' আগচ্ছন্তু। আগত্য চ 'প্রতিরন্তু' প্রতীর্ণাঃ কুর্বন্ত্বেতা অস্মদ্ 'গিরঃ' বর্ধয়ন্ত্বিত্যর্থঃ। বাতাপর্জন্যাবিতি অত্র সংস্তবঃ ॥ ৭।৩।৩ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে তৃতীয়খণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

## দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে চতুর্থখণ্ডঃ ( মূলম্ )

অথৈতান্যাদিত্যভক্তীন্যসৌ লোকস্তৃতীয়সবনং বর্ষা জগতী সপ্তদশস্তোমো বৈরূপং সাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা উত্তমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ ॥ (ক) ॥ অথাস্য কর্ম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহ্লিতমাদিত্যকর্মৈব তৎ ॥ (খ) ॥ চন্দ্রমসা বায়ুনা সংবৎসরেণেতি সংস্তবঃ (গ) ॥ ৪ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে চতুর্থঃখণ্ডঃ [ মূলম্ ]।

---

## বিবৃতি

এখন আদিত্য দেবতার ভক্তি বলছেন—'অথৈতান্যাদিত্যভক্তীন্যসৌ লোকস্তৃতীয়সবনং বর্ষা জগতী সপ্তদশস্তোমো বৈরূপং সাম যে চ দেবগণাঃ সমাম্নাতা উত্তমে স্থানে যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ ।। (ক) ।।

অথ [ অনন্তর ( ইন্দ্র ভক্তি বলার পর ) ] আদিত্যভক্তীনি [ সূর্যের ভাগী পদার্থসমূহ বলা হচ্ছে ] অসৌ লোকঃ [ দ্যুলোক ] তৃতীয়ং সবনম্ [ সোমযাগে তৃতীয় পর্যায়ে সোমাভিষবাদি কর্ম ] বর্ষা [ বর্ষা ঋতু ] জগতী [ জগতীচ্ছন্দঃ ] সপ্তদশস্তোমঃ [ তিন মন্ত্রের দুইটিকে এক একবার আর একটিকে তিনবার—এইরূপ দুইবার আবৃত্তি করে, তৃতীয়বারে দুই মন্ত্রকে তিন তিনবার, আর একটিকে একবার আবৃত্তি করলে ১৭ সংখ্যায় দাঁড়ায়। উহাই সপ্তদশ স্তোম ] বৈরূপং সাম [ 'যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতম্' ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রকে গান করলে বৈরূপ সাম হয়, সেই বৈরূপ সাম ] উত্তমে স্থানে

[ দ্যুলোক স্থানে ] যে চ দেবগণাঃ যাঃ চ স্ত্রিয়ঃ [ যে পুরুষ দেবতাসকল ও স্ত্রী দেবতাসকল ] সমাম্নাতাঃ [ পঠিত হয়েছে ] [ ইঁহারাই আদিত্য ভক্তি ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—ইন্দ্রভক্তি প্রভৃতি বলবার পর এখন আদিত্যভক্তি বলা হচ্ছে। দ্যুলোক, তৃতীয় সবন, বর্ষা ঋতু, জগতীচ্ছন্দঃ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ সাম, দ্যুস্থানে যে সকল পুরুষ দেবতা এবং স্ত্রী দেবতা বলা হয়েছে ইঁহারা সকলে আদিত্য ভক্তি অর্থাৎ আদিত্যের ভাগী ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—দ্যুলোক পরোক্ষ বলে তাকে বুঝাবার জন্য অদস্ শব্দের প্রয়োগে 'অসৌ লোকঃ' বলা হয়েছে। তৃতীয় সবন—সোমযাগের তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ অপরাহ্নে যে সোমাভিষবাদি কর্ম হয় তাহা।

সপ্তদশ স্তোমঃ—পূর্ব খণ্ডে পঞ্চদশ স্তোমের বেলায়—সাম সংহিতার যে [ সা. সং ২।১০—১২ ] মন্ত্র তিনটির কথা বলা হয়েছিল, সেই মন্ত্র তিনটিকে [ ১ম মন্ত্র ১ম বারে ৩ বার, ২য় মন্ত্র ১ বার, ৩য় মন্ত্র ১ বার। ২য় বারে প্রথম মন্ত্র ১ বার, ২য় মন্ত্র ৩ বার, ৩য় মন্ত্র ১ বার। ৩য় বারে ১ম মন্ত্র ১ বার, ২য় ও ৩য় মন্ত্র তিন তিনবার অথবা উক্ত তিনটি মন্ত্রের যেকোন মন্ত্রকে যেকোন বারে ৩ বার, অপরটিকেও ৩ বার এবং অবশিষ্টটিকে ১ বার আবৃত্তি করে অন্য দুইবারে পঞ্চদশ স্তোমের মত যাতে পাঁচ পাঁচ সংখ্যা হয় সেইরূপ আবৃত্তি করলে একুনে ১৭ সংখ্যাক মন্ত্রের মত দাঁড়ায়। এইভাবে আবৃত্তি করলে সপ্তদশ স্তোম হয়। উহা আদিত্যের ভক্তি।

বৈরূপং সাম—'যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতম্' ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্রকে গান করলে উহা বৈরূপ সাম হয়।

উত্তম স্থান হচ্ছে দ্যুলোকরূপ স্থান, সেই স্থানে ত্বষ্টা, সবিতা, বৈশ্বানর, বরুণ, প্রভৃতি পুরুষ দেবতা এবং উষা, সূর্যা, বৃষাকপায়ী প্রভৃতি স্ত্রী দেবতার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এইসব দেবতা আদিত্য ভক্ত ॥ (ক) ॥

এখন আদিত্যের কর্ম বলছেন—'অথাস্য কর্ম রসাদানং রশ্মিভিশ্চ রস-ধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহ্লিতমাদিত্যকর্মৈব তৎ' ॥ (খ) ॥

অথ [ এখন ] অস্য [ এই আদিত্যের ] কর্ম [ কর্ম বলা হচ্ছে ] রসাদানম্ [ রস গ্রহণ ], রশ্মিভিঃ চ রসধারণম্ [ রশ্মির দ্বারা রসধারণ ] যৎ চ কিঞ্চিৎ

প্রবহ্লিতম্ [ যাহা কিছু আচ্ছাদন এবং প্রকাশন ] তৎ [ তাহা ] আদিত্য কর্ম এব [ সূর্যের কর্ম ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—এখন আদিত্যের কর্ম বলা হচ্ছে। ইঁহার কর্ম হচ্ছে—পৃথিবী প্রভৃতি থেকে রস আকর্ষণ, রশ্মির দ্বারা নিজেতে [ মণ্ডলে ] রস ধারণ, আর যাহা কিছু আচ্ছাদন করা ও প্রকাশ করা তাহা সূর্যের কর্মই ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—সূর্য রস আকর্ষণ করে, নিজ মণ্ডলে সেই রস ধারণ করেন পরে যথাকালে [ বর্ষাকালে ] উহা বর্ষারূপে ভূতলে পাতিত করেন। সেইজন্য মনু বলছেন আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" [ ] অর্থাৎ আদিত্য থেকে বৃষ্টি হয়।

প্রবহ্লিতম্—প্রবহ্লিত শব্দের অর্থ হচ্ছে আচ্ছাদন ও প্রকাশন। যেমন সূর্য রশ্মি বিস্তারের দ্বারা, রাত্রি, অন্ধকার প্রভৃতি আচ্ছাদন [ অভিভূত ] করেন ও সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করেন। ইহা আদিত্যের কর্ম ॥ (খ) ॥

আদিত্যের সংস্তবিক দেবতা প্রদর্শনের জন্য বলছেন—'চন্দ্রমসা বায়ুনা সংবৎসরেণেতি সংস্তবঃ' ॥ (গ) ॥

চন্দ্রমসা, বায়ুনা, সংবৎসরেণ [ চন্দ্র, বায়ু ও সংবৎসরের সহিত ] [ আদিত্যস্য সহস্তুতিঃ ] [ আদিত্যের একসঙ্গে স্তুতি আছে ] ইতি সংস্তবঃ [ ইহাই হল আদিত্যের সংস্তব অর্থাৎ অপরের সহ স্তুতি ] ॥ (গ ॥

অনুবাদ ঃ—চন্দ্রের সঙ্গে, বায়ুর সঙ্গে, সংবৎসরের সঙ্গে আদিত্যের সহ স্তুতি আছে, অতএব ইঁহাদের সহিতই আদিত্যের সংস্তব [ বলা হল ]।

মন্তব্য ঃ—দুর্গাচার্য চন্দ্রের সহিত আদিত্যের স্তুতি ঋগ্বেদের [ সংহিতার] ৮।২।২৩।৩ মন্ত্রে দেখিয়েছেন। বায়ুর সহিত আদিত্যের স্তুতির উদাহরণ দিয়েছেন [ যজুর্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার ৩৪।৫৫ ] মন্ত্রে। সংবৎসরের সহিত আদিত্যের স্তুতির উদাহরণ রূপে [ ঋ, সং ২।৩।১৬।২ মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। (গ) ॥ ৭।৩।৪ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্ত সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে চতুর্থখণ্ডের মূলানুবাদ।

৭।৩।৪ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

'অথৈতান্যাদিত্যভক্তীনি' ইতি পূর্ববৎ। 'অসৌ লোকঃ' ইত্যেবমাদি। 'সূর্যো দ্যুস্থানঃ' ইতি পূর্বমধিকৃত্য 'অথ এতানি আদিত্যভক্তীনি' ইতি ইহাবর্বাং স্বপক্ষদ্যোতনানুস্মৃতয়ে।

'যে চ দেবগণা সমাম্নাতা উত্তমে স্থানে' আদিত্যাদয়ঃ।

'যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ' উষা, সূর্যা, বৃষাকপায়ী, সরণ্যূঃ দেবপত্ন্য ইতি।

'অথাস্য কর্ম', 'রসাদানম্' ইত্যেবমাদি। 'যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবহ্লিতম্ আদিত্যকর্ম এব তৎ।

'চন্দ্রমসা বায়ুনা সংবৎসরেণ ইতি সংস্তবঃ'।

অতপস্থাৎ স্বশব্দেরেব ব্রবীতি, নাধিকারবচনং করোতি 'অথাস্যে'তি।

'পূর্বাপরং চরতো মায়য়েতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরিযাতো অধ্বরম্। বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূনন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ'। [ ঋ. সং ৮।৩।২৩।৩ ] ইতি। চন্দ্রমসা সংস্তবঃ। সূর্যায়াশ্চার্ষম্। জগতী। রাজযক্ষ্মেষ্ট্যাং বৈশ্বদেবস্য চরোঃ পুরোহনুবাক্যেষা। 'পূর্বাপরং চরতঃ' সূর্যাচন্দ্রমসৌ পূর্বপক্ষে পূর্বঃ সূর্যঃ অপরশ্চন্দ্রমাঃ। অপরপক্ষে পুনরপরঃ সূর্যঃ পূর্বশ্চন্দ্রমাঃ। এবম্ 'এতৌ' চরণমনুপরন্তৌ সর্বদা চরতঃ। তৌ পুনঃ 'মায়য়া' 'যোগৈশ্বর্যকৃতয়া কয়াপি প্রজ্ঞয়েতি কস্তত্ত্বং বেদ, ন হ্যযোগিনৌ এবং শক্তৌ চরিতুমিতি। অপি চৈতদপি চিত্রম্,—যদপরিখিদ্যমানৌ আভূতসংপ্লবাৎ 'শিশূ' চ 'ক্রীড়ন্তৌ 'অধ্বরং' যজ্ঞমভিনিষ্পাদয়ন্তৌ সর্বমিদং 'পরিযাতঃ' পরিগচ্ছতঃ। তৎ কথমিতি—'বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্টে'। 'বিশ্বানি' 'ভুবনা' ভুবনানি ভূতানি 'অভিচষ্টে' অভিপশ্যতি। 'অন্যঃ' আদিত্যঃ, অথৈতান্যভিদ্রষ্টব্যানি উপকারকত্বেন তথৈব সত্ত্বানি পশ্যতি। 'ঋতূন্' 'অন্যঃ' চন্দ্রমাঃ 'বিদধৎ' অভিনিষ্পাদয়ৎ স্বগত্যা। 'পুনঃ' পুনঃ পুনঃ প্রতিমাসং 'জায়তে' জায়মানঃ উদেতি অস্তমেতি চ। অসংস্তবেনোক্তয়োরর্থর্চঃ। যাবেতদেবমত্যদ্ভুতং কিমপি চরণং চরতঃ, তাবেতৌ অগদমস্মদ্ যজমানং কুরুতামিত্যাশিষা নিরাকাঙ্ক্ষঃ।

বায়ুনা সংস্তবঃ 'সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ' [ য, বা. সং ৩৪ ৫৫ ] ইত্যত্র। তত্র 'জাগৃতো অস্বপ্নজৌ' ইত্যেতস্মিন্ পাদে 'বায়ুরাদিত্যৌ' ইতি বক্ষ্যতি।

সংবৎসরেণ চ সংস্তবঃ 'পঞ্চপাদং পিতরম্' [ ঋ. সং ২।৩।১৬।২ ] ইতি ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৭।৩।৪ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে চতুর্থখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

## দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে পঞ্চমখণ্ডঃ

### [ মূলম্ ]

এতেষেব স্থানব্যূহেষ্বৃতুচ্ছন্দঃস্তোমপৃষ্ঠস্য ভক্তিশেষমনুকল্পয়ীত । (ক) । শরদনুষ্টুবেকবিংশস্তোমো বৈরাজং সামেতি পৃথিব্যায়তনানি ॥ (খ) ॥ হেমন্তঃ পঙ্‌ক্তিস্ত্রিণবস্তোমঃ শাক্বরং সামেত্যন্তরিক্ষায়তনানি ॥ (গ) । শিশিরোঽতিচ্ছন্দাস্ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমো রৈবতং সামেতি দ্যুভক্তীনি । (ঘ) ॥ ৭।৩।৫ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে পঞ্চমখণ্ডঃ [ মূলম্ ] ।

---

### বিবৃতি

এতেষু এব [ এই পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকরূপ স্থানব্যূহেষু [ স্থানসমূহে ] ঋতুচ্ছন্দঃস্তোমপৃষ্ঠস্য ভক্তিশেষমনুকল্পয়ীত [ ঋতু, ছন্দঃ, স্তোম, পৃষ্ঠ অর্থাৎ সাম ভাগের অবশিষ্ট ভাগ পূর্ব কল্পনা অনুসারে করবে ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ ঃ—এই পৃথিবীস্থান, অন্তরিক্ষস্থান ও দ্যুস্থান এই নির্দিষ্ট স্থানসমূহেই ঋতু, ছন্দঃ, স্তোম, সামাংশবিশেষ, ইহাদের অবশিষ্ট ভাগ পূর্ব কল্পনা অনুসারে কল্পনা করবে ॥ (ক) ॥

মন্তব্য ঃ—পূর্বে পৃথিবীস্থানাদি স্থানত্রয়ের কথা বলা হয়েছে। সেইসকল স্থানের ঋতু, ছন্দঃ প্রভৃতির কথাও বলা হয়েছে। যেমন—অগ্নি দেবতার—পৃথিবীস্থান, প্রাতঃসবন, গায়ত্রী, বসন্ত, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর সাম—এইগুলি ভক্তি।

ইন্দ্র দেবতার ভক্তি—অন্তরিক্ষস্থান, মাধ্যন্দিনসবন, গ্রীষ্ম, ত্রিষ্টুপ, পঞ্চদশ স্তোম বৃহৎসাম।

আদিত্য দেবতার ভক্তি—দ্যুস্থান, তৃতীয়সবন, বর্ষা, জগতী সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ সাম।

এই তিনটি ব্যূহে বা স্থানে ঋতু, ছন্দঃ, স্তোম, পৃষ্ঠ অর্থাৎ সাম বলা হয়েছে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও ঋতু, ছন্দঃ, স্তোম, সাম আছে, তাহারা কাহার ভজনীয় বা ভাগী হবে, তাহা অবশিষ্ট আছে। সুতরাং তাহারা কাহার ভক্তি বা ভাগ হবে এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় আচার্য যাস্ক বলছেন—পূর্বোক্ত তিন স্থানের কোন না কোন ব্যূহ বা স্থানের মধ্যে অবশিষ্ট ঋতু প্রভৃতিকে ব্যবস্থিত করে নিতে হবে। যে যে স্থানে যে যে ঋতু প্রভৃতি পড়বে সেই সেই স্থানের দেবতার ভাগী হবে সেই সেই ঋতু প্রভৃতি ।। (ক) ।।

পৃথিবীস্থানের ঋতু ছন্দ প্রভৃতি বলছেন—'শরদনুষ্টুবেকবিংশ স্তোমো বৈরাজং সামেতি পৃথিব্যায়তনানি'।। (খ) ।।

শরদ্ অনুষ্টুপ্ একবিংশস্তোমঃ বৈরাজং সাম [ শরৎ ঋতু, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, একবিংশ স্তোম ( মন্ত্র সংঘাত ), বৈরাজ সাম ] ইতি [ এইগুলি ] পৃথিব্যায়তনানি [ পৃথিবীস্থান অর্থাৎ পৃথিবীস্থানে ইহাদের স্থাপন করে নিতে হবে ] ।। (খ) ।।

অনুবাদ ঃ—শরৎ ঋতু, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, একবিংশ স্তোম, বৈরাজ সাম এইগুলি পৃথিবীস্থানে স্থাপনীয় ।। (খ) ।।

মন্তব্য ঃ—যে সব মন্ত্রে স্পষ্টভাবে দেবতার উল্লেখ থাকে না ; সেই সব মন্ত্রের দেবতা কারা হবেন এইরূপ প্রশ্ন হলে, তাহার নির্ণয়ের জন্য সেইরূপ মন্ত্রে ঋতু, ছন্দঃ, স্তোম, সাম প্রভৃতির কোন একটা না একটার উল্লেখ দেখে,

সেই ঋতু প্রভৃতির স্থান জেনে, সেই স্থান যে দেবতার স্থানরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই দেবতাই উক্ত মন্ত্রের দেবতা বলে বুঝে নিতে হবে। যেমন যে মন্ত্রে অগ্নির উল্লেখ নাই, অথচ শরৎ ঋতু, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, একবিংশ স্তোম ও বৈরাজ সাম—এইগুলির যেকোন একটার উল্লেখ আছে, তাহলে এইগুলির স্থান পৃথিবী বলে সেই পৃথিবীস্থানের দেবতা অগ্নি হওয়ায়, উক্ত মন্ত্রের দেবতাও অগ্নি বলে বুঝে নিতে হবে। এইরূপ ইন্দ্র ও আদিত্য দেবতারও মন্ত্রদেবতাত্ব বুঝে নিতে হবে।

একবিংশ স্তোম—পূর্বে যে সামবেদ সংহিতার তিনটি মন্ত্র বলা হয়েছে তাকে নিম্নলিখিতভাবে আবৃত্তি করে গান করলেই তাহা একবিংশ স্তোম হয়।

| | প্রথম মন্ত্র | দ্বিতীয় মন্ত্র | তৃতীয় মন্ত্র |
|---|---|---|---|
| ১ম বার | ৩ | ৩ | ১ =৭ |
| ২য় বার | ১ | ৩ | ৩ =৭ |
| ৩য় বার | ৩ | ১ | ৩ =৭ |
| | | | ২১ |

অথবা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম বার | ৩ | ১ | ১ =৫ |
| ২য় বার | ১ | ৩ | ৩ =৭ |
| ৩য় বার | ৩ | ৩ | ৩ =৯ |
| | | | ২১ |

এই একবিংশ স্তোমের স্থান পৃথিবী।

বৈরাজ সাম—'পিবা সোমমিন্দ্র মদন্তু ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র সুর করে গান করলে [যথারীতিতে] বৈরাজ সাম নামে কথিত হয়। ইহারও স্থান পৃথিবী। সুতরাং ইহারা পৃথিবীস্থানস্থ অগ্নি দেবতার ভক্তি ॥ (খ) ॥

অন্তরিক্ষস্থানের ঋতু ছন্দঃ প্রভৃতি বলছেন—'হেমন্তঃ পঙ্‌ক্তি স্ত্রিণবস্তোমঃ শাক্বরং সামেত্যন্তরিক্ষায়তনানি' ॥ (গ) ॥

হেমন্তঃ পঙ্‌ক্তি স্ত্রিণবস্তোমঃ শাক্বরং সাম—ইতি অন্তরিক্ষায়তনানি [ হেমন্ত ঋতু, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ, ত্রিণবস্তোম ( ২৭ মন্ত্রের স্তোম ) শাক্বর সাম এইগুলির স্থান হচ্ছে অন্তরিক্ষ ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :—হেমন্ত ঋতু, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ, ২৭ মন্ত্রের স্তোম, শাক্বর সাম ইহার স্থান অন্তরিক্ষ ॥ (গ) ॥

মন্তব্য :—ত্রিণবস্তোমঃ—সেই পূর্বোক্ত তিনটি সাম মন্ত্রের নিম্নোক্তরূপে আবৃত্তি করলেই তারা ত্রিণবস্তোম নামে কথিত হয়।

| আবৃত্তি | ১ম মন্ত্র | ২য় মন্ত্র | ৩য় মন্ত্র |
|---|---|---|---|
| ১ম বার | ৩ | ৫ | ১ =৯ |
| ২য় বার | ১ | ৩ | ৫ =৯ |
| ৩য় বার | ৫ | ১ | ৩ =৯ |
| | | | মোট ২৭ |

অথবা

| আবৃত্তি | ১ম মন্ত্র | ২য় মন্ত্র | ৩য় মন্ত্র |
|---|---|---|---|
| ১ম বার | ৩ | ৩ | ১ =৭ |
| ২য় বার | ১ | ৩ | ৫ =৯ |
| ৩য় বার | ৫ | ৩ | ৩ =১১ |
| | | | ২৭ |

শাক্বরং সাম—'প্রোষ্বস্মৈ পুরোরথম্' ইত্যাদি মন্ত্রে অধ্যূঢ় সামই শাক্বর সাম নামে অভিহিত হয়।

এই সকল হেমন্ত ঋতু প্রভৃতির স্থান অন্তরিক্ষ বলে অন্তরিক্ষস্থানীস্থিত ইন্দ্র দেবতার ভক্তি ইহারা ॥ (গ) ॥

দ্যুস্থানের ঋতু প্রভৃতি বলছেন—'শিশিরোঽতিচ্ছন্দাস্ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমো রৈবতং সামেতি দ্যুভক্তীনি' ॥ (ঘ) ॥

শিশিরঃ, অতিচ্ছন্দাঃ, ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমঃ রৈবতং সাম [ শীত ঋতু, অতিচ্ছন্দঃ সমূহ, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম ও রৈবত সাম ] ইতি দ্যুভক্তীনি [ ইহাদের স্থান দ্যুলোক ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—শীত ঋতু, অতিচ্ছন্দঃ সমূহ, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম, রৈবত সাম ইহাদের স্থান হচ্ছে দ্যুলোক, ( অতএব ইহাদিগকে দ্যুস্থানে স্থাপনীয় ) ॥(ঘ)॥

মন্তব্য ঃ—অতিচ্ছন্দঃ সমূহ বলতে অত্যষ্টি, অতিধৃতি, অতিশক্করী প্রভৃতি ছন্দকে বুঝায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমঃ—সেই পূর্বোক্ত তিন মন্ত্রই নিম্নোক্তভাবে গীত হলে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম বলে কথিত হয়।

| | ১ম মন্ত্র | ২য় মন্ত্র | ৩য় মন্ত্র |
|---|---|---|---|
| ১ম বার | ৩ | ৭ | ১=১১ |
| ২য় বার | ১ | ৩ | ৭=১১ |
| ৩য় বার | ৭ | ১ | ৩=১১ |
| | | | ৩৩ |

আবৃত্তি

অথবা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ম বার | ৩ | ৭ | ৫=১৫ |
| ২য় বার | ৫ | ৩ | ৩=১১ |
| ৩য় বার | ৩ | ১ | ৩= ৭ |
| | | | ৩৩ |

এই শীত ঋতু প্রভৃতির দ্বারা দ্যুলোকস্থান নির্ণয় করে তার দেবতা আদিত্য বলে বুঝতে হবে। রৈবতং সাম—'রেবতী র্নঃ সধমাদে' ইত্যাদি ঋক্‌কে অবলম্বন করে গীতিবিশেষ হলে ঐ ঋক্‌ই রেবতী সাম নামে কথিত হয় ॥ (ঘ) ॥ ৭।৩।৫ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে পঞ্চমখণ্ডের অনুবাদ।

### ৭।৩।৫ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

'এতেষু এব স্থানব্যূহেষু ঋতুচ্ছন্দঃ স্তোমপৃষ্ঠস্য ভক্তিশেষমনুকল্পয়ীত' ঋতবশ্চ ছন্দাংসি চ স্তোমাশ্চ পৃষ্ঠানি চ ঋতুচ্ছন্দঃস্তোমপৃষ্ঠম্, তস্য ঋতুচ্ছন্দঃস্তোমপৃষ্ঠস্য। ঋতুভক্তিশেষম্, ছন্দোভক্তিশেষম্, স্তোমভক্তিশেষম্, পৃষ্ঠভক্তিশেষং চ।

তদ্‌যথা—'শরৎ, অনুষ্টুপ্, একবিংশস্তোমঃ, বৈরাজং সাম—ইতি পৃথিব্যায়তনানি।' অনগ্নিলিঙ্গেহপিচেন্মন্ত্রে এতেষামন্যতমং স্যাৎ, স আগ্নেয় ইতি প্রতিপত্তব্যম্। এবমেবোত্তরয়োরপি স্থানব্যূহয়োঃ। ব্যূহো নাম বিস্তারঃ। 'হেমন্তঃ, পঙ্‌ক্তিঃ, ত্রিণবস্তোমঃ, শাক্বরং সাম ইতি অন্তরিক্ষায়তনানি' অন্তরিক্ষলোকায়তননানি। 'শিশিরঃ, অতিচ্ছন্দাঃ, ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমঃ, রৈবতং সাম ইতি দ্যুভক্তীনি'। দ্যাং ভজন্তে ইতি দ্যুভক্তীনি। অপি বা আদিত্যং ভজন্তে ইতি দ্যুভক্তীনি। বিভক্তিগ্রহণং প্রণাড়িকোপদর্শনার্থম্, এতেষাং যা স্তুতিঃ, সা স্তুতিসংক্রমণন্যায়েন স্থানাধিপতেঃ সূর্যস্য স্তুতিরিতি। সর্বত্রৈবম্ ॥ ৭।৩।৫ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে পঞ্চমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

---

## দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে ষষ্ঠখণ্ডঃ

### [ মূলম্ ]

মন্ত্রা মননাৎ ॥ (ক) ॥ ছন্দাংসি ছাদনাৎ ॥ (খ) ॥ যজুর্যজতেঃ ॥ (গ) ॥ সাম সম্মিতমৃচাঽস্যতের্বর্চা সমং মেন ইতি নৈদানাঃ ॥ (ঘ) ॥ গায়ত্রী গায়তেঃ স্তুতিকর্মণঃ ॥ (ঙ) ॥ ত্রিগমনা বা বিপরীতা গায়তো মুখাদুদপতদিতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ (চ) ॥ ৬ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে ষষ্ঠখণ্ডঃ [ মূলম্ ]।

---

## বিবৃতি

মন্ত্র থেকেই দেবতার জ্ঞান, দেবতার ভক্তি সাহচর্য প্রভৃতির জ্ঞান হয়। এই সকল জ্ঞানের নিদান হল মন্ত্র। এখন সেই মন্ত্র কি? মন্ত্রের ব্যুৎপত্তি দেখাবার জন্য বলছেন 'মন্ত্রা মননাৎ' ॥ (ক) ॥

মন্ত্রাঃ [ মন্ত্র শব্দটি ] মননাৎ [ মন্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদঃ—মন্ত্র শব্দটি মন্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ॥ (ক) ॥

মন্তব্যঃ—পাণিনিতে মন জ্ঞানে দিবাদি আত্মনেপদী একটি মন্ ধাতু আছে। আর মনু অববোধনে তনাদি আত্মনেপদী একটি মন্ ধাতু। দুই ধাতুরই অর্থ জ্ঞান চিন্তন মনন বা আলোচনা হতে পারে। নিরুক্তকারের মতে সেই মন্ ধাতুর উত্তর 'ত্রঙ্' বা 'ষ্ট্রন্' [ ঔণাদি ] প্রত্যয় করে মন্ত্র শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। 'মননাৎ ত্রায়তে' অর্থাৎ যাকে মনন করলে সে মনন কারীকে ত্রাণ করে তাহা মন্ত্র। মন্ত্রকে যে মনন করে, মন্ত্র তাকে প্রতিপাদ্য দেবতার দর্শন পর্যন্ত করিয়ে ত্রাণ করে এই জন্য মন্ত্রের মন্ত্রত্ব। দুর্গাচার্য বলেছেন। মন্ত্রকে যারা মনন করে [ চিন্তন করে ], তারা অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞাদি

বিষয় জানতে পারে। এই হেতু মন্ত্রের মন্ত্রত্ব যে তাকে মনন করলে অধ্যাত্মাদির জ্ঞান হয় ॥ (ক) ॥

সমস্ত বৈদিক মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ, এই জন্য ছন্দঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাচ্ছেন 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ' ॥ (খ) ॥

ছাদনাৎ [ আচ্ছাদন করে এই হেতু ] ছন্দাংসি [ ছন্দঃ ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—আচ্ছাদন করে এই হেতু ছন্দ সকল ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—ছদি সংবরণে চুরাদিগণীয়ঃ পরস্মৈপদী ধাতু আছে। তার রূপ হয় ছন্দয়তি ছন্দাতি ইত্যাদি। সেই ছদি [ নুম্ করে ছন্দ্ ] ধাতুর উত্তর ঔণাদিক অস্ প্রত্যয় [ শ্রাদেরস্ ] করে 'ছন্দস্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তার অর্থ হল, যাহা সংবৃত করে অর্থাৎ আচ্ছাদন করে তাহা ছন্দঃ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যত স্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরাচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্" [ ছাঃ উঃ ১।৪।২ ]। অর্থাৎ দেবতারা অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু থেকে ভীত হয়ে ত্রয়ীবিদ্যাতে [ ঋক্ সাম ও যজু এই তিন বেদের মন্ত্রে ] প্রবিষ্ট হয়ে তাঁরা ছন্দের দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদন করলেন। এই যে ছন্দের দ্বারা তাঁরা নিজেদের আচ্ছাদন করেছিলেন এই জন্য ছন্দের নাম ছন্দঃ হল। নিরুক্তকারও বললেন "ছাদনাৎ ছন্দঃ" অর্থাৎ এই ছন্দঃ আচ্ছাদন [ আবৃত করে ] করে বলে একে ছন্দঃ নামে অভিহিত করা হয় ॥(খ)॥

এইখানে—'স্তোমঃ স্তবনাৎ'। এই রূপ একটি বাক্য কোন কোন পুস্তকে আছে। অনেক পুস্তকে ইহা নাই। দুর্গাচার্যও এই পাঠ ধরেন নাই ॥ যাইহোক ইহার অর্থ হচ্ছে স্তব করা হয় বলে স্তোম অর্থাৎ স্তুত্যর্থক 'স্তু' ধাতুর উত্তর যাহার দ্বারা স্তুতি করা হয় এইরূপ অর্থে ঔণাদি 'ম' প্রত্যয় করে 'স্তোম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং 'স্তোম' মানে দেবতার স্তুতির করণ সাম মন্ত্রসমূহ ॥

যজুঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি বলছেন—'যজুর্যজতেঃ' ॥ (গ) ॥

যজতেঃ [ যজ্ ধাতু থেকে ] যজুঃ শব্দ নিষ্পন্ন ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ ঃ—যজ্ ধাতু থেকে যজুঃ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য ঃ—যজ্ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু, যজ্ ধাতু ভ্বাদিগণীয়ঃ

উভয়পদী। সেই যজ্ ধাতুর উত্তর "ইজ্যতে অনেন" অর্থাৎ যার দ্বারা যাগ করা যায় এই অর্থে উণাদি 'উস্' প্রত্যয় করে যজুস্ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ যে মন্ত্রের দ্বারা যাগ সম্পাদন করা হয়, তাহা যজুঃ। হোতা যে মন্ত্রের উচ্চারণ করে যাগক্রিয়ায় দেবতার স্তুতি করেন, 'বৌষট্' অন্তে যে মন্ত্র দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্যে অধ্বর্যু কর্তৃক দ্রব্য ত্যাগ করা হয় তাকে 'যাজ্যা' মন্ত্র বলে। এই 'যাজ্যা' যজুর্মন্ত্র। অতএব যে যাজ্যা মন্ত্রের [ শেষে বৌষট্ বলে ] দ্বারা যাগ সম্পাদন করা হয় তাকে যজুঃ বলে। দুর্গাচার্যও বলেছেন সেই যজু মন্ত্রের দ্বারা বিশেষভাবে যাগ করা হয়। সর্বত্র যাজ্যা মন্ত্রের শেষে বষট্কার অর্থাৎ 'বৌষট্' এর বিধান আছে ॥ (গ) ॥

'সাম' শব্দের ব্যুৎপত্তি বলছেন—'সাম সম্মিতমৃচা, অস্যতেঃ বা ঋচা সমং মেন ইতি নৈদানাঃ' ॥ (ঘ) ॥

ঋচা সম্মিতম্ [ ঋক্ মন্ত্রের সহিত সমান পরিমিত ( সমান সংখ্যক ] সাম [ সাম ] ঋচা অস্যতে, স্যতেঃ [ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হয় অথবা ঋকের দ্বারা পর্যবসিত বলে ] [ সাম ] ( সাম মন্ত্র ] ঋচা সমং মেনে ] [ ঋকের সমান সংখ্যক মনে করেছিলেন ( প্রজাপতি ) ] [ সাম ] [ সাম ] ইতি [ এই শেষোক্তটি ] নৈদানাঃ [ নিদানাভিজ্ঞগণ মনে করেন ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ ঃ—ঋক্ মন্ত্রের সহিত সম পরিমিত বলে সাম, অথবা ঋকের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বলে সাম, বা ঋকের দ্বারা অন্ত হয় বলে সাম। ঋকের সহিত সমান পরিমিত [ সমান সংখ্যক ] মনে করে ছিলেন [ প্রজাপতি ] এই জন্য সাম ইহা নিদানাভিজ্ঞেরা বলেন ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য ঃ—এখানে চার প্রকারে সাম শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন যাস্কাচার্য। প্রথমে "সাম সম্মিতম্ ঋচা" অর্থাৎ ঋকের দ্বারা সম্মিত মানে সমান পরিমিত ( সমান সংখ্যক ) এইরূপ অর্থে সম্ পূর্ব্বক মা ( মানে ) ধাতুর উত্তর ) ঔণাদি 'মনঙ্' বা 'মন্' প্রত্যয় করে বর্ণলোপ বর্ণাগম পৃষোদরাদিন্যায়ে সামন্ শব্দ সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত—"ঋচাস্যতেবা" অর্থাৎ ঋকের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ ঋক্ সমূহে অধ্যূঢ় মানে প্রক্ষিপ্ত হয় যাহা তাহা সাম এইরূপ অর্থে অসু ক্ষেপণে অর্থাৎ ক্ষেপণার্থক অস্ ধাতুর উত্তর 'মনঙ্' । ঔণাদি ] প্রত্যয় করে সামন্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তখন অর্থ হবে যাহা ঋকে প্রক্ষিপ্ত অধ্যূঢ়

[ ঋক্‌কে গীতিবিশেষে যুক্ত করলে হয় সাম ] তাহাই সাম।

তৃতীয়ত :—ঋচা স্যতেঃ সাম" অর্থাৎ ঋকের দ্বারা পরিসমাপ্ত এইরূপ অর্থে সো ( অন্তকর্মণি ) ধাতুর উত্তর ঔণাদি 'মনঙ্' প্রত্যয় করে ওকারের আকার করলে সামন্ শব্দ সিদ্ধ হয়। অর্থ হবে যাহা ঋকের দ্বারা পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ ঋকের যাহা নিষ্ঠা বা পর্যবসান তাহা সাম। যেহেতু প্রথমে সংহিতা, তার পর পদ, তারপর পদস্তোমরূপ সাম।

চতুর্থে :—"ঋচা সমং মেনে" অর্থাৎ প্রজাপতি ঋকের সহিত সামকে সমান সংখ্যক মনে করেছিলেন—এই জন্য ঋকের সহিত সমান বলে সম্ + মন্ ধাতুর উত্তর ঔণাদি 'ব' প্রত্যয় করে পৃষোদরাদিত্ববশত তার লোপ বর্ণাগম ইত্যাদি করে সামন্ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হল ঋক্ যতটি সংখ্যক সামও ততটি সংখ্যক। যেহেতু ঋকে গীতিবিশেষপূর্বকই সাম অধ্যূঢ় [ প্রক্ষিপ্ত ] হয় বলে ঋক্ যতসংখ্যক সামও ততসংখ্যক। সাম বেশীও নয় কমও নয়। এই শেষোক্ত মতটি নৈদান অর্থাৎ নিদান নামক শাস্ত্রাভিজ্ঞগণ মনে করেন ইহা যাস্কাচার্য বলেদিলেন ॥ (ঘ) ॥

গায়ত্রীর ব্যুৎপত্তি বলছেন—'গায়ত্রী গায়তেঃ স্তুতিকর্মণঃ' ॥ (ঙ) ॥ স্তুতিকর্মণঃ [ স্তুত্যর্থক ] গায়তেঃ [ গৈ ধাতু থেকে ] গায়ত্রী [ গায়ত্রী শব্দ সিদ্ধ হয়েছে ] ॥ (ঙ) ॥

অনুবাদ :—স্তুত্যর্থক গৈ ধাতু থেকে গায়ত্রী শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (ঙ) ॥

মন্তব্য :—ছন্দঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি বলা হয়েছে। বেদে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দঃ ব্যবহৃত হয়েছে। সেই জন্য এখন গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি বলছেন—"গায়ত্রী…স্তুতিকর্মণঃ" গৈ শব্দে গৈ ধাতু ভ্বাদি পরস্মৈপদী আছে। শব্দার্থক ধাতু স্তুত্যর্থক ও হয়; স্তুতিও শব্দাত্মক। সেই গৈ ধাতুর উত্তর 'গীয়ন্তে স্তূয়ন্তে দেবতাঃ অনয়া' এইরূপ অর্থে—ঔণাদি 'অং' প্রত্যয় করে, ঋকার আগম পূর্বক ঋন্নেভ্যোঙীপ্ [ পাঃ ৪।১।৫ ] সূত্রে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করে গায়ত্রী শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। অর্থ হল যার দ্বারা

দেবতারা স্তুত হন। পরবর্তী সূত্রে যাস্কাচার্য গায়ত্রীর অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখাবেন ॥ (ঙ) ॥

গায়ত্রী শব্দের অন্য প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখাচ্ছেন—ত্রিগমনা বা বিপরীতা গায়তো মুখাদুদপতদিতি চ, ব্রাহ্মণম্' ॥ (চ) ॥

বা [ অথবা ] ত্রিগমনা [ ত্রিপাদ বিশিষ্ট ] বিপরীতা [ অক্ষরের বিপর্যয় প্রাপ্ত ] গায়তঃ মুখাৎ উদপতৎ ইতি ব্রাহ্মণম্ [ গান করছিলেন যে ব্রহ্মা তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল—ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে ] [ অতঃ ] [ এই হেতু ] [ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বম্ ] [ গায়ত্রীর গায়ত্রীত্ব ] ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—অথবা তিন পাদ আছে বলে গায়ত্রী, কিম্বা অক্ষরের বিপর্যয় হয়েছে বলে গায়ত্রী, বা স্তুতিকারী ব্রহ্মার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে—এইরূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে বলে গায়ত্রী ॥ (চ) ॥

মন্তব্য :—নিরুক্তকার এখানে তিন প্রকারে গায়ত্রী শব্দের নির্বচন করেছেন। প্রথমে ত্রিগমনা অর্থাৎ পাদত্রয়ে গমনশীলা এই জন্য ইনি গায়ত্রী, অর্থাৎ গায়ত্রীতে তিনটি পাদ আছে। চতুর্থ পাদ ব্রহ্মবিদ্গণ মাত্রগম্য! তাহা সাধারণ্যে অর্থাৎ সর্বত্র বেদে প্রসিদ্ধ নাই। এই তিন পাদ বিশিষ্ট হল গায়ত্রী।

দ্বিতীয়ত :—ত্রিগম শব্দের অক্ষরের বিপর্যয় করে গায়ত্রী শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। ত্রিগম—ত্রিগায়—গায়ত্রী।

তৃতীয়ত :—গৈ ধাতু ও পত ধাতু এই দুই ধাতুর সম্বন্ধ বশত গায়ত্রী শব্দ সিদ্ধ হয়েছে, গায়তঃ [ গান করছিলেন যে ব্রহ্মা তাঁর মুখ থেকে ] পতিতঃ [ পড়েছেন ] এইরূপ দুই ধাতুর যোগে গায়ত্রী শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। ইহা অবশ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অর্থাৎ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ॥ (চ) ॥ ৭।৩।৬ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্ত সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে ষষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ।

৭।৩।৬ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ

সর্বমেতন্মন্ত্রাশ্রয়মিত্যুক্তম্, ত এব তাবন্মন্ত্রাঃ কস্মাৎ ? ইতি বক্তব্যমত আহ—'মন্ত্রা মননাৎ' তেভ্যো হি অধ্যাত্মাধিদৈবাধিযজ্ঞাদি মন্তারো মন্যন্তে, তদেষাং মন্ত্রত্বম্।

তে পুনশ্ছন্দোময়াঃ, নাচ্ছান্দসি বাগুচ্চরতীতি অথ 'ছন্দাংসি' কস্মাৎ

'ছাদনাৎ'। 'যদেভিরাত্মানমচ্ছাদয়ং দেবা মৃত্যোর্বিভ্যতঃ, তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।' ইতি বিজ্ঞায়তে।

অথ যজুঃ কস্মাৎ? 'যজতেঃ' ধাতোঃ, তেন হি বিশেষত ইজ্যতে, সর্বত্র যাজ্যান্তে বষট্‌কারবিধানাৎ।

অথ সাম কস্মাৎ? তদ্ধি 'সম্মিতমৃচা' যাবতী ঋক্, তাবদেব পরিমাণতঃ। অস্যতেঃ বা' 'ক্ষেপণার্থস্য (দি. প.) প্রক্ষিপ্তমিব হি তৎ ঋচি ভবতি। বিজ্ঞায়তে চ 'তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে' অথবা 'স্যতেঃ বা' ইতি। 'ষোঽন্তকর্মণি (দি. প.) অন্ত্যং তৎকর্ম ভবতি, সংহিতা...পদং সাম—ইতি।

'ঋচা সমং মেনে'। 'ঋচা' এতৎ 'সমম্' ইত্যেবং প্রজাপতিঃ 'মেনে' জ্ঞাতবান্। অথবা আত্মানমেব 'ঋচা সমম্' 'মেনে' জ্ঞাতবৎ, তৎসাম্নঃ সামত্বম্। ইত্যেবং 'নৈদানাঃ মন্যন্তে। নিদানমিতি গ্রন্থঃ, তদ্বিদো নৈদানাঃ।

'ছন্দাংসি ছাদনাৎ' ইত্যুক্তম্। তানি চ পুনরমূনি গায়ত্রীপ্রমুখানি। অতো গায়ত্রীং নিরাহ—'গায়ত্রী গায়তেঃ স্তুতিকর্মণঃ' তয়া হি গীয়ন্তে স্তূয়ন্তে দেবতাঃ ।। ৭।৩।৬ ।।

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে ষষ্ঠখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

———

## দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে সপ্তমখণ্ডঃ

### [ মূলম্ ]

উষ্ণিগুৎস্নাতা ভবতি স্নিহ্যতের্বা স্যাৎ কান্তিকর্মণ উষ্ণীষিণী বা ইত্যৌপমিকমুষ্ণীষং স্নায়তেঃ ॥ (ক) ॥ ককুপ্ ককুভিনী ভবতি ককুপ্ চ কুব্জশ্চ কুজতের্বা উব্জতের্বা ॥(খ)॥ অনুষ্টুবনুষ্টোভনাৎ, গায়ত্রীমেব ত্রিপদাং সতীং চতুর্থেন পাদেনানুষ্টোভতীতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ (গ) ॥ ।৩।৭ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সপ্তমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

---

### বিবৃতি

গায়ত্রীচ্ছন্দের নির্বচন পূর্ব খণ্ডে করা হয়েছে, এখন এই খণ্ডে প্রথমে উষ্ণিক্ ছন্দের নির্বচন করবার জন্য বলছেন—'উষ্ণিক্ উৎস্নাতা ভবতি স্নিহ্যতের্বা স্যাৎ কান্তিকর্মণ উষ্ণিষিণী বা ইত্যৌপমিকম্ উষ্ণীষং স্নায়তেঃ' ॥ (ক) ॥

উষ্ণিক্ [ উষ্ণিক্ ] উৎস্নাতা [ যেন উদ্বেষ্টিত ] ভবতি [ হয় ], বা [ অথবা ] কান্তিকর্মণঃ [ কান্ত্যর্থক অর্থাৎ প্রীত্যর্থক ] স্নিহ্যতেঃ [ ষ্ণিহ্ ধাতু থেকে ] স্যাৎ [ নিষ্পন্ন হয় ], বা [ অথবা ] উষ্ণীষিণী [ যে উষ্ণীষ যুক্তের মত ] ইহা ঔপমিকম্ [ ইহা উপমা প্রযুক্ত নাম ] উষ্ণীষম্ [ উষ্ণীষ শব্দ ] স্নায়তেঃ [ বেষ্টনার্থক ষ্ণৈ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—উষ্ণিক্ যেন উদ্বেষ্টিত হয়, অথবা প্রীত্যর্থক স্নিহ্ ধাতু থেকে উষ্ণিক্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, কিংবা যেন উষ্ণীষ যুক্তের মত বলে উষ্ণিক্,

ইহা উপমা প্রযুক্ত নাম। উষ্ণীষ শব্দ ও বেষ্টনার্থক স্নৈ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন [ অথবা স্না শৌচে স্না ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ] ।। (ক) ।।

মন্তব্য :—গায়ত্রী ছন্দের নির্বচন করার পর যাস্কাচার্য উষ্ণিক্ ছন্দের নির্বচন করছেন। কারণ বৈদিক ছন্দঃ সাত প্রকার [ প্রধানভাবে ] তার ক্রম যথা—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী [ পিঙ্গল ছন্দ দ্রষ্টব্য ]। আচার্য এখানে উষ্ণিক্ ছন্দের উষ্ণিক্ এই নামটিকে তিন প্রকারে ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে তার অর্থের সঙ্গতি করেছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন যে উদ্ + স্নৈ ( বেষ্টনে ) + কিব্প্ প্রত্যয় করে উষ্ণিক্ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তার মানে যাহা উদ্বেষ্টিত করে অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দ অপেক্ষা বর্ধিত করে তাহা উষ্ণিক্ ( ছন্দঃ )। গায়ত্রী ছন্দের তিনটি পাদ আছে, প্রত্যেক পাদে ৮ অক্ষর। কিন্তু উষ্ণিক্ ছন্দেও তিনটি পাদ আছে। তবে দুই পাদে আট, আট অক্ষর, আর এক পাদে বার অক্ষর। অবশ্য কোন্ পাদে বার অক্ষর হবে, তার কোন ক্রম নাই। যাই হোক্ এইভাবে উষ্ণিক্ ছন্দ যেন নিজেকে গায়ত্রী অপেক্ষা চার অক্ষরের দ্বারা উদ্বেষ্টিত অর্থাৎ বর্ধিত করেছে। এইজন্য তার নাম উষ্ণিক্। এখানে পৃষোদরাদিত্বনিবন্ধন 'উদ্' উপসর্গের দ্ কার লোপ্, স্নৈ ধাতুর ঐকার স্থানে ইকার ও ষত্ব এবং অন্তে হকারগম করে 'উষ্ণিহ্' শব্দ সিদ্ধ হওয়ায় তার প্রথমার একবচনে 'উষ্ণিক্' হয়েছে। দ্বিতীয়ত—উদ্ + স্নিহ ( প্রীতৌ ) + কিব্প্ প্রত্যয় করে উষ্ণিক্ শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হল—দেবতারা প্রীত হন যাহাতে যে ছন্দে তাহা উষ্ণিক্। সেইজন্য আচার্য বলেছেন—'স্নিহ্যতে র্বা স্যাৎ কান্তিকর্মণঃ" অর্থাৎ কান্তি কর্ম মানে প্রীত্যর্থক স্নিহ ধাতু [দিবাদি] থেকে উষ্ণিক্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এইক্ষেত্রেও পৃষোদরাদিত্ববশত 'উদ্' উপসর্গের দ্ লোপ। পূর্বে উ থাকায় ধাতুর ষত্ব করে 'উষ্ণিহ্' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে বুঝতে হবে। দুর্গাচার্য বলেছেন—এই উষ্ণিক্ ছন্দটি দেবতাদের কান্ত অর্থাৎ প্রিয়। কেন প্রিয় ? তার কোন কারণ বলেন নাই। যাই হোক্ এই দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিতে পাওয়া গেল এই ছন্দে দেবতাদের প্রীতি আছে। তৃতীয়তঃ আচার্য বলছেন—'উষ্ণীষিণী বা ইত্যৌপমিকম্" অর্থাৎ উষ্ণীষ মানে মাথায় পাগড়ী যেমন মাথা থেকে উঁচু হয়ে উঠে সেইরূপ এই উষ্ণিক্

ছন্দটি গায়ত্রী ছন্দ থেকে ৪ অক্ষরের দ্বারা যেন উঁচু হয়ে উঠেছে, সেইজন্য ছন্দের নাম উষ্ণিক্। উষ্ণীষিণী অর্থাৎ পাগড়ীওয়ালার মত এইরূপ উপমা অর্থে উষ্ণিক্ শব্দটি নিষ্পন্ন বলে উষ্ণিক্ ছন্দের উষ্ণিক্ নামটি উপমা প্রযুক্ত। এই পক্ষে উষ্ণিক্ শব্দটি উদ্+স্না বা স্নৈ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করে উষ্ণিক্ শব্দ ব্যুৎপন্ন [ প্রকৃতিপ্রত্যয় যোগে সিদ্ধ হলেও সেই ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থের গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক রূপে অর্থাৎ পাগড়ীওয়ালার মত উঁচু এই উচ্চৈস্ত্বরূপে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত ভিন্ন, আর প্রবৃত্তিনিমিত্ত ভিন্ন হয়েই থাকে। যাস্কাচার্য এইভাবে তৃতীয় পর্যায়ে উষ্ণীষিণী ইব' এইরূপ উপ-মার্থে উষ্ণিক্ শব্দের নির্বচন করে প্রসঙ্গবশত "উষ্ণীষ" শব্দের ব্যুৎপত্তি বলেছেন—"উষ্ণীষং স্নায়তেঃ" অর্থাৎ স্নৈ বেষ্টনে স্নৈ ধাতু থেকে উষ্ণীষ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানে যাস্কাচার্য 'স্নায়তেঃ' এই কথা বলায় স্নৈ বেষ্টনে স্নৈ [ ভ্বাদিগণীয় ] ধাতুই সূচিত হয়েছে অর্থাৎ আচার্যের অভিপ্রায় এই যে বেষ্টনার্থ স্নৈ ধাতু থেকেই 'উষ্ণীষ' শব্দটি সিদ্ধ হয়েছে। মস্তককে বেষ্টিত করে রাখে বলেই 'উষ্ণীষ' নাম সিদ্ধ হয়। উদ্+স্নৈ+ ঈষক্ ( ঔণাদি ) প্রত্যয় করে, উদ্-এর দ্ লোপ, স্নৈ ধাতুর ঐকার লোপ ও ষত্ব করে 'উষ্ণীষ' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে, ইহাই যাস্কাচার্যের অভিপ্রায় বলে মনে হয়। 'পাগড়ী' মাথাকে বেষ্টিত করে রাখে ইহা সকলেই জানেন। কেহ কেহ [ বক্সী ও ঠাকুর ] 'স্না শৌচে' [ অদাদি ] স্না ধাতু থেকে উষ্ণীষ-শব্দ সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। দুর্গাচার্যও তাহাই বলেছেন—কিন্তু উহা যে যাস্কাচার্যের অভিপ্রেত নয় তাহা পরিষ্কারভাবে 'স্নায়তেঃ" শব্দের দ্বারাই জানা যায়। স্না ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে যাস্কাচার্য "স্নাতের্বা" এইরূপ বলতেন। কর্মবাচ্যে স্না ধাতুর রূপ "স্নায়তে" হলেও ধাতু নির্দেশ অর্থে কর্তৃবাচ্যেই ইক্ ও শ্তিপ্-এর বিধান থাকায় "স্নায়তেঃ" পদ স্না ধাতু থেকে সিদ্ধ হতে পারে না কিন্তু "স্নাতেঃ" এইরূপ হয়॥ (ক)॥

উষ্ণিক্ ছন্দ চার প্রকার আছে—(১) ককুভ্ উষ্ণিক্, (২) পুর উষ্ণিক্, (৩) পর উষ্ণিক্ (৪) সপ্তাক্ষর চারপাদ উষ্ণিক্ [ পিঙ্গল ছন্দঃ দ্রষ্টব্য ]।

তার মধ্যে নিরুক্তকার ককুভ্ উষ্ণিকের কথা বলেছেন—"ককুপ্ ককুভিনী ভবতি ককুপ্ চ কুব্জশ্চ কুজতের্বা উব্জতের্বা।" ॥ (খ) ॥

ককুপ্ [ ককুভ্ উষ্ণিক্ ছন্দ ] ককুভিনী ভবতি [ যেন ঝুঁটিওয়ালীর মত হয় ] ককুপ্ চ কুব্জশ্চ [ ককুভ্ উষ্ণিক্ ছন্দটি ককুদের মত কুব্জের মত ] [ যতঃ ] [ যেহেতু ] কুজতেঃ বা [ কুজ ধাতু থেকে ] উব্জতের্বা [ অথবা উব্জ ধাতু থেকে ককুভ্ শব্দটি নিষ্পন্ন ॥ (খ) ॥

অনুবাদ ঃ—ককুপ্ উষ্ণিক্ ছন্দঃ ঝুঁটিওয়ালীরমত হয়। উহা ঝুঁটির মত, কুব্জের মত যেহেতু কুজ কৌটিল্যে কুজ্ ধাতু থেকে অথবা উব্জ ন্যগ্‌ভাবে উব্জ ধাতু থেকে ককুভ্ শব্দটি নিষ্পন্ন ॥ (খ) ॥

মন্তব্য ঃ—যে ছন্দের প্রথম পাদ গায়ত্রী ছন্দের, শেষপাদও গায়ত্রী ছন্দের, আর মধ্যম পাদ জগতী ছন্দের হয় তাকে ককুপ্ উষ্ণিক্ ছন্দ বলা হয়। পিঙ্গলছন্দঃ [ 'ককুম্মধ্যে চেদন্ত্যঃ ৩।১৯ ] অর্থাৎ গায়ত্রী পাদদ্বয়ের মধ্যে যদি জগতীছন্দ হয়, তাহলে তাকে উষ্ণিক্' ককুপ্ বলে। এই উষ্ণিক্ ককুভের নাম 'ককুভ'[ ককুপ্ ] কেন হল তাহা নির্বচন করবার জন্য যাস্কাচার্য বলছেন—"ককুপ্ ককুভিনী ভবতি ককুপ্ চ কুব্জশ্চ কুজতে-র্বোব্জতের্বা" অর্থাৎ যার ককুভ্ কিনা ককুদ্ ঝুঁটি আছে, সে যেমন মাঝখানে উঁচু, সেইরূপ ককুপ্ উষ্ণিক্ ছন্দটিও মাঝখানে উঁচু অর্থাৎ অধিক অক্ষর বিশিষ্ট বলে উঁচুর মত। ষাঁড়ের পিঠের উপর ককুদ্ অর্থাৎ ঝুঁটি থাকে। সেই ঝুঁটিটা মাঝখানে (শরীরের দুই ধার থেকে) উঁচু এইরূপ ককুপ্ উষ্ণিক্ ছন্দের পূর্বের পাদ আট অক্ষরের শেষের পাদ আট অক্ষরের, আর মধ্যম পদটা বার অক্ষরের বলে মাঝটা উঁচু। এইজন্য ককুপ্। ককুভিনী= ককুভ আছে যার এইরূপ অস্ত্যর্থে ইনি প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করে "ককুভিনী" সিদ্ধ হয়েছে। ককুভিনী ইব=অর্থাৎ ঝুঁটিওয়ালীর মত মাঝে উঁচু বলে ককুপ্। বলা বাহুল্য যে "ককুদ্" শব্দের অর্থই ঝুঁটি। ককুভ্ শব্দের অর্থ দিক্। তবে এখানে সেই 'ককুদ' শব্দকে পরিবর্তিত করে "ককুভ" করে, তার অর্থ ঝুঁটি বলে ধরা হয়েছে। 'দ' এর স্থানে পৃষোদরাদিত্ববশত 'ভ' করা হয়েছে। সেইজন্য ককুদ্ শব্দের অর্থ ঝুঁটি বলে 'ককুভ' শব্দের অর্থও ঝুঁটি ধরা হয়েছে এখানে। যাইহোক

'ককুপ্ উষ্ণিক্' ছন্দকে এখানে ককুপ্ বলা হয়েছে,—আবার কুব্জ বলা হয়েছে—"ককুপ্ চ কুব্জশ্চ" অর্থাৎ উক্ত উষ্ণিক্ ছন্দটি ককুপ্ বটে ও আবার কুব্জ ও বটে। প্রশ্ন হতে পারে উক্ত ছন্দটি কেন ককুপ্ কেন কুব্জ? তার উত্তরে নিরুক্তকার বললেন—"কুজতের্বা উব্জতের্বা" অর্থাৎ উক্ত উষ্ণিক্ ছন্দোহর্থক ককুপ্ শব্দটি কুজ ধাতু থেকে বা উব্জ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন এইখানে। আর পাণিনিতে কুব্জ ধাতু চুরিকরা অর্থে বলা হয়েছে, আর উব্জ ধাতু সরল অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু নিরুক্তকারমতে এখানে কুব্জ ধাতুটি কৌটিল্য অর্থে আর উব্জ ধাতুটি ন্যগ্‌ভাব অর্থাৎ নত হওয়া অর্থে বলেছেন। সুতরাং ষাঁড়ের মধ্যভাগটি ( ঝুঁটি ) যেমন কুটিল ( বক্র ) বা ভগ্ন ( নত ) বলে ঐ মধ্যভাগকে ককুপ্ বা কুব্জ বলা হয়, সেইরূপ উক্ত উষ্ণিক্ ছন্দেরও মধ্যম পাদ ১২ অক্ষরের বলে অন্য দুই পাদ থেকে কুটিল বা ন্যগ্‌ভূত ( নত ( অসম ) এইজন্য তাহাও ককুপ্ বা কুব্জ। এখানে মূল নিরুক্তগ্রন্থে যেরূপ পাঠ আছে সেই অনুসারে আমরা পাঠ বিন্যস্ত করেছি। দুর্গাচার্যের এবং অন্যান্যের মতে উক্ত পাঠটি এইরূপ—"ককুপ্ ককুভিনী ককুপ চ কুজতের্বা উব্জতের্বা কুব্জশ্চ।" এইরূপ পাঠে 'কুব্জশ্চ' পদের অর্থের সঙ্গতি একটু ক্লিষ্ট ॥ (খ) ॥

উষ্ণিক্ ছন্দের নির্বচন করে এখন অনুষ্টুপ ছন্দের নির্বচন করবার জন্য বলছেন—"অনুষ্টুবনুষ্টোভনাৎ। গায়ত্রীমেব ত্রিপদাং সতীং চতুর্থেন পাদেনানুষ্টোভতীতি চ ব্রাহ্মণম্" ॥ (গ) ॥

অনুষ্টোভনাৎ [ পশ্চাৎ বর্ধিত করে বলে ] অনুষ্টুপ্ [ অনুষ্টুপ্ ছন্দের অনুষ্টপ্ নাম হয় ]। ত্রিপদাং সতীং গায়ত্রীম্ এব [ ত্রিপদা বিদ্যমান গায়ত্রীকেই ] চতুর্থেন পাদেন অনুষ্টোভতি [ চতুর্থ পাদের দ্বারা পশ্চাৎ বর্ধিত করে ] ইতি চ ব্রাহ্মণম্ [ এইরূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :—পশ্চাৎ বর্ধিত করে বলে অনুষ্টুপ্ ছন্দের নাম অনুষ্টুপ্ হয়। ( সেই অনুষ্টুপ্ ) 'ত্রিপদা বিদ্যমান গায়ত্রীকেই চতুর্থ পাদের দ্বারা পশ্চাদ্ যেন বর্ধিত করে' এইরূপ ব্রাহ্মণ বাক্য আছে ॥ (গ) ॥

মন্তব্য :—গায়ত্রী ছন্দের তিন পাদ : প্রত্যেক পাদে ৮ অক্ষর। আর

অনুষ্টুপ্ ছন্দে চার পাদ, প্রত্যেক পাদে ৮ অক্ষর। পিঙ্গলছন্দে [ অনুষ্টুব্ গায়ত্র্যৈঃ ৩।২৩ ] অনুষ্টুপ্ ছন্দের চার পাদের কথা বলা আছে। তার অর্থ গায়ত্রীর চার পাদের দ্বারা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কথিত হয়। সেইজন্য নিরুক্তকার বলছেন—"অনুষ্টুপ্ অনুষ্টোভনাৎ" অর্থাৎ গায়ত্রীর তিনপাদ ছিল—অনুষ্টুপ্ ছন্দটি চতুর্থপাদের দ্বারা অনুমানে পশ্চাৎ গায়ত্রীকে স্তোভিত অর্থাৎ বর্ধিত করে; এইজন্য অনুষ্টুপ্ ছন্দের নাম অনুষ্টুপ্। 'স্তুভ' ধাতু পাণিনিব্যাকরণে উক্ত নাই। নিরুক্তকার মতে স্তুভ ধাতুর অর্থ বর্ধিত করা। কারণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলেছেন যে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ গায়ত্রীকে চতুর্থ পাদের দ্বারা "অনুষ্টোভতি" অর্থাৎ বর্ধিত করে। এই হেতু অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ ষ্টোভতি অর্থাৎ বর্ধিত করে এইরূপ অর্থে অনু+স্তুভ+ক্বিপ্ প্রত্যয় করে অনুষ্টুভ্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে ॥ (গ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সপ্তম খণ্ডের মূলের অনুবাদ।

---

৭।৩।৭ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ।

অতঃপরমুষ্ণিগাদীনি ছন্দাংসি চতুরুত্তরাণি তানি, তৎপ্রসঙ্গেনৈব নিরাহ—তত্র তাবৎ 'উষ্ণিক্' 'উৎস্নাতা' গায়ত্রীতশ্চতুর্ভিরক্ষরৈরধিকৈরুদ্বেষ্টিতা ইব 'ভবতি'। উষ্ণিগ্ গায়ত্র্যৌ জাগতশ্চেতি ], 'স্নিহ্যতেঃ বা স্যাৎ কান্তিকর্মণঃ, স্নিগ্ধমিষ্টং দেবতানাং কান্তমেতচ্ছন্দঃ। 'উষ্ণিষিণী' ইব 'বা ইতি ঔপমিকম্। চত্বার্যক্ষরাণ্যস্যাঃ উষ্ণীষমিব লক্ষ্যন্তে, তেনোষ্ণিক্। অথোষ্ণীষং কস্মাৎ? 'উষ্ণীষম্' স্নায়তেঃ শৌচার্থস্য, শুক্লং হি তদ্ ভবতি শুক্লম্।

'ককুপ্' 'ককুভিনী' ইব 'ভবতি' সৈবোষ্ণিক্ জাগতেন পাদেনোপহিতেন মধ্যতঃ ককুবিত্যুচ্যতে, স তস্যাঃ ককুবিব মধ্যতো ভবতি, তেন ককুভিনীব ককুপ্ অথ 'ককুপ্' কস্মাৎ? 'কুজতেঃ' 'বা' কৌটিল্যার্থস্য 'উব্জতেঃ 'বা' ন্যগ্ভাবার্থস্য, নতং হি তদ্ ভবতি। 'কুব্জশ্চ' কুব্জোহপ্যনয়োরেবান্যতরস্মাৎ।

'অনুষ্টুপ্' 'অনুষ্টোভনাৎ'। কিমিদমনুষ্টোভনমিতি? 'গায়ত্রীমেব ত্রিপদাং সতীং চতুর্থেন পাদেন অনুষ্টোভতি ইতি চ ব্রাহ্মণম্'। এবমতং 'চ' শব্দেন সমুচ্চিনোতি। গায়ত্রী, ত্রিভিরষ্টাক্ষরৈঃ পাদৈঃ সমাপ্যতে, তস্যাশ্চ পুনরপরঃ চতুর্থঃ পাদো ভবতি যেন তামেব অনুষ্টুপ্ অনুষ্টোভতি, তস্মাদনুষ্টুপ্ ॥ ৭।৩।৭ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে সপ্তমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ ॥

## অথ দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে অষ্টমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

বৃহতী পরিবর্হণাৎ ॥ (ক) ॥ পঙ্‌ক্তিঃ পঞ্চপদা ॥ (খ) ॥ ত্রিষ্টুপ্ স্তোভত্যুত্তরপদা। কা তু ত্রিতা স্যাৎ, তীর্ণতমং ছন্দঃ ॥ (গ) ॥ ত্রিবৃদ্বজ্রস্তস্য স্তোভতীতি(১) বা। যত্রিরস্তোভৎ তৎত্রিষ্টুভস্ত্রিষ্টুপ্ত্বমিতি বিজ্ঞায়তে ॥ (ঘ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে অষ্টমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

---

## বিবৃতি

অনুষ্টুপ্ ছন্দের নির্বচন করার পর বৃহতী ছন্দের নির্বচন করছেন—'বৃহতী পরিবর্হণাৎ' ॥ (ক) ॥

বৃহতী [ বৃহতী ছন্দের বৃহতী এই নামটি ] পরিবর্হণাৎ [ পরিবৃদ্ধিহেতুক ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—পরিবৃদ্ধিহেতুক বৃহতী ছন্দের এই নাম সিদ্ধ হয় ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—বৃহ বৃদ্ধৌ [ ভ্বাদি ] বৃহ ধাতুর উত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই অর্থে ঔণাদি 'অৎ' প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ করে 'বৃহতী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তার মানে হল যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। অনুষ্টুপ্ ছন্দের চারপাদের প্রত্যেকপাদে আট অক্ষর। কিন্তু বৃহতীছন্দের তিনপাদ আট আট অক্ষরের, একটিপাদ বার অক্ষরের। অতএব এই বৃহতীছন্দটি অনুষ্টুপ্ ছন্দের অপেক্ষা চার অক্ষরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, এইজন্য ইহার নাম বৃহতী। নিরুক্তকার তাই বলেছেন "পরিবর্হণাৎ" অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্তিহেতু। বৃদ্ধি

---

(১) 'স্তোভনীতি' পাঠান্তরম্।

প্রাপ্তিহেতুক বৃহতী। পিঙ্গলছন্দঃসূত্রগ্রন্থেও বলা হয়েছে—'বৃহতী জাগতস্ত্রয়শ্চ গায়ত্রাঃ' [৩।২৬] অর্থাৎ বৃহতীছন্দটি জগতীছন্দের একপাদ: আর তিন পাদ গায়ত্রীছন্দের। গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রত্যেক পাদে আট অক্ষর। আর জগতীচ্ছন্দের পাদ বার অক্ষরের। সুতরাং বৃহতীচ্ছন্দের চারপাদের অক্ষরসংখ্যা হল ৩৬। অনুষ্টুপের অক্ষরসংখ্যা ৩২। অতএব বৃহতীচ্ছন্দ অনুষ্টুপ্ অপেক্ষা চার অক্ষরের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বলে তার নাম বৃহতী হয়েছে ইহাই নিরুক্তকারের বক্তব্য ॥ (ক) ॥

এরপর নিরুক্তকার পঙ্‌ক্তিছন্দের কথা বলছেন—'পঙ্‌ক্তিঃ পঞ্চপদা' ॥ (খ) ॥

পঙ্‌ক্তিঃ [ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দ ] পঞ্চপদা [ পাঁচপাদবিশিষ্ট ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দ পাঁচপাদবিশিষ্ট ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দের পাঁচপাদ আছে। প্রত্যেক পাদে আট অক্ষর। সুতরাং পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দের সর্বসমেত ৪০ অক্ষর। পিঙ্গলছন্দঃসূত্র পথ্যা পঞ্চভির্গায়ত্রৈঃ' [৩।৪৮] অর্থাৎ পাঁচটি অষ্টাক্ষর গায়ত্রী পাদের দ্বারা বিশিষ্ট হয় পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দ। পচি বিস্তারে [ চুরাদি ] পঞ্চি ধাতুর উত্তর অন্ [ উণাদি ] প্রত্যয় করে 'পঞ্চন্' শব্দ সিদ্ধ হয়। সেই পঞ্চন্ শব্দের উত্তর পঞ্চ পরিমাণ যাহার এইরূপ অর্থে তি প্রত্যয় করে, পঞ্চন্ শব্দের টিলোপ করে, চ স্থানে ক, ন এর অনুস্বার, ঙ আদেশ করে 'পঙ্‌ক্তি' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। তার মানে হল যার পাঁচটি পাদ আছে। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দের পাঁচটি পাদ আছে ॥ খ) ॥

এখন ত্রিষ্টুপছন্দের নির্বচন করবার জন্য বলছেন 'ত্রিষ্টুপ্ স্তোভত্যুত্তরপদা। কা তু ত্রিতা স্যাৎ, তীর্ণতমং ছন্দঃ' ॥ (গ) ॥

ত্রিষ্টুপ্ [ ত্রিষ্টুপ্ এইশব্দটি ] স্তোভত্যুত্তরপদা [ স্তুভধাতু হয়েছে উত্তরপদ যার ] কা তু ত্রিতা স্যাৎ [ পূর্বপদে যে ত্রিত্ব অর্থের বোধক ত্রিশব্দ শোনা যাচ্ছে, তার অর্থ কী ? ] তীর্ণতমং ছন্দঃ [ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দটি অতিশয়স্তুত ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :— ত্রিষ্টুপ্ শব্দের উত্তরপদটি স্তুভ্ ধাতু [ স্তুভধাতুনিষ্পন্ন ]।

পূর্বপদে যে ত্রি শব্দ শোনা যাচ্ছে তার অর্থ কি? ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দটি অতিশয় স্তুত ॥ (গ) ॥

মন্তব্য :—ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের 'ত্রিষ্টুপ্‌' এই নামটি কেন হয়েছে তাহা ব্যাখ্যা করবার জন্য যাস্কাচার্য এখানে বললেন—'ত্রিষ্টুপ্‌ স্তোভত্যুত্তরপদা' অর্থাৎ 'ত্রিষ্টুপ্‌' শব্দের উত্তরপদে যে 'ষ্টুপ্‌' ভাগটি শোনা যাচ্ছে তাহা স্তুভ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ। 'স্তুভ্‌' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ প্রত্যয় করা হয়েছে। এখন আবার প্রশ্ন করছেন "কা তু ত্রিতা স্যাৎ।" অর্থাৎ 'ত্রিষ্টুপ্‌' শব্দের পূর্বে যে ত্রিতা বা ত্রিত্ব অর্থের বোধক 'ত্রি' শব্দ আছে তার পরিষ্কৃত অর্থ কি? প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—"তীর্ণতমং ছন্দঃ" অর্থাৎ এই ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দটি তীর্ণতম' মানে অতিশয়স্তুত [ প্রশংসনীয় ] যদিও 'তৄ' প্লবনসন্তরণয়োঃ তৄধাতুর অর্থ প্লবন ও সন্তরণ তথাপি ধাতুর অনেক অর্থ হয় বলে এখানে নিরুক্তকার তৄধাতুর স্তুতি রূপ অর্থ গ্রহণ করেছেন। তৄধাতুর অর্থ-স্তুতি. আর 'ত্রিষ্টুপ্‌' শব্দের পর্বপদ 'ত্রি' শব্দটি সেই তৄধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে ত্রিশব্দেরও এখানে অর্থ হল স্তুত বা অতিশয় স্তুত। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দটি অতিশয় স্তুত অর্থাৎ প্রশংসনীয়, কেন ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দটি অতিশয় প্রশংসনীয়? ইহার উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন বেদে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের অপেক্ষা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দই বহু অর্থাৎ সংখ্যায় অনেক। এইজন্য উহা স্তুততম। তাহলে 'ত্রি'র মানে হল স্তুততম আর 'ষ্টুপ' অংশের মানে হল 'স্তোভতি' অর্থাৎ স্তব্ধ বা নিবদ্ধ হয়েছে। তাহলে যে ছন্দঃ অতিশয় স্তুত হয়ে বেদে নিবদ্ধ তাহাই ত্রিষ্টুপ্‌। এইরূপ অর্থ দুর্গাচার্য করেছেন ॥ (গ) ॥

'ত্রিষ্টুপ্‌' শব্দের আর এক প্রকার নিবর্চন করবার জন্য বলছেন 'ত্রিবৃদ্ব-জ্রস্তস্য স্তোভতীতি বা। যত্ত্রিরস্তোভৎ তৎ ত্রিষ্টুভস্ত্রিষ্টুপ্‌ত্বমিতি বিজ্ঞায়তে' ॥ (ঘ) ॥

ত্রিবৃৎ বজ্রঃ [ ত্রিবৃৎ শব্দের অর্থ বজ্র ] তস্য স্তোভতি [ তাহার স্তুতিকরে ] ইতি বা [ অথবা এইরূপ অর্থে ত্রিষ্টুপ্‌ ] যৎ [ যেহেতু ] ত্রিঃ [ তিনবার ] অস্তোভৎ [ ঋষি স্তুতি করেছিলেন ] তৎ [ সেইহেতু ] ত্রিষ্টুভঃ [ ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দের ] ত্রিষ্টুপ্‌ত্বম্‌ [ ত্রিষ্টুপ্‌ এই নাম ] ইতি বিজ্ঞায়তে [ ইহ ব্রাহ্মণগ্রন্থ থেকে জানা যায় ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদঃ—ত্রিবৃৎ শব্দের অর্থ বজ্র। সেই বজ্রের স্তুতি এই ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রে ঋষি করেছিলেন এই হেতু এই ছন্দের নাম ত্রিষ্টুপ্। যেহেতু ঋষি এই ছন্দের দ্বারা বজ্রের স্তুতি তিনবার করেছিলেন, সেইহেতু এই ত্রিষ্টুপের ত্রিষ্টুপ্ত্ব অর্থাৎ ত্রিষ্টুপ্ নাম ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্যঃ—যাস্কাচার্য ত্রিষ্টুপছন্দের ত্রিষ্টুপ্ নামটি কেন হল তাহা এখানে আর একপ্রকারে বলেছেন। তিনি বলতে চাইছেন 'ত্রিবৃতং স্তোভতি' অর্থাৎ ত্রিবৃৎকে স্তুতি করেন [ ঋষি ] যার দ্বারা অথবা "ত্রিবৃতঃ স্তোভঃ (স্তোভনং) যয়া' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে মধ্যের 'বৃৎ' পদের লোপ করে 'ত্রিষ্টুপ্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যদিও কর্মধারয় সমাসে কোন কোনস্থলে মধ্যপদের লোপ হয়, তথাপি বহুব্রীহি সমাসেও অনেকস্থলে মধ্যপদের লোপ হয়। তারপর পৃষোদরাদিত্বনিবন্ধন 'স্তোভ' শব্দের উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের লোপ করে, ঘঞেরলোপ হওয়ায় তন্নিমিত্তক গুণ ওকারের নিবৃত্তি হয়ে উকার থাকে এবং ষত্ব হয়ে 'ত্রিষ্টুভ্' শব্দ সিদ্ধ হয়। তার প্রথমার একবচনে ত্রিষ্টুপ্ সিদ্ধ হয়। নিরুক্তকার যে "ত্রিবৃদ্বজ্রঃ তস্য স্তোভতি" ইতি বা ইহা বলেছেন তাহা অর্থ কথন মাত্র। সমাস বাক্য বলেন নাই। ঐ অর্থ কথন থেকে সমাস বাক্য বুঝে নিতে হবে। এখন বজ্রের নাম 'ত্রিবৃৎ' কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন বজ্রের তিনটি সন্ধি আছে (১) শরবেণু, (২) শৃঙ্গ (৩) শল্য। এই তিনটি সন্ধি আছে বলে বজ্রকে "ত্রিবৃৎ" বলা হয়। সেই ত্রিবৃৎ বা বজ্রের স্তুতি হয় এই ত্রিষ্টুপ্ছন্দের দ্বারা এইজন্য ইহার নাম ত্রিষ্টুপ্। তারপর নিরুক্তকার 'ত্রিষ্টুপ্' শব্দের আর একপ্রকার অর্থাৎ তৃতীয় নির্বচন করেছেন 'যত্ত্রিরস্তোভৎ তৎত্রিষ্টুভঃ ত্রিষ্টুপ্ত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।' এখানে 'যৎ' ও 'তৎ' শব্দ দুইটী অব্যয় শব্দ বলেই বুঝতে হবে। তার পঞ্চম্যন্ত রূপই 'যৎ' 'তৎ' এখানে হয়েছে অতএব অর্থ হল 'যেহেতু' 'সেইহেতু'। যেহেতু [ ঋষি ( কর্তাউহ্য আছে) ] [ বজ্রের বা ইন্দ্রের ( ইহা ও উহ্য করে নিতে হবে ) ] ত্রিঃ [তিনবার] অস্তোভৎ [ স্তুতি করেছিলেন ] সেইহেতু ত্রিষ্টুপ্ছন্দের নাম ত্রিষ্টুপ্ ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এই পক্ষে 'ত্রিঃ স্তোভতি' অর্থাৎ তিনবার স্তুতি করে এইরূপ অর্থে ত্রিঃ+স্তুভ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করে ত্রিষ্টুপ্ শব্দ সিদ্ধ

হয়েছে ইহা বুঝতে হবে। উপপদতৎপুরুষ সমাস। যদিও স্তুতি করেন ঋষি তথাপি ত্রিষ্টুপছন্দকে স্তুতির কর্তারূপে আরোপকরে ঐরূপ অর্থ সঙ্গত হয়। কোন্ ব্রাহ্মণে তিনবার বজ্রের স্তুতি করা হয়েছে, তাহা দুর্গাচার্য বলেন নাই। 'বজ্র' ইন্দ্রের ভক্তি বলে বজ্রের স্তুতিটি প্রকারান্তরে ইন্দ্রের স্তুতি হতে পারে ॥ (ঘ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে অষ্টমখণ্ডের [ মূলের ] অনুবাদ।

---

৭।৩।৮ দুর্গাচার্য বৃত্তিঃ

'বৃহতী' 'পরিবর্হণাৎ' পরিবৃদ্ধাসৌ ভবতি, অনুষ্টুভশ্চতুর্ভির্রক্ষরৈঃ, উক্তং হি 'বৃহতীজাগত স্ত্রয়শ্চ গায়ত্রাঃ' [ পিঙ্গল ছঃ সূঃ ৩।২৬ ] ইতি।

'পঙ্‌ক্তিঃ' 'পঞ্চপদা' পঞ্চভিঃ পাদৈঃ পঙ্‌ক্তিরিত্যুচ্যতে। অথ 'ত্রিষ্টুপ্', কস্মাৎ? ততো বিগৃহ্যোত্তরং পদং নিরাহ—'স্তোভত্যুত্তরপদা' স্তোভতি-ধাতুরুত্তরং পদং যস্যাঃ সেয়ং স্তোভত্যুত্তরপদা। 'কা তু ত্রিতা স্যাৎ?' অথপুনঃ পর্বপদে যেয়ংত্রিতা ত্রিত্বং শ্রূয়তে 'ত্রি' ইতি, এতৎ কিমর্থমিতি? 'তীর্ণতমং' স্তুততমমিদং 'ছন্দঃ' গায়ত্র্যাদিভ্যো বহুত্বাৎ। সেয়ং তীর্ণতমা চ স্তোভতি চ ত্রিষ্টুপ্। 'ত্রিবৃদ্ বজ্রঃ' তস্য স্তোভতি ইতি বা' বজ্রমায়ুধম্' তচ্চ পুনঃপ্রায়ঃ ত্রিসন্ধি—শরো বেণুঃ শৃঙ্গং শল্যমিতি বিজ্ঞায়তে, তস্য স্তোভতি-স্তুতিঃ। অথবা ঐন্দ্রমেতচ্ছন্দঃ বজ্রং চেন্দ্রভক্তি, তস্মাদুপপদ্যতে। 'যৎ ত্রিঃ অস্তোভৎ তৎ ত্রিষ্টুপ্ত্বম্ ইতি বিজ্ঞায়তে' ॥ ৭।৩।৮ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে অষ্টমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ ( মূলম্ )।

---

## দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে নবমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

জগতী গততমং ছন্দো জলচরগতির্বা জল্গল্যমানোঽসৃজদিতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ (ক) ॥ বিরাড় বিরাজনাদ্বা বিরাধনাদ্বা বিপ্রাপণাদ্বা। বিরাজনাৎ সম্পূর্ণাক্ষরা বিরাধনাদূনাক্ষরা বিপ্রাপণাদধিকাক্ষরা ॥ (খ) ॥ পিপীলিকমধ্যা ইত্যৌপমিকম্ ॥ (গ) ॥ পিপীলিকা পেলতে র্গতিকর্মণঃ ॥ (ঘ) ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে নবমখণ্ডঃ [ মূলম্ ]

---

## বিবৃতি

ত্রিষ্টুপ্ছন্দের নির্বচনের পর জগতীছন্দের নির্বচন করছেন—'জগতী গততমং ছন্দঃ জলচরগতিঃ বা জল্গল্যমানঃ অসৃজৎ ইতি চ ব্রাহ্মণম্' ॥ (ক) ॥ জগতী [ জগতী ছন্দটি ] গততমং ছন্দঃ [ অন্তিম ছন্দ ] বা [ অথবা ] জলচরগতিঃ [ জলের তরঙ্গের মত গতিবিশিষ্ট ] জল্গল্যমানঃ [ ক্ষীণহর্ষের মত ] অসৃজৎ [ প্রজাপতি সৃষ্টি করেছিলেন ] ইতি চ ব্রাহ্মণম্ [ এইরূপ ব্রাহ্মণ বাক্য আছে ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—জগতীছন্দটি অন্তিমছন্দ। অথবা জগতীছন্দ জলের তরঙ্গের মত গতিবিশিষ্ট। প্রজাপতি যেন ক্ষীণহর্ষ হয়ে জগতীছন্দকে সৃষ্টি করেছিলেন এইরূপ ব্রাহ্মণ বাক্য আছে ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—বৈদিক ছন্দগুলি এইরূপ ক্রমে পিঙ্গল ছন্দে বর্ণিত—'গায়ত্রী'

উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী।' এই ক্রমে জগতী ছন্দটি অন্তিম ছন্দ। নিরুক্তকার জগতী ছন্দের নির্বচন করতে গিয়ে প্রথমে এই কথাই বলেছেন—"জগতী গততমং ছন্দঃ" 'গততমম্'মানে শেষে গত বা প্রাপ্ত অর্থাৎ দাঁড়াল অন্তিম। জগতী ছন্দটি অন্তিম ছন্দ। ইহার পর অতিচ্ছন্দের বর্ণনা করা হয়েছে। স্কন্দ স্বামীর মতে 'গততমং' মানে সমস্ত ছন্দকে অতিক্রম করে গত। জগতীছন্দ সকল ছন্দ অপেক্ষা বড়। উহার চারপদ, প্রত্যেক পাদে বার অক্ষর। অতএব জগতীছন্দ ৪৮ অক্ষরের। সর্বাপেক্ষা বড় বলে গততমম্। গম ধাতুর উত্তর উণাদি অতি প্রত্যয় করে গম্ স্থানে জগ আদেশ করে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় নুম্ আগমের অভাবে—জগতী' শব্দ সিদ্ধ হয়। যাহা অন্তে গমন করে বা অন্তে প্রাপ্ত হয়—এইরূপ অর্থে এখানে জগতী।

তারপর নিরুক্তকার 'জগতী' শব্দের আর একপ্রকার ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন —'জলচরগতির্বা' অর্থাৎ জলের মত চরগতি মানে চলগতি যার বা জলচরগতি। জলের তরঙ্গের গতি বা প্রস্তার বহু প্রকার, কখনও অধিক বেগ বিশিষ্ট কখনও অল্প বেগবিশিষ্ট, সেইরূপ জগতীচ্ছন্দের গতি বা প্রস্তারও কখনও লঘু মানে কম, কখনও বা গুরু মানে অধিক। জগতীচ্ছন্দ অনেক প্রকার আছে। কোন জগতীচ্ছন্দের পাদের অক্ষর বেশী হয় কোনটার বা কম হয়, এইভাবে জগতীছন্দ বহু প্রস্তার অর্থাৎ বহু প্রকার গুরু লঘুভাবে বিন্যস্ত। পিঙ্গলছন্দে বলা হয়েছে—পুরস্তাজ্জগতীছন্দের প্রথমপাদ ১২ অক্ষর, শেষ চারপাদ আট আট অক্ষর। সুতরাং ৪৪ অক্ষর। দুই অক্ষর কম হল। আবার সামান্য ভাবে জগতীচ্ছন্দের ৪৮ অক্ষর। দুই অক্ষর বেশী হল। এইজন্য জগতীছন্দ জলচরগতি। এই পক্ষেও 'জগতী' শব্দের ব্যুৎপত্তি [ প্রকৃতি প্রত্যয় ] পূর্বের মত। কেবল অর্থের ভেদ মাত্র।

তারপর নিরুক্তকার জগতীচ্ছন্দের তৃতীয়প্রকার নির্বচন ব্রাহ্মণবাক্য থেকে বলেছেন…'জল্গল্যমানঃ অসৃজৎ ইতি চ ব্রাহ্মণম্' অর্থাৎ প্রজাপতি অন্যান্য ছন্দ সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তিনি ক্ষীণহর্ষ হয়ে জগতীচ্ছন্দকে শেষে সৃষ্টি করেছিলেন। বেদ নিত্য ছন্দও নিত্য। সুতরাং প্রজাপতি কি করে সৃষ্টি করলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন এখানে সৃষ্টি মানে দৃষ্টি। অর্থাৎ প্রজাপতি ছন্দোগুলিকে দর্শন করেছিলেন। সুতরাং কোন

দোষ নাই। এখানে 'জঙ্গল্যমানঃ' পদটি গ্লৈ হর্ষক্ষয়ে গ্লৈধাতুর উত্তর 'অতিশয়েন গ্লায়তি এইরূপ অর্থে 'যঙ্' হয়ে, দ্বিত্ব হয়ে, 'গ্লায়' ল্ এর লোপ [ হলাদি শেষঃ ] 'গ' স্থানে 'জ' কুহোশ্চুঃ' 'নুক্' আগম' রস্থানে ল্ ধাতুর আকারের হ্রস্ব করে, পৃষোদরাদিত্ববশত 'গ' এর পর অকারাগম করে 'জলগল্য' এইরূপ যঙন্ত ধাতুর শানচ্ করে "জলগল্যমানঃ" পদ সিদ্ধ হয়েছে। তার অর্থ হল অতিশয় গ্লানি, হর্ষক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে। এইরূপ হয়ে প্রজাপতি জগতীছন্দ দর্শন করেছিলেন। জগতী শব্দের ব্যুৎপত্তি এই পক্ষেও পূর্ববৎ ।। (ক) ।।

এখন নিরুক্তকার বিরাট্ ছন্দ নামক ছন্দের নির্বচনের জন্য বলছেন— 'বিরাড্ বিরাজনাদ্বা বিপ্রাপণাদ্বা। বিরাজনাৎ সম্পূর্ণাক্ষরা, বিরাধনাদূনাক্ষরা, বিপ্রাপণাদধিকাক্ষরা' ।। (খ) ।।

বিরাট্ [ বিরাজ্ শব্দটি ] বিরাজনাৎ বা [ বা বিপূঃ রাজ ধাতু থেকে ] বিরাধনাদ্ বা [ বি+রাধ্ ধাতু থেকে ] বিপ্রপণাদ বা [ অথবা বি+প্র+আপ ধাতুথেকে ] নিষ্পন্ন। বিরাজনাৎ সম্পূর্ণাক্ষরা [ বি+রাজ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে বিরাট্ ছন্দ সম্পূর্ণাক্ষরা হয় ] বিরাধনাৎ ঊনাক্ষরা [ বি+রাধ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে বিরাট্ ছন্দটি কম অক্ষর সম্পন্ন হয় ] বিপ্রাপণাৎ অধিকাক্ষরা [ বি+প্র+আপ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে—বিরাট্ ছন্দ অধিক অক্ষর বিশিষ্ট হয় ] ।। (খ) ।।

অনুবাদ :—বিরাজ্ শব্দটি বি+রাজ ধাতু থেকে বা বি+রাধ ধাতু থেকে অথবা বি+প্র—আপ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। বিরাট্ ছন্দটির নাম যে বিরাট্ তাহা যখন বি+রাজ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয় তখন তাহা সম্পূর্ণাক্ষরা বিশিষ্ট হয়ে বিরাজমান হয়, যখন বি+রাধ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয় তখন অল্পাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে যেন বিগত ঋদ্ধি হয়, যখন বি+প্র+আপধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয় তখন অধিকাক্ষরবিশিষ্ট হয় ।। (খ) ।।

মন্তব্য :—বিরাট্ ছন্দ বেদে তিনপ্রকার ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত বিরাট্ ছন্দের চারপাদ, প্রত্যেক পাদে দশ অক্ষর। এইরূপ অবস্থায় বিরাট্ ছন্দটির বিরাট্ শব্দ বি+রাজ+ক্বিপ, প্রত্যয় করে বিরাজতে অর্থাৎ

সম্পূর্ণাক্ষরবিশিষ্ট হয়ে বিরাজিত হয় এইরূপ অর্থে ব্যুৎপন্ন বলে বুঝতে হবে। ইহাই নিরুক্তকার এখানে বলছেন। এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে বিরাট্ ছন্দ সম্পূর্ণাক্ষর হয়। আবার বেদে কখনও কখনও অল্প অক্ষর [ কম অক্ষরে ] ব্যবহৃত হয়। তখন বি+রাধ সংসিদ্ধৌ+ক্বিপ্ প্রত্যয় করে বিরাধ্যতি অর্থাৎ বিগতঋদ্ধিক হয় এইরূপ অর্থে 'ধ' স্থানে 'জ' আদেশ করে বিরাট্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তখন তার অর্থ ন্যূনাক্ষরসম্পন্ন হয়ে বিরাট্ ছন্দ হীনসম্পৎ হয়।

আবার কখনও কখনও বেদে বিরাট্ছন্দটি অধিক অক্ষরবিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। তখন বি+প্র+আপ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করে বিরাট্ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। তখন তার অর্থ হয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বিরাট্ ছন্দ। তখন পৃষোদরাদিত্বন্যায়ে 'প্র' এর প্ লোপ্ এর প স্থানে জ আদেশ করে বিরাট্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহাই বুঝতে হবে ॥ (খ) ॥

যেকোন ছন্দের মধ্যম পাদটি অল্পাক্ষরযুক্তরূপে ব্যবহৃত আছে তাহা বুঝাবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—"পিপীলিকমধ্যা ইত্যৌপমিকম্" ॥ (গ) ॥

পিপীলিকমধ্যা [ পিপীলিকার মত ছন্দের মধ্যমপাদ ক্ষীণ হয় ] ইতি ঔপমিকম্ [ ইহা উপমা নিবন্ধন সংজ্ঞা ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদঃ—যেকোন ছন্দের মধ্যমপাদ পিপীলিকার মত ক্ষীণ যখন হয় তখন সেই ছন্দের নাম যে পিপীলিকমধ্যা হয়, তাহা উপমাজনিত নাম ॥ (গ) ॥

মন্তব্যঃ—পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্রের তৃতীয়পাদের ৫৭ সূত্রে বলা হয়েছে—"ত্রিপাদণিষ্ঠমধ্যা পিপীলিকমধ্যা" অর্থাৎ যে ছন্দের আদিপাদ ও অন্ত্যপাদ সমান অক্ষরবিশিষ্ট হয়, কিন্তু মধ্যমপাদ অল্পাক্ষরবিশিষ্ট হয়, তখন সেই ছন্দ পিপীলিকমধ্যা হয়। তার মানে পিপীলিকার মধ্যভাগ যেমন ক্ষীণ, সেইরূপ যখন কোন ছন্দের পূর্বপাদ, অন্ত্যপাদ, ১ পাদই হোক ২ পাদই হোক্ অর্থাৎ পূর্বের দুই পাদ ও শেষের দুই পাদ সমান অক্ষর বিশিষ্ট কিন্তু মধ্যমপাদ অল্পাক্ষর বিশিষ্ট হয়, তখন সেই ছন্দকে 'পিপীলিকামধ্যা' বলে যে ব্যবহার করা হয়, তাহা উপমানিমিত্তক। 'পিপীলিকা ইব মধ্যঃ [ মধ্যপাদঃ ] যস্যাঃ সা' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করে পূর্ব পদের হ্রস্ব

হওয়ায় এবং স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় হওয়ায় 'পিপীলিকমধ্যা' শব্দ সিদ্ধ হয় ।। (গ) ।।

'পিপীলিকমধ্যা' বলায় প্রসঙ্গক্রমে পিপীলিকা শব্দের ব্যুৎপত্তি বলছেন—'পিপীলিকা পেলতে র্গতিকর্মণঃ' ।। (ঘ) ।।

পিপীলিকা [ পিপীলিকা শব্দটি ] গতিকর্মণঃ পেলতেঃ [ গত্যর্থক পেল ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ।। (ঘ) ।।

অনুবাদ ঃ—পিপীলিকা শব্দটি গত্যর্থক পেল ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ।। (ঘ) ।।

মন্তব্য ঃ—পেল্ গতৌ [ ভ্বাদি ] পেল ধাতুর উত্তর পুনঃ পুনঃ পেলতি ( গচ্ছতি ) এইরূপ অর্থে 'কি' প্রত্যয় করে তার [ ধাতুর ] লিড্‌বদ্ভাব হওয়ায়, দ্বিত্ব, 'পে'-র একারের স্থানে দীর্ঘ'ঈ' করে 'পিপীলি' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় করে 'পিপীলিকা' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এই কথাই নিরুক্তকার বলতে চান। পিপীলিকা সর্বদা সঞ্চরণশীল বলে গমনার্থক পেল ধাতু থেকে পিপীলিকাশব্দের নিষ্পত্তি দেখান হয়েছে ।। (ঘ) ।। ৭।৩।৯ ।।

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে নবমখণ্ডের মূলের অনুবাদ।

৭।৩।৯ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

'জগতী' 'গততমং ছন্দঃ অন্ত্যমিত্যর্থঃ। অতঃ পরমতিচ্ছন্দাংসি। 'জলচরগতির্বা' জলোর্মিপ্রকারো হি তস্যাঃ প্রস্তারঃ। 'জল্গল্যমানোঽসৃজৎ ইতি চ ব্রাহ্মণম্'। গ্লৈ হর্ষক্ষয়ে [ ভ্বা· প· ] ক্ষীণহর্ষ ইব কিলৈতাং প্রজাপতিঃ সসৃজে, দদর্শেত্যর্থঃ, ন হি ছন্দাংসি ক্রিয়ন্তে নিত্যত্বাদেব ছন্দসাম্।

বিরাজঃ পুরস্তাৎ ত্রিষ্টুপ্ নিরুক্তা, বাহুল্যাদধিযজ্ঞে চ প্রয়োগভূয়স্ত্বাৎ। অথ পুনর্বিরাজং নিরাহ 'বিরাট্' 'বিরাজনাদ্বা, বিরাধনাদ্বা, বিপ্রাপণাদ্বা'। বিরাজনাৎ সম্পূর্ণাক্ষরা' সাকল্যাদ্ বিরাজত ইব। 'বিরাধনাৎ ঊনাক্ষরা'

বৈকল্যাদ্ বিরাধ্যন্তীব হি সাঃ। 'বিপ্রাপণাৎ অধিকাক্ষরা' বিপ্রত্বেব হি সা স্বরূপাৎ।

'পিপীলিকমধ্যা ইতি ঔপমিকম্' মধ্যাল্পাক্ষরপাদা যা সা পিপীলিকা মধ্যা ইব ভবতি, পিপীলিকাস্বরূপা।

'পিপীলিকা' কস্মাৎ? 'পেলতেঃ' 'গতিকর্মণঃ' গত্যর্থস্য।। ৭।৩।৯ ।।

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে নবমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ।

---

# দৈবতকাণ্ডে তৃতীয়পাদে দশমখণ্ডঃ

## ( মূলম্ )

ইতীমা দেবতা অনুক্রান্তাঃ ॥ (ক) ॥ সূক্তভাজো হবির্ভাজঃ ॥(খ)॥ ঋগ্ভাজশ্চ ভূয়িষ্ঠাঃ ॥ (গ) ॥ কাশ্চিন্নিপাতভাজঃ ॥(ঘ)॥ অথোতাভিধানৈঃ সংযুজ্য হবিশ্চোদয়তি—ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রায় বৃত্রতুর ইন্দ্রায়াংহোমুচ ইতি ॥ (ঙ) ॥ তান্যপ্যেকে সমামনন্তি ॥ (চ) ॥ ভূয়াংসি তু সমাম্নানাৎ ॥ (ছ) ॥ যত্তু সংবিজ্ঞানভূতং প্রাধান্যস্তুতি তৎসমামনে ॥ (জ) ॥ অথোত কর্মভি ঋষির্দেবতাঃ স্তৌতি 'বৃত্রহা পুরন্দর' ইতি ॥ (ঝ) ॥ তান্যপ্যেকে সমামনন্তি ॥ (ঞ) ॥ ভূয়াংসি তু সমাম্নানাৎ ॥ (ট) ॥ ব্যঞ্জনমাত্রং তু তত্তস্যাভিধানস্য ভবতি। যথা—ব্রাহ্মণায় বুভুক্ষিতায়ৌদনং দেহি স্নাতায়ানুলেপনং পিপাসতে পানীয়মিতি ॥ (ঠ) ॥ ৭।৩।১০ ॥

ইতি দৈবতকাণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে দশমখণ্ডঃ সমাপ্তশ্চ তৃতীয়পাদঃ [ মূলম্ ] [ মতান্তরে দৈবতকাণ্ডস্য ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ ]

---

## বিবৃতি

'যৎকামঃ ঋষিঃ' এইখান থেকে আরম্ভ করে 'পেলতেগতিকর্মণঃ' পর্যন্ত গ্রন্থে সামান্যভাবে যথানুপূর্বীক দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিবার জন্য নিরুক্তকার বলছেন—'ইতীমা দেবতা অনুক্রান্তাঃ' ॥ (ক) ॥

ইতি [ ঋষি যা কামনা করে ইত্যাদি প্রকারে ] ইমাঃ [ অগ্নি, জাতবেদা

ইত্যাদি রূপে [ দেবতাঃ [ দেবতাদিগকে ] অনুক্রান্তাঃ [ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ] ॥ (ক) ॥

অনুবাদ :—ঋষি যাহা কামনা করে ইত্যাদি প্রকারে অগ্নি, জাতবেদা ইত্যাদি রূপে সংক্ষেপে দেবতাগণের বর্ণনা করা হল ॥ (ক) ॥

মন্তব্য :—দৈবতকাণ্ডের অর্থাৎ নিরুক্তের সপ্তমাধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রথম খণ্ডে নিরুক্তকার বলেছিলেন—ঋষি যাহা কামনা করে যে দেবতাতে সেই কামাপ্রদাতৃত্ব ইচ্ছা করে যে দেবতার স্তুতি করেন, সেই মন্ত্রের তিনিই দেবতা। এইখান থেকে আরম্ভ করে 'পিপীলিকা শব্দটি গত্যর্থক পেল ধাতু থেকে নিষ্পন্ন' [ ৭।৩।৯ ] এই পর্যন্ত বর্ণনার দ্বারা নিরুক্তকার বলছেন যে এইভাবে সংক্ষেপে সামান্যরূপে দেবতাদের বর্ণনা করা হল। দেবতাদের ভক্তি, সাহচর্য, স্থান ইত্যাদি এযাবৎ বর্ণনা করা হয়েছে। ইহাই নিরুক্তকার এখানে বলেদিলেন ॥ (ক) ॥

এখন সেই দেবতাদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বিষয় জানাবার জন্য বলছেন—'সূক্তভাজো হবির্ভাজঃ' ॥ (খ) ॥

সূক্তভাজঃ [ দেবতারা ( কোন কোন দেবতা ) সূক্তভাগী ] হবির্ভাজঃ [ কোন কোন দেবতা হবির্ভাগী ] ॥ (খ) ॥

অনুবাদ :—কোন কোন দেবতা সূক্তভাগী, কোন কোন দেবতা হবির্ভাগী আবার কতক দেবতা উভয়ভাগী ॥ (খ) ॥

মন্তব্য :—দেবতার স্তুতিবোধক মন্ত্রসংঘকে সূক্ত বলে। সেই সকল সূক্তের মধ্যে যে কোন একটি সূক্তে বা বহু সূক্তে যে দেবতার স্তুতি করা হয়, সেই দেবতা সেই সূক্তভাক্ অর্থাৎ সেই দেবতাকে সেই সূক্তভাগী বলা হয়। এইভাবে অনেক দেবতা সূক্তভাগী বলে বেদে বর্ণিত আছেন। আবার এমন অনেক দেবতা আছেন সূক্তে যাঁদের বর্ণনা করা হয় নাই, অথচ যজ্ঞাদিতে হবির সম্প্রদানরূপে তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে, সেইসকল দেবতাকে হবির্ভাজঃ' হবির্ভাগী বলা হয়। ইহা এখানে নিরুক্তকার বলে দিচ্ছেন। অনেক দেবতা কেবল সূক্তভাগী। আবার অনেক দেবতা কেবল হবির্ভাগী। আবার অনেক দেবতা সূক্তভাগী এবং হবির্ভাগী—অর্থাৎ উভয়ভাগী। নিরুক্তেই নৈগমকাণ্ডে বলা হয়েছে বায়ু থেকে ইন্দ্র পর্যন্ত সাতাশ জন

দেবতাদের মধ্যে শেষে বর্ণিত চারজন দেবতা কেবল সূক্তভাগী হবির্ভাগী নন। অবশিষ্ঠ দেবতা উভয়ভাগী। আবার কতকজন দেবতা কেবল হবির্ভাগী, সূক্তভাগী নন ॥ (খ) ॥

দেবতাদের ঋগ্ভাগিত্বের কথা বলছেন—'ঋগ্ভাজশ্চ ভূয়িষ্ঠাঃ' ॥ (গ) ॥

ঋগ্ভাজঃ চ [ ঋক্ মন্ত্রভাগী দেবতা কিন্তু ] ভূয়িষ্ঠাঃ [ বহুতর ] ॥ (গ) ॥

অনুবাদ :—ঋক্মন্ত্রভাগী দেবতা কিন্তু বহু অর্থাৎ প্রায় দেবতাই ঋক্ মন্ত্র ভাগী ॥ (গ) ॥

মন্তব্য :—ঋক্ মন্ত্রের অনেক ঋকে কোন কোন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। আবার একটি সম্পূর্ণ ঋকে কোন কোন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। আবার কোন কোন ঋকের অর্ধভাগে কোন কোন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। আবার কোন কোন ঋকের ১ পাদে অর্থাৎ চতুর্থভাগেও কোন কোন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। এই সকল দেবতাদের ঋক্ ভাগী বলা হয়। যেমন—আপ্রী নামক সূক্তের এক একটি ঋকে লক্ষণ প্রভৃতির ভেদানুসারে এক একজন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। এইরূপ অর্ধেক ঋকেও কোন কোন দেবতার স্তুতি, চতুর্থভাগরূপ ঋকেও কোন কোন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। দুর্গাচার্য বলছেন—'ভূয়িষ্ঠাশ্চ' এই কথার দ্বারা যাস্কাচার্য সূচনা করে দিয়েছেন যে নিঘণ্টুতে যেসকল দেবতা অসমাম্নাত অর্থাৎ অপঠিত, সেইরূপ অনেক দেবতা আছেন, যাঁরা ঋক মন্ত্রে স্তুত হয়েছেন। তাঁদের একটি ঋকে বা অর্ধেক ঋকে বা পাদ ঋকে স্তুতি দেখে বুঝে নিতে হবে যে তাঁরাও ঋক্ভাগী। বলেছেন—যেমন পরমেষ্ঠী, গ্রহ, নক্ষত্র, সর্প, লাঙ্গল, কুসুম্ভক ইত্যাদি দেবতারাও ঋগ্ভাগী ॥ (গ) ॥

কাশ্চিৎ [ কোন কোন দেবতা ] নিপাতভাজঃ [ অন্য দেবতার সহিত স্তুত ] ॥ (ঘ) ॥

অনুবাদ :—কোন কোন দেবতা অন্য দেবতার সহিত [ প্রধান ভাবে বা অপ্রধান ভাবে [ স্তুত ] ॥ (ঘ) ॥

মন্তব্য :—এখানে 'নিপাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যদেবতার সহিত স্তুতি। এই নিপাত আবার দুইপ্রকার কোথাও সাধারণভাবে অন্যদেবতার সহিত স্তুত। আবার কোথাও অন্যদেবতার সহিত অপ্রধানভাবে স্তুত। বেদে

কোন কোন মন্ত্রে—কোন দেবতার স্তুতি অন্যদেবতার সহিত প্রধানভাবে বা সাধারণভাবে করা হয়েছে। আবার কোন কোন মন্ত্রে অন্যদেবতার সহিত কোন দেবতার অপ্রধানভাবে স্তুতি করা হয়েছে। এই উভয় প্রকার দেবতাকে এখানে 'নিপাতভাজঃ' অর্থাৎ নিপাতভাগী বলা হয়েছে। মোটকথা 'নিপাত' মানে একসঙ্গে মিলন। যেমন সোম প্রভৃতি দেবতার সহিত বিধাতা নামক দেবতার তুল্যভাবে [ সাধারণভাবে ] স্তুতি করা হয়েছে। আবার ইন্দ্রও অগ্নির সঙ্গে পৃথিবীর অপ্রধানভাবে স্তুতি করা হয়েছে।। (ঘ ।।

অথ উত [ আরও বিশেষ এই ] অভিধানৈঃ [ বিশেষণ বাচক শব্দের সহিত ] সংযুজ্য [ সংযুক্ত করে ] হবিঃ [ দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ পদার্থের ] চোদয়তি [ বেদে বিধান করেন ] [ যথা ] [ যেমন ] বৃত্রঘ্নে ইন্দ্রায় [ বৃত্রহত্যাকারী ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ] বৃত্রতুরে ইন্দ্রায় [ বৃত্রের অভিভবকারী ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ] অংহোমুচে ইন্দ্রায় [ সংকটনাশকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ] ইতি [ ইত্যাদি ] (ঙ) ।।

অনুবাদ ঃ—আরও বিশেষ এই বেদে বিশেষণ বাচক শব্দের সহিত সংযুক্ত করে দেবতার উদ্দেশ্যে হবির বিধান [ হবিঃ ত্যাগর বিধান ] করা হয়ে থাকে। যেমন বৃত্রাসুর বধকারী ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ; বৃত্রের অভিভবকারী ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সংকটনাশকারী ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ইত্যাদি ।। (ঙ) ।।

মন্তব্য ঃ—এই সূত্রে 'অথ শব্দটি বিশেষাধিকার অর্থে প্রযুক্ত আর "উত" শব্দটি 'অপি' অর্থে প্রযুক্ত। 'এখন বিশেষ বলা হচ্ছে—'এই হল 'অথোত' শব্দদ্বয়ের অর্থ'। কি বিশেষ ? বলছেন যে বেদে অনেক স্থলে 'অভিধান' অর্থাৎ বিশেষণবাচক শব্দের দ্বারা সংযুক্ত করে হবিঃ পদার্থের বিধান করা হয়। অর্থাৎ যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদানের বিধি বেদে উক্ত হয়েছে সেই দেবতার গুণাভিধান মানে বিশেষণ বাচক শব্দেরও প্রয়োগ অনেক স্থলে থাকে। অভিপ্রায় এই যেখানে বিশেষণের সহিত যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবি প্রদানের বিধান বেদে উক্ত হয়, সেখানে সেই বিশেষণটিকে কোন পৃথগ্ দেবতা বলে মনে করা উচিত নয়। দেবতার বাচক শব্দ এবং দেবতার বিশেষণ বাচক শব্দ এই দুটির মধ্যে কোন শব্দটি বস্তুত দেবতাকে বুঝায়, তাহা জানবার উপায় হল—পূর্বে এই দৈবতকাণ্ডে অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতার কথা বলা হয়েছে। বিধিবাক্যে তাঁদেরই দেবতা বলে

বুঝতে হবে। আর সেই দেবতার বাচক শব্দের নিকটে যে সমানবিভক্ত্যন্ত শব্দ থাকে তাকে দেবতার বিশেষণবাচক বলে বুঝতে হবে; তাকে পৃথক্ দেবতা বোধক বলে মনে করা উচিত হবে না—ইহাই এখানে নিরুক্তকারের বক্তব্যের অভিপ্রায়। যেমন বেদে বিধি বাক্য আছে—'ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্নে একাদশ কপালং নির্বপেৎ' অর্থাৎ বৃত্রবধকারী ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এগারটি কপালে সংস্কৃত পুরোড়াশ (চালের পিঠাবিশেষ) প্রদান করবে। এখানে 'ইন্দ্র' হচ্ছেন দেবতা। কারণ পূর্বে "অগ্নি বায়ু বা ইন্দ্র ও সূর্য" এঁদেরই প্রধান দেবতাত্ব বলা হয়েছে। সুতরাং 'বৃত্রহা' বা 'বৃত্রহন্' শব্দটি এখানে 'বৃত্রহা' নামক কোন পৃথগ্ দেবতাকে বুঝাচ্ছে না। কিন্তু ইন্দ্রদেবতার বৃত্রবধকারিত্বরূপ বিশেষণকে বুঝাচ্ছে। ইহাই এখানে বুঝতে হবে ইহা বুঝাবার জন্য নিরুক্তকার তিনটি উদাহরণ বলেছেন—'ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্নে, ইন্দ্রায় বৃত্রতুরে, ইন্দ্রায় অংহোমুচে।' তুর ধাতুর অর্থ অভিভবকরা। সুতরাং বৃত্রতুরে—মানে বৃত্রের অভিভবকারীর উদ্দেশ্যে। 'অংহস্' শব্দের অর্থ সংকট। অতএব অংহোমুচে মানে সঙ্কটমোচনকারীর উদ্দেশ্যে। এইখানে—বৃত্রঘ্নে, বৃত্রতুরে, ও অংহোমুচে—এই তিনটি পদ বিশেষণ বাচক; ইহারা দেবতার বাচক নয়। ইহাই এখানে নিরুক্তকারের বক্তব্য ॥ (ঙ) ॥

একে [কোন কোন নিরুক্তকার] তানি অপি [সেই বিশেষণবাচক পদগুলিকেও] সমামনন্তি [দেবতাপদের সমাম্নায়ে পৃথগ্ভাবে পাঠ করেন ॥ (চ) ॥

অনুবাদ :—কোন কোন নিরুক্তকার দেবতার গুণাভিধায়ক সেই বিশেষণ-পদগুলিকে দেবতাপদের সমাম্নায়ে পৃথগ্ ভাবে পাঠ করেন ॥ (চ) ॥

মন্তব্য :—নিরুক্তে দেবতার সমাম্নায় অর্থাৎ দেবতাদের নাম বুঝাবার প্রকরণে দেবতা বিশেষ বোধক শব্দ সকলের উল্লেখ থাকে। সেই দেবতা বিশেষ বোধক শব্দের উল্লেখ বা পাঠকে দেবতাপদসমাম্নায় বলে। যাস্কাচার্য বলছেন বৃত্রহন্' ইত্যাদি যে সকল পদ দেবতার বিশেষণ বাচক, পৃথগ্ দেবতাবাচক নয়, সেই পদগুলিকে কোন কোন নিরুক্তকার দেবতাপদ সমাম্নায়ে পৃথগ্ভাবে বেদে দেবতা বুঝাবার জন্য পাঠ করেছেন। যাস্কা-

চার্যের এই কথায় সূচিত হচ্ছে তিনি অর্থাৎ যাস্কাচার্য—ঐ-সকল বৃহন্ ইত্যাদি পদকে পৃথগ্‌ভাবে দেবতাবাচক বলে স্বীকার করেন না কিন্তু তিনি ঐগুলিকে, বিশেষণবাচক বলে মনে করেন। যাস্কাচার্য তাঁর এই অভিমত উপপাদন করবার জন্য পরবর্তী সূত্র বলবেন ॥ (চ) ॥

তু [ কিন্তু ] সমাম্নানাৎ [ এইরূপে বিশেষণবাচক পদগুলিকে দেবতার সমাম্নায়ে পাঠ করলে ] ভূয়াংসি [ দেবতা বহু সংখ্যক হয়ে যাবেন ॥ (ছ) ॥

অনুবাদ :—কিন্তু দেবতার বিশেষণবোধক পদগুলিকে দেবতার সমাম্নায়ে পাঠ করলে দেবতা অসংখ্য হয়ে যাবেন ॥ (ছ) ॥

মন্তব্য :—যাস্কাচার্য বলতে চাইছেন—যে 'বৃহন্' ইত্যাদি পদগুলি দেবতার বিশেষণ বাচক, পৃথগ্ দেবতা বোধক নয়। সেই পদগুলিকে কোন কোন নিরুক্তকার পৃথগ্‌ভাবে দেবতার বোধক রূপে দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করেন। আমি [ যাস্কাচার্য ] কিন্তু তাহা মানি না—যেহেতু সেই বিশেষণ পদগুলিকে দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করলে দেবতার ঐশ্বর্যবশত অসংখ্য গুণ থাকায় সেই অসংখ্য গুণাভিধায়ক শব্দকে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার বাচক বললে দেবতার সংখ্যা অনন্ত হয়ে যাবে। তখন আর দেবতার সমাম্নায়ের সমাপ্তি হবে না। ফলত শাস্ত্রে [ নিরুক্তশাস্ত্রে ] দেবতার সমাপ্তি হবে না। অতএব বিশেষণ বাচক পদগুলি পৃথগ্ দেবতা বোধক নয় ॥ (ছ) ॥

যৎ তু [ কিন্তু যে পদ ] সংবিজ্ঞানভূতং [ সম্যগ্‌রূপে জ্ঞানের বিষয়প্রাপ্ত ] প্রাধান্যস্তুতি [ প্রধানভাবে দেবতার স্তুতিবোধক পদ ] তৎ [ তাহা ( পৃথগ্ দেবতা বোধক ) ] সমামনে [ দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করি ] ॥ (জ)।

অনুবাদ :—কিন্তু যে পদ সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়ে প্রধান ভাবে দেবতার স্তুতি বোধক হয়, তাহা দেবতার সমাম্নায়ে পাঠ করি ॥ (জ) ॥

মন্তব্য :—যাস্কাচার্য বলে এসেছেন, যে পদগুলি দেবতার গুণাভিধায়ক হয়, সেইগুলিকে পৃথগ্ দেবতার বোধকরূপে দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করলে দেবতার অনন্তগুণ বলে, তদ্‌বোধক পদ অনন্ত হওয়ায়, সেই পদগুলি যদি পৃথগ্‌দেবতার বাচকরূপে গৃহীত হয় তাহলে দেবতার অনন্তত্বপ্রাপ্তি হবে। ফলে শাস্ত্রে দেবতার সমাপ্তি করা যাবে না। এতে

পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করতে পারেন—তাহলে দেবতার সমাম্নায়ে কোন্ পদগুলি পাঠ করা উচিত? তার উত্তরে যাস্কাচার্য বলছেন—'যৎতু' ইত্যাদি। 'তু' মানে কিন্তু। 'যৎ' মানে যে পদ। 'সংবিজ্ঞানভূতম্' —সম্যগ্‌রূপে জ্ঞানের বিষয়প্রাপ্ত। ইহার স্পষ্ট অর্থ বুঝাবার জন্য দুর্গাচার্য বলেছেন 'রূঢ়মগৌণং কেবলমপি নির্বিশেষণম্' অর্থাৎ যে পদ রূঢ়। অনাদিকাল থেকে যে পদের যে অর্থে রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) আছে, সেই পদকে সেই অর্থে 'রূঢ়' বলে। যেমন 'গো' পদের সাস্নাদিমান্ প্রাণীতে রূঢ়ি ] প্রসিদ্ধি ] আছে বলে গোপদটি উক্ত প্রাণী অর্থে রূঢ়। সেইরূপ অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি পদ যথাক্রমে অগ্নিদেবতা, ইন্দ্রদেবতা, বায়ুদেবতা অর্থে রূঢ় বলে ঐ অগ্নি প্রভৃতি পদ দেবতার বোধক রূপে সম্যগ্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। এই অগ্নি প্রভৃতি পদ অগ্নি প্রভৃতি অর্থে গৌণ বা লাক্ষণিক নয়। আর অগ্নি প্রভৃতি পদ কেবল অগ্নি প্রভৃতিকে বুঝায়। অগ্নি প্রভৃতির বিশেষণকে বুঝায় না। সুতরাং ঐরূপ অগ্ন্যাদিপদ সংবিজ্ঞানভূত। আর কিরূপ পদ দেবতাবোধক? উত্তরে বলছেন [ যাস্ক ] 'প্রাধান্যস্তুতি' 'প্রাধান্যেন স্তুতি র্যস্মাৎ' অর্থাৎ প্রধানভাবে স্তুতি হয় যে পদ থেকে' তাহা প্রাধান্যস্তুতি' যে পদের দ্বারা প্রধানভাবে দেবতার স্তুতি করা হয় সেই পদই পৃথগ্ দেবতাবোধকরূপে দেবতা সমাম্নায়ে পঠিতব্য এই কথা যাস্কাচার্য বলছেন। সেই পদ কি? এইরূপ আশঙ্কায় দুর্গাচার্য বলেছেন 'অগ্ন্যাদি' অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র ইত্যাদি পদগুলি দেবতার বিশেষণ বোধক নয় কিন্তু দেবতাবোধক, এবং তত্তদ্দেবতার প্রধানভাবে স্তুতির বোধক। এইরূপ পদ [ আমি যাস্কাচার্য ] 'সমামনে' অর্থাৎ দেবতার সমাম্নায়ে পাঠ করি ॥ (জ) ॥

অথ উত [ আরও কথা এই যে ] ঋষিঃ [ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ] কর্মভিঃ [ কর্মের অভিব্যঞ্জক শব্দের দ্বারা ] দেবতাঃ [ দেবতাগণকে ] স্তুতি [ স্তুতি করেন ] [ যথা ] [ যেমন ] বৃত্রহা, পুরন্দর ইতি,[ বৃত্রহন্তা ইন্দ্র শত্রুপুরবিদারণকারী ইন্দ্র ইত্যাদি ] ॥ (ঝ) ॥

অনুবাদ :—আরও কথা এই যে ঋষি কর্মের অভিব্যঞ্জক শব্দের দ্বারাও দেবতাদের স্তুতি করেন, যেমন বৃত্রহা' পুরন্দর ইত্যাদি ॥ (ঝ) ॥

মন্তব্য ঃ—বেদের অনেক বিধিবাক্যে যেমন দেবতার বিশেষণ বোধক পদের দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদানের কথা বলা হয়েছে, সেইরূপ অনেক মন্ত্রেও ঋষিরা দেবতার কর্মাভিব্যঞ্জক শব্দের দ্বারা স্তুতি করেছেন ইহা জানা যায়। যাস্কাচার্য এই কথা বলছেন। বলার অভিপ্রায় এই যে বিশেষণ বোধক পদের দ্বারা যেমন পৃথগ্ দেবতার বোধকরা উচিত নয়; সেইরূপ দেবতার কর্মবোধক পদের দ্বারাও পৃথগ্ দেবতা বুঝা উচিত নয়। কারণ ঐরূপ বুঝলে এক এক দেবতার কর্মই অসংখ্য বলে অসংখ্য দেবতার প্রাপ্তি হয়ে যাবে। দেবতার কর্মবোধক পদ কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাস্কাচার্য বলেছেন—"বৃত্রহা, পুরন্দর ইতি" অর্থাৎ বৃত্রহা, পুরন্দর, শতক্রতু গোত্রভিৎ, ইত্যাদি পদগুলি দেবতার কর্মবোধক। 'বৃত্রহা' এই পদের দ্বারা ইন্দ্রের বৃত্রহত্যা করা রূপ কর্ম বোঝানো হয়েছে। 'পুরন্দর' পদের দ্বারা ইন্দ্রের শত্রুপুরবিদারণরূপ কর্ম বোঝানো হয়েছে। 'শতক্রতু, পদের দ্বারা ইন্দ্রের শত সংখ্যক যাগ কর্ম বুঝানো হয়েছে। গোত্রভিৎ, পদের দ্বারা পর্বতবিদারণ কর্ম, বুঝানো হয়েছে ।। (ঋ) ।।

একে [ কোন কোন নিরুক্তকার ] তানি অপি [ দেবতার কর্মবোধক সেই পদগুলিকেও ] সমামনন্তি [ পৃথগ্ভাবে দেবতার বোধকরূপে দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করেন ] ।। (ঞ) ।।

অনুবাদ ঃ—কোন কোন নিরুক্তকার দেবতাদের কর্মবোধক সেই পদগুলিকেও পৃথগ্ভাবে দেবতার বোধকরূপে দেবতার নাম সংগ্রহকারক দেবতা সমম্নায়ে পাঠ করে থাকেন ।। (ঞ) ।।

মন্তব্য ঃ—কোন কোন নিরুক্তকার যেমন দেবতার বিশেষণবোধক পদগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে দেবতার বোধকরূপে দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করেন। সেইরূপ অন্য কতক জন নিরুক্তকার দেবতার কর্মবোধক পদগুলিকে পৃথগ্ দেবতার বোধকরূপে দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করে থাকেন। যাস্কাচার্য বলছেন পূর্বোক্ত নিরুক্তকারেরা যেমন ভ্রান্ত, সেইরূপ এই কর্মবোধক পদের দেবতা সমাম্নায়ে পাঠকারী নিরুক্তকারেরাও ভ্রান্ত। প্রশ্ন হতে পারে পূর্বের সমাম্নাতাদের থেকে পরবর্তী এই সমাম্নাতৃদের প্রভেদ কি? কর্মও তো দেবতার বিশেষণ। তার উত্তরে দুর্গাচার্য বলেছেন পূর্বে

বিধিবাক্য দেখে অর্থাৎ 'হবিশ্চোদয়তি' হবির বিধি দেখে নিরুক্তকাররা বিধিবাক্যোক্ত দেবতার বিশেষণ গুলির বোধক পদকে দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করেন। আর এই নিরুক্তকাররা 'ঋষির্দেবতাঃ স্তৌতি, অর্থাৎ স্তুতি দেখে কর্মবোধক পদগুলিকে দেবতাসমাম্নায়ে পাঠ করেন। এইরূপ ভেদ আছে ।। (ঞ) ।।

তু [ কিন্তু ] সমাম্নানাৎ [ দেবতার কর্মবোধক পদগুলিকে পৃথগ্ দেবতা বোধক দেবতাসমাম্নায়ে পাঠ করলে ] ভূয়াংসি [ দেবতা বহু হয়ে যাবেন ] ।। (ট) ।।

অনুবাদ :—কিন্তু দেবতার কর্মবোধক পদগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে দেবতা বোধক দেবতা সমাম্নায়ে পাঠ করলে দেবতা বহুসংখ্যক হয়ে যাবেন ।। (ট) ।।

মন্তব্য :—পূর্বের [ ৩।১০। (ছ) ] সূত্রের মত এই সূত্রেরও তাৎপর্য। দেবতার কর্ম অসংখ্য বলে, অসংখ্য কর্মবোধক পদগুলিকে দেবতাসমাম্নায়ে পাঠ করলে অসংখ্য দেবতার প্রাপ্তি হওয়ায় শাস্ত্র অসমাপ্ত থেকে যাবে ।। (ট) ।।

তস্য অভিধানস্য [ সেই ইন্দ্রাদির বোধক রূঢ় নামের ] তৎ [ সেই কর্মাভিধায়ক শব্দ ] ব্যঞ্জনমাত্রং তু ভবতি [ বিশেষণবোধক মাত্র হয়ে থাকে ] যথা [ যেমন ] বুভুক্ষিতায় ব্রাহ্মণায় ওদনং দেহি স্নাতায় অনুলেপনং পিপাসতে পানীয়ম্ ইতি [ ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে অন্ন দাও, স্নানকারীকে অনুলেপন দাও, পিপাসার্তকে পানীয় দাও ইত্যাদি ']। (ঠ) ।।

অনুবাদ :—সেই ইন্দ্রাদির বোধক রূঢ় নামেরই কর্মাভিধায়ক শব্দগুলি বিশেষণ বোধক মাত্র হয়ে থাকে। যেমন ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে অন্ন দাও স্নানকারীকে অনুলেপন দাও পিপাসার্তকে পানীয় দাও ইত্যাদি ।। (ঠ) ।।

মন্তব্য :—যাস্কাচার্য নিজের সিদ্ধান্ত বলছেন 'ব্যঞ্জনমাত্রং তু' ইত্যাদি। 'তৎ' মানে সেই গুণাভিধায়ক বা কর্মাভিধায়ক শব্দগুলি। 'তস্য অভিধানস্য মানে দেবতার অভিধায়ক রূঢ় নামের। 'ব্যঞ্জনমাত্রম্' মানে বিশেষণাভিধায়ক মাত্র। তাহলে ঐ প্রথম বাক্যের অর্থ হল—'দেবতার গুণ বা কর্মের অভিধায়ক শব্দগুলি দেবতাবোধক রূঢ় নামের বিশেষণাভিধায়ক মাত্র!' কিন্তু এই অর্থে অসঙ্গতি হল এই যে বিশেষণের অভিধায়ক শব্দ দেবতার বিশেষণ বোধকই হয়, দেবতার নামের বিশেষণের বোধক হয় না।

মোটকথা হচ্ছে বিশেষ্যরূপ পদার্থেরই বিশেষণ হয়। বিশেষণ পদ বিশেষ্য পদের বিশেষণ হয় না বা বিশেষ্য পদের বিশেষণাভিধায়ক হয় না। এইজন্য এখানে "তস্য অভিধানস্য" স্থলে 'অভিধান' শব্দের উত্তর "অভিধানম্ অস্য" এইরূপ অর্থে অর্শ আদিত্ববশত 'অচ্' প্রত্যয় করে। অভিধান শব্দের অর্থ হবে—দেবতানামের অভিধেয় যে দেবতা। অথবা অভিধান শব্দের লক্ষণা দ্বারা অভিধেয় অর্থকে বুঝান যাবে। সুতরাং 'তস্য অভিধানস্য" এর মানে হবে—যে সেই ইন্দ্রাদি [ অভিধেয় ] দেবতার। সেই ইন্দ্রাদি দেবতার বিশেষণাভিধায়ক পদগুলি হল কর্মাভিধায়ক বা গুণাভিধায়ক শব্দ। এই বিশেষণাভিধায়ক শব্দগুলি পৃথগ্ দেবতাভিধায়ক নয় কিন্তু প্রসিদ্ধ দেবতার বিশেষণাভিধায়ক মাত্র—ইহাই যাস্কাচার্য বলছেন। একই দেবতা হতে পারেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ অবস্থা অনেক হতে পারে। বিষেষণবাচক পদগুলি সেই এক দেবতার বিভিন্ন অবস্থার বোধক হয় মাত্র। যেমন একজন ব্রাহ্মণের অক্ষুধার্ত অবস্থা, ক্ষুধার্ত অবস্থা, স্নাতাবস্থা, অস্নাতাবস্থা, পিপাসা অবস্থা, অপিপাসা অবস্থা থাকে। বুভুক্ষিতায় ব্রাহ্মণায় ওদনং দেহি স্নাতায়ানুলেপনং দেহি। পিপাসতে পানীয়ং দেহি বললে সেখানে বুভুক্ষা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝায় না কিন্তু একই ব্যক্তির অবস্থারূপ বিশেষণ বুঝায়। সেইরূপ গুণ বা কর্মগুলি দেবতার বিশেষণ মাত্র। অতএব তদভিধায়ক শব্দ সেই প্রসিদ্ধ দেবতার বিশেষণবোধক মাত্র, দেবতার পৃথক্ত্ববোধক নয়। ইহাই যাস্কাচার্যের বক্তব্যের অভিপ্রায়।। (ঠ)।। ৭।৩।১০।।

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদের দশমখণ্ডের মূলের অনুবাদ। তৃতীয়পাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

### ৭।৩।১০ দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ

'ইতি ইমাঃ দেবতাঃ অনুক্রান্তাঃ'। ইতিকরণং প্রকরণসমাপ্ত্যর্থম্। অথবা ইতিকরণেন অভিনয়েন দর্শয়ন্নিব ব্রবীতি। এবমনেন প্রকারেণ যথাপরিভাষিতেন 'যৎকাম ঋষিঃ' ইত্যেবমাদিনা। ইমা দেবতা অনুক্রান্তাঃ, অগ্নিঃ, জাতবেদাঃ, বৈশ্বানরঃ—ইত্যেবমাদ্যাঃ সমাসতো নির্ণীতাঃ ইত্যর্থঃ।

তাঃ পুনঃ 'সূক্তভাজো হবির্ভাজঃ'। কাশ্চিৎ হবির্ভজন্তে ন সূক্তম্‌ কাশ্চিৎ সূক্তং ভজন্তে ন হবিঃ কাশ্চিৎ উভয়ং ভজন্তে। বক্ষ্যতি হি—'ইতীমানি সপ্তবিংশতির্দেবতানামধেয়ানান্যনুক্রান্তানি সূক্তভাঞ্জি, হবির্ভাঞ্জি, তেষামেতান্যহবির্ভাঞ্জি' ইতি। 'ঋগ্‌ভাজশ্চ ভূয়িষ্ঠাঃ' প্রায়েণেত্যর্থঃ। তদ্‌যথা আপ্রীসূক্তে একৈকামৃচং ভজন্তে লক্ষণভেদাদিভিঃ। অর্ধর্চভাজোঽপি ক্বচিদুপেক্ষিতব্যাঃ। তদ্‌যথা—'ঋচঃ সূর্যায় গীয়ন্ত উদ্বেতীত্যর্ধপঞ্চমাঃ'। 'ধ্রুবা চক্রঃ' ইত্যস্যাঃ পূর্বার্ধর্চঃ সৌর্যঃ শৌনকস্য উত্তরো মৈত্রাবরুণঃ। পাদভাজাঽপিকহ্বচিদুপেক্ষিতব্যাঃ। তদ্‌যথা—'নবো নবো ভবতি জায়মানঃ' [ ঋ. সং ৮।৩।২৩।৪ ] ইত্যস্যাঃ আদিত্যদৈবতো দ্বিতীয়ঃ পাদো ভবতি। ভূয়িষ্ঠগ্রহণাচ্চ দর্শয়তি অসমাম্নাতা অপি সন্তি, তা অপ্যুপেক্ষিতব্যা ইতি তাশ্চ যথালক্ষণং ত্রিষু কল্প্যাঃ। তদ্‌যথা—পরমেষ্ঠিগ্রহনক্ষত্রসর্পলাঙ্গলকুসুম্ভক প্রভৃতীনি।

'কাশ্চিৎ নিপাতভাজঃ' ইতি। নিপাতো হি দ্বিবিধঃ। দেবতান্তরৈঃ সহ সাধারণ্যেনোপস্তুতো নৈঘণ্টুকত্বেন চ। তত্র সাধারণং নাম, তদ্‌যথা—'বিধাতা ধাতা ব্যাখ্যাতঃ।' তস্যৈষ নিপাতো ভবতি বহুদেবতায়ামৃচি। 'সোমস্য রাজ্ঞঃ' ইতি। অস্যাং সোমপ্রভৃতিভিঃ সহ বিধানাৎ শ্রূয়তে সাধারণ্যেন। নৈঘণ্টুকত্বেন পুনঃ তদ্‌যথা 'পৃথিবী ব্যাখ্যাতা। তস্যা এষ নিপাতো ভবত্যৈন্দ্রাগ্ন্যামৃচি। 'যদিন্দ্রাগ্নী পরমস্যাং পৃথিব্যাম্' ইতি। তাভ্যামিন্দ্রাগ্নিভ্যাং সহ সাধারণ্যেন পৃথিবী ন স্তূয়তে। কিন্তর্হি? লক্ষণত্বেনৈন্দ্রাগ্ন্যোরেবোপাদীয়তে। এবং তাবদয়মিহাধিকারে কাশ্চিন্নিপাতভাজ ইতি দ্বিপ্রকারো নিপাত উক্তঃ।

অথায়মপরো নিপাতপ্রকার উপেক্ষ্যঃ তদ্‌যথা—অত্যন্তনৈঘণ্টুকং দেবতাভিধানমনত্যন্তনৈঘণ্টুকঞ্চ। তত্র অত্যন্তনৈঘণ্টুকং নাম অত্যন্তমদৃষ্টস্বপ্রধানস্তুতি। তদ্‌যথা—আদিত্যস্য স্বঃ পৃশ্নিপ্রভৃতিভিঃ। অথ পুনঃ দৃষ্টস্বপ্রধানস্তুতিমদ্দেবতাপদং বাক্যার্থোপসর্জনিতপারতন্ত্র্যমাক্ষিপ্তস্বাভিধেয়সামর্থ্যমুপমানশব্দেন স্বমর্থমন্যস্মিন্‌ দেবতাপদে প্রধানে বাক্যার্থ সামর্থ্যোপসর্জনিতপ্রাধান্যসামর্থ্যং যৎ নিগময়তি অনত্যন্তনৈঘণ্টুকং তদ্‌ ভবতি। তদ্‌যথা—'অগ্নিরিব মন্যো' [ ঋ. সং ৮।৩।১৯।২ ] ইতি। অগ্নি

শব্দ ইবেত্যানেনোপমানশব্দেন বাক্যার্থোপজনিতসামর্থ্যোনাকাঙ্ক্ষাভিধেয়সামর্থ্যো বিশেষমাকাঙ্ক্ষন্ সম্বোধনান্তং মন্যুশব্দং বাক্যগতৈঃ পদৈরন্বয়ি-সামর্থ্যমর্থনিবেশনপক্ষে স্বমর্থং মন্যুশব্দে নিগময়ন্ নিপততীতি নৈঘণ্টুকং তদিতি। এবমনেকপ্রকারো নিপাত উপেক্ষ্যঃ।

'অথ উত অভিধানৈঃ সংযুজ্য হবিঃ চোদয়তি'। 'অথ' ইতি বিশেষাধিকারে। 'উত' ইত্যপ্যর্থে। অপরমপরমভিধানমপেক্ষ্যাপেক্ষ্য। তদ্‌যথা অভিধানৈঃ সংযোজ্য বিশেষণশব্দৈঃ তত্রৈতদভিধানমিন্দ্রাদিসংবিজ্ঞানাদ্ রূঢ়মিন্দ্রাদৌ দেবতার্থে আম্নায়বিধৌ প্রয়োগে চ হবিশ্চোদয়তি।

তদ্‌যথা ঃ—ইন্দ্রায় বৃত্রঘ্নে একাদশকপালং নির্বপেৎ' ইতি। তথা 'ইন্দ্রায়াংহোমুচে ইতি' ইন্দ্রায়াংহোমুচে একাদশকপালং নির্বপেৎ' ইতি।

ততঃ কিম্? 'তান্যপ্যেকে সমামনন্তি।' 'একে' নৈরুক্তাঃ 'তান্যপি' গুণপদানি বৃত্রহন্নংহোমুক্ প্রভৃতীনি, অগ্ন্যাদৌ দেবতাপদসমাম্নায়ে পৃথক্ পৃথক্ সমামনন্তি' অহং তু ন সমামনে। কস্মাৎ? 'ভূয়াংসি তু সমাম্নানাৎ'। যানি তেষু গুণপদানি বৃত্রহাংহোমুক্‌প্রভৃতীনি সমামনন্তি, ততোঽন্যান্যপি 'ভূয়াংসি' বহুতরাণি সন্তি এব, মহাভাগ্যাদ্দেবতায়া গুণানামিয়ত্তা নাস্তি। তেষাং তু সর্বেষাং সমাম্নানে সমাম্নায়স্যাপরিনিষ্ঠৈব স্যাৎ, তথা চ সতি তেষাং শাস্ত্রে অসমাপ্তিঃ, তন্মাপি মা ভূদিত্যতঃ 'যৎ তু সংবিজ্ঞান ভূতং স্যাৎ প্রাধান্যস্তুতি তৎ সমামনে' ইতি। যদেতৎ সংবিজ্ঞানভূতং রূঢ়মগৌণং কেবলমপি নির্বিশেষণং লব্ধপ্রধানস্তুতিদেবতাপদমগ্ন্যাদি, তৎ সমামনে ন গৌণং ব্রতভৃৎ ব্রতপত্যাদি।

অথবা তান্যপ্যেকে সমামনন্তীত্যত উত্তরস্য 'ভূয়াংসি তু সমাম্নানাৎ' ইত্যস্যাপরোঽর্থঃ। ভূয়াংসি এব তেষাং সমাম্নানাৎ গুণানি সমাম্নাতানি স্যুঃ, ন কিঞ্চিদতিরিক্তং প্রয়োজনম্। বচনাৎ কেবলং গুরুশাস্ত্রং সম্পদ্যতে, তন্মাভূদিত্যর্থঃ।

অথ উত কর্মভিঃ ঋষিঃ দেবতাঃ স্তৌতি বৃত্রহা, পুরন্দর ইতি। স বৃত্রহা শতক্রতুঃ পুরন্দরঃ, গোত্রভিৎ বজ্রবাহুঃ ইতি। 'তানি অপি একে সমামনন্তি' তানি অপি একে কর্মনামধেয়ানি সমামনন্তি। কো বিশেষঃ পূর্বেভ্যঃ সমাম্নাতৃভ্যঃ? বিধিদর্শনাৎ পূর্বেণ হবিশ্চোদয়তি ইতি

বচনাৎ। স্তুতিদর্শনাদিকর্মভি ঋষিঃ দেবতাঃ স্তৌতীতি বচনাৎ। 'ভূয়াংসি তু সমাম্নানাৎ' ইতি স এব দোষঃ।

'ব্যঞ্জনমাত্রং তু তৎ তস্যাভিধানস্য ভবতি'। বৃত্রহা. পুরন্দর ইতি যদেবমাদিগুণপদম্ 'তৎ' তস্যৈবেন্দ্রাদেঃ সংবিজ্ঞানপদস্য 'ব্যঞ্জনমাত্রং' বিশেষণমাত্রং ভবতি ন পৃথক্ প্রধানম্। কেবলস্য সম্বন্ধাৎ স্তুত্যা। যথা লোকে—'ব্রাহ্মণায় বুভুক্ষিতায় ওদনং দেহি, স্নাতায় অনুলেপনং পিপাসতে পানীয়ম্ ইতি'। যো বুভুক্ষিতঃ তস্মৈ ইতি যথা তু বুভুক্ষিত শব্দো বিশেষণম্, কেবলস্য বুভুক্ষিতশব্দস্য বিশেষতঃ কদাচিদনবস্থানাৎ। এবং বৃত্রহা পুরন্দর ইত্যেবমাদীনাং বিশেষ্যমপ্রাপ্যানবস্থানাৎ, ব্যঞ্জনমাত্রতা ন স্বপ্রধানতা। তস্মান্নৈতান্যহং সমামনে ।। ৭৩।১০ ।।

ইতি দৈবতকাণ্ডে নিরুক্তসপ্তমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে দশমখণ্ডস্য দুর্গাচার্যবৃত্তিঃ। সমাপ্তশ্চ তৃতীয়পাদঃ।

---